মহানবীর জীবন আলো

মার্টিন লিংগস্

আবু জাফর

অনূদিত

মহানবীর জীবন আলো

মার্টিন লিংগস্
(আবু বকর সিরাজ আল-দীন)

আবু জাফর অনূদিত

হাক্কানী পাবলিশার্স

www.bjilibrary.com

প্রকাশক
গোলাম মোস্তফা
হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা, বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৪
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬১১৯৭১-৫
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৯৬৬২৮৪৪
E-mail : hakkani@paramabd.com
www.hakkanibd.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারি ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ	ফেব্রুয়ারি ২০০৬
তৃতীয় সংস্করণ	ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ
আবু জাফর

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিত
বইটি সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, প্রকাশ, প্রচার
বা কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যবহার করা যাবে না

মুদ্রণ
ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ (তৃতীয় তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৩৫৭৮
dotnet@bol-bd.com

পরিবেশক
পপুলার পাবলিশার্স
২০, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯২১

মূল্য ঃ তিনশত টাকা

Mahanabir Jiban Alo, Translation of the book 'Muhammad (SM)' By Martin Lings.
Translated By Abu Jafar, Published By Golam Mustafa, Hakkani Publishers, Dhaka-1205
1st Edition January 2000, 2nd Edition February 2006, 3rd Edition February 2015
Price: TK. 300.00 ISBN : 984-70214-0114-7

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা
(প্রথম সংস্করণ)

১৯৯৩ সালের ৪ জুলাই। মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর ভ্রমণের সময় লোরোং মার্কেটে কিছু কেনা-কাটা করার সময় একটা লাইব্রেরি চোখে পড়লো। ভিতরে ঢুকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর একাধিক আকর্ষণীয় বই দেখে মুগ্ধ হলাম। হঠাৎ নজরে পড়লো 'মুহাম্মদ' নামের একখানি বই। র‍্যাক থেকে নিয়ে বইখানি নাড়াচাড়া করলাম। দেখলাম, ইংরেজি ভাষায় লিখিত এ বইয়ের ভাষা খুবই সহজ ও সরল। মহানবীর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ঘটনার সাবলীল বর্ণনা। মাঝে মাঝে দু'একটা প্যারা পড়ে মনে হলো, অনেক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে বইখানিতে। সুযোগ মতো পড়ার বাসনা নিয়ে কিনে নিলাম বইখানি। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে বইখানির বাংলা অনুবাদ শেষ করার পর মনে হয়, ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে কুয়ালালামপুর গিয়ে যে সব জিনিস কিনেছিলাম, তার মধ্যে এই বইখানি ক্রয় ছিলো একটা অতি মূল্যবান সংযোজন।

বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের ওপর বহু বই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়েছে। আমার ভাষাজ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। মাতৃভাষা বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বাইরে মহানবীর জীবনীগ্রন্থ পড়ার যোগ্যতা আমার নেই। সে কারণে এ দুটো ভাষার বাইরে অন্য কোনো ভাষায় রচিত মহানবীর জীবনীগ্রন্থ শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় অনূদিত বই পড়েই তৃপ্ত হতে হয়েছে। ফারসি ভাষায় রচিত ইরানের যায়নূল আবেদীন রাহনূমার 'পয়াম্বার' এবং আরবি ভাষায় রচিত মিশরের আবদুর রহমান আযযামের 'আল-রিসালা আল-খালিদা'-র ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আমি এতটাই উৎসাহিত হই যে, ওই দু'খানি পুস্তক আমি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করি। ইংরেজি ভাষায় ওই পুস্তক দু'খানির নাম হলো যথাক্রম "Payambar: The Messenger" এবং "The Eternal Message of Muhammad". 'পয়াম্বার' গ্রন্থখানি 'বিশ্বনবী মুহাম্মদ' এবং "The Eternal Message of Muhammad" গ্রন্থখানি 'মহানবীর শাশ্বত পয়গাম' শিরোনামে

www.bjilibrary.com

পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারায় আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। এবার মার্টিন লিংগস্ রচিত 'মুহাম্মদ' (স.) বইখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি আমার মনের অবরুদ্ধ আবেগময় উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করলাম।

হাক্কানী পাবলিশার্স-এর স্বত্বাধিকারী জনাব গোলাম মোস্তফা বইখানির প্রকাশে যথেষ্ট আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। শিক্ষাবিদ মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক কষ্ট করে পাণ্ডুলিপি পড়ে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমার কাজে সহায়তা করেছেন। উভয়ের সহযোগিতার কথা আমি স্মরণ করছি।

সর্বশক্তিমান মহান দয়াময় আল্লাহর কাছে আমি শুকরিয়া আদায় করছি। অসংখ্য সালাম ও দুরুদ পেশ করছি ইহকাল ও পরকালের 'সিরাজাম মুনীরা' আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওপর।

২ এইচ ইষ্টার্ন হাউজিং এপার্টমেন্ট
৩৭ পাইওনীয়ার রোড
কাকরাইল, ঢাকা

আবু জাফর

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

এই গ্রন্থে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর নাম পাঠকালে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম' পাঠ করবেন। এ ছাড়া পুরুষ ও মহিলা সাহাবিগণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে 'রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু' ও 'রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা' পাঠ করা বিধেয়।

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা
(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ড. মার্টিন লিংগস্ ওরফে আবু বকর সিরাজ আল-দীন যে কত উঁচু স্তরের সাধক ও সুফী ছিলেন তা আমার জানা ছিল না। তাঁর এ গ্রন্থখানি আমি অনুবাদ করি এবং তা প্রকাশ করে হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে। এরপর ড. লিংগস্ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আমার জানার সুযোগ হয়। তাঁর ভিন্নধর্মী প্রতিভা ও একাগ্র সাধনার কথা জানতে পেরে আমি অভিভূত হই। অগণিত ভক্তের কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ড. লিংগসের প্রতি দূর থেকেই জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ার পর আল-কুরআন রিসার্চ একাডেমীর সভাপতি জনাব আহমদ মনসুর-এর মধ্যস্থতায় আমার পরিচয় ঘটে ড. লিংগসের বিশিষ্ট বন্ধু বাংলাদেশে বসবাসরত মি. জোনাথন বেল ওরফে জনাব তারেক আবদুস সালাম-এর সাথে। মি. জোনাথন বেল সে সময় লন্ডন যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ গ্রন্থখানির একটা কপি ও একখানা পত্র দেই লন্ডনে ড. লিংগসের কাছে পৌঁছে দিতে। তিনি সানন্দে সম্মত হন। আমার ওই পত্র ও গ্রন্থ পাওয়ার পর ড. লিংগস আমাকে একখানি পত্র লেখেন যা আমার কাছে মূল্যবান দলিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯৪ বছর– ২০০২ সালের ৯ জুন তিনি আমার কাছে ওই পত্র লেখেন। পাঠকদের জন্য ওই পত্রের ফটোকপি এ গ্রন্থে প্রকাশ করা হলো। এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হয় ২০০৫ সালের ১২ মে, ৯৬ বছর বয়সে। তাঁর জন্ম ১৯০৯ সালের ২৪ জানুয়ারি। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন, এটা আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ড. লিংগস তাঁর এ গ্রন্থখানির জন্য বিশ্বের বহু দেশ থেকে পুরস্কার পান; পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসেনী মোবারক এই গ্রন্থের জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করেন।

গ্রন্থখানির প্রথম সংরস্কণ প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে তাঁদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর বাংলা ভাষায় এমন নির্ভরযোগ্য পুস্তক বিরল। ড. লিংগসের এ অসাধারণ ও কালজয়ী গ্রন্থের অনুবাদক হিসেবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি– আমার পরিতৃপ্তি সীমাহীন। হাক্কানী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব গোলাম মোস্তফার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। অনবদ্য এ গ্রন্থের প্রকাশনায় তাঁর আন্তরিক উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আবু জাফর
২ এইচ ইস্টার্ণ হাউজিং এপার্টমেন্ট
৩৭ পাইওনীয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা

২০ জানুয়ারি ২০০৬

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

3 French Street
Westerham
Kent TN16 1PN
June 9th, 2002

Dear Mr Abu Jafar Iqbal
I was very happy to receive from Mr Bell the copy of your translation into Bangali of my Life of the Prophet صلى الله عليه وسلم together with your letter. I do not remember receiving any other letter from you. Thank you for making my book available to the people of Bangladesh. I pray that you may be able to continue your good work. Excuse me for writing no more. I am now an old man in my 94th year. All good wishes from
Abu Bakr Sirāj ud-Dīn
السلام عليكم
والحمد لله رب العالمين

To,
Mr Abu Jafar Iqbal
2 H Eastern Housing Apartment
37 Pioneer Road, Kakrail
Dhaka Bangladesh

অনুবাদককে লেখা লেখকের চিঠি

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

আল্লাহর ঘর	৯	১৬০	'তোমার প্রশান্তির আলো'
একটি বড় ক্ষতি	১৪	১৬৬	শোকের বছরের পর
উপত্যকার কুরাইশ বংশ	১৬	১৭০	সহানুভূতিশীল ইয়াছরিব
একটা হারিয়ে যাওয়া বস্তু পুনরুদ্ধার	২১	১৭৮	বহুলোকের স্বদেশ ত্যাগ
সন্তান উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা	২৪	১৮২	একটি ষড়যন্ত্র
একজন নবীর প্রয়োজনীয়তা	২৮	১৮৬	হিজরত
হস্তীর বছর	৩৪	১৯৪	মদীনায় প্রবেশ
মরুভূমি	৪০	১৯৭	ঐক্য ও বিবাদ
দু'জন প্রিয়জনের মৃত্যু	৪৬	২০৭	নতুন পরিবার
মঠবাসী যাজক বহিরা	৪৯	২১২	যুদ্ধের প্রারম্ভে
একটা সম্মানজনক চুক্তি	৫২	২১৬	বদর-এ অগ্রযাত্রা
বিয়ের আলোচনা	৫৬	২২৯	বদর যুদ্ধ
গৃহ ও পরিবার	৬১	২৪১	পরাজিতদের প্রত্যাবর্তন
কা'বার পুনর্নির্মাণ	৬৮	২৪৪	যুদ্ধবন্দিদের অবস্থা
প্রথম ওহীসমূহ	৭১	২৫২	বনি কায়নূকা
ইবাদত	৭৬	২৫৭	মৃত্যু এবং বিবাহ
'পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করুন'	৮৩	২৬৩	আহল আস-সুফফা
কুরাইশদের ব্যবস্থা গ্রহণ	৮৬	২৬৮	বিশৃঙ্খল যুদ্ধাবস্থা
আউস এবং খাযরাজ	৯২	২৭১	যুদ্ধের প্রস্তুতি
আবু জহল এবং হামজা	৯৫	২৭৮	উহুদ অভিমুখে যাত্রা
কুরাইশদের উত্থাপিত প্রস্তাব ও দাবি	৯৮	২৮২	উহুদ যুদ্ধ
কুরাইশ নেতৃবৃন্দ	১০৪	২৯৭	প্রতিশোধ
বিস্ময় ও আশা	১০৮	৩০১	শহীদদের দাফন
পারিবারিক বিভক্তি	১১২	৩০৭	উহুদ যুদ্ধের পর
নির্দিষ্ট সময়	১১৯	৩১৩	প্রতিশোধের শিকার
তিনটি প্রশ্ন	১২২	৩১৯	বনি নাদির
আবিসিনিয়া	১২৮	৩২৩	শান্তি এবং যুদ্ধ
উমর	১৩৫	৩৩৬	পরিখা খনন
নিষেধাজ্ঞা ও তা রদকরণ	১৩৯	৩৪৪	অবরোধ
বেহেশত ও পারলৌকিক অবস্থা	১৪৭	৩৫৯	বনি কুরাইজা
শোকের বছর	১৫১	৩৬৭	অবরোধের পর

www.bjilibrary.com

ভণ্ডদল	৩৭১
কণ্ঠহার	৩৭৫
মিথ্যা অপবাদ	৩৭৯
কুরাইশদের উভয় সংকট	৩৮৬
একটা স্পষ্ট বিজয়	৩৯৪
হুদাইবিয়ার পর	৪০১
খায়বর	৪১০
'আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?'	৪২২
খায়বর-এর পর	৪২৬
উমরা হজ্জ এবং এর ফলাফল	৪৩৫
মৃত্যু এবং একটি জন্মের প্রতিশ্রুতি	৪৪৪
সন্ধির শর্ত লংঘন	৪৫১
মক্কা বিজয়	৪৬০
হুনায়নের যুদ্ধ এবং তায়েফ অবরোধ	৪৭১
পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন	৪৭৭
বিজয়ের পর	৪৮৪
তাবুক	৪৯০
তাবুকের পর	৪৯৫
তুলনামূলক ধাপ	৫০৬
ভবিষ্যৎ	৫১১
বিদায় হজ্জ	৫১৪
উত্তরাধিকার এবং দাফন	৫২৩
পছন্দ	৫৩২
সূত্রের ব্যাখ্যা	৫৩৮
নির্ঘণ্ট	৫৪০
বংশতালিকা	৫৪৮
মানচিত্র	৫৪৯

www.bjilibrary.com

আল্লাহর ঘর

বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব নামক প্রথম অর্থাৎ আদি পুস্তক (বুক অব জেনেসিস) থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইবরাহীম নিঃসন্তান ছিলেন এবং তাঁর সন্তান লাভের কোনো আশাও ছিল না। এক রাতে আল্লাহ তাঁকে তাঁবু থেকে বের হয়ে আসার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : 'আকাশের দিকে তাকাও এবং যদি সক্ষম হও তাহলে তারাগুলো গণনা কর।' ইবরাহীম আকাশে ভাসমান তারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এবং তিনি একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন : 'তুমি সন্তান লাভ করবে।'১

এ সময় ইবরাহীমের বয়স পঁচাশি এবং তাঁর স্ত্রী সারাহ-র বয়স ছিল ছিয়াত্তর বছর। সারাহ তাঁর সাহায্যকারী মিশরীয় কন্যা হাজেরাকে (হাগার) দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ইবরাহীমকে প্রদান করেন। কিন্তু পরে সারাহ ও হাজেরার মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। সারাহ-র ক্রোধ থেকে বাঁচতে হাজেরা পালিয়ে যান এবং এই বিপদের সময় তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন। আল্লাহ তাঁর কাছে এই সংবাদ দিয়ে একজন ফেরেশতাকে পাঠান : 'আমি তোমার সন্তান-সন্ততি এমন বাড়িয়ে দেব যে তা গণনা করা যাবে না।' ঐ ফেরেশতা তাঁকে আরও বলেন : 'দেখুন, আপনি গর্ভবতী হবেন এবং একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন। আপনি তার নাম রাখবেন ইসমাইল; আল্লাহ আপনার দুঃখের কথা শুনেছেন।'২ অতঃপর হাজেরা ইবরাহীম ও সারাহ-র কাছে ফিরে আসেন এবং ফেরেশতা তাঁকে যে কথা বলেন তা তিনি তাঁদেরকে শোনান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ইবরাহীম তাঁর নাম রাখেন ইসমাইল। যার অর্থ হলো– 'আল্লাহ শোনেন'।

বালকটি যখন তেরো বছরে উপনীত হয় তখন ইবরাহীমের বয়স একশ' এবং সারাহ-র বয়স নব্বই বছর। এ সময় আল্লাহ ইবরাহীমকে আশ্বস্ত করেন যে, সারাহ-র গর্ভেও তাঁর একটি পুত্রসন্তান হবে এবং তার

---

১. আদি গ্রন্থ, ১৫ : ৫।

২. আদি গ্রন্থ, ১৬ : ১০-১১।

www.bjilibrary.com

নাম যেন ইসহাক রাখা হয়। আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে তাঁর বড় পুত্র বঞ্চিত হবে, এই আশংকায় ইবরাহীম প্রার্থনা করলেন : 'তোমার সামনে ইসমাইল যেন চিরঞ্জীব থাকে।' আল্লাহ তাঁকে বললেন : 'ইসমাইলের ব্যাপারে আমি তোমার কথা শুনেছি। দেখ, আমি তাকে অনুগ্রহ দান করেছি... আমি তার মাধ্যমে একটি বড় জাতি সৃষ্টি করব। কিন্তু ইসহাকের সাথে আমি আমার অঙ্গীকার পুরণ করব, আগামী বছর নির্দিষ্ট সময়ে সারাহ তোমার ঔরসে গর্ভবতী হবে।'১

সারাহ জন্ম দেন ইসহাককে এবং তিনি নিজেই তাকে স্তন্য পান করান। ইসহাক মাতৃদুগ্ধ পান থেকে বিরত হলে সারাহ তাঁর স্বামী ইবরাহীমকে বলেন যে, হাজেরা ও তাঁর পুত্র আর তাদের বাড়িতে থাকতে পারবে না। ইবরাহীম ইসমাইলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সারাহ-র কথায় তাই তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। আল্লাহ তাঁর সাথে পুনরায় কথা বলে তাঁকে সারাহ-র পরামর্শ গ্রহণের কথা বললেন। তিনি তাঁকে দুঃখ না করার উপদেশ দিয়ে অঙ্গীকার করে বললেন যে, ইসমাইল তাঁর অনুগ্রহ লাভ করবে।

একটা নয়, দুটো বড় জাতি ইবরাহীমের দিকে ফিরে তাকায় তাদের পিতা হিসেবে। এ দুটো জাতি হলো আল্লাহর নির্দেশিত দুটো শক্তি, দুটো উপায়, যা স্বর্গীয় ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করলো। কারণ, আল্লাহ এমন অনুগ্রহের অঙ্গীকার করলেন না যা অপবিত্র। আত্মার মহত্ত্ব ছাড়া আল্লাহর কাছে আর কিছুই মহান নয়। এভাবে ইবরাহীম হলেন দুটো আত্মিক স্রোতধারার উৎস ভূমি। এ দুটো স্রোতধারা একসাথে প্রবাহিত হলো। হাজেরা ও ইসমাইলের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং ফেরেশতাগণের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং নিশ্চিত হলেন যে, তাদের জন্য সব কিছুই মঙ্গলময় হবে।

আল্লাহর দুটো আত্মিক স্রোতধারা, দুটো ধর্ম আর দুটো জগৎ। দুটো বৃত্ত এবং সে কারণেই দুটো কেন্দ্র। মানুষের পছন্দের কারণে কোনো স্থান পবিত্র হয়নি বরং বেহেশতে তা মনোনীত হওয়ার জন্যই পবিত্র হয়েছে। ইবরাহীমের বৃত্তের আওতায় ছিল দুটো পবিত্র কেন্দ্র; একটা তাঁর হাতেই ছিল এবং অপরটি সম্পর্কে সম্ভবত তিনি তখনও কিছু জানতেন না। সেই পবিত্র কেন্দ্রের দিকে, আরবের সেই অনুর্বর উপত্যকার দিকে হাজেরা ও

---

১. আদি গ্রন্থ, ১৭: ২০-১।

www.bjilibrary.com

ইসমাইল পরিচালিত হলেন– এই স্থানটি ছিলো কেনান থেকে দক্ষিণে চল্লিশ দিন উট-পথের প্রান্তে। এই উপত্যকার নাম বেককা; কেউ কেউ বলেন, উপত্যকাটি অপ্রশস্ত ছিলো বলে এ রকম নামকরণ করা হয়। তিনটি পথ ছাড়া উপত্যকাটি ছিলো পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত– একটা পথ ছিলো উত্তর দিকে যাওয়ার, একটা পথ ছিলো দক্ষিণ দিকে যাওয়ার এবং আর একটা পথ ছিলো পশ্চিমে চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত লোহিত সাগরের দিকে যাওয়ার। হাজেরা এবং তাঁর পুত্র এই বেককা উপত্যকায় কিভাবে উপনীত হন, সে সম্পর্কে পুস্তকে কিছু পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোনো পর্যটক দল তাঁদের সাহায্য করেছিল। বণিক দলের যাতায়াত পথের মধ্যে একটি বড় পথের ধারে ছিলো এই উপত্যকাটি; এই পথকে কেউ কেউ বলতো 'সুগন্ধিযুক্ত পথ'। দক্ষিণ আরব থেকে ভূমধ্যসাগরে সুগন্ধি দ্রব্য ও ধূপ বা এ ধরনের দ্রব্য আনার পথ ছিলো এটা। এই উপত্যকায় আসার পর হাজেরাকে নিঃসন্দেহে বণিক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য পরিচালিত করা হয়েছিলো। এখানে অবস্থান করার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মা ও শিশু উভয়েই পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন। হাজেরা আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন, তৃষ্ণার্ত হওয়ার জন্য ইসমাইল হয়তো মারা যাবে। এঁদের উত্তরসূরীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বালির যে স্থানে ইসমাইল শুয়েছিলেন সেই স্থান থেকেই তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে চিৎকার করেন এবং তাঁর মা অতি নিকটবর্তী একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সাহায্যের আশায় চতুর্দিকে দেখছিলেন। কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি অন্য একটি সুবিধাজনক স্থানে গেলেন। কিন্তু সেখান থেকেও তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায় তিনি সাত বার এই দুই স্থানের মধ্যে ছুটাছুটি করলেন। শেষে তিনি বিশ্রামের জন্য সামান্য দূরে একটা পাথরের ওপর বসলেন এবং এ সময় ফেরেশতা তাঁর সাথে কথা বললেন। আদি গ্রন্থে বলা হয়েছে:

'এবং আল্লাহ শিশুটির চিৎকার শুনতে পেলেন; এবং আল্লাহ ফেরেশতাকে বেহেশত থেকে হাজেরার কাছে পাঠালেন এবং তিনি তাকে বললেন : 'কি কারণে কাতর হয়ে পড়লে, হাজেরা? ভয় পেয়ো না। আমি শিশুটির চিৎকার শুনেছি। তুমি ওঠো, শিশুটিকে দু'হাতে করে কোলে তোল। কারণ তার মাধ্যমে আমি একটা বড় জাতি সৃষ্টি করব। এবং আল্লাহ তাঁর চোখ খুলে দিলেন এবং তিনি দেখলেন একটি পানির কুয়া।'১

ইসমাইলের পায়ের গোড়ালির আঘাত থেকে আল্লাহ বালির মধ্য থেকে

---

১. আদি গ্রন্থ, ২১ : ১৭-২০।

www.bjilibrary.com

পানি প্রবাহের সৃষ্টি করলেন। এরপর থেকে ঐ স্থানটি মরুযাত্রীদের বিশ্রাম নেওয়ার স্থান হিসেবে চিহ্নিত হলো। কারণ ঐ স্থানে উত্তম পানির প্রাচুর্য ছিলো। এই কুয়াটির নামকরণ করা হলো জমজম।

ইসহাক ও তাঁর উত্তরাধিকারদের কথা আদি গ্রন্থে বলা হয়েছে– এ গ্রন্থে ইবরাহীমের অন্য শাখার কথা বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয়নি। ইসমাইল সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে : এবং আল্লাহ ঐ শিশুর সাথে ছিলেন; মরুভূমিতে সে বড় হতে থাকে ও বসবাস করে এবং সে একজন তীরন্দাজ হয়।১ এ ছাড়া তার নাম আর প্রায় উল্লেখই করা হয়নি; ঐ গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি, দুই ভাই ইসমাইল ও ইসহাক একসাথে তাঁদের পিতা ইবরাহীমকে হেবরণে কবর দেয় এবং এর কয়েক বছর পর ইসাউ তার চাচাত বোন অর্থাৎ ইসমাইলের মেয়েকে বিয়ে করে। জীবন সঙ্গীতে অপ্রত্যক্ষভাবে ইসমাইল ও তাঁর মায়ের প্রশংসা করা হয়েছে। এই জীবন সঙ্গীতে বলা হয়েছে: তোমার পবিত্র স্থান কতই না বন্ধুভাবাপন্ন, হে অতিথিসেবকদের প্রভু। জমজমের অলৌকিক ঘটনা নিয়েও ঐ জীবন সঙ্গীতে বলা হয়েছে যে, ঐ উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় সৃষ্টি হয় এই জমজমের। বলা হয়েছে: তোমার শক্তিতে যে ব্যক্তি শক্তিমান সে-ই অনুগ্রহপ্রাপ্ত; তোমার অন্তরে ছিলো তাদের জন্য পথ-নির্দেশ এবং তারা বেককা উপত্যকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে পানির কুয়া সৃষ্টি করে।২

হাজেরা এবং ইসমাইল তাঁদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার পর ইবরাহীম পঁচাত্তর বছর জীবিত ছিলেন এবং তিনি ঐ পবিত্র স্থানে তাঁর পুত্রকে দেখতে যান। এই স্থানে আসার জন্য হাজেরাকে পরিচালিত করা হয়েছিলো। কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে, জমজম কূপের কাছে আল্লাহ তাঁকে সেই নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দেন যেখানে তাঁকে ও ইসমাইলকে ইবাদত গৃহ তৈরি করতে হবে।৩ কিভাবে ঐ ইবাদত গৃহ তৈরি করতে হবে সে কথাও তাদের বলে দেওয়া হয়। এই ইবাদত গৃহের নাম কা'বা– ঘনক (সমান চারকোণা বিশিষ্ট)। এর আকৃতির সাথে নামের সামঞ্জস্য আছে; এর চারটি কোণা বৃত্তের চারটি বিন্দুর দিকে প্রসারিত। এই পবিত্র স্থানে সবচেয়ে পবিত্র যে বস্তুটি আছে তা হলো একটি স্বর্গীয় পাথর। বলা হয়ে থাকে যে, এই পাথরটি নিকটবর্তী আবু কুবায়স পর্বত থেকে একজন ফেরেশতা নিয়ে

১. আদি গ্রন্থ, ২১ : ১৭-২০।
২. জীবন সঙ্গীত, ৮৪: ৫-৬।
৩. কুরআন, ১২ : ২৬।

www.bjilibrary.com

আসেন এবং তা তিনি ইবরাহীমকে দেন। পৃথিবীতে পৌঁছার পর এই পাথরটি ঐ পর্বতেই ছিলো। 'দুধের চেয়ে সাদা এই পাথরটি বেহেশত থেকে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু আদমের সন্তানদের পাপ এই পাথরকে কালো করে দেয়।'১ কা'বার পূর্ব কোণায় তাঁরা এই পাথর স্থাপন করেন। এই ইবাদত গৃহ তৈরির কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ পুনরায় ইবরাহীমের সাথে কথা বলেন এবং বেককায় হজ্জ করার প্রথা চালু করার নির্দেশ দেন। এই বেককা পরে মক্কা নামে পরিচিত হয় : 'যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তওয়াফকারীদের জন্যে, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকু সেজদাকারীদের জন্যে। এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে ঘোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে।'২

হাজেরা এ সময় ইবরাহীমের কাছে অতীতে সাহায্যের জন্য তাঁর ছুটাছুটির কথা বলেন। তিনি এটাকে হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট করেন এভাবে যে, হজ্জ পালনকারীগণ সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত বার যাতায়াত করবেন। এর ফলে হাজেরা যে দুটো স্থানে ছুটাছুটি করেন, তা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এবং পরে ইবরাহীম, সম্ভবত কেনানে, তাঁর চারপাশের শস্য ও গমের মাঠ এবং সমৃদ্ধ চারণভূমির দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করেন : 'আমি নিজের এক সন্তানকে আপনার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি ... অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।'৩

---

১. মুহাম্মদ ইবন্ ইসা আত-তিরমিযী।
২. কুরআন, ২২ : ২৬-৭।
৩. কুরআন, ১৪ : ৩৭।

www.bjilibrary.com

একটা বড় ক্ষতি

ইবরাহীমের প্রার্থনার জবাব এলো। আরবের সব এলাকা থেকে এবং আরবের বাইরে থেকে আগত হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলো। পবিত্র ঘর পরিদর্শনে আগত এসব লোক মক্কায় মূল্যবান উপহার সামগ্রী নিয়ে আসতে শুরু করলো। বছরে একবার বড় হজ্জ এর আয়োজন করা হলো; কিন্তু বছরের যে কোনো সময় ছোট হজ্জ বা উমরা হজ্জের মাধ্যমে পবিত্র কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান দেখানোর ব্যবস্থা ছিলো। ইবরাহীম এবং ইসমাইল হজ্জ পালনের জন্য যেসব নিয়ম প্রবর্তন করেন তা অত্যন্ত ভক্তি ও আন্তরিকতার সাথে পালন করা হতো এবং এই প্রথা অব্যাহত রইলো। ইবরাহীম প্রতিষ্ঠিত কা'বাকে ইসহাকের উত্তরাধিকারীরা অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতো। তাঁদের কাছে এটাও ছিলো আল্লাহর একটি পবিত্র স্থান। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এক আল্লাহর ইবাদতের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয়। ইসমাইলের উত্তরাধিকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মক্কার উপত্যকায় তাদের বসবাস করা সম্ভব হচ্ছিলো না। ফলে অনেকে মক্কার বাইরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। যাওয়ার সময় তারা পবিত্র এই ঘরের প্রাঙ্গণ থেকে পাথর নিয়ে যায় এবং এসব পাথরের সম্মানে বিভিন্ন প্রথা পালন করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে পার্শ্ববর্তী বিধর্মী উপজাতীয়দের প্রভাবে এসব পাথরের সাথে বিভিন্ন মূর্তিও সংযুক্ত হয়। হজ্জযাত্রীরা এক সময় মক্কায় আসার সময় মূর্তি আনা শুরু করলো। কা'বার প্রাঙ্গণে এসব মূর্তি স্থাপন করা হতো এবং এ সময় থেকেই ইহুদীরা ইবরাহীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই ইবাদত গৃহে আসা বন্ধ করলো।১

মূর্তিপুজকরা দাবি করলো যে, তাদের মূর্তির শক্তি আছে এবং তা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এর ফলে, আল্লাহর সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ কমে এলো এবং আল্লাহ ও মানুষের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়ে গেলো। পরজগত সম্পর্কে তাদের ধারণা

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১৫ : সিরাত রসূলুল্লাহ।

www.bjilibrary.com

অস্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং অনেকে বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে, মৃত্যুর পর আর কোনো জগৎ নেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা অনুধাবন করতে সমর্থ হলেন যে, তাঁরা সত্য পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। জমজম কূপে যাওয়ার অধিকার তাদের আর রইলো না এবং তারা প্রায় ভুলেই গেলো, কোথায় এই জমজম কূপের অবস্থান। ইয়েমেন থেকে আগত জুরহুমাইটরা এজন্য পুরোপুরি দায়ী ছিলো। মক্কার ওপর তারা তাদের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করে। ইবরাহীমের উত্তরাধিকারীরা এটা সহ্য করে এই কারণে যে, ইসমাইলের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন জুরহুম গোত্রের মেয়ে। কিন্তু জুরহুমাইটরা সব ধরনের অন্যায়-অত্যাচার শুরু করলে তাদেরকে এক সময় মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবে তারা মক্কা ত্যাগ করার আগে জমজম কূপ বন্ধ করে দিয়ে যায়। প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় তারা এ কাজ করেছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এটাও হতে পারে যে, তারা পুনরায় ফিরে এসে এই কূয়া থেকে লাভবান হওয়ার আশায় এ কাজ করেছিল। কারণ, পবিত্র গৃহের সম্পদের কিছু অংশ, যা হজ্জযাত্রীরা নিয়ে আসত এবং যা কা'বা ঘরে রক্ষিত থাকত,– এই কূপে নিক্ষেপ করে তারা বালি দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেয়।

এরপর মক্কার কর্তৃত্ব অর্পিত হয় খুজা'আ গোত্রের ওপর। এই গোত্রটি ইসমাইলের উত্তরাধিকারী এবং তারা প্রথমে স্বদেশ ত্যাগ করে ইয়েমেন যায় এবং পরে উত্তর দিক থেকে ফিরে আসে। কিন্তু খুজা'আ গোত্রের লোকেরা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বিস্ময়করভাবে আগত জমজম কূপের পানি উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই করলো না। কারণ, ইসমাইলের সময় থেকে বহু কুয়া মক্কায় খনন করা হয়েছিল এবং এই কারণে আল্লাহর সেই দান হয়তো আর প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়নি। পবিত্র এই কূপ প্রায় বিস্মৃত স্মৃতি হয়েই রইলো।

এভাবে খুজা'আ গোত্রের লোকেরা জুরহুম গোত্রের লোকদের অপরাধের অংশীদার হয়ে পড়ে। অন্যান্য কয়েকটি ঘটনার জন্যও তাদেরকে দায়ী করা হয়: তাদের একজন গোত্রপতি সিরিয়া সফর থেকে ফিরে আসার সময় মোয়াবাইটদের কাছে তাদের একটা মূর্তি তাঁকে দেওয়ার কথা বলেন। তারা তাঁকে হুবল-এর মূর্তি প্রদান করে এবং তিনি ঐ মূর্তিটা পবিত্র কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে স্থাপন করেন। এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই মূর্তিটাই মক্কার প্রধান মূর্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

www.bjilibrary.com

উপত্যকার কুরাইশ বংশ

ইবরাহীমের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আর একটা শক্তিশালী বংশ হলো কুরাইশ। যীশু খ্রীষ্টের প্রায় চারশ' বছর পর কুরাইশ বংশের কুশাই নামক এক ব্যক্তি খুজা'আ গোত্রের প্রধান হুলায়ল-এর কন্যাকে বিয়ে করেন। হুলায়ল তাঁর নিজ পুত্রদের চেয়ে জামাতাকে প্রাধান্য দিলেন। তৎকালীন সময়ে কুশাই ছিলেন আরবদের মধ্যে একজন কৃতি ব্যক্তিত্ব। সমঝোতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর হুলায়ল মারা যান এবং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কুশাই মক্কা শাসন করবে এবং তিনিই হবেন কা'বার তত্ত্বাবধায়ক।

অতঃপর তিনি তাঁর নিকটাত্মীয় কুরাইশ লোকদের উপত্যকায় বসতি স্থাপনের জন্য নিয়ে আসলেন: পবিত্র স্থানের পাশে তাঁর ভাই জুহরা, তাঁর চাচা তায়ম, চাচাত ভাই মাখজুম এবং অন্য দু'একজন দূরসম্পর্কীয় ভাইকে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। এইসব লোক এবং তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা উপত্যকার কুরাইশ বলে পরিচিত হয়। অন্যদিকে কুশাই-এর দূরসম্পর্কীয় যেসব আত্মীয়স্বজন পর্বতের চতুর্দিকে এবং শহরের বাইরে বসতি স্থাপন করে, তাদেরকে বলা হতো শহরতলীর কুরাইশ। কুশাই সবার ওপর শাসন করতেন রাজার মতো এবং তার ক্ষমতা ছিলো একচ্ছত্র। প্রতি বছর তারা তাদের মেষপালের জন্য তাঁকে কর প্রদান করতো এবং এই অর্থ দিয়ে তিনি গরিব হজ্জযাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। সেই সময় পর্যন্ত পবিত্র গৃহের তত্ত্বাবধায়কগণ এই গৃহের চারপাশে নির্মিত তাঁবুতে অবস্থান করতেন। কুশাই তাঁদেরকে বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণের কথা বললেন এবং নিজেও একটি প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করলেন। এই গৃহ পরিচিত হলো 'সমাবেশ গৃহ' বা 'হাউজ অফ এ্যাসেম্বলি' হিসেবে।

সবকিছু চলছিলো স্বাভাবিক ভাবে; কিন্তু অসন্তোষের বীজ ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছিলো। কুশাই বংশধারার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্য থেকে একজন লোককে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হতো। কুশাই-এর চার পুত্রের মধ্যে আবদু মানাফ তাঁর পিতার জীবদ্দশায়

www.bjilibrary.com

বিশেষ সম্মানের অধিকারী হন। কিন্তু কুশাই তাঁর বড় পুত্র আবদ্ আদ-দরকে মনোনীত করেন, যদিও এই পুত্র যোগ্যতার দিক থেকে ছিলেন সবার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন। মৃত্যুর পূর্বে কুশাই তাঁর এই পুত্রকে বললেন : 'আমার পুত্র, লোকেরা তোমার চেয়ে অন্যকে বেশি সম্মান করলেও আমি তোমাকে এমন স্থানে বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি যেন লোকে তোমাকে তাদের সমান সম্মান করে। তুমি কা'বার দরজা না খুলে দিলে কেউ এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। কুরাইশদের যুদ্ধ পতাকা তোমার হাত ছাড়া আর কারও হাতে উত্তোলিত হবে না, তোমার প্রদত্ত অধিকার ছাড়া মক্কায় কোনো হজ্জযাত্রী পান করার জন্য পানি উত্তোলন করতে পারবে না, তোমার প্রদত্ত খাদ্য ছাড়া সে আর কোনো খাদ্য খেতে পারবে না, তোমার গৃহ ছাড়া কুরাইশরা কোনো বিষয়ে অন্য কোথায়ও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না।'১ এভাবে স্বীয় পুত্রের কাছে সব অধিকার ও ক্ষমতা অর্পণ করে তিনি 'সমাবেশ গৃহ'-এর মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করলেন।

আবদু মানাফ পিতার এই ইচ্ছাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কুরাইশ প্রজন্মের প্রায় অর্ধেক লোক আবদু মানাফের পুত্র হাশিম-এর কাছে জড়ো হয়। হাশিম ছিলেন সমকালীন সময়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তারা হাশিম-এর কাছে আবদ্ আদ-দর এর গোত্রের পরিবর্তে তাঁর গোত্রের কাছে কা'বার অধিকার হস্তান্তরের দাবি জানায়। হাশিম ও তাঁর ভাইদের যারা সমর্থন করে তারা হলো জুহরা ও তায়ম-এর উত্তরাধিকারী এবং কুশাই-এর উত্তরাধিকারী। তবে এই সমর্থনকারীদের মধ্যে কুশাই-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রাচীন বংশ পরম্পরার লোক ছিলো না। মাখজুম ও তাঁর দূরসম্পর্কীয় ভাই-এর উত্তরাধিকারীরা এই ধারণা পোষণ করলো যে, এই অধিকার আবদ্ আদ-দর এর পরিবারের লোকদের কাছেই থাকুক। অনুভূতি এমনই প্রবল হয়ে উঠলো যে, আবদু মানাফ -এর গোত্রের মহিলারা উত্তম সুগন্ধিভরা একটি পাত্র কা'বার পাশে রেখে দিলো। হাশিম, তাঁর সব ভাই এবং মিত্রশক্তির সবাই এই সুগন্ধিভরা পাত্রে হাত ডুবিয়ে প্রতিজ্ঞা করলো যে, তারা কখনও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। কা'বা গৃহের পাথরে সুগন্ধিযুক্ত হাত রেখে তারা তাদের প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করলো। বিভিন্ন গোত্রের এসব লোক পরিচিত হলো 'সুগন্ধিযুক্ত' হিসেবে। অপরদিকে, আবদ্ আদ-দর এর সমর্থকরা ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতিজ্ঞা করলো এবং তারা পরিচিতি হলো 'সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ' লোক বলে। যে কোনো ধরনের

১. ইবন্ ইসহাক, ৮৩। এই পুস্তকে কোটেশনের মধ্যে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার সবকিছুই প্রাচীন ও মূল সূত্র থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ শুধুমাত্র পবিত্র গৃহের আশেপাশেই নিষিদ্ধ করা হলো না, মক্কার কয়েক মাইল এলাকার মধ্যেও তা পরিব্যাপ্ত করা হলো। উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতার প্রস্তাব করা হলে তারা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মক্কার বাইরে যুদ্ধ করার জন্য মক্কা ত্যাগ করার উপক্রম করলো। যাহোক, উভয় পক্ষ এই মর্মে সমঝোতায় উপনীত হলো যে, আবদু মানাফ-এর পুত্ররা কর আদায়ের অধিকার পাবে এবং তারা হজ্জযাত্রীদের খাদ্য ও পানির ব্যবস্থা করবে। অপরদিকে, আবদ্ আদ-দর এর পুত্ররা কা'বা গৃহের চাবি সংরক্ষণ করবে, তাদের অন্যান্য অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং তাদের গৃহ 'সমাবেশ গৃহ' হিসেবে বর্তমান থাকবে।

হাশিমের ভাইয়েরা একমত হয় যে, হজ্জযাত্রীদের খাদ্য-পানীয় সরবরাহের দায়িত্ব হাশিমের গ্রহণ করা উচিত। হজ্জের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি সমাবেশে দাঁড়িয়ে বলতেন : 'হে কুরাইশ জনগণ, তোমরা আল্লাহর প্রতিবেশী এবং তাঁর গৃহের লোক; এই উপলক্ষে তোমাদের খাওয়ার সময় তোমাদের সাথে যোগ দেবে আল্লাহর মেহমান– এরা হলো আল্লাহর গৃহে আগত হজ্জযাত্রীরা। তারা আল্লাহর মেহমান এবং আল্লাহর মেহমান হিসেবে তারা তোমাদের দয়া দাবি করবে না। আমার যে সম্পদ আছে তা দিয়ে প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হলে আমি আমার দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ করবো না।'[১]

ঘরে-বাইরে হাশিম ছিলেন সবার কাছে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। মক্কা থেকে তিনি দুটো বড় মরুযাত্রী দলের সফর প্রতিষ্ঠিত করেন– ইয়েমেনে শীতকালীন মরু যাত্রীদল এবং উত্তর-পশ্চিম আরবে এবং এর বাইরে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় গ্রীষ্মকালীন মরুযাত্রী দল। এ সময় প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ বাইজেন্টাইন শাসনাধীন। এই দুটো সফরের রাস্তা ছিলো 'প্রাচীন সুগন্ধিযুক্ত রাস্তা' ধরে; গ্রীষ্মকালীন সফরের সময় প্রথম যাত্রাবিরতির স্থান ছিলো ইয়াছরিবের মরুদ্যান– মক্কা থেকে উত্তর দিকে উট পথে সময় লাগে এগারো দিন। এই মরুদ্যানে একসময় প্রধানত ইহুদীরা বাস করতো; কিন্তু এ সময় এর কর্তৃত্ব ছিল দক্ষিণ আরবের একটি আরব উপজাতির হাতে। ইহুদীরা অবশ্য কম বেশি সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে বসবাস করতো, সমাজের সাধারণ জীবনের ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতো এবং একই সাথে নিজেদের ধর্ম পালন করতো। ইয়াছরিবে বসবাসরত আরবীয়দের মাঝে মাতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যের

১. ইবন্ ইসহাক, ৮৭।

www.bjilibrary.com

কিছুটা ধারাবাহিকতা ছিলো এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষ কাইলা নামে এক মহিলার সন্তান বলে সমষ্টিগতভাবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে, কাইলার দুই পুত্র আউস ও খাযরাজ-এর নামানুসারে তারা দুই গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

খাযরাজ গোত্রের একজন প্রভাবশালী মহিলা সালমাকে হাশিম বিয়ের প্রস্তাব দেন। সালমার পিতা আমর ছিলেন নাজ্জার উপগোত্রের। হাশিমের বিয়ের প্রস্তাবে সালমা সম্মতি প্রদান করেন; কিন্তু শর্ত হলো, তাঁর ব্যাপারে যাবতীয় কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই থাকবে। হাশিমের ঔরসে সালমা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন এবং ঐ পুত্রকে তিনি চৌদ্দ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ইয়াছরিবে রাখেন। এ ব্যাপারে হাশিমের কোনো অমত ছিলো না। কারণ, 'ইয়াছরিবের জ্বর' স্থানীয় লোকদের চেয়ে আগন্তুকদের কাছে ছিলো অত্যন্ত ভীতিকর। তবু ইয়াছরিবের আবহাওয়া মক্কার চেয়ে স্বাস্থ্যকর ছিলো। হাশিম প্রায়ই সিরিয়া যেতেন এবং যাতায়াতের পথে তিনি ইয়াছরিবে স্ত্রী-পুত্রের কাছে থাকতেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেননি। একবার এক সফরের সময় তিনি প্যালেস্টাইনের গাজা-য় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

হাশিমের ছিলো দুই আপন ভাই – আবদু শাসম্ ও মুত্তালিব[১] এবং এক সৎ ভাই নওফল। আবদু শাসম্ ইয়েমেন এবং পরে সিরিয়ায় ব্যবসার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং নওফল ইরাকে ব্যস্ত দিন কাটান ব্যবসার কাজে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা মক্কায় অনুপস্থিত থাকতেন। এ কারণে এবং সম্ভবত আরও অনেক কারণের জন্য হাশিমের ছোট ভাই মুত্তালিব হজ্জযাত্রীদের জন্য পানি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাদের খাদ্য সরবরাহের জন্য কর সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। স্বীয় উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছু করা প্রয়োজন, এই চিন্তা তাঁর মাথায় এলো। সালমার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান ছাড়াও অন্যান্য স্ত্রীর গর্ভে হাশিমের তিনটি পুত্র সন্তান ছিলো। কিন্তু যা বলা হয়েছে তা যদি সত্য হয় তাহলে বলা যায় যে, সালমার গর্ভজাত পুত্রের মতো যোগ্যতা হাশিমের অন্য পুত্র বা মুত্তালিবের পুত্রের ছিল না। সালমা তাঁর পুত্রের নাম রাখেন শায়বা। যুবক বয়সেই তাঁর চরিত্রে নেতৃত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাঁর সম্পর্কিত খবরাখবর মক্কায় নিয়মিতভাবে সফরকারীদের মাধ্যমে আসতে থাকে। অবশেষে মুত্তালিব নিজেই শায়বাকে

---

১. প্রকৃত নাম আল-মুত্তালিব, কিন্তু সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'আল' পরিহার করতে হবে। প্রতিলিপির সময় এই উপসর্গের উল্লেখ জটিল বিধায় নামবাচক বিশেষ্যের প্রায় ক্ষেত্রেই সম্বোধনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

www.bjilibrary.com

দেখতে ইয়াছরিব যান এবং তাকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন। ভ্রাতুষ্পুত্রের ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য মুত্তালিব সালমাকে অনুরোধ করেন। ছেলেকে চাচার হাতে ছেড়ে দিতে সালমা ইচ্ছুক ছিলেন না এবং পুত্রও তার মায়ের অনুমতি ছাড়া যেতে রাজি হলো না। কিন্তু মুত্তালিব হতাশ হলেন না। তিনি সালমা ও তাঁর পুত্রকে বুঝালেন যে, মক্কায় তাঁর পুত্রের যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে, ইয়াছরিবে তা নেই। পবিত্র গৃহের রক্ষক হিসেবে কুরাইশরা অন্য যে কোনো আরব গোত্রের চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন এবং এই পবিত্র গৃহ হলো সমগ্র আরববাসীর ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল। ভবিষ্যতে এমন সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে যে, শায়বা একদিন তাঁর পিতার দায়িত্ব পালন করবে এবং কুরাইশ প্রধানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এ জন্য তাকে অবশ্যই তার লোকদের সাথে মিশতে হবে। কারণ বাইরে থেকে কেউ এই সম্মানের অধিকারী হবে এমন আশা করা যায় না। সালমা তাঁর যুক্তিতে মুগ্ধ হলেন। তাছাড়া তিনি মনে করলেন যে, তাঁর পুত্র মক্কায় গেলে তিনি মক্কায় যেতে পারবেন এবং তাঁর পুত্রও ইয়াছরিবে আসতে পারবে। ফলে তিনি তাঁর পুত্রকে মক্কায় যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। মুত্তালিব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে উটের পিঠে চড়ালেন। মক্কায় প্রবেশের পথে তিনি শুনতে পেলেন যে, কয়েকজন পথিক উটের পিঠে বসা যুবকের দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে– 'আবদ্ আল-মুত্তালিব' অর্থাৎ মুত্তালিবের ক্রীতদাস। এ কথা শুনে তিনি বললেন : 'তোমরা শোন, এই যুবক আমার ভাই হাশিমের পুত্র।' কিন্তু তাঁর কথায় সবাই এমনভাবে হেসে উঠলো যে, মনে হলো সবাই আনন্দ করছে। এই ঘটনাটা বিকৃত আকারে সারা শহরে রটে গেলো। সেদিন থেকেই এই যুবক সবার কাছে স্নেহভরে পরিচিত হলো 'আবদ্ আল-মুত্তালিব'।

মক্কায় উপস্থিত হওয়ার পর এই যুবক তার পিতার সম্পত্তির বিষয়ে চাচা নওফলের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু অভিভাবক চাচা মুত্তালিবের সহায়তায় এবং ইয়াছরিব-এর লোকদের প্রভাবের ফলে আবদ্ আল-মুত্তালিব তাঁর অধিকার নিশ্চিত করতে সমর্থ হন। তিনি জনগণের কাছে প্রথম দিকে যে ওয়াদা করে তাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন তা থেকে তাদেরকে হতাশ করলেন না। এর কয়েক বছর পর চাচা মুত্তালিব মারা গেলে হজ্জযাত্রীদের পানি ও খাদ্য সরবরাহের মতো গুরুদায়িত্ব পালনে ভ্রাতুষ্পুত্রের যোগ্যতা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন তোলে নাই। বরং এ কথা অনেকেই বলাবলি করে যে, এই গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তিনি তাঁর পিতা ও চাচাকেও হার মানিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

একটা হারিয়ে যাওয়া বস্তু পুনরুদ্ধার

কা'বার নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিম পাশের একটা ছোট জায়গা অর্ধ বৃত্তাকার নীচু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিলো। পবিত্র এই গৃহের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীরটিতে ফাঁক ছিল– যেন হজ্জযাত্রীরা ঐ ফাঁকা পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু অনেক হজ্জযাত্রী তাদের চক্রপথকে এমনভাবে বিস্তৃত করতেন যেন তাঁদের চক্রপথে সব এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে অর্ধ বৃত্তাকারের নীচু প্রাচীরও তাঁদের চক্রের মধ্যে পড়ে যায়। এই চক্রের মধ্যেকার স্থানটির নাম 'হিজর্ ইসমাইল' – পাথর বসানো এই স্থানটিতে ছিলো ইসমাইল ও হাজেরার কবর।

কা'বার কাছাকাছি থাকতে আবদ্ আল-মুত্তালিব এতই ভালোবাসতেন যে, মাঝে মাঝে তিনি 'হিজর্'–এ তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিতেন। এক রাতে তিনি যখন এখানে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, একটা অস্পষ্ট ছায়া তাঁকে বলছেন : 'সুমিষ্ট নির্মলতা খনন করুন।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'সুমিষ্ট নির্মলতা কি?' কিন্তু বক্তা উধাও হয়ে গেলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি এমন মানসিক সুখ ও প্রশান্তি লাভ করলেন যে, পরবর্তী রাতে তিনি একই স্থানে ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। অলৌকিক ব্যক্তিকে তিনি পুনরায় স্বপ্নে দেখলেন। তিনি তাঁকে বললেন : 'পরোপকারিতাকে খনন করুন।' তিনি প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পেলেন না। তৃতীয় রাতে তাঁকে বলা হলো : 'সম্পদের গুপ্ত ভাণ্ডার খনন করুন।' কিন্তু প্রশ্ন করলে সেই অলৌকিক ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চতুর্থ রাত্রে নির্দেশ এলো : 'জমজম কূপ খনন করুন।' তিনি প্রশ্ন করলেন : 'জমজম কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বললেন:

'জমজম কূপ খনন করুন। এ জন্য আপনি অনুতপ্ত হবেন না। এটা আপনার উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ – যা আপনি লাভ করেছেন আপনার মহান পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে। এই কূপ কখনও শুকিয়ে যাবে না বা যত হজ্জযাত্রীই আসুক না কেন, তাদের পানি পেতে অসুবিধা হবে না।'

এরপর বক্তা তাঁকে এমন স্থান খোঁজার কথা বললেন যেখানে রক্ত, গোবর, পিঁপড়ার বাসা ও কাক আছে শিকাররত অবস্থায়। এরপর তিনি

www.bjilibrary.com

তাঁকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বললেন 'নির্মল প্রবাহিত পানির জন্য, যেন ঐ পানি দিয়ে হজ্জের সময় হজ্জযাত্রীদের পানি পান করানো যায়।'১

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে আবদ্ আল-মুত্তালিব পবিত্র গৃহের উত্তর কোণায় অবস্থিত 'হিজর্' ত্যাগ করলেন। এই স্থানকে ইরাকী কর্ণার বলা হয়। উত্তর-পূর্ব দেওয়াল ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন – এর অন্য প্রান্তে রয়েছে কা'বার দরজা। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তিনি থামলেন। এর থেকে পূর্ব দিকে কয়েক ফুট দূরে স্থাপিত কালো পাথরকে তিনি চুম্বন করলেন ভক্তিভরে। সেখান থেকে তিনি প্রথা অনুযায়ী চক্রাকারে ঘুরলেন – 'হিজর্'-এর পাশে ইরাকী কর্ণার দিয়ে পশ্চিম দিকের সিরিয় কর্ণার অতিক্রম করলেন এবং সেখান থেকে দক্ষিণে অবস্থিত ইয়েমেনী কর্ণারের দিকে গেলেন। ইসমাইল ও ইসহাকের বংশধরদের মতো ইবরাহীমের সন্তানরা তাদের পবিত্র স্থান প্রদক্ষিণ করতো সূর্যের গতিপথের বিপরীত দিক থেকে। ইয়েমেনী কর্ণার থেকে কালো পাথরের দিকে যাওয়ার সময় তিনি আবু কুবায়স পর্বত এবং তারপর পূর্বাংশের পর্বতের কালো ঢালু পথ দেখতে পেলেন – সেই কালো ঢালু পথে তিনি হলুদ রঙের আলো স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সাত বার তিনি চক্রাকারে ঘুরলেন। প্রতিবারই তিনি ঐ উজ্জ্বল আলো স্পষ্টভাবে দেখলেন। আরবে প্রত্যুষ ও গোধূলি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। প্রথা সমাপনান্তে কালো পাথরের কাছ থেকে তিনি দরজার কাছে গেলেন এবং তালায় ঝুলিয়ে রাখা ধাতুর বেষ্টনী ধরে সেই প্রার্থনা করলেন – যা তাঁকে স্বপ্নে নির্দেশ করা হয়েছিল।

তাঁর পশ্চাতে বালুর ওপর একটা পাখি উড়ে এসে বসলো; তিনি ডানার শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর আরো একটা পাখি উড়ে এসে বসলো। প্রার্থনা শেষ করে তিনি ফিরে তাকালেন। দেখলেন, দরজার প্রায় বিপরীত দিকে প্রায় একশ' গজ দূরে অবস্থিত দুটো পাথরের প্রতিমূর্তির দিকে শিকার করার চলনভঙ্গীতে পাখি দুটো সদর্প পদচারণায় এগিয়ে যাচ্ছে। পাথরের এই প্রতিমূর্তির মাঝে কুরাইশরা পশু বলি দিতো। কাক দুটোর মতো আবদ্ আল-মুত্তালিব ভালো করেই জানতেন যে, ঐ স্থানের বালিতে সব সময় রক্ত মিশে থাকে। ঐ স্থানে গোবরও থাকে। এখান থেকে সামনের দিকে সামান্য একটু এগিয়ে তিনি দেখতে পেলেন পিপীলিকার বাসা।

এরপর তিনি বাড়িতে গিয়ে দুটো গাঁতি (মাটি বা পাথর খোঁড়ার জন্য ছুঁচালো মাথাবিশিষ্ট ভারী যন্ত্র) নিলেন। এরমধ্যে একটা গাঁতি নিলেন তাঁর ছেলে হারিছের জন্য। তিনি ঐ স্থানে ছেলেকে সাথে করে নিয়ে এলেন।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৯৩।

www.bjilibrary.com

কারণ তিনি জানতেন যে, ঐ স্থানটি তিনি খনন করবেন। বালির মধ্যে গাঁতি ঢোকানোর শব্দ এবং অস্বাভাবিক কাজের এই দৃশ্য আঙ্গিনার আশেপাশের সবাই শুনলো এবং দেখলো। শীঘ্রই সেখানে মানুষের ভিড় বেড়ে গেলো। আবদ্ আল-মুত্তালিব এর প্রতি সবার সম্মান থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়ে বললো যে, দুই মূর্তির মধ্যেকার পশু বলি দেওয়ার স্থানে বালি খনন করা পবিত্র বস্তু অপবিত্রকরণের শামিল এবং তাঁর উচিত এ কাজ থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন যে, তিনি এ কাজ থেকে বিরত হবেন না। তিনি তাঁর পুত্রকে তাঁর পাশে দণ্ডায়মান থাকার কথা বললেন, যেন তাঁর কাজে কেউ বাধা দিতে না পারে। সময়টা ছিলো উত্তেজনাকর এবং যে কোনো মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারতো। কিন্তু হাশিমের বংশের এই দু'জন লোক ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ঐক্যবদ্ধ। দর্শকরা অবাক হলো। ইসাফ্ ও নায়লা – এ দুটো মূর্তি মক্কার মূর্তিগুলোর মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলো না। অনেকে বলতো যে, এ দুটো মূর্তি হলো জুরহুমাইট পুরুষ ও মহিলার এবং তাদেরকে প্রস্তর মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে পবিত্র কা'বাকে অপবিত্র করার জন্য। ফলে কেউ আবদ্ আল-মুত্তালিবের কাজে বাধা দিলো না এবং তিনি তাঁর খনন কাজ অব্যাহত রাখলেন। ঐ পবিত্র এলাকা থেকে লোকজন যখন ফিরে যাচ্ছিলো তখন তাঁর গাঁতির আঘাত পড়লো কূপের মুখ বন্ধ করা পাথরের ওপর। চিৎকার করে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলেন। লোকজন পুনরায় ফিরে এলো এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। জুরহুমরা এই কুয়ার মধ্যে যে সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলো তা যখন তিনি বের করলেন, তখন সবাই সেই সম্পদে তাদের অংশের অধিকার দাবি করলো। আবদ্ আল-মুত্তালিব সম্মত হলেন যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য লটারী করা হবে। ঐ সব বস্তু পবিত্র গৃহে রাখা হবে, না তিনি তা নিজের কাছে রাখবেন, না বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে তা ভাগাভাগি করা হবে সে ব্যাপারে নির্ধারণ করা হবে। সন্দেহজনক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এটা ছিলো একটা স্বীকৃত পদ্ধতি। মোয়াবাইট মূর্তি হুবলের সম্মুখে কা'বা গৃহের মধ্যে তীর নিক্ষেপ করে এই লটারী করা হলো। এই লটারীতে দেখা গেলো, কিছু সম্পদ কা'বা গৃহের এবং কিছু সম্পদ আবদ্ আল-মুত্তালিবের ভাগে পড়লো। কিন্তু সম্পদের কোনো কিছুই সাধারণভাবে কুরাইশদের ভাগে পড়লো না। সবাই আরও সম্মত হলো যে, হাশিম গোত্র জমজমের কর্তৃত্বে থাকবে। কারণ, হজ্জযাত্রীদের পানি সরবরাহের কাজ তাদেরই।

www.bjilibrary.com

সন্তান উৎসর্গের প্রতিজ্ঞা

কুরাইশরা আবদ্ আল-মুত্তালিবকে সম্মান করতো তাঁর উদারতা, বিশ্বস্ততা ও গভীর জ্ঞানের জন্য। তিনি নিজেও ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কথা প্রায় সবাই গ্রহণ করতো। তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। কারণ তাঁর সম্পদ ছিলো। তদুপরি, তাঁর মাধ্যমে জমজম পুনঃস্থাপিত হওয়ায় সবাই তাঁকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এসব দয়ার জন্য তিনি আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে খনন কাজ বন্ধ করার কথা বলা হয় এবং সবকিছু সমদৃষ্টিতে বিবেচনার কথা বলা হয় – এই চিন্তা তাঁর মনকে এখনও পীড়িত করে। কিন্তু সবকিছু ঠিকমতো সম্পন্ন হয়েছে, এ জন্য সব প্রশংসা আল্লাহর! তাঁর মাত্র একটি পুত্র সন্তান ছিলো। সন্তানের ক্ষেত্রে তাঁর এই দরিদ্রতা নিয়ে তিনি আগে আর কোনোদিন ভাবেননি। আবদু শামস্ উপজাতি প্রধান তাঁর চাচাত ভাই উমাইয়ার কথা ধরুন! আল্লাহ তাঁকে অনেক পুত্র সন্তান দিয়েছেন। মাখজুম প্রধান মুগিরা যদি ঐ খনন কাজ করতেন তাহলে তাঁর পুত্ররা তাঁকে ঘিরে শক্তিশালী ব্যূহ রচনা করতে পারতো। কিন্তু তাঁর একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তিনি মাত্র একটি পুত্র সন্তানের জনক। সন্তান লাভের আশা তিনি প্রায় ত্যাগ করেন। আল্লাহ তাঁকে জমজম দিয়েছেন; অন্য দিক থেকেও তিনি তাঁর সবকিছু বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার পর তিনি আশান্বিত হন এবং তিনি অধিক পুত্রের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার সাথে তিনি শপথ করেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে দশটি পুত্র সন্তান দেন এবং তারা যদি সবাই যৌবনপ্রাপ্ত হয় তাহলে তিনি একটি পুত্রকে কা'বায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন।

তাঁর এই প্রার্থনার জবাব এলো। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলো এবং তিনি ন'টি পুত্র সন্তানের জনক হলেন। তিনি যখন শপথ করেন, তখন এই সম্ভাবনা ছিলো সুদূর পরাহত। কিন্তু একটা সময় এলো যখন একমাত্র ছোট পুত্র আবদুল্লাহ ছাড়া আর সবাই সাবালক। এ সময় তাঁর শপথের কথা তাঁকে চিন্তাগ্রস্ত করে তুললো। তিনি তাঁর পুত্রদের জন্য গর্বিত ছিলেন। কিন্তু

www.bjilibrary.com

সবাইকে তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, তিনি আবদুল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। সম্ভবত আল্লাহও এই পুত্রকে অগ্রাধিকার দিলেন, তাকে তিনি উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্য দান করলেন এবং সম্ভবত আল্লাহ তাকে উৎসর্গের জন্য পছন্দ করেছিলেন। যা-ই হোক না কেন, আবদ্ আল-মুত্তালিব কথা দিয়ে কথা রাখতেন। প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গার চিন্তা তাঁর মাথায় আসেনি। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে ছিলেন গভীরভাবে সচেতন। এর অর্থ হলো তিনি জানতেন যে, কোন ধরনের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। কোন পুত্রকে উৎসর্গ করা হবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার তিনি নিজে নিলেন না। আবদুল্লাহ পুরোপুরি বয়স্ক নয়, এই বিবেচনা যখন গ্রহণ করা সম্ভব হলো না তখন তিনি তাঁর দশ পুত্রকে একসাথে ডাকলেন। তিনি আল্লাহর সাথে তাঁর চুক্তির কথা তাদেরকে বললেন এবং নিজের কথা রাখার জন্য তিনি তাদের সাহায্য কামনা করলেন। তাদের সম্মত হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিলো না; তাদের পিতার প্রতিজ্ঞা ছিলো তাদের প্রতিজ্ঞা; এবং তারা তাদের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলো – তাদের কি করতে হবে। তিনি তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ তীর-এ চিহ্ন দিতে বললেন। ইতিমধ্যে তিনি কুরাইশদের সরকারী তীর-গণককে ডেকে পাঠান এবং তাকে কা'বায় উপস্থিত থাকতে বলেন। অতঃপর তিনি তাঁর সব পুত্রকে নিয়ে পবিত্র স্থানে গেলেন এবং তাদেরকে পবিত্র গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। এ সময় তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা গণককে বললেন। পুত্রদের সবাই তাদের তীর বের করলো এবং আবদ্ আল-মুত্তালিব হুবল-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং সাথে করে যে একটা বড় ছুরি নিয়ে এসেছিলেন তা বের করলেন। লটারী করা হলো এবং দেখা গেলো, আবদুল্লাহর তীরই বেরিয়ে এসেছে। তিনি এক হাতে আবদুল্লাহকে এবং অন্য হাতে ছুরি নিয়ে দরজার কাছে আসলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো সরাসরি উৎসর্গের স্থানে যাওয়া, কারণ ভয় ও চিন্তার সুযোগ যেন তাঁকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন থেকে বিরত না রাখতে পারে।

কিন্তু তিনি তাঁর পরিবারের মহিলাদের সাথে, বিশেষ করে আবদুল্লাহর মাতা ফাতিমার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথা বিবেচনায় আনেননি। তাঁর অন্যান্য স্ত্রীগণ ছিলেন শহরতলীর বিভিন্ন গোত্রের কন্যা এবং এ কারণে মক্কায় তাদের প্রভাব ছিলো খুব সামান্য। কিন্তু ফাতিমা ছিলেন শক্তিশালী মাখজুম বংশের কুরাইশ মহিলা এবং মাতার দিক থেকে তিনি ছিলেন কুশাই-এর এক পুত্র আবদ্ -এর বংশধর। তাঁর পরিবারের সবাই আশেপাশে

www.bjilibrary.com

ছিলো এবং প্রয়োজন হলে তাঁকে সাহায্যের জন্য সবাই প্রস্তুত ছিলো। দশটি পুত্রের মধ্যে জুবায়ের, আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ ছিলো তাঁর পুত্র। তাঁর আরও পাঁচটি কন্যা ছিলো এবং তারা তাদের ভাইদের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলো। এসব মহিলা কেউ অলসভাবে বসে ছিলো না। দশ পুত্রের মাথার ওপর যে বিপদ ঝুলে ছিলো তার জন্য নিঃসন্দেহে অন্য স্ত্রীগণ ফাতিমার সাহায্য কামনা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে লটারী সমাপ্ত হয়েছে এবং পবিত্র গৃহের আঙ্গিনায় বহু লোক জড়ো হয়েছে। আবদ্ আল-মুত্তালিব এবং আবদুল্লাহ কা'বা গৃহের দ্বারপথে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদেরকে দেখাচ্ছিল মৃতের মতো বিমর্ষ। মাখজুমাইটরা যখন বুঝতে পারলো যে, প্রস্তাবিত বলি তাদের বোনেরই এক সন্তান, তখন তাদের মধ্যে গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেলো। 'ঐ ছুরি কেন?' – একজন প্রশ্ন করলো এবং তারপর কয়েকজন একই প্রশ্ন উত্থাপন করলো। প্রশ্নের উত্তর জানা সত্ত্বেও তারা ঐ প্রশ্ন করলো। আবদ্ আল-মুত্তালিব তাদেরকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর কথায় মাখজুম গোত্রপ্রধান মুগিরা বাধা দিলেন : 'আপনি তাকে উৎসর্গ করতে পারবেন না। তার পরিবর্তে অন্য কিছু উৎসর্গ করুন। মাখজুমের সব পুত্রদের সম্পদ যদি মুক্তিপণের সমান হয়, তবু তারা তা দিতে প্রস্তুত আছে।' ইত্যবসরে আবদুল্লাহর ভাইয়েরা পবিত্র গৃহ থেকে বেরিয়ে আসলেন। এতক্ষণ তাঁরা কোনো কথাই বলেননি। কিন্তু এখন তাঁরা তাঁদের পিতার দিকে ফিরে ভাইয়ের প্রাণভিক্ষা চাইলেন এবং প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে কোনো কিছু উৎসর্গের কথা বললেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যিনি তাঁকে অনুরোধ করলেন না। আবদ্ আল-মুত্তালিবকে সবাই অনুরোধ করায় তিনি গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইয়াছরিবের একজন জ্ঞানী মহিলার সাথে তিনি আলাপ করবেন এবং তাঁর কাছে তিনি জানতে চাইবেন, এ ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে কি ধরনের প্রায়শ্চিত্ত যুক্তিযুক্ত।

আবদুল্লাহ এবং আরও দু'এক পুত্রকে নিয়ে আবদ্ আল-মুত্তালিব ঐ মহিলার জন্মস্থানে গিয়ে জানতে পারেন যে, তিনি ইয়াছরিব থেকে প্রায় একশ' মাইল উত্তরে ইহুদী অধ্যুষিত উর্বর উপত্যকা খায়বর-এ গিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা তাঁদের সফর অব্যাহত রাখলেন এবং ঐ মহিলার সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁরা সবকিছু তাঁকে খুলে বললেন। ঐ মহিলা তাঁদের কথা দিলেন যে, তিনি তাঁর পরিচিত আত্মার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলবেন। পরদিন দেখা করার কথা বলে তিনি তাঁদের বিদায় দিলেন। আবদ্ আল-মুত্তালিব আল্লাহর কাছে

www.bjilibrary.com

প্রার্থনা করলেন। পরদিন সকালে তাঁরা ঐ মহিলার সাথে দেখা করলে তিনি তাঁদেরকে বললেন : 'আমার কাছে সংবাদ এসেছে। আপনাদের মধ্যে রক্তপণ পরিশোধের প্রচলিত প্রথা কি?' তাঁরা উত্তর দিলেন : 'দশটি উট'। মহিলা বললেন : 'আপনাদের লোক এবং দশটি উট পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যে লটারী করুন। তীর যদি আপনাদের লোকের ওপর আপতিত হয় তাহলে উটের সংখ্যা বাড়িয়ে দিন এবং পুনরায় লটারী করুন; এবং প্রয়োজন হলে উটের সংখ্যা বাড়াতে থাকুন। আপনাদের প্রভু তা গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং তীর উটের ওপর আপতিত না হওয়া পর্যন্ত উটের সংখ্যা বাড়ান। অতঃপর লোকটিকে মুক্ত করে দিন এবং উটগুলোকে উৎসর্গ করুন।'

তৎক্ষণাৎ তাঁরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আবদুল্লাহ ও দশটি উটকে কা'বার প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হলো। আবদ্ আল-মুত্তালিব পবিত্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে হুবল-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁরা যা করতে যাচ্ছে তা গ্রহণ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। এরপর তাঁরা লটারী করলেন। তীর আবদুল্লাহর দিকেই আপতিত হলো। দশটি উট বাড়ানো হলো। কিন্তু তীরের গতিপথ বলে দিলো যে, উটগুলো বেঁচে থাকবে এবং লোকটিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তাঁরা প্রতিবার দশটি করে উট বাড়াতে থাকলেন এবং উটের সংখ্যা একশ' না হওয়া পর্যন্ত লটারীর ফল-এ কোনো পরিবর্তন হলো না। উটের সংখ্যা একশ' হওয়ার পর তীর আপতিত হলো উটের ওপর। কিন্তু আবদ্ আল-মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ। তাঁর কাছে এত বড় একটা বিষয়ের মীমাংসা একটা তীরের একবার আপতিত হওয়াই যথেষ্ট ছিলো না। তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার লটারী করার অনুরোধ করলেন। তাঁর অনুরোধ মোতাবেক দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার লটারী করা হলো এবং প্রতিবারই তীর আপতিত হলো উটের ওপর। অবশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করেছেন এবং সেই মোতাবেক উটগুলি উৎসর্গ করা হলো।

www.bjilibrary.com

একজন নবীর প্রয়োজনীয়তা

আবদ্ আল-মুত্তালিব হুবলের কাছে প্রার্থনা করেননি; তিনি সব সময় প্রার্থনা করতেন আল্লাহর কাছে। আল্লাহর ঘরের মধ্যে মোবাইট মূর্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ছিলো এবং কুরাইশদের কাছে তা হয়ে ওঠে এক ধরনের আশীর্বাদের আধার, আধ্যাত্মিক প্রভাবের বস্তু। কুরাইশরা ঐ মূর্তিকে আশীর্বাদের প্রতিরূপ হিসেবে গণ্য করতো। এ কারণে অন্যান্য পবিত্র স্থানের চেয়ে পবিত্র গৃহের আধ্যাত্মিক প্রভাব ছিলো সবচেয়ে বেশি। সমগ্র আরবে আরও অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র স্থান ছিলো এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো হিযাযের 'খোদার তিন কন্যার' মন্দির। এদের উপাসনাকারীদের মধ্যে অনেকে দাবি করতো যে, তারা হলো 'আল-লাত', 'আল-উজ্জা' এবং 'মানাত'। ইয়াছরিবের আরববাসীর মতো আবদ্ আল-মুত্তালিবকে ছোটবেলা থেকেই 'মানাত'-কে সম্মান করতে বলা হয়। 'মানাত'-এর মন্দির ছিলো ইয়াছরিব থেকে প্রায় পশ্চিম দিকে লোহিত সাগরের কাছে 'কুদায়দ' নামক স্থানে। মক্কা থেকে দক্ষিণে একদিনের উট পথের সীমানায় নাখ্লা উপত্যকায় 'আল-উজ্জার' মন্দির ছিলো কুরাইশদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে আরও দক্ষিণে একদিনের পথ অতিক্রম করে ভক্তরা পাহাড়ের ওপর বিলাসপূর্ণ সবুজ সমতলভূমির প্রাচীর ঘেরা তায়েফ-এ পৌঁছাতো। এখানে আরবের নামকরা হাওয়াজিন গোত্রের শাখা ছাকিফ গোত্রের লোক বাস করতো। 'আল-লাত' ছিলো 'তায়েফের দেবী'। এই দেবীর মূর্তি একটা বড় মন্দিরে রক্ষিত ছিলো। 'আল-লাত'-এর কর্তৃত্বে থাকার জন্য ছাকিফ্রা নিজেদেরকে কুরাইশদের প্রতিরূপ বলে মনে করতে পছন্দ করতো। অন্যদিক কুরাইশরা 'দুই শহর' বলতে মক্কা ও তায়েফকে বুঝাতো। তায়েফ বা 'হিযাযের বাগান'-এর চমৎকার আবহাওয়া ও উর্বরতা সত্ত্বেও এর জনগণ তাদের উত্তর দিকের অনুর্বর উপত্যকার জনগণের প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করতো না। কারণ তারা আন্তরিকভাবে স্বীকার করতো যে, নিজেদের মন্দিরকে তারা যত মর্যাদাই দিক না কেন, আল্লাহর ঘরের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। তারা অন্য কোনো ইচ্ছা পোষণই করতো না।

www.bjilibrary.com

কারণ তারা ছিলো ইসমাইলের বংশধর এবং তাদের ভিত্তি ছিলো মক্কা। তাদের অনুভূতি ছিলো মিশ্রিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পরবিরোধী। অন্যদিকে, কুরাইশরা কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলো না। তারা জানতো যে, তারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে বসবাস করছে এবং তাদের মধ্যে এমন একটা চম্বুক বা আকর্ষণীয় জিনিস আছে যা পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করতে সক্ষম। তারা এমন কিছু করতে উৎসাহী ছিলো না যার ফলে তাদের এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রদের মধ্যে গড়ে ওঠা উত্তম সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

আবদ্ আল-মুত্তালিবের কার্যালয় কা'বায় আগত তীর্থযাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতো এবং এসব কারণে তিনি সবকিছু অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করতেন। তাঁর কাজ ছিলো আন্তঃগোত্রীয় ধরনের এবং তাঁর এই কাজে প্রায় সব কুরাইশই অংশীদার ছিলো। তীর্থযাত্রীরা যেন অবশ্যই মনে করে যে, মক্কা তাদের অন্য একটা গৃহ এবং তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর অর্থই হলো তাদের উপাসনাকে সাদরে গ্রহণ করা এবং তাদের আনীত মূর্তিকে অসম্মান না করা। মূর্তিগুলোকে গ্রহণ করার যথার্থতা ও কর্তৃত্ব এবং ঐ মূর্তিগুলোর ইপ্সিত ফল দানের ক্ষমতা আছে এ কথা বিশ্বাস করা ঐতিহ্যগত। তাঁদের পিতা, দাদা ও পর-দাদারাও এমন বিশ্বাস করেছেন। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, আল্লাহ ছিল আবদ্ আল-মুত্তালিবের কাছে একটা বিরাট বাস্তবতা; এবং তিনি তাঁর সমসাময়িক কুরাইশ এবং খুজা'আ, হাওয়জিন ও অন্যান্য আরব গোত্রের চেয়ে ইবরাহীমের ধর্মের অনেক কাছাকাছি ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেই সময় এবং সব সময় কিছু লোক ইবরাহীমের ইবাদতের পূর্ণ পবিত্রতা রক্ষা করতো। তারা অনুধাবন করে যে, মূর্তি উপাসনা একটা নতুন সংযোজন এবং এর সাথে ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিপদ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্য অতীত ইতিহাসের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, ইসরাইলের সন্তানদের 'সোনার বাছুর'-এর চেয়ে 'হুবল' উত্তম কিছু ছিল না। এরা নিজেদেরকে 'হুনাফা'১ বলে দাবি করতো এবং মূর্তি নিয়ে তাদের করার কিছুই ছিলো না। মক্কায় এসব মূর্তির উপস্থিতি ছিলো তাদের কাছে অপবিত্রতা ও দূষিত অবস্থার মতো। মূর্তির ব্যাপারে তাদের আপোসহীনতা এবং এর বিরুদ্ধে বার বার তাদের স্পষ্ট বক্তব্য তাদেরকে মক্কার সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। তবে মক্কার সমাজে

১. হানিফ শব্দের বহুবচন হুনাফা। এর অর্থ হলো ধর্মমতে দৃঢ় বিশ্বাসী। দেখুন কুরআন ৬ : ১৬১।

www.bjilibrary.com

তারা ছিলো সম্মানিত এবং গ্রহণযোগ্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য তারা খারাপ ব্যবহারের মুখোমুখি হতো। এটা নির্ভর করতো অংশত তাদের ব্যক্তিত্ব এবং অংশত কোনো গোষ্ঠী নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিলো কি ছিলো না, তার ওপর।

আবদ্ আল-মুত্তালিব হুনাফাদের মধ্যে চার জনকে চিনতেন। এর মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন ওয়ারাকা। তাঁর চাচাত ভাই আসাদ গোষ্ঠীর নওফলের১ পুত্র ছিলেন এই ওয়ারাকা। ওয়ারাকা খ্রীষ্টান হন; এবং ঐ এলাকার খ্রীষ্টানদের মধ্যে একটা বিশ্বাস বেশ প্রবল ছিলো যে, একজন নবীর আগমন অতি নিকটবর্তী। এই বিশ্বাসটা ব্যাপকভিত্তিক ছিলো না। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের গীর্জার এক বা দুই জন সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তারা এ বিশ্বাসের সমর্থন করেন। ইহুদীদের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসকে সমর্থন করা খুবই স্বাভাবিক ও সহজ ছিলো। কারণ মুসার সাথে তাদের নবীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে যায়। একজন নবীর আগমনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রায় কারও কোনো দ্বিমত ছিলো না। ইহুদী পুরোহিত এবং অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের আশ্বস্ত করে যে, একজন নবী আগমনের সময় হয়েছে; নবী আগমনের অনেক পূর্বসংকেত চিহ্ন ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে; এবং ঐ নবী অবশ্যই একজন ইহুদী হবেন। কারণ ইহুদীরা হলো পছন্দনীয় জাতি। খ্রীষ্টানদের অবশ্য এই ধারণা সম্পর্কে সন্দেহ ছিলো; আরবদের মধ্য থেকে কেন নবী হবেন না, এর কারণ তাঁরা বুঝতে পারলেন না। ওয়ারাকাও এই ধারণা পোষণ করতেন। ইহুদীদের চেয়ে আরবদের একজন নবীর প্রয়োজন ছিলো বেশি। কারণ ইহুদীরা কিছুটা হলেও ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করতো, তারা এক আল্লাহর ইবাদত করতো এবং তাদের কোনো মূর্তি ছিলো না; এবং একজন নবী ছাড়া আরবদেরকে তাদের মিথ্যা খোদার উপাসনা থেকে কে বিরত রাখবে? সামান্য দূরবর্তীতে কা'বার চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি ছিলো; এবং এ ছাড়াও মক্কার প্রায় প্রতিটি গৃহে ছোট বা বড় একটা মূর্তি ছিলো এবং ঐ মূর্তিই ছিলো গৃহের প্রধান আকর্ষণ। গৃহ থেকে বের হওয়ার সময়, বিশেষ করে সফরে যাওয়ার সময় যে কেউ ঐ মূর্তির কাছ যেত এবং মূর্তি স্পর্শ করে তার আশীর্বাদ কামনা করতো; বাড়ি ফিরে আসার পর তার প্রথম কাজ ছিলো মূর্তির কাছে যাওয়া এবং আশীর্বাদ কামনা করা। মক্কা শুধু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলো না, সারা আরবের প্রায় সর্বত্র একই ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিলো। এ কথা সত্য যে, দক্ষিণে নাযরান

---

১. হাশিম-এর ভাই নওফল। যার নামের সাথে নওফল গোষ্ঠী নামকরণ করা হয়, সেই নওফল নয়।

www.bjilibrary.com

ও ইয়েমেন এবং উত্তরে সিরিয়া সীমান্তে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত আরবীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ছিলো। কিন্তু প্রায় ছ'শ বছরে ভূমধ্যসাগর ও ইউরোপের বিস্তৃত এলাকায় আল্লাহর ইবাদতে যে পরিবর্তন এসেছিল, তার প্রভাব মক্কার কা'বা গৃহ কেন্দ্রায়িত বিধর্মী সমাজে প্রায় পড়েনি। হিযায ও পূর্বাঞ্চলের নয্‌দের বিস্তৃত সমতল ভূমিতে আরবদের কাছে যীশুখ্রীষ্টের বাণী পৌঁছানো প্রায় দুর্ভেদ্য ছিলো বলে মনে হয়।

এ কথা ঠিক নয় যে, কুরাইশ ও অন্য বিধর্মী গোত্রগুলো খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলো। খ্রীষ্টানরা ইবরাহীম প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র গৃহে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আসতো এবং অন্য সবার মতো তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করা হতো। এমনকি, কা'বার অভ্যন্তরীণ দেওয়ালে একজন খ্রীষ্টানকে কুমারী মরিয়ম ও শিশু যীশুর মূর্তি আঁকার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এ কাজে তাকে উৎসাহিত করা হয়। তার আঁকা চিত্রের সাথে অন্যান্য চিত্রের পার্থক্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই পার্থক্যের ব্যাপারে কুরাইশরা খুব বেশি অনুভূতিপ্রবণ ছিলো না; তাদের কাছে এটাই মুখ্য বিষয় ছিলো যে, অনেক চিত্রের মধ্যে আরও দুটো চিত্র সংযোজিত হয়েছে। অংশত তাদের সহিষ্ণুতাই তাদেরকে এমন অনধিগম্য করে তোলে।

স্বীয় গোষ্ঠীর অন্যান্য অনেকের মতো ওয়ারাকা পড়তে জানতেন এবং তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা করেন। যীশুখ্রীষ্টের একটা আশ্বাস বাণীর মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেন যে, খ্রীষ্টানরা এই বাণীকে ইহুদীদের ধর্মীয় পর্বের একটা অলৌকিক ঘটনা বলে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করলেও ঐ বাণীর মধ্যে এমন কিছু ছিলো না যা অলৌকিক ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়। বরং ঐ বাণীর সাথে এমন কিছুর সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে যা এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। এই আশ্বাস বাণীর ভাষা ছিলো রহস্যপূর্ণ। এই বাক্যের অর্থ ছিলো : 'তিনি নিজের কথা বলবেন না, কিন্তু তিনি যা শ্রবণ করবেন তা-ই বলবেন।'১

কুতাইলা নামে ওয়ারাকার এক বোন ছিলো। এই বোনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো এবং তিনি প্রায়ই তাঁর সাথে এসব বিষয়ে আলোচনা করতেন। ভাইয়ের কথায় তিনি এমনই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর চিন্তায় একজন ভবিষ্যত নবীর কথা সব সময় বিরাজিত থাকতো। এমনও তো হতে পারে যে, সেই নবী ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন?

উটের উৎসর্গ গৃহীত হওয়ার পর আবদ্ আল-মুত্তালিব দণ্ড দান থেকে

---

১. সেন্ট জন, ১৬ : ১৩।

www.bjilibrary.com

রহিত পুত্রের জন্য স্ত্রী খোঁজার সিদ্ধান্ত নেন এবং একাধিক বিবেচনার পর তিনি কুশাই-এর ভাই জুহরার পুত্নি ও ওহাবের কন্যা আমিনাকে পছন্দ করেন।

ওহাব ছিলেন জুহরা গোত্রের প্রধান। কয়েক বছর পূর্বে তিনি মারা যান এবং তাঁর ভাই উহায়ব-এর তত্ত্বাবধানে আমিনা লালিত-পালিত হতে থাকেন। ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে উহায়ব ঐ গোত্রের নেতৃত্ব লাভ করেন। উহায়ব-এর নিজেরই একটা বিবাহযোগ্য মেয়ে ছিলো। ঐ মেয়ের নাম হালাহ্। আবদ্ আল-মুত্তালিব তাঁর ছেলের সাথে আমিনার বিয়ে ঠিক করার পর তিনি নিজেই হালাহ্কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। উহায়ব এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং একই সময়ে দুইটি বিয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে আবদ্ আল-মুত্তালিব স্বীয় পুত্রকে সাথে নিয়ে বনি জুহরার১ গৃহে রওনা দেন। পথিমধ্যে তাঁদেরকে বনি আসাদ-এর গৃহ অতিক্রম করতে হয়। ঘটনাক্রমে, ওয়ারাকার বোন কুতাইলা তাঁর নিজ গৃহের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই দাঁড়িয়েছিলেন কিছু একটা দেখার জন্য। কারণ মক্কার সবাই একই সাথে দুই বিয়ে সম্পর্কে জানতো। আবদ্ আল-মুত্তালিবের বয়স তখন সত্তর-এর উপর। কিন্তু বয়সের তুলনায় তিনি দেখতে ছিলেন যুবকের মতো। দুই বর-এর একই সাথে যাত্রা এবং তাঁদের স্বাভাবিক প্রসন্নতা সেই উপলক্ষ্যকে গাম্ভীর্যপূর্ণ করে তোলে। এই দৃশ্য ছিলো সত্যি আকর্ষণীয়। তাঁরা নিকটবর্তী হলে কুতাইলার দৃষ্টি পড়ে যুবক লোকটির উপর। আবদুল্লাহর সৌন্দর্য এমনই ছিলো যে তাঁকে ইউসুফের সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করা চলে। এমনকি বয়স্ক কুরাইশ পুরুষ ও মহিলা এমন সুন্দর যুবক দেখেছে কিনা স্মরণ করতে পারলো না। আবদুল্লাহর বয়স তখন পঁচিশ, যৌবন প্রস্ফুটনের সময়। কুতাইলা তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হলেন অন্য কারণে। তিনি লক্ষ্য করলেন, একটা আলোর প্রভায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। তাঁর কাছে মনে হলো, এই আলোর প্রভা আসছে এক অপার্থিব জগত থেকে। এটা কি সত্য যে, আবদুল্লাহই সেই প্রত্যাশিত নবী? না, তিনি সেই প্রত্যাশিত নবীর পিতা?

এ সময় তাঁরা দু'জন তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আকস্মিক আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি বললেন : 'ও আবদুল্লাহ'! আবদ্ আল-মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর হাত ছেড়ে দিলেন। ভাবখানা এই, সে যেন কুতাইলার সাথে কথা বলে। আবদুল্লাহ ফিরে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখোমুখি হলেন। তিনি

১. জুহরার পুত্ররা (উত্তরাধিকার); ইবন্-এর বহুবচন বনি।

www.bjilibrary.com

কোথায় যাচ্ছেন, এ কথা কুতাইলা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলেন : 'পিতার সাথে'। শুধু মৌনভাব কাটানোর জন্যই তিনি এ কথা বললেন না। কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন এ কথা কুতাইলা জানে। 'আমাকে নিয়ে চলুন আপনার স্ত্রী হিসেবে', কুতাইলা বললেন, 'আপনার জানের পরিবর্তে যতগুলো উট উৎসর্গ করা হয়েছিল, ততগুলো উট আপনি পাবেন।' 'আমি আমার পিতার সাথে আছি', তিনি বললেন, 'আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে পারি না এবং আমি তাকে ত্যাগ করতে পারি না।'১

পরিকল্পনা মোতাবেক বিবাহ কার্য সমাধা হলো এবং দুই দম্পতি কিছুদিন উহায়ব-এর গৃহে কাটালেন। এ সময় আবদুল্লাহ নিজ গৃহে গেলেন কিছু সামগ্রী আনার জন্য। ওয়ারাকার বোন কুতাইলার সাথে তাঁর আবার দেখা হলো। কুতাইলার দৃষ্টি তাঁর মুখমণ্ডলে এমন গভীরভাবে কিছু অনুসন্ধান করলো যে আবদুল্লাহ তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আশা করছিলেন যে, কুতাইলা কিছু বলবে। কিন্তু তাঁকে কোনো কথা বলতে না দেখে তিনি নিজেই তাঁকে বললেন যে, একদিন আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন তা তিনি আজ বলছেন না কেন। উত্তরে কুতাইলা বললেন : 'গতকাল আপনার সাথে যে আলোর প্রভা ছিলো, তা আপনাকে ত্যাগ করেছে। আপনার কাছে আমার যে প্রয়োজন ছিলো তা আপনি আর পূরণ করতে পারবেন না।'২

এই দুই বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এ বছরের পরের বছরটি 'হস্তীর বছর' বলে পরিচিত এবং একাধিক কারণে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১০০।
২. ইবন্ ইসহাক, ১০১।

www.bjilibrary.com

হস্তীর বছর

এ সময় ইয়েমেন ছিলো আবিসিনিয়ার শাসনাধীন এবং আবরাহা নামের একজন আবিসিনীয় ছিলো ইয়েমেনে আবিসিনিয়ার প্রতিনিধি। সে সা'নায় একটি জাঁকজমকপূর্ণ গীর্জা তৈরি করে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, আরবের সব লোকের বড় ধর্মীয় স্থান মক্কার প্রভাব কমানো। রানী সাবার একটি পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ থেকে মার্বেল সংগ্রহ করে সে তা এই গীর্জার কাজে লাগায়। সোনা ও রূপা দিয়ে সে ক্রুশ নির্মাণ করায় এবং বেদী তৈরি করে আইভরি ও আবলুস কাঠ দিয়ে। এরপর আবরাহা তাঁর প্রভু ইথিওপিয়ার সম্রাটকে পত্র লেখে : 'হে রাজন, আমি আপনার জন্য একটি গীর্জা নির্মাণ করেছি। এ ধরনের গীর্জা আপনার পূর্বে কোনো রাজা তৈরি করেনি। এ স্থানটি আমি আরবদের তীর্থভূমি না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবো না।' সে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কিছু গোপন করেনি। এর ফলে হিযায ও নযদের সব গোত্র ক্রোধান্বিত হয়। শেষে, কুরাইশদের সমগোত্রীয় কিনানাহ্ গোত্রের একজন লোক ঐ গীর্জাকে অপবিত্র করার উদ্দেশ্য নিয়ে সা'নায় যান এবং এক রাতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করে নিরাপদে তাঁর জনগণের মাঝে ফিরে আসেন।

এ কথা শোনার পর আবরাহা প্রতিজ্ঞা করে যে, প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সে কা'বাকে ধ্বংস করে দেবে। সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার পর সে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। সে তার সৈন্য বহরের অগ্রভাগে পণ্যবাহী বড় গাড়িতে একটা হাতী রাখে। সা'নার উত্তরে বসবাসরত কয়েকটি আরব গোত্র তাঁর যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু আবিসিনীয়রা তাদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং তাদের নেতা খাছাম গোত্রের নূফায়েলকে গ্রেফতার করে। জীবন রক্ষার বিনিময়ে নূফায়েল তাদের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে সম্মত হয়।

এই সৈন্যরা তায়েফে পৌঁছালে ছাকিফ্ গোত্রের লোকেরা বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। তাদের আশংকা ছিলো যে, কা'বা মনে করে আবরাহা হয়তো তাদের আল-লাত এর মন্দির ধ্বংস করে দেবে। তারা

www.bjilibrary.com

আবরাহাকে বলে যে, সে তাঁর লক্ষ্যস্থলে এখনও উপনীত হয়নি। বাকী পথ চলার জন্য তারা তাঁকে একজন পথ প্রদর্শককে দেয়। আবরাহার সাথে নূফায়েল থাকা সত্ত্বেও সে তাদের লোককে গ্রহণ করে। কিন্তু মক্কা থেকে দু'মাইল দূরে 'মুঘাম্মিস্' নামক স্থানে ঐ লোকটি মারা যায় এবং ঐ স্থানেই তাকে কবর দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে আরবরা তার কবরে পাথর নিক্ষেপ করতো এবং ঐ এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা এখনও তার কবরে পাথর নিক্ষেপ করে।

আবরাহা মুঘাম্মিস্-এ যাত্রা বিরতি করে এবং মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক ঘোড়সওয়ার বাহিনী প্রেরণ করে। যাওয়ার পথে তারা যা পায় তা-ই লুঠ করে এবং লুঠ করা সামগ্রী আবরাহার কাছে পাঠিয়ে দেয়। এসব সামগ্রীর মধ্যে ছিলো আবদ্ আল-মুত্তালিবের দু'শ' উট। কুরাইশ ও পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলো যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ সভা করলো এবং শত্রুদের বাধা দেওয়া নিরর্থক বলে তারা সিদ্ধান্ত নিলো। ইতিমধ্যে আবরাহা মক্কায় একজন দূতকে প্রেরণ করে এবং মক্কার নেতাকে ডেকে পাঠায়। ঐ নেতাকে সে বলতে বলে যে, তারা যুদ্ধ করতে আসেনি – তারা এসেছে মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। তিনি যদি রক্তপাত বন্ধ করতে চান তাহলে তিনি যেন আবিসিনীয় শিবিরে এসে দেখা করেন।

আবদ্ আদ-দর এবং আবদু মানাফ-এর পরিবারের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব ভাগাভাগি হওয়ার পর কুরাইশদের কোনো স্বীকৃত নেতা ছিলো না। অধিকারের বলে না হলেও মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কে, তা নিয়ে লোকেরা তাদের মতামত প্রকাশ করতো এবং এ ক্ষেত্রে লোকেরা ঐ দূতকে আবদ্ আল-মুত্তালিব এর গৃহের দিকে পাঠায়। আবদ্ আল-মুত্তালিব তাঁর এক পুত্রকে সাথে নিয়ে দূতের সাথে শিবিরে চলে আসেন। আবরাহা তাঁর চেহারা দেখে এতই মুগ্ধ হয় যে, সে তার রাজকীয় আসন থেকে উঠে তাঁকে স্বাগত জানায় এবং কার্পেটের ওপর সে তাঁকে তার পাশেই বসায়। সে তার দোভাষীকে বললো যে, আবদ্ আল-মুত্তালিব কোনো অনুগ্রহ চায় কিনা তা জেনে নিতে। আবদ্ আল-মুত্তালিব উত্তরে জানান যে, সৈন্যরা তাঁর দু'শ' উট নিয়ে এসেছে। তিনি চান যে, তাঁর উটগুলো যেন ফেরত দেওয়া হয়। এই অনুরোধে আবরাহা কিছুটা বিস্মিত হলো। সে বললো যে, সে তার কথায় হতাশ হয়েছে। কারণ তিনি শুধু তাঁর উটের কথা চিন্তা করলেন। অথচ তারা যে তাদের ধর্মকে নির্মূল করার জন্য এসেছে, এ কথা তিনি চিন্তা করলেন না। আবদ্ আল-মুত্তালিব উত্তর দিলেন : 'আমি আমার উটের মালিক। একইভাবে কা'বা গৃহের একজন মালিক আছেন এবং তিনিই তা রক্ষা

www.bjilibrary.com

করবেন।' 'আমার বিরুদ্ধে তিনি তা রক্ষা করতে পারবেন না', আবরাহা বললো। আবদ্ আল-মুত্তালিব বললেন : 'আমরা সেটা দেখবো। কিন্তু আপনি আমার উট ফেরত দিন।' অতঃপর আবরাহা নির্দেশ দিলো যে, তাঁর উটগুলো যেন ফেরত দেওয়া হয়।

আবদ্ আল-মুত্তালিব কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে শহরের পাশে পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। এরপর তিনি, তাঁর পরিবারের কয়েকজন সদস্য এবং অপর কয়েকজন লোকসহ পবিত্র স্থানে গেলেন। পবিত্র ঐ গৃহের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁরা আবরাহা ও তার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে প্রার্থনা করলেন। কা'বা ঘরের দরজার মাঝখানের ধাতুনির্মিত বৃত্ত ধরে তিনি বললেন : 'ও আল্লাহ! তোমার দাস তার নিজের গৃহ রক্ষা করেছে। তুমি তোমার গৃহ রক্ষা কর!' এভাবে প্রার্থনা শেষে তিনি অন্যদের সাথে পাহাড়ে গিয়ে কুরাইশদের সাথে মিলিত হলেন। তাঁরা এমন এক স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন যেন উপত্যকায় কি ঘটছে তা সেখান থেকে দেখতে পান।

পরদিন সকালে কা'বা ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে আবরাহা মক্কা শহরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো। কা'বা ধ্বংস করার পর সে একই পথে সা'নায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। হস্তীকে জাঁকজমকের সাথে সাজিয়ে সৈন্যদলের সামনে রাখা হলো। সৈন্যদলকে আগেই প্রস্তুত করা হয়েছিল। শক্তিশালী এই পশুটিকে যখন তার স্বীয় স্থানে আনা হলো তখন তার রক্ষক উনায়স্ তাকে মক্কার দিকে মুখ করে প্রস্তুত করলো। সৈন্যদেরও লক্ষ্য ছিলো ঐ দিকে অগ্রসর হওয়ার। অনিচ্ছুক পথ প্রদর্শক নূফায়েল সারাটি পথ উনয়স্-এর সাথেই ছিলো এবং সে এমন কিছু নির্দেশমূলক শব্দ শিখেছিল যা ঐ হস্তীটা বুঝতে পারে। উনায়স্ যখন হস্তীকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো, নূফায়েল তখন তার (হস্তী) বড় কানে ফিস ফিস অথচ তীব্রভাবে হাঁটু গেড়ে বসার নির্দেশ দিলো। এরপর হস্তীটা আস্তে আস্তে কিন্তু উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। আবরাহা ও তাঁর সৈন্যরা এ দৃশ্য দেখলো অবাক বিস্ময়ে। উনায়স্ হস্তীকে ওঠার নির্দেশ দিলো। কিন্তু নূফায়েলের নির্দেশ এত তীব্রভাবে প্রকাশ পেলো যে, উনায়স্-এর নির্দেশ আর শোনা গেলো না। হস্তী আর নড়াচড়া করলো না। হস্তীকে উঠাবার জন্য তারা সব চেষ্টাই করলো। লোহার রড দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো, তার পেটে লোহার হুক দিয়ে গুতো মারলো। কিন্তু হস্তী পাথরের মতোই নীরব রইলো। তখন তারা একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করলো। সৈন্যদলকে তারা ইয়েমেনের দিকে মুখ সরিয়ে কিছুদূর অগ্রসর

www.bjilibrary.com

করালো। হস্তীটি এ সময় উঠে দাঁড়ালো। তার গতিপথ পরিবর্তন করলো এবং সৈন্যদের পিছু পিছু এগিয়ে গেলো। সৈন্যরা আশান্বিত হয়ে পুনরায় কা'বার দিকে দিক পরিবর্তন করলো। হস্তীটাও দিক পরিবর্তন করলো। কিন্তু কা'বার দিকে মুখ ফেরানোর সাথে সাথেই আবার সে মাটিতে বসে পড়লো।

সামনের দিকে এগিয়ে না যাওয়ার জন্য এটা ছিলো একটা ইঙ্গিত। কিন্তু আবরাহা তাঁর নির্মিত গীর্জার জন্য ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এমনই অন্ধ হয়ে পড়লো যে, সে কা'বা ধ্বংস করার সিদ্ধান্তে অটল রইলো। যদি ফেরত যেতো তাহলে হয়তো তারা তাদের বিপর্যয় এড়াতে পারতো। কিন্তু তারা সময় ক্ষেপণ করলো। পশ্চিম দিকের আকাশ কালো হয়ে উঠলো এবং একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেলো। শব্দ ও আকাশের ঘন অন্ধকার এমনই তীব্র আকার ধারণ করলো যে, মনে হলো, সাগরের দিক থেকে আসা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়া তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। তাদের মাথার ওপর আকাশে যতদূর দৃষ্টি গেলো, দেখা গেলো শুধু পাখি আর পাখি। যারা বেঁচে ছিলো তাদের বর্ণনায় জানা যায় যে, দ্রুত গতিসম্পন্ন এসব অসংখ্য পাখির প্রত্যেকটির কাছে তিনটি করে নূড়ি পাথর ছিলো। এসব নূড়ি পাথর ছিলো ঠোঁটে এবং দুই পায়ের থাবার মধ্যে। সৈন্যদলের মাথার ওপরে এসে তারা চক্রাকারে ঘোরাফিরা করতে লাগলো এবং তারা যে পাথর নিয়ে এসেছিলো তা নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। নূড়ি পাথরগুলো এতো জোরে নিক্ষিপ্ত হলো যে, তা সৈন্যদের দেহে বিদ্ধ হতে লাগলো। প্রতিটি পাখিই যেন তার লক্ষ্য স্থির করেছিলো এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিলো। প্রতিটি দেহে নূড়ি পাথরের আঘাত লাগার সাথে সাথে দেহে পচন ধরছিলো এবং তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিলো। সবাইকে কিন্তু আঘাত করা হলো না। উনায়স্ এবং হস্তীটি এই আঘাত থেকে রেহাই পেলো। কিন্তু সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। এসব লোকের মধ্যে যারা বেঁচে ছিলো তাদের অনেকে হিযাযে মেষ পালন বা অন্য কোনো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলো। কিন্তু সৈন্য বাহিনীর প্রধান অংশ বিশৃংখল অবস্থায় সা'নায় প্রত্যাবর্তন করে। অনেকে ফেরার সময় পথে মারা যায় এবং আবরাহা সহ অন্য অনেকে সা'নায় ফিরে যাওয়ার পর মারা যায়। হস্তীর দিকে সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার সময় নূফায়েল সবার অলক্ষ্যে সরে পড়ে এবং মক্কার পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে।

এ ঘটনার পর থেকে আরবদের কাছে কুরাইশরা 'আল্লাহর লোক' বলে পরিচিত হলো। তাদেরকে সবাই পূর্বের চেয়ে বেশি সম্মান করতে লাগলো।

www.bjilibrary.com

কারণ আল্লাহ তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন এবং কা'বাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তাদেরকে এখনও সম্মান করা হয় অন্য একটা ঘটনার জন্য। পূর্বের ঘটনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই ঘটনাটি ঘটে 'হস্তীর বছর'-এর সময়ে।

পাখিদের এই অলৌকিক ঘটনার সময় আবদ্ আল-মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ মক্কায় ছিলেন না। তিনি এক বণিক দলের সাথে তখন ব্যবসার কাজে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া গিয়েছিলেন। ফিরে আসার সময় তিনি ইয়াছরিবে নানীর এক পরিবারের বাড়িতে যান এবং সেখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঐ বণিক দল তাঁকে সেখানে রেখেই মক্কায় ফিরে এসে আবদুল্লাহর অসুস্থতার খবর দেয়। এই সংবাদ পাওয়ার পর আবদ্ আল-মুত্তালিব ইয়াছরিবে হারিছকে পাঠান এবং তাকে বলে দেন যে, আবদুল্লাহ ভ্রমণ করার মতো সুস্থ হলে সে যেন তাকে মক্কায় নিয়ে আসে। কিন্তু হারিছ ইয়াছরিবে ঐ গৃহে পৌঁছার পর সালাম দিলে তার জবাব আসে সহানুভূতিশীল কথায়। তিনি বুঝতে পারেন যে, তার ভাই আর বেঁচে নেই।

হারিছ ফিরে আসার পর মক্কায় বিষাদের ছায়া নেমে আসে। আমিনার একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো তাঁর মৃত স্বামীর ঔরসের ভাবী সন্তান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে তাঁর সান্ত্বনার মাত্রা আরও বেড়ে গেলো। তাঁর অভ্যন্তরে যে একটা 'আলো' আছে, এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এবং একদিন তাঁর অভ্যন্তর থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় তিনি সিরিয়ার বোস্ত্রা (Bostra) দুর্গ দেখতে পেলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে এমন একটা শব্দ তিনি শুনতে পেলেন : 'আপনি আপনার গর্ভে এমন একজনকে ধারণ করে আছেন যিনি এই সব লোকের প্রভু; এবং তিনি জন্মগ্রহণ করার পর বলবেন : আমি তাঁকে সব ঈর্ষাপরায়ণকারীর শত্রুতা থেকে একক সত্তার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম; এবং তাঁর নাম রাখবেন মুহাম্মদ।'১

কয়েক সপ্তাহ পর একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো। আমিনা তখন তাঁর চাচার গৃহে ছিলেন। তিনি আবদ্ আল-মুত্তালিবকে সংবাদ দিলেন, তিনি যেন তাঁর পৌত্রকে দেখে যান। তিনি শিশুটিকে দু'হাতে তুলে পবিত্র স্থানে এবং কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। এই উপহার (পৌত্র) দেওয়ার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে প্রার্থনা করলেন। এরপর

১. ইবন্ ইসহাক, ১০২।

www.bjilibrary.com

পৌত্রকে নিয়ে তিনি নিজের বাড়ির সবাইকে দেখালেন। কিছুদিন আগে আমিনার চাচাত বোন হালাহ্-র গর্ভে তাঁর নিজেরই একটা পুত্র সন্তান হয়। তাঁর তিন বছরের পুত্র আব্বাসকে তিনি দরজার কাছে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন : 'এটা তোমার ভাই; একে চুম্বন কর।' তিনি সদ্যজাত এই শিশুকে উঁচু করে ধরলেন এবং আব্বাস তাঁকে চুমু দিলেন। অতঃপর পৌত্রকে তিনি তাঁর মায়ের কাছে দিয়ে এলেন।

www.bjilibrary.com

মরুভূমি

আরবের শহরগুলোর সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে একটা প্রথা ছিলো যে, তাদের পরিবারে পুত্র সন্তান জন্মাবার পর মরুভূমিতে যে কোনো বেদুইন পরিবারে তাকে পাঠানো হতো তার শৈশবকালের কিছু সময় তাদের সাথে কাটাবার জন্য। এই বেদুইন পরিবারেই সে মায়ের দুধ পান করতো এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে সে মায়ের দুধ পান করা ছেড়ে দিতো। মক্কা এই প্রথা থেকে ব্যতিক্রম ছিলো না। এখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছিলো না বা শিশু মৃত্যুর হারও বেশি ছিলো না। মরুভূমির নির্মল বায়ুতে তাদের সন্তানরা উজ্জীবিত হবে, এটাও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। নির্মল বায়ু ছিলো তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কিন্তু মরুভূমি তাদের মনের উদারতার জন্যও ছিলো প্রয়োজনীয়। কুরাইশরা সম্প্রতি অলস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। পবিত্র স্থানের চারপাশে ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য কুশাই তাদেরকে না বলা পর্যন্ত তারা প্রায় সবাই যাযাবর জীবন যাপন করতো। স্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরি যেমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তেমনি তা বিপজ্জনক বলেও প্রতিভাত হয়। তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিলো আদর্শ স্থানীয়। তাদের জীবন ছিলো ভ্রমণশীল এবং তারা বসবাস করতো তাঁবুতে। মহত্ত্ব ও স্বাধীনতাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং যাযাবর এই লোকগুলো ছিল স্বাধীন। মরুভূমিতে একজন লোক প্রসারিত স্থানের প্রভু বলে সচেতন ছিলো এবং এই প্রভুত্বের কারণে সে নিজেকে সময়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হতে পারতো। তাঁবু খুলে ফেলার সাথে সাথে সে গতকালকে ভুলে যেতো; আগামীকাল, যা এখনও আসেনি, কোথায় এবং কখন সে তাঁবু ফেলবে, সে ব্যাপারে সে ভাগ্যের ওপর কম নির্ভরশীল ছিলো। কিন্তু শহরবাসীরা ছিলো বন্দি; গতকাল, আজ এবং আগামীকাল তাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিলো একই স্থানে – সময়ের এই নির্ধারিত লক্ষ্য সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। শহরগুলো হলো দুর্নীতির স্থান। অলসতা ও শৃংখলাহীনতা তাদের জীবনকে গ্রাস করে এবং মানুষের সতর্কতা ও উদ্যমতাকে দূর করে দেয়। সবকিছু এখানে ধ্বংস হয়ে যায়। এমনকি ভাষা, যা মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তাও ধ্বংস হয়ে যায়। আরবদের মধ্যে খুব কম লোকই

www.bjilibrary.com

পড়তে পারে। কিন্তু তাদের ভাষার সৌন্দর্য একটা সম্পদ। সন্তানদের মধ্যে এই সম্পদের উৎকর্ষতা বাড়ুক, এটা সব পিতামাতাই কামনা করে। একজন মানুষকে তার বাগ্মিতা দিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যোগ্যতা বিচার করা হয় এবং এই বাগ্মিতার মুকুট হলো কবিতা। কোনো পরিবারে কেউ কবি হলে সেই পরিবারের জন্য ছিলো তা গর্বের বিষয়। খ্যাতিমান কবিদের প্রায় সবাই মরুভূমির বিভিন্ন গোত্রের লোক। কারণ মরুভূমির কথ্য ভাষা প্রায় কবিতার মতো।

এ জন্য প্রতি প্রজন্মের সাথে মরুভূমির বন্ধনকে নবায়ন করা হতো। বক্ষের জন্য নির্মল বায়ু, জিহ্বার জন্য শুদ্ধ আরবি ভাষা এবং মনের স্বাধীনতার জন্য এই বন্ধনকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। কুরাইশদের অনেক সন্তানকে মরুভূমিতে আট বছর ধরে রাখা হতো। উদ্দেশ্য ছিলো, মরুভূমির প্রভাব যেন তাদের জীবনে স্থায়ী হতে পারে। এ জন্য অবশ্য আট বছরের কম সময়ও যথেষ্ট ছিলো।

শিশুদের পরিচর্যা ও লালন-পালনের জন্য কয়েকটি গোত্রের বেশ সুনাম ছিলো। মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের হাওয়াজিন শাখার বনি সা'দ ইবন্ বকর ছিলো এমনই একটা গোত্র। এই গোত্রের এক মহিলার কাছে আমিনা স্বীয় পুত্রের লালন-পালনের ভার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। লালন-পালনের জন্য সন্তান গ্রহণের উদ্দেশ্যে তারা মাঝে মাঝে কুরাইশদের কাছে আসতো এবং খুব শীঘ্র তারা আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছিলো। এ সময় তাদের মক্কায় আসার ঘটনা সম্পর্কে আবু ধুয়ায়েবের কন্যা এবং হারিছের স্ত্রী হালিমা কয়েক বছর পরে যা বলেন তা নিম্নরূপ : 'এই বছরে খরা হয়। জীবন নির্বাহের জন্য আমাদের কিছুই ছিলো না। আমার একটা ধূসর রঙের মাদী গর্দভ ছিলো এবং তার পিঠে চড়ে আমরা যাত্রা করি। আমাদের সাথে আরও একটা বুড়ো মাদী উট ছিলো। কিন্তু তার থেকে আমরা এক ফোটাও দুধ পেতাম না। আমাদের ছেলেটি ক্ষুধায় কাঁদছিলো এবং এ জন্য আমরা সারা রাত জেগে থাকি। আমার নিজের বুকেও দুধ ছিলো না। আমার গর্দভটি এমনই দুর্বল ও কৃশ ছিলো যে, সঙ্গীদেরকে বার বার আমি অপেক্ষা করতে বলছিলাম।'

কিভাবে তাঁরা পথ অতিক্রম করেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, একমাত্র বৃষ্টি ছাড়া তাদের আর কিছু পাওয়ার আশা ছিলো না। বৃষ্টি হলে উট ও গর্দভগুলো ঘাস খেতে পারতো এবং এর ফলে কিছুটা হলেও তাদের বাটে দুধ আসতো। কিন্তু মক্কায় পৌঁছানোর পরও বৃষ্টি হলো না। লালন-পালনের জন্য তারা যখন সন্তান খুঁজছিলো তখন আমিনা প্রথম

www.bjilibrary.com

একজনকে তাঁর সন্তান গ্রহণের প্রস্তাব দেন, পরে দ্বিতীয় জনের কাছে প্রস্তাব করেন। এভাবে সবার কাছে তিনি তাঁর সন্তান গ্রহণের প্রস্তাব করেন, কিন্তু সবাই তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। হালিমা বলেন : 'আমরা সবাই আশা করেছিলাম সন্তানের পিতার কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু একটা এতিম ছেলে! তাঁর মা ও দাদা কি-ই বা আমাদের দিতে পারবে?' তারা তাদের সেবার জন্য সরাসরি টাকা-পয়সা চাচ্ছিলো, এমন নয়। কারণ দুধ পান করানোর জন্য টাকা-পয়সা নেওয়া একজন দুধ-মাতার জন্য অসম্মানজনক বলে গণ্য করা হতো। সরাসরি এবং তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও যে প্রতিদানের আশা তারা করে, তার গণ্ডী অত্যন্ত ব্যাপক। শহর ও যাযাবর মানুষের মধ্যে সুবিধা আদান-প্রদান হতো বস্তুর মাধ্যমে। কারণ একদিকে ছিলো ধনী এবং অন্যদিকে ছিলো গরিব মানুষ। যাযাবর লোকদের ছিলো অন্যকে দেওয়ার মতো খোদাপ্রদত্ত ঐতিহ্যগত জীবনধারা – এই জীবনধারা ছিলো আবেলের (Abel)। অপরদিকে, প্রথম গ্রাম নির্মাণকারী কেইন (Cain)-এর সন্তানদের ছিলো সম্পদ ও ক্ষমতা। বেদুইনদের সুবিধা ছিলো একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার। দুধ-মাতা পেতেন একটা নতুন পুত্রকে। এই পুত্র তাঁকে গ্রহণ করতো দ্বিতীয় মাতা হিসেবে এবং আজীবন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধামিশ্রিত কর্তব্য পালন করতো। দুধ-মাতার সন্তানদেরকেও সে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতো। এই সম্পর্ক শুধুমাত্র একটা সাধারণ সম্পর্ক ছিলো না। আরবরা মনে করতো যে, দুগ্ধ পান বংশের ধারার মধ্যে একটি ধারা এবং কাউকে দুগ্ধ পান করানোর যোগ্যতার মাধ্যমে পরিচর্যা করা প্রকৃতিগত। দুধ-পুত্র বড় না হওয়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে কোনো কিছু আশা করা যেতো না। ইতিমধ্যে পিতা তার নিজের সন্তানের কাছ থেকে আশা করতো যে, পিতার প্রতি সন্তান তার দায়িত্ব পালন করবে। পিতামহ তো অনেক দূরের কথা। তারা হয়তো জেনে থাকবে যে, আবদ্ আল-মুত্তালিব একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং তিনি হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররাই তাঁর উত্তরাধিকারী হবে – প্রপৌত্র নয়। আমিনা ছিলেন গরিব; এবং সন্তানের পিতা যুবক বয়সেই মারা যান। ফলে তিনি যথেষ্ট সম্পদ অর্জন করতে পারেননি। তিনি তাঁর পুত্রের জন্য পাঁচটি উট, একটি ক্ষুদ্র ছাগল ও ভেড়ার পাল এবং একজন দাসী ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেননি। আবদুল্লাহর পুত্র নিঃসন্দেহে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান; কিন্তু সন্তান পরিচর্যার জন্য ঐ বছর আগত মহিলাদের কাছে যে সব পুত্রের প্রস্তাব এসেছে, তার মধ্যে আবদুল্লাহর পুত্রই সবচেয়ে গরিব।

www.bjilibrary.com

অন্যদিকে, দুধ-পিতামাতা ধনী হবে এমন আশা করা ঠিক নয়। তবে তারা যে খুবই দরিদ্র হবে এটাও কাম্য নয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, হালিমা ও তাঁর স্বামী তাদের সঙ্গীদের মধ্যে ছিল সবচেয়ে বেশি গরিব। হালিমা ও অন্যদের মধ্যে পছন্দের সময় অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে পছন্দ করা হয়েছে; বনি সা'দ মহিলাদের মধ্যে, একমাত্র হালিমা ছাড়া, সবাই একটা করে শিশুর পরিচর্যার দায়িত্ব পেলো। একমাত্র গরিব হালিমা কোনো পুত্রের পরিচর্যার সুযোগ পেলো না; এবং একমাত্র গরিব পুত্র কোনো পরিচর্যাকারী পেলো না।

'আমরা যখন মক্কা ত্যাগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করি', হালিমা বলেন : 'তখন আমি আমার স্বামীকে বলি : 'কোনো সন্তানের দুগ্ধপানের সুযোগ না নিয়ে আমার সঙ্গীদের সাথে ফিরে যাওয়াকে আমি ঘৃণাবোধ করছি। আমি ঐ এতিম শিশুকে নিয়ে যাবো।' তিনি বললেন : 'তোমার যা ইচ্ছা তাই করো। হতে পারে যে, ঐ শিশুর মধ্যেই আল্লাহ আমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' এরপর আমি ঐ শিশুর কাছে গিয়ে তাকে গ্রহণ করি। এর মধ্যে শুধু একটা যুক্তিই ছিলো, কাউকে না পেয়ে আমি তাকে পেলাম। যে স্থানে আমরা সবাই সাময়িকভাবে আমাদের মালপত্র নিয়ে অবস্থান করছিলাম, সেই স্থানে আমি ঐ শিশুকে নিয়ে উপস্থিত হলাম; আমি তাকে আমার কোলে বসানোর সাথে সাথে তাকে খাওয়ানোর জন্য আমার স্তনে দুগ্ধ উপচিয়ে পড়লো। শিশুটি প্রাণভরে দুধ খেলো এবং একই সাথে তার দুধ-ভাইও পেট পুরে দুধ পান করলো। এরপর তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লো; এবং এরপর আমার স্বামী আমাদের কৃশ উটটার কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার বাট দুধে ভরা। তিনি দুধ দোহন করলেন এবং আমরা দু'জন পরিতৃপ্তির সাথে দুধ পান করলাম। আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলো। আমরা সুন্দর একটা রাত কাটালাম। সকালে আমার স্বামী আমাকে বললেন : 'আল্লাহর কসম, হালিমা, তুমি যে শিশুকে গ্রহণ করেছো সে একজন আশীর্বাদপ্রাপ্ত শিশু।' আমি বললাম, 'আমি আশা করি, তাই হোক।' এরপর আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমি আমার গর্দভের পিঠে বসলাম এবং শিশুটিকেও বসালাম। আমার গর্দভটি এত দ্রুত চলতে শুরু করলো যে, সে দলের সব গর্দভকে অতিক্রম করে আগে আগে চললো। তার গতি এতই দ্রুত ছিলো যে, অন্য কোনো গর্দভ তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলো না। আমাকে লক্ষ্য করে সবাই বললো : 'তুমি আমাদের হতবুদ্ধি করলে! আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো! তুমি যে গর্দভে চড়ে আমাদের সাথে এসেছিলে, এটা কি সেই গর্দভ?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, এটা

www.bjilibrary.com

সেই গর্দভ।' তারা বললো, 'ঐ গর্দভের ওপর নিশ্চয়ই বিস্ময়কর কিছু আপতিত হয়েছে।'

'আমরা বনি সা'দ গ্রামে আমাদের তাঁবুতে পৌঁছালাম। আমি জানি যে, আল্লাহর দুনিয়ায় সেই সময় পর্যন্ত এই এলাকার মতো আর কোনো এলাকা অনুর্বর ছিলো না। কিন্তু তাকে আমাদের সাথে বসবাসের জন্য আনার পর আমার মেষপাল প্রতিদিন সন্ধ্যায় হৃষ্টচিত্তে বাসায় ফিরতো এবং তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দুধ পাওয়া যেতো। আমরা দুধ দোহন করতাম এবং তা পান করতাম। কিন্তু অন্যরা তাদের মেষ থেকে দুধ পেতো না। এ জন্য আমার প্রতিবেশীরা তাদের রাখালকে বলতো : 'ওদের মেষ যেখানে চরায়, সেখানে গিয়ে মেষ চরাবে' – ওদের বলতে তারা আমাকে বুঝাতো। তবু তাদের মেষ গৃহে ফিরতো ক্ষুধার্ত অবস্থায়, তাদের বাটে দুধ পাওয়া যেতো না; অথচ আমার মেষ গৃহে ফিরতো ভরা পেটে এবং যথেষ্ট পরিমাণ দুধ নিয়ে। এই বাড়তি সুবিধা থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি এবং দু'বছর যাবত অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত ঐ শিশুকে আমি দুধ পান করিয়েছি ততদিন পর্যন্ত খোদার অনুগ্রহ অব্যাহত ছিল।'১

'শিশুটি ভালো ভাবেই বেড়ে উঠছিলো', তিনি বলেন, 'এবং অন্য শিশুরা তার তুলনায় বেড়ে উঠতে পারেনি। দু'বছর বয়সের সময় সে একটা হৃষ্টপুষ্ট শিশুতে পরিণত হয় এবং আমরা তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাই। আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ছিলো সে আমাদের কাছে থাকুক। কারণ সে আমাদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছিলো। আমি শিশুর মাতাকে বলি : 'আরও বলিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শিশুটা আমাদের কাছেই থাকুক। আমার ভয় হয়, মক্কার প্লেগে সে যদি আক্রান্ত হয়ে পড়ে।' যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সম্মত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। তিনি তাঁর শিশুকে আমাদের কাছে রাখতে সম্মত হন এবং আমরা তাকে পুনরায় আমাদের গৃহে নিয়ে আসি।

'আমাদের ফিরে আসার কয়েক মাস পর একদিন সে ও তার ভাই কয়েকটা ভেড়াসহ আমাদের তাঁবুর পেছন দিকে ছিলো। তার ভাই দৌড়িয়ে আমাদের কাছে আসে এবং বলে : 'আমার ঐ কুরাইশ ভাই! দু'জন সাদা পোশাক পরা লোক তাকে নিয়ে যায়, তাকে মাটিতে শুইয়ে দেয়, তার বক্ষ বিদীর্ণ করে এবং বিদীর্ণ বক্ষকে তারা তাদের হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে।' আমি ও তার পিতা তার কাছে যাই এবং তাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে

১. ইবন্ ইসহাক, ১০৫।

www.bjilibrary.com

পাই। তার মুখমণ্ডল ছিলো বিবর্ণ। আমরা তাকে কাছে টেনে নেই এবং বলি : 'পুত্র আমার, কি কারণে তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে?' সে বললো : 'সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক আমার কাছে এসেছিলো। তারা আমাকে মাটিতে শুইয়ে দেয়, আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে এবং বক্ষের মধ্যে কি যেন খুঁজতে থাকে তা আমি জানি না।'১

হালিমা এবং তাঁর স্বামী হারিছ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন, কিন্তু কোথাও কোনো মানুষের চিহ্ন তাঁরা দেখতে পেলেন না। কোনো রক্ত বা ক্ষতচিহ্নও তাঁরা দেখতে পেলেন না অথচ দুটো ছেলে ঐ কথা বলছে। যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করলেও তারা তাদের কথা থেকে সরে আসবে না বা ঐ কথার সংশোধন করবে না। কিন্তু তাদের পালিত পুত্রের বক্ষে কোনো রকম কাটা দাগের চিহ্ন বা পরিপূর্ণ ঐ ক্ষুদ্র দেহে কোনো সৌন্দর্যহানির লক্ষণ দেখা গেলো না। তার পেছনে ঘাড়ের মাঝখানে কেবলমাত্র একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেলো। দেখা গেলো একটা ছোট কিন্তু স্পষ্ট ডিম্বাকার চিহ্ন, যেখানে মাংস কিছুটা উঁচু হয়ে আছে। মনে হয় যেন কাচের পেয়ালার চাপ পড়েছে ওখানে; কিন্তু এই চিহ্ন তো তার জন্মের সময়ই ছিলো।

পরে ঐ ঘটনার কথা সে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে : 'আমার কাছে সাদা কাপড় পরিহিত দু'জন লোক আসে, তাদের কাছে বরফপূর্ণ সোনার পাত্র ছিলো। তারা আমাকে শুইয়ে আমার ওপর বসে এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে তারা আমার হৃৎপিণ্ডকে বের করে নিয়ে আসে। একইভাবে তারা ঐ হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করে তা থেকে জমাটবাঁধা কালো রক্ত বের করে দূরে ফেলে দেয়। এরপর তারা ঐ বরফ দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ড ও বক্ষ পরিষ্কার করে।'২ সে আরও বলে : 'মরিয়ম ও তাঁর পুত্র ছাড়া আদমের প্রত্যেক পুত্রকে তার মা ধারণ করার দিনে শয়তান তাকে স্পর্শ করে।'৩

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১০৫।

২. ইবন্ সা'দ, ১/১, ৯৬।

৩. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল আল-বুখারী, ৬০, ৫৪।

www.bjilibrary.com

দু'জন প্রিয়জনের মৃত্যু

হালিমা ও হারিছ বিশ্বাস করেন যে, শিশু দুটো সত্য কথা বলছে এবং তাঁরা এর পরিণাম চিন্তা করে বিচলিত হয়ে পড়েন। হারিছ ভয় পান এই ভেবে যে, তাদের পালিত পুত্রের ওপর জীন আছর করেছে অথবা তাকে জাদু করা হয়েছে। ঐ শিশুর যে অনিষ্ট করা হয়েছে তা স্পষ্ট হওয়ার আগেই তাকে যত দ্রুত সম্ভব তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য হারিছ তাঁর স্ত্রীকে বললেন। সেইমতো হালিমা তাকে পুনরায় মক্কায় নিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর মত পরিবর্তনের আসল কারণ তিনি বলবেন না বলে স্থির করেন। কিন্তু তিনি তাঁর দ্রুত মত পরিবর্তনের ব্যাপারে আমিনাকে প্রতারণা করতে চাইলেন না এবং শেষে তিনি আমিনাকে সব কথা খুলে বললেন। সব কথা শুনে তিনি হালিমার আশংকাকে আমল না দিয়ে বললেন : 'আমার পুত্রের জন্য মহৎ কিছু সঞ্চিত আছে।' তখন তিনি তাঁর গর্ভ ধারণের সময়কার কথা বললেন। হালিমাকে তিনি আশ্বস্ত করলেন। কিন্তু এবার আমিনা পুত্রকে নিজের কাছেই রাখতে চাইলেন। তিনি বললেন : 'তাকে আমার কাছে রেখে যান। আপনার গৃহ যাত্রা শুভ হোক।'

শিশুটি মক্কায় তার মায়ের সাথে তিন বছর সুখেই কাটালো। সে তার পিতামহ, চাচা, চাচী ও অনেক চাচাত ভাইয়ের স্নেহ-ভালোবাসা পেলো। চাচাত ভাইদের সাথে সে খেলা করতো। আবদ্ আল-মুত্তালিবের সর্বশেষ স্ত্রীর সন্তান হামজা ও সাফিয়ার সাথে তার বেশি সখ্য ছিলো। মুহাম্মদের পিতামাতার যেদিন বিয়ে হয়, সেদিনই তার পিতামহের শেষ বিয়ে হয়। হামজা ছিলো তার সমবয়সী, সাফিয়ার বয়স ছিলো কিছু কম। তার চাচা ও চাচী ছিলো পিতার দিক থেকে সম্পর্কিত এবং তার চাচাত ভাই-বোনেরা ছিলো মাতার দিক থেকে সম্পর্কিত। এই তিন জনের মধ্যে একটা শক্তিশালী ও স্থায়ী বন্ধন গড়ে ওঠে।

ছ'বছর বয়সের সময় তার মা তাকে ইয়াছরিবে তার জ্ঞাতিদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উত্তরমুখী এক বণিক দলের সাথে তাঁরা যোগ

www.bjilibrary.com

দেন। তাঁরা ছিলেন দুটো উটের পিঠে – একটায় ছিলেন আমিনা এবং অন্যটায় ছিলো ঐ শিশু এবং তার অনুরক্ত দাসী বারাকা। খাযরাজী জ্ঞাতিভাইদের সাথে অবস্থান করার সময় তিনি তাদের পুকুরে কিভাবে সাঁতার শেখেন এবং তাদের ছেলেরা কিভাবে তাকে ঘুড়ি উড়াতে শেখায় এ কথা তিনি পরবর্তী জীবনে স্মরণ করেন। মক্কায় ফিরতি যাত্রাপথে আমিনা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁরা যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য হন। তাঁদের সাথে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা তাদেরকে রেখেই চলে যান। কয়েকদিন পর আমিনা ইন্তেকাল করেন। এই স্থানটির নাম আবওয়া, ইয়াছরিব থেকে খুব দূরে নয়; এবং এই স্থানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়। শিশুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বারাকা যা করার তাই করলো। পিতৃমাতৃহীন এই শিশুকে নিয়ে সে কয়েকজন যাত্রীর সাথে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলো।

তার পিতামহ এখন তার পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, আবদুল্লাহর প্রতি তাঁর বিশেষ স্নেহ-ভালোবাসা আবদুল্লাহর পুত্রের ওপর গিয়ে পড়েছে। আবদ্ আল-মুত্তালিব সব সময় কা'বার কাছে থাকতে ভালোবাসতেন। জমজম খনন করার নির্দেশ পাওয়ার পর তাঁর হিজর-এ ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে ওঠে। এ কারণে তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন তাঁর জন্য পবিত্র গৃহের ছায়ায় একটা বিছানা পেতে দিতো। পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর পুত্ররা, এমনকি হামজাও, ঐ বিছানার ওপর বসার সাহস দেখাতেন না। কিন্তু তাঁর শিশু প্রপৌত্রের এই ধারণা ছিলো না এবং এ জন্য তার চাচারা যখন তাকে অন্য কোনো স্থানে বসতে বলে তখন আবদ্ আল-মুত্তালিব বলেন : 'আমার পুত্রকে এখানেই বসতে দাও। আল্লাহর কসম, তার মধ্যে মহান ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে।' বিছানায় তিনি তাঁর প্রপৌত্রকে পাশেই বসাতেন এবং তার পিঠে হাত রেখে আদর করতেন। শিশুটা কখন কি করছে তা দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। প্রায় প্রতিদিন তাঁদের দু'জনকে হাত ধরাধরি অবস্থায় কা'বায় বা মক্কার অন্য কোথাও দেখা যেতো। শহরের প্রধান ব্যক্তিরা, যাঁদের সংখ্যা চল্লিশ-এর বেশি, যখন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য একত্রিত হতেন, সেই সমাবেশেও আবদ্ আল-মুত্তালিব মুহাম্মদকে সাথে নিয়ে যেতেন; সেই সমাবেশে আশি বছরের এই প্রবীণ ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে আট বছরের শিশুর মতামত জানতেও ইতস্তত করতেন না। তাঁর সঙ্গী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কোনো কিছু বললে তিনি বলতেন : 'আমার এই পুত্রের মাঝে এক মহান ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে।'

www.bjilibrary.com

মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পর এই এতিম শিশু তার পিতামহকে হারান। মৃত্যুর সময় আবদ্ আল-মুত্তালিব তাঁর প্রপৌত্রকে আবু তালিবের হাতে ন্যস্ত করেন। আবু তালিব ছিলেন ঐ শিশুর পিতার আপন ভাই। পিতামহের কাছ থেকে শিশুটি যে স্নেহ ও ভালোবাসা লাভ করে, সেই স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে আবু তালিব তাকে লালন-পালন করতে থাকেন। শিশুটি তাঁর সন্তানদের মধ্যে পরিগণিত হলো এবং আবু তালিবের স্ত্রী ফাতিমা১ শিশুটির মায়ের অবর্তমানে যা করা প্রয়োজন তা-ই করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে এই মহিলা সম্পর্কে মুহাম্মদ বলতেন যে, তাঁর নিজের সন্তানরা ক্ষুধার্ত থাকলেও তিনি তাঁকে ক্ষুধার্ত থাকতে দিতেন না।

১. আবু তালিবের মতো তিনিও ছিলেন হাশিমের প্রপৌত্রী। তিনি ছিলেন হাশিমের পুত্র আসাদের কন্যা এবং আসাদ ছিলেন আবদ্ আল-মুত্তালিবের বৈমাত্রেয় ভাই।

www.bjilibrary.com

মঠবাসী যাজক বহিরা

জীবন সায়াহ্নে আবদ্ আল-মুত্তালিবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো না। মৃত্যুর সময় তিনি যে সম্পত্তি রেখে যান তা তাঁর পুত্রদের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। তাঁর কয়েকজন পুত্র, বিশেষ করে আবদ্ আল-উজ্জা, যে আবু লাহাব বলে পরিচিত ছিলো, নিজের চেষ্টায় সম্পদ অর্জন করে। কিন্তু আবু তালিব ছিলেন গরিব। এ জন্য তাঁর ভাইপো জীবন নির্বাহের জন্য নিজের চেষ্টায় কিছু আয় করতে আগ্রহী হন। তিনি প্রধানত ভেড়া ও ছাগল চরাতেন এবং এ কারণে তিনি মক্কার অদূরে পাহাড়ে বা আরও দূরে উপত্যকার ঢালু জায়গায় দিনের পর দিন কাটাতেন। মাঝে মাঝে তাঁর চাচা সফরের সময় তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। একবার, মুহাম্মদের বয়স যখন নয় বা অনেকের মতে বারো, তাঁরা এক বণিক দলের সাথে সিরিয়া গমন করেন। বোস্ত্রার (Bostra) একটি মঠে একজনের জন্য একটা ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। এই কক্ষে একজন করে খ্রীষ্টান যাজক বাস করতেন যুগ যুগ ধরে। একজন মারা গেলে অন্য একজন সেখানে বসবাস করতেন এবং কিছু পুরাতন পাণ্ডুলিপিসহ ঐ কক্ষের সব কিছু তিনি লাভ করতেন। বোস্ত্রার এই স্থানের কাছে এমন একটা বিরতির স্থান ছিলো যেখানে মক্কার বণিক দল বিশ্রাম নিতো। ঐ কক্ষের মধ্যে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটা পাণ্ডুলিপিতে আরবদের কাছে একজন নবী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী লেখা ছিলো। ঐ কক্ষের বর্তমান বাসিন্দা বহিরা ঐ পাণ্ডুলিপির বক্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহও ছিলো। কারণ ওয়ারাকার মতো তিনিও মনে করতেন যে, তাঁর জীবদ্দশাতেই একজন নবীর আগমন ঘটবে।

তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করতেন যে, মক্কার মরুযাত্রী দল এসে তাঁর কক্ষের কাছেই অবস্থান করতো। কিন্তু এবার এক মরুযাত্রী দলকে আসার সময় তিনি এমন এক বিস্ময়কর কিছু দেখেন যা আগে কখনও দেখেননি। তিনি দেখেন যে, এক টুকরা ক্ষুদ্র মেঘ অত্যন্ত নিচুতে এমন ধীরগতিতে ভেসে আসছে যেন তা এক বা দু'জন পথিককে ছায়া দিতে পারে। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তিনি দেখেন যে তাঁরা তাঁর কাছাকাছি এসে গেছে। কিন্তু

www.bjilibrary.com

আকস্মিকভাবে তাঁর এই আগ্রহ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হলো। তিনি দেখলেন, ঐ দু'জন মরুযাত্রী থামার পর মেঘের গতিও থেমে গেলো। তাঁরা একটা গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন; গাছের ডাল তাঁদের মাথার ওপর নিচু হয়ে এলো এবং গাছের ওপর স্থির হয়ে রইলো মেঘের টুকরাটি। ফলে তাঁরা দু'ধরনের ছায়ার নিচে রইলেন। নিজেকে জাহির করতে অনিচ্ছুক হলেও এ ধরনের অসাধারণ ঘটনার গুরুত্ব অপরিসীম। বহিরা এ কথা জানতেন। এর ব্যাখ্যা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবেই দেওয়া যেতে পারে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করলেন সেই প্রত্যাশিত নবীর কথা। এটা কি সত্য যে, তিনি অবশেষে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তিনি এই যাত্রীগণের মধ্যেই আছেন?

সম্প্রতি ঐ কক্ষে খাদ্যদ্রব্য মজুদ করা হয়েছিল। তিনি সব খাদ্য সামগ্রী একসাথে করলেন এবং যাত্রীদলের লোকদের বলে পাঠালেন : 'কুরাইশ জনগণ, আমি আপনাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করেছি। আমার ইচ্ছা যে, আপনারা সবাই – যুবক ও বৃদ্ধ, স্বাধীন ও ক্রীতদাস – আমার কাছে আসুন।' তাঁরা সবাই ঐ কক্ষের কাছে এলেন। কিন্তু তিনি বলা সত্ত্বেও তাঁরা মুহাম্মদকে সঙ্গে আনলেন না; তাঁরা তাঁকে রেখে এলেন তাঁদের মালপত্র ও উট দেখাশোনা করার জন্য। তাঁরা কাছাকাছি এলে বহিরা তাঁদেরকে একের পর এক গভীরভাবে দেখলেন। কিন্তু পুস্তকে লেখা বর্ণনা অনুযায়ী তিনি কারও মধ্যে তেমন কিছু দেখতে পেলেন না বা তিনি বিস্ময়কর যে দুটো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার উপযুক্ত কেউ ঐ দলে আছেন বলে মনে হলো না। সম্ভবত তাঁরা সবাই আসেননি। তিনি বললেন : 'কুরাইশ জনগণ, আপনারা সবাই এসেছেন তো।' তাঁরা উত্তর দিলেন : 'আমরা সবাই এসেছি। তবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়স্ক একটা ছেলেকে আমরা রেখে এসেছি।' বহিরা বললেন : 'তাঁর সাথে ঐ আচরণ করবেন না। তাঁকে ডেকে আনুন এবং আমাদের সাথে তাঁকে খাদ্য গ্রহণ করতে বলুন।' অবিবেচকের মতো কাজ করার জন্য আবু তালিব ও অন্যরা নিজেদেরকে ভর্ৎসনা করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন : 'আমাদের ভুল হয়েছে। আবদুল্লাহর পুত্রকে রেখে আসা এবং আমাদের সাথে তাঁকে খেতে না ডাকা ভুল হয়েছে।' অতঃপর তিনি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে নিয়ে এসে সবার সাথে বসলেন।

শিশুটির মুখের দিকে একবার তাকানোর পর বহিরার কাছে সেই অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে গেলো। তিনি তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। খাওয়ার সময় তিনি শিশুটির মুখমণ্ডল ও দেহের অনেক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন গভীরভাবে। খাওয়া শেষে তিন ঐ যুবক অতিথির

www.bjilibrary.com

কাছে গিয়ে তাঁর জীবনধারা, তাঁর ঘুম এবং সাধারণভাবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটিকে মুহাম্মদের কাছে সম্মানীয় বলে মনে হলো এবং তাঁর প্রশ্নগুলোও ছিলো বিনীত ও বদান্যতাপূর্ণ। তিনি তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। এমনকি বহিরা শেষে যখন তাঁর পিঠ দেখতে চাইলেন তখন তিনি তাঁর জামা খুলতেও ইতস্তত করলেন না। বহিরা আগেই মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে সেই চিহ্ন যা তিনি দেখার আশা করেছিলেন। পুস্তকে বর্ণিত নবীর সীলমোহর, এমনকি বর্ণিত স্থানেই। তিনি আবু তালিবের দিকে ফিরে বললেন : 'আপনার সাথে এই ছেলেটির কি সম্পর্ক?' আবু তালিব বললেন : 'সে আমার ছেলে।' বহিরা বললেন : 'সে আপনার ছেলে নয়। ছেলেটির পিতা জীবিত আছে, এটা হতে পারে না।' আবু তালিব বললেন : 'সে আমার ভাইয়ের ছেলে।' ঐ খ্রীষ্টান যাজক জিজ্ঞাসা করলেন: 'তাঁর পিতা কোথায়?' আবু তালিব বললেন : 'তিনি মারা গেছেন। শিশুটি যখন মাতৃগর্ভে ছিলো, তখন তিনি মারা যান।' বহিরা বললেন : 'সত্য কথা। আপনার ভাইয়ের এই ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং ইহুদীদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করবেন। খোদার কসম, তারা যদি ওকে দেখতে পায় এবং আমার মতো তারাও যদি ওকে চিনতে পারে তাহলে তারা ওর ক্ষতি করবে। আপনার ভাইয়ের ছেলের মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে।'

www.bjilibrary.com

একটা সম্মানজনক চুক্তি

সিরিয়ায় ব্যবসার কাজ শেষ করে আবু তালিব তাঁর ভাইপোকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মুহাম্মদ আগের মতোই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর চাচারা দেখলেন যে, আব্বাস ও হামজার মতো সেও যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে কিছুটা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে হামজা ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন শক্তিধর ব্যক্তিত্ব, দৈহিক দিক থেকেও তিনি ছিলেন বলশালী। ইতিমধ্যে তিনি সুনিপুণ তরবারি চালনা ও উত্তম মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। মুহাম্মদের ছিলো সাধারণ উচ্চতা এবং সাধারণ শক্তি। তীর চালনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তাঁর মহান পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাইলের মতো তিনি একজন উত্তম ধনুর্ধর হবেন, এমন সব সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যাপারে তাঁর বড় সম্পদ ছিলো তাঁর প্রখর দৃষ্টিশক্তি। কৃত্তিকা নামক নক্ষত্রপুঞ্জের তারামণ্ডলে তিনি কমপক্ষে বারোটি তারা গণনা করার জন্য সুবিদিতি ছিলেন (সাধারণ দৃষ্টিতে কেবলমাত্র ছ'টি তারা দৃষ্টিগোচর হয়)।

আকস্মিক, প্রচণ্ড এবং সবিরাম সংঘর্ষ ছাড়া সেই সময় কুরাইশরা অন্য কোনো যুদ্ধে জড়িত থাকতো না। এ সব যুদ্ধকে বলা হতো অপবিত্রকরণ যুদ্ধ। কারণ, পবিত্র মাসগুলোর যে কোনো এক মাসে এসব যুদ্ধ শুরু হতো। কিনানা গোত্রের এক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করে নযদের হাওয়াজিন উপজাতির আমীর গোত্রের একজন লোককে হত্যা করে দুর্ভেদ্য প্রাচীরবেষ্টিত খায়বর শহরে আশ্রয় নেয়। এরপর ঘটনা প্রবাহ চলতে থাকে মরুভূমির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। সম্মান দাবি করে প্রতিশোধ। নিহত ব্যক্তির গোত্রের লোকেরা হত্যাকারী ব্যক্তির গোত্র কিনানা আক্রমণ করলো। আর কিনানা গোত্রের মিত্র হিসেবে কুরাইশরা এই যুদ্ধে কিছুটা অজ্ঞাতভাবে হলেও জড়িয়ে পড়লো। এই সংঘর্ষ চললো তিন বা চার বছর ধরে। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে সত্যিকার সংঘর্ষ হলো মাত্র পাঁচ দিন। এ সময় হাশিম গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন জুবায়ের। আবু তালিবের মতো তিনি ছিলেন মুহাম্মদের পিতার আপন ভাই। প্রথম এক যুদ্ধে আবু তালিব ও জুবায়ের তাঁদের

www.bjilibrary.com

ভাইয়ের ছেলেকে সাথে করে নিয়ে যান। তাঁরা বলেন যে, এ সময় সে খুবই ছোট ছিলো এবং যুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত ছিলো না। এ সময় তাকে শত্রু কর্তৃক মারা লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর সংগ্রহ করে তা তার চাচাদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়, যেন ঐ তীর দিয়ে তার চাচারা শত্রুদের আঘাত হানতে পারে।১ কিন্তু পরবর্তী এক যুদ্ধে যখন কুরাইশ ও তার মিত্ররা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে, তখন ধনুর্ধর হিসেবে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণের জন্য তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁর বীরত্বের জন্য প্রশংসিত হন।২

মরুভূমির অনুশাসনে প্রতিটি সম্প্রদায়ের অকর্মণ্য লোকগুলো ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ অনুভব করে। তবে এই যুদ্ধ তাদের সেই অসন্তোষকে স্তিমিত করতে সাহায্য করে। কুরাইশদের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সিরিয়া ভ্রমণ করেছেন। রোমান সাম্রাজ্যে আনুপাতিকহারে ন্যায়বিচার বিদ্যমান আছে এ বিষয়টা তাঁরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছেন। যুদ্ধে ছাড়া আবিসিনিয়াতেও ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আরবে আইনের এমন কোনো তুলনীয় ব্যবস্থা নেই যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার প্রতিকার পেতে পারে। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, সম্মানিত ব্যক্তিকে অসম্মানিত করার জন্য যুদ্ধ পরিচালনা এবং এর পূর্বেকার অনেক সংঘর্ষ পুনরায় যেন সংঘটিত হতে না পারে সেজন্য অনেকেই চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। কিন্তু ঐ সময় চিন্তা ও কথা ছাড়া আর কোনো ফল পাওয়া যায় নাই; কুরাইশদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তাদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যায়। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে মক্কায় সংঘটিত একটা লজ্জাকর ঘটনা তাদের ন্যায়বিচারের ধারণাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে তোলে।

ইয়েমেনের সমুদ্র বন্দর জাবিদ-এর একজন ব্যবসায়ী সাহম গোত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির কাছে কিছু মূল্যবান দ্রব্য বিক্রি করে। দ্রব্যগুলো নেওয়ার পর সাহম গোত্রের ঐ লোকটি প্রতিশ্রুত দাম দিতে অস্বীকার করে। অন্যায়কারী ব্যক্তি ভালো করেই জানতো যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী মক্কায় একজন আগন্তুক এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে এমন কোনো মিত্র বা সহায়তাকারী ঐ শহরে তার কেউ নেই। কিন্তু লোকটির উদ্ধত আচরণে ব্যবসায়ী ভয় পেলো না; আবু কুবায়স পাহাড়ের ঢালুতে দাঁড়িয়ে জোরে ও

১. ইবন্ হাম্বল, ১১৯।
২. ইবন্ সা'দ, ৮১।

www.bjilibrary.com

দৃঢ় বাগ্মিতায় কুরাইশ জনগণের কাছে সে আবেদন জানালো, তার প্রতি যেন ন্যায়বিচার করা হয়। সাহম গোত্রের সাথে যাদের কোনো ঐতিহ্যগত মিত্রতা ছিলো না তারা প্রায় সবাই তার ডাকে সাড়া দিলো। গোত্রের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কুরাইশরা ছিলো মোটামুটি ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু এই ঐক্যতার মাঝেও তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম বিভেদ ছিলো কুশাই-এর উত্তরাধিকারী নিয়ে এবং এ কারণে তারা দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে – এর মধ্যে একটি গ্রুপ হলো 'সুগন্ধিযুক্ত সম্পর্কিত' এবং অন্যটি হলো 'মিত্র গ্রুপ'। সাহম গোত্র ছিলো এই মিত্র গ্রুপের অন্তর্গত। তায়ম গোত্রপ্রধান আবদুল্লাহ ইবন্ জুদান ছিলেন অন্য এক গ্রুপের নেতা এবং মক্কার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। যারা ন্যায়বিচারকে ভালোবাসে তাদেরকে তিনি বৈঠকের জন্য তাঁর বৃহৎ বাড়ি ব্যবহারের প্রস্তাব দিলেন। 'সুগন্ধিযুক্ত' গ্রুপ থেকে কেবলমাত্র আবদু সামস্ ও নওফল উপগোত্র অনুপস্থিত ছিলো। অপরদিকে, হাশিম, মুত্তালিব, জুহরা, আসাদ এবং তায়ম গোত্রের সবাই উপস্থিত ছিলো ঐ বৈঠকে। তাদের সাথে তাদের মিত্র আদি যোগ ছিলো। গভীর ও আন্তরিক আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, দুর্বলকে রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সম্মানজনক উপায় খুঁজে বের করা প্রয়োজন। অতঃপর তারা সব একযোগে কা'বায় গিয়ে কালো পাথরের ওপর পানি ঢাললো এবং ঢালা পানি গড়িয়ে একটা পাত্রে জমা হলো। পবিত্র করা এই পানি সবাই পান করলো এবং তারা তাদের ডান হাত মাথার উপর তুলে প্রতিজ্ঞা করলো যে, এখন থেকে মক্কায় কোনো অত্যাচার হলে তারা সবাই একযোগে অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করবে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি কুরাইশ বা বাইরে থেকে আগত যে কেউ হোক না কেন, তার প্রতি ন্যায়বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবে। সাহম গোত্রের লোকটিকে দেনা পরিশোধে বাধ্য করা হলো এবং যে সব উপজাতি ঐ চুক্তি করা থেকে বিরত ছিলো, তারাও তাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ালো।

তায়ম গোত্র প্রধানের সাথে হাশিম গোত্রের জুবায়ের ছিলেন এই ব্যবস্থার একজন প্রতিষ্ঠাতা। জুবায়ের তাঁর ভাইপো মুহাম্মদকে সাথে করে এনেছিলেন এবং এই শপথ অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেন : 'আমি আবদুল্লাহ ইবন্ জুদানের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। ঐ চুক্তিটি এমনই উত্তম ছিলো যে, একপাল লাল উটের বিনিময়েও আমি ঐ চুক্তিকে অমান্য করতাম না। আর এখন ইসলামেও যদি ঐ চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়, আমি আনন্দের সাথে তাতে সাড়া দেবো।'১

১. ইবন্ ইসহাক, ৮৬।

www.bjilibrary.com

নিমন্ত্রণকারীর বড় চাচার ছেলে তায়ম গোত্রের আবু কুহাফা এবং তার পুত্র আবু বকর ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর ছিলেন মুহাম্মদের চেয়ে এক বা দুই বছরের ছোট এবং তিনি পরে মুহাম্মদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন।

www.bjilibrary.com

বিয়ের আলোচনা

মুহাম্মদের বয়স ইতিমধ্যে কুড়ি অতিক্রম করেছে এবং সময় অতিক্রমের সাথে সাথে তিনি তাঁর জ্ঞাতিভাইদের কাছ থেকে তাদের সাথে বাইরে সফরে যাওয়ার একাধিক আমন্ত্রণ পান। শেষে তিনি একজন ব্যবসায়ীর মালপত্রের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান পান। ঐ ব্যবসায়ী নিজে সফর করতে সমর্থ ছিলেন না। এই সফরে তাঁর সাফল্য তাঁকে অনুরূপ অনেক দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ এনে দেয়। এভাবে তিনি জীবন নির্বাহের জন্য ভালো আয় করতে থাকেন এবং তাঁর বিয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

তাঁর চাচা ও অভিভাবক আবু তালিবের এ সময় তিনটি পুত্র ছিলো : বড় ছেলের নাম তালিব, মুহাম্মদের প্রায় সমবয়সী; আকিলের বয়স ছিলো তেরো বা চৌদ্দ এবং জাফরের বয়স ছিলো চার। মুহাম্মদ শিশুদের ভালোবাসতেন এবং তিনি তাদের সাথে খেলতে পছন্দ করতেন। জাফরের সাথে তাঁর একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জাফর ছিলো খুবই সুন্দর ও বুদ্ধিমান। সে তার চাচাতো ভাইয়ের স্নেহ-ভালোবাসায় এমন আন্তরিকতার সাথে সাড়া দেয় যে তা স্থায়ী হয়। আবু তালিবের মেয়েও ছিলো এবং এর মধ্যে একটি মেয়ে ছিলো বিবাহযোগ্য। তাঁর নাম ফাখিতা, কিন্তু পরে তাঁকে বলা হতো উম্মে হানী এবং এই নামেই তিনি পরিচিত হন। মুহাম্মদ ও তাঁর মধ্যে একটা মায়ার বন্ধন গড়ে ওঠে এবং তিনি তাঁকে বিয়ে করার কথা চাচাকে বলেন। কিন্তু মেয়ের ব্যাপারে আবু তালিবের অন্য পরিকল্পনা ছিলো। তাঁর মায়ের ভাইয়ের ছেলে মাখজুম গোত্রের হুবায়রা একইভাবে উম্মে হানীকে বিয়ের প্রস্তাব করেন। হুবায়রা শুধু একাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণের অধিকারী ছিলেন না, তিনি আবু তালিবের মতো মেধাবী কবি ছিলেন। তাছাড়া, মক্কায় মাখজুম গোত্রের ক্ষমতা যেমন দিন দিন বাড়ছিলো, তেমনি হাশিমদের ক্ষমতা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিলো; এবং এই কারণে আবু তালিব নিজের মেয়ে উম্মে হানীকে হুবায়রার সাথে বিয়ে দেন। এ জন্য ভাইপো চাচাকে মৃদু ভর্ৎসনা করলে তিনি স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেন : 'তাঁরা তাঁদের কন্যাকে আমাদের মাঝে বিয়ে দিয়েছেন' – নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর

www.bjilibrary.com

মায়ের কথা বলছিলেন – 'এবং একজন উদার লোককে অবশ্যই তার উদারতার জন্য পুরস্কার দিতে হয়।'১ এই উত্তর তাঁর মনঃপূত ছিলো না। কারণ, আবদ্ আল-মুত্তালিব এ ধরনের ঋণের চেয়ে বেশি পরিশোধ করেছেন তাঁর দুই মেয়ে আতিকা ও বারাহকে মাখজুম গোত্রের লোকদের কাছে বিয়ে দিয়ে। চাচার কথা মুহাম্মদ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গ্রহণ করেন এবং চাচার কথার জবাবে তিনি স্বাভাবিকভাবে বলেন যে, তাঁর এখনও বিয়ে করার অবস্থা হয়নি। যাহোক, নিজের ব্যাপারে তিনি তখন ঐ সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে প্ররোচিত করে।

মক্কায় একজন ধনাঢ্য মহিলা সওদাগর ছিলেন। তাঁর নাম খাদীজা। তিনি ছিলেন আসাদ গোত্রের খুয়ালিদের কন্যা। তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ওয়ারাকার চাচাত বোন এবং কুতায়লার বোন। তাঁদের মতো তিনিও ছিলেন হাশিমের পুত্রদের দূরসম্পর্কীয় চাচাত বোন। ইতিপূর্বে তাঁর দু'বার বিয়ে হয় এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর পক্ষে ব্যবসা পরিচালনার জন্য লোক নিয়োগ করতেন। সারা মক্কায় মুহাম্মদ তখন পরিচিত হন আল-আমীন – নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ও সৎ লোক হিসেবে। যে সব সওদাগার তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে মুহাম্মদকে নিয়োগ করেছিলেন, তাদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ঐভাবে পরিচিত হন। পারিবারিক সূত্র থেকে খাদীজাও তাঁর সম্পর্কে ভালো কথা শোনেন। একদিন তিনি তাঁর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য সিরিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য মুহাম্মদের কাছে প্রস্তাব পাঠান। কুরাইশ কোনো লোককে তিনি এ যাবৎ এ ধরনের কাজের জন্য সর্বোচ্চ যে অর্থ দিয়েছেন, মুহাম্মদকে তার দ্বিগুণ অর্থ দেওয়া হবে; এবং এই সফরে তিনি মায়সারা নামে একটি বালককে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেন এবং ঐ বালককে সাথে নিয়ে তিনি তাঁর পণ্যদ্রব্যসহ উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

সিরিয়ারা দক্ষিণে বোস্ত্রা (Bostra) নামক স্থানে পৌঁছানোর পর মুহাম্মদ একটা গাছের নিচে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নেষ্টর নামক এক মঠবাসী খ্রীষ্টান যাজকের কক্ষ থেকে এই গাছটি খুব দূরে ছিলো না। সফরকারীদের বিশ্রামের স্থান সাধারণত অপরিবর্তিত থাকে এবং হতে পারে যে, পনেরো বছর পূর্বে তিনি যখন তাঁর চাচার সাথে বোস্ত্রা (Bostra) অতিক্রম করেছিলেন তখন তিনি এই একই গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সম্ভবত

১. ইবন্ সা'দ, খণ্ড-৮, পৃ: ১০৮।

www.bjilibrary.com

বহিরার মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর স্থলে এখন রয়েছেন নেস্টর। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, আমরা শুধু মায়সারার কথা জানি। মায়সারা বলেন যে, ঐ যাজক তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : 'ঐ গাছের নিচে যিনি আছেন তাঁর পরিচয় কি?' মায়সারা বলেন : 'উনি কুরাইশ বংশের লোক।' মায়সারা কিছুটা ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন : 'পবিত্র স্থান যাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত।' নেস্টর বললেন : 'ঐ গাছের নিচে যিনি বসে আছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।'১

সিরিয়ার পথে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। নেস্টর-এর কথা মায়সারার মনে গভীর রেখাপাত করে, কিন্তু এতে তিনি আশ্চর্য হন নাই। কারণ এই সফরে তিনি অনুভব করেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তির সফরসঙ্গী হয়েছেন যে ধরনের লোক তিনি পূর্বে দেখেননি। গৃহে ফেরার পথে তিনি এমন আরও অনেক কিছু লক্ষ্য করেন যাতে তাঁর ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়; তিনি প্রায় সময় লক্ষ্য করেন যে, সূর্যের তাপ বিস্ময়করভাবে পীড়াদায়ক নয় এবং একদিন দুপুর বেলায় তিনি সামান্য সময়ের জন্য কিন্তু স্পষ্টভাবে দেখতে পান যে, দু'জন ফেরেশতা তাঁকে সূর্যের কিরণ থেকে রক্ষা করতে ছায়া দিচ্ছেন।

মক্কায় পৌঁছার পর তাঁরা তাঁদের পণ্য বিক্রির অর্থ দিয়ে সিরিয়ায় ক্রীত পণ্য নিয়ে খাদীজার গৃহে যান। খাদীজা বসে মুহাম্মদের কথা শুনছিলেন। তিনি তাঁর সফরের কথা এবং পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ দিচ্ছিলেন। এই চালানে তিনি বেশ লাভবান হন। কারণ, এবার যে দামে পণ্য ক্রয় করা হয়, তিনি তার প্রায় দ্বিগুণ দামে তা বিক্রি করেন। কিন্তু এসব চিন্তা তাঁর মাথায় ছিলো না। তাঁর সব চিন্তা কেন্দ্রীভূত হয় বক্তার ওপর। মুহাম্মদের বয়স তখন পঁচিশ। তাঁর দেহ মধ্যম ধরনের, কিছুটা পাতলা, মাথা বড়, প্রশস্ত কাঁধ – দেহের অন্যান্য অঙ্গ যথার্থভাবে সুবিন্যস্ত। মাথার চুল ও দাড়ি ঘন এবং কালো – পুরোপুরি সোজা নয়, কিছুটা বাঁকানো। ঘাড় ও কানের মাঝামাঝি

---

১. ইবন্ সা'দ ১/১, ৮৩। ইসলামী পরম্পরাগত মতবাদ অনুযায়ী মুহাম্মদ রহস্যপূর্ণ শিলোহ (Shiloh) ছাড়া আর কেউ নন; আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের যে অধিকার ইহুদীদের ছিলো তা 'পরবর্তীকালে' তাঁর কাছে হস্তান্তরিত হয়; ইহুদী ধর্মমতের (Judah) সর্বশেষ নবী ছিলেন যীশুখ্রীষ্ট। এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী জ্যাকব (ইয়াকুব) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে করেন : 'এবং জ্যাকব (ইয়াকুব) তাঁর পুত্রদের ডেকে বলেন, তোমরা সব একত্রিত হও যেন আমি তোমাদের বলতে পারি যে, পরবর্তীকালে তোমাদের ওপর কি ঘটতে যাচ্ছে... ইহুদীদের মধ্য থেকে রাজদণ্ড চলে যাবে না। তাঁর দু'পায়ের মধ্য থেকে কোনো আইন প্রণেতা অন্তর্হিত হবে না যতদিন পর্যন্ত শিলোহ (Shiloh) না আসবেন এবং তাঁর কাছেই জনগণ সমবেত হবেন।' (জেনেসিস ৪৯ : ১, ১০)।

www.bjilibrary.com

স্থান পর্যন্ত তাঁর চুল লম্বা এবং তাঁর দাড়ি ছিলো সঙ্গতিপূর্ণ লম্বা। তাঁর প্রশস্ত কপালে দৃশ্যমান ছিলো মহত্ত্বের প্রকাশ, ডিম্বাকৃতির মতো বড় চোখ দুটো ছিলো প্রসারিত। ঘন ও লম্বা ভুরু ছিলো অর্ধগোলাকৃতি, কিন্তু সংযুক্ত নয়। প্রায় প্রতিটি প্রাচীন বর্ণনায় তাঁর চোখ কালো ছিলো বলে উল্লেখ করা হলেও দু'একটি বর্ণনায় বলা হয় যে, তাঁর চোখ ছিলো বাদামী বা হালকা বাদামী রঙের মতো। তাঁর নাক কিছুটা বাঁকা, প্রসারিত এবং সুন্দর আকৃতির মুখ – সব সময় একটা শান্ত ভাব সেখানে বিরাজিত। দাড়ি লম্বা হতে দিলেও ওপরের ঠোঁটের ওপর তিনি গোঁফ পড়তে দিতেন না। তাঁর দেহের রং সাদা কিন্তু সূর্যের কিরণে তা তামাটে হয়ে যায়। স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সাথে তাঁর মুখমণ্ডলে ছিলো একটি আলোর আভা – যে আভা তাঁর পিতার মাঝে প্রকাশমান ছিলো। এই আভা পুত্রের মাঝে আরও প্রগাঢ়ভাবে প্রকাশমান হয় তাঁর প্রশস্ত ললাট ও চোখে। তাঁর চোখ ছিলো অসাধারণ উজ্জ্বল। খাদীজা জানতেন যে, তিনি সুন্দরী। কিন্তু তিনি তাঁর চেয়ে পনেরো বছর বড়। তিনি কি তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হবেন?

মুহাম্মদ চলে যাওয়ার পর তিনি তাঁর বান্ধবী নূফায়সার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর পক্ষ থেকে নূফায়সা মুহাম্মদের কাছে প্রস্তাব দিতে এবং সম্ভব হলে উভয়ের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করতে সম্মত হন। এরপর খাদীজার কাছে আসেন মায়সারা। তিনি তাঁর কাছে দুই ফেরেশতা ও খ্রীষ্টান যাজক মুহাম্মদ সম্পর্কে যে কথা বলেন তা বিবৃত করেন। এরপর খাদীজা তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকার কাছে যান এবং সব কথা তাঁর কাছে বিবৃত করেন। ওয়ারাকা বলেন : 'খাদীজা, এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে মুহাম্মদই আমাদের জনগণের নবী। অনেক দিন থেকে আমি আশা করছিলাম একজন নবী আবির্ভূত হওয়ার এবং সেই সময় এখন উপস্থিত হয়েছে।'[১]

ইতিমধ্যে নূফায়সা মুহাম্মদের কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি বিয়ে করছেন না কেন তা জানতে চান। তিনি বললেন : 'বিয়ে করার সঙ্গতি আমার নেই।' নূফায়সা বললেন : 'আপনার জন্য যদি সম্পদের ব্যবস্থা করা হয় এবং সৌন্দর্য, সম্পদ, মর্যাদা ও প্রাচুর্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করানো হয়, তাহলে আপনি কি সম্মত হবেন না?' মুহাম্মদ বললেন : 'তিনি কে?' নূফায়সা বললেন : 'খাদীজা।' মুহাম্মদ বললেন : 'এ ধরনের বিয়ে আমার পক্ষে কি করে সম্ভব?' মায়সারা বললেন : 'ওটা আমার উপরে ছেড়ে দিন।'

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১২১।

www.bjilibrary.com

মুহাম্মদ বললেন : 'আমার পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি নেই।'১ নূফায়সা এই সংবাদ নিয়ে খাদীজার কাছে ফিরে যাওয়ার পর তিনি মুহাম্মদকে ডেকে পাঠান। তিনি উপস্থিত হলে খাদীজা বলেন : 'আমার চাচার ছেলে, আমার সাথে আপনার রক্ত-সম্পর্ক আছে। এজন্য আমি আপনাকে ভালোবাসি। কোনো ব্যাপারে আপনি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন; আপনার বিশ্বস্ততা, চরিত্রের মাধুর্য ও সত্য কথার জন্য আমি আপনাকে ভালোবাসি।'২ এরপর তিনি তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন এবং উভয়ে সম্মত হলেন যে, মুহাম্মদ তাঁর চাচাদের সাথে কথা বলবেন এবং খাদীজা তাঁর চাচা আমরের সাথে কথা বলবেন (খাদীজার পিতা খুয়ালিদ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন এবং আমর হলেন আসাদের পুত্র)। এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য হাশেমী পরিবার হামজাকে মনোনীত করেন। হামজার বয়স ছিলো কম। তবু তিনি আসাদ পরিবারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি খাদীজার ভাই আওয়ামের সাথে তাঁর আপন বোন সাফিয়ার বিয়ে সম্পন্ন হয়। হামজা তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে সাথে নিয়ে আমর-এর কাছে যান এবং মুহাম্মদের কাছে খাদীজাকে সমর্পণের কথা বলেন। তাঁরা সম্মত হলেন যে, মুহাম্মদ যৌতুক হিসেবে খাদীজাকে বিশটি মাদী উট প্রদান করবেন।

---

১. ইবন্ সা'দ, ১/১, ৮৪।
২. ইবন্ ইসহাক, ১২০।

www.bjilibrary.com

গৃহ ও পরিবার

সদ্য বিবাহিত মুহাম্মদ তাঁর চাচার গৃহ ছেড়ে স্ত্রীর গৃহে উঠলেন বসবাসের জন্য। শুধু স্ত্রী নয়, খাদীজা তাঁর স্বামীর একজন বন্ধুও ছিলেন – তিনি তাঁর প্রবৃত্তি ও আদর্শেরও অংশীদার ছিলেন। তাঁদের এই বিয়ে ছিলো বিস্ময়করভাবে আশীর্বাদপুষ্ট এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। তবু তাঁরা শোকমুক্ত ছিলেন না। খাদীজা ছ'টি সন্তান লাভ করেন – এর মধ্যে দুটি পুত্র এবং চারটি কন্যা। তাঁদের প্রথম সন্তান ছিলো একটি পুত্র, নাম কাশিম। মুহাম্মদ এ সময় পরিচিত হন আবুল কাশিম অর্থাৎ কাশিমের পিতা হিসেবে; কিন্তু সে তার দ্বিতীয় জন্মদিনের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে – তার নাম জয়নাব; জয়নাবের পর আরও তিনটি মেয়ে হয় – এদের নাম রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা। পরে আরও একটি পুত্র সন্তান হয়, কিন্তু সে অল্পদিন বেঁচে ছিলো।

বিয়ের দিন মুহাম্মদ তাঁর পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী বারাকা-কে মুক্ত করে দেন; এবং ঐ দিনই খাদীজা তাঁকে একজন ক্রীতদাসকে উপহারস্বরূপ দান করেন – এর নাম জায়দ, বয়স পনের বছর। বারাকা-কে তাঁরা ইয়াছরিবের এক যুবকের সাথে বিয়ে দেন। বারাকা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম আইমান। এই পুত্রের নামেই তিনি পরিচিত হন উম্মে আইমান বা আইমানের মা হিসেবে। জায়দ এবং আরও কয়েকজন যুবককে সম্প্রতি খাদীজার ভাই হিজাম-এর ছেলে হাকিম 'উকাজ' মেলা থেকে কিনে আনেন। খাদীজা তাঁর ভাইয়ের ছেলে হাকিমের বাড়িতে গেলে তিনি তাঁর সদ্য ক্রীতদাসদের ডেকে পাঠান এবং ফুপুকে একজন দাসকে গ্রহণ করতে বলেন। খাদীজা পছন্দ করেন জায়দকে।

জায়দ তাঁর পূর্বপুরুষদের নিয়ে গর্ব করতেন; তাঁর পিতা হারিছা ছিলেন উত্তরাঞ্চলের মহান গোত্র কালব-এর অন্তর্গত এবং এই গোত্রের এলাকা সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে বিস্তৃত ছিলো; তাঁর মা-ও ছিলেন পার্শ্ববর্তী প্রসিদ্ধ তা'য়ে গোত্রের মেয়ে, এই গোত্রের প্রধান হাতিম

www.bjilibrary.com

ছিলেন কবি ও যোদ্ধা এবং সারা আরবে তিনি তাঁর শৌর্য ও অবিস্মরণীয় উদারতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কয়েক বছর পর জায়দকে নিয়ে তাঁর মা তাঁর পিতৃ পরিবারে বেড়াতে আসেন। তাঁরা যে গ্রামে অবস্থান করছিলেন, সেই গ্রামে বানু কায়ন গোত্রের কতিপয় ঘোড়সওয়ার আক্রমণ চালায় এবং জায়দকে ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়। তাঁর পিতা হারিছা তাঁকে খুঁজে পাওয়ার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে নিরর্থক প্রচেষ্টা চালান; জায়দও তাঁর পিতামাতাকে তাঁর অবস্থান-সংবাদ দেওয়ার জন্য কালব গোত্রের কোনো সফরকারী দলকে পাননি। আরবের সব এলাকা থেকে তীর্থযাত্রীরা কা'বায় আসতো। মুহাম্মদের ক্রীতদাস হওয়ার কয়েক মাস পর এবং পবিত্র মৌসুমে জায়দ মক্কার রাস্তায় তাঁর নিজ গোত্র ও গোষ্ঠীর কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে দেখতে পান। তিনি যদি তাদেরকে পূর্ববর্তী বছরে দেখতে পেতেন তাহলে তাঁর অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হতো। এ ধরনের একটা অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন; কিন্তু এখন এই সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে তিনি কি করবেন স্থির করতে পারলেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি তাঁর খবরাখবর সম্পর্কে তাঁর পরিবারকে অন্ধকারে রাখতে পারেন না। কিন্তু তাদেরকে তিনি কি সংবাদ দেবেন? মরুভূমির সন্তান হিসেবে তিনি জানতেন যে, সংবাদের সার-সংক্ষেপ যা-ই হোক না কেন, একটা কবিতার চেয়ে কম হলেও তা ঘটনা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি কবিতার কয়েকটি লাইন লিখলেন। এতে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ পেলো, কিন্তু প্রকাশিত ভাবের চেয়ে অনেক কিছুই অব্যক্ত রইলো। তিনি কালবের তীর্থযাত্রীদের সাথে কথা বললেন, তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন এবং তারপর বললেন : 'এই কথাগুলি আমার পরিবারের লোকদের বলবেন; কারণ আমি ভালো করেই জানি যে, তাঁরা আমার জন্য ব্যথিত আছে :

'আমি অনেক দূরে আছি, তবু আমার কথাগুলি আমার লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিন; পবিত্র গৃহে বাস করি আমি। যে সব স্থান আল্লাহ পবিত্র করেছেন তার মধ্যে এটি একটি।

আমার জন্য আপনারা দুঃখ ভুলে যান, উটকে ক্লান্ত করবেন না, আমাকে খোঁজার জন্য আর ছুটাছুটি করবেন না। কারণ, আল্লাহর প্রশংসা করি, সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর মধ্যে আমি উত্তম পরিবারে আছি, এই পরিবারটি সব দিক থেকে উত্তম।'

এই সংবাদ নিয়ে তীর্থযাত্রীরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর হারিছা তাঁর ভাই কা'বকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করেন। মক্কায় পৌঁছে তাঁরা মুহাম্মদের

www.bjilibrary.com

কাছে যান এবং যে কোনো পরিমাণ মুক্তিপণ মূল্যে তাঁরা জায়দকে ফেরত চান। মুহাম্মদ বললেন : 'জায়দকে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। সে যদি আপনাদের কাছে ফেরত যেতে চায় তাহলে মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে আপনারা পাবেন; কিন্তু সে যদি আমার কাছে থাকতে চায় তাহলে আমি তার পছন্দের ওপর অন্য কারও পছন্দকে প্রাধান্য দেবো না।' এরপর তিনি জায়দকে ডেকে ঐ দু'জন লোককে সে চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। জায়দ বললেন : 'ইনি আমার পিতা এবং ইনি আমার চাচা।' মুহাম্মদ বললেন : 'তুমি আমাকে জানো এবং তোমার সাথে আমার যে সম্পর্ক সে কথাও তুমি অবগত আছো। সুতরাং, তুমি আমার কাছে থাকবে, না ওঁদের সাথে যাবে, এ সিদ্ধান্ত তোমাকে নিতে হবে।' জায়দ আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন : 'আমি আপনার কাছে থাকার চেয়ে অন্য কোনো সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেবো না। আপনি আমার কাছে পিতামাতার সমান।' কালবের লোক দু'জন বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : 'হে জায়দ! তুমি কি করছো? তুমি কি স্বাধীনতা, তোমার পিতা, তোমার চাচা এবং তোমার পরিবারের চেয়ে দাসত্বকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো?' জায়দ বললেন : 'অনেকটা সেই রকম। আমি এই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যে এমন কিছু লক্ষ্য করেছি যে, অন্য কোনো ব্যক্তিকে আমি তাঁর ওপর স্থান দিতে পারি না।'

এ সম্পর্কে অন্যান্য অনেক কথা মুহাম্মদ সংক্ষিপ্ত করলেন। তিনি সবাইকে কা'বায় যাওয়ার আহ্বান জানালেন এবং হিজর্-এ দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন : 'তোমরা যারা উপস্থিত আছো তারা সাক্ষী থেকো – জায়দ আমার পুত্র; আমি তার এবং সে আমার উত্তরাধিকারী।'১

পিতা ও চাচাকে তাঁদের উদ্দেশ্য অপূরণ রেখেই ফিরে যেতে হলো। কিন্তু তাঁরা তাঁদের গোত্রের লোকদেরকে এই দত্তক গ্রহণ সম্পর্কে পারস্পরিক গভীর ভালোবাসার যে কথা বর্ণনা করলেন, তা মোটেই অগৌরবের ছিলো না; তাঁরা দেখলেন যে, জায়দ স্বাধীন এবং মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং পবিত্র গৃহের লোকদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাঁর ভাইরা এবং রক্তসম্পর্কীয় অন্যান্যরা ভবিষ্যতে এ কারণে লাভবান হতে পারে। এ সব কথা চিন্তা করে তাঁরা ঘটনাটিকে সহজভাবে গ্রহণ করে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান। সে দিন থেকে মক্কায় এই নতুন হাশেমী জায়দ ইবন্ মুহাম্মদ বলে পরিচিত হন।

মুহাম্মদের গৃহে সাফিয়া তখন প্রায়ই আসতেন। সাফিয়া হলেন

১. ইবন্ সা'দ ১১/১, ২৮।

www.bjilibrary.com

খাদীজার ভাইয়ের স্ত্রী এবং মুহাম্মদের ফুপু। এই ফুপু ছিলেন মুহাম্মদের চেয়ে বয়সে ছোট। সাফিয়া যখন ঐ বাড়িতে আসতেন তখন তিনি তাঁর শিশুপুত্র জুবায়েরকে সাথে করে আনতেন। বড় ভাইয়ের নামানুসারে তিনি তার পুত্রের নাম রাখেন জুবায়ের। মুহাম্মদের কন্যাদের সাথে জুবায়ের তাই ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত পরিচিত হয়ে ওঠেন। সাফিয়ার সাথে তাঁর বিশ্বস্ত দাসী সালমাও আসতেন; এই সালমার হাতেই খাদীজা তাঁর সব সন্তান প্রসব করেন। সালমা মনে করতেন যে, তিনি ঐ বাড়ির একজন সদস্য।

মাঝে মাঝে ঐ বাড়িতে মুহাম্মদের দুধ-মাতা হালিমা আসতেন। তাঁর প্রতি খাদীজা ছিলেন খুবই সহানুভূতিশীল। মারাত্মক ও ব্যাপকভত্তিক এক খরার সময় হালিমা ঐ বাড়িতে আসেন। ঐ খরার সময় হালিমার মেষপালের দারুণ ক্ষতি হয়। খাদীজা এ সময় তাঁকে চল্লিশটি মেষ ও একটি হাওদা-উট উপহারস্বরূপ দেন।১ এই খরার কারণে হেজাজে দুর্ভিক্ষ হয় এবং এই দুর্ভিক্ষের জন্য ঐ পরিবারে আরও নতুন সদস্যের আগমন ঘটে।

আবু তালিবের বেশ কয়েকটি সন্তান ছিলো এবং তাদেরকে তিনি ঠিকমতো ভরণপোষণ করতে পারতেন না। এই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বেশ অসুবিধায় পড়েন। মুহাম্মদ তাঁর চাচার অসুবিধা অনুধাবন করেন এবং এ জন্য তাঁর কিছু করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তাঁর চাচাদের মধ্যে আবু লাহাব ছিলেন সবচেয়ে ধনী। কিন্তু তিনি ঐ পরিবার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কারণ সম্ভবত তিনি ছিলেন তাঁর মায়ের একমাত্র সন্তান এবং তাঁর আপন কোনো ভাই বা বোন ছিলো না। সে জন্য মুহাম্মদ সাহায্য প্রার্থনা করলেন আব্বাসের। সাহায্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিলো। তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। মুহাম্মদ ও আব্বাস একসাথে লালিত-পালিত হওয়ায় তাঁদের মধ্যে সখ্য ভাব ছিলো। আব্বাসের স্ত্রী উম্মে আল-ফজল মুহাম্মদকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন এবং সব সময় তিনি তাঁকে তাঁদের গৃহে সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। এ সময় একদিন তিনি আব্বাসের গৃহে গিয়ে প্রস্তাব করেন যে, অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আবু তালিবের দুই পুত্রের ভার গ্রহণ করা উচিত। এই প্রস্তাব তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁরা দু'জন আবু তালিবের কাছে ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করলে তিনি বলেন : 'তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই করো, কিন্তু আকিল ও তালিবকে আমার কাছে রেখে যাও।' ঐ সময় জাফরের বয়স ছিলো পনেরো এবং সে ঐ পরিবারের সবচেয়ে ছোট সন্তান ছিলো না। প্রায় দশ বছরের আরও একটা পুত্র তাঁদের

---

১. ইবন্ সা'দ, ১/১, ৭১।

www.bjilibrary.com

ছিলো। এই পুত্রের নাম আলী। আব্বাস গ্রহণ করলেন জাফরের ভার, আর মুহাম্মদ গ্রহণ করলেন আলীকে। প্রায় এই সময়ে খাদীজা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। তার নাম রাখা হয় আবদুল্লাহ এবং এটাই তাঁর শেষ সন্তান। কিন্তু আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে কাশিমের চেয়েও কম বয়সে। একদিক থেকে বলা যায়, আবদুল্লাহর স্থান পূরণ করে আলী এবং সে তার ভাইয়ের চারটি মেয়ের সাথে বড় হতে থাকে। আলী ছিলো রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের প্রায় সমবয়সী। জয়নাবের চেয়ে ছোট এবং ফাতিমার চেয়ে কিছুটা বড়। জায়দের সাথে এই পাঁচজন হলো মুহাম্মদ ও খাদীজার পরিবারের নিকট সদস্য। এ ছাড়া অন্য আরও অনেক আত্মীয় ছিলো যাদের প্রতি তাঁর গভীর সম্পৃক্ততা ছিলো এবং তারা তাঁর জীবনে কমবেশি প্রভাব বিস্তার করে।

মুহাম্মদের বড় চাচা হারিছ বেশ কয়েকটি সন্তান রেখে মারা যান। এর মধ্যে আবু সুফিয়ান ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই এবং দুধভাই। মুহাম্মদের পর আবু সুফিয়ান হালিমার পরিচর্যায় বড় হন। অনেকে বলতো যে, মুহাম্মদ ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলো, তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাধারণ সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিলো বাগ্মিতা। আবু সুফিয়ান ছিলেন মেধাবী কবি – সম্ভবত তাঁর চাচা জুবায়ের ও আবু তালিবের চেয়ে অধিক মেধাবী। কিন্তু মুহাম্মদ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তবে আরবি ভাষায় তাঁর দক্ষতা এবং তাঁর বক্তৃতার সৌন্দর্য ছিলো সবার উর্ধে।

আবু সুফিয়ান ছিলেন মুহাম্মদের প্রায় সমবয়সী এবং তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গী ও বন্ধুর মতো। রক্ত-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি হিসেবে তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠ এবং এই সম্পর্ক ছিলো তাঁর পিতার পাঁচজন আপন বোনের দিক থেকে। তাঁর পিতার এই পাঁচজন বোন ছিলেন আবদ্ আল-মুত্তালিবের কন্যা। তাঁর চাচী উমাইমার বিয়ে হয় উত্তর আরবে আসাদ১ গোত্রের জাহাস নামে এক ব্যক্তির সাথে। জাহাসের মক্কায় একটি বাড়ি ছিলো। নিজের গোত্র ছাড়া অন্য গোত্রের লোকদের সাথে বসবাস করলে সেই গোত্রের সাথে পারস্পরিক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং সেই গোত্রের সাথে সংঘবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। এমন একটা সময় আসে যখন সে ঐ গোত্রের সাথে আংশিকভাবে মিশে যায় এবং ঐ গোত্রের প্রতি তার কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। আবদু

---

১. মক্কার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত আসাদ ইবন্ খুজাইমাহ্ গোত্র- এই গোত্রের এলাকা নযদ্-এর সমতলভূমির দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। কুরাইশ গোত্রের আসাদ আর এই আসাদ এক ব্যক্তি ছিলেন না।

www.bjilibrary.com

শামস্ গোত্রের শাখা উমাইয়া-প্রধান১ হারব জাহাসকে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করেন। সুতরাং বলা যায়, তাঁকে বিয়ে করে উমাইমা মোটামুটিভাবে শামস্ গোত্রভুক্ত একজনকে বিয়ে করেন। তাঁদের বড় ছেলের নাম আবদুল্লাহ – উমাইমার ভাইয়ের নামানুসারে রাখা – মুহাম্মদের চেয়ে বারো বছরের ছোট হলেও তাঁদের মধ্যে গভীর স্নেহের সম্পর্ক ছিলো। উমাইমার কন্যা জয়নাব তাঁর ভাইয়ের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন। জয়নাব ছিলেন অপরূপ সুন্দরী এবং তিনিও এই পরিবারের আওতাভুক্ত হয়ে পড়েন। এই দু'জনকে মুহাম্মদ তাদের ছোটবেলা থেকেই জানতেন এবং তাদেরকে ভালোবাসতেন। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তাঁর চাচী বাররাহ-এর পুত্র আবু সালামার ক্ষেত্রেও একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

মুহাম্মদকে বলা হতো আল-আমীন এবং এই আল-আমীনের প্রতি সবার প্রবল আকর্ষণ ছিলো। তাঁর প্রতি এই আকর্ষণ তাঁর নিজ পরিবারের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। খাদীজাও ছিলেন এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁদের সংস্পর্শে যাঁরা আসতেন, তাঁরা তাঁদের সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন। তাঁদের মধ্যে খাদীজার অনেক আত্মীয় ছিলেন। তাঁর বোন হালাহ্ তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হালাহ্র পুত্র আবুল আ'স এই বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। বোনের এই ছেলেকে খাদীজা এমন ভালোবাসতেন যেন সে তাঁর নিজের ছেলে। হালাহ্ সব সময় তাঁর সাহায্য ও উপদেশ কামনা করতেন। যথাসময়ে তিনি পুত্রের বিয়ের ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। বিষয়টি নিয়ে খাদীজা তাঁর স্বামীর সাথে পরামর্শ করেন। মুহাম্মদ তাঁদের কন্যা জয়নাবের কথা বলেন। জয়নাব তখনও ছোট ছিলেন। বিবাহযোগ্যা হওয়ার পর জয়নাবকে তাঁরা আবুল আ'স-এর সাথে বিয়ে দেন।

রাজনৈতিকভাবে হাশিম ও মুত্তালিব গোষ্ঠীকে এক বলে গণ্য করা হতো এবং তাদের ক্ষীয়মান প্রভাব পুনরুদ্ধারে তারা মুহাম্মদের ওপর ভরসা করলো। কিন্তু গোষ্ঠী প্রশ্নের বাইরে কুরাইশ প্রধানরা মুহাম্মদকে ঐ প্রজন্মের একজন যোগ্য লোক এবং তাদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের পর মুহাম্মদই সারা আরবে তাদের গোষ্ঠীর মান-সম্মান ও ক্ষমতা অটুট রাখতে সমর্থ হবেন। আল-আমীনের প্রশংসা মানুষের মুখে মুখে ফিরতো; এবং সম্ভবত এই কারণে আবু লাহাব তাঁর ভাইয়ের ছেলের কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এই প্রস্তাব ছিলো

---

১. হারব-এর পিতা উমাইয়ার নামানুসারে এই নামকরণ করা হয়। উমাইয়ার পিতার নাম আবদু শামস্।

www.bjilibrary.com

মুহাম্মদের কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে তাঁর দুই ছেলে উত্‌বা এবং উতাইবার সাথে বিয়ে দেওয়া। ঐ ছেলে দুটি সম্পর্কে মুহাম্মদের ভালো ধারণা ছিলো এবং এ কারণে তিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন। যথাসময়ে বিয়ের পর্ব সমাপ্ত হয়।

এই সময়ে উম্মে আইমান পুনরায় ঐ পরিবারের সদস্যভুক্ত হন। উম্মে আইমান বিধবা হয়ে ফিরে আসেন, না তিনি তাঁর স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসেন, সে ব্যাপারে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঐ পরিবারে তাঁর স্থান আছে। মুহাম্মদ প্রায়শই তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং তাঁর সম্পর্কে অন্যের কাছে বলতেন : 'আমার পরিবারে তিনি যাদেরকে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে তাঁর স্থান সবার ওপরে।'[১]

১. ইবন্ সা'দ, ৮, ১৬২।

www.bjilibrary.com

কা'বার পুনর্নির্মাণ

আলীকে যখন মুহাম্মদের গৃহে আনা হয় তার কিছুদিন আগে কুরাইশরা কা'বা গৃহ পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় মুহাম্মদের বয়স ছিলো পঁয়ত্রিশ। কা'বার দেওয়ালগুলি ছিলো মানুষের মাথার উপর পর্যন্ত উঁচু এবং এতে কোনো ছাদ ছিলো না। এর অর্থ, দরজা বন্ধ থাকলেও যে কেউ তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতো। সম্প্রতি এই গৃহ থেকে কিছু মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়ে যায়। মাটির নিচে খিলান করা ছাদের মধ্যে ঐ সামগ্রীগুলি সাজিয়ে রাখা ছিলো। কা'বা গৃহের মধ্যে গর্ত করে ঐ সামগ্রীগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। ছাদের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ তাদের ছিলো : গ্রীক বণিকের একটি জাহাজ জেদ্দার সমুদ্র তীরে বার্তাতাড়িত হয়ে আটকে পড়ে এবং তা এমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় যে মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এই জাহাজের কাঠ তারা নিয়ে আসে বরগা তৈরি করার জন্য। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে মক্কায় একজন দক্ষ কিবতী (copt) কাঠমিস্ত্রীকে পাওয়া গেলো।

কা'বা সম্পর্কে তাদের ভক্তিমিশ্রিত একটা ভয় ছিলো এবং এ জন্য তারা এর ওপর হাত রাখতে ভয় পাচ্ছিলো। তাদের পরিকল্পনা ছিলো আলগা পাথর দিয়ে তৈরি কা'বার দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলা এবং তারপর তা পুনর্নির্মাণ করার। কিন্তু তারা পবিত্র বস্তু অপবিত্রকরণের দোষে দোষী হওয়ার ভয় পাচ্ছিলো। তাদের এই ইতস্তত ভাবের আরও একটি কারণ ছিলো। মাটির তলার খিলান করা ছাদের মধ্য থেকে বড় একটা সাপ প্রতিদিন সকালে কা'বার দেওয়ালের ধারে এসে দেহে সূর্যের তাপ লাগাতো। কেউ কাছাকাছি আসলে সাপটি তার মাথা উঁচু করে মুখ ফাঁক করে 'হিস্ হিস্' শব্দ করতো এবং এর ফলে সবাই ভয় পেতো। একদিন সাপটি যখন দেহে সূর্যের তাপ লাগাচ্ছিলো, আল্লাহ তখন একটা ঈগল পাখি প্রেরণ করলেন এবং পাখিটা সাপটাকে ধরে নিয়ে উড়ে গেলো। কুরাইশরা তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো : 'আমরা এখন আশা করতে পারি যে, আল্লাহ আমাদের পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাদের কাঠ আছে; এবং আল্লাহ আমাদেরকে ঐ সাপ থেকেও মুক্ত করেছেন।'

www.bjilibrary.com

একটি দেওয়ালের উপর থেকে প্রথম এক খণ্ড পাথর উঠানোর কাজ যিনি করেন, তিনি হলেন মুহাম্মদের নানী ফাতিমার ভাই আবু ওহাব। তিনি মাখজুম গোত্রের। কিন্তু পাথর খণ্ডটি উঠানোর সাথে সাথে তা তাঁর হাত থেকে ছিটকে পুনরায় একই স্থানে পড়ে যায়। ফলে সবাই কা'বার কাছ থেকে সরে এলো এবং ঐ কাজ করতে ভীত হয়ে পড়লো। অতঃপর মাখজুম গোত্রের প্রধান মৃত মুগিরার পুত্র ওয়ালিদ নিজের হাতে একটা গাঁতি (পাথর বা মাটি খোঁড়ার কাজে ব্যবহৃত দুই দিকে সূচাগ্র ভারী যন্ত্র) তুলে নিলেন এবং বললেন : 'আমি কা'বাকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলার কাজ শুরু করবো'; এবং কা'বার কাছে গিয়ে তিনি বললেন : 'ও আল্লাহ, আমাদের উদ্দেশ্য ভালো ছাড়া আর কিছু নয়।' এই বলে তিনি কালো পাথর ও ইয়েমেনী কোণার মধ্যবর্তী অংশের দেওয়াল অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্বের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেললেন। অন্য সব লোক দূরে দাড়িয়ে রইলো। 'দেখা যাক কি হয়', তারা বললো, 'তার যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আমরা কা'বার কোনো অংশ আর ভাঙ্গবো না, বরং যেভাবে ছিলো সেভাবেই তা নির্মাণ করে দেবো; কিন্তু তার যদি কোনো ক্ষতি না হয় তাহলে মনে করবো আল্লাহ আমাদের কাজে সন্তুষ্ট এবং আমরা তা ভেঙ্গে ফেলবো।' কোনো অঘটন ছাড়াই রাত অতিবাহিত হলো এবং পরদিন সকালে ওয়ালিদ পুনরায় কাজ শুরু করলে সবাই তাঁর সাথে কাজে যোগ দিলো। যেখান থেকে ইবরাহীম ভিত্তি গড়ে তোলেন সেই পর্যন্ত দেওয়াল ভাঙ্গার পর তারা দেখলো সবুজ রঙের বড় বড় গোলাকার নূড়িপাথর – পাশাপাশি উটের পাল থাকলে যেমন দেখা যায়, তেমনিভাবে সাজানো। একজন লোক দুটো পাথরের মধ্যে শাবল ঢুকিয়ে একটা পাথর তোলার চেষ্টা করলো। কিন্তু পাথরের নড়াচড়ায় সমগ্র মক্কা যেন ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠলো। এতে তারা বুঝতে পারলো যে, ঐ ভিতকে অক্ষত অবস্থায় রাখাই উচিত।

কালো পাথর-এর কোণার মধ্যে তারা সিরীয় ভাষায় লিখিত একটা পাথর খণ্ড পেলো। এই লেখার পাঠোদ্ধার তারা করতে পারলো না। সযত্নে তারা এই খণ্ডটি রেখে দিলো। পরে একজন ইহুদী তাদের এই লেখা পড়ে শোনালো : 'আমি খোদা, বেককা (Becca)-র প্রভু। যেদিন আমি নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছি, যেদিন আমি সূর্য ও চন্দ্রকে গঠন করেছি সেদিন আমি তাকে (বেককা) সৃষ্টি করেছি এবং তার চারপাশে সাত জন পবিত্র ফেরেশতাকে নিয়োজিত করেছি। দুটো পর্বত যতদিন স্থিরভাবে থাকবে, ততদিন সে স্থির থাকবে এবং তার লোকদের আমি দুধ ও পানি দান করেছি।' ইবরাহীমের অবস্থান স্থলের নিচে তারা আরও একটা লিখিত পাথর খণ্ড পায়। কা'বার দরজার পাশে পাওয়া এই ছোট পাথর খণ্ডে তাঁর

www.bjilibrary.com

পায়ের অলৌকিক ছাপ ছিলো। ঐ পাথর খণ্ডে লেখা ছিলো : 'মক্কা আল্লাহর পবিত্র গৃহ। তার খাদ্য আসে তিন দিক থেকে। এর লোকেরা যেন একে অপবিত্র না করে।'

কুরাইশদের কাছে কিছু পাথর ছিলো। কা'বার দেওয়াল উঁচু করার জন্য তারা আরও পাথর সংগ্রহ করলো। প্রতিটি গোত্র পৃথকভাবে কাজ করলো এবং দেওয়াল বেশ উঁচু করে নির্মাণ করলো। যে কোণায় কালো পাথর ছিলো সেখানে তা স্থাপনের সময় এলো। এ সময় তাদের মধ্যে প্রচণ্ড মতপার্থক্য দেখা দিলো। কারণ প্রতিটি গোত্রই কালো পাথর উত্তোলনের সম্মান অর্জন করতে চাচ্ছিলো। চার-পাঁচ দিন ধরে এই অচলাবস্থা চললো এবং তাদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলো। এ সময় তাদের এক প্রবীণ ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের একটি প্রস্তাব দিলো। সে বললো : 'হে কুরাইশ জনগণ, তোমাদের যে ব্যাপারে মতপার্থক্য হয়েছে তা দূর করার জন্য একজন মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করো। যে ব্যক্তি প্রবেশ পথ দিয়ে প্রথম মসজিদে প্রবেশ করবে, তাকেই তোমরা মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করো।'১ কা'বার চারপাশের সংলগ্ন স্থানকে বলা হতো মসজিদ – সেজদার স্থান। ইবরাহীম ও ইসমাইলের সময় থেকে পবিত্র কা'বাকে সামনে রেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদা করার রীতি চলে আসছিলো। তারা প্রবীণ লোকটির পরামর্শ গ্রহণ করলো। তারা দেখলো, মসজিদে প্রথম প্রবেশ করছে মুহাম্মদ। কয়েকদিন অনুপস্থিতির পর মুহাম্মদ সবেমাত্র মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁকে দেখে সবাই তাৎক্ষণিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো যে, সমস্যা সমাধানের জন্য ঐ লোকটিই যথার্থ তাঁর উপস্থিতিকে সবাই সাদরে গ্রহণ করলো এবং তাদের মধ্যে সন্তুষ্টির গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেলো। কেউ বললো, 'এই তো আল-আমীন', কেউ বলল, 'মুহাম্মদ, আমরা তাঁর বিচার গ্রহণ করবো।' বিষয়টা তাঁর কাছে সবাই ব্যাখ্যা করলে তিনি বলেন : 'আমাকে একটা কাপড় দিন।' কাপড় আনা হলে তিনি তা মাটিতে বিছিয়ে কালো পাথরখানি নিজ হাতে তুলে কাপড়ের মাঝখানে রাখলেন। তারপর তিনি বললেন : 'প্রতিটি গোত্রের লোক এই কাপড়ের কোণা ধরুন এবং সবাই এক সাথে তা উত্তোলন করুন।' কাপড়ের কোণা ধরে সবাই উঁচু করলে তিনি কালো পাথরখানি নিজ হাতে করে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন; এবং তারপর এর উপর দালান নির্মাণের কাজ শুরু হলো এবং এক সময় তা শেষও হলো।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১২৫।

www.bjilibrary.com

প্রথম ওহীসমূহ

মুহাম্মদের বাহ্যিক কর্তৃত্ব ও মিশনের প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলো। অভ্যন্তরীণ দিক থেকেও তিনি জোরালো ইঙ্গিত অনুভব করলেন। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্য আগে থেকেই সজাগ ছিলেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 'সত্যিকার দর্শন'-এর কথা বলতেন যা তিনি ঘুমের মধ্যে দেখতেন। তিনি বলতেন যে, এসব বিষয় ছিলো 'প্রত্যুষের আলো পরিবর্তিত হওয়ার মতো'।১ এসব 'দর্শনে'র উপজাত ফল হলো এই যে, নিঃসঙ্গতা তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো এবং তিনি হেরা পর্বতের গুহায় আত্মিক শান্তির জন্য যেতে লাগলেন। মক্কার শহরতলী থেকে হেরা পর্বতের গুহা খুব দূরে ছিলো না। কুরাইশদের কাছে এই ঘটনা বিশেষভাবে আশ্চর্যের কিছু ছিলো না। কারণ এ ধরনের নিরাপদ আশ্রয়ে গমন ছিলো ইসমাইলের বংশধরদের একটা প্রথাগত রীতি। প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে দু'এক জন মাঝে মাঝে এভাবে নির্জন স্থানে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন যেন কিছু সময়ের জন্য তারা দুনিয়াদারী মানুষের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে পারেন। পুরাতন এই রীতি মোতাবেক মুহাম্মদ সাথে করে খাদ্য নিয়ে যেতেন, যেন তিনি একাদিক্রমে কয়েকটা রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটাতে পারেন। এরপর তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে ফিরে আসতেন এবং কখনো কখনো তিনি ফিরে এসে আরো খাবার নিয়ে পর্বতের গুহায় ফিরে যেতেন। গত কয়েক বছরে শহর থেকে বেরিয়ে গুহায় যাওয়ার পথে তিনি প্রায়ই স্পষ্টভাবে শুনতে পেতেন 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, 'হে আল্লাহর বাণীবাহক।'২ এ কথা শুনে তিনি ফিরে দেখতেন এবং কে কথা বলছে তা দেখার জন্য চারদিকে তাকাতেন। কিন্তু কাউকে তিনি দেখতে পেতেন না। মনে হতো, ঐ কথাগুলো যেন কোনো গাছ বা পাথর থেকে ভেসে আসছে।

রমজান মাসে নিরাপদ স্থানে সাময়িকভাবে ইবাদতে মগ্ন থাকার একটা প্রথা ছিলো। এ মাসের শেষ দিকে মুহাম্মদ যখন একাকী ঐ গুহায় অবস্থান

---

১. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল আল বুখারী, ৩।

২. ইবন্ ইসহাক, ১৫১।

www.bjilibrary.com

করছিলেন তখন তাঁর কাছে মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা আসেন। এ সময় তাঁর বয়স চল্লিশ। ফেরেশতা তাঁকে বললেন : 'পড়ুন!' এবং তিনি বললেন : 'আমি পড়তে জানি না।' এরপর, তিনি নিজেই বলেছেন : 'ঐ ফেরেশতা আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করে ধরে রাখলেন আমার সহ্য সীমা পর্যন্ত এবং অতঃপর ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন'! আমি বললাম : 'আমি পড়তে জানি না'। পুনরায় তিনি আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত ধরে রাখলেন। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন : 'পড়ুন'। আমি পুনরায় বললাম : 'আমি পড়তে জানি না'। তৃতীয় বারের মতো তিনি আমাকে পূর্বের মতো দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন এবং অতঃপর ছেড়ে দিয়ে আমাকে বললেন :

'পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।'১,২

ফেরেশতার সাথে সাথে তিনি ঐ বাক্যগুলো উচ্চারণ করলেন। এরপর ঐ ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। মুহাম্মদ বলেন : 'ঐ বাক্যগুলো যেন আমার অন্তরে লেখা হয়ে গেলো।'৩ কিন্তু তাঁর ভয় হলো এই ভেবে যে, এটার অর্থ হতে পারে তিনি জিন-অনুপ্রাণিত এক কবি বা প্রভাবিত এক ব্যক্তি। সুতরাং তিনি গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং পর্বতের ঢালু পথের মাঝপথে আসার পর তিনি তাঁর মাথার ওপর একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন : 'হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর বাণীবাহক এবং আমি জিবরাইল।' তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, দেখলেন সেই অলৌকিক ব্যক্তিকে। তাঁকে তিনি চিনতে পারলেন, স্পষ্টভাবে দেখলেন সেই ফেরেশতাকে। দিগন্ত বিস্তৃত করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আবার বললেন : 'হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর বাণীবাহক এবং আমি জিবরাইল। মহানবী ঐ ফেরেশতার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন; তারপর তিনি তাঁর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরালেন। কিন্তু যেদিকেই তিনি তাকালেন, সে দিকেই তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম – যে দিকেই তিনি তাকালেন, দেখলেন ঐ ফেরেশতাকে। দিগন্ত বিস্তৃত করে দুই পা ফাঁক করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। অবশেষে ঐ ফেরেশতা অন্তর্হিত হলেন এবং মহানবী ঢালু পথ

---

১. কুরআন : ৯৬ : ১-৫।
২. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল আল বুখারী, ৩।
৩. ইবন্ ইসহাক, ১৫৩।

www.bjilibrary.com

অতিক্রম করে বাড়িতে ফিরে এলেন। বাড়িতে গিয়ে তিনি একটা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। তিনি তখনও ভয়ে কাঁপছিলেন। তিনি খাদীজাকে বললেন: 'আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিন।'১ খাদীজা উদ্বিগ্ন হলেন, কিন্তু তাঁকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না। তিনি দ্রুত একটা চাঁদর নিয়ে এসে তাঁর শরীরের ওপর তা বিস্তৃত করে দিলেন। ভয়ের তীব্রতা কমে আসলে তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন তা খাদীজাকে বললেন। খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন এবং অতঃপর এ কথা বলার জন্য তিনি তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকার কাছে গেলেন। ওয়ারাকার এখন বয়স হয়েছে এবং তিনি অন্ধ। ওয়ারাকা বললেন: 'পবিত্র! পবিত্র! (Holy! Holy!) যাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ, তাঁর কসম করে বলছি, মুহাম্মদের ওপর স্বর্গীয় মহান কিতাব২ অবতীর্ণ হয়েছে, যা অবতীর্ণ হয়েছিল মূসার উপর। সত্যই, মুহাম্মদ এই জনগণের নবী। তাঁকে নিশ্চয়তা প্রদান করুন।' অতঃপর খাদীজা বাড়িতে ফিরে গিয়ে এই কথাগুলি মুহাম্মদকে বললেন। মুহাম্মদ শান্ত মনে আবার গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। নিরাপদ নির্জন স্থানে কাটাতে তিনি যে ক'টা দিন আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন তা পূরণ করার জন্য। নির্ধারিত কয়েকটা দিন কাটাবার পর তিনি তার অভ্যাস মতো সরাসরি কা'বায় গেলেন এবং রীতি মোতাবেক কা'বা প্রদক্ষিণ করলেন। মসজিদে তিনি লক্ষ্য করলেন, অনেকের মধ্যে অন্ধ ও বৃদ্ধ ওয়ারাকা বসে আছেন। তিনি তাঁকে অভিবাদন জানালেন। ওয়ারাকা বললেন : 'হে আমার ভাইয়ের ছেলে, তুমি কি দেখেছো এবং শুনেছো আমাকে বলো।' মহানবী তাঁকে সব বললেন। খাদীজাকে তিনি আগে যে কথা বলেছিলেন, সেই একই কথা তিনি তাঁকে আবার বললেন। এ সময় তিনি আরও কিছু কথা বললেন : 'তোমাকে মিথ্যাবাদী বলবে; তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে। তোমাকে তারা বহিষ্কার করবে এবং তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। ঐ দিন দেখার জন্য যদি আমি জীবিত থাকি, আল্লাহ সাক্ষী, আমি তাঁর (আল্লাহর) কাজে সাহায্য করবো।'৩ এরপর তিনি মুহাম্মদের দিকে ঝুঁকে তাঁর কপাল চুম্বন করলেন। মহানবী বাড়িতে ফিরে গেলেন।

---

১. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল আল বুখারী, ৩।

২. গ্রীক ভাষায় নমস্ (NOMOS)-এর অর্থ হলো স্বর্গীয় আইন বা গ্রন্থ – এখানে ওহীর ফেরেশতাকে বলা হয়েছে।

৩. ইবন্ ইসহাক, ১৫৩-৪।

www.bjilibrary.com

খাদীজা ও ওয়ারাকার আশ্বাসের সাথে সাথে বেহেশত থেকেও তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হলো দ্বিতীয় বারের মতো ওহীর মাধ্যমে। ওহী কিভাবে আসতো তার কোনো প্রামাণ্য চিত্র নেই। তবে ওহী আসা সম্পর্কে মহানবীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দু'ধরনের পদ্ধতির কথা বলেন : 'অনেক সময় আমার কাছে ওহী আসতো ঘণ্টার শব্দের অনুরণন ধ্বনির মতো করে, এবং এটা ছিল আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর; এই অনুরণন ধ্বনি মিলিয়ে গেলে আমি বাণী সম্পর্কে জানতে পারতাম। অনেক সময় ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে আমার সাথে কথা বলতেন এবং তিনি কি বলছেন তা আমি বুঝতে পারতাম।'১

দ্বিতীয় বারের মতো ওহী শুরু হলো একক অক্ষর দিয়ে। গুপ্ত অর্থবাহী এসব অক্ষরের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত আছে। এসব অক্ষরের মাধ্যমে কুরআনের বাণী শুরু হয়। এসব অক্ষরের পর পরই শুরু হলো স্বর্গীয় শপথ এবং এই শপথ করে কলম। কলম-এর কথা প্রথম ওহীতে উল্লেখ করা হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথম উপায় হলো কলম। কলম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মহানবী বলেন : 'আল্লাহ প্রথম যে বস্তুটি সৃষ্টি করেন তা হলো কলম। তিনি লেখার ফলক (Tablet) সৃষ্টি করে কলমকে বললেন: 'লেখো!' কলম বললো: 'আমি কি লিখবো?' তিনি বললেন: 'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমার সৃষ্টি সম্পর্কে আমার জ্ঞান লেখো'। এরপর নির্দেশ মতো কলম লিখতে শুরু করলো।'২ কলমের এই শপথের পর আর একটি শপথ হলো – এই শপথের দ্বারা ফেরেশতারা বেহেশতে কম সংখ্যক কলম দিয়ে কম সংখ্যক লেখার ফলকে যা লিখলো তা-ই কুরআনের স্বর্গীয় আদর্শ – এর থেকে পরবর্তীতে যে ওহী অবতীর্ণ হয়, তা হলো গৌরবময় বর্ণনা (কুরআন)৩ এবং তা লেখা আছে পবিত্র লেখার ফলকে৪ এবং তা-ই হলো মূল গ্রন্থ।৫ এই দুই শপথের পর স্বর্গীয় আশ্বাস এলো :

'নুন – শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।৬

---

১. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল আল বুখারী, ৩।
২. মুহাম্মদ ইবন্ ইসা আত-তিরমিযী, ৪৪।
৩. ইসলামের ভিত্তি এই স্বর্গীয় ওহী এবং এ থেকেই এর নামকরণ।
৪. কুরআন, ৮৫ : ২১-২২।
৫. কুরআন, ১৩ : ৩৯।
৬. কুরআন, ৬৮ : ১-৪।

www.bjilibrary.com

প্রথম ওহী আসার পর কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ থাকে। এ সময় মহানবী এ কথা ভেবে আশংকিত হন যে, তিনি হয়তো যে কোনো কারণে স্বর্গীয় অসন্তুষ্টি অর্জন করেছেন। খাদীজা অবশ্য বার বার তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, এটা সম্ভব নয়। অবশেষে এই নীরবতা ভঙ্গ হলো, তাঁকে পুনরায় আশ্বস্ত করা হলো এবং এই ওহীতে তাঁর মিশন সম্পর্কিত নির্দেশ এলো :

'শপথ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি। আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীম রূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি এতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না; সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না এবং আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করুন।'[১]

১. কুরআন, ৯৩ : ১-১১।

www.bjilibrary.com

ইবাদত

উপরোক্ত দু'টো ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর ফেরেশতা ও ওহী সম্পর্কে মুহাম্মদ তাঁর স্ত্রী ছাড়াও অন্য আপন ও ঘনিষ্ঠজনের কাছে বলেন। বিষয়টি সম্পর্কে গোপনীয়তা অবলম্বন ছাড়া তিনি তাদের কাছে আর কিছু দাবি করেননি। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন রইলো না। একদিন মক্কার কাছে এক উঁচু স্থানে জিবরাইল এলেন, পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত করলেন পাহাড়ের ধারের ঘাসের চাবড়ার ওপর। সেখান থেকে বেরিয়ে এলো পানির ধারা। এরপর তিনি অজু করলেন। ইবাদতের জন্য নিজেকে কিভাবে পবিত্র করতে হয় তা তিনি মহানবীকে দেখালেন। মহানবী তাঁকে অনুসরণ করলেন। অতঃপর তিনি নামাজের জন্য কি কি করতে হয় তা দেখালেন – দাঁড়ানো অবস্থা, নত হওয়ার অবস্থা, সেজদার অবস্থা এবং বসার অবস্থা। এ সময় কখন কখন আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান) এবং সর্বশেষ সম্ভাষণ – আসসালামু আলাইকুম – (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলতে হয়, তাও তিনি শোনালেন। মহানবী পুনরায় তাঁর অনুসরণ করলেন। এরপর ফেরেশতা চলে গেলে মহানবী বাড়ি ফিরলেন। তিনি যা শিখেছেন তা খাদীজাকে শেখালেন এবং তাঁরা দু'জন একসাথে নামাজ পড়লেন।

আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা ও নামাজের মাধ্যমে এই ধর্ম এখন প্রতিষ্ঠিত হলো। খাদীজার পর আর যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন তাঁরা হলো – আলী, জায়দ এবং মহানবীর বন্ধু তায়ম গোত্রের আবু বকর। আলীর বয়স তখন মাত্র দশ বছর আর মক্কায় জায়দের তখন কোনো প্রভাবই ছিলো না। কিন্তু আবু বকরকে সবাই পছন্দ ও সম্মান করতো তাঁর সহজ-সরল আচরণ ও গভীর জ্ঞানের জন্য। তাঁর উপস্থিতি সবাই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতো। নানা বিষয় নিয়ে তাঁর কাছে সবাই আলোচনার জন্য আসতো। তিনি মুহাম্মদকে অনুসরণের আহ্বান জানালেন। তাঁর মাধ্যমে অনেকের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেলো; এর মধ্যে প্রথম দু'জন হলেন জুহরা গোত্রের আউফ-এর পুত্র আবদু আমর (ইনি ছিলেন মহানবীর মায়ের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি) এবং বনি আল-হারিছ গোত্রের আল জারারাহ-র পুত্র আবু উবায়দা।১

---

১. পুস্তকের শেষে বংশতালিকা দেখুন।

www.bjilibrary.com

এই দু'জনের মধ্যে আবদু আমর-এর নামের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দুটো বৈশিষ্ট্য হলো দুটো স্বর্গীয় নাম – আর-রহমান এবং আর-রহীম। দয়ালু অর্থের গভীর ধারণায় 'রহীম' শব্দটি অত্যন্ত দয়ালু যা সীমাহীন দয়ালু হিসাবে সবাই মনে করতো। 'রহমান' শব্দটি ছিলো আরও গভীর অর্থবোধক। কিন্তু এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা না থাকায় ঐ শব্দের ব্যবহার অপ্রচলিত হয়ে যায়। নতুন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মৌলিক প্রয়োজনে ঐশী বাণী দ্বারা একে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। 'আর-রহীম' (সর্বময় দয়ালু) শব্দের চেয়ে গভীর ব্যঞ্জনাময় নাম 'আর-রহমান' দয়ার মূল সূত্র বা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে অর্থাৎ আল্লাহর অসীম দয়া বা সদাশয়তা সম্পর্কে নির্দেশ করে। পবিত্র কুরআনে এই নামকে স্পষ্টভাবে আল্লাহর সমকক্ষ করা হয়েছে : 'বলুন, আল্লাহ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই।'১ সদাশয়তার এই নাম মহানবীর কাছে ছিলো খুবই প্রিয়। আবদু আমর অর্থাৎ আমরের ভৃত্য নামটি যেহেতু বিধর্মীয় ছিলো, সেই জন্য তিনি নতুন বিশ্বাসীর নাম রাখেন আবদ্ আর-রহমান অর্থাৎ অসীম সদাশয়তার ভৃত্য। উল্লেখ্য, আউফ-এর পুত্রের নামই কেবল তিনি আবদ আর-রহমান-এ পরিবর্তন করেন নাই।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকে যে সাড়া পাওয়া যায় তা ছিলো স্বতঃপ্রণোদিত। তাদেরকে অনুরোধ করে ইসলাম গ্রহণ করানো হয়েছে এমন কথা আরোপ করা ঠিক নয়। সারা মক্কায় আবু বকরের সুনাম ছিলো যে, তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারতেন। একদিন সকালে তাঁর কাছে সামসাইট গোত্রের সাইয়েদ ইবন্ আল-আস এর পুত্র খালিদ এলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। এক সাম্প্রতিক ভীতিকর অভিজ্ঞতার স্মৃতি ঐ যুবকের চোখে মুখে তখনও প্রতিভাত হচ্ছিলো। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন তা তাঁর কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হলেও তিনি তাঁর অর্থ অনুধাবন করতে পারেন নাই। এ কারণেই ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য তিনি দ্রুত চলে আসেন আবু বকরের কাছে। আবু বকর কি তাঁর ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারবেন? তিনি স্বপ্নে দেখেনে যে, তিনি একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা এত বিস্তৃত যে তিনি এর সীমা দেখতে পেলেন না। অতঃপর তাঁর পিতা এসে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার চেষ্টা করলেন। অগ্নিকুণ্ডের ধারে দাঁড়িয়ে তাঁরা দু'জন একে অপরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলেন। তিনি যখন ভীত বিহ্বল হয়ে

১. কুরআন, ১৭ : ১১০।

www.bjilibrary.com

পড়েন তখন অনুভব করেন যে, দুটো হাত তাঁর কোমরকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে এবং তাঁর পিতার প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে দণ্ডায়মান রাখতে সমর্থ হচ্ছেন। চারদিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, তাঁর রক্ষাকর্তা আবদুল্লাহর পুত্র আল-আমীন মুহাম্মদকে। এ সময় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। আবু বকর বললেন : 'তুমি আনন্দ প্রকাশ করো। যে লোকটি তোমাকে রক্ষা করেছে তিনি আল্লাহর নবী, তাঁকে অনুসরণ করো। তাঁর মাধ্যমে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো এবং নিজেকে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করো।' এ কথা শোনার পর খালিদ সরাসরি মহানবীর কাছে যান। তিনি তাঁকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। এখন তিনি কি করবেন সে সম্পর্কেও তিনি তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেন। মহানবী তাঁকে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং খালিদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু এ কথা তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে গোপন রাখলেন।১

প্রায় একই সময়ে আবদু সামস্ গোত্রের এক ব্যবসায়ী সিরিয়া থেকে দেশে ফেরার সময় মরুভূমিতে এক রাতে এক চিৎকার শুনে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। "হে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিরা, ঘুম থেকে ওঠো। নিশ্চয়ই আহমদ মক্কায় এসেছে।"২ এই ব্যবসায়ী হলেন উমাইয়া গোত্রের আফফান-এর পুত্র উসমান। মাতার দিক থেকে তিনি আবদ্ আল-মুত্তালিবের এক কন্যা মহানবীর চাচী উম্মে হাকিম আল বাইদার প্রপৌত্র। এই কথাগুলো উসমানের মনে গভীরভাবে নাড়া দিলো। 'এসেছে' কথাটার অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না বা মুহাম্মদ (প্রশংসিত) এর পরিবর্তে আহমদ (সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত) কাকে বলা হয়েছে তাও তিনি ধরতে পারলেন না। মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই তায়ম গোত্রের তালহা তাঁকে অতিক্রম করলো। তালহা হলো আবু বকরের ভাই এর ছেলে। বোস্ত্রা (Bostra) অতিক্রম করার সময় একজন মঠবাসী যাজক তাঁর কাছে জানতে চান, পবিত্র গৃহের অধিবাসীদের মাঝে আহমদ এখনও এসেছে কিনা। 'আহমদ কে?' তালহা জিজ্ঞাসা করেন। মঠবাসী যাজক উত্তর দেন : "আবদ্ আল-মুত্তালিব-এর পুত্র আবদুল্লাহর পুত্র হলো আহমদ। এ মাসেই তিনি আসবেন এবং তিনিই সর্বশেষ নবী।" তালহা এই কথাগুলো উসমানকে বললেন। উসমানও তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। মক্কায় ফিরে আসার পর তালহা প্রস্তাব করেন যে, তাঁদের আবু বকরের কাছে যাওয়া উচিত। তাঁদের মনে যে লোকটি সম্পর্কে জানার

---

১. ইবন্ সা'দ, ৪-১, ৬৮।

২. ইবন্ সা'দ, ৩-১, ৩৭।

www.bjilibrary.com

আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে আবু বকর ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং তাঁরা আবু বকরের কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। আবু বকর তাঁদেরকে তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদের কাছে নিয়ে গেলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁরা যেন মঠবাসী যাজকের কথা এবং 'মরুভূমির কণ্ঠস্বর' এর বক্তব্য তাঁকে শোনাতে পারেন। এ কথা বলার পর তাঁরা ইসলামকে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণ করলেন।

ইসলাম গ্রহণের চতুর্থ ঘটনা যেভাবে ঘটে তা বেশ উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনাটি হলো, জুহরা গোত্রের সাথে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ আবদ্ আল্লাহ ইবন্ মাসূদের ইসলাম গ্রহণ। এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেন : 'এ সময় আমি যুবক ছিরাম। উকবা ইবন্ আবি মুয়ায়েত এর ভেড়ার পাল মাঠে চরাবার সময় একদিন দেখলাম মহানবী এবং আবু বকর ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করছেন। মহানবী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পান করার জন্য আমার কাছে দুধ আছে কিনা এবং সেই দুধ আমি তাঁদের দিতে পারি কিনা। আমি তাঁকে জানাই যে, ঐ ভেড়ার পাল আমার নয়, বরং তা আমার তত্ত্বাবধানে আছে। আমি তাঁদের দুধ পান করতে দিতে পারি না। মহানবী বললেন, 'তোমার পালে কি কোনো ভেড়ী আছে যাকে কোনো ভেড়া স্পর্শ করেনি?' আমি বললাম আছে এবং তাকে (ভেড়ীকে) মহানবীর কাছে এনে দিলাম। দড়ি দিয়ে ঐ ভেড়ীকে বেঁধে মহানবী তার বাঁট-এ হাত দিয়ে প্রার্থনা করলেন। বাঁট-এ দুধ উপচে পড়লো। আবু বকর এমন একটা গোলাকার পাথর খণ্ড নিয়ে আসলেন যার মধ্যে কাপ এর মতো গর্ত ছিলো। মহানবী ঐ পাথরে দুধ দোহন করলেন এবং আমরা সবাই ঐ দুধ পান করলাম। এরপর তিনি বাঁট-কে বললেন; 'শুকিয়ে যাও' এবং 'তা শুকিয়ে গেলো।'[১] কয়েক দিন পর আবদ্ আল্লাহ মহানবীর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। বেশি দিন গেলো না, তিনি মুহাম্মদের কাছ থেকে সত্তরটি[২] সূরা মুখস্থ করলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিলো অসাধারণ। অতি অল্প দিনের মধ্যে তিনি অতি উত্তম ও বিশ্বস্ত কুরআন পাঠকারী হিসেবে পরিগণিত হলেন।

এ সময় কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ থাকায় মহানবী কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। স্বর্গীয় বাণীর বিস্ময়কর প্রভাবে তাঁর মন ছিলো ভীতবিহ্বল। ঐ বাণীর প্রভাব যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিলো তা পরবর্তী সময়ে অবতীর্ণ একটা ওহী থেকে লক্ষ্য করা যায় : 'যদি আমরা এই কুরআন পাহাড়ের ওপর

---

১. ইবন্ সা'দ, ৩-১, ১০৭।

২. পবিত্র কুরআনে ছোট-বড় ১১৪টি সূরা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সূরার আয়াত হলো ২৮৫টি এবং ছোট সূরার আয়াত হলো ৩টি।

www.bjilibrary.com

অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।'১ যে আবেগে তিনি 'আমাকে ঢেকে দাও', 'আমাকে ঢেকে দাও' বলে চিৎকার করতেন, সেই অবস্থা তাঁর মাঝে মাঝে হতো। একদিন রাতে তিনি যখন কাপড়ে আবৃত অবস্থায় শুয়ে ছিলেন তখন এক স্বর্গীয় নির্দেশ তাঁর নির্জনতা ভঙ্গ করে দেয়। এই নির্দেশ ছিলো পূর্বে প্রাপ্ত যে কোনো ওহী অপেক্ষা কঠোর ও অতি জরুরি। এই নির্দেশে শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করার কথা বলা হয় : "হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, আপন পোশাক পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। ..... যেদিন শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে; সেদিন হবে কঠিন দিন, কাফেরদের জন্যে এটা সহজ নয়।"২ এই ঘটনার পর পরই আর এক রাতে তিনি আরও একটা নির্দেশ পেয়ে জেগে ওঠেন। ঐ নির্দেশে ছিলো তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে প্রার্থিত ইবাদতের গভীরতা সম্পর্কে। ঐ নির্দেশে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের বিরাট বোঝা সম্পর্কে তাঁর যে আশংকা ছিলো তা অনুমোদন করা হলো। "হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে, অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা তদপেক্ষা বেশি এবং কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।"৩ ঐ সূরায় আরও নির্দেশ ছিলো : "আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নাই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।"৪ এ সময় আরো ওহী আসে। তবে এসব ওহীর ভাষা অত্যন্ত স্নিগ্ধকর। মহানবীকে যে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, এসব ওহীর মাধ্যমে তাকে আরও দৃঢ় করা হয়। ওহীর সময় তিনি সাধারণত জিবরাইলকে স্বচক্ষে দেখতেন। একবার ফেরেশতা তাঁকে বললেন : "আল্লাহর কাছ থেকে খাদীজাকে শান্তির সুসংবাদ দিন।" তিনি তাঁকে বললেন : "ও খাদীজা, এখানে জিবরাইল আছেন। তিনি তোমাকে তোমার আল্লাহর তরফ থেকে শান্তির বার্তা জানিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।" কি ভাষায় কথা বলবেন খাদীজা তা ঠিক করতে পারছিলেন না। উত্তরে

---

১. কুরআন ৫৯ : ২১। প্রথম থেকে আকস্মিকভাবে তৃতীয় বচন 'আমরা' এ পরিবর্তন। এ রকম ঘটনা কুরআনে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

২. কুরআন, ৭৪ : ১-১০।

৩. কুরআন, ৭৩ : ১-৫।

৪. কুরআন, ৭৩ : ৮-৯।

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন : "আল্লাহ শান্তিময় এবং তাঁর কাছ থেকে শান্তি এসেছে। জিবরাইলের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক।"১

নতুন ধর্মের প্রথম অনুসারীগণ মহানবীর কাছে প্রেরিত নির্দেশগুলো তাঁদের জন্যেও প্রযোজ্য বলে মনে করেন এবং তাঁরা মহানবীর মতোই দীর্ঘ সময় ধরে জেগে রাতে ইবাদত করতেন। নামাজের সময় তাঁরা শুধু অজুর ব্যাপারেই সতর্ক থাকতেন না, তাঁদের জামা-কাপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারেও তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা তা মুখস্থ করতেন এবং এ সব সূরা ইবাদতের সময় তেলাওয়াত করতেন। এ সময় অসংখ্য ওহী অবতীর্ণ হয়। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মহানবী তাঁর সঙ্গীদের কাছে তা বলতেন। ঐ ওহী তখন একজনের কাছ থেকে অন্য জনের কাছে চলে যেতো – তাঁরা এসব মুখস্থ করতেন এবং আবৃত্তি করতেন। দীর্ঘ এবং দ্রুত ক্রমবর্ধমান এসব ওহীতে পার্থিব সব বিষয়ের ক্ষণস্থায়িত্ব, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে নিশ্চয়তা এবং স্বর্গ বা নরক সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। কিন্তু সব কিছুর উর্ধ্বে এসব ওহীতে ব্যক্ত হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর অবিভাজ্য একত্বের কথা – বলা হয়েছে তাঁর সত্যতা, প্রজ্ঞা, দয়া, অনুকম্পা, বদান্যতা ও কর্তৃত্বের কথা। এসব বক্তব্যকে ক্রমাগতভাবে প্রশংসিত করে তাঁর নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, বলা হয়েছে প্রকৃতির বিস্ময়কর বিষয় এবং প্রকৃতির স্রষ্টার একত্বতা। বিবিধত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একত্ব এবং এটাই হলো ঐক্যতান। মানুষের গভীর চিন্তার বিষয় হিসেবে এই ঐক্যতানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

শত্রুভাবাপন্ন বিধর্মীরা উপস্থিত না থাকলে বিশ্বাসীরা পরস্পরকে অভিবাদন করতো 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' বলে। এর উত্তর আসতো 'আপনাদের ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক'। এই অভিবাদন বেহেশতের লোকদের বলে জিবরাইল মহানবীকে জানান। প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন অভিভাবক ফেরেশতা থাকেন বলে অভিবাদনের সময় বহুবচন ব্যবহার করা হয়। উৎসর্গীকরণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন সম্পর্কিত অবতীর্ণ আয়াতগুলো তাঁদের জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পবিত্র কুরআনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হলো এই কথা বলা যে, ইহকাল ও পরকালের

---

১. আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হাম্বল, ১৫৬।

www.bjilibrary.com

মালিক আল্লাহর প্রশংসা এবং উৎসর্গীকরণের সময় এই কথা বলা যে, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। পবিত্র কুরআনে প্রতিটি সূরার১ প্রথমেই রয়েছে এই আয়াত। মহানবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁরা কুরআন পাঠ করার পূর্বে এই আয়াত পাঠ করতেন। প্রতিটি অনুষ্ঠান বা কাজ শুরু করার পূর্বেও তাঁরা এই আয়াত পাঠ করতেন। নতুন এই ধর্ম ভক্তিহীন কোনো কিছুকেই সমর্থন করে না।

১. একমাত্র ৯ নম্বর সূরার প্রথমে আল্লাহর দয়াশীলতার কথা উল্লেখ নেই।

www.bjilibrary.com

‘পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করুন’

ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য আহ্বান তখনো জানানো হয়নি। ক্রমবর্ধমান ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাসী ও গভীরভাবে আগ্রহী ইবাদতকারীদের দলে যুবকদের সংখ্যাই বেশি ছিলো। এদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই ছিলো। পূর্বে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছাড়া এদের মধ্যে ছিলো মহানবীর চাচাত ভাই জাফর এবং জুবায়ের; এরপর আসে তাঁর এবং তাঁদের (জাফর ও জুবায়ের) চাচাত ভাইয়েরা – তাঁদের চাচী উমাইমার ছেলে আবদুল্লাহ ইবন্ জাহাস এবং তাঁর ভাই উবাইদুল্লাহ এবং অন্য চাচী বারাহ-এর পুত্র আবু সালামা। মায়ের দিক থেকেও তাঁর দু'জন মামাত ভাই এই দলে যোগ দেয়। এরা হলো জুহরা গোত্রের আবু ওয়াককাসের পুত্র সা'দ এবং উমায়ের। কিন্তু মহানবীর চার চাচার মধ্যে কেউই তাঁকে অনুসরণ করার আগ্রহ দেখাননি। আবু তালিব তাঁর দুই পুত্র জাফর ও আলীর ইসলাম গ্রহণে আপত্তি করেননি। কিন্তু তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেন যে, তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করার পক্ষাপাতী নন। আব্বাস ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ছলনা করে এড়িয়ে যান এবং হামজার উদ্দেশ্য বোধগম্য ছিলো না; কিন্তু তাঁরা তাঁকে তাদের ব্যক্তিগত স্নেহ-ভালোবাসার নিশ্চয়তা দেন। আবু লাহাব খোলাখুলিভাবে তার মত প্রকাশ করে বলে যে, তার ভাইপো প্রতারক না হলেও আত্ম-প্রতারক।

“আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন”১ – এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী আলীকে ডেকে বলেন : ‘আল্লাহ আমাকে আমার পরিবারের সদস্য ও নিকট-আত্মীয়দের সতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ পালন করা আমার ক্ষমতার বাইরে। এক কাপ দুধ ও ছাগলের রানসহ খাবার প্রস্তুত করো এবং বনি আবদ্ আল-মুত্তালিব এর সদস্যদের একত্রিত করো। ফলে, আমার কাছে যে নির্দেশ এসেছে তা আমি তাদেরকে বলতে পারবো।’ আলীকে যা বলা হয়েছিলো তাই তিনি করলেন

---

১. কুরআন, ২৬ : ২১৪।

www.bjilibrary.com

– কমও নয়, বেশিও নয়। হাশিম গোত্রের সবাই, প্রায় চল্লিশ জন, ঐ ভোজ সভায় এলেন। আলী বলেন : "তারা জমায়েত হলে মহানবী আমাকে খাবার আনতে বললেন, যা আমি আগেই প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। তিনি এক টুকরা গোশত হাতে নিয়ে মুখে দিলেন এবং পুনরায় তা পাত্রে রেখে বললেন : 'আল্লাহর নামে খাবার গ্রহণ করুন।' একের পর এক সবাই খাদ্য গ্রহণ করলেন, অনেকে একসাথে খেলেন এবং সবাই পেট ভরে খেলেন। আমি সবাইকে খেতে দেখলাম কিন্তু খাদ্যের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। অথচ, আমার জীবনের কসম, আমি যে খাবার প্রস্তুত করেছিলাম তা ইচ্ছে করলে একজনেই খেয়ে ফেলতে পারতো। অতঃপর মহানবী বললেন : 'তাঁদেরকে দুধ দাও।' এবং আমি তাদের সামনে দুধের কাপ এনে দিলাম। প্রত্যেকেই তৃপ্তির সাথে দুধ পান করলেন, যদিও একজন তা সব পান করতে পারতো। কিন্তু মহানবী যখন তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইলেন, আবু লাহাব তখন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললো : 'তোমাদের আমন্ত্রণকারী তোমাদের উপর জাদু করেছে।' এ কথার পর সবাই চলে গেলো। মহানবী কিছু বলতে পারলেন না।

পরদিন মহানবী পূর্বের দিনের মতো একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আলীকে বললেন। ফলে একই ধরনের খাবার প্রস্তুত করা হলো এবং পূর্বের দিনের মতো সব কিছু ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু একটা ব্যাপারে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেলো। মহানবী অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হলেন। তিনি বললেন : 'হে আবদ্ আল-মুত্তালিবের সন্তানেরা, আমার চেয়ে মহৎ কোনো বাণী নিয়ে আরবের কোনো লোক তার লোকদের কাছে এসেছে কিনা আমার জানা নেই। আমি ইহজগত ও পরজগতের সবচেয়ে উত্তম বিষয় আপনাদের জন্য এনেছি। আপনাদেরকে আল্লাহর পথে আসার আহ্বান জানাবার জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আপনাদের মাঝে কে কে আছেন যাঁরা আমার কাজে সাহায্য করবেন, আমার ভাই হবেন, আমার কাজের নির্বাহক হবেন এবং আমার উত্তরাধিকারী হবেন?" উপস্থিত লোকেরা নীরব রইলো। জাফর ও জায়দ কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা চুপ করে রইলেন এই ভেবে যে, তাঁদের ইসলাম গ্রহণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি এবং ঐ জমায়েতের উদ্দেশ্য তাঁদের নয়, অন্যের কাছে ইসলাম প্রচার। নীরবতা ভঙ্গ না হওয়ায় তেরো বছরের আলী কিছু বলতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন: "ও আল্লাহর নবী, আমি আপনার কাজে সাহায্য করবো।" মহানবী তাঁর একটি হাত আলীর ঘাড়ে রেখে বললেন : "এ আমার ভাই, আমার কাজের

www.bjilibrary.com

নির্বাহক এবং আপনাদের মধ্যে আমার উত্তরাধিকারী। তাঁর কথা আপনারা শুনবেন এবং তাঁর কথা মান্য করবেন।" উপস্থিত লোকগুলো উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা হাসলেন এবং আবু তালিবকে বললেন : "সে তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছে তোমার ছেলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার এবং তার কথা মেনে চলার।"১

মহানবীর চাচীগণের মধ্যে তাঁকে অনুসরণের ব্যাপারে একমাত্র সাফিয়ার কোনো আপত্তি ছিলো না, কারণ তাঁর পুত্র জুবায়ের ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর পাঁচ বোন এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। আরওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো কিছুটা নমনীয় : "আমার বোনেরা কি করে তা দেখার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।" অপরপক্ষে তাঁর ইতস্ততকারী চাচী আব্বাসের স্ত্রী উম্মে আল-ফজল প্রথম মহিলা যিনি খাদীজার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর তিন বোনকে অনতিবিলম্বে মহানবীর কাছে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে মায়মূনা ছিলেন তাঁর আপন বোন এবং সালমা ও আসমা ছিলেন সৎ বোন। উম্মে আল-ফজলের গৃহে জাফর লালিত পালিত হন, সেখানেই তিনি আসমার সাথে পরিচিত হন এবং তিনি তাঁকে সম্প্রতি বিয়ে করেন। হামজা বিয়ে করেন আসমার বোন সালমাকে। ইসলাম গ্রহণের আহ্বানে আর একজন মহিলা প্রথম সাড়া দেন। তিনি হলেন উম্মে আইমান। উম্মে আইমান সম্বন্ধে মহানবী বলেন : "কেউ যদি বেহেশতের কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে চায় সে যেন উম্মে আইমানকে বিয়ে করে।"২

এ কথা জায়দ শুনতে পান এবং এ কথা নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। উম্মে আইমান ছিলেন জায়দের চেয়ে বয়সে বড়। কিন্তু এজন্য নিরুৎসাহিত না হয়ে তিনি তাঁর মনের কথা মহানবীকে বলেন। এই বিয়েতে উম্মে আইমানকে রাজি করানোর ব্যাপারে মহানবীর কোনো অসুবিধা ছিলো না। জায়দের ঔরসে উম্মে আইমান একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তাঁরা এর নাম রাখেন উসামা। মহানবীর পৌত্র হিসেবে তিনি লালিত-পালিত হন; মহানবী তাঁকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন।

---

১. তাবারী, ১১৭১।

২. ইবন্ সা'দ – ৮ম খণ্ড, ১৬২।

www.bjilibrary.com

কুরাইশদের ব্যবস্থা গ্রহণ

ইসলাম প্রচারের এই প্রাথমিক পর্যায়ে মহানবীর সাহাবিগণ প্রায়ই দল বেঁধে মক্কার বাইরে সংকীর্ণ উপত্যকায় যেতেন এবং সবার দৃষ্টির আড়ালে একসাথে আনুষ্ঠানিক ইবাদত করতেন। কিন্তু একদিন কয়েকজন মূর্তিপূজক ঐ পথ দিয়ে আসার সময় তাঁদেরকে ইবাদতরত অবস্থায় দেখে ফেলে। তারা তাঁদের ইবাদতে প্রবলভাবে বাধা দেয় ও তাঁদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। অবশেষে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। জুহরা গোত্রের সা'দ নামক এক ব্যক্তি উটের চোয়ালের একটা হাড় দিয়ে একজন অবিশ্বাসীকে আঘাত করে। ফলে সে আহত হয়। ইসলামে এটাই প্রথম রক্তপাতের ঘটনা। এরপর থেকে ইসলামের অনুসারীগণ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কাউকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, অবতীর্ণ ওহীতে ক্রমাগতভাবে মহানবীকে ধৈর্য ধারণের কথা বলা হয় এবং এই কথা তাঁর সাহাবিদের উপরও প্রযোজ্য ছিলো। "কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।"১

আক্রমণের এই ঘটনা উভয় পক্ষের জন্য একটা ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ছিলো। নতুন ধর্মকে মহানবী প্রকাশ্যে ঘোষণা করার পর সামগ্রিকভাবে কুরাইশরা তা গ্রহণ করে। কিন্তু যখন তারা দেখল যে, এই ধর্ম তাদের খোদা, আদর্শ ও তাদের অনুসৃত প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে তখন তারা সচকিত হলো। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একযোগে আবু তালিবের কাছে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে যে, তিনি যেন তাঁর ভাইপোর কাজকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি তাদেরকে আপোশমূলক কথা বলে বিদায় দেন। কিন্তু তারা যখন দেখল যে আবু তালিব কিছু করেননি, তখন তারা পুনরায় তাঁর কাছে এসে বলে : "ও আবু তালিব, আমাদের মধ্যে আপনার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে। আমরা আপনাকে আপনার ভাই-এর ছেলের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছিলাম। কিন্তু আপনি তা

---

১. কুরআন, ৭৩ : ১০।

www.bjilibrary.com

করেননি। খোদার কসম, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের অপমানিত হতে দেবো না, আমাদের রীতি-নীতিকে বিদ্রুপ করতে দেবো না এবং আমাদের খোদার বিরুদ্ধে কুৎসা করতে দেবো না। আপনি হয় তাকে নিবৃত্ত করুন, আর না হয় আমরা আপনাদের দু'জনের বিরুদ্ধেই লড়বো।" এ কথা বলে তারা চলে গেলো। আবু তালিব অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর ভাইপোকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁর কাছে কুরাইশ প্রতিনিধিদের হুমকির কথা উত্থাপন করে বললেন : "ও আমার ভাই-এর ছেলে, আমাকে বাঁচাও এবং তুমি নিজেও বাঁচো। আমি যা বহন করতে পারবো না এমন ভার আমার ওপর অর্পণ করো না।"

এ কথার উত্তরে মহানবী বললেন : "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তারা যদি আমার কার্যধারা পরিত্যাগ করার শর্তে আমার ডান হাতে সুর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, তাহলেও আল্লাহ আমাকে বিজয়ী না করা পর্যন্ত বা ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার কার্যধারা পরিত্যাগ করবো না।"১ এ কথা বলার পর অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি দাঁড়ালেন এবং ফিরে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিলেন। তাঁর চাচা তাঁকে ডেকে বললেন : "আমার ভাই-এর ছেলে, তুমি যাও এবং তোমার ইচ্ছে মতো কাজ করো। আল্লাহর কসম, যে কোনো কারণেই হোক না কেন আমি তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করবো না।"

কুরাইশরা দেখলো যে, আবু তালিবের সাথে তাদের কথায় কোনো কাজ হলো না, তবু তারা তাঁর ভাইয়ের ছেলেকে সরাসরি আক্রমণ করতে ইতস্তত করলো। কারণ গোত্র প্রধান হিসেবে আবু তালিব অলংঘনীয় আশ্রয় দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। মক্কার সব গোত্র প্রধানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এটা দেখার বিষয় ছিলো যে, গোত্র প্রধানদের অধিকারকে যেন সম্মান করা হয়। ফলে সেই মুহূর্তে তারা নতুন ধর্মের অনুসারীদের ওপর ব্যাপক অত্যাচারের জন্য সংঘবদ্ধ হলো। কারণ, নতুন ধর্মের অনুসারীদের আশ্রয় দেওয়ার মতো কেউ ছিলো না।

ইতিমধ্যে তারা তাদের উদ্বেগের বিষয়ে একটা সাধারণ নীতি গ্রহণের জন্য আলোচনায় মিলিত হলো। পরিস্থিতি ছিলো অত্যন্ত আশংকাজনক। হজ্জের সময় আর বেশি দেরি নেই এবং আরবের সব এলাকা থেকে আরববাসীরা মক্কায় এসে জমায়েত হবে। আতিথেয়তার জন্য কুরাইশদের সুনাম আছে। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের ব্যাপারে তারা যেমন উদার,

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১৬৮।

www.bjilibrary.com

তেমনি তারা প্রত্যেক মানুষকে এবং তার আরাধ্য মূর্তিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু এ বছর তীর্থযাত্রীরা শুনবে যে মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা তাদের মূর্তিগুলোকে অপমানিত করছে। পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে এবার তাদেরকে নতুন ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানানো হবে। এই ধর্মে তাদের জন্য বেশ কিছু অসুবিধা আছে বলে প্রতীয়মান হয়। এসব কারণে অনেকে পুনরায় আর মক্কায় আসবে না। এটা যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ক্ষতিকর তেমনি কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধায়কদের জন্য মানহানিকর। সবচেয়ে খারাপ যে ঘটনা ঘটতে পারে তা হলো, আরববাসীরা একত্রিত হয়ে তাদেরকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কোনো একক বা সম্মিলিত গোষ্ঠী তাদের স্থলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে – যেমনভাবে তারা পূর্বে খুজা'আ গোত্রের সহায়তায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলো এবং জুরহুম গোত্রের সহায়তায় খুজা'আ গোত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। সুতরাং আগত আরবদের কাছে একথা বলা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মদ এখন আর কুরাইশদের প্রতিনিধিত্ব করে না। তাঁর নবীত্বের দাবি অস্বীকার করা সহজ হলেও তা হবে শুধুমাত্র একটা মতামত প্রকাশ করার সমান। এর মাধ্যমে তাঁর দাবি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য অন্যকে কেবলমাত্র আহ্বানই জানানো হবে। চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তারাই। সুতরাং শুধু এ কথা বললে চলবে না, এর সাথে আরও কিছু বলতে হবে এবং এখানেই ছিলো তাদের দুর্বলতা – কেউ তাঁকে গণক বলে, কেউ বলে তাঁকে ভূতে পেয়েছে, কেউ বলে জাদুকর। তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের মধ্যে কোনটি অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তারা সেই সময়কার ঐ গোত্রের সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি মুগিরার পুত্র ওয়ালিদের সাথে আলোচনা করলো। উত্থাপিত অভিযোগের সব ক'টিই ওয়ালিদ বাতিল করে দিলো। কিন্তু দ্বিতীয়বারের চিন্তায় ওয়ালিদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি (মুহাম্মদ) কোনোক্রমেই একজন জাদুকর নন। কিন্তু জাদুকরের সাথে তাঁর একটি বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। কোনো ব্যক্তিকে তার পিতা, ভাই, স্ত্রী বা সামগ্রিকভাবে তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পৃথক করার ক্ষমতা তাঁর আছে। এই দিক বিবেচনা করে সে সবাইকে একমত হওয়ার পরামর্শ দিলো যে, তারা যেন মুহাম্মদকে একজন 'বিপজ্জনক জাদুকর' হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং সেই কারণে সবার উচিত যে কোনোভাবে তাঁকে এড়িয়ে চলা। তার এই পরামর্শ তারা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, শহরের বাইরে মক্কায় আসার সব রাস্তায় তারা লোক মোতায়েন করবে। এসব মোতায়েনকৃত লোক মক্কায় আগত লোকদের

www.bjilibrary.com

পূর্বাহ্নেই মুহাম্মদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে। তাদের নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানে যে, মানুষের মন জয় করার ক্ষমতা মুহাম্মদের কতটা। নতুন ধর্ম প্রচারের আগে মুহাম্মদ কি মক্কায় সবার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার পাত্র ছিলেন না? তাঁর ছিলো আকর্ষণীয় বাগ্মিতা, তাঁর উপস্থিতি ছিলো যেমন মর্যাদাপূর্ণ তেমনি তা গ্রহণযোগ্য।

অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পরিকল্পনা মোতাবেক তারা তাদের কাজ পূর্ণভাবে পালন করলো। কিন্তু প্রথমেই তারা বিশেষ একটা ঘটনায় পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। বনি গিফার গোত্রের আবু জর – তাঁর গোত্র বাস করতো মক্কার উত্তর-পশ্চিমে। এলাকাটি লোহিত সাগর থেকে খুব দূরে ছিলো না। আবু জর এই নবীর কথা শুনেছিলেন। তিনি একথাও শুনেছিলেন যে, লোকে তাঁর বিরোধিতা করছে। স্বীয় গোত্রের অনেকের মতো তিনি ছিলেন একজন রাহাজান দস্যু; কিন্তু অন্যের সাথে তাঁর পার্থক্য ছিলো এই যে, তিনি আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস করতেন এবং মূর্তির প্রতি সম্মান দেখাতে তিনি অস্বীকার করতেন। তাঁর ভাই উনায়স কোনো এক কাজে মক্কায় যান এবং মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি আবু জরকে বলেন যে, কুরাইশদের মধ্যে একজন লোক নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন এবং তিনি বলেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ফলে, তাঁর লোকেরা তাঁকে নিজেদের লোক বলে অস্বীকার করছে। আবু জর তৎক্ষণাৎ মক্কার পথে যাত্রা করেন এ কথা নিশ্চিতভাবে মনে করে যে, ঐ স্থানে সত্যিকার নবী আবির্ভূত হয়েছেন। মক্কায় যাওয়ার রাস্তায় উপস্থিত হলে নিয়োজিত কুরাইশরা তাঁকে এমন সব কথা বলে দিলো যা তিনি জানতে আগ্রহী ছিলেন না। তাদের কাছে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ তিনি পেলেন না। মহানবীর বাসগৃহ খুঁজে পেতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হলো না। মহানবী তখন তাঁর ঘরের আঙিনায় একটা বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন, পোশাকের একটা অংশ দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ঢাকা ছিলো। আবু জর তাঁকে ঘুম থেকে জাগালেন এবং তাঁকে সুপ্রভাত জানালেন। মহানবী বললেন : "তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" বেদুইন লোকটি বললেন : "আপনার কথা আমাকে বলুন।" মহানবী বললেন : "আমি কবি নই, আমি যা উচ্চারণ করি তা-ই কুরআন, আর আমি যে কথা বলি তা আমি বলি না, আল্লাহই বলেন।" আবু জর বললেন : 'আমার জন্য কিছু পড়ুন।" মহানবী একটা সূরা পড়ার পর আবু জর বললেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।" মহানবী বললেন : "তুমি কোন জনগোষ্ঠীর লোক?" আবু জর উত্তর দিলে মহানবী তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অবাক

www.bjilibrary.com

বিস্ময়ে অবলোকন করলেন। তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান।"১

এ কথা সুবিদিত ছিলো যে, বনি গিফার গোত্রের লোকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো ডাকাত। মহানবী তাঁকে ইসলামের নির্দেশ পালনের কথা বলেন এবং অতঃপর তাঁকে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। সেই মোতাবেক তিনি বনি গিফার জনগোষ্ঠীর কাছে ফিরে যান। ঐ জনগোষ্ঠীর বহু লোক তাঁর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে তিনি একজন রাহাজান দস্যু হিসেবে বড় বড় রাস্তায় বিশেষ করে কুরাইশ বণিক দলের কাছে ইসলাম গ্রহেণর আহ্বান জানাতে থাকেন। বণিক দলের মালামাল লুট করার পর তিনি তাদেরকে আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদের নবীত্ব স্বীকার করার শর্তে তাদের মাল ফেরৎ দেওয়ার কথা বলতেন।

মহানবীর সাথে অপর এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের উপজাত ফল হিসেবে দাউস গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। গিফার গোত্রের মতো দাউস গোত্রের লোকেরাও মক্কার পশ্চিমাংশে বাস করতো। দাউস গোত্রের লোক তোফায়েল পরে বলেন যে, মক্কায় উপস্থিত হওয়ার পর জাদুকর মুহাম্মদের সাথে কথা না বলার বা তাঁর কথা না শোনার জন্য তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। মুহাম্মদের সাথে কথা বললে বা তাঁর কথা শুনলে তাকে তার লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে বলে তাকে শাসিয়ে দেওয়া হয়। তোফায়েল ছিলেন একজন কবি এবং স্বীয় গোত্রে তাঁর বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ছিলো। কুরাইশরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েই ক্ষান্ত ছিলো না, তাঁকে ঐ সতর্কবাণী অনুসরণের ব্যাপারেও তারা ছিলো তৎপর। তাঁকে জাদু করানোর ব্যাপারে এতটাই ভীত হয়ে পড়েন যে, মসজিদে প্রবেশের আগে তিনি তাঁর দুই কানে তুলো দিয়ে রাখেন। মহানবী তখন ঐ মসজিদে ছিলেন; তিনি তাঁর রীতি মোতাবেক জেরুসালেমের দিকে মুখ করে ইয়েমেনী কর্ণার ও কালো পাথরের মাঝে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। স্থানটি ছিলো কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব দেওয়ালের পাশে, যেখানটায় তোফায়েল দাঁড়িয়ে ছিলেন ঠিক তার সামেন। তিনি কুরআন থেকে পাঠ করছিলেন খুব আস্তে আস্তে। তবু কুরআনের কিছু কিছু কথা তোফায়েলের কানে প্রবেশ করলো। তিনি মনে মনে বললেন : "আল্লাহর ইচ্ছা এই যে, তিনি যা পাঠ করলেন তা যেন আমি শুনি। আমি শুনলাম সুন্দর কথা। আমি

১. ইবন্ সাদ, ৪-১৬৪।

www.bjilibrary.com

নিজেকে বললাম, আমি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, আমি একজন কবি এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। সুতরাং ঐ লোকটি যা পাঠ করছে তা আমি শুনবো না কেন? তা যদি সত্য হয় আমি গ্রহণ করবো, আর যদি মিথ্যা হয় প্রত্যাখ্যান করবো। মহানবী স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম এবং পরে তাঁকে আমি অনুসরণ করলাম। তিনি তাঁর গৃহে প্রবেশ করলে আমিও তাঁর গৃহে প্রবেশ করলাম। আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললাম : 'হে মুহাম্মদ! আপনার লোকেরা আমাকে একথা সেকথা বলে এবং তারা আপনার সম্পর্কে আমাকে এমনভাবে ভয় পাইয়ে দেয় যে আমি আমার দুই কানে তুলা দিয়ে বন্ধ করে রাখি, যেন আপনার কথা শুনতে না পাই। সুতরাং আপনি যে সত্য প্রচার করছেন তা আমাকে বলুন'।"

মহানবী তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করলেন। তোফায়েল ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাঁর নিজ লোকদের কাছে ফিরে গেলেন এই সংকল্প নিয়ে যে, তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণ করাবেন। তাঁর পিতা ও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেন কিন্তু অন্যরা তাঁর কথা শুনলো না। তিনি হতাশ ও প্রবল ক্রোধ নিয়ে মক্কায় ফিরলেন এবং মহানবীর কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন তাদেরকে অভিশাপ দেন। কিন্তু এর পরিবর্তে মহানবী তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন তারা যেন সঠিক পথ লাভ করে এবং তোফায়েলকে বললেন : "আপনি নিজের লোকদের কাছে ফিরে যান, তাদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করুন।"১ তোফায়েল এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। ক্রমে অধিক সংখ্যক পরিবারের সদস্যরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্বে তোফায়েল তাঁর শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অন্য তীর্থযাত্রীরাও তাঁর অনুসারীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইসলামের শত্রু ও মহানবীর অনুসারীদের বক্তব্য ছিলো ভিন্ন রকম। প্রত্যেকে ইসলাম সম্পর্কে তাদের স্বভাবজাত উপলব্ধি থেকে উৎসারিত বক্তব্য প্রকাশ করে। এর ফলে এই নতুন ধর্মের ভালো বা মন্দ দিক সম্পর্কে সারা আরবে প্রচারিত হতে থাকে। কিন্তু ইয়াছরিবের মরুদ্যানে এ সম্পর্কে যতটা আলোচিত হয়, তা আর অন্য কোথাও হয়নি।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ২৫২-৪।

www.bjilibrary.com

আউস এবং খাযরাজ

আউস এবং খাযরাজ গোত্রের সাথে কয়েকটি ইহুদী গোত্রের মৈত্রী বন্ধন ছিলো। এসব ইহুদী গোত্র ইয়াছরিবের পাশেই বাস করতো। কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কে চিড় ধরতো এবং এই সম্পর্ক তখন হয়ে উঠতো অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্ণ। একত্ববাদী ইহুদীরা আল্লাহর পছন্দনীয় লোক বলে সচেতন ছিলো। তাদের সম্পর্কের অবনতির কারণ এটাই ছিলো না। তারা বহুত্ববাদী আরবদের ঘৃণা করতো। কিন্তু আরবদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তারা তাদের সমীহ করতো। সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেলে এবং হতাশার কারণে ইহুদীরা বলতো বলে শোনা যায় : "একজন নবী আসার সময় আগত, তাঁর সাথে আমরা তোমাদেরও হত্যা করবো, যেমন করে হত্যা করা হয়েছিলো 'আদ ও ইরাম'কে।"১

ইহুদী পুরোহিত ও গণকদের যখন জিজ্ঞাসা করা হতো কখন সেই নবী আসবে, তখন তারা ইয়েমেনের দিকে দিক নির্দেশ করতো। তাদের কাছে ইয়েমেন ছিলো মক্কার দিক-নির্দেশক। ফলে ইয়াছরিবের আরবরা যখন শুনতে পায় যে, মক্কায় একজন নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন তখন তারা নতুন কিছু শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে; ঐ নবীর বাণী সম্পর্কে যখন তাদের বলা হয় তখন তারা আরও বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। কারণ, অনেক প্রচলিত ধর্মের আদর্শ সম্পর্কে তারা আগে থেকেই অবহিত ছিলো। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সময় ইহুদীরা মাঝে মাঝে আল্লাহর একত্বের কথা বলতো, মানুষের শেষ পরিণতির কথা বলতো এবং এসব বিষয়ে তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতো। পুনরুত্থান দিবসের ধারণা গ্রহণ করতে বহুত্ববাদীদের বেশ কষ্ট হতো। বিষয়টা লক্ষ্য করে পুরোহিতরা দক্ষিণের দিকে তাকিয়ে বলতো যে, ঐ স্থানে একজন নবী আসার সময় হয়েছে এবং তিনি পুনরুত্থান দিবসের সত্যতা নিশ্চিত করবেন।

---

১. প্রাচীন আরব গোত্র। তাদের কাছে প্রেরিত নবীগণকে অমান্য করায় তাদেরকে আকস্মিকভাবে ধ্বংস করা হয়।

www.bjilibrary.com

মক্কায় একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন, এ সংবাদ পাওয়ার তাদের অধীর আগ্রহ অবশেষে নিবৃত্ত হলো পরোক্ষভাবে – একজন ইহুদীর কাছ থেকে। ইবন্ আল-হায়বান নামের ঐ ইহুদী সিরিয়া থেকে ইয়াছরিবে আসেন এবং একাধিকবার তিনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে মরুদ্যানকে খরার হাত থেকে রক্ষা করেন। মহানবী যখন প্রথম ওহী প্রাপ্ত হন, তখন এই সাধু ব্যক্তি মারা যান। আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা পরে বলে যে, ঐ ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত লোকদের বলেন : "হে ইহুদীরা, যে দেশে আমার রুটি ও মদের অভাব ছিলো না তা ত্যাগ করে আমি এই কষ্টপূর্ণ দেশে কেন এসেছিলাম? এ কথা তোমরা চিন্তা করো।" উপস্থিত লোকেরা উত্তর দিলো : "আপনিই ভালো জানেন।" তিনি উত্তরে বললেন : "আমি এদেশে এসেছিলাম একজন নবীর আগমন প্রতীক্ষায়, যাঁর আসার সময় হয়েছে। এদেশেই তিনি আগমন করবেন। আমার আশা ছিলো যে, তিনি আসলে আমি তাঁকে অনুসরণ করতাম। তোমাদের কাছে তাঁর আসার সময় নিকটবর্তী।"১ এ কথা অনেক ইহুদী যুবক তাদের অন্তরে গেঁথে রেখেছিলেন। এবং সত্য সত্যই যখন সময় এসে যায় তখন মহানবী ইহুদী না হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁকে গ্রহণ করে নেয়।

কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায়, আরবরা মহানবীকে গ্রহণ করলেও তারা তাঁর বাণীর বিপক্ষে ছিলো। আবার ইহুদীরা তাঁর বাণীকে সমর্থন করলেও তাঁর বিরুদ্ধে ছিলো। আর আল্লাহ তাঁর পছন্দনীয় একজন লোককে নবী করবেন না, তা-ই বা কি করে হয়? যাহোক, তীর্থযাত্রীরা যখন মহানবী সম্পর্কিত সংবাদ ইয়াছরিবে নিয়ে আসে তখন ইহুদীরা গভীর আগ্রহের সাথে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করতে থাকে। মরুদ্যানের আরবরা ইহুদীদের আগ্রহের গভীরতা দেখতে পায় এবং তারা লক্ষ্য করে যে, মহানবীর একত্ববাদী বাণীর প্রকৃতি সম্পর্কে ইহুদী পুরোহিতদের আগ্রহ দশ গুণ বেড়ে গেছে। ফলে তারা নিজেরাও মহানবীর আগমন সংবাদ পেয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

এসব ছাড়াও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা পুরোপুরি অবহিত ছিলো, যে লোকটি এখন নবী হওয়ার দাবি করছে তাঁর সাথে তাদের রক্তের সম্পর্ক আছে। তাঁর মায়ের সাথে এবং এরপর সিরিয়া যাওয়ার পথে তিনি একাধিকবার ইয়াছরিবে আসেন। আউস গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আবু কয়েস মক্কায় বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ওয়ারাকা ও খাদীজার চাচী।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১৩৬।

www.bjilibrary.com

আবু কয়েস প্রায়ই তাঁর স্ত্রীর পরিবারের সাথে থাকতেন এবং নতুন একজন নবী সম্পর্কে ওয়ারাকার মতকে সম্মান করতেন।

এসব বিষয় ছাড়াও তীর্থযাত্রী ও মক্কা থেকে আগত লোকদের কথায় ইয়াছরিবের লোকদের মনে পরিবর্তন সূচীত হয়। কিন্তু এ সময় তাদের মন কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে তাদের একটা অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর। আউস ও খাযরাজ গোত্রের দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা ঝগড়াকে কেন্দ্র করে রক্তারক্তি হওয়ার পর ঐ দুই গোত্রের সাথে ক্রমাগত আরও গোষ্ঠী জড়িয়ে পড়তে থাকে। এমনকি ইহুদীরাও দলভুক্ত হয়ে পড়ে। ঐ ঝগড়ার কারণে তিনটি যুদ্ধ হয়ে গেলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং প্রত্যেকের মনে প্রতিহিংসার স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য যুদ্ধের চেয়ে বড় ধরনের চতুর্থ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে আউস গোত্রের নেতারা খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সমর্থন লাভের আশায় মক্কায় একটা প্রতিনিধি দল পাঠাবার কথা চিন্তা করে।

এই প্রতিনিধি দলটি মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের কাছ থেকে যখন একটা উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলো তখন মহানবী তাদের কাছে যান। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তারা যে উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছে, তার চেয়ে তারা ভালো কিছু প্রাপ্তির আশা করে কিনা। ঐ ভালো কিছু কি তা তারা জিজ্ঞাসা করে। মহানবী তখন তাঁর 'মিশন'-এর কথা বলেন এবং তাঁকে যে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াতও তাদেরকে পড়ে শোনান। তিনি কুরআন পাঠ সমাপ্ত করলে মুয়াদ-এর পুত্র যুবক আয়াস বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : "হে আমার জনগণ, আল্লাহর কসম, তোমরা যে উদ্দেশ্যে এসেছো, তার চেয়ে এটা উত্তম!" কিন্তু প্রতিনিধি দলের নেতা হাতে একমুঠো মাটি নিয়ে তা ঐ যুবকের মুখে নিক্ষেপ করে বললেন : "তোমার কথা তোমার কাছে উত্তম হতে পারে। আমার জীবনের শপথ, আমরা অন্য কিছুর জন্য এখানে আসিনি।" আয়াস নীরব রইলেন এবং মহানবী স্থান ত্যাগ করলেন। কুরাইশরা প্রতিনিধি দলের সাহায্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলো এবং তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো। এ ঘটনার কিছুদিন পর আয়াস মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় যাঁরা তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বলেন যে, মৃত্যুর সময় আয়াস বার বার আল্লাহর একত্বের কথা ঘোষণা করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করেন। ইয়াছরিবে তাঁকে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

www.bjilibrary.com

আবু জহল এবং হামজা

মক্কায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে অবিশ্বাসীদের শত্রুতাও আনুপাতিক হারে বেড়ে যায়। একদিন কুরাইশ প্রধানদের কতিপয় ব্যক্তি হিজর-এ মিলিত হওয়ার পর তারা মহানবীর বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধের কথা প্রকাশ করতে থাকে। ঘটনাক্রমে মহানবীও ঐ সময় পবিত্র কা'বা গৃহের চত্বরে প্রবেশ করেন। কা'বার পূর্বকোণে গিয়ে তিনি কালো পাথর চুম্বন করেন এবং অতঃপর সাত বার কা'বা প্রদক্ষিণ শুরু করেন। হিজর অতিক্রম করার সময় কুরাইশ প্রধানরা মহানবীর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক অপবাদ উচ্চারণ করে। মহানবীর মুখমণ্ডল দেখে অনুমিত হয় যে, তিনি তাদের কথা শুনতে পেয়েছেন। দ্বিতীয় বার অতিক্রম করার সময় তিনি একই রকম অপবাদপূর্ণ কথা শুনতে পান। তৃতীয় বার প্রদক্ষিণ করার সময় একই ধরনের কথা শুনতে পেয়ে তিনি থামেন। তিনি বলেন : 'হে কুরাইশ, তোমরা কি আমার কথা শুনবে? যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে এসেছি!'১ এই কথাটি তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করেন যে সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ে। কেউ কোনো কথা বললো না বা উঠে দাঁড়ালো না। এ মধ্যে একজন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক নীরবতা ভঙ্গ করে অত্যন্ত শান্ত স্বরে বললো 'হে আবুল কাশিম, আপনি আপনার নিজের পথে চলুন। কারণ আপনি নির্বোধ বা বোকা নন।' কিন্তু তাদের নীরবতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। অনর্থক ভয়ে ভীত হওয়ার জন্য তারা একে অপরকে দোষারোপ করলো এবং তারা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, ভবিষ্যতে তারা এ ধরনের সাময়িক দুর্বলতার প্রতিবিধান করবে।

মাখজুম গোত্রের আমর ছিলো ইসলামের ঘোরতর শত্রুদের মধ্যে একজন এবং সে তার পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যে পরিচিত ছিলো আবুল হাকাম নামে। মুসলমানরা তাকে চিহ্নিত করে আবু জহল বা 'নির্বোধের

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১৮৩।

www.bjilibrary.com

পিতা' হিসেবে। সে ছিলো মুগিরার প্রপৌত্র এবং গোষ্ঠী প্রধান প্রবীণ ওয়ালিদের ভ্রাতুষ্পুত্র। আবু জহল নিশ্চিত ছিলো যে, সে তার চাচার উত্তরাধিকারী হবে। নিজের ধন-সম্পদ ও আড়ম্বরপূর্ণ আতিথেয়তার জন্য সে ইতিমধ্যে মক্কায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাছাড়া, বিরোধিতাকারীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে তার ক্ষিপ্রতা ছিলো এবং নির্দয় হিসেবে সবাই তাকে ভয় করতো। সাম্প্রতিক তীর্থযাত্রার সময় মক্কার পথে লোক নিয়োগ করার ব্যাপারে সে ছিলো একজন নিরলস কর্মী এবং মহানবীকে একজন 'বিপজ্জনক জাদুকর' হিসেবে ঘোষণা দিতে সে ছিলো সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। স্বীয় গোত্রের অসহায় বিশ্বাসীদের নিপীড়নের ব্যাপারে সে ছিলো অত্যন্ত সক্রিয়। অন্যান্য গোষ্ঠীকেও অনুরূপ আচরণে উদ্বুদ্ধ করতে সে ছিলো তৎপর। কিন্তু একদিন সে তার অজান্তে পরোক্ষভাবে নতুন এই ধর্মের জন্য বড় ধরনের সেবা প্রদান করে।

একদিন মহানবী মসজিদের বাইরে সাফা গেট-এর পাশে বসেছিলেন। এই গেটকে সাফা গেট বলা হতো এই কারণে যে, তীর্থযাত্রীরা এই গেট দিয়ে বেরিয়ে সাফা পাহাড়ে সাত বার প্রদক্ষিণ করার অনুষ্ঠান পালন করতো। এই গেটটা ছিলো সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী – প্রায় ৪৫০ গজ উত্তরে। সাফা পাহাড়ের পাদদেশে একখন্ড পাথর ছিলো – এই পাথরের কাছ থেকেই প্রাচীন প্রদক্ষিণ প্রথা শুরু করা হতো। মহানবী এই পবিত্র স্থানেই বসেছিলেন। মহানবীর পাশ দিয়ে আবু জহল অতিক্রম করছিলো। আবু জহল যে ভয় পায়নি তা মহানবীকে দেখাবার জন্য তার একটা সুযোগও এসে গেলো। মহানবীর সামনে দাঁড়িয়ে সে তাঁকে এমন ভাষায় গালিগালাজ করলো যা তার মুখে এলো। মহানবী শুধু তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো কথা বললেন না। আবু জহল তাঁকে এমনভাবে অপমান করলো যা তিনি চিন্তাও করতে পারেননি। হিজর-এ জমায়েত হওয়া কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে যাওয়ার জন্য আবু জহল মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করলো। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মহানবী বসা থেকে উঠলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

মহানবী স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই বিপরীত দিক থেকে হামজাকে আসতে দেখা গেলো। তিনি শিকার থেকে ফিরছিলেন, কাঁধে তাঁর ধনুক ঝোলানো। শিকার থেকে ফিরে পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বে পবিত্র ঘরকে সম্মান প্রদর্শন করা ছিলো তাঁর রীতি। তাঁকে আসতে দেখে সাফা গেটের নিকটবর্তী একটা গৃহ থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসে তাঁকে সম্বোধন করলেন। তিনি ছিলেন তায়ম গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন্ জুদান

www.bjilibrary.com

পরিবারের একজন স্বাধীন মহিলা। আবদুল্লাহ ইবন্ জুদান এখন মৃত। কুড়ি বছর পূর্বে এই লোকটিই ছিলেন হিলফুল ফুজুল-এর মতো সম্মানজনক চুক্তির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জুদান পরিবার ছিলো আবু বকরের চাচাতো ভাই-বোন সম্পর্কীয় এবং এই মহিলা ছিলেন মহানবীর কাছে খুবই পরিচিত। তিনি মহানবীর প্রচারিত ধর্মের সাথেও পরিচিত ছিলেন। আবু জহল মহানবীকে যে অপমানসূচক কথা বলেন তার প্রতিটি কথাই তিনি আড়ালে থেকে শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তিনি হামজাকে বলেন : 'আবু উমারা১, হিশাম-এর পুত্র আবুল হাকাম তোমার ভাইয়ের পুত্র মুহাম্মদকে কিভাবে অপমান করেছে তা যদি শুনতে! আবু জহল মুহাম্মদকে এখানে বসে থাকতে দেখে। সে তাঁকে অত্যন্ত ঘৃণার্হভাবে তিরস্কার ও অপমান করেছে। এরপর সে স্থান ত্যাগ করে।' তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে আবু জহল মসজিদের দিকে গেছে – 'মুহাম্মদ উত্তরে কোনো কথাই বলেন নাই।' হামজা ছিলেন খোলামেলা বন্ধুসদৃশ প্রকৃতির। কুরাইশদের মধ্যে তাঁর সামাজিক অবস্থান কারও চেয়ে কম ছিলো না। তিনি যখন রাগান্বিত হতেন তখন তিনি হতেন অপ্রতিরোধ্য এবং একগুঁয়ে। এ সময় তিনি মনে মনে এমনভাবে রাগান্বিত হলেন যা পূর্বে কখনও তিনি অনুভব করেননি। তাঁর ক্রোধ এমন পর্যায়ে উপনীত হলো যে তিনি প্রায় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি সরাসরি আবু জহলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আবু জহলের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর ধনুক উঁচু করলেন এবং নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে তা তীর ছোড়ার জন্য প্রস্তুত করলেন। তিনি বললেন : 'তুমি তাঁকে অপমান করেছো? আমি এখন তাঁর ধর্মের লোক। তিনি যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন তা এখন আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করছি। তুমি যদি পারো আমাকে আঘাতের পর আঘাত হানো।' আবু জহলের সাহসও কম ছিলো না। কিন্তু ঘটনার প্রেক্ষিতে তার মনে হলো, ঘটনাটির এখানেই পরিসমাপ্তি হওয়া উত্তম। ফলে উপস্থিত মাখজুম গোত্রের কেউ কেউ তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই সে হাতের ইশারায় তাদের বসে থাকতে বললো। সে বললো : 'আবু উমারাকে স্থির থাকতে দাও। কারণ আমি তার ভাই-এর পুত্রকে সত্য সত্যই খারাপভাবে অপমান করেছি।'

---

১. উমারা ছিলো হামজার কন্যা। আরবদের মধ্যে ভদ্রজনোচিত সম্বোধন ছিলো কোনো লোককে 'পিতা' (আবু) এবং কোনো মহিলাকে 'মাতা' (উম্) বলা।

www.bjilibrary.com

কুরাইশদের উত্থাপিত প্রস্তাব ও দাবি

সেদিন থেকে হামজা বিশ্বস্ততার সাথে ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করেন এবং মহানবীর সব আদেশ পালন করেন। হামজার ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের ওপর কোনো প্রভাব না পড়লেও তারা সরাসরি মহানবীকে হয়রানি করতে ইতস্তত করলো। কারণ তারা জানতো, হামজা মহানবীকে সমর্থন করবে। অপরদিকে, আকস্মিক এই ঘটনায় তারা বিশেষভাবে সচেতন হলো এবং পরিস্থিতির গভীরতা অনুধাবন করলো। আন্দোলন প্রতিহত ও সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা তারা বিশেষভাবে অনুভব করলো। কারণ তারা বুঝতে পারলো যে, এমন অবস্থা চলতে থাকলে আরবদের মাঝে তাদের যে সম্মান ও প্রতিপত্তি আছে তা আর থাকবে না। এই প্রেক্ষিতে তারা তাদের কর্মপদ্ধতির কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলো। এক সমাবেশে তারা আবদু সামস্ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উৎবা ইবন্ রাবি'য়ার একটা পরামর্শ গ্রহণ করলো। তিনি বললেন : 'আমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে কয়েকটা প্রস্তাব দিতে চাই। এসব প্রস্তাবের মধ্যে কিছু হয়তো তিনি গ্রহণ করতে পারেন। তিনি যেটা গ্রহণ করেন আমরা তা তাঁকে দেবো। শুধু শর্ত হলো, তিনি আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবেন।' এ আলোচনার সময় মুহাম্মদ কা'বার পাশে বসে ছিলেন বলে খবর পাওয়া গেলে উৎবা আলোচনা সভা ত্যাগ করে তৎক্ষণাৎ মসজিদের নিকট গেলেন। এ কাজে তিনি নিজের নাম প্রস্তাব করেছিলেন সম্ভবত এ কারণে যে, তিনি ছিলেন হাশিম-এর ভাই আবদু সামস্-এর প্রপৌত্র। মহান কুশাই-এর পুত্র আবদু মানাফ-এর দুই পুত্রের নামানুসারে দুই গোত্রের নামকরণ করা হলেও তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একই পূর্বপুরুষের কারণে তাদের মধ্যেকার বিভেদ অতি সহজে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। তদুপরি, উৎবা ছিলেন অন্যান্য কুরাইশদের তুলনায় কম আবেগপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অধিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

তিনি বললেন : 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি তোমার সম্ভ্রান্ত গোত্রের কথা জানো এবং তোমার বংশ তোমাকে সম্মানজনক আসনে আসীন

www.bjilibrary.com

করেছে। এখন তুমি তোমার লোকদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়েছো। তুমি তোমার সম্প্রদায়কে বিভক্ত করে ফেলেছো, তাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে তুমি অহেতুক বলে অভিহিত করেছো, তাদের খোদা ও ধর্ম সম্পর্কে তুমি অপমানজনক কথা বলেছো এবং তাদের পূর্বপুরুষদের তুমি বিধর্মী বলে আখ্যায়িত করেছো। সুতরাং আমি যা প্রস্তাব করি তা তুমি শোনো এবং দেখো এর মধ্যে কোনোটা তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় কিনা। তুমি যদি সম্পদ চাও তাহলে আমাদের সম্পদ থেকে আমরা তোমার সৌভাগ্য গড়ে দেবো, যাতে আমাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশি ধনী হতে পারো। তুমি যদি সম্মান চাও তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানাবো এবং তোমার সম্মতি ছাড়া আমরা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো না; তুমি যদি বাদশাহ হতে চাও আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানাবো। আর তোমার কাছে যে পরী আসে তা থেকে তুমি যদি মুক্ত হতে না পারো তাহলে আমরা তোমার জন্য একজন চিকিৎসককে ডেকে আনবো এবং সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমার চিকিৎসার অর্থ ব্যয় করবো।' কথা শেষ হওয়ার পর মুহাম্মদ বললেন : 'এখন, হে ওয়ালিদের পিতা, আমার কথা শুনুন।' উৎবা বললেন : 'হ্যাঁ শুনবো।' এরপর মহানবী সম্প্রতি অবতীর্ণ একটি ওহীর অংশবিশেষ তাঁকে পাঠ করে শোনালেন।

লোকটিকে জয় করার আশায় উৎবা কৌশল হিসেবে তাঁর কথা শোনার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কিন্তু কয়েকটি বাক্য শোনার পর তাঁর চিন্তাধারা পরিবর্তিত হলো বিস্ময়ে। পেছনে হাত রেখে তিনি তার ওপর ভর দিয়ে বসে পড়লেন; তাঁর কানে ভেসে আসতে লাগলো ভাষার মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য। যে বাক্যগুলো তাঁর কাছে পঠিত হলো তা ছিলো অবতীর্ণ ওহী, পৃথিবী ও সমগ্র আকাশ সৃষ্টির নিদর্শন।১ এরপর বর্ণিত হলো নবীগণের কথা এবং যে সব লোক তাঁদের প্রতিরোধ করেছিলো তাদের ধ্বংস ও দোজখে পতিত হওয়ার কথা। এরপর বলা হলো বিশ্বাসীদের কথা; ইহজগতে তাদের ফেরেশতা কর্তৃক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি এবং পরজগতে তাদের সব ইচ্ছা পূরণের সন্তুষ্টির কথা। মহানবী তাঁর পাঠ সমাপ্ত করলেন এই কথাগুলো বলে: 'তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সেজদা করো, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো।'২

---

১. পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াতকে 'নিদর্শন' বা অলৌকিক ঘটনা বলা হয়। সরাসরি অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এমন বলা হয়।

২. কুরআন, ৪১ : ৩৭।

www.bjilibrary.com

এরপর তিনি মাটিতে কপাল রেখে সেজদা করলেন। তিনি বললেন : 'আপনি শুনলেন, হে আবু ওয়ালিদ! আপনি যা শুনলেন তা এখন আপনার এবং শ্রুত বাণীর মধ্যেই রইলো।'

উৎবা যখন তাঁর সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলেন তখন তাঁর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করে তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো : 'আবু ওয়ালিদ, তোমার কি হয়েছে?' তিনি তাদের বললেন : 'আমি এমন কথা শুনেছি যা আগে কখনও শুনিনি। খোদার কসম, তা কবিতা নয়, তা জাদু বা ভবিষ্যদ্বাণীও নয়। হে কুরাইশ জনগণ, তোমরা আমার কথা শোন এবং আমি যা বলি তা করো। এই লোকটার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না, বরং তাঁকে তাঁর মতো চলতে দাও। খোদার কসম, আমি তাঁর কাছ থেকে যে কথা শুনেছি তা সবাই মহান নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করবে। আরবরা যদি তাঁকে পরাজিত করে তাহলে তোমরা তাঁর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবে অন্যের দ্বারা; আর তিনি যদি আরবদের জয় করেন তাহলে তাঁর সার্বভৌমত্ব হবে তোমাদের সার্বভৌমত্ব, তাঁর ক্ষমতা হবে তোমাদের ক্ষমতা এবং তোমরা হবে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।' কিন্তু তারা এই কথায় হাসি-তামাশা করে বললো : 'সে তাঁর কথা দ্বারা তোমাকে মুগ্ধ করেছে।' উত্তরে উৎবা বললেন : 'তোমাদের কাছে আমি আমার মতামত ব্যক্ত করলাম। সুতরাং তোমরা যা ভালো বোঝ তাই করো।' তিনি তাদের কথায় আর কোনো প্রতিবাদ করলেন না বা কুরআনের আয়াত তাঁর ওপর যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কেও কিছু বললেন না। মুহাম্মদের কাছে যাওয়ার সময় তিনি যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করবেন বলে ঠিক করেন তার একটারও জবাব নিয়ে না আসায় তাদের মধ্যেকার একজন বললো : 'ঠিক আছে, মুহাম্মদকে আমরা ডেকে পাঠাই, তাঁর সাথে কথা বলি এবং যুক্তি প্রদর্শন করি। ফলে কোনো চেষ্টা না করার অপবাদ থেকে আমরা মুক্ত থাকবো।' তারা মুহাম্মদকে ডেকে পাঠালো এই বলে যে 'আপনার লোকের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা একত্রিত হয়েছে আপনার সাথে কথা বলার জন্য।' তিনি দ্রুত তাদের কাছে গেলেন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তাদের হয়তো দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। তিনি তাদেরকে সত্যের পথে পরিচালনা করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু তারা পূর্বে উত্থাপিত একই ধরনের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করলে তাঁর সব আশা বিলীন হয়ে গেলো। তাদের কথা শেষ হলে তিনি বললেন : 'আমাকে জিনে ধরেনি, আমি আপনাদের মধ্যে সম্মানের অধিকারী হতে চাই না বা আপনাদের বাদশাহও হতে চাই না। আল্লাহ আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন সংবাদ বাহক হিসেবে, তিনি আমার

www.bjilibrary.com

কাছে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আপনাদের উত্তম নির্দেশের কথা বলি এবং আপনাদের সতর্ককারী হই। আমি আমার প্রভুর বাণী আপনাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং আমি আপনাদের উত্তম পরামর্শ দিয়েছি। আপনাদের জন্য আমি যা এনেছি তা যদি আপনারা গ্রহণ করেন তাহলে তা হবে আপনাদের ইহকাল ও পরকালের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু আমি যা এনেছি তা যদি আপনারা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর বিচারের জন্য ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করবো।'১

তারা তাদের পূর্বতন অবস্থানে ফিরে গেলো এবং এটাই হলো তাদের একমাত্র জবাব। তারা বললো যে, তিনি যদি তাদের প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তাহলে তিনি যেন এমন কোনো কাজ করেন যাতে প্রমাণ হয় যে, তিনি আল্লাহর কাছ থেকে প্রেরিত সংবাদ বাহক। এর ফলে তাদের জীবনও উদ্বেগহীন হবে। 'তোমার প্রভুকে বলো, আমাদের চারপাশে যে সব পাহাড় পরিবেষ্টন করে আছে তা সরিয়ে নিতে এবং আমাদের জমিকে সমান করে দিতে; ইরাক ও সিরিয়ায় প্রবাহিত নদীর মতো আমাদের জমিতে নদী প্রবাহিত করতে। আমাদের কতিপয় পূর্বপুরুষকে, এদের মধ্যে কুশাইও থাকবে, পুনরুজ্জীবিত করে দিতে বলো যেন আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, তুমি যে কথা বলছো তা সত্য না মিথ্যা। আর এসব কাজ যদি তুমি না করতে পারো তাহলে তুমি তোমার নিজের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। খোদাকে বলো তোমার সাথে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতে, যে তোমার কথা সমর্থন করবে এবং মিথ্যা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে। তোমার প্রভুকে বলো তোমার জন্য বাগান, রাজপ্রাসাদ, সোনা ও রূপার সম্পদ দিতে। এতে আমরা বুঝতে পারবো যে তুমি তোমার প্রভুর সাথে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত।' উত্তরে মহানবী তাদেরকে বললেন : 'আমি এসব বস্তু প্রভুর কাছে প্রার্থনা করবো না, এসব বস্তুর জন্যও আমাকে প্রেরণ করা হয়নি। আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন সতর্ক করার জন্য এবং উত্তম নির্দেশ প্রদানের জন্য।' মহানবীর কথা শুনতে অস্বীকার করে তারা বললো : 'তাহলে আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর পতিত করে দাও।' তাদের এই বক্তব্য ছিলো ইতিমধ্যে অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে অবজ্ঞাসূচক অভিব্যক্তি। ঐ আয়াতে বলা হয় : 'আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি

১. ইবন্ ইসহাক, ১৮৮।

www.bjilibrary.com

ধ্বসিয়ে দেবো অথবা আকাশের কোনো খণ্ড তাদের ওপর পতিত করবো।'১ মহানবী বললেন : 'এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তা-ই করবেন।'

তারা কোনো জবাব দিলো না। শুধু পরস্পরের মধ্যে বিদ্রুপ দৃষ্টি বিনিময় করলো। তারা অন্য একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। অবতীর্ণ ওহীতে অদ্ভুত নাম 'রহমান'২ বার বার থাকায় এটা তাদের কাছে একটা প্রহেলিকাময় বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হলো। আপাতদৃষ্টিতে এই 'রহমান' ছিলো মহানবীর অনুপ্রেরণার উৎস। একটা ওহী এই কথা দিয়ে শুরু হয় : 'করুণাময় আল্লাহ (আর-রহমান) শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন।'৩ একটা গুজব বিশ্বাস করে তারা খুশী হয়েছিলো যে, ইয়ামামার একজন লোকের কাছ থেকে শিখে মুহাম্মদ তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করছে। এ কারণে এ সময় তারা তাদের চূড়ান্ত জবাব দিলো : 'আমরা শুনেছি যে, ইয়ামামার রহমান নামের এক ব্যক্তি তোমাকে এসব শিক্ষা দিয়েছে। রহমান-এর কথায় আমরা কখনও বিশ্বাস করবো না।' মহানবী চুপ করে রইলেন এবং তারা বললো : 'মুহাম্মদ, তোমার সামনে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং খোদার নামে শপথ করছি যে, আমরা তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেবো না। আমরা তোমাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত বা তুমি আমাদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তোমার প্রতি আমাদের বর্তমান আচরণ অব্যাহত থাকবে।' এ কথার সাথে আরও একজন যোগ করলো : 'নিশ্চিত করে বলার জন্য তুমি খোদা ও ফেরেশতাদের না নিয়ে আসা পর্যন্ত আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করবো না।' এ সব কথা শোনার পর মহানবী দাঁড়ালেন। তিনি তাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই মাখজুম গোত্রের আবু উমাইয়ার পুত্র আবদুল্লাহও উঠে দাঁড়ালো। সে মহানবীকে বললো : 'আমি কখনোই তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না। একটা মই নিয়ে এসে তাতে উঠে আমি যদি তোমাকে বেহেশতে উঠতে দেখি, তুমি যদি চার জন ফেরেশতা নিয়ে আসো এবং তারা যদি তোমার কথার সত্যতা সমর্থন করে, তবু আমি, আমার মনে হয়, তোমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না।' এই আবদুল্লাহ তার পিতার দিক থেকে ছিলো আবু জহলের নিকট-আত্মীয়; তার মাতা আতিকা ছিলো আবদ্ আল-মুত্তালিবের মেয়ে। আতিকা তার ভাই অর্থাৎ

---

১. কুরআন, ৩৪ : ৯।

২. এই পুস্তকের 'ইবাদত' অধ্যায় দেখুন।

৩. কুরআন, ৫৫ : ১।

www.bjilibrary.com

মহানবীর পিতার নামে নিজের পুত্রের নাম রাখে আবদুল্লাহ। রক্তসম্পর্কীয় একজন নিকট-আত্মীয়ের কাছ থেকে এমন কথা শুনে মহানবী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর যে বিরাট ব্যবধান সূচিত হলো, সেই দুঃখের সাথে আরও যুক্ত হলো তাঁর নিকট-আত্মীয়ের কাছ থেকে পাওয়া মানসিক আঘাত।

মাখজুম গোত্রে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হলেও ঐ গোত্রের আবু সালামার আনুগত্য তিনি লাভ করেন। আবু সালামা হলেন মহানবীর চাচী বারাহ-এর পুত্র। এ দিক থেকে নতুন এই ধর্মের জন্য অপ্রত্যাশিত সাহায্য ও শক্তি পাওয়া গেলো। পিতার দিক থেকে আরকাম নামে আবু সালামার একজন ধনী চাচা ছিলেন। তাদের পিতামহরা ছিলো সহোদর ভাই। আরকাম মহানবীর কাছে এসে ঘোষণা করলেন : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত নবী।' সাফা পর্বতের নিকটবর্তী পাদদেশে অবস্থিত তাঁর বিরাট বাড়িটি তিনি ইসলামের খেদমতে পেশ করলেন। সেই সময় থেকে বিশ্বাসীরা মক্কার এই কেন্দ্রস্থলে এক সাথে মিলিত হতে পারতেন। কেউ দেখে ফেলবে বা বিরক্ত করবে এমন ভয় থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা সেখানে একসাথে ইবাদত করতে পারতেন।

www.bjilibrary.com

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ

মহানবীর অনুসারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। কিন্তু যে সব ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে ধর্মান্তরিত হয়ে আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিলো, তারা হয় প্রভাবশালী পরিবারের ক্রীতদাস বা মুক্ত ক্রীতদাস অথবা শহরতলীতে বসবাসকারী কুরাইশ। এরা কেউ প্রভাবশালী ছিলো না। প্রভাবশালী কেউ মহানবীর অনুসারী হলে তার উপর তার পিতা-মাতা ও রক্ত-সম্পর্কীয় বয়স্কদের অত্যাচার দশগুণ বৃদ্ধি পেতো। আবদুর রহমান, হামজা ও আরকাম ছিলেন ব্যতিক্রম এবং এঁদের কেউ-ই নেতৃস্থানীয় ছিলেন না। মহানবী কয়েক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁর অনুসারী করার জন্য উন্মুখ ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ, এমনকি তাঁর চাচা আবু তালিবও, এ ব্যাপারে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। আবু জহলের চাচা ওয়ালিদের মতো লোক তাঁকে সমর্থন করলে তাঁর জন্য বাণী প্রচারে বিরাট সহায়ক হতো। ওয়ালিদ শুধু মাখজুম গোত্রেরই প্রধান ছিলেন না, তিনি ছিলেন সম্ভবত কুরাইশদের বেসরকারী নেতা। তদুপরি তিনি ছিলেন অন্যান্য নেতার চেয়ে অধিক যুক্তিবাদী। একদিন মহানবীর সুযোগ এলো তার সাথে একাকী কথা বলার। তাঁরা যখন গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন তখন সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী একজন অন্ধ লোক তাঁদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। মহানবীর কথা শুনতে পেয়ে অন্ধ লোকটি তাঁকে পবিত্র কুরআন থেকে কিছু পাঠ করার জন্য প্রার্থনা করলো। মহানবী তাকে ধৈর্য ধরার এবং উত্তম সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু অন্ধ লোকটি এমনই অধৈর্য হয়ে পড়লো যে, মহানবী তাকে অবজ্ঞা করলেন এবং ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর আলোচনা ব্যর্থ হলো। কিন্তু অন্ধ লোকটি কর্তৃক আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য কোনো ক্ষতি হয় নাই। কারণ ইসলামের বাণী গ্রহণ করার ব্যাপারে অন্যান্য অনেকের মতো ওয়ালিদের কোনো আগ্রহই ছিলো না।

এ ঘটনার প্রায় পর পরই একটা নতুন সূরা অবতীর্ণ হয়। সূরাটি শুরু হয় এভাবে : 'পরন্তু যে বেপরোয়া, আপনি তার চিন্তায় মশগুল। সে শুদ্ধ না

www.bjilibrary.com

হলে আপনার কোনো দোষ নেই। যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।'১

এ ঘটনার পর বেশি দিন অতিবাহিত হলো না। ওয়ালিদ নিজেকে প্রতারণা করে বললো : 'কুরাইশদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি এবং তাদের নেতা হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে ওহী আসে না, আসে মুহাম্মদের কাছে? ছাকিফ গোত্রের নেতা আবু মাসূদ বা আমার কাছে ওহী আসে না, অথচ আমরা দু'জন এ দুই বসতির মহান ব্যক্তি।'২ মুহাম্মদ আল্লাহর নবী এ কথায় আস্থা আনার ব্যাপারে আবু জহলের প্রতিক্রিয়া ছিলো অত্যন্ত শীতল এবং অধিক ক্রোধশীল। মুহাম্মদ নবী হতে পারেন, এ কথা ক্ষণিকের জন্য মেনে নেওয়া তার পক্ষে ছিলো অসহ্যকর। সে বললো : 'আমরা এবং আবদু মানাফ-এর পুত্ররা পরস্পরের মধ্যে সম্মানের জন্য প্রতিযোগিতা করেছি। তারা মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করেছে, আমরা মানুষকে খাদ্য দিয়েছি। তারা অন্যের বোঝা বহন করেছে, আমরাও অন্যের বোঝা বহন করেছি। তারা দিয়েছে এবং আমারও দিয়েছি এবং এক সময় এ ক্ষেত্রে আমরা উভয়ে এমন সমান সমান হয়েছি যেমন দুটো খচ্চর প্রতিযোগিতার সময় হয়। তারা বলে : 'আমাদের মধ্যেকার একজন লোক নবী; বেহেশত থেকে তাঁর কাছে ওহী আসে!' আমরা কখন এ অবস্থা প্রাপ্ত হবো? খোদার শপথ, আমরা কখনোই তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না, সত্যের প্রবক্তা হিসেবে কখনোই তাঁকে স্বীকার করবো না।' সামস্ গোত্রের উৎবার প্রতিক্রিয়া ছিলো কম নেতিবাচক, কিন্তু আন্তরিকতার আনুপাতিক হারের অনুপস্থিতি ছিলো প্রায় সমান। মুহাম্মদ নবী হলে তাঁকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে এমন চিন্তা তার ছিলো না। তার চিন্তা ছিলো এই যে, মুহাম্মদ নবী হলে তা আবদু মানাফ-এর পুত্রদের জন্য সম্মান বয়ে আনবে। একদিন আবু জহল তার ঘৃণার পাত্রকে যখন ব্যঙ্গ করে উৎবাকে বলে : 'হে আবদু মানাফ-এর পুত্ররা, তোমাদের নবী', তখন উৎবা উত্তর দেয় : 'আমাদের মধ্যে নবী বা বাদশাহ হলে তুমি তা মন্দভাবে গ্রহণ করছো কেন?' 'বাদশাহ' কথাটা ছিলো কুশাইকে লক্ষ্য করে এবং মাখজুম গোত্রের লোকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার এক সূক্ষ্ম প্রয়াস যে, আবদু মানাফ হলো কুশাই-এর পুত্র আর মাখজুম হলো তার চাচাত ভাই। মুহাম্মদ কাছেই ছিলেন। তিনি তাদের কথোপকথন শুনে এগিয়ে এসে বললেন : 'হে উৎবা, আল্লাহ বা তাঁর সংবাদবাহকের কারণে তুমি কষ্ট

---

১. কুরআন, ৮০ : ৫-১০।

২. ইবন্ ইসহাক, ২৩৮, আরও দেখুন কুরআন, ৪৩।

www.bjilibrary.com

পাওনি, তুমি কষ্ট পেয়েছে তোমার নিজের কারণে। আর আবু জহল, তোমার ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে। তুমি যতটুকু হাসবে, তার চেয়ে বেশি কাঁদবে।'[১]

বিভিন্ন কুরাইশ উপগোত্রের সৌভাগ্য ক্রমাগতভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছিলো। এ সময় সবচেয়ে প্রতাপশালী ছিলো দুটো গোত্র – আবদু সামস্ এবং মাখজুম। সামস্ গোত্রের একটি শাখার নেতা ছিলো উৎবা এবং তার ভাই শায়বা। উমাইয়া শাখার সাবেক নেতা ছিলো তাদের চাচাত ভাই হারব্। হারব্-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু সুফিয়ান নেতৃত্ব গ্রহণ করে। তার একাধিক স্ত্রী ছিলো। এর মধ্যে একজন হলো উৎবার কন্যা হিন্দ। রাজনীতি ও ব্যবসায়ে আবু সুফিয়ানের সাফল্যের মূলে ছিলো বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে তার সংযত স্বভাব এবং শান্ত ও ধৈর্যশীল বক্তব্য প্রদানের ক্ষমতা। কোনো ক্ষেত্রে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন কিছু তার কাছে প্রতিভাত হলে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারতো। তার শান্ত ভাব ও স্থিরতা প্রায়ই ধৈর্যহীন ও আকস্মিক ক্রোধান্বিত হিন্দ-এর কাছে হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু একবার সে মনস্থির করে ফেললে হিন্দ তাকে জয় করতে পারতো না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে, মহানবীর প্রতি তার বিরুদ্ধতা আবু জহলের প্রচণ্ডতার চেয়ে কম ছিলো।

মহানবীর প্রতি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পার্থক্য থাকলেও তাঁর বাণী প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তারা ছিলো একমত। এদের মধ্যে সবাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী লোকটি মনে করে যে, এটা তাদের অগ্রযাত্রার সূচনা। মানবিক মহত্ত্বের আদর্শকে আরবে বড় করে দেখা হতো এবং তারা সবাই মনে করে যে, এ ক্ষেত্রে তারা কিছুটা অর্জন করেছে। এই মহত্ত্বের কাছে সম্পদ কোনো বিষয় বলে গণ্য হতো না; কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পদ ছিলো অতি প্রয়োজনীয়। বন্ধু ও রক্ষাকারী হিসেবে মহৎ ব্যক্তির অবশ্যই চাহিদা থাকবে। এর অর্থ এই যে, তার অবশ্যই বিশ্বস্ত বন্ধু থাকবে। নিজের বা পুত্র-কন্যার বিবাহের মাধ্যমে একটা শক্তিশালী ও দুর্ভেদ্য যোগাযোগ গড়ে তুলে সে তা অর্জন করতে পারে। সম্পদ থাকলে এ ধরনের যোগাযোগ গড়ে তোলা সহজ হয়। কারণ, মহৎ ব্যক্তিকে অবশ্যই অতিথি সেবকের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। যে আদর্শের কথা বলা হলো সেখানে এই গুণ, বিশেষ করে উদারতার গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। এখানে স্বর্গীয় কোনো পুরস্কারের

---

১. তাবারী ১২০৩, ৩।

www.bjilibrary.com

কথা বলা হচ্ছে না। সমগ্র আরবে এবং সম্ভবত আরবের বাইরেও মুক্তহস্তে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা, সিংহের মতো সাহস, মৈত্রী বন্ধন, আশ্রয়, নিশ্চয়তা প্রদান বা অন্য কোনো ব্যাপারে প্রদত্ত কথার ওপর নিশ্চিত বিশ্বস্ততাকে সবাই প্রশংসা করতো। জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পর এসব গুণের জন্য অর্জিত প্রশংসা তাদের জীবনের জন্য ছিলো সত্যিকারভাবে অর্থবহ এবং সম্মান ও অমরত্বের প্রতীক। ওয়ালিদের মতো লোক মনে করতো যে, তাদের এ ধরনের মহত্ত্ব আছে। ফলে তাদের মনে আত্মপ্রসাদের জন্ম নেয়। পার্থিব জীবনের অহংকারকে অর্থহীন বলার জন্য মহানবীর বাণীকে গুরুত্ব দেওয়া থেকে এই আত্মপ্রসাদ বাধার সৃষ্টি করে। কারণ, এই অহংকারের মধ্যেও তারা তাদের সাফল্য পেয়েছে। অতীতের মতো বর্তমান আরবেও তাদের অমরত্ব ক্রিয়াশীল ছিলো; আরবের এই আদর্শ অতীত কাল থেকে চলে আসছিলো এবং তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। ওহীর ভাষার সৌন্দর্যে তারা কম-বেশী সংবেদনশীল ছিলো, কিন্তু এর অর্থের ব্যাপারে তারা তাদের মনকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অবরুদ্ধ করে রাখে। কারণ অনেক আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা এবং তাদের পূর্বপুরুষরা কোনো কিছুই অর্জন করতে পারেনি এবং তাদের সব প্রচেষ্টাই অপাত্রে পড়েছে। 'এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানতো।'১

১. কুরআন, ২৯ : ৬৪।

www.bjilibrary.com

বিস্ময় ও আশা

যুবক ও কম সফল ব্যক্তিদের সবাই সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় বাণী গ্রহণ করেনি; তবে তীক্ষ্ম ও প্রচণ্ড ঐ স্বর্গীয় নির্দেশ শোনার ব্যাপারে তাদের আত্মপ্রসাদ কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। ঐ আহ্বান তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ভেঙ্গে ফেলে। 'ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জাগ্রত হও' – উসমান এই ক্রন্দনধ্বনি শুনেছিলেন মরুভূমিতে। এ আহ্বান ঐ বাণীর সমধর্মী। ইতিমধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাদের কাছে ঐ বাণী ছিলো যেন ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার এবং একটা নতুন জীবনে প্রবেশের মতো।

অতীত ও বর্তমানের অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষিপ্ত আকারে এভাবে বলা যায় : 'তারা বলে : আমাদের এ পার্থিব জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না।'১ এ ধারণার প্রেক্ষিতে স্বর্গীয় জবাব আসে : 'আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি'২ এবং 'তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?'৩ যাদের মনে অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠেনি, তাদের কাছে এসব কথা সত্য বলে প্রতিভাত হয়। সামগ্রিকভাবে ঐশী বাণীও তাদের কাছে সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই ঐশী বাণী বা ওহী ছিলো আলোর মতো এবং এই আলোর ছিলো পথ প্রদর্শনের ক্ষমতা। এই বাণীকে গ্রহণ করার অর্থ হলো স্বাভাবিকভাবে এই বাণীর বাহককে গ্রহণ করা। ঐ বাণীর বাহক ছিলেন পরিপূর্ণ সত্যের আধারে এমনই এক ব্যক্তি যাঁকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়; এবং তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিলো, যার ফলে তিনি আত্মপ্রতারিত হবেন না। এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত ছিলো। ঐ সব বাণীতে ছিলো সতর্কীকরণ এবং আশ্বাস; সতর্কীকরণের ফলে তারা কাজ করতে বাধ্য হতো এবং আশ্বাস বাণীতে তাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠতো।

---

১. কুরআন, ৬ : ২৯।

২. কুরআন, ২১ : ১৬; ৪৪ : ৩৮।

৩. কুরআন, ২৩ : ১১৫।

www.bjilibrary.com

'নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের লালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি করো। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।'১

বেহেশত সম্পর্ক অবতীর্ণ অনেক আয়াতে চিরস্থায়ী উদ্যানের কথা বলা হয়েছে যা ধার্মিকদের জন্য আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এ ঐশী বাণীতে বলা হয়েছে : 'তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব।'২

'সত্যিকার বিশ্বাসী তারাই যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করে এবং তারাই অবিশ্বাসী যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল থাকে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করে এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর।'৩ বিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিপরীত। স্বপ্নের মতো প্রহেলিকাময় যে ভাবের মধ্যে বিধর্মীরা ডুবে থাকে তাতে তারা নিশ্চিত থাকে যে, প্রকৃতির আশীর্বাদ তারা পাবে। বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতনতার অর্থ শুধু ইহজগতের সব আশাকে পরজগতে সরিয়ে নেওয়া নয়, বরং এই বিশ্বের অলৌকিক ব্যাপারগুলো আল্লাহর প্রকাশমান নিদর্শনগুলোর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা। 'কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র। যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে।'৪

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে নিদর্শন দেখাতে বলেছিলো, যেমন, মুহাম্মদের নবীর দাবি সম্পর্কে ফেরেশতার অবতরণ ও ঐ দাবির সমর্থন, মুহাম্মদের বেহেশতে উত্থান। একবার পূর্ণিমার রাতে চাঁদ ওঠার কিছু সময় পর যখন চাঁদটিকে হেরা পর্বতের ওপর আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিলো তখন একদল অবিশ্বাসী মহানবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি যে আল্লাহর বাণীবাহক তা প্রমাণের জন্য চাঁদকে দু'ভাগে বিভক্ত করার কথা

---

১. কুরআন, ৪১ : ৩০-৩২।
২. কুরআন, ২৫ : ১৫-১৬
৩. কুরআন, ১০ : ৭।
৪. কুরআন, ২৫ : ৬১-৬২।

www.bjilibrary.com

বললো। সেখানে তখন অনেক লোক উপস্থিত ছিলো। এর মধ্যে বিশ্বাসী ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরাও ছিলো। এ দাবি উত্থাপিত হলে সবার দৃষ্টি মুহাম্মদের ওপর পতিত হলো। তাদের কাছে ছিলো এটা একটা বড় বিস্ময়। তারা দেখলো, চাঁদ ক্রমেই দু'খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং পর্বতের দু'পাশের দ্বিখণ্ডিত চাঁদ থেকে উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে। মহানবী বললেন : 'তোমরা সাক্ষী থাকো।'১ যারা এই দাবি উত্থাপন করেছিলো তারা আলোক বিজ্ঞান সম্পর্কিত এই আশ্চর্য ঘটনাকে জাদু২ বলে গণ্য করে প্রত্যাখ্যান করলো। তারা মন্তব্য করলো যে, মুহাম্মদ তাদেরকে জাদু করেছে। অপরদিকে বিশ্বাসীরা আনন্দের আতিশয্যে উল্লসিত হয়ে উঠলো। যারা সন্দিগ্ধ ছিলো তারা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং অন্যরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নমনীয় সিদ্ধান্ত নিলো।

বিদ্রুপাত্মক চ্যালেঞ্জের তাৎক্ষণিক স্বর্গীয় জবাব ছিলো একটা ব্যতিক্রম। কুরাইশরা আর যে সব নিদর্শন দাবি করেছিলো তার জবাবও দেওয়া হয়েছিলো। তবে যে নিদর্শন তারা দাবি করেছিলো ঠিক সে রকম নয় এবং তাদের সময়ে নয়। ঐ সব নির্দশনের প্রকাশ ঘটেছিলো আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে। এ ছাড়া আরও অনেক ঘটনা ঘটেছিলো যা কম বিস্ময়কর নয় এবং বিশ্বাসীরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলো। কিন্তু ঐ সব বিস্ময়কর ঘটনাকে কখনও মূল ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। কারণ ঐশী গ্রন্থ ছিলো স্বর্গীয় মধ্যস্থতার মূল বিস্ময়কর ঘটনা, যেমন পূর্বে যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন এ ধরনের মধ্যস্থতার মূল বিস্ময়কর ঘটনা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন আল্লাহর বাণীবাহক এবং তাঁর বাণী, যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট, এবং রূহ – তাঁরই কাছ থেকে আগত।৩ এই বাণী ছিলো শব্দ দিয়ে গড়া রক্তমাংসের দেহে এবং একই ভাবে ঐ বাণী স্বর্গীয় উপস্থিতির মাধ্যমে এ বিশ্বে শব্দ দিয়ে গড়া পুস্তকে স্থিতি লাভ করে। ইসলাম ধর্ম তাই সত্যিকার অর্থে পরজগতের সাথে একটা বন্ধনে বা সম্পর্কে আবদ্ধ। ইসলাম ধর্ম আদিম – এ দাবির৪ প্রেক্ষিতে শব্দ দিয়ে তৈরি পুস্তকের একটা কাজ হলো, মানুষের মধ্যে কিছু জানার মৌলিক আগ্রহের যে অনুভূতি আছে তা জাগিয়ে তোলা। সময়ের বিবর্তনে এই আগ্রহ ম্লান বা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিলো। কুরাইশরা যখন অলৌকিক ঘটনার কথা বললো

---

১. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল আল বুখারী – ৬১, ২৪।
২. কুরআন, ৫৪ : ১-২।
৩. কুরআন, ৪ : ১৭১।
৪. কুরআন, ৩০ : ৩০।

www.bjilibrary.com

তখন কুরআনের মূল জবাব হলো ঐ সব বিষয়ের প্রতি দিক-নির্দেশ করা যা তারা সব সময় চোখের সামনে দেখছে অথচ তার মধ্যে কোনো অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারছে না। 'তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে?'১

বিশ্বাসীরা যে বিস্ময় ও আশা পোষণ করে তা ছিলো আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি। ইহকাল ও পরকালের প্রভু আল্লাহর প্রশংসা – এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা – এর মধ্যে আছে বিস্ময়, আছে প্রশংসা এবং এর মাধ্যমে প্রশংসাকারী সব রকম শুভ-এর অতীন্দ্রিয় মূলে ফিরে যায়। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু – এ কথা বলার অর্থ ধর্মীয় চেতনায় নিজেকে উৎসর্গ করা এবং আশার আলোকধারার প্রবাহ-পথে আত্মাকে একীভূত করা। প্রত্যাবর্তনের এ পথে ইসলামের মূল প্রার্থনা সূরা ফাতিহায় কেন্দ্রীভূত। এটাই পবিত্র কুরআনের প্রারম্ভ বা প্রথম২ সুরা।

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহতায়ালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'৩

ইসলামের মতবাদ-এর পরিপূর্ণ এবং মৌলিক প্রকাশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে সূরা এখলাস-এ। পবিত্র কুরআনের শেষ দুই সূরার পূর্বে রয়েছে এ সূরা। মহানবীকে যখন একজন মূর্তিপূজক তাঁর প্রভু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় :

'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'৪

---

১. কুরআন, ৮৮ : ১৭-২০।

২. ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতায় নয় – বরং চূড়ান্ত বিন্যাসে এমন করা হয়েছে। এটা এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেন ইবাদতের সময় প্রতিদিন কমপক্ষে সতের বার তা পাঠ করা হয়।

৩. কুরআন, ১ : ২-৭।

৪. কুরআন, ১১২।

www.bjilibrary.com

পারিবারিক বিভক্তি

আবু তালিবের বড় দুই পুত্র তালিব এবং আকিল তাদের ছোট দুই ভাই জাফর এবং আলীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করে পিতার মতোই থেকে গেলো। আবু তালিব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলেও মুহাম্মদের প্রতি ছিলেন সহনশীল। আবু লাহাবের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো ব্যতিক্রম। কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে সম্প্রতি তার মতবিরোধ হওয়ায় সে প্রকাশ্যে শত্রুতা শুরু করলো। তার স্ত্রী সামস্ গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ানের বোন উম্মে জামিল মহানবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতো। তারা তাদের দুই ছেলেকে মহানবীর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে অস্বীকার করতে বাধ্য করে – তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হয়েছিল, না তারা কেবল তাদের বাগদত্তা ছিলো এটা অবশ্য নিশ্চিত নয়। পুত্রের বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার সন্তুষ্টি উম্মে জামিলের বিলীন হয়ে গেলো যখন সে শুনতে পেলো যে, তার সম্পদশালী উমাইয়া চাচাত ভাই উসমান ইবন্ আফফান রুকাইয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এবং তাঁকে বিয়ে করেছে। মহানবী ও খাদিজার কাছে এই বিয়ে ছিলো সবচেয়ে আনন্দদায়ক। তাঁদের কন্যা সুখী হয় এবং তাঁদের নতুন জামাতা তাঁদের প্রতি এবং স্ত্রীর প্রতি অনুগত ছিলেন। এ বিয়েতে তাঁদের খুশি হওয়ার আরও একটা কারণ ছিলো; রুকাইয়া ছিলেন তাঁদের কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী এবং এ সময়ে মক্কার সুন্দরী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম; আর উসমান ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণীয় ব্যক্তি। তাঁদের দু'জনকে একসাথে দেখাও ছিলো এক আনন্দদায়ক বিষয়। "আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।"১ বিয়ের কিছুদিন পর তাঁরা দু'জনেই মক্কার বাইরে থাকার সময় মহানবী তাঁদের খোঁজ-খবর নিতে একজন লোককে পাঠান। ঐ লোকটি যে সময় ফিরে আসার কথা, তার চেয়ে অনেক পরে সে ফিরে আসে। ঐ লোকটি যখন অযাচিতভাবে তার বিলম্বের কারণ বর্ণনা করছিলো তখন মহানবী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন : "তোমার কেন বিলম্ব হয়েছে সে

---

১. মহানবীর বাণী; আহম্মদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হাম্বল, ৪ : ১৩৩-৩৪।

www.bjilibrary.com

কথা আমি তোমাকে বলছি। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উসমান ও রুকাইয়ার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিলে এবং তাঁদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলে।"১

মহানবীর চাচী আরওয়া ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাৎক্ষণিক কারণ হলো তাঁর পনের বছরের যুবক পুত্র তুলায়েব। তুলায়েব সম্প্রতি আরকামের গৃহে ইসলাম গ্রহণ করেন। মাতাকে ইসলাম গ্রহণের কথা বললে তিনি বলেন : "অন্য লোকের মতো আমরাও আমাদের ভাইয়ের পুত্রকে গ্রহণ করবো।" কিন্তু এ ধরনের অস্পষ্টতা গ্রহণ করতে তুলায়েব আপত্তি জানালেন। তিনি মাতাকে বললেন : "ইসলাম গ্রহণে এবং মহানবীকে অনুসরণ করতে আপনাকে কে বাধা দিচ্ছে? আপনার ভাই হামজা তো ইসলাম গ্রহণ করেছে।" তিনি তাঁর অভ্যাস মতো বোনদের জন্য অপেক্ষা করার অজুহাত দিলে তুলায়েব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : 'আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে বলছি, আপনি যান এবং তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাঁকে গিয়ে বলুন আপনি তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছেন এবং ঘোষণা করুন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।" তুলায়েব-এর কথা মতো তাঁর মা তা-ই করলেন। অতঃপর ইসলাম গ্রহণের পর তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁদের ভাই-এর পুত্রের সাথে খারাপ ব্যবহার করার জন্য ভাই আবু লাহাবকে তিরস্কার করেন।

মক্কায় ইসলাম ধর্ম পরিচিতি পাওয়ার পর পরই খাদীজার আত্মীয়দের মধ্যে তাঁর বৈমাত্র ভাই নওফল চরম বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার পুত্র আসওয়াদকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ থেকে বিরত করা গেলো না। নওফলের চরম শত্রুতার প্রেক্ষিতে এটা ছিলো খাদীজার জন্য একটা পরম সান্ত্বনা। কিন্তু তাঁর জন্য একটা হতাশার বিষয়ও ছিলো। সামস্ গোত্রের আবুল আ'স ছিলো তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাই। তার স্ত্রী জয়নাব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও সে নতুন ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। স্ত্রী জয়নাবকে ত্যাগ করার জন্য গোত্রের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যরা তার ওপর চাপ দিতে থাকে। তারা তাকে এমন প্রস্তাবও দেয় যে, মক্কার কোনো ধনী, সুন্দরী ও পরিচিত মহিলাকে বিয়ে করতে চাইলে তারা ঐ বিয়ের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু জয়নাব ও আবুল আ'স পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। জয়নাব সব সময় এই প্রার্থনা করতেন যে, তাঁর স্বামী যেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। অপরদিকে আ'স তাঁর গোত্রের লোকদের বলে দেন যে, তাঁর এমন একজন স্ত্রী আছে যাকে তিনি পছন্দ করেন; সুতরাং তাঁর আর

১. সুহায়লি, ২০৫।

www.bjilibrary.com

বিয়ের প্রয়োজন নেই। খাদীজার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম। হাকিম-এর পিতা হিজাম হলো খাদীজার ভাই। প্রায় কুড়ি বছর আগে এই হাকিমই খাদীজার কাছে জায়দকে এনে দেন। আবুল আ'স-এর মতো হাকিমও তার চাচীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলো এবং খাদীজার গৃহের কাজ দেখাশুনা করতো। কিন্তু কুরাইশদের দেবতাদের সে প্রত্যাখ্যান করলো না। কিন্তু হাকিমের ভাই খালিদ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎ পথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনয়ন করেন।"১ এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা সারা কুরআনে বার বার বলা হয়েছে। এসব ওহী মহানবীর দায়িত্বের অনুভূতির ভার লাঘবে সহায়তা করলেও তিনি তাঁর চাচাত ভাই মাখজুম গোত্রের আবদুল্লাহর শত্রুতাভাবাপন্ন মনোভাবে দুঃখ পাওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। অন্য একটি ঘটনায় সম্ভবত তিনি আরও বেশি দুঃখ পান। ঘটনাটি হলো হারিছের পুত্র আবু সুফিয়ান – তিনি মহানবীর চাচা, দুধ ভাই, আত্মীয় ও এক সময়কার বন্ধু। তিনি আশা করেন যে তাঁর আহ্বানে আবু সুফিয়ান সাড়া দেবেন। কিন্তু এর পরিবর্তে ঐ বাণী তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরায়। সম্ভবত তাঁদের চাচা আবু লাহাবের প্রভাবে আবু সুফিয়ানের দূরে সরে থাকার প্রবণতা এবং বাণীর প্রতি নির্লিপ্ততা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। উপরে উল্লিখিত আয়াতের যথার্থতা অনেকে অনুভব করেন। আবু বকর তাঁর স্ত্রী উম্মে রুমানসহ তাঁর এক পুত্র ও কন্যা – আবদুল্লাহ ও আসমা – ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন তাঁর অন্য এক স্ত্রীর সন্তান এবং সম্ভবত পরে মৃত্যু বরণ করেন। উম্মে রুমানের এ সময় দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হয়। তাঁরা এ কন্যার নাম রখেন আয়েশা। জায়দের পুত্র উসামর মতো আয়েশাও শিশু অবস্থায় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবু বকরের কারণে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেও তিনি তাঁর বড় ছেলে আবদ্ আল-কাবাকে ইসলাম গ্রহণ করাতে পারেননি। উম্মে রুমানের গর্ভজাত এই পুত্র তার পিতা মাতার সব চেষ্টারই বিরোধিতা করে।

বিশ্বাসীদের হতাশা ছিলো। অপরপক্ষে তাঁদের বিরোধীদেরও বিরক্তিকর অনুভূতি ছিলো। মক্কায় তারা প্রতিদিন অসংখ্যা নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকের মুখোমুখি হচ্ছিলো। বিশ্বাসীদের উপস্থিতি তাদের জীবনধারাকে ব্যাহত করছিলো। তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা বিশেষ

---

১. কুরআন, ২৮ : ৫৬।

www.bjilibrary.com

করে তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলো না। এক সমাবেশে মাখজুম গোত্রের আবদুল্লাহ তার চাচাত ভাই মুহাম্মদকে সরাসরি বিরোধিতা করায় ঐ গোত্রের লোকেরা খুশি হলো। আবদুল্লাহর ভাই জুহায়ের নতুন ধর্মের প্রতি ততটা শত্রুভাবাপন্ন না হলেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। আবদুল্লাহর মতো সে-ও ছিলো আবদ্ আল-মুত্তালিবের কন্যা আতিকার গর্ভজাত পুত্র। তাদের পিতার (তখন মৃত) দ্বিতীয় স্ত্রীর নামও ছিলো আতিকা এবং তার গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় হিন্দ। হিন্দ ছিলো অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী। এ সময় তার বয়স উনিশ বছর। সে তার দুই বৈমাত্র ভাই-এর সম্পর্কীয় মাখজুম গোত্রের অপর শাখার আবু সালামাকে বিয়ে করে। মাখজুম গোত্রের দুই শাখার মধ্যে বিদ্যমান মধুর সম্পর্কের জন্য সবাই খুশি ছিলো। কিন্তু আবু সালামার ইসলাম গ্রহণ তাদের কাছে বিরাট বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো। এই বিস্ময় তাদের কাছে আরও বিস্তৃত হলো যখন তারা দেখলো যে, হিন্দ বা উম্মে সালামা (এ নামে তাকে ডাকা হতো) স্বামীকে ত্যাগ করার পরিবর্তে মহানবীর একজন অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হলো।

আবু সালামার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাতা বাররাহ কুরাইশ গোত্রের আমীর উপগোত্রের একজন লোককে বিয়ে করেন এবং এই পক্ষে তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়। এই পুত্রের নাম আবু সাবরাহ। আমীর উপগোত্র প্রধান সুহায়েল তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমকে আবু সাবরাহ-এর সাথে বিয়ে দেন। বাররাহ তাঁর বোন আরওয়ার মতো তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। শুধু বৈমাত্র ভাই আবু সালামার মাধ্যমে নয়, আবু সাবরাহ তাঁর সৎ মাতার (তাঁর পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী মায়মূনা) মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ ছিলেন। মায়মূনার তিন বোন ছিলেন আব্বাস, হামজা ও জাফরের স্ত্রী। মায়মূনা ও তাঁর তিন বোন সম্পর্কে মহানবী বলেন : "সত্য সত্যই এই বোনেরা প্রকৃত বিশ্বাসী।"১ মায়মূনার বিয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী আমীর উপগোত্র ইসলামের ছায়াতলে আসে।

সুহায়েলের শাহলা নামে অপর এক কন্যা ছিলো। এ কন্যাকে তিনি সামস্ গোত্রের নেতা উৎবার পুত্র আবু হুজায়ফার সাথে বিয়ে দেন। আমীর গোত্র সম্প্রতি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এই বিয়ে উভয় গোত্রকে সুবিধাজনক পর্যায়ে নিয়ে আসে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই দম্পতি ইসলাম গ্রহণ করেন; আবু সাবরাহ ও উম্মে কুলসুম দম্পতির সম্ভবত আগে

১. ইবন্ সা'দ, ৮ : ২০৩।

www.bjilibrary.com

বা পরে এই দম্পতি ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে সুহায়েলের দুই কন্যা ও দুই জামাতা ইসলাম গ্রহণ করেন। একইভাবে তার তিন ভাই হাতীব, সালিত, সাকরান, সাকরানের স্ত্রী ও তাদের চাচাত বোন সওদা ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সুহায়েলের দিক থেকে তাঁর জন্য সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ছিলো এই যে, তাঁর বড় ছেলে আবদুল্লাহও মহানবীর একজন নিষ্ঠাবান ভক্তে পরিণত হন। আবদুল্লাহর আশা ছিলো যে, তাঁর পিতাও একদিন তাঁদের দলে যোগ দেবেন। এমন আশা মহানবীও পোষণ করতেন। কারণ, অন্যান্য নেতার চেয়ে সুহায়েল ছিলেন অধিক ধর্মপ্রাণ ও প্রজ্ঞাবান। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নতুন ধর্মের প্রতি ছিলেন শত্রুভাবাপন্ন – তাঁর এই শত্রুতা চরম না হলেও তা ছিলো অটল। সন্তানদের তথাকথিত অবাধ্যতা তাঁর ওপর নির্দয় প্রভাব ফেলে বলে মনে হয়।

আবদু সামস্ গোত্রের আবু হুজাইফা-ই কোনো নেতার একমাত্র পুত্র নন যিনি তাঁর পিতার কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। খালিদ স্বপ্নে দেখেন যে, মহানবী তাঁকে আগুনে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করছেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেও তা গোপন রাখেন। খালিদের পিতা এ সংবাদ জানতে পেরে তাঁকে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু খালিদ বলেন : "মুহাম্মদের ধর্ম পরিত্যাগের পূর্বেই যেন আমার মৃত্যু হয়।"১ এ ধরনের জবাব দেওয়ার পর তাঁকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয় এবং খাদ্য ও পানি ছাড়া তাঁকে একটা ঘরে আটক করে রাখা হয়। এভাবে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি পালিয়ে যান। তাঁর পিতা তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাঁকে অস্বীকার করে। অপরদিকে, উৎবা আবু হুজাইফার প্রতি ততটা নির্দয় ছিলেন না এবং পুত্রের ব্যাপারে ধৈর্যশীল ছিলেন। আবু হুজাইফা তাঁর পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং এই আশা পোষণ করতেন যে, তাঁর পিতা একদিন পৌত্তলিকতার ত্রুটিগুলো দেখতে পাবেন।

আবদু সামস্ গোত্রের উমাইয়া শাখাভুক্ত উসমানের ইসলাম গ্রহণ ও রুকাইয়ার সাথে তাঁর বিবাহ ছাড়াও অনেকে নতুন ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। বনি আসাদ ইবন্ খুজাইমা গোত্রের জুহাশ পরিবারের সদস্যসহ চৌদ্দ জন মিত্র নতুন ধর্ম গ্রহণ করেন। জুহাশ পরিবারের সদস্যরা ছিলেন মহানবীর ভ্রাতৃসম্পর্কীয় এবং তাঁরাও ছিলেন নেতৃস্থানীয়। এসব উত্তম মিত্র ছাড়াও উমইয়া নেতা আবু সুফিয়ান তাঁর নিজ কন্যা উম্মে হাবিবাকে

---

১. ইবন্ সা'দ, ৪ : ১, ৬৮

www.bjilibrary.com

হারান। আবদুল্লাহর ছোট ভাই উবাইদুল্লাহ ইবন্ জাহাশের সাথে তিনি তাঁর এই কন্যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

আদ-ই গোষ্ঠীর একটা প্রধান পরিবারে অন্যান্য সম্পর্কের চেয়ে সত্যের বন্ধন সম্পর্ক ক্রমেই প্রকাশমান হচ্ছিলো। নূফায়েলের দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র হয় – এরা হলেন খাত্তাব এবং আমর। নূফায়েলের মৃত্যুর পর খাত্তাবের মাতা তার সপতিপুত্র (Step son) আমরকে বিয়ে করে এবং তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়, নাম জায়দ। খাত্তাব ও জায়দ তাদের মায়ের দিক থেকে তাই সৎভাই। ওয়ারাকার মতো জায়দও কুরাইশদের প্রচলিত পৌত্তলিক রীতি প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু তিনি নিজে কুরাইশ হয়েও এসব প্রচলিত পৌত্তলিক প্রথা পালনে শুধু অস্বীকৃতি জানান নাই, মূর্তির উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া বা উৎসর্গ করা কোনো কিছু খেতেও তিনি অস্বীকর করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি ইবরাহীমের খোদার ইবাদত করেন। জনসমক্ষে তিনি তাঁর লোকদের তিরস্কার করতেও দ্বিধা করতেন না। অপরদিকে খাত্তাব ছিলো কুরাইশদের প্রচলিত পৌত্তলিক রীতি-নীতির একজন দৃঢ় সমর্থক। তারা যেসব মূর্তিকে উপাসনা করতো, জায়দ তার অসম্মান করে তাকেও হেয় প্রতিপন্ন করেন। ফলে খাত্তাব এমন নিপীড়নমূলক কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করে যেন জায়দ মক্কা ত্যাগ করে পাহাড়ে গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, সে কতিপয় যুবককে তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়, জায়দ যেন মক্কার পবিত্র গৃহের কাছে আসতে না পারে। নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত জায়দ হেযায ত্যাগ করলেন। প্রথমে তিনি গেলেন ইরাকের উত্তরে মসূলে এবং পরে সেখান থেকে গেলেন সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে। সন্যাসী ও ইহুদী পুরোহিতদের তিনি প্রায়ই ইবরাহীমের ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন। শেষে তিনি সন্যাসীর কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, তিনি যে ধর্মের খোঁজ করছেন তা প্রচারের জন্য একজন নবী আসার সময় এসেছে এবং তিনি যে দেশ ত্যাগ করেছেন সেই দেশেই তাঁর আগমন ঘটবে। জায়দ তখন মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে লাখম এলাকা অতিক্রম করার সময় তাকে আক্রমণ করা হয় এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ওয়ারাকা তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর প্রশংসায় একটি শোকগাথা রচনা করেন। মহানবী নিজেও তাঁর প্রশংসা করে বলেন যে, পুনরুত্থান দিবসে 'তাঁকে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মর্যাদায় পুনর্জীবিত করা হবে।'১

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১৪৫।

www.bjilibrary.com

জায়দের মৃত্যুর পর বহু বছর অতিবাহিত হয়েছে; খাত্তাবও মারা গেছে। খাত্তাবের ছেলে উমর এবং জায়দের ছেলে সা'দ-এর মধ্যে এখন সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এমনকি সা'দ উমরের বোন ফাতিমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। একই পরিবারের দুটি শাখার মধ্যে যে ব্যবধান ছিলো তার নিরসন ঘটে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে প্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন, সা'দ তাঁদের মধ্যে একজন। উমরের মাতা ছিলেন আবু জহলের বোন; তিনি ছিলেন ইসলামের ঘোরতর বিরোধী। ফাতিমা তাঁর স্বামীর মতো ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর ভাই উমরের আক্রমণাত্মক প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে এ কথা তাকে বলেন নাই। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর উমর অন্য একটা দিক থেকেও বিব্রত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী জয়নাব ছিলেন জুমাহ্ উপজাতির মাজুন-এর কন্যা এবং উসমানের বোন। প্রকৃতিগতভাবে উসমান ছিলেন অত্যন্ত সংযমী এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বে তাঁর একত্ববাদের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিলো। তিনি এবং তাঁর দুই ভাই প্রথম পর্যায়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। জয়নাব ও তাঁর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁদের পন্থা অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমরের স্ত্রী জয়নাবের ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখা হয়। তাঁর প্রতি অনেকে সহানুভূতিশীল থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি গোপন রাখা হয়। উমরের চেয়ে তাঁর স্ত্রীর ভাই উসমান ছিলেন অনমনীয়। তবে তাঁর এই অনমনীয়তা উমরের মতো আক্রমণাত্মক ছিলো না।

জয়নাব ও তাঁর ভাইয়েরা ছিলেন তাঁদের গোত্রপ্রধান উমাইয়া ইব্ন খালাফ-এর কনিষ্ঠ চাচাত ভাই-বোন। উমাইয়া ইব্ন খালাফ ও তার নিজ পরিবারের সদস্যরা ছিলো ইসলামের ঘোরতর শত্রু। তারই ভাই উবাই একদিন একটি ক্ষয়প্রাপ্ত হাড় নিয়ে মহানবীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে : 'মুহাম্মদ, এ হাড়ের মধ্যে আল্লাহ প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন বলে আপনি দাবি করেন?' এরপর অবজ্ঞার হাসি দিয়ে সে হাতের মধ্যে ক্ষয়িষ্ণু হাড়কে গুড়িয়ে তা মহানবীর মুখে নিক্ষেপ করে। মহানবী বললেন : 'হ্যাঁ, আমি সেই দাবি করছি। আল্লাহ একে পুনরায় জীবন দান করবেন এবং তুমি এখন যেমন অবস্থায় আছো, সে ভাবেই তিনি তোমাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন; অতঃপর তিনি তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন।'১ পবিত্র কুরআনে এই উবাইকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে : 'সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে?'২

---

১. ইবন্ ইসহাক, ২৩৯।

২. কুরআন, ৩৬ : ৭৮।

www.bjilibrary.com

নির্দিষ্ট সময়

অবিশ্বাসীরা মাঝে মাঝে এ ধরনের যুক্তি উত্থাপন করতো যে, তাদের জন্য আল্লাহর যদি সত্যি সত্যি কোনো বাণী থাকতো তাহলে তিনি একজন ফেরেশতাকে পাঠাতে পারতেন। এ যুক্তির উত্তরে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোনো ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গম্বর করে প্রেরণ করতাম।'১ জিবরাইলকে মাঝে মাঝে প্রেরণ করা হলেও কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বাণীবাহক ছিলেন না। এ জন্য পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনীত করার প্রয়োজন হয়, যাঁর কাছে আল্লাহর বাণী প্রকাশ করা হবে। পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয় : 'যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, তারা বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না কেন? অথবা আমরা আমাদের পালনকর্তাকে দেখি না কেন? তারা নিজেদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোনো সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, কোনো বাধা যদি তা আটকে রাখতো!'২ কারণ তারা বৃথা প্রার্থনা করবে – আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে। বেহেশতের সাথে পৃথিবীর সময় ও স্থানের সরাসরি যোগাযোগ যখন বিলুপ্ত হবে তখন সেটাই হবে সব কিছুর পরিসমাপ্তি। 'যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙিন পশমের মতো।'৩ 'যেদিন বালককে করে দেবে বৃদ্ধ।'৪ এই শেষ দিনের কথা পবিত্র কুরআনে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। এই সেই সময় যা অতি নিকটবর্তী – 'আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়।'৫ এই

---

১. কুরআন, ১৭ : ৯৫।
২. কুরআন, ২৫ : ২১-২২।
৩. কুরআন, ১০১ : ৪-৫।
৪. কুরআন, ৭৩ : ১৭।
৫. কুরআন, ৭ : ১৮৭।

www.bjilibrary.com

সময়ের মুহূর্তটি এখনও আসেনি এবং পবিত্র কুরআনে এই সময়কে যখন নিকটবর্তী বলা হয়েছে তখন অবশ্যই স্মরণ করতে হবে 'আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান।'১ বাণীর ঐ সময়কাল নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে মোটামুটি পূর্বাভাষ।

এটা পৃথিবীর বস্তু সম্পর্কিত নয়, বরং ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটে বস্তুর স্বভাবজাত প্রকৃতি সম্পর্কিত। কোনো নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যদি স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ হয় তাহলে স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে যে বাধা আছে তার মধ্য দিয়ে অবশ্যই একটি পথ থাকতে হবে। পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গিতে যে ধরনের পথ মনে হয় তা না হলেও নবীগণের মিশনের সময় তা যেন যথেষ্ট হতে পারে, যেমন ঘটেছিলো যীশু, মূসা, ইবরাহীম ও নূহের সময়। লাইলাতুল কদর-এ অর্থাৎ মহিমান্বিত রাত্রে হেরা পর্বতের গুহায় মুহাম্মদের কাছে জিবরাইল আসেন। এই মহিমান্বিত রাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয় : 'শবে-কদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।'২ মহানবী ও জিবরাইলের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পুরো এ সময়টায় এক অসাধারণ অনুপমতা বিরাজ করে।

এই নির্দিষ্ট সময়ের প্রত্যাশা করার অর্থ হলো শেষ বিচারের দিনকে প্রত্যাশা করা। সম্প্রতি কুরআনকে ঘোষণা করা হয়েছে আল-ফুরকান৩ হিসেবে – এর অর্থ বিচারের মান নির্ণায়ক, পার্থক্যকারী। এই ধারণা প্রত্যেক অবতীর্ণ কিতাবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ ক্ষণস্থায়ীর ওপর ওহীর অবস্থান শাশ্বত এবং তা জাগতিক সব কিছুকেই চূড়ান্ত বিচারের দিনের দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়। এর অর্থ এই যে, অনেক ক্ষেত্রে মহানবী স্বাভাবিকভাবে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তাতে চূড়ান্ত গন্তব্য যে বেহেশত বা দোজখ তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ভালো ও মন্দের গুপ্ত অনুভূতি প্রকাশ্যে একত্রিত করা হয়। বাণীবাহকের উপস্থিতি একটা সমান্তরাল ফলাফল অবশ্যই কার্যকর করে – তাঁর নির্দেশের আকর্ষণীয় ক্ষমতা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের কাছে পুরোপুরি বিকৃতভাবে গৃহীত হয়; আবার যারা তাঁর নির্দেশ গ্রহণ করে তারা তাঁর স্বকীয় পরিপূর্ণতার পরিমণ্ডলের নিকটবর্তী হয়।

এটা তাৎক্ষণিকভাবে বোধগম্য যে, ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ স্বর্গীয় বাণী

---

১. কুরআন, ২২ : ৪৭।
২. কুরআন, ৯৭ : ৩-৪।
৩. এটা ২৫ নং সূরার শিরোনাম।

www.bjilibrary.com

তাদেরকে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের পক্ষে সহায়ক হয়। কিন্তু অনেক বিশ্বাসীর কাছে কতিপয় স্বর্গীয় বাণী হতাশাব্যঞ্জক ও হতবুদ্ধিকর বলে মনে হয়। কারণ অনেক কিছু তারা কখনও খারাপ মনে না করলেও আকস্মিকভাবে তা সন্দেহাতীতভাবে মন্দ বলে অভিহিত হয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে অবশ্যই এটা প্রত্যাশা করতে হবে। কারণ কুরআনের আয়াতের বিরুদ্ধে এমন বিরোধিতা আসতে পারে যা চরম। 'আমি এই কুরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।'১ 'আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও বৃদ্ধি পায়।'২

আবু লাহাবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্বে কেউ ততটা অবহিত ছিলো না। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে – আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ ছিলেন জুমা'য়া প্রধান উমাইয়া ইব্‌ন খালাফ-এর বন্ধু সম্পর্কীয়। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে সম পর্যায়ের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। নূহ আল্লাহর কাছে এই অভিযোগ করেন যে, তাঁর বাণী কেবলমাত্র তাঁর ও তাঁর অধিকাংশ জনগণের মধ্যেকার দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে আরও ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।৩

১. কুরআন, ১৭ : ৪১।
২. কুরআন, ১৭ : ৬০।
৩. কুরআন, ৭১ : ৬।

www.bjilibrary.com

তিনটি প্রশ্ন

কুরাইশদের প্রতিটি সমাবেশে তাদের কাছে বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। ইহুদী পুরোহিতদের সাথে আলোচনার জন্য তারা এ সময় দু'জন প্রতিনিধিকে ইয়াছরিবে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা তাদের এই প্রতিনিধি দু'জনকে বললো : 'তাদের কাছে মুহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করবে এবং তিনি (মুহাম্মদ) যে কথা বলেন তাও তাদেরকে বলবে। কারণ তারা প্রথম ঐশী গ্রন্থের লোক এবং নবী সম্পর্কে তাদের যে জ্ঞান আছে তা আমাদের নেই।' ইহুদী পুরোহিতরা উত্তরে জানালো : 'আমরা যেভাবে বলি সেইভাবে তাঁকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। তিনি যদি এসব প্রশ্নের উত্তর দেন তাহলে তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত নবী। কিন্তু তিনি যদি এসব প্রশ্নের উত্তর না দেন তাহলে তিনি প্রতারক ও মিথ্যাবাদী। তাঁর কাছে কতিপয় যুবক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন যারা প্রাচীনকালে তাদের লোকজনকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, এ সময়টা তারা কিভাবে অতিবাহিত করেছিলো – তাদের কাহিনীটা ছিলো সত্যি বিস্ময়কর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন অতীত কালের একজন পর্যটকের বিষয়ে যিনি পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন আত্মা সম্পর্কে। তিনি যদি এসব বিষয়ে জবাব দেন তাহলে তাঁকে অনুসরণ করবেন, কারণ তিনি একজন নবী।'

কুরাইশ প্রতিনিধিরা এসব তথ্য নিয়ে মক্কায় ফিরে আসলে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মহানবীকে ডেকে পাঠালেন এবং ঐ তিনটি প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। মহানবী বললেন : 'আগামীকাল আমি এসব প্রশ্নের জবাব দেবো', কিন্তু তিনি বললেন না 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন।' পরদিন তাঁরা প্রশ্নের জবাবের জন্যে এলে তিনি তাদের ফিরিয়ে দিলেন। দিনের পর দিন এভাবে পনেরটি রাত অতিবাহিত হলো কিন্তু তাঁর কাছে কোনো ওহী অবতীর্ণ হলো না। এমনকি তারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর থেকে জিবরাইলও তাঁর কাছে এলেন না। মক্কার লোকজন তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলো এবং তিনি তাদের কথায় আঘাত পেলেন। তিনি যে সাহায্যের প্রত্যাশা করেছিলেন তা

www.bjilibrary.com

না পাওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেন। এরপর জিবরাইল তাঁর জন্য ওহী নিয়ে এলেন। মক্কার লোকজনের ঠাট্টা-বিদ্রুপে দুঃখ পাওয়ায় ঐ ওহীতে নিন্দা করা হলো। তিনি তাঁকে ঐ তিনটি প্রশ্নের জবাব বলে দিলেন। ওহীর জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার কারণও বলা হলো : 'আপনি কোনো কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি 'আগামীকাল করব', 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে'।১

ওহী অবতীর্ণ হতে দেরি হওয়ায় মহানবী ও তাঁর অনুসারীগণ খুবই ব্যথিত হন সত্য কিন্তু বাস্তবে এর মধ্যে এক বাড়তি শক্তি নিহিত ছিলো। তাঁর চরম শত্রুরা এ ঘটনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলো না। কিন্তু দোদুল্যমান কুরাইশরা এ ঘটনায় তাঁর দাবির সমর্থনে একটা জোরালো যুক্তি পেলো যে, ওহী অবতীর্ণ হয় স্বর্গ থেকে এবং এতে তাঁর কোনো হাত নেই বা এর ওপর তাঁর কোনো কর্তৃত্ব নেই। তিনি যদি পূর্বে অবতীর্ণ ওহীসমূহ 'আবিষ্কার' করতেন তাহলে সবকিছু তাঁর বিপক্ষে যাওয়া সত্ত্বেও শেষোক্ত ওহী 'আবিষ্কারে' তিনি এত দেরি করলেন কেন? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

ঐ ওহী থেকে বিশ্বাসীরা আগের মতোই আস্থা অর্জন করলো। কুরাইশরা যখন ঐ যুবকদের কাহিনী জানতে চাইলো যারা তাদের জনগোষ্ঠী থেকে প্রাচীনকালে চলে গিয়েছিলো তখন তারা বুঝতে পারেনি যে ঐ কাহিনী বর্তমান পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলবে। মক্কার কোনো লোক ঐ কাহিনী কখনও শোনেনি। তারা বুঝতে পারেনি যে, এ ঘটনা তাদের প্রতিকূলে এবং বিশ্বাসীদের অনুকূলে যাবে। এ কাহিনীকে বলা হয় 'এফেসাস-এ ঘুমন্ত' (Sleepers of Ephesus) ব্যক্তিদের কাহিনী – এ কাহিনীর সূত্রপাত হয় তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। কাহিনীটি এ রকম : কয়েকজন যুবক এক আল্লাহর ইবাদতে বিশ্বাসী ছিলো। কিন্তু তাদের জনগোষ্ঠী মূর্তিপূজায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। ঐ কয়েকজন যুবক তাদের অনুসরণ না করায় তারা নির্যাতিত হয়। নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা একটা পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা অলৌকিকভাবে তিনশ' বছর ঘুমিয়ে থাকে।

এ সম্পর্কে ইহুদীরা যা জানতো, পবিত্র কুরআনে তার চেয়ে আরও বেশি বর্ণনা২ করা হয়। পবিত্র কুরআনের ঐ বর্ণনায় বলা হয় যে, তাদেরকে

১. কুরআন, ১৮ : ২৩-২৪।
২. কুরআন, ১৮ : ৯-২৫।

www.bjilibrary.com

কোনো মানুষ দেখেনি। অর্থাৎ ঐ গুহায় তাদের ঘুমন্ত অবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরে কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। তাদের বিশ্বস্ত কুকুরটি গুহার প্রবেশ পথে সামনের পা প্রসারিত করে কিভাবে ছিলো, তাও কেউ প্রত্যক্ষ করেনি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো মহান পরিব্রাজক সম্পর্কিত। ঐ পরিব্রাজকের নাম জুলকারনায়েন (তাঁর মাথায় দুটো শিং, দুটি গুচ্ছ বা শিং-এর অনুরূপ দুটি ক্ষতচিহ্ন ছিলো বলে মতান্তরে প্রকাশ)। অবতীর্ণ ওহীতে তাঁর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ভ্রমণের কথা বলা ছাড়াও যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই তারও উত্তর দেওয়া হয়। দুটো পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর তৃতীয় একটি রহস্যপূর্ণ ভ্রমণের কথাও বলা হয়। এ এলাকার লোকজন তাঁর কাছে ইয়াজুজ, মাজুজ ও জিনের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে একটা প্রাচীর নির্মাণ করার প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাঁকে দুষ্ট ভূত-প্রেতদের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আটকিয়ে রাখার ক্ষমতা দেন – সেই স্থান থেকে তারা স্বর্গীয় নির্ধারিত দিনের আগে আর বেরিয়ে আসতে পারবে না।১ মহানবী বলেন, এ সময় তারা পৃথিবীতে ধ্বংসের উন্মত্ততায় মেতে উঠবে। কিয়ামতের পূর্বে তারা এই উন্মত্ততায় মেতে উঠবে। তাদের এই উন্মত্ততা কিয়ামতের একটা নিদর্শন বলে পরিগণিত হবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ওহীতে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, মানুষের মনের চেয়ে আত্মা উৎকৃষ্ট – মানুষের মন আত্মার নাগাল পায় না : 'তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিয়য়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।'২

ইহুদীরা যেসব প্রশ্ন করেছিলো তার উত্তর মুহাম্মদ কিভাবে দেয় তা শোনার জন্য তারা খুবই আগ্রহী ছিলো। শেষোক্ত কথা তথা জ্ঞান সম্পর্কে তারা প্রথম সুযোগেই মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করে যে, ঐ জ্ঞান সম্পর্কে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা কি মুহাম্মদের জনগণ, না তাদের কথা বলা হয়েছে। মুহাম্মদ উত্তরে বলেন যে, সবার সম্পর্কেই ঐ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারা মহানবীর এ কথার প্রতিবাদ জানিয়ে বলে যে, তাদেরকে সব বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে কারণ তারা তৌরাত পাঠ করেছে। আর তৌরাতে যে সবকিছুই উন্মোচিত হয়েছে তা পবিত্র কুরআনেই নিশ্চিত করে বলা হয়েছে।৩ মহানবী উত্তর দিলেন : 'আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞানের তুলনায় ঐ

---

১. কুরআন, ১৮ : ৯৩-৯৯।
২. কুরআন, ১৭ : ৮৫।
৩. কুরআন, ৬ : ১৫৪।

www.bjilibrary.com

'সবকিছু জ্ঞান' অতি সামান্য; তবু ঐ জ্ঞান তোমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট, যদি তোমরা তা অনুসরণ কর।'১ এ সময়ই ওহী অবতীর্ণ হয় যেখানে আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয় : 'পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না।'২

কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইহুদী পুরোহিতদের উপদেশ গ্রহণে বাধ্য ছিলো না। অপরদিকে ইহুদী পুরোহিতদের প্রত্যাশার বাইরে মহানবী তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁকে নবী বলে স্বীকার করলো না। কিন্তু উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ফলে অনেকে ধর্মান্তরিত হলো। তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে বিরুদ্ধবাদীরা অনুভব করলো যে, তাদের সম্প্রদায় ও জীবনধারা হুমকির সম্মুখীন। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের নিপীড়নের ব্যাপারে তারা আরও সংঘবদ্ধ হলো। প্রত্যেকটি উপজাতি তাদের নিজস্ব মুসলমানদের সাথে এভাবে আচরণ করলো – তারা তাদেরকে বন্দি করে প্রহার করলো, খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত করলো; রৌদ্রের তাপে মক্কার মাটি যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন তার ওপর তাদেরকে শুইয়ে দিলো। এ ধরনের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, তারা যেনো তাদের নতুন ধর্ম ত্যাগ করে।

জুমা'য়া গোত্রপ্রধান উমাইয়ার একজন আফ্রিকান ক্রীতদাস ছিলো, তার নাম বেলাল। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী। উমাইয়া তাঁকে মধ্যাহ্নের সময় খোলা স্থানে নিয়ে যেতো, তাঁর বুকে প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে চিৎ করে শুইয়ে রাখতো এবং এ কথা ঘোষণা করতো যে, তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত অথবা মুহাম্মদকে অস্বীকার করে আল-লাত ও আল-উজ্জার উপাসনা না করা পর্যন্ত তাঁকে এভাবে রাখা হবে। অকথ্য এই নির্যাতন সহ্য করেও বেলাল বলতেন 'এক, এক'। একদিন ঘটনাক্রমে বৃদ্ধ ওয়ারাকা ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। বেলাল তখন ঐ অসহ্য নির্যাতনের মাঝেও বার বার 'এক, এক' ঘোষণা করছিলেন। ওয়ারাকা বললেন : 'ও বেলাল, সত্যি এক, এক।' অতঃপর তিনি উমাইয়ার দিকে ফিরে বললেন : 'আল্লাহর শপথ, এভাবে তুমি যদি তাকে মেরে ফেলো, আমি তাঁর কবরকে দরগাহ বানাবো।'

কুরাইশদের মধ্যে সবাই নিজ নিজ জ্ঞাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১৯৮।
২. কুরআন, ৩১ : ২৭।

www.bjilibrary.com

করতো না। আবু বকর নিজেই বনী জুমা'য়া গোত্রের বসবাসের এলাকায় একটি বাড়ি ক্রয় করেন। মহানবী আবু বকরের এই বাড়িতে প্রতিদিন বিকেলে যেতেন। এর অর্থ এই যে, অন্যান্য গোত্রের লোকের চেয়ে জুমা'য়া গোত্রের লোকেরা মহানবীকে বেশি করে দেখার সুযোগ পেতো। কথিত আছে যে, মহানবীর কাছে যে ওহী আসতো তার অংশবিশেষ আবু বকরের 'মুখমণ্ডলে লিখে রাখা হতো'। আবু বকরের মুখমণ্ডল তাই হয়ে ওঠে একটা পুস্তকের মতো। এ কারণে মক্কার ঐ এলাকায় তাঁর উপস্থিতি এক সময় সাদরে গৃহীত হলেও তা ঐ গোত্রের নেতৃবৃন্দের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠলো। তাঁর মাধ্যমেই বেলাল ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বেলালের ওপর নিপীড়নের মাত্রা প্রত্যক্ষ করে উমাইয়াকে বললেন : 'তোমার কি আল্লাহর ভয় নেই যে, তুমি গরিব এ লোকটার প্রতি এমন নির্দয় আচরণ করছো?' উমাইয়া ক্রুদ্ধভাবে বললো : 'আপনিই তাকে নষ্ট করেছেন। সুতরাং তাকে যে অবস্থায় দেখছেন তা থেকে তাকে মুক্ত করুন।' আবু বকর বললেন: 'আমি তাকে মুক্ত করবো। আমার কাছে একজন কৃষ্ণ যুবক আছে যে বেলালের চেয়ে বেশি কর্মঠ ও বলবান এবং সে তোমার ধর্মের লোক। বেলালের বদলে আমি তাকে তোমাকে দিচ্ছি।' উমাইয়া সম্মত হলো এবং আবু বকর বেলালকে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

ইতিমধ্যে আবু বকর অন্য ছ'জনকে মুক্ত করেন। প্রথম যাঁকে মুক্ত করেন তাঁর নাম আমীর ইবন্ ফুহায়রা। তিনি প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিকভাবে তিনি ছিলেন অতি উঁচু স্তরের ব্যক্তি। আমীর ছিলেন একজন মেষপালক এবং মুক্ত হওয়ার পর তিনি আবু বকরের মেষপালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উমরের ক্রীতদাসী একটি মেয়েকেও তিনি মুক্ত করে দেন। ঐ মেয়েটি ইসলাম গ্রহণ করলে উমর তাকে প্রহার করে ও ইসলাম ত্যাগ করার কথা বলে। ঘটনাক্রমে আবু বকর ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তিনি উমরের কাছে ঐ মেয়েটিকে তাঁর কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব দেন। উমর সম্মত হলে তিনি মেয়েটিকে কিনে নেন এবং তাকে মুক্ত করে দেন।

নির্যাতনকারীদের মধ্যে আবু জহলের প্রয়াস ছিলো অবিরাম। ইসলাম গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি ক্ষমতাশালী পরিবারের সমর্থন পেলে আবু জহল তাঁকে অপমান করতো, তাঁর সুনাম ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করতো এবং তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করতো। তিনি যদি ব্যবসায়ী হতেন তাহলে তাঁর মালপত্র বয়কটের হুমকি দিয়ে তাঁর ব্যবসা বন্ধ করে দিতো এবং এভাবেই তাঁকে ধ্বংস করে দিতো। তিনি যদি দুর্বল, অনাশ্রিত এবং স্বীয়

www.bjilibrary.com

গোত্রের হতেন তাহলে তাঁর ওপর সে নির্যাতন চালাতো। অন্যান্য গোত্রের সাথেও তার গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং সেই সব গোত্রের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে নির্যাতিত করার জন্য সে তাদের অনুরোধ করতো।

তার মাধ্যমেই তার গোত্রের লোকেরা ইয়াসির ও সুমাইয়া এবং তাঁদের পুত্র আমর-এর ওপর নির্যাতন চালায়। এ তিনজন ছিলেন তাদের গরিব মিত্র। তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। সুমাইয়ার ওপর অত্যাচার চালানোর ফলে তিনি মারা যান। মাখজুম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু লোকের ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার চালানো হতো যে তাঁরা তা সহ্য করতে পারতেন না। তাঁদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াতো যে, তাঁদেরকে যা-ই বলা হতো, তা-ই তাঁরা স্বীকার করতেন। তাঁদেরকে বলা হতো : 'আল-লাত এবং আল-উজ্জা কি আল্লাহর মতো নয়?' তাঁরা ইতিবাচক উত্তর দিতেন। তাদের পাশ দিয়ে গুবরে পোকা অতিক্রম করার সময় তাঁদেরকে বলা হতো : 'এই গুবরে পোকা কি আল্লাহর মতো নয়?' তাঁরা ইতিবাচক উত্তর দিতেন শুধুমাত্র যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য। কারণ ঐ যন্ত্রণা তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না।

তাঁদের এইসব উক্তি ছিলো মৌখিক – অন্তরের কথা নয়। তাঁরা অতি সংগোপনে ছাড়া ইসলাম ধর্ম পালন করতে পারতেন না এবং তাঁদের অনেকের কোনো গোপন স্থান ছিলো না। এ সময় তাঁদের সামনে একটা ঘটনা ঘটে গেলো। এ ঘটনা তাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। একজন যুবক নিজের জনগণ থেকে চলে গিয়ে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলো; তবুও সে অন্যান্য দেবতার বশ্যতা স্বীকার করলো না। মহানবী লক্ষ্য করলেন যে, নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐ যুবক চলে গেলেও তাঁকে কেউ অনুসরণ করলো না। তখন তিনি তাদের বললেন : 'তোমরা যদি আবিসিনিয়াবাসীদের দেশে চলে যাও তাহলে সেখানে একজন সম্রাটকে তোমরা পাবে যাঁর অধীন কেউ অন্যায়ভাবে নির্যাতিত হয় না। ধর্মের ব্যাপারে এই দেশটি অত্যন্ত উদার। তোমরা যে কষ্ট করছো তা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো উপায় আল্লাহ না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে থাকতে পারো।'[১] অতঃপর কয়েকজন সাহাবি আবিসিনিয়ার পথে যাত্রা শুরু করেন। ইসলামে এটাই প্রথম হিজরত।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ২০৮।

www.bjilibrary.com

আবিসিনিয়া

হিজরতকারীদের আবিসিনিয়ায় সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তাঁদের সাথে ছোট ছেলে-মেয়ে ছিলো। ছোট ছেলে-মেয়ে ছাড়াই তাঁদের সংখ্যা ছিলো প্রায় আশি। কিন্তু তাঁরা সবাই একসাথে যান নাই। তাঁদের হিজরত ছিলো অতি গোপনে। পরিকল্পিত এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা নির্বিঘ্নে চলে যান। তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও যদি তাঁদের হিজরতের বিষয়টি জানতে পারতো তাহলে তাঁদেরকে তারা বাধা দিতে পারতো। কিন্তু তাঁদের এ উদ্যোগ ছিলো সম্পূর্ণ ধারণাতীত। বিশ্বাসীরা তাঁদের গন্তব্যস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত কেউ কিছু অনুধাবনও করতে পারে নাই। কুরাইশ নেতারা সংকল্পবদ্ধ ছিলো যে, মুসলমানদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া যাবে না। তারা ধারণা করে যে, তাদের আয়ত্তের বাইরে মুসলমানরা যদি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে অনেকে তাদের সাথে যোগ দেবে এবং একটা শক্তিশালী সম্প্রদায় গড়ে তুলবে। এ কারণে তারা একটা পরিকল্পনা করলো। আবিসিনিয়াবাসী যে সব বস্তুর কদর করতো তারা সেই সব বস্তু জোগাড় করলো তাদের উপঢৌকন হিসেবে দেওয়ার জন্য। চামড়ার কাজকে তারা বেশি গুরুত্ব দিতো। ফলে তারা সুন্দর সুন্দর বহু আকর্ষণীয় চামড়া জোগাড় করলো। নীগাস (ইথিওপিয়ার সম্রাটের উপাধি) জেনারেলদের প্রত্যেককে উপযুক্ত উপঢৌকন দেওয়ার জন্য তারা এ কাজ করলো। সম্রাটের জন্যও মূল্যবান উপঢৌকন ছিলো। এরপর তারা অতি সতর্কতার সাথে দু'জন লোককে বাছাই করলো – এর মধ্যে একজন হলো সাহম গোত্রের আমর ইবনুল আ'স। তাদেরকে কি কাজ করতে হবে তাও বলে দেওয়া হলো; তারা প্রত্যেক জেনারেলের সাথে পৃথকভাবে দেখা করে উপঢৌকন প্রদান করে বলবে : 'আমাদের লোকদের মধ্যে কিছু মূর্খ যুবক ও মহিলা আপনার সাম্রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছে, কিন্তু আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করার জন্য নয়। তারা এমন একটা ধর্ম উদ্ভাবন করেছে যা আমাদের ও আপনাদের কাছে অপরিচিত। এই লোকদের

www.bjilibrary.com

গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমাদের আপনাদের সম্রাটের কাছে পাঠিয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি যেন তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। সুতরাং তাদের ব্যাপারে আমরা যখন সম্রাটের সাথে কথা বলবো তখন ঐ লোকদের সাথে কথা না বলার এবং তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করর জন্য তাঁকে পরামর্শ দেবেন। কারণ তাদের মঙ্গল কিসে, সে সম্পর্কে তাদের জনগণই উত্তমভাবে অবহিত।' সব জেনারেলই তাদের কথায় সম্মত হলো। এরপর কুরাইশদের ঐ দুই ব্যক্তি উপঢৌকনসহ সম্রাটের কাছে উপস্থিত হলো। তারা হিজরতকারীদের তাদের হাতে সোপর্দ করার অনুরোধ জানিয়ে সম্রাটের কাছে এমন যুক্তি উত্থাপন করলো, যা তারা পূর্বে জেনারেলদের কাছে উত্থাপন করেছিলো। তারা সম্রাটের কাছে অনুরোধ জানিয়ে বললো: 'এসব লোকের পিতা, চাচা ও নিকট আত্মীয়রা অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। এদেরকে ফেরত দেওয়ার জন্য তারা আপনার কৃপা প্রার্থনা করেছে।' ঐ সমাবেশে সব জেনারেলই উপস্থিত ছিলো তারা একবাক্যে উদ্বাস্তুদের ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে সম্রাটকে অনুরোধ জানালো এবং বললো যে, তাদের গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই এই লোকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। এ কথায় সম্রাট অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন : 'খোদার কসম, তা হয় না – তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেরত দেওয়া যায় না। ঐ লোকগুলো আমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, আমার দেশকে তারা বাসস্থানের জায়গা বলে বেছে নিয়েছে এবং আমাকে তারা সবার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় বলে গ্রহণ করেছে। তাদের সম্পর্কে এ দু'জন লোক যে কথা বলছে সে সম্পর্কে আমি তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করবো। এর পূর্বে তাদের আমি প্রত্যর্পণ করবো না। এ দু'জন লোক যে কথা বলছে তা যদি তারা সমর্থন করে তাহলে আমি তাদের প্রত্যর্পণ করবো, যেন তারা তাদেরকে নিজ জনগণের কাছে পুনর্বাসিত করতে পারে। তা যদি না হয় তাহলে তারা যতদিন প্রার্থনা করবে ততদিন আমি তাদের উত্তম আশ্রয়কারী হবো।'

এরপর তিনি মহানবীর সাহাবাগণকে ডেকে পাঠান। একই সাথে তিনি তাঁর ধর্মযাজকগণকেও একত্রিত করেন। ধর্মযাজকগণ সাথে করে নিয়ে আসেন তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ এবং সিংহাসনের চতুর্দিকে তা খুলে রাখেন। আমর এবং তার সহযোগী প্রতিনিধি সম্রাট ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে এ ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার আশা করেছিলো। তারা তাদের নিজেদের স্বার্থেই এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছিলো। তারা এ কথা অবহিত ছিলো না যে, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক কারণে আবিসিনীয়রা তাদেরকে গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু পৌত্তলিক বলে তারা তাদেরকে নীচু মনে করতো এবং উভয়ের মধ্যে

www.bjilibrary.com

যে একটা বাধা আছে সে ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সজাগ ছিলো। আবিসিনীয়রা ছিলো খ্রীষ্টান এবং তাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ। তারা ছিলেন ব্যাপটিস্ট – তাঁরা এক খোদার উপাসনা করতেন এবং তাঁরা যীশুর নৈশ ভোজনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতেন। এ কারণে তারা ধর্ম ও অধর্মের পার্থক্য সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন এবং তারা আমরের মতো লোকের ধর্মনিন্দা সম্পর্কে খুবই সজাগ ছিলেন। বিশ্বাসীদের পবিত্র একাগ্রতা ও বিশ্বাসের গভীরতা আবিসিনীয়দের সংবেদনশীল করে তোলে এবং তাদের সাহচর্য তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সম্রাট নিজেও তাদের ব্যাপারে ছিলেন সংবেদনশীল। ঠিক এই সময়ে রাজকীয় কামরায় তাদের উপস্থিতি যাজক ও উপস্থিত সকলকে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। তারা লক্ষ্য করে যে, আগত পুরুষ ও মহিলারা তাদের পূর্বে দেখা কুরাইশদের চেয়ে আলাদা এবং তারা তাদের প্রায় কাছাকাছি। তদুপরি, এই লোকগুলোর অধিকাংশই যুবক এবং তাদের অনেকের মধ্যে স্বাভাবিক খোদাভক্তির প্রকাশ মহান সৌন্দর্যে পরিস্ফুটিত।

তাদের সবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ খুবই প্রয়োজন ছিলো না। উসমানের পরিবার তাঁর মত পরিবর্তনের চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। যাহোক, মহানবী তাঁকে এবং তাঁর সাথে রুকাইয়াকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। তাঁদের উপস্থিতি ছিলো হিজরতকারীদের এক বিরাট শক্তির উৎস। আর একটি দম্পতি জাফর ও আসমার উপস্থিতি ছিলো সবার জন্য আনন্দদায়ক। তাঁরা ছিলেন আবু তালিবের আশ্রয়ে; কিন্তু উদ্বাস্তুদের প্রয়োজন ছিলো একজন মুখপাত্রের। আর জাফর ছিলেন একজন উত্তম বাগ্মী। অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষমতা তাঁর ছিলো। একবার মহানবী তাঁকে বলেন : 'তোমার চেহারা ও চরিত্র আমার মতো'।[১] উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তিনি জাফরকেই মনোনীত করেন। তাঁর আকর্ষণীয় গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তার কথা মূসা'বও সমর্থন করেন। আবদ্ আদ-দর গোত্রের যুবক মূসা'বকে মহানবী তাঁর স্বাভাবিক গুণাবলীর জন্য পরবর্তীকালে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ মিশনের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। একইভাবে ঐ দলে ছিলেন মাখজুম গোত্রের শাম্মাস নামে পরিচিত এক নামকরা যুবক। তাঁর মা ছিলেন উতবার বোন। তাঁর নামের অর্থ হলো 'সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর পাদরী'। তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয় একটা ঘটনার প্রেক্ষিতে। একবার তাঁর সমমর্যাদার একজন খ্রীষ্টান গণ্যমান্য ব্যক্তি মক্কা সফর করেন। তিনি দেখতে এমনই

১. ইবন্ সা'দ, খণ্ড ৪, পৃ. ১, ২৪।

www.bjilibrary.com

সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিলেন যে সাধারণ লোক তাঁকে প্রশংসা করতে শুরু করলো। এ সময় উতবা বলেন যে 'আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর শাম্মাস-কে তোমাদের এনে দেখাচ্ছি।' অতঃপর তিনি তাদের সামনে তাঁর বোনের ছেলেকে এনে দেখান। সাফিয়ার পুত্র জুবায়ের ছিলেন; আরও ছিলেন মহানবীর রক্তসম্পর্কীয় ভাইয়েরা। এদের মধ্যে ছিলেন আরওয়ার পুত্র তুলায়েব, উমাইয়ার দুই পুত্র, উবাইদুল্লাহর উমাইয়া স্ত্রী উম্মে হাবীবাসহ আবদুল্লাহ ইবন্ জাহাশ এবং উবাইদুল্লাহ; বাররাহর দুই পুত্র আবু সালামাহ ও আবু সাবরাহ এবং তাঁদের স্ত্রীগণ। সুন্দরী উম্মে সালামার বিবরণী থেকে প্রথম হিজরতকারীদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

তারা সবাই একত্রিত হলে সম্রাট তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'আপনারা এমন কি ধর্ম গ্রহণ করেছেন যা আপনাদেরকে নিজ জনগণ থেকে পৃথক করে দিয়েছে। অথচ আপনারা আমার ধর্ম গ্রহণ করেননি অথবা এমন কোনো ধর্ম গ্রহণ করেননি যা আমাদের চারপাশে আছে?' জাফর তাঁর কথার উত্তর দিলেন : 'হে সম্রাট, আমরা এমন এক ধরনের লোক ছিলাম যারা অজ্ঞ, মূর্তিপূজারী, উৎসর্গীকৃত নয় এমন পশুর মাংসভোজী, অত্যন্ত ঘৃণ্য ও বিরক্তিকর কাজ সম্পাদনকারী এবং সবল লোক ছিলো দুর্বলের ধ্বংসকারী। এরপর আল্লাহ আমাদের কাছে আমাদেরই মধ্য থেকে এমন একজন বাণীবাহককে পাঠালেন যাঁর বংশ আমরা জানি। তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে আমরা জানি এবং তাঁর বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রশংসনীয়। তিনি আমাদের আল্লাহর পথে আহ্বান জানালেন। আমরা যেন এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা যেভাবে পাথর ও মূর্তিকে পূজা করতাম তা থেকে বিরত হই; তিনি আমাদের সত্য কথা বলার, প্রতিজ্ঞা পালনের, রক্তের বন্ধনকে সম্মান করার এবং প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষার নির্দেশ দিলেন। তিনি পাপ কাজ ও রক্তপাত করা থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দিলেন। ফলে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করলাম তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক না করে। তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করলাম এবং যা অনুমোদন করেছেন তা গ্রহণ করলাম। এ কারণে আমাদের জনগণ আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেলো। তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য অত্যাচার করলো এবং আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে মূর্তি উপাসনা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করলো। এ কারণেই আমরা আপনার দেশে চলে এসেছি, সবার আগে আমরা আপনাকেই বেশি পছন্দ করেছি; আমরা আপনার আশ্রয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে আছি। আমরা আশা পোষণ করি হে সম্রাট, এখানে আপনার আশ্রয়ে আমাদের ওপর কোনো অন্যায় করা হবে না।'

www.bjilibrary.com

রাজকীয় দোভাষী জাফরের সব কথা অনুবাদ করে দিলেন। অতঃপর সম্রাট তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে মহানবী যে ওহী পেয়েছেন তার কিছু তাদের কাছে আছে কিনা। জাফর ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বলেন : 'আমাকে পড়ে শোনান।' জাফর সূরা মরিয়ম থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনালেন। তাঁদের হিজরতের কিছুদিন পূর্বে এই সূরাটি নাজিল হয় :

'এই কিতাবে মরিয়মের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তাঁর পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নিলো। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করলো। অতঃপর আমি তাঁর কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলো। মরিয়ম বললো : আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ ভীরু হও। সে বললো : আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাবো। মরিয়ম বললো : কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোনো মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? সে বললো : এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ করতে চাই। এটা তো স্থিরীকৃত ব্যাপার।'১

সম্রাট কেঁদে ফেললেন, তাঁর পাদ্রীগণও কাঁদলেন। জাফর যখন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করছিলেন তখন তাঁরা চোখের পানি সম্বরণ করতে পারলেন না। পবিত্র কুরআনের এই আয়াত তাদের কাছে যখন অনুবাদ করা হলো তখন তাঁরা আবার কাঁদলেন। সম্রাট বললেন : 'যীশুখ্রীষ্ট যেখান থেকে বাণী পেয়েছিলেন, এই বাণী সেই একই সূত্র থেকে এসেছে।' এরপর তিনি কুরাইশদের প্রেরিত দুই প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আপনারা চলে যেতে পারেন। আল্লাহর কসম, তাদেরকে আমি আপনাদের হাতে ছেড়ে দেবো না; তাদের সাথে প্রতারণা করা হবে না।'

রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে আসার সময় আমর তার সঙ্গীকে বললো : 'আগামীকাল আমি সম্রাটকে এমন এক বিষয়ে কথা বলবো যাতে তাদের মধ্যেকার এই অগ্রসরমান বন্ধন সমূলে ছিন্ন হয়ে যায়। আমি তাঁকে বলবো যে মরিয়মের পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে তারা দাস বলে মনে করে।' পরদিন সে সম্রাটের কাছে গিয়ে বললো : 'হে সম্রাট, মরিয়মের পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে

---

১. কুরআন, ১৯ : ১৬-২১।

www.bjilibrary.com

তারা নির্জলা মিথ্যা কথা বলে। তাদেরকে ডেকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন – এ সম্পর্কে তারা কি বলে।' যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে তারা কি বলে এ সম্পর্কে তাঁকে বলার জন্য সম্রাট তাদের পুনরায় ডেকে পাঠালেন। এ নিয়ে হিজরতকারীরা ভীষণ বিপদে পড়লেন। কারণ এ ধরনের বিপদ তাদের ওপর পতিত হয়নি কোনোদিন। এ বিষয়টি নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো এবং ঐ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে কি বলা যায় তা নিয়ে চিন্তা করলো। যদিও তারা সবাই জানতো যে, এ সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন তা বলা ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। তারা সম্রাটের কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন : 'মরিয়মের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে আপনারা কি বলেন?' জাফর উত্তর দিলেন 'আমাদের মহানবী তাঁর সম্পর্কে যে কথা আমাদের বলেছেন, সে কথাই আমরা বলি। মহানবী বলেন যে, তিনি আল্লাহর দাস, তাঁর বাণীবাহক, তাঁর রূহ এবং তাঁর কথা যা তিনি পবিত্রীকৃত কুমারী মরিয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।' সম্রাট এক টুকরা কাঠ হাতে নিয়ে বললেন : 'মরিয়মের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আপনারা যা বললেন তার বেশি কিছু নয় যেমন এই কাঠের টুকরাটি যতটুকু লম্বা তার বেশি কিছু নয়।' তাঁর চারপাশে বসে থাকা জেনারেলগণ এ কথা স্বীকার না করে অস্ফুটধ্বনি করলে তিনি বলেন যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য। অতঃপর তিনি জাফর ও তাঁর সাথীদের দিকে ফিরে বললেন : 'আপনারা চলে যান, আপনারা আমার দেশে নিরাপদ। সোনার পর্বতের বিনিময়েও আমি আপনাদের কাউকে কষ্ট দেবো না।' অতঃপর তিনি কুরাইশদের প্রতিনিধিদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে পরিচারকদের বললেন : 'ঐ দু'জন প্রতিনিধি যে উপঢৌকন এনেছিলো তা ফেরত দিয়ে দাও। ঐ উপঢৌকনের আমার কোনো প্রয়োজন নেই।' অতঃপর আমর ও তার সঙ্গী অসম্মানজনকভাবে মক্কায় ফিরে গেলো।

ইত্যবসরে, সম্রাট যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে যা বলেন তা জনগণের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। যীশুখ্রীষ্ট সম্পর্কে সম্রাটের কথায় তারা অস্বস্তি বোধ করলো এবং তারা সম্রাটের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাবি করলো এবং তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো। অতঃপর তিনি জাফর ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের জন্য নৌকা প্রস্তুত করতে বললেন। তিনি তাদেরকে বললেন যে, প্রয়োজন হলে তারা যেন নৌকায় করে চলে যায়। এরপর তিনি লেখার জন্য এক টুকরা পশুর চামড়া নিয়ে তার ওপর লিখলেন : 'তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ

www.bjilibrary.com

ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর দাস ও তাঁর বাণীবাহক এবং মরিয়মের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট হলেন তাঁর দাস, তাঁর বাণীবাহক, তাঁর রূহ এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।' অতঃপর তিনি ঐ চামড়া পত্রখানি জামার নিচে রাখেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আগত লোকদের সাথে দেখা করতে যান। তিনি তাদের বললেন : 'হে আবিসিনিয়াবাসী, আমি কি তোমাদের সম্রাট হিসেবে উত্তম নই?' তারা সবাই ইতিবাচক উত্তর দিলো। 'তাহলে তোমরা আমার জীবনকে কিভাবে মূল্যায়ন করো?' তারা উত্তরে বললো : 'আপনার জীবন সর্বোত্তম।' সম্রাট বললেন : 'তাহলে তোমরা বিচলিত হয়েছো কেন?' তারা বললো : 'আপনি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন এবং আপনি মনে করেন যে, যীশুখ্রীষ্ট একজন দাস।' সম্রাট বললেন : 'তোমরা যীশুখ্রীষ্টকে কি বলো?' তারা উত্তর দিলো : 'আমরা বলি যে যীশুখ্রীষ্ট আল্লাহর পুত্র।' অতঃপর তিনি তাঁর বুকের ওপর হাত রাখলেন, এমন জায়গায় হাত রাখলেন যার নিচে চামড়া পত্রখানি ছিলো। তিনি 'এর' ওপর অর্থাৎ চামড়া পত্রে লিখিত বক্তব্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। অথচ আবিসিনীয় জনগণ মনে করলো যে, সম্রাট তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।[১] ফলে তারা সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে গেলো। কারণ তারা সম্রাটের শাসনে সুখী ছিলো। তারা শুধু সম্রাটের কাছ থেকে পুনরায় নিশ্চয়তা চেয়েছিলো। অপরদিকে, সম্রাট জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁরা যেন নৌকা থেকে অবতরণ করে তাঁদের বাসস্থানে ফিরে যায় যেখানে তারা পূর্বে বসবাস করছিলো। সেখানে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তিতে বসবাস করার কথা বললেন তিনি।

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২২৪।

www.bjilibrary.com

উমর

কুরাইশদের দুই প্রতিনিধি মক্কায় ফিরে এসে যখন তাদের প্রত্যাখ্যাত এবং আবিসিনীয় সম্রাটের কাছে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর দিলো তখন কুরাইশরা অত্যন্ত রুষ্ট ও নিরুৎসাহিত হলো। অনতিবিলম্বে তারা আবু জহলের দিক-নির্দেশনায় বিশ্বাসীদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো। আবু জহলের ভাইপো উমর চাচার নির্দেশ পালনে ছিলো অত্যন্ত প্রচণ্ড এবং অপ্রতিরোধ্য। এ সময় উমরের বয়স ছিলো প্রায় ছাব্বিশ বছর, সত্যিকারের একজন বলিষ্ঠ যুবক। কোনো ব্যাপারে তাকে প্রতিহত করা মোটেই সহজ ছিলো না এবং সে ছিলো অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চাচার তুলনায় সে ছিলো ধার্মিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো নতুন ধর্মের বিরোধিতা করা। কা'বাকে শ্রদ্ধা করার জন্য এবং কা'বার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দেবতা ও দেবীদের সম্মান করার লক্ষ্যে খাত্তাব তাকে লালিত-পালিত করে। তার মাঝে পবিত্র এক ঐক্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো – সেই ঐক্যের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না বা তাকে খাটো করা যাবে না। কুরাইশরাও ছিলো এক ও অভিন্ন; কিন্তু মক্কা এখন দুটো ধর্ম ও দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছে যে, এই সমস্যার কারণ মাত্র একটি। এই সমস্যার মূল কারণ ঐ লোকটিকে সরিয়ে দাও। তাহলে সবকিছু আগের মতো হয়ে যাবে। এ ছাড়া ঐ সমস্যা সমাধানের আর কোনো নিশ্চিত পথ বা উপায় নেই। সমস্যা সমাধানের এ পথটির চিন্তায় সে সব সময় বিভোর থাকতো। এবং সত্য সত্যই একদিন সে সুযোগ এসে গেলো। আবিসিনিয়া থেকে দুই প্রতিনিধি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর তার মনে আকস্মিকভাবে ক্রোধ দেখা দিলো এবং সে তার লালিত বাসনা কার্যে পরিণত করতে প্রস্তুত হলো। তরবারি হাতে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। বাড়ি থেকে রওনা দেওয়ার পর পরই সে তার সমগোত্রের লোক নূ'য়ায়েম ইবন্ আবদুল্লাহর মুখোমুখি হলো। নূ'য়ায়েম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি উমর ও তার লোকদের ভয়ে তা গোপন রাখেন। উমরের চোখে-মুখে প্রচণ্ডতার প্রকাশ লক্ষ্য করে

www.bjilibrary.com

সে কোথায় যাচ্ছে তা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। 'আমি স্বধর্মত্যাগী মুহাম্মদের কাছে যাচ্ছি। মুহাম্মদ কুরাইশদের দ্বিধাবিভক্ত করেছে। আমি তাঁকে হত্যা করবো', উমর বললো। নূ'য়ায়েম তাকে এই বলে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন যে, এ কাজ করতে গেলে সে নিজেই নিহত হতে পারে। কিন্তু এ কথায় উমরের কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না। এ জন্য তিনি অন্য এক উপায় অবলম্বন করলেন যেন তার যাত্রা বিলম্বিত হয় এবং উমর সম্পর্কে তিনি অন্যকে সতর্ক করতে পারেন। এ কাজের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সহমর্মী মুসলমানদের প্রতারিত করলেন যারা তাঁর মতো ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। তিনি অবশ্য মনে করলেন যে, তাঁরা এ কাজের জন্য তাঁকে ক্ষমা করবেন এবং যে পরিস্থিতিতে তিনি ঐ পন্থা অবলম্বন করেন তার জন্য তাঁরা হয়তো তাঁর কাজের প্রশংসাও করতে পারেন। তিনি বললেন : 'হে উমর, তুমি প্রথমে তোমার নিজের বাড়ির লোকদের কাছে গিয়ে তাদের সঠিক পথে আনার ব্যবস্থা করছো না কেন?' উমর বললো : 'আমার বাড়ির লোকেরা কারা?' নূ'য়ায়েম বললেন : 'তোমার ভগ্নীপতি সা'য়িদ এবং তোমার বোন ফাতিমা। তাঁরা দু'জনেই মুহাম্মদের ধর্মের অনুসারী। তুমি যদি মনে করো তাহলে তাদের মাথার ওপর এই তরবারি পড়তে পারে!' আর কোনো কথা না বলে উমর ঘুরে দাঁড়ালো এবং সোজা তার বোনের বাড়ির পথে যাত্র শুরু করলো। খাব্বাব নামে জুহরা গোত্রের এক গরিব মিত্র প্রায়ই সা'য়িদ ও ফাতিমাকে কুরআন শরীফ থেকে পাঠ করে শোনাতেন; এ সময় খাব্বাব তাঁদের সাথেই ছিলেন। তাঁদের কাছে সম্প্রতি নাজিলকৃত তা'হা[১] সূরার কয়েকটি আয়াত লিখিত অবস্থায় ছিলো। ঐ আয়াত তাঁরা একসঙ্গে পাঠ করছিলেন। উমরকে ক্রুদ্ধ স্বরে ফাতিমার নাম ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসতে দেখে খাব্বাব ঘরের কোনায় লুকালেন এবং ফাতিমা ঐ আয়াতের পত্রটি নিজের ঢিলা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু উমর তাঁদের কুরআন পাঠ শুনতে পায় এবং ঘরের মধ্যে এসে সে বললো : 'তোমাদেরকে বিড় বিড় করে কি পড়তে শুনলাম?' তাঁরা তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন যে, সে কিছুই শোনেনি। উমর বললো : 'না, আমি শুনেছি। আমি আরও শুনেছি যে তোমরা দু'জনে মুহাম্মদের অনুসারী হয়েছো।' অতঃপর সে সা'য়িদের কাছে গিয়ে তাঁকে জাপটিয়ে ধরলো। ফাতিমা তাঁর স্বামীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে উমর তাঁকে ঘুষি মারলো। এতে তাঁর দেহের চামড়া থেতলে গেলো। তাঁরা বললেন : 'হ্যাঁ,

---

১. কুরআন, ২০।

www.bjilibrary.com

ঠিক তাই। আমরা মুসলমান এবং আমরা আল্লাহ ও তাঁর বাণীবাহকের ওপর বিশ্বাস করি। আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।' ফাতিমার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিলো। উমর রক্ত দেখে দুঃখ প্রকশ করলো। তার মধ্যে একটা আকস্মিক পরিবর্তন এলো। সে তার বোনকে বললো : 'তোমরা যা পাঠ করছিলে সেই পত্রটি আমাকে দাও। আমার মনে হচ্ছে, তোমরা তা এখনও পাঠ করছো। মুহাম্মদ কি বাণী এনেছে তা আমি দেখতে চাই।' তাঁদের মতো উমরও পড়তে পারতো। কিন্তু সে যখন আয়াত লেখা ঐ পত্রটি চাইলো তখন ফাতিমা বললেন : 'এই আয়াত-পত্রটি আপনাকে দিতে আমাদের ভয় হয়।' উমর বললো : 'ভয় পেয়ো না।' এরপর সে তরবারি ঝুলিয়ে রাখার কোমরবন্দ খুললো, তরবারি নিচে রাখলো এবং তার খোদার নামে শপথ করে বললো যে, সে ঐ আয়াতটি পড়ে তাদেরকে আবার ফেরত দিয়ে দেবে। ফাতিমা লক্ষ্য করলেন যে, তার স্বর নরম হয়েছে এবং তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করলেন যে, উমর ইসলাম গ্রহণ করুক। তিনি বললেন : 'ভাই আমার, মূর্তি পূজার মাধ্যমে আপনি নিজেকে অপবিত্র করেছেন। একমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই এই আয়াত স্পর্শ করতে পারে।' অতঃপর উমর পানি দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করলো এবং তখন ফাতিমা আয়াতের ঐ পত্রটি তাকে দিলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিলো 'তা'হা' সূরার প্রারম্ভিক আয়াত। উমর পড়তে শুরু করলেন। তিনি আয়াতটি পড়ার পর মন্তব্য করলেন : 'এ কথাগুলো কত সুন্দর ও কত উদার।' খাব্বাব এ কথা শুনে গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি বললেন : 'উমর, আমি মনে করি যে, মহানবীর প্রার্থনার জন্য আল্লাহ আপনাকে মনোনীত করেছেন। মহানবীকে আমি গতকাল প্রার্থনা করতে শুনেছি যে তিনি বলছেন 'হে আল্লাহ, হিশামের পুত্র আবুল হাকাম বা খাত্তাবের পুত্র উমরকে দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করে দাও।' উমর বললেন : 'হে খাব্বাব, মুহাম্মদ এখন কোথায় আছেন? আমি তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবো।' খাব্বাব তাঁকে বললেন যে, মহানবী এখন সাফা গেটের পাশে আরকামের গৃহে অনেক সাহাবিসহ আছেন। উমর তাঁর তরবারি পুনরায় কোষবদ্ধ করলেন এবং সাফায় গিয়ে ঐ গৃহের দরজায় করাঘাত করলেন এবং নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। গৃহের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে নূ'য়ায়েম পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ফলে উমরের আগমন তাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলো না। কিন্তু তাঁরা উমরের অবদমিত কণ্ঠস্বরে অবাক হলেন। মহানবীর একজন সাহাবি দরজার কাছে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন এবং বিমর্ষ মনে ফিরে এলেন। তিনি বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, দরজায় উমর দাঁড়িয়ে

www.bjilibrary.com

আছেন এবং তাঁর হাতে তরবারি।' হামজা বললেন : 'তাঁকে ভিতরে আসতে দিন। তিনি যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন তাহলে আমরা তাঁকে অনেক ভালো কিছু দেবো। আর তিনি যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন তাহলে আমরা তাঁকে তরবারি দিয়েই হত্যা করবো।' মহানবী সম্মত হলেন যে, তাঁকে ঘরের মধ্যে আসতে দেওয়া হোক। অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর কাছে গেলেন, তাঁর কোমর ধরে ঘরের মাঝখানে টেনে আনলেন। তিনি বললেন : 'হে খাত্তাবের পুত্র, তুমি এখানে কি জন্যে এসেছো? তোমার ওপর আল্লাহর বিপদ আপতিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি প্রতিহত হবে না বলে মনে হয়।' উমর বললেন : 'হে আল্লাহর বাণীবাহক, আমি আপনার কাছে এ জন্য এসেছি যেন আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীর ওপর এবং আল্লাহর কাছ থেকে তিনি যে বাণী এনেছেন তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি।' মহানবী বললেন : 'আল্লাহু আকবর (আল্লাহ মহান)।' মহানবী এ কথা এমনভাবে বললেন যে, ঐ গৃহের সব পুরুষ ও মহিলা জানতেন যে উমর ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাঁরা সবাই আনন্দ প্রকাশ করলেন।১

উমর ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ সংবাদ গোপন করার কোনো প্রশ্ন ছিলো না। তিনি সবার কাছে, বিশেষ করে যারা মহানবীর প্রতি বেশি শত্রুভাবাপন্ন ছিলো তাদের কাছে এ কথা বলতে চাইলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি প্রায়ই বলতেন : 'ঐ রাতে ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি মনে মনে বলি : মক্কায় যে সব লোক আল্লাহর বাণীবাহকের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুভাবাপন্ন তাদের কাছে গিয়ে বলি যে, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার মন থেকে উত্তর এলো : আবু জহল। ফলে পরদিন সকালে আমি আবু জহলের বাড়ি গিয়ে তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জহল বাইরে এসে বললো : 'আমার বোনের ছেলেকে সাদর সম্ভাষণ। কি জন্য তুমি এসেছো বলো।' আমি উত্তর দিলাম : 'আমি আপনাকে এ খবর দেওয়ার জন্য এসেছি যে আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি যে সত্য এনেছেন তা আমি সমর্থন করি।' আবু জহল বললো : 'তোমার ওপর খোদার অভিশাপ পড়ুক এবং তুমি যে সংবাদ এনেছো তার ওপর খোদার অভিশাপ পড়ুক।' এরপর সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো।'২

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২২৭।
২. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৩০।

www.bjilibrary.com

নিষেধাজ্ঞা ও তা রদকরণ

উমরের নিকট এটা সহনীয় ছিলো না যে, কুরাইশরা কা'বা ঘরে প্রকাশ্যে তাদের দেব-দেবীর পূজা করবে আর মুসলমানরা গোপনে আল্লাহর ইবাদত করবে। এ কারণে তিনি কা'বা ঘরের সামনে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এবং অন্য মুসলমানদেরকেও তিনি তাঁর সাথে নামাজ পড়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। অনেক সময় তিনি এবং হামজা বহু মুসলমানকে সাথে নিয়ে পবিত্র গৃহের অঙ্গনে প্রবেশ করতেন এবং এ সময় কুরাইশ নেতারা দূরে সরে থাকতো। এভাবে চুপ করে থাকা এবং এ ধরনের ঘটনা প্রতিহত করতে গেলে উমর কোনো বাধাই মানবে না। যুবক এই লোকটাকে তারা তাঁর কল্পনা থেকে নিবৃত্ত করতে দৃঢ় সংকল্প হলো যে, সে তাদের পরাজিত করেছে। আবু জহলের চাপে তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, হাশিম গোত্রের ওপর তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। আবু লাহাব ছাড়া হাশিম গোত্রের লোকেরা তাদের জাতিকে রক্ষা করতে সংকল্পবদ্ধ হলো – তারা তাকে নবী হিসেবে মানুক বা না মানুক এটা বিবেচ্য বিষয় ছিলো না। তারা একটা দলিল প্রস্তুত করলো। ঐ দলিলের মর্মার্থ হলো এই যে, কোনো লোক হাশিম গোত্রের কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না বা হাশিম গোত্রের কোনো ছেলের কাছে তাদের মেয়েকে বিয়ে দেবে না; কেউ তাদের কাছে কোনো জিনিস বিক্রি করবে না বা তাদের কাছ থেকে কেউ কোনো জিনিস ক্রয় করবে না। হাশিম গোত্রের লোকেরা মুহাম্মদকে আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত না করা পর্যন্ত বা মুহাম্মদ তাঁর নবী হওয়ার দাবি প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। কমপক্ষে চল্লিশ জন কুরাইশ নেতা এই চুক্তিতে সাক্ষর দিলো। অবশ্য সবাই এই চুক্তির পক্ষে ছিলো না এবং অনেককে জোর করে রাজি করানো হলো। মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা তাদের হাশেমী গোত্রের ভাইদের পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করলো। অথচ তাদেরকে এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দলিলখানি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে কা'বা গৃহের মধ্যে লটকিয়ে দেওয়া হলো।

www.bjilibrary.com

পারস্পরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য হাশিম গোত্রের লোকেরা মক্কার ঢালু এলাকায় আবু তালিবের বাড়িতে সমবেত হলো। এই এলাকায় আবু তালিবসহ ঐ গোত্রের প্রায় সবাই বসবাস করতো। ঐ এলাকায় মহানবী ও খাদীজাসহ তাদের পরিবারের অন্যান্য লোকজন বসবাসের জন্য আসার পর আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী ঐ এলাকা ছেড়ে অন্য এক এলাকায় তাদের নিজস্ব অপর একটা বাড়িতে চলে যায়। সামগ্রিকভাবে কুরাইশদের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে তারা ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আরোপিত নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে সব সময় পালিত হচ্ছিলো না। এই নিষেধাজ্ঞার ত্রুটিগুলোও লক্ষ্য করা সম্ভব ছিলো না। কারণ কোনো মহিলা অন্য কোনো গোত্রের কারও সাথে বিয়ের পরও সে নিজের পরিবারের সদস্য থাকতো। আবু জহল সব সময় সতর্ক অবস্থায় থাকলেও সব ক্ষেত্রে সে তার নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারতো না। একদিন সে খাদীজার ভাইপো হাকিমের সাথে দেখা করলো। হাকিমের সাথে একজন ভৃত্য ছিলো, সে বহন করছিলো ময়দা। তারা হাশিম গোত্রের একজন লোকের বসতবাড়ি ঠিক করার জন্য আসছিলো বলে মনে হয়। আবু জহল তাদেরকে শত্রুদের জন্য খাবার আনার জন্য অভিযোগ উত্থাপন করলো এবং কুরাইশদের সামনে হাকিমকে প্রত্যাখ্যান করার হুমকি দিলো। তারা যখন পরস্পরের মধ্যে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিলো তখন সেখানে আসাদ গোত্রের আবুল বখতারী নামে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে ঘটনা কি জানতে চাইলো। ঘটনা সম্পর্কে তাকে অবহিত করার পর সে আবু জহলকে বললো : 'এ ময়দা তার চাচীর এবং এ জন্য সে তাকে পাঠিয়েছিলো। লোকটাকে যেতে দাও।' হাকিম বা আবুল বখতারী মুসলমান ছিলো না। এক ব্যাগ ময়দা আসাদ গোত্রের একজন লোকের কাছ থেকে অন্য গোত্রের একজন লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এটা ঐ গোত্রের বাইরে কারও মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে না। মাখজুম গোত্রের লোকের এই হস্তক্ষেপ ছিলো ভীষণ অবমাননাকর ও অসহ্যকর। আবু জহল নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে আবুল বখতারী উটের চোয়ালের হাড় নিয়ে তার মাথায় এমন জোরে আঘাত করলো যে, সে প্রায় মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। ঐ সময় হামজা ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য সবাই তাকে পদদলিত করলো।

হাকিম তার অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে ছিলো। কিন্তু অন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতির কারণে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। আমীর গোত্রের হিশাম ইবন্ আমর হাশেমীদের সাথে রক্তসম্পর্কিত ছিলো

www.bjilibrary.com

না। কিন্তু তার পরিবার ঐ গোত্রের সাথে বৈবাহিক সূত্রে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলো। রাতে সে প্রায়ই উট বোঝাই খাদ্য নিয়ে আবু তালিবের গৃহে প্রবেশের পথে নিয়ে আসতো। অতঃপর সে উটের দড়ি খুলে নিয়ে উটকে আঘাত করতো এবং উট তার গৃহের কাছে চলে যেতো। অন্য আর এক রাতে সে কাপড় ও উপহার সামগ্রী বোঝাই করে একইভাবে উট পাঠিয়ে দিতো।

অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে এ ধরনের সাহায্য ছাড়াও অন্যান্য গোত্রের মুসলমানরা বিশেষ করে আবু বকর ও উমর ঐ নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থ করার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেন। ইতিমধ্যে দুই বছর পার হয়ে গেছে। এ সময় আবু বকর আর ধনী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ছিলেন না। তবু এ ধরনের সাহায্য ছাড়াও দুটো ক্ষতিগ্রস্ত গোত্রের লোকদের নিয়মিত খাদ্য ঘাটতি থাকতো এবং অনেক সময় এই ঘাটতির পরিমাণ এমন বেশি হতো যে, তা দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করতো।

পবিত্র মাসগুলোতে তারা নিজের ঘরে ফিরে যেতে এবং লাঞ্ছিত হওয়ার ভয় থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতো। এ সময় মহানবী প্রায়ই পবিত্র গৃহে যেতেন। কুরাইশ নেতারা তখন সুযোগ মতো তাঁকে অপমান ও উপহাস করতো। মাঝে মাঝে যখন তিনি অবতীর্ণ আয়াত পাঠ করে অতীতে জনগণের কি অবস্থা হয়েছিলো তা বর্ণনা করে কুরাইশদের সতর্ক করতেন তখন আবদ্ আদ-দর গোত্রের নদর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বলতো : 'খোদার কসম, মুহাম্মদ আমার চেয়ে খুব ভালো বক্তা নয়। তাঁর কথা শুধু প্রাচীন লোকদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের কথা যেমন তাঁর জন্যে লেখা হয়েছে, তেমনি আমার জন্যেও আমার কথা লেখা হয়েছে।' তারপর সে তাদেরকে রুস্তম ও ইসফানদিয়ার এবং পার্শিয়ার সম্রাটদের কাহিনী শোনাতো। এই প্রেক্ষিতে একাধিক আয়াত অবতীর্ণ হয় যেখানে অন্তরকে ধীশক্তির আধার বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা মানুষ অতীন্দ্রিয় বাস্তবতার দৃশ্য অবলোকন করতে পারে। অধঃপতিত মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যদিও বন্ধ থাকে, তবু তা ক্ষীণভাবে দীপ্যমান আলো গ্রহণ করতে পারে এবং এটাই হলো বিশ্বাস। কিন্তু অসৎ জীবন যাপন করার জন্য অন্তরের ওপরে মরিচা জমা পড়ে যায়। ফলে তা আল্লাহর বাণীর স্বর্গীয় উৎপত্তি অনুধাবন করতে পারে না। 'তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে : পুরাকালের উপকথা। কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।'১ এই

১. কুরআন, ৮৩ : ১৩-১৪।

www.bjilibrary.com

অবস্থার বিপরীতে আছে অন্তদৃষ্টির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা। মহানবী একাধিকবার দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, এমনকি ঘুমের মধ্যেও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি খোলা থাকে : 'আমার চোখ ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু আমার অন্তর জেগে থাকে।'১

অন্য এক ওহীতে এখন অনুমোদন করা হয় যে, আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী দোজখে যাবে।২ মহানবীর সমসাময়িক কালে মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হয়। উম্মে জামিল এ কথা শুনে মহানবীর খোঁজে মসজিদে যায়। তার হাতে ছিলো একখণ্ড পাথর। মহানবী ও আবু বকর তখন ওখানেই বসে ছিলেন। উম্মে জামিল আবু বকরের কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : 'আপনার সাথী কোথায়?' আবু বকর জানতেন যে ঐ মহিলা মহানবীর কথা বলছে। ঐ মহিলার সামনেই মহানবী বসেছিলেন। এ সম্পর্কে কোনো কথা বলতে তাঁর বিস্ময় বোধ হলো। মহিলাটি বললো : 'আমি শুনেছি যে, ঐ লোকটি আমার নামে বিদ্রুপ করে কিছু লিখেছেন। খোদার কসম, আমি যদি তাঁকে পেতাম তাহলে এই পাথর খণ্ড দিয়ে তাঁর মুখ ভেঙ্গে দিতাম।' অতঃপর ঐ মহিলাটি আবার বললো : 'আমি নিজেও একজন কবি' এবং সে মহানবী সম্পর্কে একটা কবিতা পাঠ করলো :

'আমরা ঐ দুশ্চরিত্র লোককে অমান্য করি,
তার নির্দেশকে আমরা উপহাস করি,
আর তার ধর্মকে করি ঘৃণা।'

ঐ মহিলা চলে গেলে আবু বকর মহানবীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, মহিলা কি তাঁকে দেখতে পায়নি। মহানবী বললেন : 'সে আমাকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ তার দৃষ্টি আমার ওপর থেকে তুলে নেন।' 'বিদ্রুপপূর্ণ'-এর আরবি শব্দ 'মুধাম্মাম'-এর অর্থ হলো দোষারোপ করা হয়েছে। ঠিক 'মুহাম্মদ'-এর অর্থের বিপরীত। মুহাম্মদ-এর অর্থ প্রশংসিত, গৌরবান্বিত। অনেক কুরাইশ তাঁকে মুহাম্মদ না বলে 'মুধাম্মাম' বলতো শুধুমাত্র গালাগালি করার জন্যে। মহানবী তাঁর সাহাবিদের প্রায়ই বলতেন : 'কুরাইশদের ক্ষতিকর প্রয়াস আমার কাছ থেকে আল্লাহ বিপরীতমুখী করেছেন। এটা সত্যি বিস্ময়কর। তারা মুধাম্মামকে গালাগালি করে, অথচ আমি মুহাম্মদ।'৩

হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দুই বছর বা তার কিছু বেশি সময় ধরে চলে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার ফলে কোনো কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হয় নাই। বরং এটা তাদের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত ও অভাবিত ফল

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ৩৭৫; বুখারী. ১৯. ১৬ ইত্যাদি।
২. কুরআন, ১১১।
৩. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৩৪।

www.bjilibrary.com

বয়ে আনে। এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে সবাই মহানবীর দিকে বেশি করে দৃষ্টি দিতে শুরু করে এবং নতুন ধর্ম নিয়ে সারা আরবে আলোচিত হতে থাকে। এসব বিবেচনা ছাড়াও অনেক কুরাইশ ঐ নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে দ্বিতীয় বার চিন্তা করতে শুরু করে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে যাদের গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিলো, সেই সব কুরাইশ এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে। মানসিক পরিবর্তনের সময় এসে গিয়েছিলো এবং এ ক্ষেত্রে প্রথম যে ব্যক্তি উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি হলেন হিশাম। এই হিশামই হাশেমীদের জন্যে প্রায়ই উট বোঝাই খাদ্য ও পোশাক পাঠিয়ে দিতেন। তিনি জানতেন যে, এ ব্যাপারে তিনি নিজে কিছু অর্জন করতে পারবেন না। তাই তিনি মাখজুম গোত্রের জুহায়ের-এর কাছে গেলেন। এই জুহায়ের হলেন মহানবীর চাচী আতিকার দুই পুত্রের একজন। জুহায়েরকে হিশাম বললেন : 'আপনার মাতার রক্ত-সম্পর্কীয়রা বিপদে আছে জেনেও আপনি কি খাদ্য খেয়ে, পোশাক পরিধান করে এবং বিয়ে করে পরিতৃপ্ত আছেন? তারা কিছু না কিনতে পারে, না বেচতে পারে; তারা বিয়ে করতে পারে না, কাউকে বিয়ে দিতে পারে না। আমি খোদার কসম করে বলছি যে, তারা যদি আবুল হাকামের (আবু জহল) মায়ের ভ্রাতৃসম্পর্কীয় হয়, তাহলে তিনি আপনাকে যা করতে বলতেন আপনি তাকে তাই করতে বলুন। তিনি অবশ্যই এ কাজ কখনও করতেন না।' জুহায়ের বললেন : 'হিশাম, আপনি ভুল করলেন। আমি কি করতে পারি? আমি একা। আমার সাথে যদি আমি আর একজনকে পেতাম তাহলে নিষেধাজ্ঞা বাতিল না করা পর্যন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করতাম না।' হিশাম বললেন : 'আমি একজন লোককে পেয়েছি।'

'তিনি কে?'

'আমি নিজে।'

জুহায়ের বললেন : 'একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে খুঁজুন।'

অতঃপর হিশাম গেলেন মুত'য়ীম ইবন্ আদীর কাছে। মুত'য়ীম ইবন্ আদী হলেন নওফল গোত্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং তিনি নওফলের প্রপৌত্র এবং হাশিম ও মুত্তালিবের ভাই। হিশাম বললেন : 'এ ইচ্ছা কি আপনি পোষণ করেন যে, আবদু মানাফ-এর পুত্রদের মধ্যে দুই পুত্র ধ্বংস হয়ে যাক এবং আপনি কুরাইশদের কাজকে সমর্থন করে যাবেন? খোদার কসম, আপনি যদি তাদের এ কাজকে সমর্থন করেন তাহলে অতি শীঘ্র তারা অনুরূপ কাজ আপনার বিরুদ্ধেও করবে।' মুত'য়ীম চতুর্থ একজন ব্যক্তি প্রার্থনা করলেন। অতঃপর হিশাম গেলেন আসাদ গোত্রের আবুল বখতারীর কাছে। এই লোকটি খাদীজার এক ব্যাগ ময়দার কারণে আবু

www.bjilibrary.com

জহলকে আঘাত করেছিলেন। তিনি যখন পঞ্চম এক ব্যক্তির কথা বললেন, তখন তিনি আসাদ গোত্রের অপর এক ব্যক্তি জাম'য়া ইবন্ আল আসওয়াদ-এর কাছে গেলেন। তিনি পঞ্চম ব্যক্তি হতে রাজি হলেন কিন্তু ষষ্ঠ ব্যক্তি খোঁজার কথা বললেন না। তাঁরা সবাই ঐ রাতে মক্কার কাছে হাজুন শহরতলীতে মিলিত হলেন এবং সেখানে তাঁরা তাঁদের কার্যপদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, নিষেধাজ্ঞার দলিল বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা নিষ্ক্রিয় হবেন না। জুহায়ের বললেন : 'আমিই সবচেয়ে নিকট সম্পর্কীয়। সুতরাং আমিই প্রথম কথা বলবো।'

পরদিন সকালে তাঁরা সবাই মসজিদে জমায়েত হওয়া লোকদের সাথে যোগ দিলো। জুহায়ের লম্বা ঢিলে-ঢালা পোশাক পরে কা'বা শরীফ সাত বার প্রদক্ষিণ করলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : 'হে মক্কার জনগণ, হাশিমের পুত্ররা যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তারা যখন কিছু কিনতে পারছে না, কিছু বেচতে পারছে না তখন আমরা কি খাদ্য গ্রহণ করবো এবং পোশাক পরিধান করবো? খোদার কসম, এই অবিবেচনাপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা না ছেড়া পর্যন্ত আমি বসে থাকবো না।' তাঁর চাচাত ভাই আবু জহল বললো : 'তুমি মিথ্যা বলছো। এই নিষেধাজ্ঞা পত্র ছেড়া যাবে না।' জাম'য়া বললেন : 'তুমিই বেশি মিথ্যা বলছো। এটা যখন লেখা হয় তখন আমরা এর পক্ষে ছিলাম না।' আবুল বখতারী বললেন : 'জাম'য়া ঠিকই বলছে। এই নিষেধাজ্ঞা পত্রে যা লেখা আছে আমরা তার পক্ষে ছিলাম না বা আমরা তা সমর্থন করি না।' মুত'য়ীম বললেন : 'তোমরা দু'জনেই সত্য কথা বলছো। এ কথা যারা স্বীকার করে না তারাই মিথ্যাবাদী। এই নিষেধাজ্ঞা এবং এতে যা লেখা আছে সে ব্যাপারে আমরা নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে আমরা খোদার সাক্ষী মানছি।' এ সম্পর্কে হিশাম আরও অনেক কিছু বললেন। আবু জহল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো যে, তারা রাতারাতি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সময় মুত'য়ীম ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটালেন। তিনি কা'বা ঘরে গিয়ে টাঙ্গানো দলিল ছিড়ে ফেললেন। তিনি বিজয়ীর বেশে হাতে এক টুকরা লেখা চামড়া নিয়ে ফিরে এলেন। পোকায় ঐ নিষেধাজ্ঞা খেয়ে ফেলেছে। শুধু বাকী আছে প্রারম্ভিক কথা 'তোমার নামে হে খোদা'।

ইতিমধ্যে প্রায় সব কুরাইশ তাদের মত পরিবর্তন করে এবং তাদের প্রশ্নহীনতা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্ব লক্ষণ ছিলো। আবু জহল এবং তার মতো দু'একজন জানতো যে, তাদের বাধা প্রদান নিষ্ফল হবে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হলো। কুরাইশদের এক প্রতিনিধি দল হাশিম

www.bjilibrary.com

ও মুত্তালিব-এর লোকদের কাছে এই সুখবর দেওয়ার জন্যে গমন করলো।

নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর মক্কার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। এমনকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতাও সাময়িকভাবে অনেকটা কমে এলো। এ সম্পর্কিত অতিরঞ্জিত রিপোর্ট আবিসিনিয়ায় পৌঁছে গেলো। উদ্বাস্তুদের অনেকেই তৎক্ষণাৎ মক্কায় ফিরে আসার প্রস্তুতি নিলো। জাফর সহ অনেকেই কিছুদিনের জন্য সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ইতিমধ্যে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মহানবীকে একটা সমঝোতায় আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখলো। মহানবীর সাথে তাদের এ ধরনের উদ্যোগ এটাই প্রথম। ওয়ালিদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রস্তাব করলো যে,তারা সবাই উভয় ধর্মই পালন করবে। মহানবী এ ধরনের প্রস্তাব কিভাবে নাকচ করবেন তা ঠিক করতে তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হলো না। কারণ এর তাৎক্ষণিক জবাব সরাসরি বেহেশত থেকে চলে এলো :

'বলুন, হে কাফেররা, আমি ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।'১

এর ফলে সাময়িক সদিচ্ছার ক্রমাবনতি ঘটলো। এ সময় ফিরে আসা উদ্বাস্তুরাও পবিত্র গৃহের সংলগ্ন স্থানে এসে হাজির হলো।

জাফর ও উবায়দুল্লাহ ইবন্ জুহাশ ছাড়া মহানবীর সব চাচাত-ফুফাত ভাই ফিরে এলো। তাদের সাথে উসমান ও রুকাইয়াও ফিরে এলেন। শামস্ গোত্রের আবু হুজাইফাও উসমানের সাথে ফিরে আসেন। তাঁর পিতা উৎবা তাঁকে রক্ষা করবেন এমন আশা তাঁর ছিলো। কিন্তু আবু সালামা এবং উম্মে সালামা নিজেদের গোত্রের লোকদের কাছ থেকে একমাত্র নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারলেন না। ফলে তিনি মক্কায় প্রবেশের পূর্বে তাঁর হাশেমী চাচা আবু তালিবের কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে খবর পাঠালেন। মাখজুম গোত্রের লোকদের ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁকে নিরাপত্তা দিলেন। তারা বললো :'আপনি আপনার ভাইপো মুহাম্মদকে আমাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের রক্তসম্পর্কীয় লোককে আপনি কেন নিরাপত্তা দিচ্ছেন?' আবু তালিব বললেন : 'সে আমার বোনের ছেলে। আমি যদি আমার বোনের ছেলেকে নিরাপত্তা দিতে না পারি তাহলে আমি

১. কুরআন, ১০৯।

www.bjilibrary.com

আমার ভাইয়ের ছেলেকেও নিরাপত্তা দিতে পারবো না।' তাঁর নেতৃত্বের অধিকার মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিলো না। তদুপরি, এ সময় আবু লাহাব তার ভাইকে সমর্থন করে। অপরদিকে, মাখজুম জানতো যে, সে হলো মহানবীর বিরুদ্ধে একজন ক্ষমতাবান মিত্র। এ কারণে তারা তাকে অপমান করতে চাইলো না। এ ক্ষেত্রে সে নিজেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য অনুতপ্ত হলো। নিষেধাজ্ঞা আরোপের সময় সে তার ভাইপোর জন্যে যে ক্ষমাহীন ঘৃণা পোষণ করেছিলো, সে জন্যও সে অনুতপ্ত হলো। এর অর্থ এই নয় যে, ভাইপোর প্রতি তার যে ঘৃণা ছিলো তা কোনোভাবে প্রশমিত হয়েছে। বরং সে তার পরিবারের সাথে উত্তম সম্পর্ক বজায় রাখতে এই কারণে আগ্রহী হলো যে, তার বড় ভাইয়ের মৃত্যুর পর সে স্বাভাবিকভাবে ঐ গোত্রের নেতৃত্ব পাওয়ার আশা করতে পারে। এবং সে আবু তালিবের মধ্যে এমন কিছু চিহ্ন লক্ষ্য করলো যে, সে হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না।

www.bjilibrary.com

বেহেশত ও পারলৌকিক অবস্থা

আর একজন ফেরত আসা উদ্বাস্তুর তার নিজের লোকদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন ছিলো। এই লোকটি ছিলো জুমা'আ গোত্রের উসমান ইবন্ মাজুন এবং তিনি ছিলেন উমরের ভাইরা ভাই। উসমান ইবন্ মাজুন এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, তাঁর চাচাত ভাই উমাইয়া এবং উবাই তাঁর ওপর নির্যাতন চালাবে। এ সময় মাখজুম অন্য এক গোত্রের লোককে নিরাপত্তা প্রদান করেন। ওয়ালিদ নিজেই নিরাপত্তা দেন উসমানকে। কিন্তু উসমান যখন দেখলেন যে তিনি নিরাপদে থাকলেও তাঁর সহমর্মী মুসলমানরা নির্যাতিত হচ্ছেন তখন তিনি ওয়ালিদের কাছে গিয়ে নিজের নিরাপত্তা বাতিল করে দেন। বৃদ্ধ লোকটি বললেন : 'আমার ভাইপো, আমার কোনো লোক কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছে?' উসমান বললেন : 'না, সে ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে আমি আল্লাহর নিরাপত্তা চাই এবং তাঁর নিরাপত্তা ছাড়া আমার আর কারও নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।' অতঃপর তিনি ওয়ালিদের সাথে মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্যে নিজের নিরাপত্তা বাতিল করে দিলেন।

কয়েকদিন পর একটা ঘটনা ঘটলো। কবি লাবিদ এক জমায়েতে কুরাইশদের কবিতা শুনাচ্ছিলো এবং সেখানে উসমান উপস্থিত ছিলেন। কবিতায় আরবদের উৎকর্ষতা ছিলো স্বভাবজাত। আবু তালিব এবং হারিছের পুত্র হুবায়রা এবং আবু সুফিয়ান ছিলেন খ্যাতনামা কবি। সাধারণভাবে কবি হিসেবে লাবিদের বেশ জনপ্রিয়তা ছিলো। সম্ভবত লাবিদ ছিলো আরবে জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং কুরাইশরা এজন্যে গর্ববোধ করতো, কারণ লাবিদ ছিলো কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত। সে একটা কবিতার লাইন পাঠ করলো :

'দেখো, খোদা ছাড়া সব কিছুই শূন্য।'

উসমান বললেন : 'আপনি সত্য কথা বলেছেন।' লাবিদ আবার পাঠ করলো :

'এবং সব আনন্দ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।'

www.bjilibrary.com

উসমান বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : 'মিথ্যা কথা। বেহেশতের আনন্দ কখনও বিলুপ্ত হবে না।'

কবিতা আবৃত্তির সময় বাধা দেওয়ার ব্যাপারে লাবিদ অভ্যস্ত ছিলো না। কুরাইশরা শুধু বিস্মিতই হলো না,তারা ক্রোধান্বিত হলো এবং অপ্রস্তুত হলো। কারণ ঐ কবি ছিলো তাদের অতিথি। লাবিদ বললো : 'হে কুরাইশ জনগণ, যারা তোমাদের সাথে বন্ধু হিসেবে বসে রয়েছে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। বিশেষ করে এমন সব ঘটনার ক্ষেত্রে।' সমবেত লোকদের মধ্যে থেকে একজন উঠে গোত্রের পক্ষে সাফাই দিতে চাইলো। সে বললো : 'এ লোকটি বোকা। আমাদের ধর্ম ছেড়ে যে সব বোকা লোক চলে গেছে, সে তাদেরই একজন। সে যা বলেছে তার জন্যে তার বিবেক আন্দোলিত হোক এটা আমরা চাই না।' ঐ লোকটি তাঁর (উসমানের) কাছে এসে তাঁর চোখের ওপর এমন প্রচণ্ডতায় আঘাত করলো যে তাঁর ভ্রূ সবুজ আকার ধারণ করলো। ওয়ালিদ কাছেই বসে ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন যে, তাঁর চোখ কখনই আঘাতপ্রাপ্ত হতো না যদি সে তার নিরাপত্তায় থাকতো।

উসমান বললেন : 'না। আল্লাহর পথে চলার জন্যে আমার আঘাতপ্রাপ্ত চোখটি যা পেলো তা থেকে আমার ভালো চোখটি বঞ্চিত রইলো। আমি তাঁরই আশ্রয়ে আছি যিনি আপনার চেয়ে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং সিদ্ধান্ত নির্ধারণে অধিক পারদর্শী।'

ওয়ালিদ বললেন : 'ঠিক আছে ভাইপো আমার, আমার সাথে তোমার যে চুক্তি ছিলো তা নবায়ন করো।' কিন্তু উসমান রাজি হলেন না।

মহানবী ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু তিনি লাবিদের ঐ কবিতার কথা এবং সংঘটিত ঘটনার কথা শুনতে পান। এ সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেন তা হলো : "সবচেয়ে বেশি সত্য কথা কবি যা বলেছে তা হলো – 'দেখো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই শূন্য'।"১ এরপর লাবিদ যে কথা বলেছে সেজন্য মহানবী তাকে দোষারোপ করেননি। 'জাগতিক সব আনন্দ বিলুপ্ত হয়ে যাবে' – এ কথা বলার জন্যে কবিকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। অপরপক্ষে, বেহেশত এবং আনন্দ শাশ্বত এবং তা আল্লাহর সাথে, আল্লাহর সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে চিন্তা করা যেতে পারে। প্রায় এ সময় ওহী অবতীর্ণ হয় : 'আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সব কিছু ধ্বংস হবে।'২ এর পূর্বে

---

১. বুখারী, ৬৩, ২৬।

২. কুরআন, ২৮ : ৮৮।

www.bjilibrary.com

অবতীর্ণ এক ওহীতে বলা হয় : 'অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব।'১ যেখানে এই শাশ্বত মহানুভবতা আছে সেখানে অবশ্যই তার গ্রহণকারী থাকবে এবং আরও থাকবে আনন্দ।

এরপর অবতীর্ণ হয় সুস্পষ্ট ওহী। এর প্রথম আয়াতেই রয়েছে বিচারের কথা : 'যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান। অতএব যারা হতভাগ্য তারা দোজখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয় তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন। আর যারা সৌভাগ্যবান তারা বেহেশতের মাঝে, সেখানেই চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।'২

ঐ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, বিচারের পর বেহেশতের দান যাকে দেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে তা ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। ঐ আয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর মহানবী নিজেই দিয়েছেন। মহানবী তাঁর অনুসারীদের কাছে অবিরামভাবে পুনরুত্থান দিবস, শেষ বিচার, দোজখ ও বেহেশত সম্পর্কে বলতেন। একবার তিনি বলেন : 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তাকে তাঁর করুণার মধ্যে নিয়ে আসবেন। তিনি বেহেশতে বেহেশতী লোকদের মাঝে এবং দোজখে দোজখী লোকদের মাঝে যাবেন। তখন আল্লাহ বলবেন (ফেরেশতাদের) : 'সেই লোককে দেখো যার অন্তরে তৈলবীজ পরিমাণ ওজনের বিশ্বাস আছে এবং তাকে দোজখ থেকে বের করে নিয়ে এসো' ... অতঃপর তাঁরা বহুসংখ্যক মানুষকে বের করে নিয়ে আসবেন এবং বলবেন : 'আমাদের প্রভু, আপনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে আমরা কোনো লোককে সেখানে রেখে আসিনি।' এরপর আল্লাহ বলবেন : 'এমন লোককে ফেরত নিয়ে এসো যার অন্তরে অনু পরিমাণ ওজনের উত্তম কিছু আছে।' অতঃপর তাঁরা বহুসংখ্যক লোককে ফিরিয়ে আনবেন এবং বলবেন : 'আমাদের প্রভু, কোনো উত্তম কিছু আমরা সেখানে রেখে আসিনি।' এরপর ফেরেশতাগণ মধ্যস্থতা করবেন, নবীগণ ও বিশ্বাসীগণ মধ্যস্থতা করবেন। আল্লাহ তখন বলবেন : 'ফেরেশতাগণ

---

১. কুরআন, ৫৫ : ২৭।

২. কুরআন, ১১ : ১০৫-৮।

www.bjilibrary.com

মধ্যস্থতা করেছে, নবীগণ মধ্যস্থতা করেছে এবং বিশ্বাসীগণ মধ্যস্থতা করেছে। শুধু বাকী আছে সর্বোচ্চ দয়াময়ের দয়া।' অতঃপর আল্লাহ আগুন থেকে তাদের বের করে আনবেন যারা কোনো উত্তম কাজ করেনি এবং তাদেরকে তিনি বেহেশতের প্রবেশ পথে এক নদীতে নিক্ষেপ করবেন – এ নদীকে বলা হয় জীবনের নদী।'১

বেহেশতবাসীদের সম্পর্কে মহানবী বলেন: 'আল্লাহ বেহেশতবাসীদেরকে বলবেন : 'তোমরা কি খুবই আনন্দিত?' এবং তারা বলবে : 'হে প্রভু, আমরা কেন খুবই আনন্দিত হবো না? আপনি আপনার অন্য সৃষ্টিকে যা দেননি তাও আপনি আমাদের দিয়েছেন।' অতঃপর আল্লাহ বলবেন : 'আমি কি তোমাদের তাদের চেয়ে উত্তম কিছু দেবো না?' তারা বলবে : 'হে প্রভু, উত্তম বস্তু কি?' অতঃপর আল্লাহ বলবেন : 'আমি তোমাদেরকে আমার রিজওয়ান দেবো।'২ রিজওয়ানের চূড়ান্ত স্বর্গসুখকে কখনও কখনও অনুবাদ করা হয়েছে আল্লাহ কর্তৃক কোনো আত্মাকে চূড়ান্তভাবে এবং সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করা এবং সেই আত্মাকে আল্লাহর মধ্যে একীভূত করা, যেখানে রয়েছে আল্লাহর শাশ্বত উত্তম আনন্দ। এই চূড়ান্ত স্বর্গকে অবশ্যই সাধারণ স্বর্গ থেকে পৃথক করা যাবে না। কারণ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক স্বর্গপ্রাপ্ত আত্মার জন্য রয়েছে দুটি বেহেশত।৩ মহানবী পরকালে তাঁর নিজের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটাকে দ্বিগুণ আনন্দ বলেছেন : 'আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ এবং বেহেশত।'৪

---

১. মুসলিম, ৭৯; বুখারী, ২৪।
২. মুসলিম, ৫১-২।
৩. কুরআন, ৫৫ : ৪৬।
৪. ইবন্ ইসহাক, ১০০০।

www.bjilibrary.com

শোকের বছর

আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বাতিলের অল্প কিছুদিন পর ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহানবী তাঁর স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ সময় খাদীজার বয়স ছিল পয়ষট্টি এবং মহানবীর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ। পঁচিশ বছর ধরে তাঁরা পরম সুখে দাম্পত্য জীবন কাটান। খাদীজা শুধু মহানবীর স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাঁর বিজ্ঞ উপদেষ্টা এবং আলী ও জায়দসহ সমগ্র পরিবারের মাতা। তাঁর চার কন্যা শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। কিন্তু মহানবী তাদের এই বলে সান্ত্বনা দেন: এক সময় জিবরাইল তাঁর কাছে এসে বলেন যে, খাদীজাকে আল্লাহর তরফ থেকে শান্তির সম্ভাষণ জানিয়ে দিন এবং তাঁকে বলেন যে, আল্লাহ তাঁর জন্য বেহেশতে একটি বাসস্থান তৈরি করেছেন।

খাদীজার মৃত্যুর পর পরই আর একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এই মৃত্যু ব্যাপক অর্থে ততটা মর্মভেদী না হলেও তা ছিলো সান্ত্বনা পাওয়ার উর্ধে এবং বাহ্যিক দিক থেকে এর পরিণাম ছিলো সুদূরপ্রসারী। আবু তালিব অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অতি শীঘ্র এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তিনি মারা যাচ্ছেন। তাঁর মৃত্যু শয্যায় তাঁকে বহু কুরাইশ নেতা দেখতে এলো – আবদু সামস্ গোত্রের উতবা, শায়বা ও আবু সুফিয়ান, জুম'আ গোত্রের উমাইয়া, মাখজুম গোত্রের আবু জহল এবং আরও অনেকে। তারা তাকে বললো : "আবু তালিব, আপনার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা তা আপনি জানেন। এখন আপনার ওপর যে বিপদ আপতিত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন। আপনার ব্যাপারে আমাদের ভয় হয়। আপনি জানেন, আপনার ভাই-এর ছেলে ও আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। সুতরাং তাঁকে আপনি ডেকে আনুন, তাঁর জন্যে আপনি আমাদের একটা উপহার গ্রহণ করুন এবং তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্যে একটা উপহার দিন। আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দিন এবং আমরাও তাঁকে তাঁর মতো থাকতে দেবো। তাঁকে বলুন, সে যেন আমাদের এবং আমাদের ধর্মকে শান্তিতে থাকতে দেয়।" সুতরাং আবু তালিব তাঁর ভাই-এর ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে

www.bjilibrary.com

বললেন : "ভাইপো আমার, এই সম্ভ্রান্ত লোকেরা তোমার জন্যেই এখানে এসেছে। তারা এসেছে দেওয়া এবং নেওয়ার জন্যে।" মহানবী বললেন: "ঠিক আছে তাই হবে।" আবু তালিব বললেন : "তুমি আমাকে একটা কথা দাও – এই একটি কথার জন্যে তুমি আরববাসীকে শাসন করতে পারবে এবং পার্শিয়ানরাও তোমার প্রজায় পরিণত হবে।" আবু জহল বললো: "হ্যাঁ, তোমার পিতার কসম! এ জন্যে আমরা তোমাকে একটা কথা দেবো। এবং প্রয়োজন হলে আরও দশটা কথা দেবো।" মহানবী বললেন : "তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং তাঁকে ছাড়া আর যাদের আপনারা ইবাদত করেন তাদের সবাইকে নাকচ করতে হবে।" তারা হাতে তালি দিয়ে বললো : "তুমি কি সব দেবতাকে এক খোদায় রূপান্তরিত করেছে মুহাম্মদ? তোমার এই আদেশ বিস্ময়কর বৈকি?" অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো: "তোমরা যা চাচ্ছো এই লোকটি তার কিছুই দেবে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজস্ব পথে এগিয়ে যাও এবং খোদা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ও তাঁর মধ্যে একটা ফয়সালা করে না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষের ধর্মকে আঁকড়িয়ে থাকো।"

তারা চলে গেলে আবু তালিব মুহাম্মদকে বললেন : "ভাইপো আমার, আমি দেখলাম কথা প্রসঙ্গে তুমি তাদের কাছে কিছুই চাইলে না।" এই কথায় মহানবী গভীরভাবে আশা করলেন যে, তিনি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। মহানবী বললেন : "চাচা, আপনি ঐ কথা বলুন। তাহলে আমি পুনরুত্থান দিবসে ঐ কথার জন্য আপনার জন্য মধ্যস্থতা করতে পারবো।" আবু তালিব বললেন : "ভাইপো আমার, কুরাইশরা যেন মনে না করে যে মৃত্যু ভয়ে আমি ঐ কথা বলেছি, তাহলে আমি তাদেরকে সেই কথা বলবো। তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি তাদেরকে ঐ কথা বলবো।" অতঃপর আবু তালিবের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে আব্বাস দেখতে পান যে তিনি ঠোঁট নাড়াচ্ছেন। আবু তালিবের মুখের কাছে কান নিয়ে আব্বাস কিছু শুনতে পান। অতঃপর তিনি বললেন : "তুমি তাঁকে যে কথা বলার জন্য আহ্বান করেছো, আমার ভাই সেই কথাই বলেছে।" কিন্তু মহানবী বললেন : "আমি তাকে কিছু বলতে শুনিনি।"

এ সময় যাদের বিধিগতভাবে আশ্রয় ছিলো না তাদের পক্ষে মক্কায় থাকা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ছিলো। মহানবীর সাথে যোগদানের পূর্বে আবু বকর ছিলেন বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। কিন্তু তিনি উমর ও হামজার মতো ব্যক্তিগতভাবে ভীতপ্রদ ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু যারা তাঁকে আধ্যাত্মিকভাবে

www.bjilibrary.com

জানতেন তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও তাঁর মধ্যে যে বাধার সৃষ্টি হয়, তার ফলে কুরাইশদের কাছে তাঁর প্রভাব শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। ঠিক একইভাবে নতুন ধর্মের সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায় অসাধারণভাবে। আবু বকরের জন্য পরিস্থিতি আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে এই কারণে যে, তাঁর প্রভাবে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করে। নওফলের পুত্র আসোয়াদ ইসলাম গ্রহণ করার সম্ভবত আংশিক প্রতিহিংসার কারণে একদিন খাদীজার বৈমাত্রেয় ভাই নওফল আবু বকর ও তালহার ওপর সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালায়। তাঁদের দুজনকে তারা হাত-পায়ে দড়ি বেঁধে এক সাথে প্রকাশ্য রাস্তার ওপর ফেলে রাখে। তায়ম গোত্রের কেউই আসাদ গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে কোনো হস্তক্ষেপ করে নাই। এর অর্থ এই যে, তারা তাদের দুজন প্রভাবশালী মুসলমান জ্ঞাতিকে অস্বীকার করে।

এ ধরনের ঘটনা আরও ঘটতে পারতো। বেলালের পূর্বতন প্রভু জুম'আ গোত্র প্রধান উমাইয়ার সাথে আবু বকরের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। এই জুম'আ গোত্রের লোকদের মধ্যেই আবু বকর বাস করতেন। এ সময় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে, তিনি মনে করলেন, দেশ ত্যাগ করা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায় নেই। মহানবীর অনুমতি নিয়ে তিনি আবিসিনিয়ায় অবস্থিত উদ্বাস্তুদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। কিন্তু লোহিত সাগরে পৌঁছার পূর্বেই তাঁর সাথে ইবন্ আদ-দঘুন্নাহর সাক্ষাত হলো। ইবন্ আদ-দুঘুন্নাহ ছিলেন মক্কার নিকটবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট গোত্র সমন্বয়ে গঠিত মৈত্রী সংঘের প্রধান এবং কুরাইশদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। আবু বকর যখন সম্পদশালী ও প্রভাবশালী ছিলেন তখন এই বেদুইন প্রধান তাঁকে চিনতেন। কিন্তু এখন তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন একজন নির্জন পথিক হিসেবে। এই পরিবর্তনে তিনি বিস্মিত হলেন এবং এর কারণ কি তা তিনি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন। আবু বকর বললেন : "আমার লোকেরা আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। তারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন আমি পথে পথে ঘুরে আল্লাহর ইবাদত করতে চাই।" ইবন্ আদ-দুঘুন্নাহ বললেন : "তারা এমন ব্যবহার করলো কেন? আপনি আপনার লোকদের কাছে একজন অলঙ্কারস্বরূপ। সবার বিপদে আপনি সাহায্য করেন, সব সময় সঠিক কাজ করেন এবং অন্যের প্রয়োজন পূর্ণ করেন। আপনি ফিরে চলুন আমার নিরাপত্তায়।" অতঃপর তিনি তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনেন। তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন : "কুরাইশ জনগণ, আমি আবু কুহাফার পুত্রকে নিরাপত্তা দিয়েছি। তাঁর সাথে ভালো ব্যবহার

www.bjilibrary.com

ছাড়া আর কিছু করবে না।" কুরাইশরা এ নিরাপত্তা অনুমোদন করলো এবং প্রতিজ্ঞা করলো যে আবু বকর নিরাপদে থাকবে। কিন্তু বনি জুম'আ গোত্রের প্ররোচনায় তারা আশ্রয়দাতাকে বললো : "তাঁকে বলে দিন তিনি যেন ঘরের মধ্যে তাঁর প্রভুর ইবাদত করেন। ঘরেই তিনি যেন প্রার্থনা করেন এবং যা খুশি তাই পাঠ করেন। তিনি যেন আমাদের দেখিয়ে ও শুনিয়ে কোনো কিছু না করেন এবং আমাদের কাজের ব্যাঘাত না ঘটান। কারণ তাঁর উপস্থিতি সবাইকে বিমুগ্ধ করে এবং সবাইকে মুগ্ধ করার তাঁর একটা কৌশল আছে। আমাদের পুত্র ও মহিলারা যেন তাঁর কৌশলে মুগ্ধ হয়ে না যায়।" ইবন্ আদ-দুঘুন্নাহ একথা আবু বকরকে বললেন। সাময়িকভাবে তিনি নিজের গৃহে ইবাদত করেন ও কুরআন পাঠ করেন। এ সময় সাময়িকভাবে জুম'আ গোত্রের নেতাদের সাথে তাঁর শত্রুতামূলক উত্তেজনাও কমে আসে। আবু তালিবের মৃত্যুর পর হাশিম গোত্রের প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব গ্রহণ করে আবু লাহাব। কিন্তু সে তার ভাইপো মহানবীকে যে নিরাপত্তা দেয় তা নিতান্তই সাধারণ এবং মহানবীর ওপর এমন দুর্ব্যবহার করা হয় যা পূর্বে কখনও করা হয়নি। একবার এক পথিক মহানবীর গৃহের ফটকে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সে মহানবীর রান্নার হাড়ির মধ্যে মৃত জীবজন্তুর পঁচা নাড়িভুড়ি ঢুকিয়ে দেয়। একদিন যখন তিনি তাঁর গৃহের আঙিনায় ইবাদত করছিলেন তখন ভেড়ীর জরায়ূর মধ্যে অপবিত্র রক্ত ও পশুর বিষ্টা পুরে একজন লোক তাঁকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে। এসব দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা ফেলে দেওয়ার আগে মহানবী একটা লাঠির মাথায় তা তুলে ধরে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন : "হে আবদু মানাফের পুত্ররা, এটা কি ধরনের নিরাপত্তা!" তিনি এই অপরাধকারীকে দেখতে পান। ঐ লোকটির নাম উকবা১, সে হলো সামস্ গোত্রের। ঐ লোকটি হলো রুকাইয়ার স্বামী উসমানের সৎ পিতা। অন্য একদিন মহানবী যখন কা'বা থেকে ফিরে আসছিলেন তখন একটা লোক হাত ভর্তি ময়লা নিয়ে তাঁর মুখ ও মাথার ওপর নিক্ষেপ করে। বাড়িতে ফিরে আসার পর তাঁর একটা মেয়ে পিতার অবস্থা দেখে কেঁদে ফেলেন এবং তিনি তাঁর পিতাকে পানি দিয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার করে দেন। মেয়েকে কাঁদতে দেখে মহানবী বলেন : "শিশু মেয়ে আমার, কেঁদো না। আল্লাহ তোমার পিতাকে নিরাপত্তা দেবেন।"

এ সময় তিনি তায়েফের ছাকিফ জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করার

---

১. উসমানের মাতা আরওয়ার দ্বিতীয় স্বামী এবং মহানবীর চাচাত ভাই। তাদের চাচী আরওয়ার নামানুসারে আরওয়া রাখা হয়। আরওয়া হলো তুলায়েবের মাতা।

www.bjilibrary.com

সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কায় তাঁর অবস্থান এ সময় যে কতটা অসহনীয় হয়ে ওঠে তা উক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছিলো। সত্য সব কিছুকে জয় করতে পারে একথা বাদ দিলে ছাকিফ জনগণের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে? আল-লাত দেবীর মন্দিরের অভিভাবক ছিলো এই ছাকিফ জনগণ। আল-লাতের এই মন্দিরকে তারা তুলনা করতো আল্লাহর ঘরের সাথে। মক্কার মতো তায়েফেও ব্যক্তিক্রমধর্মী কিছু ছিলো। মরুভূমি থেকে মহানবী যখন ঘেরা ফলের আকর্ষণীয় ফুলের বাগান, উদ্যান ও ভুট্টা ক্ষেতের দিকে যাত্রা করলেন তখন তিনি একেবারে নিরাশ ছিলেন না। ঘেরা ফলের বাগান, উদ্যান ও ভুট্টার ক্ষেত ছিলো প্রাচীর বেষ্টিত শহরের বাইরে। শহরে পৌঁছানোর পর মহানবী সরাসরি ছাকিফ গোত্রের নেতা তিন ভাই-এর বাড়িতে গেলেন। এই তিন ভাই ছিলো আমর ইবন্ উমাইয়ার পুত্র। এই লোকটিকে ওয়ালিদ মনে করতেন তায়েফে তাঁর প্রতিরূপ ব্যক্তি হিসেবে – দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে "দুই শহরের দুইজন মহান ব্যক্তি।" কিন্তু মহানবী যখন তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালেন এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন তখন এই তিন ভাই-এর মধ্যে একজন বললো : "খোদা যদি তোমাকে পাঠিয়ে থাকে, তাহলে আমি কা'বা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা সব কিছু ছিড়ে ফেলবো।" অন্যজন বললো : "খোদা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে প্রেরণ করার জন্যে পেলেন না।?" তৃতীয় জন বললো : "তোমার সাথে আমি কখনই কথা বলবো না। তোমার দাবি মোতাবেক তুমি যদি আল্লাহর বাণীবাহক হও, তাহলে তোমার মতো একজন মহান ব্যক্তির সাথে আমার কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়।" এ কথার পর মহানবী উঠার উপক্রম করলেন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো তায়েফের অন্য কোথাও ইসলাম প্রচারের জন্য চেষ্টা করা। তাদের কাছ থেকে চলে আসার পর তারা তাদের ভৃত্য ও অনুচরদের তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করার এবং তাঁকে অপমান করার কথা বললো। তাদের চিৎকার ও অপমানসূচক কথায় বহু লোক জমায়েত হলো এবং তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার একটি ফলের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। ঐ ফলের বাগানে প্রবেশের পর আস্তে আস্তে জনতার ভীড় কমে গেলো। তিনি তালগাছের সাথে তাঁর উটটি বেঁধে আঙ্গুর গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন এবং ঐ গাছের ছায়ায় বসলেন।

তিনি যখন মনে করলেন যে, তিনি শান্তি ও নিরাপদে আছেন তখন তিনি প্রার্থনা করলেন : "হে প্রভু, আমার অসহায়ত্ব, আমার দুর্বলতা ও মানব জাতির কাছে আমার তুচ্ছতা সম্পর্কে আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ

www.bjilibrary.com

করছি। কিন্তু তুমি গরিব ও দুর্বলের প্রভু, তুমি আমার প্রভু। কাদের হাতে তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছো? সেই সব আগন্তুকদের হাতে, যারা আমাকে ঘিরে রেখেছে অথবা সেই সব শত্রুদের মাঝে, যাদেরকে তুমি আমাদের দেশে আমার ওপর প্রভুত্ব করার অধিকার দিয়েছো? তোমার অভিশাপ আমার ওপর পতিত না হলে আমার উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। তোমার অনুগ্রহ আমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। তোমার অনুগ্রহের আলোকে আমাকে আশ্রয় দাও। তুমিই অন্ধকারকে দূর করে দাও, তুমিই শান্তি দাও এই দুনিয়া ও আখেরাতে। তোমার অভিশাপের ভার আমার ওপর চাপিয়ে দিও না, আমার ওপর রাগ করো না, তোমার যেমন রাগ করার ক্ষমতা আছে, তেমনি তুমি সন্তুষ্টও হতে পারো। তুমি ছাড়া আমার আর কোনো শক্তি নেই, আর কোনো আশ্রয় নেই।"

যে স্থানে বসে মুহাম্মদ শান্তির স্থান মনে করেছিলেন, সেই স্থানটি আদতে তা ছিলো না। কুরাইশদের প্রত্যেকে এমন ধনী হওয়ার বাসনা পোষণ করতো যেন তারা তায়েফের সবুজ পাহাড়ে বাগান ও বাড়ি কিনতে পারে। মক্কার গরম আবহাওয়া চরমতম আকার ধারণ করলে তারা যেনো এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এই ফলের বাগানের মালিক ছাকিফ গোত্রের কেউ ছিলো না, এই সম্পত্তির মালিক ছিলো সামস্ গোত্রের নেতা উতবা এবং শায়বা। তারা তখন আঙ্গুর বাগানের পাশে এক কোণায় বসেছিলো। যে সব ঘটনা ঘটেছে তার সবটাই তারা প্রত্যক্ষ করেছে। একজন কুরাইশের প্রতি ছাকিফ গোত্রের ইতর লোকগুলোর ব্যবহার তাদের অনুভূতিতে আঘাত করে। তদুপরি, ঐ কুরাইশ লোকটি ছিলো তাদের মতো আবদু মানাফ-এর উত্তরাধিকারী। মুহাম্মদ ও তাদের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিলো তা কি এখনও শেষ হয়ে যায়নি? তারা মুহাম্মদকে সর্বশেষ দেখেছে আবু তালিবের মৃত্যু শয্যায়; এবং এখন তাঁকে দেখছে আশ্রয়দাতা ছাড়াই স্পষ্টত মারাত্মক ক্লেশের মধ্যে। তারা তাঁর প্রতি অনুভূতিপ্রবণ হলো। আদ্দাস নামে তাদের এক যুবক খ্রীষ্টান ভৃত্যকে ডেকে তারা বললো : "এক গুচ্ছ আঙ্গুর নিয়ে একটা বড় পাত্রে রাখো। অতঃপর তা ঐ লোকটিকে দাও এবং তা তাঁকে খেতে বলো।" আদ্দাস তাদের নির্দেশ মতো কাজ করলো। মহানবী যখন আঙ্গুরের ছড়ায় হাত রাখলেন তখন তিনি বললেন: "আল্লাহর নামে।" আদ্দাস গভীরভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকালো। অতঃপর সে বললো : "এ দেশের লোকেরা ঐ কথা বলে না।" মহানবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি কোন দেশের লোক? তোমার ধর্মই বা কি?" সে বললো : "আমি একজন খ্রীষ্টান। আমি নিনেভ-এর লোক।"

www.bjilibrary.com

মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন : 'মাত্তাই-এর পুত্র ধার্মিক ইউনুসের শহর?" আদ্দাস বললো : "মাত্তাই-এর পুত্র ইউনুসের কথা আপনি কিভাবে জানলেন?" মহানবী উত্তর দিলেন : "তিনি আমার ভাই। তিনি একজন নবী ছিলেন এবং আমিও একজন নবী।" অতঃপর আদ্দাস মাথা নত করে মুহাম্মদের মাথা, হাত ও পা চুম্বন করলো। এই অবস্থা দেখে ঐ দুই ভাই পরস্পরের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করলো, তারা যেন একইভাবে বলে উঠলো : "তোমার ভৃত্যের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। ইতিমধ্যে সে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে।" মহানবীকে শান্তিতে আঙ্গুর খেতে দিয়ে আদ্দাস তাদের কাছে চলে আসলে তারা বললো : "তুমিও কি পথভ্রষ্ট হলে আদ্দাস! তুমি ঐ লোকটির মাথা, হাত ও পা চুম্বন করলে কেন?" সে উত্তরে বললো : "প্রভু, এই দুনিয়ায় তাঁর মতো ভালো লোক আর দ্বিতীয়টি নেই। তিনি আমাকে যে কথা বলেছেন তা একমাত্র নবীরাই বলতে পারে।" তারা বললো : "ঐ লোকটি তোমাকে পথভ্রষ্ট করেছে আদ্দাস। তোমার ধর্ম থেকে সে তোমাকে বিপথে নিতে পারে না। কারণ তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে ভালো।"

মহানবী তায়েফ ত্যাগ করলেন এবং মক্কার পথে যাত্রা করলেন। এ সময় ছাকিফ গোত্রের কাছ থেকে কোনো সুসংবাদ পাওয়া যাবে না মনে করেই তিনি ঐ সিদ্ধান্ত নিলেন। গভীর রাতে তিনি নাখলা উপত্যকায় পৌঁছলেন। নাখলা উপত্যকা ছিলো মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থান। ঐ দুই শহরের লোকই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যখন তাঁর কাছে স্পষ্টভাবে অনুভূত হলো তখন তাঁর নবীত্ব স্বীকার করলো দূরবর্তী নিনেভ শহরের একজন লোক; এবং নাখলায় দাঁড়িয়ে যখন তিনি ইবাদতরত অবস্থায় ছিলেন, তখন একদল জিন – নাসবিন থেকে সাত জন জিন তাঁকে অতিক্রম করার সময় – তাঁর কুরআন পাঠ শুনে মোহিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেলো। মহানবী জানতেন যে, তাঁকে কেবল দুনিয়ার মানুষের জন্যেই পাঠানো হয়নি। সম্প্রতি এ সম্পর্কিত একটা ওহী এ কথারই সমর্থন করে। "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল আশিসরূপেই প্রেরণ করেছি।"১ প্রথম দিককার একটি সূরায়২ জিন এবং মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, উভয়কে মন্দ কাজের জন্য দোজখে শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং খোদাভক্তির জন্য উভয়কে বেহেশতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এরপরই অবতীর্ণ হয়

১. কুরআন, ২১ : ১০৭।
২. কুরআন, ৫৫।

www.bjilibrary.com

একটি ওহী : "বলুন, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কুরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"১ এবং অপর একটা ওহীতে২ বলা হয়েছে, কিভাবে জিনরা তাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর বাণীবাহকের কথায় সাড়া দেওয়ার জন্য আহ্বান করেছে; আল্লাহর বাণীবাহককে তারা নবী বলে সম্বোধন করেছে।

মাত্র দু'দিন আগে যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মহানবী গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই একই পরিবেশে তিনি স্বগৃহে ফেরত যেতে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর যদি কোনো রক্ষাকারী থাকতো তাহলে তিনি তাঁর মিশন পূরণের কাজ অব্যাহত রাখতে পারতেন। বনি হাশিম তাঁকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে তিনি তাঁর মায়ের দিককার কোনো গোত্রের কথা চিন্তা করলেন। ঐ দিককার পরিস্থিতিও ছিলো অস্বাভাবিক। আখনাস ইবন্ শারিখ ছিলো জুহরা গোত্রের একজন খ্যাতনামা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। সত্যি কথা বলতে কি, সে জুহরা গোত্রের এমনকি কুরাইশদেরও লোক ছিলো না। সে ছিলো ছাকিফ গোত্রের লোক, তবে জুহরা গোত্রের সাথে সে ছিলো মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। জুহরা গোত্রের লোকেরা তাকে তাদের নেতা হিসেবেই গণ্য করতো। মহানবী ইতিমধ্যে তার সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। একজন ঘোড়সওয়ার তাঁকে অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাচ্ছিলো। মহানবী তার কাছে একটা অনুগ্রহ কামনা করলেন। সে যেন মক্কায় পৌঁছে আখনাস-এর কাছে যায় এবং মুহাম্মদ বলেছেন বলে তাকে বলে : "তুমি কি আমার (মুহাম্মদ) আশ্রয় দেবে যেন আমি আমার প্রভুর বাণী প্রচার করতে পারি?" ঐ ঘোড়সওয়ারটি ছিলো সুঠাম দেহের অধিকারী। সে মহানবীর কাছে জওয়াব নিয়ে ফিরে এলো। ঐ জবাব ছিলো নেতিবাচক। আখনাস মন্তব্য করে যে, মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ গোত্রের পক্ষে কারও নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার নেই এবং সে যদি কোনো নিরাপত্তা দেয় তাহলে তা মানা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। মহানবী এ সময় মক্কা থেকে খুব দূরে ছিলেন না। তিনি পুনরায় অনুরূপ অনুরোধ জানালেন সুহায়েলের কাছে। কিন্তু তার কাছ থেকেও জবাব এলো হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু যে কারণে সে এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তার সাথে ইসলাম বিরোধীর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। মহানবীকে নিরাপত্তা দানে তার অস্বীকৃতি ছিলো উপজাতীয় নীতির সাথে

---

১. কুরআন, ৭২ : ১-২।

২. কুরআন, ৪৬ : ৩০-৩১।

www.bjilibrary.com

সম্পর্কযুক্ত। মক্কায় তার গোত্র ছিলো অন্যান্য গোত্রের চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত। কারণ তার গোত্র ছিলো লুয়াই-এর১ পুত্র আমীর-এর সাথে জড়িত। কিন্তু অন্যান্যরা ছিলো আমীর এর ভাই কাব-এর উত্তরাধিকারী। সুহায়েল স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেয় যে, আমীরের পুত্ররা কাব-এর পুত্রদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা দেবে না। মহানবী তাই মক্কার পথ পরিবর্তন করে হেরা পর্বতের গুহার দিকে যাত্রা করলেন। এই হেরা পর্বতের গুহায় তিনি প্রথম ওহী লাভ করেন। এই পর্বতের গুহা থেকে তিনি তাঁর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত এক নেতার কাছে নিরাপত্তার আবেদন করেন। এই নেতা ছিলেন নওফল-এর গোত্র প্রধান মুত'য়ীম। মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাতিলের জন্য যে পাঁচ জন সংঘবদ্ধ হন, মুত'য়ীম ছিলেন তাদের অন্যতম। মুত'য়ীম তাঁর আবেদন গ্রহণ করলেন। তিনি মহানবীর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, তাঁকে শহরে প্রবেশ করতে বলুন। পরদিন সকালে তিনি, তাঁর সব পুত্র ও ভাইপো সহ অস্ত্র নিয়ে মহানবীকে পাহারা দিয়ে কা'বায় গেলেন। আবু জহল তাদের জিজ্ঞাসা করলো যে, তারা কি মুহাম্মদের অনুসারী হয়েছে। তাঁরা উত্তর দিলেন : "আমরা তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।" মাখজুম গোত্রের লোকেরা বলতে পারতো : "তোমরা যাকে রক্ষা করছো, আমরা তাঁকে নিরাপত্তা দিচ্ছি।"

১. পুস্তকের শেষে বংশ তালিকা দেখুন।

www.bjilibrary.com

'তোমার প্রশান্তির আলো'

আবু তালিবের বিধবা পত্নী ফাতিমা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে বা পরে ইসলাম গ্রহণ করেন; আলী ও জাফরের বোন উম্মে হানীও ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মে হানী হলেন ফাতিমার কন্যা। কিন্তু উম্মে হানীর স্বামী হুরাইরা ছিলো আল্লাহর একত্বের বাণী গ্রহণের ব্যাপারে একেবারে দুর্ভেদ্য। তবে মহানবী তাদের বাড়িতে আসলে সে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতো। নামাজের সময় তিনি আসলে ঐ বাড়ির সব মুসলমান একসাথে নামাজ পড়তেন। একবার তাঁরা সবাই মহানবীর পেছনে রাতের নামাজ পড়েন এবং উম্মে হানী মহানবীকে তাঁদের সাথে রাত কাটানোর অনুরোধ করেন। উম্মে হানীর আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন; কিন্তু সামান্য সময় ঘুমাবার পর তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং মসজিদে যান। কারণ তিনি রাতে কা'বায় যেতে ভালোবাসতেন। কা'বায় থাকা অবস্থায় তাঁর আবার নিদ্রার ভাব আসে এবং তিনি হিজর-এ শুয়ে পড়েন।

মহানবী বলেন : "আমি যখন হিজর-এ ঘুমিয়ে ছিলাম, জিবরাইল আমার কাছে এসে তাঁর পা দ্বারা আমাকে তাড়না করলেন এবং আমি সোজা হয়ে বসলাম। কিন্তু কিছু দেখতে না পেয়ে আমি পুনরায় শুয়ে পড়লাম। দ্বিতীয়বার তিনি এলেন; এবং তৃতীয়বার তিনি এলেন এবং অতঃপর তিনি আমার বাহু ধরলেন। আমি উঠে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি মসজিদের গেটের বাইরে আমাকে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম একটা সাদা পশু – খচ্চর ও গাধার মাঝামাঝি একটা পশু – দু'পাশে দুটো ডানা, যার সাহায্যে সে তার পা চালনা করে; তার প্রতিটি পদক্ষেপ এত দূরত্বের যে তা দৃষ্টিসীমার বাইরে।"১

এরপর মহানবী কিভাবে বুরাকে আরোহণ করেন তা বলেন। এই পশুকে বলা হয় বুরাক। তাঁর পাশে ছিলেন জিবরাইল। তিনি মহানবীকে দিক

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৬৪।

www.bjilibrary.com

নির্দেশ করছিলেন এবং স্বগীয় গতির সাথে দূরত্বের সীমা নির্ধারণ করছিলেন। ইয়াছরিব ও খায়বর হয়ে তাঁরা জেরুসালেম পৌঁছলেন। এখানে তাঁরা বেশ কয়েকজন নবীর সাথে সাক্ষাত করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং আরও অনেকে। তিনি যখন ঐ ইবাদতগৃহে নামাজ পড়েন তখন তাঁরা সবাই তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন। এরপর তাঁর সামনে দুটো পাত্র আনা হয় – এর একটাতে ছিল মদ আর অন্যটিতে ছিলো দুধ এবং তাঁকে তা দেওয়া হয়। তিনি দুধের পাত্র গ্রহণ করে দুধ পান করেন এবং মদের পাত্র রেখে দেন। জিবরাইল বলেন : "আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের পথেই পরিচালিত হয়েছেন এবং সেই পথেই আপনি আপনার জনগণকে পরিচালিত করবেন, হে মুহাম্মদ! মদ আপনার জন্যে নিষিদ্ধ।"

এরপর মুহাম্মদকে এই জীবন থেকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হলো, যেমন ঘটেছিলো ইদ্রিস ও এলিজা (Enoch and Elijah) এবং ঈসা ও মরিয়মের ক্ষেত্রে। ইবাদতগৃহের পাশের মধ্যবর্তী স্থানের পাথর থেকে তিনি পুনরায় বুরাকে আরোহণ করেন। বুরাক তার ডানা আন্দোলিত করে উর্ধ্ব আকাশের দিকে উড়তে লাগলো এবং সে তার আরোহীর জন্য হয়ে উঠলো আগুনের গাড়ির মতো, যেমন হয়েছিলো এলিজার ক্ষেত্রে। জিবরাইল নিজেকে স্বর্গীয় প্রকৃতিতে প্রকাশ করলেন। তাঁরা অবতরণ করলেন সাত আসমান ও সময়ের উর্ধ্বে এবং দৈহিক গঠনের বাইরে। তাঁরা যখন সাতটা বেহেশত অতিক্রম করছিলেন তখন মহানবী সেইসব নবীগণের সাক্ষাত পেলেন যাঁদের সাথে জেরুসালেমে তিনি নামাজ পড়েন। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁদেরকে পেয়েছিলেন পৃথিবীতে তাঁদের জীবনের মতো, কিন্তু এখন তিনি তাঁদের দেখতে পেলেন তাঁদের স্বর্গীয় বাস্তবতায়, এমনকি তাঁরাও তাঁকে দেখতে পেলেন। তাঁদের আকার পরিবর্তনে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। ইউসুফকে (Joseph) তিনি বললেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিময়১ এবং তাঁর সৌন্দর্য বর্তমান সমগ্র সৌন্দর্যের অর্ধেকের চেয়ে কম নয়।২ তবু তাঁর অন্য ভাইদের দেখে মুহাম্মদের বিস্ময় কমলো না। তিনি হারুনের মহান সৌন্দর্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন।৩ বিভিন্ন বেহেশতে বিভিন্ন উদ্যান ভ্রমণ করে তিনি পরবর্তীকালে বলেন : "ধনুকের

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৭০।
২. আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হাম্বল, খণ্ড-৩, পৃ. ২৮৬।
৩. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৭০।

www.bjilibrary.com

মতো বেহেশতের একটি অংশ সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়ার অর্থাৎ সূর্যের নীচের সব কিছুর চেয়ে উত্তম; বেহেশতের কোনো মহিলা যদি পৃথিবীর কোনো লোকের কাছে আসে তাহলে স্বর্গ ও মর্তের সব এলাকা সে আলো ও সুগন্ধিতে পূর্ণ করে দেবে।"১ এ সময় তিনি যা দেখেন তা তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেন; এবং বস্তু জগতের শুরুর সূত্র ধরে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন : "আদম যখন মাটি ও পানির মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম।"২

উর্ধ্বারোহণের এই সম্মেলন ঘটে সর্বশেষ প্রান্তসীমায় বদরিকা বৃক্ষে। পবিত্র কুরআন শরীফে এভাবেই নামকরণ করা হয় এবং হাদীসের ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন এক ব্যাখ্যায় বলা : "আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ এবং এটাই হলো প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের প্রান্তসীমা – হোক না তিনি জিবরাইল বা নবী-রসূল। এর বাইরে যা কিছু আছে তার সবই গোপন রহস্য, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তা সবার কাছে অজ্ঞাত।'৩ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই শীর্ষ সম্মেলনে জিবরাইল তাঁর কাছে আবির্ভূত হন প্রথম তাঁকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই ধরনের বা তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে।৪ অতঃপর পবিত্র কুরআনে বলা হয় : "যখন বৃক্ষটি যদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার , তদ্বারা আচ্ছন্ন ছিলো। তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমা লংঘনও করেনি। নিশ্চয় তিনি তাঁর পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছেন।"৫ তফসীরকারীদের মতে, স্বর্গীয় আলো অবরোহণ করে বদরিকা বৃক্ষের ওপর এবং তা একে ও এর আশেপাশের সবকিছুকে আবৃত করে এবং মহানবীর দৃষ্টি তা প্রত্যক্ষ করে – তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।৬ সনির্বন্ধ আবেদনের ভাষায় তিনি যে জবাব দেন বা অনেকগুলোর মধ্যে যে একটি জবাব দেন, তা হলো : "আপনার প্রসন্নতার আলোয় আমি আশ্রয় গ্রহণ করি।"

মহানবী বদরিকা বৃক্ষে তাঁর উম্মতের জন্য দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নির্দেশ পান এবং তারপর৭ তিনি ইসলামের মর্মবাণী সম্পর্কিত ওহী লাভ করেন : "রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের

---

১. বুখারী।
২. তিরমিযী, ইবন্ হাম্বল।
৩. তাবারী, তফসির।
৪. মুহাম্মদ ইবন্ মাজা, বুখারী।
৫. কুরআন, ৫৩ : ১৬-১৮।
৬. তাবারী, তফসির।
৭. মুহাম্মদ ইবন্ মাজা।

www.bjilibrary.com

প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"১

তাঁরা যেভাবে সপ্ত আকাশ অতিক্রম করে উর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন, সেইভাবে সপ্ত আকাশ অতিক্রম করে অবতরণ করেন। মহানবী বলেন : "ফিরে আসার পথে আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করছিলাম – তিনি কতই না তোমাদের উত্তম বন্ধু ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনার ওপর কত ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারিত হয়েছে?' আমি বললাম, 'প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত।' তিনি বললেন : 'জমায়েতে নামাজ পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আপনার জনগণ খুবই দুর্বল। আপনার প্রভুর কাছে ফিরে যান এবং আপনার ও আপনার জনগণের ওপর যে বোঝা দেওয়া হয়েছে তা কম করার কথা বলুন।' সুতরাং আমি আমার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে বোঝা লাঘবের কথা বললে তিনি দশ ওয়াক্ত কমিয়ে দেন। পুনরায় মূসাকে অতিক্রম করার সময় তিনি আবার আমাকে আগের মতো কথা বলেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলাম এবং আমার ওপর থেকে আরও দশ ওয়াক্ত নামাজ কমিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু যতবারই আমি ফিরে আসার সময় মূসাকে অতিক্রম করছিলাম, ততবারই তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়া বাকী সব ওয়াক্ত নামাজ তিনি আমার ওপর থেকে প্রত্যাহার করে নেন। তারপর প্রত্যাবর্তনের সময় পুনরায় মূসার কাছে ফিরে এসে তিনি আমার কাছে আগের মতো কথা বললেন; এবং আমি বললাম, আমি বার বার আমার প্রভুর কাছে ফিরে গিয়েছি লজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত। আমি তাঁর কাছে পুনরায় ফিরে যাবো না। যে কেউ এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গভীর বিশ্বস্ততা ও আল্লাহর বদান্যতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে সম্পাদন করবে, তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের পুরস্কার দেওয়া হবে।"২

মহানবী ও জিবরাইল জেরুসালেমের প্রস্তর খণ্ডের ওপর অবতরণ করেন। যে পথে তাঁরা মক্কা থেকে যাত্রা করেছিলেন, সে পথেই তাঁরা মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার পথে তাঁরা অনেক দক্ষিণমুখী মরুযাত্রী দলকে দেখতে পান। কা'বায় যখন তাঁরা পৌঁছান, তখনও রাত ছিলো। সেখান

---

১. কুরআন, ২ : ২৮৫।
২. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৭১।

www.bjilibrary.com

থেকে মহানবী তাঁর চাচাত বোনের বাসায় যান। উম্মে হানী বলেন : "প্রত্যুষের কিছু পূর্বে মহানবী আমাদের সবাইকে জাগিয়ে তোলেন এবং আমরা যখন প্রত্যুষের নামাজ সমাপ্ত করি তখন তিনি বলেন : 'ও উম্মে হানী, গতকাল সন্ধ্যার সময় আমি তোমাদের সাথে এই উপত্যকায় নামাজ পড়েছি তা তোমরা দেখেছো। তারপর আমি জেরুসালেম গিয়ে সেখানে নামাজ পড়ি; আবার আমি এখন তোমাদের সাথে সকালের নামাজ পড়েছি তা তোমরা দেখছো।' তিনি যাওয়ার জন্য উঠলেন। কিন্তু আমি তাঁর জামা এমন জোরে টেনে ধরলাম যে তা আলগা হয়ে গেলো। তাঁর পেট খোলা অবস্থায় দেখা গেলো এমনভাবে, যেন একটা সুতী কাপড় তাঁর গায়ে জড়ানো ছিলো। আমি বললাম : 'ও আল্লাহর নবী, এ কথা জনগণকে বলবেন না। কারণ তাঁরা আপনার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে এবং আপনাকে অপমান করবে।' তিনি বললেন : 'আল্লাহর কসম, আমি তাদেরকে বলবো'।"১

তিনি মসজিদে গিয়ে যাকে পেলেন তাকেই জেরুসালেম সফরের কথা বললেন। তাঁর শত্রুরা তখনই উল্লাসে মত্ত হলো, কারণ তারা মনে করলো যে তারা হাসি-ঠাট্টার একটা অখণ্ডনীয় কারণ খুঁজে পেয়েছে। কুরাইশদের প্রতিটি শিশুই জানে যে, মক্কা থেকে সিরিয়া যেতে একটা মরুযাত্রী দলের এক মাস সময় লাগে। অথচ মুহাম্মদ দাবি করছেন যে, তিনি এক রাতেই সেখানে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন।

একদল লোক আবু বকরের কাছে গিয়ে বললো : "আপনার বন্ধু সম্পর্কে আপনি এখন কি চিন্তা করছেন? তিনি আমাদের বলছেন যে, গত রাতে তিনি জেরুসালেম যান, সেখানে নামাজ পড়েন এবং তারপর মক্কায় ফিরে আসেন।" তারা মিথ্যা বলছে বলে আবু বকর অভিযোগ করলেন। কিন্তু তারা তাঁকে আশ্বস্ত করলো যে, মুহাম্মদ এখনও মসজিদে আছেন এবং ঐ সফর সম্পর্কে বলছেন। আবু বকর বললেন : "তিনি যদি এ কথা বলেন তাহলে তা সত্য। এর মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে? তিনি আমাকে বলেন যে, দিনে অথবা রাতে তাঁর কাছে স্বর্গ থেকে মর্তে নির্দেশ আসে এক ঘণ্টার মধ্যে এবং আমি জানি যে তিনি সত্য কথা বলছেন। তোমরা যে তুচ্ছ আপত্তি করছো তা ঠিক নয়।"২ তিনি অতঃপর মসজিদে গিয়ে তাঁর পূর্বের কথা অনুমোদন করলেন 'তিনি যদি একথা বলেন তাহলে তা সত্য'। এই কারণে

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৬৭।
২. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৬৫।

www.bjilibrary.com

মহানবী তাঁকে 'আস-সিদ্দীক' নামকরণ করেন – এর অর্থ হলো 'সত্যের মহান সাক্ষী' অথবা 'সত্যের মহান অনুমোদনকারী'। তদুপরি, যারা এ কাহিনীকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করেছিলো, তারাও দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে শুরু করলো। কারণ মক্কায় ফেরার পথে তিনি যেসব মরুযাত্রী দলকে অতিক্রম করেছিলেন তারা কোথায় ছিলো এবং কখন তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে সে সম্পর্কে তিনি বলেন। তিনি যে কথার পূর্বাভাস দেন ও যে বর্ণনা দেন তা সবই ঠিক হয়। মসজিদে যারা উপস্থিত ছিলো তিনি তাদেরকে শুধু জেরুসালেম ভ্রমণের কথা বলেন। কিন্তু যখন তিনি শুধু আবু বকর ও তাঁর সাহাবিদের সাথে ছিলেন তখন তিনি তাঁদের কাছে তাঁর সপ্ত আকাশে উর্ধ্বারোহণের কথা বলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

www.bjilibrary.com

শোকের বছরের পর

শোকের বছরের পরের বছর জুন মাসের প্রথম দিকে হজ্জের সময় উপস্থিত হয়; এবং কুরবানীর ধর্মোৎসবের সময় মহানবী মিনা উপত্যকায় যান। এই মিনায় তীর্থযাত্রীরা তিন দিন তাঁবুতে অবস্থান করেন। গত কয়েক বছর ধরে এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয় যে, তিনি বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের লোকদের সাথে মিলিত হতেন এবং কেউ আগ্রহী হলে তার কাছে তিনি তাঁর বাণী ঘোষণা করতেন এবং অবতীর্ণ ওহীর এমন আয়াত পাঠ করতেন যা তাঁকে বিশেষভাবে আলোড়িত করতো। মক্কায় যাওয়ার পথে মিনা'র নিকটবর্তী স্থান হলো আকাবা, এখান থেকে পবিত্র নগরীতে যাওয়ার পথের রাস্তা খাড়া হয়ে পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। এ বছর আকাবায় ইয়াছরিব থেকে আগত খাযরাজ গোত্রের ছয় জন লোকের সাথে তিনি মিলিত হন। এ ছয় জনের কাউকে তিনি চিনতেন না, কিন্তু তারা সবাই তাঁর কথা শুনেছিলো এবং তারা তাঁর নবী হওয়ার দাবির কথা জানতো। তিনি যখন তাদের কাছে পরিচয় দিলেন তখন তাদের মধ্যে গভীর আগ্রহ দেখা গেলো এবং তারা তাঁর কথা একাগ্রচিত্তে শুনলো। তাদের মধ্যে সবাই তাদের ইয়াছরিববাসী ইহুদী প্রতিবেশীদের হুমকি সম্পর্কে অবহিত ছিলো : "একজন নবীকে এখন প্রেরণের সময় এসেছে। আমরা তাঁকে অনুসরণ করবো এবং আমরা তোমাদের হত্যা করবো আ'দ ও ইরামকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিলো, সেইভাবে।" মহানবী তাঁর বক্তব্য শেষ করলে তারা পরস্পর বলাবলি করলো : "ইনিই সেই নবী যাঁর সম্পর্কে ইহুদীরা আমাদের বলেছিলো। তারা এই নবীর কাছে প্রথমে উপস্থিত হোক, এটা আমরা চাই না।" তারপর একটা-দুটো প্রশ্ন উত্থাপন এবং তার জবাব পাওয়ার পর ঐ ছয় জন লোকের সবাই মহানবীর বাণীর সত্যতা অনুমোদন করলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলো যে, তাদের সামনে উত্থাপিত ইসলামের শর্তগুলো তারা মেনে চলবে। তারা বললো : "আমরা আমাদের জনগণকে ছেড়ে এসেছি। কারণ তারা সবাই শত্রুতা ও মন্দ কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে। এটা হতে পারে যে, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে একতাবদ্ধ করবে। আমরা এখন আমাদের

www.bjilibrary.com

জনগণের কাছে গিয়ে আপনার ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানাবো, যেমনভাবে আমরা তা গ্রহণ করেছি। আপনার ব্যাপারে আল্লাহ যদি তাদের একতাবদ্ধ করেন তাহলে আপনার চেয়ে শক্তিশালী লোক আর কেউ হবে না।"১

মহানবী বনী জুম'আ গোত্রের বাসস্থানের মধ্যে আবু বকরের গৃহে নিয়মিতভাবে যাতায়াত অব্যাহত রাখেন। আবু বকরের ছোট মেয়ে আয়েশার শৈশবের স্মৃতিতে মহানবীর ঐ আগমন স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে উজ্জ্বল ছিলো। তাঁর পিতা-মাতা কখন মুসলমান ছিলো না এবং মহানবী তাঁদের গৃহে কখন প্রতিদিন আসতেন না, একথা তিনি স্মরণ করতে পারতেন না।

খাদীজার মৃত্যুর পরবর্তী বছরে মহানবী এক স্বপ্নে দেখেন যে, একটি লোক সিল্কের কাপড়ে কোনো একজনকে জড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ লোকটি মহানবীকে বলেন : "ইনি আপনার স্ত্রী, সুতরাং তাঁকে প্রকাশ করুন।" মহানবী সিল্কের কাপড় তুলে দেখলেন সেখানে আয়েশা। কিন্তু আয়েশা ছিলো মাত্র ছয় বছরের বালিকা এবং তিনি তাঁর পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছেন। তদুপরি আবু বকর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি মুত'য়ীম এর পুত্র জুবায়ের-এর সাথে আয়েশাকে বিয়ে দেবেন। মহানবী নিজেকে বললেন : "এটা যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয় তাহলে তিনিই তা বাস্তবায়িত করবেন।"২ কয়েক রাত পরে তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেন যে একজন ফেরেশতা একই ধরনের এক পুঁটলি সিল্কের কাপড়ে বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন এবং এ সময় মহানবী নিজেই তাঁকে বললেন : "আমাকে দেখান।" ফেরেশতা সিল্কের কাপড় সরালেন এবং সেখানে আবার দেখা গেলো আয়েশাকে। মহানবী পুনরায় বললেন : "এটা যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয় তাহলে তিনিই তা বাস্তবায়িত করবেন।"৩

তবু তিনি এই স্বপ্নের কথা কাউকে বললেন না, এমনকি আবু বকরের কাছেও তিনি তা প্রকাশ করলেন না। কিন্তু এবার ভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর কাছে তৃতীয় বার অনুমোদন এলো। খাদীজার মৃত্যুর পর উসমান ইবন্ মাজুন-এর স্ত্রী খাওলা মহানবীর পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজনের ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। একদিন তিনি যখন মহানবীর বাড়িতে ছিলেন তখন তিনি তাঁকে একটা বিয়ে করার পরামর্শ দেন। মহানবী যখন বললেন যে কাকে তিনি বিয়ে করবেন তখন খাওলা বললেন : "হয় আবু বকরের মেয়ে

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৮৭।
২. বুখারী, খণ্ড ৯১, পৃ. ২০।
৩. বুখারী, খণ্ড ৯১, পৃ. ২০।

www.bjilibrary.com

আয়েশা অথবা জাম'আর মেয়ে সওদাকে।" সওদা ছিলেন সুহায়েলের চাচাত বোন ও তার ভাই-এর স্ত্রী এবং বর্তমানে বিধবা, তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ। তাঁর প্রথম স্বামী সাকরান ছিলেন সুহায়েলের ভাই এবং সাকরান তাঁকে আবিসিনিয়ায় নিয়ে যান। আবিসিনিয়া থেকে যাঁরা প্রথমে মক্কায় ফিরে আসেন, তাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন। মক্কায় ফিরে আসার কিছু দিনের মধ্যেই সাকরান মারা যান।

মহানবী খাওলাকে তাঁর পরামর্শমতো উভয় কনের সাথে বিয়ের বন্দোবস্ত করার কথা বললেন। সওদার উত্তর ছিলো এ রকম : "ও আল্লাহর নবী! আমি আপনার সেবায় আছি।" মহানবী এ কথার উত্তরে বলেন : "তোমার বিয়ের ব্যাপারে তোমার গোত্রের একজন লোককে বলো।" সওদা তার দেবর হাতিবকে তাঁর বিয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পছন্দ করলেন। হাতিব ইতিমধ্যে আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি মহানবীর সাথে সওদার বিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে আবু বকর মুত'য়ীম-এর কাছে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন তাঁর পুত্রের সাথে আয়েশার বিয়ের ব্যাপারটা পরিত্যাগ করেন। সওদার সাথে বিয়ের কয়েক মাস পর আয়েশাও মহানবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এই বিয়ে হয়েছিলো মহানবী ও আবু বকরের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির মাধ্যমে, যেখানে আয়েশা উপস্থিত ছিলেন না। পরবর্তীকালে আয়েশা বলেন যে, তিনি তাঁর নতুন মর্যাদা সম্পর্কে ইঙ্গিত পান তখনই যখন একদিন তিনি গৃহ থেকে খুব দূরে নয় এমন এক স্থান তাঁর বান্ধবীদের সাথে খেলা করছিলেন। তাঁর মা সেখানে এসে তাঁকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যান এবং বলেন যে, সে যেন আর ঘরের বাইরে খেলতে না যায়, বরং তাঁর বান্ধবীরা যেন তাঁর কাছে খেলতে আসে। আয়েশা খুব অস্পষ্টভাবে বিষয়টা অনুধাবন করেন যদিও তাঁর মা তাঁকে তখনই তাঁর বিয়ে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। আগে আয়েশা রাস্তায় খেলতেন, এখন তিনি খেলেন ঘরের আঙিনায়। এছাড়া তাঁর জীবন আগের মতোই চলতে থাকে।

প্রায় এই সময় আবু বকর তাঁর ঘরের সামনে একটা ছোট মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মসজিদের চারপাশে তিনি দেওয়াল দিয়ে ঘিরলেন, কিন্তু আকাশের দিকে খোলা রইলো। সেখানে তিনি নামাজ পড়তেন এবং কুরআন শরীফ পাঠ করতেন। কিন্তু মসজিদের দেওয়াল খুব উঁচু ছিলো না। ফলে লোকেরা দেওয়ালের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখতো। অনেক সময় লোকে দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর কুরআন পাঠ শুনতো। একই সাথে তারা দেখতে পেতো ঐশীগ্রন্থের প্রতি তাঁর কত গভীর শ্রদ্ধা;

www.bjilibrary.com

কুরআন পাঠের সময় তিনি গভীরভাবে তন্ময় হয়ে যেতেন। উমাইয়া আশংকা করলো যে, আবু বকরের মাধ্যমে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়ে যাবে। তারই নির্দেশে কুরাইশদের এক প্রতিনিধিদল ইবন্ আদ-দুঘুন্নার কাছে গিয়ে তাঁকে আবু বকরকে নিরাপত্তা দেওয়ার সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। তারা উল্লেখ করলো যে, আবু বকরের মসজিদের দেওয়াল তাঁর ঘরের দেওয়ালের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তারা বললো : "তিনি যদি ঘরের মধ্যে তাঁর প্রভুর ইবাদত করেন তাতে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তিনি যদি প্রকাশ্যে অনুরূপ ইবাদত করেন তাহলে তাঁকে আপনি তাঁর নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার কথা বলেন।" কিন্তু আবু বকর তাঁর মসজিদ ত্যাগ করতে অস্বীকার করলেন এবং ইবন্ আদ-দুঘুন্নার সাথে তাঁর চুক্তির আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটালেন। তিনি বললেন : "আমি আল্লাহর নিরাপত্তায় সন্তুষ্ট আছি।"

ঠিক সেই দিনই মহানবী আবু বকর ও তাঁর অন্য সাহাবিদের কাছে ঘোষণা করলেন : "আপনাদের হিজরতের স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি দেখেছি প্রচুর পানি প্রবাহিত ভূমি – যেখানে আছে বহু খেজুর গাছ এবং ঐ স্থানটি অবস্থিত দুটি কালো পাহাড় অঞ্চলের মাঝে।"১

১. বুখারী, খণ্ড ৩৭, পৃ. ৭।

www.bjilibrary.com

সহানুভূতিশীল ইয়াছরিব

'শত্রুতা ও অসৎ কাজের জন্য তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।' ইয়াছরিবের ছয় জন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি তাদের লোকদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা অতিরঞ্জিত ছিলো না। বুয়া'স গৃহযুদ্ধ ছিলো অত্যন্ত তীব্র এবং এ ধরনের গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বারের মতো। কিন্তু এ যুদ্ধেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই বা কোনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শুধুমাত্র তারা সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখার চুক্তি সম্পাদন করে। অব্যাহতভাবে এই সাংঘাতিক তিক্ততার ফলে হিংস্র ঘটনার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যপন্থী লোকেরা এই মত প্রকাশ করে যে, কুরাইশদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে কুশাই যে ভূমিকা পালন করেন, তেমনিভাবে ইয়াছরিববাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একজন নেতার প্রয়োজন। এ ছাড়া এ সমস্যার সমাধানের আর কোনো পথ নেই। এই মরুদ্যানের একজন প্রভাবশালী লোক ছিলেন, তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবন্ উবাই। তাঁকে অনেকে সম্ভাব্য 'রাজা' বলে মনে করতো। তিনি সাম্প্রতিক এই যুদ্ধে আউস গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে যুদ্ধের প্রাক্কালে নিজের লোকদের প্রত্যাহার করে নেন। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের লোক। নিজের গোত্রের লোক ছাড়া আউস গোত্রের লোকেরা অন্য কাউকে 'রাজা' বলে মেনে নেবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো।

খাযরাজ গোত্রের ঐ ছয় জন লোক যত বেশি লোককে পারলো তাদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিলো। পর বছর গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ ৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাদের মধ্যে পাঁচজন পুনরায় হজ্জ করতে গেলো। তারা সাথে করে সাত জন লোককে নিয়ে গেলো – এদের মধ্যে দু'জন ছিলো আউস গোত্রের। এই বারো জন লোক আকাবায় মহানবীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো এবং তা প্রথম আকাবার প্রতিজ্ঞা বলে পরিচিত। তাদের মধ্যে একজনের কথায় : 'প্রথম আকাবায় আমরা রাতে আল্লাহর বাণীবাহকের সাথে আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক

www.bjilibrary.com

করবো না; আমরা চুরি করবো না বা ব্যভিচার করবো না, কন্যা সন্তানদের১ হত্যা করবো না বা কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটাবো না; এবং আমরা তাঁর যথাযথ সিদ্ধান্ত অমান্য করবো না।' তিনি আমাদের বলেন : 'তোমরা যদি এই প্রতিজ্ঞা মেনে চলো তাহলে তোমরা বেহেশতে যাবে; এবং তোমরা যদি এসব অপরাধের যে কোনো একটা করো এবং এ জন্য যদি দুনিয়ায় শাস্তি ভোগ করো তাহলে তা প্রায়শ্চিত্ত বলে বিবেচিত হবে। আর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত যদি তোমরা তা গোপন করো তাহলে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন সেই মতো তোমাদের শাস্তি দেবেন বা মাফ করে দেবেন।'২

তাঁরা যখন ইয়াছরিবে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁদের সাথে মহানবী আবদ্ আদ-দর গোত্রের মূসা'বকে প্রেরণ করেন। মূসা'ব ইতিমধ্যে আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাঁদের কাছে কুরআন পাঠ করে শোনাবেন এবং ধর্মীয় নির্দেশ প্রদান করবেন। তিনি আসাদ ইবন্ জুরারা-এর গৃহে অবস্থান করেন। আসাদ ইবন্ জুরারা ছিলেন প্রথম ছয় জনের মধ্যে একজন যিনি পূর্ববর্তী বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মূসা'ব নামাজও পড়াতেন। কারণ ইসলাম গ্রহণ করলেও আউস ও খাযরাজ গোত্রের কেউ কাউকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে পারতেন না।

কাইলার দুই পুত্রের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেকার শত্রুতা ছিলো বহু দিনের পুরানো। উভয় গোত্রের মধ্যে অবশ্য বিয়ে-সাদী হতো। এর ফলে মূসা'বের আশ্রয়দাতা খাযরাজ গোত্রের আসাদ ছিলেন আউস গোত্রের একটি শাখার প্রধান সা'দ ইবন্ মু'য়াদ-এর ঘনিষ্ঠ ভাই। সা'দ দৃঢ়তার সাথে এই নতুন ধর্মকে অস্বীকার করে। এ কারণে সে ক্রুদ্ধ ছিলো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তো। তার চাচাত ভাই আসাদসহ মূ'সাব এবং কতিপয় নতুন ধর্মান্তরিত মুসলমান একসাথে সাধারণ এক স্থানে বসে তার গোত্রের লোকদের সাথে গভীর মনোযোগের সাথে আলোচনা করছে, এটা সা'দ-এর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিলো। সে এ ধরনের অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো, কিন্তু নিজেকে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সাথে জড়িত করতে সে আগ্রহী ছিলো না। সেই কারণে সে তার চেয়ে কম কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব উসায়েদের কাছে গেলো। সে উসায়েদকে বললো : 'ঐ দু'জন লোকের কাছে যাও যারা আমাদের এলাকায় এসে আমাদের দুর্বল ভাইদের বোকা বানাচ্ছে – নিঃসন্দেহে সে তার মৃত ছোট ভাই আয়াস-এর

---

১. আরবে স্থানীয় বেদুইনদের মাঝে বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময় অনাকাঙ্ক্ষিত মেয়ে শিশুকে কবর দেওয়ার প্রথা চালু হয়। এখানে ঐ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ২৮৯।

www.bjilibrary.com

কথা চিন্তা করছিলো যিনি 'ইয়াছরিববাসীদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন' এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দাও। তাদেরকে নিষেধ করে দাও তারা যেন আমাদের এই এলাকায় পুনরায় না আসে। আসাদ যদি আমার রক্ত-সম্পর্কীয় না হতো তাহলে আমি তোমাকে কষ্ট স্বীকার করতে দিতাম না। কিন্তু আসাদ আমার মায়ের বোনের ছেলে এবং আমি তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছি না।' উসায়েদ তার বল্লমটা হাতে নিয়ে তাদের সামনে গেলো এবং সাংঘাতিক প্রচণ্ডতায় বললো : 'তোমরা দু'জন এখানে কেন এসেছো, তোমরা কি আমাদের দুর্বল ভাইদের বোকা বানাবার জন্যে এসেছো? তোমাদের যদি জীবনের মায়া থাকে তাহলে এখান থেকে চলে যাও।' মু'সাব তার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বললেন : 'আপনি এসে বসুন না কেন? আমি যা বলি তা শুনুন। এটা যদি আপনার পছন্দ হয় গ্রহণ করবেন; আর যদি পছন্দ না হয় তাও স্পষ্ট করে বলবেন।' উসায়েদ বললো : 'ভালো কথা।' মহানবীর প্রতিনিধির আচরণ ও চেহারা তার ভালো লাগলো। সে তার বল্লম মাটিতে পুঁতে তাদের পাশে বসলো। মূ'সাব তার কাছে ইসলামের কথা বললেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করে শোনালেন; এবং উসায়েদের বহিঃপ্রকাশে পরিবর্তন দেখা গেলো। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, উসায়েদের মুখমণ্ডলে আলোর আভা প্রতিভাত হয়েছে এবং ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করার পূর্বেই তার কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন এসেছে। মূ'সাবের কথা শেষ হওয়ার পর সে বললো : 'এ কথাগুলো কত চমৎকার ও সুন্দর! তোমরা যদি এ ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে কি করো?' তারা তাকে জানালো যে, তাকে পবিত্র হওয়ার জন্য অজু করতে হবে, তার পোশাক পবিত্র করতে হবে এবং তারপর নামাজ পড়তে হবে। তারা যে বাগানে বসেছিলো সেখানে একটা কুয়া ছিলো। তিনি অজু করলেন এবং কাপড় ধৌত করলেন। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন – আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বাণীবাহক। তারা তাঁকে দেখিয়ে দিলো কিভাবে নামাজ পড়তে হয় এবং তিনি নামাজ পড়লেন। তারপর তিনি বললেন : 'আমার পছনে একজন লোক আছেন। তিনি যদি আপনাদের অনুসরণ করেন তাহলে তাঁর সব লোক তাঁকে অনুসরণ করবে। আমি তাঁকে এখনই আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

এরপর তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে গেলেন। তাদের কাছে যাওয়ার পূর্বেই তারা তাঁকে দেখলো একজন পরিবর্তিত মানুষকে। সা'দ জিজ্ঞাসা করলো : 'তুমি কি করেছো?' উসায়েদ বললেন : 'আমি ঐ দু'জন লোকের সাথে কথা বলেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁদের মধ্যে খারাপ কিছু

www.bjilibrary.com

দেখি নাই। তাঁরা যা করছে তা করতে আমি নিষেধ করি কিন্তু তাঁরা বলেন : 'আপনি যা-ই বলুন, আমরা আমাদের কাজ করবো।' সা'দ বললো : 'আমি দেখছি তুমি কিছুই করতে পারোনি।' এরপর সে উসায়েদের হাত থেকে বল্লমটা নিয়ে ঐ বাগানের দিকে গেলো – যেখানে মুসলমানরা শান্তিপূর্ণভাবে বসে আলোচনা করছিলো। সে তার চাচাত ভাই আসাদের কথার প্রতিবাদ করলো এবং রক্তসম্পর্কের সুযোগ নিয়ে তাঁকে উঠিয়ে আনতে চাইলো। কিন্তু মূ'সাব হস্তক্ষেপ করলেন। উসায়েদের সাথে যেভাবে তিনি কথা বলেছিলেন সেভাবেই তিনি সা'দ-এর সাথে কথা বললেন। সা'দ তাঁর কথা শুনতে সম্মত হলো এবং পরিণামে একই শুভ ফল ফললো।

সা'দ নামাজ পড়ার পর উসায়েদের সাথে মিলিত হলেন এবং তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারা সব এক সাথে তাদের জনগণের সমাবেশে গেলেন। সা'দ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : 'তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান সম্পর্কে তোমরা কি জানো?' তারা উত্তর দিলো : 'আপনি আমাদের নেতা, বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের জন্য সর্বোত্তম মঙ্গলজনক।' তিনি বললেন : 'তাহলে আমি তোমাদের বলছি যে, তোমরা যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর নবীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের পুরুষ বা মহিলার সাথে কথা বলবো না বলে কসম করছি।' রাতের আগমনের পূর্বে তাঁর গোত্রের মধ্যে এমন কোনো পুরুষ বা মহিলা রইলো না যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না।

আসাদের সাথে মূ'সাব থাকেন প্রায় এগারো মাস। এ সময়ের মধ্যে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর পরবর্তী হজ্জের মৌসুম নিকটবর্তী হলে তিনি মক্কায় ফিরে যান এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের বিভিন্ন শাখার মধ্যে তিনি কিভাবে ইসলাম প্রচার করেন তা মহানবীকে অবহিত করেন।

মহানবী জানতেন যে, দুই দিকে কালো পাথর বেষ্টিত প্রচুর পানি প্রবাহিত অঞ্চলটি হলো ইয়াছরিব। এ কথাও তিনি জানতেন যে ঐ স্থানে তাঁরও হিজরত করার সময় এসেছে। মক্কায় কিছু লোক ছিলো যাদের তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। বৈবাহিক সূত্রে তাঁর চাচী উম্মে আল-ফজল তাদের মধ্যে একজন। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তবু তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর চাচা আব্বাস কখনও তাঁকে প্রতারিত করবেন না এবং তাঁর কাছে কোনো গোপন কথা বললে তা তিনি প্রকাশ করবেন না। এ কারণে তিনি ঐ দু'জনকে বললেন যে, তিনি ইয়াছরিবে গিয়ে বসবাসের ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর এই ইচ্ছা নির্ভরশীল ছিলো পরবর্তী হজ্জ

www.bjilibrary.com

মৌসুমে ইয়াছরিব থেকে যে প্রতিনিধি দল আসবে তাদের ওপর। এ কথা শোনার পর আব্বাস বললেন যে, তিনি তাঁর ভাইপোর সাথে গিয়ে ঐ প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে কথা বলবেন এবং এটা তাঁর কর্তব্য। মহানবী তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

মূ'সাব-এর যাত্রার কিছুদিন পর ইয়াছরিবের বেশ কয়েক জন মুসলমান পূর্ব আলোচনা অনুযায়ী হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ দলে ছিলেন দু'জন মহিলাসহ তিয়াত্তর জন লোক। তাঁদের ইচ্ছা ছিলো মহানবীর সাথে যোগাযোগ করার। তাঁদের নেতাগণের মধ্যে একজন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের নেতা, তাঁর নাম বা'রা। ঐ সফরের সময় প্রথম কয়েক দিন তাঁর মন একটি চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাঁরা চলেছিলেন মক্কার পথে। এই মক্কায় রয়েছে আল্লাহর ঘর কা'বা। এই কা'বা হলো সমগ্র আরবের সবচেয়ে বড় ইবাদতের কেন্দ্র। মক্কায় আছেন মহানবীও এবং এই মহানবীর কাছে তাঁরা যাচ্ছেন। এই মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এসব কারণেই মক্কা অভিমুখে তাঁদের মন গভীর উৎসাহে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং এটা কি ঠিক না যুক্তিগ্রাহ্য যে, নামাজের সময় তাঁরা মক্কার দিকে পিঠ রেখে উত্তরে সিরিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াবে? এটা হয়তো শুধুমাত্র একটা চিন্তা। বা'রা-র বয়স হয়েছিলো, তিনি আর কতদিনই বা বাঁচবেন। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে মানুষের মনে কখনও কখনও এ ধরনের চিন্তার উদ্রেক হয়। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, তাঁর মনে যে চিন্তার উদ্রেক হয়েছে তা তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন। তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে জানালো যে, তারা জানে যে মহানবী সিরিয়া অর্থাৎ জেরুসালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে অভ্যস্ত এবং তারা মহানবী থেকে পৃথক কিছু করতে আগ্রহী নয়। বা'রা বললেন : 'আমি কা'বার দিকে মুখ করে নামাজ পড়বো।' ঐ সফরের পুরো সময়টাই তিনি সেভাবে নামাজ পড়েন। অথচ তাঁর সঙ্গীরা জেরুসালেমের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়েন। তাঁর সঙ্গীরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হন নাই। তবে মক্কায় পৌঁছার পর তাঁর কিছুটা সন্দেহ হয়। তিনি ইয়াছরিবের এজন প্রতিভাবান কবি নিজের গোষ্ঠীর যুবক কা'ব ইবন্ মালিককে বলেন : 'হে আমার ভাইপো, চলো আমরা আল্লাহর নবীর কাছে যাই এবং সারা সফরের সময় আমি যা করেছি সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ছিলে এ কারণে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।' তারা মক্কায় একজন লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলো মহানবীকে কোথায় পাওয়া যাবে। কারণ তাঁরা মহানবীকে কখনও চোখে দেখেন নাই। ঐ লোকটি বললো : 'তোমরা কি মহানবীর চাচা আব্বাসকে

www.bjilibrary.com

জানো?' তারা উত্তরে জানালো যে, তারা আব্বাসকে চেনে। কারণ আব্বাস প্রায়ই ইয়াছরিব সফর করতেন এবং তিনি সেখানে খুবই পরিচিত। ঐ লোকটি বললো : 'তোমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন দেখবে আব্বাসের পাশে যিনি বসে আছেন তিনিই মহানবী।' এরপর তাঁরা মহানবীর কাছে যান। বা'রা-র প্রশ্নের উত্তরে মহানবী বলেন : 'তোমাদের একটা দিক আছে, সেটা তোমরা রক্ষা করো।' বা'রা আবার জেরুসালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়েন শুধুমাত্র মহানবীকে অনুসরণ করে। তিনি মহানবীর কাছ থেকে যে জবাব পান তার একাধিক অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে।

মক্কায় তাদের এই ভ্রমণ ছিলো একটা দলে। এই দলে ইয়াছরিবের বহু দেবতার পূজারী তীর্থযাত্রীরাও ছিলো। এদের মধ্যে একজন মিনা'য় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের বনি সালিমা শাখার একজন প্রভাবশালী লোক, তাঁর নাম আবু জাবির আবদুল্লাহ ইবন্ আমর। প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো যে, হজ্জের পর দ্বিতীয় রাতে তাঁরা আগের মতো মহানবীর সাথে গোপনে আকাবায় মিলিত হবেন। তাঁদের মধ্যে একজনের ভাষায় : 'যাত্রী দলের লোকদের সাথে দুই রাত ঘুমিয়েছিলাম এবং তৃতীয় রাতে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে ঘুমন্ত লোকদের রেখে নির্ধারিত স্থানে মহানবীর সাথে মিলিত হলাম। আমরা সবাই বালির ওপর দিয়ে চুপিসারে মিলিত হলাম আকাবার নিকটবর্তী খাদে। সেখানে আমরা মহানবীর জন্যে অপেক্ষা করলাম। মহানবী এলেন তাঁর চাচা আব্বাসের সাথে। আব্বাস তখনও তাঁর জনগণের ধর্মে ছিলেন। তবু তিনি উপস্থিত ছিলেন ভাইপোর আলোচনা শোনার জন্যে এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে, তাঁর ভাইপোর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা বিশ্বাসযোগ্য। মহানবী যখন বসেছিলেন তখন আব্বাসই প্রথম কথা বলেন : 'হে খাযরাজ জনগণ' – খাযরাজ ও আউস গোত্রের লোকদের আরবরা এভাবে সম্বোধন করতে অভ্যস্ত ছিলো – 'তোমরা জানো মুহাম্মদকে আমরা কতটা সম্মান করি। আমরা তাঁকে তাঁর জনগণ থেকে নিরাপত্তা দিয়েছি যেন তিনি তাঁর গোষ্ঠীর কাছ থেকে সম্মান পান এবং তাঁর দেশে নিরাপদে থাকেন। তবু সে তোমাদের দিকে মুখ ফিরিয়েছে এবং তোমাদের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং তোমরা যদি মনে করো যে, তোমরা তাঁর সাথে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা তাঁকে রক্ষা করবে, তাহলে মনে করবে এটা তোমাদের দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্ব তোমরা নিজেরাই গ্রহণ করেছো। কিন্তু তোমরা যদি মনে করো তোমরা তাঁর সাথে

www.bjilibrary.com

প্রতারণা করবে এবং সে তোমাদের কাছে যাওয়ার পর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে, তাহলে তাঁকে তোমরা এখনই ছেড়ে যাও।' তারা উত্তর দিলো : 'আপনি যা বললেন তা আমরা শুনলাম। কিন্তু হে আল্লাহর নবী, আপনি কিছু বলুন এবং আপনি ও আপনার প্রভুর জন্যে আপনার ইচ্ছানুযায়ী আপনি পছন্দ করুন।'

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করে এবং আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মহানবী বললেন : 'আমি তোমাদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করছি যে, তোমরা যেভাবে তোমাদের মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা দাও ঠিক সেইভাবে তোমাদের আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা হিসেবে আমাকে নিরাপত্তা দেবে।' বা'রা উঠে দাঁড়ালেন এবং মহানবীর হাত ধরে বললেন : 'সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমরা আপনাকে সেই নিরাপত্তা প্রদান করবো যে নিরাপত্তা আমরা আমাদের মহিলা ও শিশুদের দিয়ে থাকি। হে আল্লাহর নবী, আপনি আমাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করুন। কারণ আমরা যুদ্ধের সন্তান, আমাদের কাছে অস্ত্র আছে এবং এই অস্ত্র পিতার কাছ থেকে পুত্রের হাতে সমর্পিত হয়েছে।' আউস গোত্রের একজন লোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি বললেন : 'হে আল্লাহর বাণীবাহক, আমাদের সাথে অন্য লোকের চুক্তি আছে' – তিনি ইহুদীদের কথা বলতে চাইলেন – 'আমরা সেই চুক্তি ছিন্ন করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এটা যেন না হয় যে, আমরা আপনার সাথে চুক্তি করলাম এবং আল্লাহ আপনাকে বিজয়ী করলে আপনি আপনার লোকদের কাছে ফিরে যাবেন এবং আমাদের আপনি ত্যাগ করবেন।' মহানবী মৃদু হেসে বললেন : 'না। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। তোমরা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে আমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তোমরা কারও সাথে শান্তি স্থাপন করলে আমিও তার সাথে শান্তি স্থাপন করবো।'

অতঃপর তিনি বললেন : 'তোমাদের মধ্য থেকে এমন বারো জন নেতৃস্থানীয় লোক নিয়ে এসো যারা তোমাদের জনগণের বিষয় দেখা-শোনা করতে পারে।' তারা খাযরাজ গোত্র থেকে নয় জন এবং আউস গোত্র থেকে তিন জন লোকসহ মোট বারো জন লোককে নিয়ে এলো। কারণ তাদের সব লোকের মধ্যে দু'জন মহিলাসহ বাষট্টি জন ছিলো খাযরাজ গোত্রের এবং এগারো জন ছিলো আউস গোত্রের। খাযরাজ গোত্রের নয় জন নেতার মধ্যে ছিলেন আসাদ এবং বা'রা এবং আউস গোত্রের তিন জন নেতার মধ্যে ছিলেন উসায়েদ। সা'দ ইবন্ মু'য়াজ নিজের প্রতিনিধি করে পাঠান উসায়েদকে।

www.bjilibrary.com

তাঁরা যখন একের পর এক মহানবীর সাথে শপথ করতে প্রস্তুত হলেন তখন খাযরাজ গোত্রের বারো জনের মধ্যে একজন লোক (যিনি পূর্ববর্তী বছরে শপথ গ্রহণ করেন) অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করলেন এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'খাযরাজ জনগণ, এই লোকটির সাথে প্রতিজ্ঞার অর্থ তোমরা উত্তমভাবে অনুধাবন করো।' তারা বললো : 'আমরা জানি।' কিন্তু তিনি তাদের কথা উপেক্ষা করে বললেন : 'তোমরা প্রতিজ্ঞা করছো লাল এবং কালো১ সব মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে। সুতরাং তোমরা যদি মনে করে থাকো যে, তোমাদের সম্পদ নষ্ট হলে এবং তোমাদের কোনো সম্ভ্রান্ত লোককে হত্যা করা হলে তোমরা মহানবীকে ছেড়ে যাবে তাহলে তাঁকে তোমরা এখনই ছেড়ে যাও। কারণ তখন যদি তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাও তাহলে এই দুনিয়া ও আখেরাতে তা হবে তোমাদের জন্য লজ্জার কারণ। কিন্তু তোমরা যদি মনে করো তোমরা আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে তাহলে তাঁকে নিয়ে যাও। কারণ, আল্লাহর কসম, তাঁর মধ্যে রয়েছে এই দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠ বস্তু।' তারা বললো : 'আমাদের সম্পদ নষ্ট হলেও এবং আমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করা হলেও আমরা তাঁকে নিয়ে যাবো। হে আল্লাহর নবী, আমরা যদি আমাদের শপথ পূর্ণ করি তাহলে আমরা কি পাবো?' মহানবী বললেন : 'বেহেশত'। তারা বললো : 'আপনার হাত প্রসারিত করুন', এবং মহানবী হাত প্রসারিত করলে তারা তাঁর হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করলো।

আকাবা উপত্যকার ওপরে থেকে শয়তান সব কিছু প্রত্যক্ষ করছিলো এবং শুনছিলো। সে যখন আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলো না তখন সে তার শক্তি অনুযায়ী জোরে চিৎকার করে উঠলো এবং উচ্চারণ করলো মুধাম্মাম-এর নাম, যার অর্থ সম্পূর্ণ পাপাসক্ত। তিনিও চিৎকার করে জবাব দিলেন : 'হে আল্লাহর শত্রু, আমি তোমাকে অবকাশ দেবো না।'

---

১. এর অর্থ সব ধরনের লোক। আকাবায় দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার পর প্রথম প্রতিজ্ঞাকে বলা হয় 'মহিলাদের শপথ'। শুধুমাত্র মহিলাদের ক্ষেত্রে ঐ নামকরণ অব্যাহত থাকে, কারণ ঐ শপথে যুদ্ধের সময় কর্তব্যের কথার উল্লেখ ছিলো না।

www.bjilibrary.com

বহু লোকের স্বদেশ ত্যাগ

মহানবী এখন মক্কায় তাঁর অনুসারীদের ইয়াছরিবে হিজরত করার জন্য উৎসাহিত করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যে হিজরত করেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো আবু সালামাহ নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হন এবং তিনি নিজের গোষ্ঠীর লোকদের থেকে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ফলে তিনি একটা উটের পিঠে তাঁর স্ত্রী ও শিশুপুত্র সালামাহকে নিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা শুরু করেন এবং তিনি নিজেই উট পরিচালনা করেন। কিন্তু উম্মে সালামাহ ছিলেন মাখজুম গোত্রের বনি মুগিরা শাখার এবং তিনি ছিলেন আবু জহলের আপন চাচাত বোন। এ কারণে উম্মে সালামার পরিবারের কিছু লোক তাঁদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং আবু সালামাহ-র হাত থেকে উটের দড়ি কেড়ে নেয়। তাদের লোক সংখ্যা বেশি থাকায় আবু সালামাহ তাদেরকে বাধা দেওয়া নিরর্থক মনে করেন এবং তাঁর স্ত্রীকে তাদের সাথে যেতে বলেন। তিনি বলেন যে, তিনি একটা উপায় বের করে নেবেন যেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্র তাঁর সাথে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু তাঁর শাখা মাখজুম গোত্রের লোকেরা যখন এ কথা জানতে পারে তখন তারা বনি মুগিরা শাখার লোকদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা শিশুপুত্রের অভিভাবকত্ব দাবি করায় ঘটনার দ্রুত অবনতি ঘটে। ফলে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাদের মধ্যেকার তিনজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং উম্মে সালামাহর প্রতি গোষ্ঠীর সব লোক সদয় হয়ে তাকে শিশুপুত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে স্বামীর সাথে মিলিত হওযার কথা বলেন। উম্মে সালামাহ শিশুপুত্র সালামাহ-কে সাথে নিয়ে উঠের পিঠে করে যাত্রা শুরু করেন। প্রায় ছয় মাইল যাওয়ার পর তিনি আবদ্ আদ-দর গোত্রের উসমান ইবন্ তালহার দেখা পান। ঐ লোকটি তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তিনি উম্মে সালামাহ-র সফরের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁকে প্রহরা দিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানান। তারা শুনেছিলো যে, আবু সালামাহ কুবায় আছে। এই গ্রামটি ছিলো ইয়াছরিবের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এবং এই মরুদ্যান থেকেই লাভা অঞ্চল শুরু হয় যা 'দুই কালো পাথর অঞ্চলের' একটি। সুতরাং তারা যখন

www.bjilibrary.com

তরুবীথির দৃশ্য দেখতে পেলো, উসমান তাঁকে বললেন : 'আপনার স্বামী এই গ্রামে আছে। আল্লাহর রহমত নিয়ে আপনি ঐ গ্রামে প্রবেশ করুন।' এরপর উসমান মক্কার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। উম্মে সালামাহ তাঁর এই দয়ার কথা কোনোদিন ভোলেন নাই এবং তাঁর এই মহত্ত্বের প্রশংসা করতে কখনও তিনি বিরত থাকেন নাই।

আকাবায় দ্বিতীয় শপথের পর কুরাইশ মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় স্বদেশ ত্যাগ করতে শুরু করলেন। প্রথম দিকে যাঁরা হিজরত করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহানবীর চাচাত ভাইবোন, জাহাশ ও উমাইয়ার পুত্র ও কন্যাগণ, আবদুল্লাহ এবং তাঁর অন্ধ ভাই আবু আহমদ এবং তাঁদের দুই বোন জয়নাব ও হামনাহ্। তাদের সাথে বনি আসাদ গোত্রের অনেকে স্বদেশ ত্যাগ করেন। বনি আসাদ গোত্রের সাথে সামস্ গোত্রের বহু দিনের মৈত্রী বন্ধন ছিলো। হামজা এবং জায়দ তাঁদের স্ত্রীগণকে সাময়িকভাবে মক্কায় রেখে চলে যান। কিন্তু উসমান তাঁর স্ত্রী রুকাইয়া এবং উমর তাঁর স্ত্রী জয়নাব ও তাদের শিশুপুত্র আবদুল্লাহ ও কন্যা হাফসাকে সাথে করে নিয়ে যান। হাফসার স্বামী সাহম গোত্রের খুনায়েস তাঁদের সাথে ছিলেন। আবু সালামাহ-র বৈমাত্রেয় ভাই আবু সাবরাহ তাঁর সাথে করে স্ত্রী উম্মে কুলসুমকে নেন। উম্মে কুলসুম হলেন সুহায়েলের কন্যা। মহানবীর অন্য দুই চাচাত ভাই জুবায়ের ও তুলায়েবও সেখানে চলে যান।

আবু বকর ও আলী ছাড়া তাঁর আর সব ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ইয়াছরিবের উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করেন খুব বেশিদিন হয় নাই। এ সময় হিজরত করার জন্য আবু বকর মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহানবী তাঁকে বলেন : 'যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করবেন না, হতে পারে আল্লাহ আপনাকে একজন সঙ্গী দেবেন।' ফলে আবু বকর অনুধাবন করলেন যে, মহানবীর জন্য তাঁকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। তিনি ইয়াছরিব যাত্রার প্রস্তুতির জন্য তাঁর দুটো উটকে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াবার নির্দেশ দিলেন।

কুরাইশরা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করলো মক্কার মুসলমানদের স্বদেশ ত্যাগ বন্ধ করার জন্য। সুহায়েলের অপর এক কন্যা তাঁর স্বামী হুজায়ফার সাথে ইয়াছরিব চলে যান। এর আগে তাঁরা আবিসিনিয়া গমন করেছিলেন। সুহায়েল এ সময় অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারবে না। সাহম গোত্রের নেতার পুত্র আস-হিশামের ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটনা ঘটে। তিনিও অন্যদের মতো আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই আমরকে কুরাইশরা মুসলমান উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেছিলো। হিশাম

www.bjilibrary.com

তাঁর ভাইয়ের ব্যর্থতা ও অপমান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। উমর ছিলেন হিশামের খালাতো ভাই – এই দু'জনের মা ছিলেন পরস্পরের বোন। উমর তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা করলেন যে, তাঁরা এবার দু'জনেই একসাথে ইয়াছরিবে হিজরত করবেন। তবে মক্কা থেকে তাঁরা পৃথকভাবে গিয়ে শহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে আদাত-এর কাটাবনে মিলিত হবেন। মাখজুম গোত্রের আয়াসও তাঁদের সাথে ভ্রমণ করবেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় ও স্থানে হিশামকে দেখা গেলো না। ফলে উমর তাঁর পরিবারের সদস্যসহ আয়াসকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। কারণ তাঁরা পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করবে না। হিশামের পিতা ও ভাই তাঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হয়ে তাঁকে বলপূর্বক আটক করে। তারা তাঁর ওপর এমনই চাপ প্রয়োগ করে যে, কয়েকদিন পর তারা তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতেও অনুরোধ করে।

উমরের সাথে আয়াস ইয়াছরিবে পৌঁছান। আয়াসের সৎ ভাই আবু জহল ও হারিছ তাদেরকে অনুসরণ করে। তারা আয়াসকে বলে, তাদের মাতা (আয়াসেরও মাতা) এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে আয়াসকে না দেখা পর্যন্ত মাথার চুলে চিরনি দেবে না বা রৌদ্রের তাপ থেকে সরে গিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় নেবে না। এ কথা শুনে আয়াস খুবই উদ্বিগ্ন হলো। কিন্তু উমর তাকে বললেন : 'তোমার ধর্ম থেকে সরিয়ে আনার জন্য এটা একটা কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। মাথায় উকুন বিরক্ত করলে তোমার মাতা চিরনি ব্যবহার করবে এবং মক্কায় সূর্যের তাপ তাকে কষ্ট দিলে সে অন্য কোথাও আশ্রয় নেবে।' কিন্তু তিনি তাঁর কথা শুনলেন না; তিনি তাঁর মাকে প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত করার জন্য মক্কায় ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তিনি মক্কায় কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। সেই টাকা উদ্ধারের ব্যাপারেও তিনি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা ফেরার পথে অর্ধেক পথ আসার পর আবু জহল ও হারিছ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা তাঁকে হাত ও পা বেধে বন্দির মতো করে বাড়িতে নিয়ে এলো। শহরে প্রবেশের পর তারা বললো : 'হে মক্কার জনগণ, এই বোকার সাথে এমন ব্যবহার করো যেমন করেছি আমরা আমাদের অন্য বোকার সাথে।' হিশামের মতো তারাও আয়াসের ওপর ইসলাম ত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করলো। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত কিছু নির্ধারিত হলো না। কিছুক্ষণ পর তারা বিবেকের তাড়নায় জর্জরিত হলো এবং তারা মনে করলো যে, এতবড় একটা পাপ কাজের বিনিময়ে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এ ধরনের মতামত উমরও প্রকাশ করে। এর পরে আসে ঐশী বাণী : 'বলুন, হে আমার

www.bjilibrary.com

বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।'১ উমর আয়াতটি লিখে তা হিশামের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। হিশাম বলেন : 'আমার কাছে যখন এই আয়াত নিয়ে আসা হলো আমি তা উঁচু করে আমার চোখের কাছে আনলাম এবং অতঃপর তা চোখের কাছ থেকে সরিয়ে নিলাম, কিন্তু এর অর্থ বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম, 'হে আল্লাহ, এর অর্থ আমার অনুধাবনের শক্তি দাও।' তারপর আল্লাহ এই আয়াতের মর্ম আমার হৃদয়ে প্রবেশ করালেন যে, আমরা আমাদের সম্পর্কে যা বলেছি এবং আমাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য। হিশাম এই আয়াতটি আয়াসকে দেখালেন এবং তাঁরা ইসলামের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে নবায়ন করলেন এবং ঐ অবস্থা থেকে তারা পলায়নের সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

১. কুরআন, ৩৯ : ৫৩-৫৪।

www.bjilibrary.com

একটি ষড়যন্ত্র

আপাতদৃষ্টিতে হিশাম ও আয়াসের ধর্মান্তর কুরাইশদের জন্য ছিলো একটা ক্ষুদ্র বিজয়। এর ফলে হিজরতকারীর সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চললো এবং অনেকে হিজরত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলো। সে কারণে কুরাইশরা তাদের স্বদেশ ত্যাগের গতি বন্ধ করতে পারলো না। মক্কার অনেক বড় বড় বাড়ি ভাড়াটিয়াশূন্য হয়ে পড়লো; অন্যান্য বাড়িতে যেখানে লোকজনে পূর্ণ ছিলো সেখানেও এখন দু'একজন বৃদ্ধ লোক ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যায় না। দশ বছর আগে যে শহর ছিলো সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ, তা এখন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ জন্য ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য ঐ মাত্র একজন লোক। দুঃখ ও হতাশার অনুভূতি উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকলেও এই শহরের উত্তর দিক থেকে ক্রমবর্ধমান বিপদের আশংকা স্থায়ী রূপ নিলো – এই স্থানে এখন সম্ভাব্য শত্রুরা জমায়েত হলো। ধর্মের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেওয়ার পর যারা জ্ঞাতি-সম্পর্ককে আমলই দিলো না, তারাই এখানে এসে একত্রিত হলো। মহানবীকে যারা বলতে শুনেছিলো 'কুরাইশ, আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু-পরোয়ানা আনছি', তারা এ কথা কোনোদিন ভুলে নাই, যদিও এক সময় তারা মনে করেছিলো, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাঁর সব গতিবিধি সর্বদা নজরে রাখা সত্ত্বেও তিনি যদি তাদেরকে ব্যর্থ করে দিয়ে ইয়াছরিবে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে ঐ কথাগুলো যে শুধুমাত্র হুমকি ছিলো না তা প্রমাণ হয়ে যায়।

মহানবীর নিরাপত্তা প্রদানকারী মুত'য়ীম-এর মৃত্যুর পর কার্যব্যবস্থা গ্রহণের পথ সুগম হয়েছে বলে মনে হলো; এবং তা আরও স্পষ্ট করার জন্য আবু লাহাব ইচ্ছাকৃতভাবে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সমাবেশে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকলো। দীর্ঘ আলোচনার পর অনেক পরামর্শ উত্থাপিত হলো এবং তার মধ্যে কিছু পরামর্শ বাতিল করা হলো। শেষ পর্যন্ত অনেকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা আবু জহল উত্থাপিত পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। তারা মনে করলো, সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র পথ। প্রত্যেক গোষ্ঠী একজন করে বলবান, বিশ্বস্ত ও ভালো ভালো পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যুবককে

www.bjilibrary.com

মনোনয়ন দেবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসব নির্ধারিত লোক একসাথে মুহাম্মদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা সবাই মারণাঘাত হানবে এবং এর ফলে তাঁর রক্তপণের দায়িত্ব সব গোষ্ঠীর ওপর পড়বে। বনি হাশিম কুরাইশদের সব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না; তাদেরকে রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিশোধের বদলে তাদেরকে রক্তপণ দেওয়া হবে। এর ফলে সমগ্র সম্প্রদায় এমন একজন লোকের হাত থেকে মুক্তি পাবে যিনি জীবিত থাকলে কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না।

এ সময় জিবরাইল মুহাম্মদের কাছে এলেন এবং তাঁকে কি করতে হবে তা বলে দিলেন। মহানবী সাধারণত দুপুর বেলা আবু বকরের বাড়ি যেতেন না। কিন্তু তিনি সেই সময় সরাসরি তাঁর বাড়িতে গেলেন। এই অসময়ে মহানবীকে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। মহানবী যখন ঘরে প্রবেশ করেন তখন আয়েশা ও তাঁর বড় বোন আসমা তাঁদের পিতার সাথে ছিলেন। মহানবী বললেন : 'আল্লাহ আমাকে এই শহর ত্যাগ করার ও হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন।' আবু বকর জিজ্ঞাসা করলেন : 'আমাকে সাথে নিয়ে?' মহানবী উত্তর দিলেন : 'আপনাকে সাথে করে।' এ সময় আয়েশার বয়স ছিলো সাত বছর। পরবর্তী সময়ে তিনি বলতেন : 'এ কথা শোনার পর আমি আবু বকরকে কাঁদতে দেখেছি; আনন্দে কেউ কাঁদতে পারে তা এর পূর্বে আমি জানতাম না।'

পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মহানবী গৃহে ফিরলেন এবং আলীকে বললেন যে, তিনি খুব শীঘ্র ইয়াছরিব যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের গৃহে অন্যের যে সব মাল নিরাপদে রাখার জন্য গচ্ছিত রাখা ছিলো তা তাদের মালিকদের কাছে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত মহানবী আলীকে মক্কায় থাকার নির্দেশ দিলেন। মহানবী আল-আমীন অর্থাৎ বিশ্বাসী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত ছিলেন এবং কারও কাছে তাঁর বিশ্বস্ততা কখনও ম্লান হয়নি। তখনও অনেক অবিশ্বাসী ছিলো যারা তাদের নিজের সম্পত্তির ব্যাপারে মহানবী ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতো না। তিনি আলীকে এ কথাও বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে কুরাইশরা যে চক্রান্ত করেছে জিবরাইল তা তাঁকে বলেছেন।

মহানবীকে হত্যার জন্য যে সব যুবক লোককে মনোনীত করা হয়েছিলো তারা সবাই রাত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর বাড়ির গেটে সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু তাদের সব লোক তখনও জমায়েত না হওয়ায় তারা অপেক্ষা করলো। তারা ঐ বাড়ি থেকে মহিলাদের কথা শুনতে পেলো। এই মহিলারা ছিলেন সওদা, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা এবং উম্মে আয়মান।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের কথায় তাদের চিন্তার উদ্রেক হলো। তাদের মধ্যে একজন লোক বললো, তারা যদি দেওয়ালের ওপরে উঠে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে তারা মহিলাদের গোপনীয়তা লংঘন করেছে বলে আরবদের কাছে সব সময় ঘৃণিত বলে চিহ্নিত হবে। সুতরাং তারা তাদের প্রার্থিত লোক বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো। তিনি যদি রাতে বের না হন তাহলে খুব ভোরে তিনি অবশ্যই বেরিয়ে আসবেন, কারণ ভোরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা ছিলো তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস।

মহানবী ও আলী ঐ লোকগুলোর উপস্থিতি সম্পর্কে টের পেলেন। মহানবী যে পোশাক পরিধান করে শয়ন করতেন তা বের করলেন এবং তা আলীকে দিয়ে বললেন : 'তুমি আমার বিছানায় আমার এই সবুজ হাদরামি পোশাক পরিধান করে ঘুমাবে। এখানেই ঘুমাবে এবং তাদের কাছ থেকে তোমার কোনো বিপদ আসবে না।' তারপর তিনি ইয়াসিন সূরা পড়তে শুরু করলেন এবং যখন তিনি পাঠ করলেন : 'আমি তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।'১ তখন তিনি তাঁর গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাদের দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিলেন, ফলে তারা তাঁকে দেখতে পেলো না। মহানবী তাদের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে নিজের পথ ধরলেন।

একজন লোক বিপরীত দিক থেকে আসছিলো। মহানবীর সাথে ঐ লোকটি মুখোমুখি হলো এবং সে মহানবীকে চিনতে পারলো। সামান্য দূরে এগিয়ে যাওয়ার পর সে মুহাম্মদের বাড়ির গেটের কাছে গেলো। গেটের কাছে সে কয়েকজন লোককে দেখতে পেলো। সে তাদেরকে ডেকে বললো যে, তারা যদি মুহাম্মদের অপেক্ষায় থাকে তাহলে তিনি বাড়িতে নেই এবং একটু আগেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন। তারা চিন্তা করলো : 'এটা কেমন করে হয়?' ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে একজন প্রথম থেকেই মহানবীর বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলো এবং তার দলের অন্য লোকেরা আসার আগেই সে মহানবীকে ঘরে ঢুকতে দেখে। তারা পুরোপুরি নিশ্চিত যে, এখানে থাকার সময় তারা কাউকে ঘরের বাইরে যেতে দেখেনি। কিন্তু ঐ লোকটির কথা শুনে তারা অস্বস্তি বোধ করলো। তাদের মধ্যে একজন জানতো মহানবী কোথায় ঘুমাতেন। তাই সে এগিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে স্থানটি দেখার চেষ্টা করলো। সে নিশ্চিত হলো যে, মহানবীর বিছানায় একজন ঘুমিয়ে আছে, তার গায়ে চাদর দিয়ে ঢাকা। সে তার সঙ্গীদের আশ্বস্ত করলো যে, তাদের প্রার্থিত লোকটি এখনও ওখানে আছে। ভোর বেলায় আলী ঘুম থেকে উঠে

---

১. কুরআন, ৩৬ : ৯।

www.bjilibrary.com

দরজার কাছে গেলেন, তাঁর গায়ে ঐ চাদরটি তখনও জড়ানো ছিলো। তারা লোকটি কে তা দেখলো। তারা চিন্তা করলো, যেভাবেই হোক তাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে। তারা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো; সফর মাসের শেষ রাতের চন্দ্র ক্ষীয়মান অবস্থায় ছিলো এবং তা পূর্বদিকের পাহাড়ের ওপর অস্পষ্ট অবস্থায় দেখা যাচ্ছিলো। সূর্যের আলো ওঠার সাথে সাথে তা আরও বিবর্ণ হয়ে গেলো। তখনও মহানবীর আসার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। আকস্মিকভাবে তারা সবাই স্থান ত্যাগ করে নিজ নিজ গোত্রপ্রধানকে বিষয়টি জানাবার উদ্দেশ্যে চলে গেলো।

www.bjilibrary.com

হিজরত

ইতিমধ্যে মহানবী আবু বকরের কাছে ফিরে আসেন। সময় নষ্ট না করে তাঁরা বাড়ির পেছন দিকের একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। জানালার কাছেই দুটো উট সফরের জন্য তৈরি করা ছিলো। মহানবী একটা উটে চড়লেন এবং আবু বকর অপর উটটাতে চড়লেন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর সাথে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁরা ইয়েমেনের পথে সামান্য দক্ষিণে সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, মহানবীর অনুপস্থিতির খবর জানাজানি হয়ে গেলে অনুসন্ধান দলকে শহরের উত্তরে শহরতলীর সব এলাকায় পাঠানো হবে। মক্কার গণ্ডী পেরিয়ে সামান্য পথ এগিয়ে যাওয়ার পর মহানবী তাঁর উটকে থামালেন এবং পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তিনি বললেন : 'আল্লাহর সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে এই স্থানটিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আল্লাহর কাছেও সবচেয়ে প্রিয়। তোমার কাছ থেকে আমার জনগণ যদি তাড়িয়ে না দিতো তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।'

আমির বিন ফুহায়রাকে আবু বকর দাস হিসেবে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন এবং তিনি তাঁর মেষপালের রক্ষক হিসেবে তাকে নিযুক্ত করেন। আমির বিন ফুহায়রা তার মেষপাল নিয়ে তাঁদের পথ অনুসরণ করে তাঁদের যাত্রাপথে উটের পদচিহ্ন মুছে ফেলার জন্য। তাঁরা পর্বতের গুহায় পৌঁছার পর আবু বকর তাঁর ছেলেকে উটসহ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। মহানবীর অনুপস্থিতির কথা জানাজানি হওয়ার পর মক্কায় পরদিন যে সব কথা আলোচনা হবে তা শোনার জন্য তাঁকে বলা হয়। তাঁকে ঐ সব সংবাদ পরদিন রাতে তাঁদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলা হয়। দিনের বেলায় আমির অন্যান্য মেষপালকের মতো তার মেষপাল চরাবে এবং রাতে সওর ও মক্কার পথে আবদুল্লাহর যাতায়াতের চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য সওর-এ মেষপাল নিয়ে আসবে।

পরদিন রাতে আবদুল্লাহ ঐ গুহায় এলেন। তাঁর সাথে তাঁর বোন আসমা এলেন মহানবী ও আবু বকরের জন্য খাবার নিয়ে। তাঁরা এই সংবাদ দিলেন

www.bjilibrary.com

যে, কুরাইশরা মুহাম্মদকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার জন্য একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। ঘোড়সওয়াররা মক্কা ও ইয়াছরিবের প্রতিটি রাস্তায় খোঁজ-খবর নিচ্ছে এবং তারা আশা করছে যে, দু'জনকেই তারা ধরতে পারবে। তাদের ধারণা যে আবু বকরও মুহাম্মদের সাথে আছে। কারণ তাঁকে মক্কায় পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকে মনে করছে যে – আবদুল্লাহর কাছে সম্ভবত তারা পরিচিত নয় – মুহাম্মদ ও আবু বকর নিশ্চয় মক্কার আশেপাশে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছে। তাছাড়া মরু আরববাসীরা উত্তম অনুসরণকারী। সাধারণ বেদুইনরা উটের পায়ের দাগ অস্পষ্ট হলেও বুঝতে পারে। পলাতকরা শহরের দক্ষিণে যাবে বলে তাদের মনে হলো না। কিন্তু এমন একটা বড় রকমের পুরস্কারের আশায় সম্ভাব্য সব রকম স্থান খুঁজে দেখা উত্তম। সওরের দিকে মেষপালের আগে নিশ্চয় উট গেছে এবং সে কারণে হয়তো উটের পায়ের দাগ অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

তৃতীয় দিনে পর্বতের গুহায় আশ্রয়ের নীরবতা ভঙ্গ হলো পাখির ডাকে। তাঁরা মনে করলেন পাহাড়ি ঘুঘু পাখি – গুহার বাইরে তারা ডানা ঝাপটাচ্ছিলো এবং শব্দ করছিলো। এর কিছুক্ষণ পর অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে তাঁরা মানুষের কথা শুনতে পেলেন – তাঁদের থেকে কিছু দূরে, নিচের দিকে। এরপর মানুষের কথা বেশ জোরে শোনা গেলো এবং মনে হলো তারা ওপরের দিকে উঠছে। তারা এ সময় আবদুল্লাহকে প্রত্যাশা করেন নাই। কারণ সে আসবে রাতে। রাত হওয়ার তখনও কয়েক ঘণ্টা বাকী ছিলো। অবশ্য গুহায় তখন প্রয়োজনের তুলনায় কম আলো ছিলো। প্রায় পাঁচ-ছয় জন লোকের কথা শোনা যাচ্ছিলো, গুহা থেকে খুব দূরে নয়; এবং তারা ক্রমেই এগিয়ে আসছিলো। মহানবী আবু বকরের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'বিষণ্ন হবেন না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।'১ অতঃপর তিনি বললেন : 'আমরা দু'জন বলে চিন্তা করবেন না, আমাদের সাথে তৃতীয় জন অর্থাৎ আল্লাহ আছেন।'২ তাঁরা এ সময় তাদের পদধ্বনি শুনতে পেলেন – এ পদধ্বনি আরও এগিয়ে এসে থেমে গেলো। লোকগুলো গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়ে একমত হলো যে, ঐ গুহার মধ্যে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সম্ভবত ঐ গুহার মধ্যে কেউ নেই। ফলে তারা যে পথে এসেছিলো সে পথেই চলে গেলো।

---

১. কুরআন, ৯ : ৪০।
২. বুখারী, খণ্ড ৫৭, পৃ. ৫।

www.bjilibrary.com

তাদের চলে যাওয়ার পদধ্বনি এবং কথাবার্তার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর মহানবী এবং আবু বকর গুহার মুখে গেলেন। তাঁরা গুহার মুখে দেখতে পেলেন প্রায় মানুষ সমান উঁচু একটা বাবলা গাছ এবং তার ডালপালা পুরো গুহার মুখটা প্রায় জুড়ে আছে। ঐ দিন সকালেও ঐ গাছটা ওখানে ছিলো না। গাছের ডালপালা ও গুহার মুখের মধ্যে যে ফাঁক ছিলো তা মাকড়সা জাল বুনে পূরণ করে দিয়েছে। তাঁরা মাকড়সার জালের মধ্য দিয়ে তাকালেন। দেখলেন ঢালু স্থানে এক খণ্ড পাথর – ঐ পাথরের ওপর পা দিয়ে গুহায় প্রবেশ করা যায়, যেমনভাবে তাঁরা প্রবেশ করেছিলেন। সেখানে একটা ঘুঘু পাখি (মতান্তরে কবুতর – অনুবাদক) বাসা তৈরি করেছিলো এবং পাখিটা এমনভাবে বসে ছিলো যেন সে ডিমে তা দিচ্ছে। তার ডানাও ছিলো ছড়ানো।

তাঁরা যখন শুনতে পেলেন যে, আবদুল্লাহ এবং তাঁর বোন নির্ধারিত সময়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন তখন তাঁরা সযত্নে মাকড়সার জাল সরিয়ে দিলেন। এই মাকড়সার জাল তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। তাঁরা পাখিটাকে বিরক্ত না করে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। এ সময় আমীরও মেষপাল ছাড়া এসেছিলেন। তিনি সাথে করে আনেন একজন বেদুইনকে, যার ওপর সফরের জন্য নির্ধারিত দুটো উটের ভার অর্পণ করা হয়। এই লোকটি মুসলমান ছিলো না। তবে তাঁদের গোপন সফরের ব্যাপারে সে ছিলো বিশ্বাসযোগ্য। তা ছাড়া নির্ধারিত পথ ছাড়া অন্য পথে তাঁদেরকে নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিলো এবং একজন বেদুইনের পক্ষেই এ ধরনের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করা সম্ভব ছিলো। ঐ লোকটি উপত্যকার নিচে দু'জন আরোহীর জন্য অপেক্ষা করছিলো এবং সে নিজের জন্যও একটা উট এনেছিলো। আবু বকর আমীরকে তাঁর উটে নিলেন এ কারণে যে, তাঁদেরকে দেখাশোনা করার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন ছিলো। তাঁরা গুহা ত্যাগ করে ঢালু পথ বেয়ে নিচে নামলেন। আসমা তাঁদের জন্য এক ব্যাগ খাবার নিয়ে আসেন, কিন্তু দড়ি আনতে ভুলে যান। তিনি তাঁর কোমরবন্দের কাপড় নিয়ে দু'ভাগ করলেন এবং একটি অংশ দিয়ে খাদ্যের ব্যাগটি তিনি তাঁর পিতার উটের পিঠে বেঁধে দিলেন। এ ভাবেই তিনি উপাধি পেলেন 'দুই কোমরবন্দের নারী' হিসেবে।

আবু বকর যখন দুটো উটের মধ্যে ভালো উটটা মহানবীকে দিলেন তখন তিনি বললেন : 'আমি এমন উটে আরোহণ করবো না যেটা আমার

www.bjilibrary.com

নিজস্ব নয়।' আবু বকর বললেন : 'ওটা তো আপনার, আল্লাহর নবী।' মহানবী বললেন: 'না, এটার জন্য আপনি কত দাম দিয়েছিলেন?' আবু বকর দামের কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন : 'আমি ঐ দামেই ওটা নিয়ে নিলাম।' আবু বকর উটটা দান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য মহানবীকে অনুরোধ করলেন না, যদিও মহানবী তাঁর কাছ থেকে অতীতে অনেক দান গ্রহণ করেছেন। কারণ ঐ সময়টা ছিলো গাম্ভীর্যপূর্ণ। এটা ছিলো মহানবীর হিজরত – আল্লাহর জন্য গৃহ ও মাতৃভূমির সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার সময়। হিজরতের কাজে যা কিছু তিনি করবেন তা সবই তাঁর নিজের হতে হবে, কোনো অবস্থাতেই কেউ তাতে অংশ গ্রহণ করবে না। যাতে আরোহণ করে তিনি এই কাজ সম্পাদন করবেন তা তাঁর নিজস্ব হতে হবে। কারণ ঐ কাজটা হিজরতেরই একটা অংশ। ঐ উটটির নাম 'কাসওয়া' এবং এই উটটি ছিলো তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।

পথ পরিদর্শক প্রথমে তাঁদের মক্কা থেকে পশ্চিম দিকে এবং কিছুটা দক্ষিণ দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে তাঁরা লোহিত সাগরের উপকূলে এসে উপনীত হন। মক্কার উত্তর দিকে হলো ইয়াছরিব। কিন্তু এই স্থান থেকে তাঁদের গতিপথ উত্তর দিক চলে আসে। উপকূলীয় রাস্তা উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর এবং কয়েক দিন ধরে তাঁরা এই পথেই চললেন। একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা নুবিয়ান মরুভূমির দিকে প্রবাহিত পানির ওপর দেখলেন রবিউল আউয়াল মাসের নতুন চাঁদ। নতুন এই চাঁদ দেখে মহানবী বললেন : 'হে উত্তম ও পথ নির্দেশের অর্ধ চাঁদ, তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহর ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'১ নতুন চাঁদ দেখলে মহানবী এ রকম কথাই বলতেন।

একদিন সকালে তাঁরা বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ছোট মরুযাত্রী দলকে দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখতে পেলেন ঐ দলে আবু বকরের চাচাত ভাই তালহা আছেন তখন তাঁদের আনন্দের আর সীমা রইলো না। তালহা আসছিলেন সিরিয়া থেকে। তিনি সেখান থেকে কাপড় ও অন্যান্য পণ্য কিনে উট বোঝাই করে ফিরছিলেন। তিনি ইয়াছরিবে যাত্রা বিরতি করেন। মক্কায় এসব জিনিস বিক্রি করার পর তিনি সেখানে (ইয়াছরিবে) ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, ইয়াছরিব মরুদ্যানে মহানবীর আগমন অপেক্ষায় বহু লোক অধীর আগ্রহে প্রহর গুণছে। তিনি আরও বলেন যে, তাদেরকে বিদায় জানিয়ে আসার সময়

১. আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হাম্বল, খণ্ড ৫, পৃ. ৩২৯।

www.bjilibrary.com

তিনি তাদের প্রত্যেককে সিরিয়ার উত্তম সাদা পোশাক দিয়ে আসেন। এই পোশাক তিনি ধনী কুরাইশদের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন।

তালহার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কিছু পরে তাঁরা উত্তর দিকে তাঁদের গতি পরিবর্তন করেন এবং উপকূল থেকে সামান্য দূরে অভ্যন্তরীণ রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করেন। এরপর তাঁরা উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করে সরাসরি ইয়াছরিব অভিমুখে যান। এই সফরের সময় মহানবী ঐশী বাণী পান : 'যিনি আপনার প্রতি কুরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।'১

মক্কার সওর পর্বতের গুহা থেকে যাত্রা করার দ্বাদশ দিনে তাঁরা প্রত্যুষের কিছু পূর্বে আকিক উপত্যকায় পৌঁছান। অতঃপর ঐ উপত্যকা অতিক্রম করে এর বিপরীত দিকে অমসৃণ কালো খাঁড়া পথ বেয়ে তারা ওপরে ওঠেন। তাঁরা একেবারে ওপরে উঠার আগেই সূর্যের আলো পান এবং সূর্যের এই আলো ছিলো খুবই প্রখর। অন্যান্য দিনে সূর্যের তাপ বৃদ্ধি পেলে তাঁরা সফর স্থগিত করে বিশ্রাম নিতেন সূর্যের তাপ না কমা পর্যন্ত। কিন্তু এবার তাঁরা একেবারে ওপরে না উঠা পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন না। একেবারে ওপরে উঠে যখন তাঁরা সমতল ভূমি দেখতে পেলেন তখন তাঁদের আর পেছনে ফেরার প্রয়োজন ছিলো না। এই স্থানের স্বপ্নই মহানবী দেখেছিলেন – 'দুই কালো পাথরের মধ্যে প্রচুর পানি প্রবাহিত অঞ্চল', এবং সেই স্থানটিই ছিলো তাঁদের সামনে। তাঁরা দেখলেন তরুবীথির সবুজ ধূসর সারি, হালকা সবুজ ফলের গাছ এবং বাগান। পর্বতের ঢালু স্থানের শেষ থেকে তিন মাইল এলাকা বেষ্টিত হয়ে আছে ঐ সবুজের সমারোহ। পর্বতের ঢালু বেয়ে তাঁদের ঐ স্থানেই নামতে হবে।

সবুজের সমারোহের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানটির নাম কু'বা। মক্কা থেকে আগত প্রায় সব উদ্বাস্তু প্রথমে এখানেই যাত্রা বিরতি করে এবং এখানে তখনও বেশ কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু ছিলো। মহানবী তাঁদের পথ প্রদর্শককে বললেন : 'কু'বায় সরাসরি আমাদেরকে বনি আমর গোত্রের কাছে নিয়ে চলো। আমাদের এখনই শহরের দিকে নিয়ে যেয়ো না।' এই উদ্যানের সবচেয়ে ঘনবসতি এলাকাকে বলা হতো শহর সারা আরবে এবং পরে অন্যান্য এলাকায় এই স্থানটি শহর হিসেবে গণ্য হয়। এ স্থানের নাম আরবি ভাষায় আল-মদীনা এবং ইংরেজি ভাষায় মদীনা।

বেশ কয়েকদিন পূর্বে এই মরুদ্যানে একটা সংবাদ পাওয়া যায় যে,

---

১. কুরআন, ২৮ : ৮৫।

www.bjilibrary.com

মক্কা থেকে মুহাম্মদ অন্তর্ধান হয়েছেন এবং তাঁকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রতিদিন কু'বার লোকজন তাঁকে আশা করছিলো। কারণ তাঁর আগমনের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। ফলে প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর আমর গোত্রের লোকেরা তাঁর আগমনের আশায় বাইরে যেতো এবং তাদের সাথে ঐ গ্রামে বসবাসকারী অন্য গোত্রের লোকেরাও গমন করতো। মক্কার কুরাইশ উদ্বাস্তুরাও – যারা তখনও মদীনায় চলে যায় নাই – তাদের সাথে মহানবীকে স্বাগত জানানোর জন্যে যেতো। তারা সবুজ প্রান্তর ও তরুবীথি অতিক্রম করে লাভা অঞ্চলে গমন করতো এবং বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে তারা অপেক্ষা করতো; সূর্যের তাপ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করতো। ঐ দিনও তারা বাইরে গিয়েছিলো। কিন্তু চার জন সফরকারী যখন পাথরের ঢালু পথে অবতরণ করছিলেন তখন তারা বাড়ি ফিরে যায়। ফলে মহানবীর দিকে কোনো আগ্রহী চোখ আর তাকিয়ে ছিলো না। কিন্তু মহানবী ও আবু বকরের নতুন সাদা পোশাকের ওপর সূর্যর কিরণ জ্বলজ্বল করে উঠছিলো। নীলাভ-কালো পাথরের পটভূমিকায় এই সাদা পোশাক সূর্যের কিরণে বেশি করে জ্বলজ্বল করছিলো। বাড়ির ছাদের ওপর একজন ইহুদী দাঁড়িয়েছিলো, তার দৃষ্টিতে হঠাৎ করে এই দৃশ্য ধরা পড়লো। ইহুদী লোকটি বুঝতে পারলো, ঐ লোকগুলো কারা। কারণ কু'বার ইহুদীরা লক্ষ্য করে যে, তাদের প্রতিবেশীরা প্রতিদিন সকাল বেলা জঙ্গলের দিকে যায় – এর কারণ তারা জিজ্ঞাসা করে এবং উত্তরও পায়। সে জন্য সে চিৎকার করে বলে : 'কাইলার পুত্ররা, তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন!' এ কথা শুনে পুরুষ, মহিলা ও শিশুরা দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো এবং সবাই দল বেঁধে সবুজ এলাকা পেরিয়ে পাথুরে এলাকার দিকে ছুটলো। কিন্তু তাদের বেশিদূর যেতে হলো না। কারণ ইতিমধ্যে সফরকারীগণ তরুবীথির শেষ প্রান্তে এসে পড়েছিলেন। সবদিক থেকে এই দুপুরটা ছিলো আনন্দের। মহানবী উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে বললেন : 'হে জনগণ, তোমরা একে অপরকে শান্তির সম্ভাষণ পাঠাও, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, জ্ঞাতি সম্পর্ককে সম্মান করো এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন ইবাদত করো। তাহলে তোমরা সবাই শান্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে।'[১]

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কু'বার বৃদ্ধ লোক কুলছুম-এর গৃহে মহানবী আশ্রয় গ্রহণ করবেন। মক্কা থেকে আসার পর হামজা ও জায়দকে তিনি এর

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ১৫৯।

www.bjilibrary.com

আগে আশ্রয় দেন। কুলছুম-এর গোষ্ঠীর নাম বনি আমর এবং তারা আউস গোত্রের। আবু বকর আশ্রয় নেন খাযরাজ গোত্রের একজন লোকের বাড়িতে। ঐ লোকটির বাড়ি ছিলো সুন গ্রামে, এ গ্রামটি ছিলো মদীনার কাছাকাছি। উভয় গোত্রই আতিথেয়তার জন্য সুনামের অধিকারী ছিলো। এক বা দু'দিন পরে আলী মক্কা থেকে এসে পৌঁছান এবং মহানবী যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়িতে ওঠেন। তাঁদের কাছে যে সব জিনিস ছিলো তা মালিকদের কাছে ফেরত দিতে তাঁর তিন দিন সময় লাগে।

অনেকে মহানবীকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্য আসতে লাগলো। এদের মধ্যে মদীনার ইহুদীরাও ছিলো। তারা এসেছিলো সদিচ্ছার চেয়ে অধিক উৎসুক্যের কারণে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় একজন লোক এলেন। অন্য লোকের চেয়ে তাঁর চেহারা ভিন্ন ধরনের। এটা স্পষ্ট যে তিনি আরবীয় বা ইহুদী নন। তাঁর নাম সালমান। পার্শিয়ান পিতা-মাতার ঘরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। জরোয়াস্টার ধর্মাবলম্বী এই পরিবারটির বাড়ি ছিলো ইস্পাহানের কাছে জে গ্রামে। কিন্তু সালমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে যুবক বয়সে সিরিয়া চলে যান। তিনি সেখানে একজন ধার্মিক পাদ্রীর সাথে থাকেন। মারা যাওয়ার সময় তিনি তাঁকে মসুলে এক পাদ্রীর কাছে যেতে বলেন। ঐ পাদ্রীও ছিলেন তাঁর মতো বৃদ্ধ এবং তাঁর জানামতে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। সালমান ইরাকের উত্তরে যাত্রা করলেন এবং এভাবেই তাঁর জীবনে শুরু হলো বয়োবৃদ্ধ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সম্পর্কে আসা। সব শেষে তিনি যে পাদ্রীর কাছে আসেন তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁকে বলেন যে, এখন একজন নবী আসার সময় হয়েছে। তিনি বলেন : 'তিনি ইবরাহীমের ধর্ম নিয়ে আসবেন এবং আরবে তিনি আবির্ভূত হবেন। তিনি তাঁর গৃহ থেকে হিজরত করে দুই লাভার মধ্যবর্তী অঞ্চলে তরুবীথির দেশে যাবেন। তাঁর নিদর্শন হলো : তিনি উপহার গ্রহণ করবেন কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না; এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে রয়েছে নবীর মোহর।' সালমান মহানবীর সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি কালব্ গোত্রের ব্যবসায়ী দলকে তাঁকে আরবে নিয়ে যাওয়ার জন্য অর্থ প্রদান করলেন। কিন্তু লোহিত সাগরের উত্তরে আকাবা উপসাগরের কাছে ওয়াদি-ই কুরায় পৌঁছানোর পর তারা তাঁকে একজন ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দেয়। ওয়াদি-ই কুরায় তরুবীথি দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। তিনি যে শহর খুঁজছেন এটা কি সেই শহর? এ ব্যাপারে অবশ্য তাঁর সন্দেহ ছিলো। এর কিছুদিন পর ঐ ইহুদী তাঁকে তার এক আত্মীয়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। এই আত্মীয় ছিলো মদীনার কুরায়জা গোত্রের লোক। যখন

www.bjilibrary.com

তিনি মদীনার ভূমি দেখলেন তখন তাঁর মনে আর সন্দেহ রইলো না যে, এই স্থানেই মহানবী হিজরত করবেন।

সালমানের নতুন মনিবের এক চাচাত ভাই কু'বায় বাস করতো। মহানবী উপস্থিত হওয়ার পর কু'বার এই ইহুদী ঐ সংবাদ নিয়ে মদীনা গমন করে। সে তার চাচাত ভাইকে একটা গাছের নিচে বসে কাজ করতে দেখে। সালমান ছিলেন গাছের ওপরে। তিনি তাকে বলতে শোনেন : 'খোদা কাইলার পুত্রদের অভিশপ্ত করুক! মক্কা থেকে আজ যে লোকটি উপস্থিত হয়েছে তাঁকে দেখার জন্য তারা সবাই একত্রে সমবেত হয়েছে। তারা দাবি করছে যে, তিনি একজন নবী।' শেষের এই কথাগুলো শুনে সালমান মনে করলেন যে, তাঁর আশা পূরণ হয়েছে। এ কথা শোনার পর তাঁর মনে এমন আলোড়ন শুরু হলো যেন তাঁর সারা দেহটা প্রকম্পিত হচ্ছে। তাঁর ভয় হলো যে, তিনি গাছ থেকে পড়ে যাবেন। ফলে তিনি গাছের ওপর থেকে নেমে পড়লেন। গাছ থেকে নিচে নামার পর তিনি অধীর আগ্রহে কু'বা থেকে আগত লোকটার কাছে নানা ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মনিব তাঁর ওপর রেগে গিয়ে তাঁকে গাছে উঠে কাজ করতে বললো। ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর জমানো খাদ্য নিয়ে কু'বায় পালিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি মহানবীকে পুরানো ও নতুন সঙ্গীসহ বসা অবস্থায় দেখতে পেলেন। সালমান বিশ্বাস করলেন যে তিনিই নবী। তবু তিনি তাঁর খাদ্য মহানবীকে দিলেন এবং বললেন যে, ভিক্ষা হিসেবে তিনি এই খাদ্য তাঁকে দিচ্ছেন। মহানবী ঐ খাদ্য তাঁর সাহাবিগণকে খেতে বললেন, কিন্তু নিজে খেলেন না। সালমান আশা করেছিলেন যে, একদিন তিনি নবীর মোহর দেখতে পাবেন। নবীর কাছে উপস্থিত থেকে এবং তাঁর কথা শুনতে পেয়ে তিনি এতই খুশি হন যে, তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন ধন্য ও উল্লসিত হয়ে।

www.bjilibrary.com

মদীনায় প্রবেশ

মহানবী এই মরুদ্যানে প্রবেশ করেন ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর। বিভিন্ন সূত্রে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মদীনার জনগণ তাঁকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে পড়ে। এ কারণে কু'বায় তিনি মাত্র তিন দিন অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কু'বায় একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম মসজিদ স্থাপন। শুক্রবার সকালে তিনি কু'বা থেকে রওনা হন এবং দুপুরে তিনি ও তাঁর সাহাবিগণ রানুনা উপত্যকায় বনি সলিম গোত্রের খাযরাজ শাখার লোকের সাথে নামাজ পড়ার জন্য যাত্রা বিরতি করেন। তারা মহানবীকে প্রত্যাশা করছিলেন। মহানবী তাঁর প্রথম শুক্রবারের নামাজ যে দেশে পড়েন তা এখন থেকে তাঁর নিজ আবাস গৃহে পরিণত হয়। বনি নাজ্জার গোত্রের তাঁর কতিপয় জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁর সাথে দেখা করতে আসেন এবং বনি আমর গোত্রের কিছু লোক তাঁকে কু'বা থেকে পাহারা দিয়ে আনেন। এ নামাজে প্রায় একশ' জন লোক অংশ গ্রহণ করে। নামাজের পর মহানবী তাঁর উট কাসওয়ায় আরোহণ করেন। এরপর তাঁরা শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাঁদের ডান ও বাম দিকে আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন মহানবীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। তাঁরা মহানবীকে তাঁর নিরাপত্তার জন্য যে শপথ ঘোষণা করেন তা যে নিছক ঘোষণা ছিলো না তা প্রদর্শনের লক্ষ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবশ্য এ কথা তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে, এ সময় মহানবীর নিরাপত্তার কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের কাছে এর চেয়ে বড় আনন্দের দিন আর কিছু ছিলো না। 'আল্লাহর নবী এসেছেন! আল্লাহর নবী এসেছেন' – রাস্তায় লাইন করে দাঁড়ানো পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের এটাই ছিলো সমবেত আনন্দধ্বনি। শোভাযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে মহানবীর উট কাসওয়া মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত বাগান ও তরুবীথি অতিক্রম করছিলো। মাঝে মাঝে দু'একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিলো। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘন

www.bjilibrary.com

বসতি এলাকা দেখা গেলো।। এসব বাড়ির অনেকেই মহানবীকে সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন। 'এখানেই থামুন হে আল্লাহর নবী, আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো শক্তি ও প্রাচুর্য আমাদের আছে।' একাধিক বার এক বা একাধিক লোক উটের রশি ধরে উট থামিয়ে দিলো। প্রত্যেক বার মহানবী তাদের জন্য দোওয়া করে বললেন : 'তাকে (উটকে) তার নিজের মতো চলতে দাও। কারণ সে এখন আল্লাহর নির্দেশাধীন।'

একবার মনে হলো, উটটি যেন নাজ্জার গোত্রের খাযরাজ গোষ্ঠীর আদ-ই শাখার মহানবীর নিকট এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে থামবে। কারণ উটটি একবার শহরের পূর্বাংশের দিকে মোড় নেয় এবং এদিকটাতেই ঐ গোত্রের লোক বেশি বাস করে। কিন্তু মহানবী যে স্থানে তাঁর শিশুকালে মায়ের সাথে অবস্থান করেছিলেন সেই স্থানটি উট অতিক্রম করে গেলো। শুধু তাই নয়, ঐ স্থানের নিকটবর্তী সব বাড়ির লোকেরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় মহানবী যেন সেই এলাকায় তাঁর বাসস্থান নির্ধারণ করে। কিন্তু উট সব বাড়িঘর অতিক্রম করে গেলো। মহানবী তাদেরকে একই উত্তর দিলেন যা তিনি পূর্বে অনেককে দিয়েছিলেন। ফলে, তাদের এই জবাব গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। অতঃপর তিনি নাজ্জার গোত্রের বনি মালিক শাখার বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথম আকাবার পূর্বে যে ছয় জন লোক মহানবীর কাছে আনুগত্য ঘোষণা করেন তাদের মধ্যে আসাদ ও আউফ ছিলেন এই উপ-শাখার লোক। এখান থেকে কাসওয়া বড় রাস্তা থেকে নেমে দেওয়াল ঘেরা একটা বড় আঙ্গিনায় প্রবেশ করলো। এখানে ছিলো কয়েকটা খেজুর গাছ এবং একটা দালানের ধ্বংসাবশেষ। এর এক পাশের স্থান এক সময় কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হতো। খেজুর শুকানোর একটা জায়গাও এখানে ছিলো। আস্তে আস্তে উটটি এমন এক স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে আসাদ চারপাশে দেওয়াল তুলে একটা ইবাদত গৃহ তৈরি করেছিলেন। এই দেওয়াল ঘেরা স্থানেই উটটি হাঁটু গেড়ে বসলো। মহানবী উটের রশি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু উট থেকে অবতরণ করলেন না। কিছুক্ষণ পর উটটি আবার উঠে দাঁড়ালো এবং অলসভাবে কয়েক পা এগিয়ে গেলো। অল্প কিছুদূর যাওয়ার পর সে আবার থামলো এবং মুখ ঘুরিয়ে হাঁটা শুরু করে প্রথম যে স্থানে থেমেছিলো, সেই স্থানে এসে থামলো। আবার সে হাঁটু গেড়ে বসলো এবং এ সময় সে মাটির সাথে তার বুক মিশিয়ে দিলো। মহানবী উট থেকে অবতরণ করে বললেন : 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে এটাই আমার বাসস্থান।'১

১. বুখারী।

www.bjilibrary.com

মহানবী এই জমির মালিক কে তা জিজ্ঞাসা করলেন। আউফ-এর ভাই মু'য়াজ জানালেন যে, সহল ও সুহায়েল নামে দুই এতীম শিশু এই জমির মালিক। তারা ছিলো আসাদের অভিভাবকত্বে। মহানবী আসাদকে তাদের আনতে বললেন। ঐ শিশুরা ওখানেই ছিলো এবং তাদেরকে মহানবীর সামনে উপস্থিত করা হলো। মহানবী তাদের কাছে ঐ জমি বিক্রি করবেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন এবং কত টাকায় বিক্রি করবে তাও জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু তারা বললো : 'না, হে আল্লাহর নবী, এটা আমরা আপনাকে দিয়ে দিলাম।' তিনি দান হিসেবে এটা গ্রহণ করবেন না এবং আসাদের সহায়তায় একটা দাম নির্ধারণ করা হলো। ইতিমধ্যে আবু আইয়ুব খালিদ, যিনি পাশেই বাস করতেন, মহানবীর মালপত্র বেঁধে নিজের বাড়িতে নিয়ে তোলেন। অন্যরাও মহানবীর কাছে এসে তাঁকে তাদের অতিথি হওয়ার আহ্বান জানালো। কিন্তু তিনি বললেন : 'একজন লোককে অবশ্যই তাঁর মালপত্রের সাথে থাকতে হবে।' দ্বিতীয় আকাবায় আবু আইয়ুব ছিলেন তাঁর গোষ্ঠী থেকে প্রথম ব্যক্তি যিনি আনুগত্য ঘোষণা করেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ওপর তলায় আশ্রয় নিলেন এবং মহানবীর জন্য এক তলা ছেড়ে দিলেন। অপরদিকে, আসাদ তাঁর নিকটবর্তী বাড়ির আঙ্গিনায় উট কাসওয়াকে নিয়ে গেলেন।

www.bjilibrary.com

ঐক্য এবং বিবাদ

মহানবী নির্দেশ দেন যে, তাঁর নতুন জমিতে একটা মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। কু'বার মতো সবাই মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ গ্রহণ করলো। দালানের অধিকাংশটাই ইট দিয়ে তৈরি করা হলো। কিন্তু উত্তর দিকে দেওয়ালের মাঝখানে অর্থাৎ জেরুসালেমের দিকের দেওয়ালের উভয় পার্শ্বে অর্থাৎ ইমামের নামাজ পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের দুই পাশে তারা পাথর বসালো। ঐ স্থানে যে তাল গাছ ছিলো তা কাটা হলো এবং এসব গাছের গুড়ি তালপাতার ছাউনীকে ঠেকা দিয়ে রাখার জন্য খিলান হিসেবে ব্যবহার করা হলো। আঙ্গিনার অধিকাংশ ছাদ খোলা রইলো।

মদীনার মুসলমানদের মহানবী উপাধি দিলেন আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারী। অপরদিকে কুরাইশ মুসলমান ও অন্য গোত্রের লোক, যারা তাদের গৃহ ত্যাগ করে ঐ মরুদ্যানে উদ্বাস্তু হয়ে যায় তাদেরকে তিনি বললেন মুহাজির অর্থাৎ স্বদেশ ত্যাগকারী। মহানবীসহ সবাই এই মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশ গ্রহণ করেন। কাজ করার সময় তারা ঐ সময়ের জন্য উপযুক্ত দুটো চরণ উচ্চারণ করলো:

'ও আল্লাহ, পরকালের মঙ্গল ছাড়া আর
কিছুই মঙ্গলজনক নয়,
সুতরাং সাহায্যকারী ও স্বদেশ ত্যাগকারীদের
সাহায্য করো।'

অনেক সময় তারা গাইলো :

'পরকালের জীবন ছাড়া আর
কোনো জীবন নয়।
ও আল্লাহ, স্বদেশ ত্যাগকারী ও সাহায্যকারীদের
ওপর দয়া করো।'

আশা করা হলো যে, এই দুই দল তৃতীয় দলের সংযুক্তির ফলে শক্তিশালী হবে। এ জন্য মহানবী মুসলমান ও মরুদ্যানের ইহুদীদের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্বের ভিত্তিতে একটা চুক্তি করলেন এবং বিশ্বাসীদের একটা

www.bjilibrary.com

একক সম্প্রদায় গঠন করলেন। তবে তিনি উভয়ের ধর্মের পার্থক্য স্বীকার করে নিলেন। মুসলমান ও ইহুদীদের থাকবে সম-মর্যাদা। কোনো ইহুদীর প্রতি অন্যায় করা হলে তার অধিকার রক্ষায় মুসলমান ও ইহুদী সাহায্য করবে এবং কোনো মুসলমানের প্রতি অন্যায় করা হলে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বহু দেবতায় বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে তারা সবাই একক জনগোষ্ঠী হিসেবে যুদ্ধ করবে এবং মুসলমান বা ইহুদী হিসেবে কেউ এককভাবে শান্তিচুক্তি করবে না বরং শান্তি হবে অবিভাজ্য। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ বা মতানৈক্য বা বাদানুবাদ দেখা দিলে ঐ বিষয়টি মহানবীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে হবে। মহানবীকে প্রকাশ্যভাবে ইহুদীরা আল্লাহর বাণীবাহক বা আল্লাহর নবী হিসেবে মেনে নেবে – এমন কথা না থাকলেও চুক্তিপত্রে তাঁকে ঐভাবে গণ্য করা হয়।

ইহুদীরা এই চুক্তি গ্রহণ করলো রাজনৈতিক কারণে। ইতিমধ্যে মদীনায় মহানবী একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন এবং তাঁর ক্ষমতা আরও বেড়ে যাবে বলে মনে হয়। এটা গ্রহণ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিলো না। তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ একজন নবীকে প্রেরণ করবেন এবং তিনি ইহুদী নন। তারা নিজেদের মধ্যে যা-ই আলোচনা করুক না কেন, প্রথম দিকে বাহ্যিকভাবে তারা ছিলো আন্তরিক। কিন্তু নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব কারও সাথে তুলনীয় নয়। নতুন ধর্ম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ থাকলেও তা তারা গোপন রাখে। তবে অবতীর্ণ বাণী ঐশী বাণী কিনা – এ সম্পর্কে যেসব আরববাসীর মনে সন্দেহ ছিলো, তাদের সাথে তারা সব সময় আলোচনা করতে আগ্রহী হতো।

আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং অনেক বিশ্বাসী এমন দিনের অপেক্ষায় রইলো যেদিন ঐ মরুদ্যানে সামগ্রিকভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জন্য ইহুদীদের সাথে চুক্তি সম্পাদনকে স্বাগত জানানো হলো। কিন্তু ঐশী বাণীতে বিবাদের গোপন ইঙ্গিত দেওয়া হয়। প্রায় এই সময় পবিত্র কুরআনের দীর্ঘতম সূরা আল-বাকারা নাজিল শুরু হয়। এই সূরাকে প্রারম্ভিক সূরা আল-ফাতিহার পরেই স্থান দেওয়া হয়। সঠিক পথের অনুসারীদের ব্যাখ্যা দিয়ে এই সূরা শুরু হয় এভাবে : 'আলীফ-লাম-মীম। এই সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য। যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুজি দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে

www.bjilibrary.com

সে সব বিষয়ের ওপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সে সব বিষয়ের ওপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।'১

এরপর বলা হয়েছে অবিশ্বাসীদের কথা, যারা সত্যের প্রতি অন্ধ ও বধির এবং অতঃপর তৃতীয় এক শ্রেণীর লোকের কথা বলা হয়েছে : 'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। ... আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মেশে, তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি – আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।'২ আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে এরাই ছিলো দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহপ্রবণ ও কপট এবং তাদের এই কপটতা ছিলো বিভিন্ন মাত্রার। তাদেরকে মন্দ কাজে যারা উৎসাহ দিতো তারা ছিলো শয়তান এবং অবিশ্বাসী এবং তারাই সন্দেহের বীজ বপণ করার জন্য যা দরকার তার সবটাই করে। মহানবীকে এই সমস্যা সম্পর্কেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, মক্কায় তাঁকে যে সমস্যায় আদৌ পড়তে হয় নাই। সেখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিলো না। ধর্মান্তরের কারণ ছিলো আত্মিক। ধর্মান্তরের পর কেউ জাগতিক কিছু লাভ করে নাই বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা অনেক কিছু হারিয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য কিছু জাগতিক কারণ বর্তমান থাকছে এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সব শ্রেণির মুসলমানের মধ্যে আগে কপটিদের অনুপস্থিতি ছিলো, এখন তাদের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে।

যে সব শয়তানের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে হলো ইহুদী। একই ওহীতে বলা হয়েছে : 'আহলে কিতাবদের৩ অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনো রকমে কাফের বানিয়ে দেয়।'৪ ইহুদীরা প্রত্যাশিত নবীর আগমন অপেক্ষায় অধীর ছিলো। কিন্তু তাদের এই আগ্রহ আত্মিক উন্নতির জন্য ছিলো না; তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ইয়াছরিবে তাদের পূর্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কিন্তু এখন তারা হতাশার সাথে দেখলো যে, ইসহাক নয় – ইসমাইলের এক

১. কুরআন, ২ : ২-৫।
২. কুরআন, ২ : ৮, ১৪।
৩. বাইবেল।
৪. কুরআন, ২ : ১০৯।

www.bjilibrary.com

বংশধর এক আল্লাহর কথা ঘোষণা করছে এবং এর মধ্যে যে সাফল্য আছে তাতে স্বর্গীয় সমর্থন রয়েছে বলে মনে হয়। তারা আশংকা করলো যে, এই সেই প্রত্যাশিত নবী। কারণ তারা যাদের শত্রু মনে করে, সেই লোকদের জন্যই তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। তবু তারা মনে করলো যে, তিনি সেই প্রত্যাশিত নবী নন। তারা নিজেদের এবং অন্যদের ক্রমাগতভাবে আশ্বস্ত করলো যে, তাঁর মধ্যে সত্যিকারভাবে স্বর্গীয় প্রেরিত বাণীবাহকের বৈশিষ্ট্য নেই। একদিন মহানবীর একটা উট হারিয়ে গেলে ইহুদীদের একজন বলে : 'মুহাম্মদ দাবি করে যে তাঁর কাছে স্বর্গীয় সংবাদ আছে। অথচ তিনি জানেন না তাঁর উটটি কোথায় আছে।' এ কথা শোনার পর মহানবী বলেন : 'আল্লাহ আমাকে যা জানান, আমি শুধু তাই জানি। তিনি এখন আমাকে দেখালেন যে, উটটি একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় আছে এবং তার রশি একটা গাছের সাথে জড়িয়ে গেছে।'১ এরপর কয়েকজন সাহায্যকারী মহানবী কথিত স্থানে গিয়ে দেখেন, উটটি সেখানেই আছে।

অনেক ইহুদী প্রথম দিকে এই চুক্তিকে স্বাগত জানায়। এতে মনে হয়, মরুদ্যানে গৃহযুদ্ধের আরও প্রসারের ভয় শেষ হলো। গৃহযুদ্ধের ঐ ভয় কমবেশি কিছুটা সুবিধা এনে দেয়। আরবদের মাঝে বিভাজনের ফলে অনারবদের মর্যাদা বেড়ে যায় এবং তাদেরকে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করে। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে মৈত্রী বন্ধনের ফলে পুরানো মৈত্রী বন্ধন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একই সময় এই বন্ধন ইয়াছরিবের আরবদের প্রবলভাবে শক্তিশালী করে। মহানবীর সাথে ইহুদীদের চুক্তি সম্পাদন তাদেরকে ঐ ক্ষমতার অংশ লাভে সম্ভব করে। কিন্তু এর ফলে মরুদ্যানের বাইরে অবস্থিত বৃহত্তর আরব শক্তির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধের দায়িত্ব তাদের ওপর এসে পড়ে। নতুন ব্যবস্থাপনায় তাদের বেশ কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। পুরানো ব্যবস্থায় তারা চলতে অভ্যস্ত ছিলো এবং অনেকে সেই পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে আগ্রহী ছিলো। বনি কায়নূকা গোত্রের একজন প্রবীণ ইহুদী রাজনীতিবিদ আরব গোত্রগুলোর মধ্যেকার বিবাদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে পারদর্শী ছিলো। আউস ও খাযরাজ গোত্রের নতুন মৈত্রী বন্ধনে সে হতাশ হলো। সে তখন তার গোত্রের এক যুবককে একটা নির্দেশ দিলো। ঐ যুবকের কণ্ঠস্বর ছিলো মুগ্ধকর। সে বুয়া'স যুদ্ধের আগে বা পরে রচিত কবিতা সাহায্যকারীদের জমায়েতে গিয়ে আবৃত্তি করার নির্দেশ দিলো। ঐ কবিতাগুলির বিষয়বস্তু

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ৩৬১।

www.bjilibrary.com

ছিলো শত্রুদের তীব্রভাবে গালি দেওয়া, সাহসের কাজকে প্রশংসা করা, মৃতদের জন্য বিলাপ করা এবং প্রতিশোধের হুমকি দেওয়া। নির্দেশ মতো যুবক লোকটি ঐ কাজ করলো এবং সে খুব দ্রুত ফল পেলো। সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হলো এবং তাদেরকে বর্তমান থেকে অতীতে নিয়ে যেতে সমর্থ হলো। আউস গোত্রের লোকেরা আউস গোত্রের কবিতা এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা খাযরাজ গোত্রের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করলো। উভয় পক্ষই তখন তর্ক শুরু করলো। কেউ নিজেদের যোগ্যতার বড়াই করলো, কেউ চিৎকার করে অপর পক্ষকে গালি দিলো, কেউ আবার অন্যকে হুমকি দিলো। সবশেষে তাদের বক্তব্য ধ্বনিত হলো : 'অস্ত্রের মাধ্যমে! অস্ত্রের মাধ্যমে!' তারা সবাই লাভা অঞ্চলে গিয়ে আর একবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলো। মহানবীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছার পর তাঁর আশেপাশে যে সব স্বদেশত্যাগী ছিলেন তাঁদেরকে নিয়ে তিনি তাঁদের আশ্রয়দাতাদের পরস্পর মুখোমুখি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে হাজির হলেন। 'হে মুসলিম জনগণ', তিনি বললেন। এ সময় তিনি দু'বার স্বর্গীয় নাম আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন : 'আমি তোমাদের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তোমরা কি অজ্ঞতার যুগের মতো কাজ করবে? আল্লাহ তোমাদের ইসলাম ধর্মে পরিচালিত করেছেন। তিনি তোমাদের সম্মানিত করেছেন এবং পৌত্তলিক জীবন-বিধান ভেঙ্গে ফেলার যোগ্যতা দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অবিশ্বাস থেকে মুক্ত করে তোমাদের অন্তরকে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।' তৎক্ষণাৎ তারা বুঝতে পারলো যে, তাদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তারা ক্রন্দন করলো এবং একে অপরকে ধরে আলিঙ্গন করলো। তারা মহানবীর কথায় আস্থা স্থাপন করলো এবং তাঁর বাধ্যগত হয়ে তাঁরই সাথে শহরে ফিরে গেলো।১

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মহানবী সাহায্যকারী ও স্বদেশত্যাগীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের চুক্তি করলেন। ঐ চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক সাহায্যকারী একজন স্বদেশত্যাগী ভাইকে গ্রহণ করবেন; তিনি তাঁর কাছে অন্য যে কোনো সাহায্যকারীর চেয়ে আপন বলে বিবেচিত হবেন। একইভাবে, একজন স্বদেশত্যাগী এমন একজন সাহায্যকারী ভাই পাবেন যিনি তাঁর যে কোনো স্বদেশত্যাগী ভাইয়ের চেয়ে আপন বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি ও তাঁর পরিবারকে ব্যতিক্রম হিসেবে রাখলেন। সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে কাউকে মহানবী

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ৩৮৬।

www.bjilibrary.com

ভাই হিসেবে গ্রহণ করলে অন্য কেউ অসন্তুষ্ট হতে পারতো। এ জন্য তিনি আলীর হাত ধরে বললেন : 'এই আমার ভাই।' অতঃপর তিনি হামজাকে ভাই করলেন জায়দের।

ইসলামের শত্রুদের মধ্যে ছিলো দুই বোনের দুই ছেলে। কিন্তু আউস ও খাযরাজ গোত্রে পিতার দিক থেকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের ওপর প্রবল প্রভাব ছিলো। আউস গোত্রের আবু আমীরকে মাঝে মাঝে 'সন্যাসী' বলা হতো। বহুদিন ধরে সে যোগী ছিলো এবং সে পরিচিত ছিলো 'চুলের পোশাক পরিহিত' ব্যক্তি বলে। সে ইবরাহীমের ধর্ম পালন করে বলে দাবি করতো এবং ইয়াছরিবের লোকদের ওপর সে কিছুটা ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করে। মহানবীর আসার পর সে তাঁর কাছে আসে। নতুন ধর্ম সম্পর্কে সে কিছু জানতে চায়, এমন একটা ভান সে মহানবীর কাছে করে। মহানবী তার জবাবে ঐশী বাণীর উল্লেখ করেন, যেখানে একাধিক বার 'ইবরাহীমের ধর্ম'১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবু আমীর বললো : 'আমি এই ধর্মে আছি।' মহানবীর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সে তাঁর বিরুদ্ধে ইবরাহীমের ধর্মকে মিথ্যাভাবে বর্ণনা করার অভিযোগ আনলো। মহানবী বললেন: 'আমি ইবরাহীমের ধর্ম মিথ্যাভাবে আনিনি, বরং ঐ ধর্মকে আমি যথাযথভাবে এবং পবিত্রতার সাথে এনেছি।' আবু আমীর বললো : 'আল্লাহ যেন মিথ্যাবাদীকে নির্বাসনে নির্জনে মৃত্যু দেন।' মহানবী বললো : 'তাই হোক, যে মিথ্যা বলছে তার ওপর আল্লাহ যেন ঐ শাস্তি দেন!'২

আবু আমীর শীঘ্র লক্ষ্য করলো যে, তার কর্তৃত্ব কমে আসছে। তার পুত্র হানজালা ছিলেন মহানবীর ভক্ত। এ কারণে সে ভীষণ মর্মজ্বালা অনুভব করে। সে তার অনুসারীদের নিয়ে, সর্বমোট প্রায় দশ জন – মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে হয়তো অনুধাবন করতে পারেনি যে, এটাই তার স্ব-আরোপিত নির্বাসন।

তার চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন্ উবাইও মহানবীর আগমনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার হাতাশার কারণ মহানবী কর্তৃক আত্মিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়। ইয়াছরিব মরুদ্যানের জাগতিক ক্ষমতা মহানবীর করতলগত হয়ে যাচ্ছে – এটাই ছিলো তার মর্মপীড়ার কারণ। তার মর্মপীড়ার আরও একটা কারণ ছিলো। তার পুত্র আবদুল্লাহ এবং কন্যা জমিলা মহানবীর ভক্তে পরিণত হয়। আবু আমীরের মতো ইবন্ উবাই অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক ছিলো। তাদের ধারণা, একদিন না একদিন

---

১. কুরআন, ২ : ১৩৫।

২. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ৪১১-১২।

www.bjilibrary.com

মহানবীর প্রবল প্রভাব কমে আসবে। ইতিমধ্যে সে নিজেকে কোনো কিছুর মধ্যে জড়িয়ে না পড়ার পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে নিজের মনকেই প্রতারিত করতো।

খাযরাজ গোত্রের এক নেতা সা'দ ইবন্ উবাদা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবী তাঁকে দেখতে যান। মরুদ্যানের প্রত্যেকটি লোক তাদের বাড়িকে দুর্গের মতো তৈরি করে। যাওয়ার পথে তিনি ইবন্ উবাই-এর দুর্গ মুজাহাম অতিক্রম করেন। ইবন্ উবাই তখন দেওয়ালের ছায়ায় তার গোষ্ঠীর এবং খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে বসে ছিলো। এই গোত্রপ্রধানের প্রতি সৌজন্যবশত মহানবী তাঁর গাধা থেকে নামেন এবং তাদেরকে অভিবাদন জানিয়ে তাদের সাথে বসেন। তিনি পবিত্র কুরআন থেকে তেলোয়াত করে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। এ সময় তিনি যা বলতে আগ্রহী ছিলেন তা বলেন। ইবন্ উবাই তখন তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো : 'আপনার এই আলোচনা ঠিক নয় এবং তা সত্য নয়। নিজের বাড়িতে আপনি বসে থাকুন এবং আপনার কাছে যারা আসে তাদের কাছে ধর্ম প্রচার করুন। কিন্তু যারা আপনার কাছে আসে না তাদেরকে আপনি আপনার কথা বলে বিরক্ত করবেন না বা কারও জমায়েতে যাবেন না যারা তা পছন্দ করে না।' একজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো : 'না, আপনি এই বাণী নিয়ে আমাদের কাছে আসবেন এবং আপনি আমাদের জমায়েতে, আমাদের বাড়িতে আসবেন। কারণ আমরা আপনাকে ভালোবাসি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রাচুর্য দান করেছেন এবং সে পথেই তিনি আমাদের পরিচালিত করেছেন।' এই কণ্ঠস্বর ছিলো আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াজার। ইবন্ উবাই মনে করেছিলো, এই লোকটি তার সব কাজে সমর্থন দেবে। হতাশাগ্রস্ত গোষ্ঠীপ্রধান তখন মুখ গোমড়া করে কয়েকটি কথা বললো – যার অর্থ হলো, বন্ধুকে যে ছেড়ে যায় সে নিশ্চিতভাবে বিপদে পড়ে। সে এ কথা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলো যে, তাকে বাধা দেওয়া নিরর্থক। আবদুল্লাহর সম্মানসূচক কথা সত্ত্বেও মহানবী দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠে গেলেন। তিনি যখন অসুস্থ ঐ লোকটির গৃহে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর চেহারায় প্রত্যাখ্যানের চিহ্ন বিদ্যমান ছিলো। সা'দ তাঁকে তাঁর অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মহানবী তখন তাঁকে ইবন্ উবাই-এর অভেদ্য অবিশ্বাসের কথা বললেন। সা'দ তাঁকে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, তার ব্যাপারে সদয় হোন। আল্লাহ যখন আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন তখনও আমরা তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়েছি। সে দেখছে যে আপনি তার রাজ্য ছিনিয়ে নিচ্ছেন।'

www.bjilibrary.com

মহানবী এই কথাগুলি কোনোদিন বিস্মৃত হন নাই। অন্যদিকে, ইবন্ উবাই দেখলো যে, এতদিন তার যে প্রভাব ছিলো তা আকস্মিকভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে। সে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি একেবারে মিলিয়ে যাবে। সে অনুধাবন করলো যে, নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে সে তার কর্তৃত্ব অটুট রাখতে পারে। কারণ, কোনো বড় ধরনের বিষয় না হলে আরবরা পুরানো আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করে না। এ কারণে সে অনতিবিলম্বে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো। সে আনুষ্ঠানিকভাবে মহানবীর কাছে আনুগত্য ঘোষণা করলো এবং নিয়মিতভাবে নামাজ পড়লেও বিশ্বাসীরা তার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছিলো না। অন্য অনেকের ব্যাপারেও তারা সন্দিহান ছিলো। কিন্তু ইবন্ উবাই ছিলো অন্যান্য অনেকের চেয়ে পৃথক। তার ইসলাম গ্রহণ আন্তরিক ছিলো না। তার উদ্দেশ্য ছিলো প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন এবং এটা ছিলো সত্যি বিপজ্জনক।

মসজিদ নির্মাণের প্রথম মাসগুলোতে মুসলমানদের একটা বড় ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি হয় আসাদের মৃত্যুর ফলে। এই আসাদ ছিলেন মরুদ্যানের প্রথম ব্যক্তি যিনি মহানবীর কাছে আনুগত্য ঘোষণা করেন। তিনিই মূ'সাবকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং দুই আকাবার আনুগত্য ঘোষণার সময়ের মধ্যে মূ'সাবের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করেন। তাঁর মৃত্যুতে মহানবী বলেন : "ইহুদী এবং আরবের কপটাচারীরা আমার সম্পর্কে নিশ্চয় বলে : 'যদি তিনি নবী হতেন তাহলে তাঁর সাহাবিরা মারা যেতো না।' এবং এটা সত্য যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার বা আমার সাহাবিদের জন্য আমার ইচ্ছা কোনোভাবেই কার্যকর নয়।"১

সম্ভবত আসাদের দাফনের সময় মহানবীর সাথে পার্শিয়ানবাসী সালমানের দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে সালমান আব্বাসের পুত্রের কাছে পরবর্তীকালে বলেন : 'আমি আল্লাহর বাণীবাহকের কাছে যাই যখন তিনি বাকী আল-ঘরকাদ২ এ ছিলেন এবং তিনি সেখানে তাঁর একজন সাহাবির শব বহনের খাট অনুসরণ করেন।' সালমান জানতেন যে মহানবী ঐ স্থানে থাকবেন। সে জন্য তিনি কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সময় মতো গোরস্থানে চলে আসেন। মহানবী সে সময় সাহায্যকারী ও স্বদেশত্যাগীদের সাথে বসে ছিলেন। সালমান বলেন : 'আমি মহানবীকে সালাম জানালাম এবং অতঃপর আমি নবীর সীলমোহর দেখার আশায় তার

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ৩৪১।
২. মদীনার দক্ষিণ-পূর্বের শেষ প্রান্তের গোরস্থান।

www.bjilibrary.com

পেছন দিকে গেলাম। আমার ইচ্ছা কি তা তিনি জানতেন। মহানবী তাঁর ঢিলে জামা তুলে পেছনের দিকে ফেলে দিলেন। আমার মনিব আমাকে যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেইভাবে আমি নবীর সীলমোহর লক্ষ্য করলাম। আমি তাঁর ওপর ঝুঁকে চুম্বন দিলাম এবং ক্রন্দন করলাম। অতঃপর মহানবী আমাকে সামনের দিকে আসতে বললেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম এবং আমার কাহিনী বললাম। তিনি খুশী হলেন যে, তাঁর সাহাবিরাও এ কথা শুনতে পারলো। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম।'১ কিন্তু সালমান ভৃত্য হিসেবে বনি কুরাইজা গোত্রে কঠোর পরিশ্রম করতেন। পরবর্তী চার বছরে তিনি তাঁর সমগোত্রীয় মুসলমানদের সাথে খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ পান।

এ সময় বনি কায়নূকা গোত্রের একজন ইহুদী পুরোহিত ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হুসায়েন ইবন্ সাল্লাম। তিনি গোপনে মহানবীর কাছে এসে তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। মহানবী তাঁর নতুন নাম দেন আবদুল্লাহ। নতুন ধর্মান্তরিত এই ব্যক্তি প্রস্তাব করেন যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা জানাজানি হওয়ার পূর্বে তাঁর লোকদের কাছে তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। মহানবী তাঁকে তাঁর নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখলেন এবং কায়নূকা গোত্রের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। মহানবীর এক প্রশ্নের জবাবে তারা বললো : 'তিনি আমাদের প্রধান এবং আমাদের প্রধান ব্যক্তির পুত্র; তিনি আমাদের পুরোহিত এবং আমাদের একজন পণ্ডিত লোক।' আবদুল্লাহ তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বললেন : 'হে ইহুদী জনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের কাছে তিনি যা পাঠিয়েছেন তা গ্রহণ করো। কারণ তোমরা জানো যে এই লোকটি আল্লাহর নবী।' এরপর তিনি ও তাঁর বাড়ির লোকদের ইসলাম গ্রহণের কথা বললেন। কিন্তু তাঁর লোকজন তাঁকে গালাগালি করলো এবং তাদের মধ্যে তাঁর যে মর্যাদা তারা একটু আগে সমর্থন করেছিলো তা তারা অস্বীকার করলো।

ঐ মরুদ্যানে এখন ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। ঐশী বাণীতে দান-খয়রাত ও রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো। সাধারণভাবে কোন কোন জিনিস নিষেধ করা হলো এবং কোন কোন জিনিস অনুমোদন করা হলো তার নির্দেশও ঐশী বাণীতে দেওয়া হলো। দৈনিক পাঁচ বার নিয়মিতভাবে জামায়াতে নামাজ পড়া চলতে লাগলো। নামাজের

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ১৪১; ইবন্ সা'দ, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৬।

www.bjilibrary.com

সময় উপস্থিত হলে সবাই মসজিদ নির্মাণের স্থানে জমায়েত হতো। আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে অথবা পূর্ব দিকে সূর্যের আলোর প্রকাশ দেখে অথবা পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবার পর গোধূলি লক্ষ্য করে সবাই নামাজের সময় বিবেচনা করতো। ফলে বিভিন্ন লোকের মধ্যে মতের পার্থক্য দেখা গেলো। মহানবী নামাজের সময় উপস্থিত হলে লোককে নামাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডেকে আনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ইহুদীদের অনুকরণে প্রথমে তিনি একজন লোককে শিঙ্গা ফুকানোর কাজে নিয়োগ করার কথা চিন্তা করেন এবং পরে তিনি চিন্তা করেন প্রাচ্যের খ্রীষ্টানদের মতো কাঠের ঘণ্টা বা 'নাকুস' বাজানোর কথা। এ জন্য দুই খণ্ড কাঠ তৈরি করা হলো। তবে তা কোনোদিন ব্যবহার করা হয় নাই। খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন্ জায়দ – যিনি দ্বিতীয় আকাবায় উপস্থিত ছিলেন – এক রাতে একটি স্বপ্ন দেখেন এবং পরদিন তিনি মহানবীকে বলেন : 'দু'প্রস্ত সবুজ পোশাক পরে একজন লোক আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর হাতে ছিলো একটা 'নাকুস'। আমি তাঁকে বললাম : 'হে আল্লাহর বান্দা, আপনি কি ঐ 'নাকুস' আমার কাছে বিক্রি করবেন?' তিনি বললেন : 'আপনি এটা দিয়ে কি করবেন?' আমি উত্তর দিলাম : 'আমরা এটা দিয়ে লোককে নামাজের সময় ডাকবো।' তিনি বলেন : 'আমি কি আপনাকে একটা উত্তম পন্থার কথা বলবো?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম : 'ঐ উত্তম পন্থা কি?' তিনি উত্তর দিলেন : 'আপনাদের বলা উচিত আল্লাহ সর্বশক্তিমান – আল্লাহু আকবর।' সবুজ কাপড় পরিহিত ঐ লোকটি এ কথা চার বার বললেন এবং এই কথাগুলো দু'বার করে বললেন – আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই; আমি ঘোষণা করছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল; নামাজে এসো; মুক্তির পথে এসো; আল্লাহ সর্বশক্তিমান; এবং তারপর একবার – আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।'

মহানবী বললেন যে, এটাই সত্যিকারের স্বপ্ন এবং তিনি তাঁকে বেলালের কাছে যেতে বললেন। বেলালের ছিলো মধুর কণ্ঠস্বর। তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় যে সব কথা শুনেছেন তা মহানবী বেলালকে শিখিয়ে দেওয়ার কথা বললেন। মসজিদের পাশের সবচেয়ে উঁচু ঘরটি ছিলো নাজ্জার গোত্রের এক মহিলার। প্রতিদিন প্রত্যুষে বেলাল ঐ ঘরের ওপর গিয়ে বসতেন এবং সকাল হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতেন। পূর্ব দিগন্তে অস্বচ্ছ আলোর রেখা দেখা গেলেই তিনি দু'হাত তুলে বিনীতভাবে প্রার্থনা করতেন : 'আল্লাহ, আমি আপনার প্রশংসা ঘোষণা করছি এবং আমি কুরাইশদের জন্য আপনার সাহায্য কামনা করছি যেন তারা আপনার ধর্ম গ্রহণ করে।' তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সবাইকে নামাজের জন্য ডাকতেন।

www.bjilibrary.com

নতুন পরিবার

মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হওয়ার সময় মহানবী পূর্বদিকে দেওয়ালের সাথে দুটো ছোট কামরা তৈরি করার নির্দেশ দেন। এই দুটি কামরার মধ্যে একটি তাঁর স্ত্রী সওদা এবং অন্যটা তাঁর বাগদত্তা আয়েশার জন্য। এই মসজিদের নির্মাণ কাজে সর্বমোট সাত মাস সময় লাগে এবং এ সময় তিনি আবু আইয়ুবের বাড়িতে কাটান। সওদার কামরা প্রায় তৈরি হওয়ার সময় মহানবী জায়দকে পাঠান তাঁকে নিয়ে আসার জন্য। সওদার সাথে তিনি উম্মে কুলসুম ও ফাতিমাকে নিয়ে আসার কথা বলেন। এ দিকে আবু বকর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে খবর পাঠান, সে যেন উম্মে রুমান, আসমা ও আয়েশাকে নিয়ে আসে। একই সাথে জায়দ তাঁর নিজ স্ত্রী উম্মে আয়মান এবং তাঁদের শিশু পুত্র উসামাকে নিয়ে আসে। তাঁদের সাথে তালহাও আসেন। তিনি তাঁর স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেন এবং স্বদেশ ত্যাগ করেন। এই দলের মদীনায় আসার অল্পদিন পরে আবু বকর তাঁর মেয়ে আসমাকে জুবায়ের-এর সাথে বিয়ে দেন। জুবায়ের কয়েক মাস আগে থেকেই তাঁর মা সাফিয়ার সাথে মদীনায় ছিলেন। আবু বকরের বোন কুরাইবা মক্কায় থেকে যান তাঁদের পিতা আবু কুহাফাকে দেখাশোনা করার জন্য। আবু কুহাফা ছিলেন বৃদ্ধ এবং অন্ধ। কুরাইবার মতো তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।

মহানবী মনে করেন যে, উম্মে আয়মান ছাড়াও জায়দের অপর একজন স্ত্রী থাকা দরকার। এই কারণে তিনি তাঁর চাচাত ভাই জাহাশের পুত্র আবদুল্লাকে বললেন, সে যেন তাঁর বোন জয়নাবকে জায়দের সাথে বিয়ে দেন। প্রথম দিকে জয়নাব এই বিয়েতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি যে সব কারণ উল্লেখ করেন তাতে তাঁর ঐ অনিচ্ছার যৌক্তিকতা ছিলো। তিনি যে কথা উল্লেখ করেন তার মধ্যে প্রধান হলো, তাঁর মাতা ছিলেন একজন কুরাইশ মহিলা। অবশ্য এই যুক্তিটা খুব জোরালো ছিলো না। তাঁর মাতা উমাইমা উভয় দিক থেকে খাঁটি কুরাইশ ছিলেন এবং তিনি বিয়ে করেন আসাদ গোত্রের একজনকে। জায়দকে কুরাইশ গোত্রে গ্রহণ ছাড়া এটা বলা যাবে না যে, তাঁর পিতা-মাতার গোত্র বনি কালব্ এবং বনি তা'য়

www.bjilibrary.com

আসাদ গোত্রের চেয়ে ছোট ছিলো। যখন তিনি দেখলেন যে তিনি জায়দকে বিয়ে করুন এটা মহানবীর ইচ্ছা, তখন তিনি ঐ বিয়েতে মত দিলেন এবং অবশেষে বিয়ে সম্পন্ন হলো। প্রায় একই সময় তাঁর বোন হামনাহকে বিয়ে দেওয়া হলো মূ'সাব-এর সাথে। এর কিছুদিন পর উমাইমা মদীনায় এসে মহানবীর প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন।

মহানবী ও তাঁর কন্যাগণ সওদার নতুন গৃহে বসবাসের জন্য গেলেন। এক বা দুই মাস পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে আয়েশার বিবাহ সম্পন্ন হবে। আয়েশার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। তিনি সম্ভবত তাঁর পিতামাতার সৌন্দর্যের অধিকারী হন। কুরাইশরা তাঁর পিতার নাম দেন 'আতিক'। অনেকে মনে করেন যে, তাঁর সুন্দর মুখমণ্ডলের জন্যই এই নাম দেওয়া হয়।১ তাঁর (আয়েশার) মাতা সম্পর্কে মহানবী বলেন : 'কেউ যদি বেহেশতের প্রশস্ত-নয়না হুরীকে দেখতে চাও তাহলে উম্মে রুমানকে দেখো।'২ আয়েশার কাছে মহানবী ছিলেন অনেক দিন ধরে অত্যন্ত আপন ও প্রিয়জন। তিনি প্রতিদিন তাঁকে দেখতে পেতেন। মক্কা থেকে তাঁর পিতা আবু বকর এবং মহানবী চলে আসার পর তিনি ও তাঁর মাতা মক্কায় কয়েক মাস ছিলেন। এ সময়ে তিনি মহানবীকে দেখতে পান নাই। ছোটবেলা থেকেই তিনি তাঁর মাতা-পিতাকে মহানবীর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের প্রকাশ দেখতে পান। তাঁর মাতা-পিতা তাঁকে এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেন যে তিনি ভালোভাবে জানতেন : মহানবী হলেন আল্লাহর নবী এবং জিবরাইল ফেরেশতার সাথে তাঁর নিয়মিত কথোপকথন হয়। জীবিত লোকদের মধ্যে তিনি অতুলনীয় এবং তিনি স্বর্গ পরিভ্রমণ করে আবার মর্তে ফিরে এসেছেন। তাঁর উপস্থিতি ঐ স্বর্গারোহণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতো এবং তাঁর কাছে বেহেশতের আনন্দ বোধগম্য হতো। অন্য লোক যখন গরমে অতিষ্ঠ হয়ে যেতো, মহানবীর হাত তখন 'বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং কস্তুরীর চেয়ে সুবাসিত' মনে হতো।৩ তাঁকে মনে হতো একজন অবিনশ্বর নবীন। তাঁর চোখের দীপ্তি কমে নাই, তাঁর কালো চুল ও দাড়িতে ছিলো যৌবনের দীপ্তি। তাঁর বয়স ছিলো তিপ্পান্ন বছর। কিন্তু মনে হতো, তাঁর বয়স তিপ্পান্ন বছরের অর্ধেক।

---

১. ইবন্ হাম্বল, পৃ. ১৬১।
২. ইবন্ সা'দ খণ্ড ৭, পৃ. ২০২।
৩. বুখারী, পৃ. ২২।

www.bjilibrary.com

বিয়ের জন্য সামান্য কিছু আয়োজন করা হলো। আয়েশার জীবনের একটি বড় ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য তা কোনোক্রমেই যথেষ্ট ছিলো না। পিতা-মাতার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সামান্য আগে তিনি বাড়ির আঙ্গিনায় যান তাঁর বান্ধবীদের সাথে খেলা করতে। আয়েশার নিজের ভাষায় : 'আমি লুকোচুরি খেলছিলাম এবং আমার লম্বা চুল ছিলো এলোমেলো। তাঁরা আসলে আমাকে খেলা থেকে ডেকে নেওয়া হলো এবং আমাকে প্রস্তুত করা হলো।'১

আবু বকর বাহরাইন থেকে কিছু সুন্দর লাল ডোরাকাটা কাপড় কিনেছিলেন এবং ঐ কাপড় দিয়ে তাঁর (আয়েশার) বিয়ের পোশাক তৈরি করা হলো। তাঁরা তাঁকে ঐ পোশাক পরিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর মা তাঁকে নতুন নির্মিত গৃহে নিয়ে গেলেন। ঐ গৃহের দরজার সামনে সাহায্যকারীদের কয়েক জন মহিলা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো। তারা তাঁকে শুভেচ্ছা জানালো : 'চিরদিনের জন্য শান্তিতে থাকো, সব কিছুই সুন্দর হোক!' এবং তারা তাঁকে মহানবীর কাছে নিয়ে গেলো। তারা যখন তাঁর চুল আঁচড়িয়ে দিচ্ছিলো এবং অলংকার পরিয়ে দিচ্ছিলো তখন মহানবী দাঁড়িয়ে মৃদু হাসছিলেন। মহানবীর অন্যান্য বিয়ের মতো এ বিয়েতেও ভোজের কোনো আয়োজন ছিলো না। ঐ অনুষ্ঠানটি ছিলো যতদূর সম্ভব সাধারণ। এক পাত্রে কিছু দুধ আনা হলে তিনি তা থেকে কিছু দুধ খেলেন এবং অতঃপর তিনি তা আয়েশাকে খেতে দিলেন। তিনি লজ্জায় খেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু মহানবী খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি খেলেন এবং তাঁদের পাশে বসা তাঁর বোন আসমাকে ঐ দুধের পাত্রটি দিলেন। অন্যরাও ঐ পাত্র থেকে দুধ খেলো এবং তারপর যে যার মতো সবাই চলে গেলো। বর ও কনে একসাথে রইলেন।

গত তিন বছরের মধ্যে প্রায় এমন কোনো দিন ছিলো না যেদিন আয়েশার এক বা একাধিক বান্ধবী তাঁর পিতার বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁর সাথে খেলতে আসতো। পিতা-মাতার বাড়ি ছেড়ে মহানবীর বাড়িতে গেলেও এ ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। বান্ধবীরা আয়েশার নিজের কামরায় প্রতিদিন আসতো। মদীনায় আসার পর তাঁর অনেক বান্ধবী হয় এবং সেই সাথে ছিলো তাঁর পুরানো বান্ধবীরা, যাদের পিতা-মাতা তাঁর পিতা-মাতার মতোই স্বদেশত্যাগী। আয়েশা বলেন : 'আমার বান্ধবীদের সাথে আমি পুতুল নিয়ে খেলার সময় মহানবী কামরায় আসলে তারা গোপনে

---

১. ইবন্ সা'দ, খণ্ড ৮, পৃ. ৪০-৪১।

www.bjilibrary.com

কামরার বাইরে যেতো। মহানবী বাইরে গেলে আমি তাদেরকে ডেকে আনতাম। কারণ তিনি আমার খাতিরে তাদের এখানে আসা পছন্দ করতেন।'১ অনেক সময় তারা বাইরে যাওয়ার সময় না পেলে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন : 'যেখানে আছো, সেখানেই থাকো।'২ অনেক সময় তিনি তাদের সাথে খেলায় যোগ দিতেন। কারণ তিনি শিশুদের খুবই ভালোবাসতেন এবং অনেক সময় নিজের কন্যাদের সাথে খেলা করতেন। পুতুল বা নাচের পুতুলের বিভিন্ন নাম-ভূমিকা থাকে। আয়েশা বলেন : 'মহানবী একদিন যখন ঘরে আসেন তখন আমি পুতুল খেলছিলাম। তিনি বললেন : 'ও আয়েশা, এটা কি খেলা?' আমি বললাম : 'এটা সোলায়মানের ঘোড়া', এবং অতঃপর তিনি হেসে ফেললেন।'৩ অনেক সময় তিনি কামরায় ঢুকে নিজের পোশাক দিয়ে এমনভাবে পর্দা করতেন যেন তারা বিরক্ত না হয়।

আয়েশার জীবনে একটা দুঃখের দিকও ছিলো। ইয়াছরিবে কয়েকটা ঋতুতে সাংঘাতিক ধরনের জ্বর হতো এবং এই জ্বরের কথা সারা আরবে সবাই জানতো। যারা এই মরুদ্যানের বাসিন্দা ছিলো না তারাই বিশেষ করে এই জ্বরে আক্রান্ত হতো। মহানবী নিজে এই জ্বরে আক্রান্ত হওয়া থেকে রেহাই পান কিন্তু তাঁর অনেক সাহাবি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর এবং তাঁর দু'জন মুক্ত দাস আমীর এবং বেলাল। এ দু'জন লোক তখন আবু বকরের সাথে থাকতেন। একদিন সকালে আয়েশা তাঁর পিতাকে দেখার জন্য পিতার গৃহে যান। তিনি তিন জনকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে খুবই মর্মাহত হন। তিনি পিতাকে বললেন : 'আপনার কি হয়েছে পিতা?' কিন্তু তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে নয় বছরের মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছিলো। তিনি দুই লাইন কবিতা আবৃত্তি করে কন্যার প্রশ্নের জবাব দিলেন :

'প্রতিটি লোক প্রতিদিন তার জাতির লোককে
স্বাগত জানায় শুভদিন বলে,
আর মৃত্যু অবস্থান করে তার নিকটে
যেমন ফিতা থাকে স্যান্ডেলের সাথে।'

আয়েশা মনে করলেন যে, তিনি যা বলছেন তা হয়তো বুঝতে পারছেন না। অতঃপর তিনি আমীরকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও জবাব দিলেন

---

১. ইবন্ সা'দ, ঐ, পৃ. ৪২।
২. ইবন্ সা'দ, ঐ, পৃ. ৪২।
৩. ইবন্ সা'দ, ঐ, পৃ. ৪২।

www.bjilibrary.com

কবিতার ভাষায়। তিনি বললেন যে, সত্যিকারভাবে না মরে তিনি প্রায় মৃত অবস্থায় থেকে মরণ কি তা বুঝতে পারছেন। ইতিমধ্যে বেলালের জ্বর ছেড়ে যায়। তবু তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে, ঘরের আঙ্গিনায় শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর আবৃত্তির জন্য সবল ছিলো। তিনি বললেন :

'আঃ, আমি যদি ঐ রাতের মতো
আবার ঘুমাতে পারতাম
মক্কার বাইরে যে সব সুগন্ধি লতা জন্মে
তার মাঝে,
আমি যদি মাজান্নার১ পানি
পান করতে পারতাম,
এবং আমার সম্মুখে দেখতে পেতাম
সামাহ ও তাফিলকে।'২

আয়েশা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিনি বললেন : 'তাঁরা প্রবল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছেন।' আয়েশার স্মৃতিশক্তি ছিলো প্রখর। তিনি যা শুনেছেন তার প্রতিটি লাইন ও অক্ষর মহানবীকে বললেন। এ সব কথার পুরো অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নাই। মহানবী তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। এ সময় তিনি প্রার্থনা করলেন : 'হে আল্লাহ, আমাদের কাছে তুমি মক্কাকে যেভাবে প্রিয় করেছিলে তেমনিভাবে বা তার চেয়ে বেশি করে মদীনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও। মদীনার পানি ও শস্য আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ করে দাও এবং এর জ্বর তুমি মাহিয়ার৩ মতো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে যাও।'৪ আল্লাহ তাঁর এই প্রার্থনার জবাব দিলেন।

---

১. মক্কার নিকটবর্তী একটি স্থান।
২. মক্কার দুটি পর্বত।
৩. মদীনার দক্ষিণে সাত উটের পথ।
৪. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ৪১৪।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের প্রারম্ভে

'যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।'১ মদীনায় আগমনের খুব অল্পদিন পরেই মহানবী এই ওহী লাভ করেন। তিনি জানতেন যে, এই অনুমতির অর্থ হলো নির্দেশ এবং ইহুদীদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেখানে যুদ্ধের বাধ্যবাধকতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আক্রমণ ছাড়া আর কোনো কিছুর প্রশ্নই আসে না। কুরাইশদের মরুযাত্রী দলকে সহজেই আক্রমণ করা যায়। বসন্ত বা গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে এসব মরুযাত্রী দল সিরিয়ার সাথে বাণিজ্যে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় তাদেরকে সহজেই মদীনা থেকে আক্রমণ করা সম্ভব। শরৎ ও শীতকালে তারা তাদের মরুযাত্রী দলকে দক্ষিণে প্রধানত ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করে।

মদীনা থেকে এসব মরুযাত্রী দলের যে সব তথ্য পাওয়া যায় তা সঠিক হয় না। কারণ শেষ মুহূর্তে তাদের যাত্রা পরিকল্পনার পরিবর্তন হয়। মক্কার মরুযাত্রী দল মদীনা থেকে পরিচালিত প্রথম কয়েকটি আক্রমণ পুরোপুরি ব্যর্থ করতে পারলেও মুসলমানরা লোহিত সাগর বরাবর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেদুইন গোত্রের সাথে সন্ধি করতে মোটামুটিভাবে সফল হয়।

মহানবী যখন মদীনার বাইরে যান তখন তিনি তাঁর অনুপস্থিতিতে মদীনার দায়িত্ব একজন সাহাবির কাছে হস্তান্তর করেন। এই সম্মান প্রথম লাভ করেন খাযরাজ গোত্রপ্রধান সা'দ ইবন্ উবাদা। মহানবীর হিজরতের এগারো মাস পরে এই ঘটনা ঘটে; এ সময় পর্যন্ত মহানবী কোনো অভিযানে অংশগ্রহণ করেন নাই। প্রত্যেক বার তিনি পেছনে থাকতেন এবং নেতাকে বর্শায় লাগানো একটা সাদা পতাকা দিতেন। প্রথম বছর তিনি বাইরে প্রেরণ

---

১. কুরআন, ২২ : ৩৯-৪০।

www.bjilibrary.com

করেন শুধুমাত্র তাঁর স্বদেশত্যাগী সাহাবিদের। কিন্তু ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটা সংবাদ পাওয়া যায় যে, জুমা'য়া গোত্রপ্রধান উমাইয়ার নেতৃত্বে একশ' সশস্ত্র লোকসহ মক্কার একটা বড় মরুযাত্রীদল উত্তর দিকে ফিরে আসছে। উমাইয়া ছিলো ইসলামের একজন বড় শত্রু; এবং এই দলে কমপক্ষে আড়াই হাজার উট ভর্তি মালপত্র ছিলো বলে জানা যায়। কিন্তু স্বদেশত্যাগী যেসব লোক ছিলেন তাঁরা একশ' কুরাইশের সমকক্ষ ছিলো না। এ কারণে এ সময় মহানবী দুশ' জন লোককে প্রেরণ করেন, যার অর্ধেকের বেশি ছিলেন সাহায্যকারী। অন্যান সময়ের মতো এবারও প্রাপ্ত তথ্য ছিলো অপর্যাপ্ত এবং সে কারণে কোনো সংঘর্ষ হয় নাই। এ ঘটনার প্রায় তিন মাস পর তাঁরা আর একটা বড় মরুযাত্রী দলের নাগাল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। এ দলে ততটা কড়া পাহারা ছিলো না এবং সামস্ গোত্রের আবু সুফিয়ান ঐ দলকে সিরিয়ায় নিয়ে যাচ্ছিলো। এ সম্পর্কিত সংবাদ তাঁরা পান বিলম্বে। মহানবী ও তাঁর লোকজন ইয়ানবু উপত্যকার উশাইয়া নামক স্থানে পৌঁছানোর পূর্বেই মরুযাত্রী দল ঐ স্থান অতিক্রম করে। এই স্থান থেকেই মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগরে যাওয়া যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিশ্চয়ই সিরিয়া থেকে আবার প্রত্যাবর্তন করবে এবং সম্ভবত আরও বেশি মালপত্র নিয়ে; এবং সে সময়, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাঁরা তার পথে ওৎ পেতে থাকতে ব্যর্থ হবেন না।

এ যাবৎ কোনো যুদ্ধ সংগঠিত না হলেও কুরাইশরা অনুধাবন করে যে, ইয়াছরিবে তাদের শত্রুরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ কারণে তারা সতর্কতা অবলম্বন করে। তবু তারা মনে করে যে, এ জন্য দক্ষিণের সাথে তাদের বাণিজ্যে কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু শীঘ্রই তাদের মোহমুক্তি ঘটে। মহানবী খবর পান যে, একটা বণিক দল ইয়েমেন থেকে যাত্রা শুরু করেছে। তিনি ঐ বণিক দলের অপেক্ষায় থাকার জন্য তাঁর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবন্ জাহাশ সহ অন্য আট জন স্বদেশত্যাগীকে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। এ সময়টা ছিলো রজব মাস – চারটি পবিত্র মাসের একটি। মহানবী ঐ বণিক দলকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন নাই বরং ঐ বণিক দল সম্পর্কে তাঁর কাছে সংবাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। দক্ষিণের বণিক দল কি রকম পাহারায় থাকে তা হয়তো তিনি অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন। এর ফলে ভবিষ্যতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন।

স্বদেশত্যাগীরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর বড় রাস্তা থেকে দূরে নয় এমন এক সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করে। অপরদিকে কুরাইশদের

www.bjilibrary.com

একটা ছোট বণিক দল এই অবস্থানস্থল অতিক্রম করে এবং তাদের কাছাকাছি এক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু তারা স্বদেশত্যাগীদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। তাদের উট বোঝাই সামগ্রীর মধ্যে ছিলো শুকনো আঙ্গুর, মনাক্কা, কিশমিশ, চামড়াজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য সামগ্রী। আবদুল্লাহ এবং তাঁর সঙ্গীগণ কি করবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েন। মহানবীর সরাসরি নির্দেশ ছিলো তাঁর জন্য সংবাদ সংগ্রহ করার। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেন নাই বা তিনি পবিত্র মাসের কথাও উল্লেখ করেন নাই। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন : ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রথাগুলি কি এখনও বিদ্যমান আছে? তাঁরা এ সম্পর্কিত ঐশী বাণীর কথাও স্মরণ করলেন : 'যুদ্ধে অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে ... যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।'১ তাঁরা ছিলেন কুরাইশদের সাথে যুদ্ধাবস্থায়। তাঁরা বণিক দলে মাখজুম গোত্রের দু'জন ব্যবসায়ীকে চিনতে পারলেন। মক্কার সব গোত্রের মধ্যে মাখজুম গোত্র ছিলো ইসলামের প্রতি সবচেয়ে বেশি শত্রুভাবাপন্ন। ঐ দিন ছিলো রজব মাসের সকাল; সূর্যাস্তের পর শুরু হবে শা'বান মাস। শা'বান মাস পবিত্র মাসের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এ মাসে শত্রুরা নিরাপত্তার আওতাধীন না থাকলেও দূরবর্তী স্থানে চলে যেতো নিরাপত্তায় থাকার জন্যে। এ সব কথা চিন্তা করে তাঁরা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁদের প্রথম তীরের আঘাতে কিনদাহ্ গোত্রের একজন লোক নিহত হলো। কিনদাহ্ গোত্র ছিলো আবদু শামস্ গোত্রের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ উসমান নামে মাখজুম গোত্রের লোক এবং হাকাম নামে একজন মুক্ত ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করলো। অথচ উসমানের ভাই নওফল মক্কায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হলো।

আবদুল্লাহ ও তাঁর লোকজন বন্দি, উট ও বাণিজ্যের মালপত্র নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। তিনি যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ মহানবীর জন্য রেখে বাকী অংশ নিজের ও সঙ্গীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেন। কিন্তু মহানবী কোনো কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন : 'আমি তোমাদের পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেই নাই।' ফলে এ কাজ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা মনে করলেন, তাদের ওপর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। রজব মাসের পবিত্রতা ভঙ্গ করার জন্য তাঁদের মদীনার ভাইয়েরা তাঁদেরকে দোষারোপ করলো; ইহুদীরা বললো এটা মহানবীর জন্য অশুভ লক্ষণ, আর কুরাইশরা মুহাম্মদের নামে দেশে-বিদেশে এই অভিযোগ প্রচার করলো যে,

---

১. কুরআন, ২২ : ৩৯-৪০।

www.bjilibrary.com

তিনি পবিত্র জিনিস অপবিত্র করেছেন। এর পরেই আসে এই ঐশী বাণী : 'সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ।'১

এই আয়াতকে মহানবী এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে প্রথাগত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। কিন্তু বিশেষ এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রহণ করে তিনি আবদুল্লাহ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে তাঁদের ওপর আরোপিত দোষারোপ থেকে অব্যাহতি দেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন। মাখজুম গোষ্ঠীর লোক তাদের দু'জন লোকের জন্য মুক্তিপণ পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মুক্ত ব্যক্তি হাকাম ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় থাকা পছন্দ করে। ফলে উসমান একাই প্রত্যাবর্তন করে।

এই শা'বান মাসেই আর একটা ওহী অবতীর্ণ হয় যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ওহীর প্রথম কয়েকটি বাক্যে নামাজের জন্য সঠিক দিক-এর প্রতি মহানবীকে যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। মসজিদে এই দিক মিহরাব দ্বারা ঠিক করা আছে – জেরুসালেমের দিকে দেওয়া দেওয়ালে ঠিক করা আছে নামাজের এই দিক; কিন্তু তিনি যখন শহরের বাইরে থাকবেন তখন তাঁকে দিনের বেলায় সূর্য এবং রাতের বেলায় তারা দেখে দিক ঠিক করতে হবে।

'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেবো যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাকো সে দিকে মুখ করো।'২

মক্কার দিকে দিক-নির্দেশ করে তখনই মসজিদের দক্ষিণ দেওয়ালে মিহরাব তৈরি করা হলো। এই পরিবর্তন মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন। এ দিন থেকেই মুসলমানরা নামাজ পড়া ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন।

---

১. কুরআন, ২ : ২১৭।
২. কুরআন, ২ : ১৪৪।

www.bjilibrary.com

বদর-এ অগ্রযাত্রা

আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা সিরিয়ায় যেসব পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেছিলো, তা নিয়ে তাদের ফেরার সময় হলো। ঐ বণিক দলের আগমন সংবাদ আনার জন্য মহানবী তালহা এবং উমরের চাচাত ভাই জায়েদের পুত্র সা'য়ীদকে মদীনার পশ্চিমে সাগর উপকূল হাওয়ারায় পাঠালেন। বণিক দলের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি অতি দ্রুত উপকূলের নিম্নে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাদের নাগাল পাওয়ার জন্য যেতে পারবেন। মহানবীর প্রেরিত দু'জন লোককে জুহায়না গোত্রপ্রধান আপ্যায়ন করে এবং বণিক দল অতিক্রম না করা পর্যন্ত নিজ ঘরে লুকিয়ে রাখে। জুহায়না গোত্রপ্রধান ও মহানবীর প্রেরিত দু'জন লোক নিজেদেরকে কোনো কিছুর মধ্যে জড়ানো থেকে মুক্ত থাকলেও মদীনার একজন কপট ব্যক্তি বা একজন ইহুদী মহানবীর পরিকল্পনা সম্পর্কে আবু সুফিয়ানের কাছে সংবাদ প্রদান করে। আবু সুফিয়ান অনতিবিলম্বে গিফফার গোত্রের দামদামকে ভাড়া করে এবং তাকে যত দ্রুত সম্ভব মক্কায় গিয়ে কুরাইশদের কাছে সংবাদ দিতে বলে যে, তারা যেন সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করে। আর আবু সুফিয়ান নিজে উপকূল পথে দিন রাত তার যাত্রা অব্যাহত রাখলো।

কিন্তু জরুরি প্রয়োজনের তাড়া শুধু আবু সুফিয়ানেরই ছিলো না। মহানবী যত দিন সম্ভব মদীনায় থাকার ইচ্ছা পোষণ করলেন। তাঁর এই ইচ্ছার পেছনে একটা কারণ ছিলো। তাঁর প্রিয় কন্যা রুকাইয়া ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু দেরি করার ঝুঁকি নেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। এ জন্য তিনি তাঁর প্রেরিত দু'জন লোকের ফেরত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঐ দু'জন লোক মদীনায় ফেরত আসার আগেই তিনি সর্বমোট তিনশ' পাঁচ জন মোহাজের ও আনসারের একটা বাহিনী নিয়ে রওনা দিলেন। মোহাজেরদের মধ্যে এ সময় সাতাত্তর জন বলিষ্ঠ লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে তিন জন ছাড়া বাকী সবাই এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মহানবী তাঁর জামাতা উসমানকে বাড়িতে থেকে অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করতে বলেন। অপর দু'জন তালহা এবং সা'য়ীদ উপকূল

www.bjilibrary.com

এলাকা থেকে দেরিতে মদীনায় পৌঁছান। এ কারণ তাঁরা ঐ বাহিনীতে যোগ দিতে পারেন নাই।

মদীনার অভ্যন্তরে প্রথম বিশ্রাম স্থানে মহানবীর চাচাত ভাই জুহরা গোত্রের সা'দ তাঁর পনের বছরের ভাই উমায়েরকে দেখতে পান। তিনি উমায়েরকে বিচলিত ও ভীত-বিহ্বল অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তাকে কারণ কি জিজ্ঞাসা করেন। উমায়ের বললো : 'আমার ভয় হয়। আল্লাহর নবী আমাকে দেখে যদি বলেন আমি খুবই ছোট এবং আমাকে যদি ফেরত পাঠিয়ে দেন। অথচ আমি যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। হতে পারে আল্লাহ আমাকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।' সে যা আশঙ্কা করেছিলো তা-ই হলো। সে যখন বাহিনীর সাথে লাইনে দাঁড়ালো মহানবী তখন তাকে দেখে ফেললেন। তিনি বললেন যে, সে খুবই ছোট এবং তার বাড়ি ফেরা উচিত। কিন্তু উমায়ের কেঁদে ফেললো। মহানবী তাকে থাকার এবং আক্রমণে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিলেন। সা'দ বলেন : 'সে এতই ছোট ছিলো যে, তার তরবারি বেল্টের পেটি আমাকে বেঁধে দিতে হয়েছিলো।'

বাহিনীতে উট ছিলো মাত্র সত্তরটি অর্থাৎ তিন বা চার জনের জন্য একটি উট। পালাক্রমে তারা উট ব্যবহার করতে থাকে। আর ছিলো তিনটি ঘোড়া – এর একটি ছিলো জুবায়ের-এর। সাদা পতাকা দেওয়া হলো মূ'সাবকে। তাঁর পূর্বপুরুষ আবদ্ আদ-দর গোষ্ঠী যুদ্ধে কুরাইশদের পতাকা বহন করার অধিকারী ছিলো। এ কারণেই তাঁকে পতাকা দেওয়া হয়। অগ্রগামী সৈন্য আসলে মহানবী মোহাজির ও সাহায্যকারীদের পতাকার সামনে দাঁড়ালেন। এই দুই পতাকা বহন করছিলেন আলী এবং আউস গোত্রের সা'দ ইবন্ মুয়াজ। মদীনা থেকে মহানবীর অনুপস্থিতির সময় নামাজ পড়ানোর ভার পড়লো ইবন্ উম্মে মাখতুম-এর ওপর। এই অন্ধ লোকটি সম্পর্কে ঐশী বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে : 'তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করলো।'১

মক্কায় দামদামের উপস্থিতির কিছু পূর্বে মহানবীর চাচী আতিকা একটা স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন দেখে তিনি ভীত হয়ে পড়েন এবং কুরাইশদের আশু বিপর্যয় সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস জন্মে। তিনি তাঁর ভাই আব্বাসকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে তিনি স্বপ্নে যা দেখেছেন তা বলেন : 'আমি দেখলাম, একজন লোক উটে আরোহণ করে আছে এবং সে উপত্যকায় গিয়ে থামলো। তারপর সে চিৎকার করে বললো : 'হে বিশ্বাসভঙ্গকারী জনগণ,

১. কুরআন, ৮০ : ১-২।

www.bjilibrary.com

আগামী তিন দিনের মধ্যে তোমরা এমন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে যাতে তোমরা অবনত হবে।' আমি তার চারপাশে লোককে জড়ো হতে দেখলাম। তারপর ঐ লোকটি মসজিদে প্রবেশ করলো এবং লোকজন তাকে অনুসরণ করলো। লোকজনের মধ্যে থেকে তার উট তাকে কা'বার ছাদে নিয়ে গেলো এবং সেখান থেকেই সে একই কথা আবার চিৎকার করে বললো। এরপর তার উট তাকে আবু কুবায়স পর্বতের চূড়ায় নিয়ে গেলো এবং সেখান থেকে সে পূর্বের কথা আবার জনগণের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগালো। অতঃপর সে একটা বিরাট পাথর হেচকা টান মেরে মুক্ত করে দিলো এবং তা পর্বতের ঢালু বেয়ে নিচে নামতে লাগলো। ঐ পাথর টুকরাটি পর্বতের পাদদেশে আসার পর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গেলো – মক্কার প্রতিটি বাড়িঘর এক এক টুকরা পাথরের আঘাতে চুরমার হয়ে গেলো।'

আব্বাস তাঁর বোনের এই স্বপ্নের কথা উতবার পুত্র ওয়ালিদের কাছে বললেন। ওয়ালিদ ছিলেন তাঁর বন্ধু। ওয়ালিদ এ কথা তাঁর পিতাকে বললেন। এভাবে এ সংবাদ সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো। আবু জহল পরদিন আব্বাসের উপস্থিতিতে আনন্দপূর্ণ তামাশায় বিস্ময় প্রকাশ করে বললো : 'হে আবদ্ আল-মুত্তালিবের পুত্ররা, কবে থেকে তোমাদের এই মহিলা নবী তোমাদের মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করছে? এটা কি যথেষ্ট নয় যে তোমাদের মধ্যে পুরুষরাই কেবল নবীর ভূমিকা পালন করুক? তোমাদের মহিলারাও কি একই ভূমিকা পালন করছে?' আব্বাস এ কথার প্রতিবাদ করলেন না। কিন্তু আবু জহল তার উত্তর পেলো পরদিনই, যখন এবড়ো-থেবড়ো খাড়া আবু কুবায়স পর্বতে দামদামের চিৎকারধ্বনি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। লোকটি যে উপত্যকায় দাঁড়িয়েছিলো, সেখানে মসজিদ ও ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে লোকেরা জমায়েত হচ্ছিলো। আবু সুফিয়ান তাকে পর্যাপ্ত অর্থ দিয়েছিলো এবং সে তার দায়িত্ব ঠিকভাবেই পালন করলো। সে তার জিন ঘুরিয়ে উটের মুখের দিকে পিঠ রেখে বসলো; দুর্যোগের কথা প্রমাণ করার জন্য সে তার উটের নাক কেটে দিলো যেন নাক থেকে রক্ত নির্গত হয় এবং সে তার জামাও ছিড়ে ফেললো। সে চিৎকার করে বললো : 'হে কুরাইশ জনগণ, যানবাহনের উট, যানবাহনের উট! তোমাদের পণ্য সামগ্রী যা আবু সুফিয়ানের কাছে আছে! মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরা তার ওপর হামলা করেছে! তাদেরকে সাহায্য করো, সাহায্য করো!'

সমগ্র শহরে অনতিবিলম্বে কোলাহল শুরু হয়ে গেলো। যে মরুযাত্রী বণিক দলটি বিপদে পতিত হয়েছিলো, তাদের কাছে ছিলো ঐ বছরের সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী। ঐ বণিক দলে অনেকের মূল্যবান পণ্য সামগ্রী

www.bjilibrary.com

ছিলো যা নষ্ট হলে লোকসানের আশংকা ছিলো। সে কারণে এক হাজার লোকের একটি সৈন্য দল খুব শীঘ্র সংগঠিত করা হলো। তারা অভিমত ব্যক্ত করলো : 'মুহাম্মদ ও তার অনুসারীরা কি মনে করে যে, এই বণিক দল কি ইবন্ আল-হাদরামীর মতো বণিক দল?' নাখলায় সম্মানিত মাসে আবদু শামস্-এর মিত্র আমরের কথাও তারা উল্লেখ করলো। একটি তীরের আঘাতে সে সেখানে মৃত্যুবরণ করে। একমাত্র আদি গোষ্ঠীর লোকেরাই ঐ আক্রমণে যোগ দিলো না। প্রত্যেক গোত্রপ্রধান একটা করে বাহিনীর নেতৃত্ব দিলো। কিন্তু আবু লাহাব তার পরিবর্তে মাখজুম গোত্রের একটি লোককে পাঠালো, ঐ লোকটির কাছে আবু লাহাব অর্থ পেতো। বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব গোত্রের স্বার্থ ছিলো ঐ বণিক দলে। সে কারণে তারা ঐ বণিক দলকে রক্ষা করা তাদের সম্মানিত কাজ বলে মনে করলো। ফলে উভয় গোষ্ঠীর লোকদের নেতৃত্ব দিলো তালিব। সম্ভবত মধ্যস্থতা করার জন্য আব্বাস তাদের সাথে গেলেন। খাদীজার চাচাত ভাই আসাদ গোত্রের হাকিমও একই উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। আবু লাহাবের মতো জুম'য়া গোত্রের উমাইয়া শহরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো। উমাইয়া ছিলো খুবই মোটা এবং বয়স্ক। সে যখন মসজিদে বসে ছিলো তখন সেখানে উকবা ধূপের কাঠি নিয়ে এসে তার কাছে রাখলো। সে বললো : 'আবু আলী, মহিলাদের মতো এর সুগন্ধি গ্রহণ করো।' উমাইয়া বললো : 'খোদা তোমাকে অভিশপ্ত করুক।' অতঃপর সে অন্যদের সাথে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলো।

মহানবী ইতিমধ্যে মদীনা থেকে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সরাসরি পথ ছেড়ে বদর-এর পথে যাত্রা করলেন। বদর-এর অবস্থান ছিলো সিরিয়া থেকে মক্কার পথে সমুদ্র উপকূলে পশ্চিম দিকে। বদর প্রান্তরে তিনি আবু সুফিয়ানের জন্য ওৎ পেতে থাকার আশা করলেন। এর আগেই তিনি ঐ জেলার কূপ সম্পর্কে অবহিত জুহায়না গোত্রের দু'জন মিত্রকে সেখানে প্রেরণ করেন বণিক দলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য। বদর-এ গিয়ে তারা ঐ কূপের পাশে একটা পাহাড়ের ওপর গিয়ে যাত্রা বিরতি করলো। কূপের নিকটবর্তী হওয়ার পর তারা ঐ গ্রামের দুটো মেয়ের কথাবার্তা শুনলো। ঐ আলোচনা ছিলো ঋণ পরিশোধ নিয়ে। একটি মেয়ে অন্য মেয়েকে বললে : 'বণিক দলটি কাল বা তার পরদিন এখানে আসবে। আমি তাদের জন্য কাজ করে তোমার ঋণ পরিশোধ করে দেবো।' এ কথা শোনার পর তারা অতি দ্রুত মহানবীকে সংবাদ দেওয়ার জন্য চলে গেলো। তারা যদি আর একটু সময় অপেক্ষা করতো তাহলে তারা পশ্চিম দিক থেকে একজন ঘোড়সওয়ারকে কূপের দিকে আসতে দেখতো। এই লোকটি ছিলো আবু সুফিয়ান নিজে।

www.bjilibrary.com

নিকটবর্তী পথ বদর প্রান্তর দিয়ে মক্কায় যাওয়া বণিক দলের জন্য নিরাপদ কিনা তা দেখার লক্ষ্যে সে আগেই চলে এসেছিলো। কুয়ার কাছে সে একজন গ্রামবাসীকে দেখতে পেলো। ঐ লোকটি কোনো পথচারীকে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় যে, সে দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখেছে। তারা এসে ঐ পাহাড়ের ওপর থামে এবং কুয়া থেকে পানি নিয়ে চলে যায়। আবু সুফিয়ান তাদের থামার স্থানে চলে গেলো। সে কিছু উটের গোবর তুলে তা টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে ফেললো। ঐ গোবরের মধ্যে সে কিছু খেজুরের আটি দেখতে পেলো। আবু সুফিয়ান বললো : 'খোদার কসম, এটা হলো ইয়াছরিবের পশুর শুষ্ক খাদ্য।' সে অতি দ্রুত তার লোকদের কাছে ফিরে গেলো এবং বণিক যাত্রীদলকে রাস্তা থেকে সরিয়ে বদর প্রান্তরকে বায়ে রেখে সমুদ্রোপকূল ধরে দ্রুত পরিচালনা করলো।

ইতিমধ্যে ঐ দু'জন লোক মহানবীর কাছে এসে খবর দিলো যে, মরুযাত্রী দল বদর-এ পরদিন বা তার পরদিন এসে পৌঁছাতে পারে। তারা বদর-এ এসে অবশ্যই যাত্রা বিরতি করবে। কারণ, মক্কা ও সিরিয়ার পথে বদর হলো একটা বড় বিশ্রামের স্থান। তাদেরকে অবাক করে দেওয়া এবং তাদের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করার যথেষ্ট সময় মুসলমানদের হাতে ছিলো।

এরপর খবর এসে পৌঁছালো যে, ঐ বণিক দলকে উদ্ধারের জন্য কুরাইশরা একটা বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এ ধরনের ঘটনা সব সময় সম্ভাবনার মধ্যেই ছিলো। কিন্তু এবার তা বাস্তবে পরিণত হলো। মহানবী এগিয়ে যাবেন, না পশ্চাদপসরণ করবেন, সে ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবিদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। আবু বকর ও উমর স্বদেশত্যাগীদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মত প্রকাশ করলেন। তাদের কথা সবাই সমর্থন করলো। সম্প্রতি মদীনায় আসা জুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ দাঁড়িয়ে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আল্লাহ আপনাকে যে কাজ করতে বলেছেন তা-ই আপনি করুন। ইসরাইলের জনগণ মূসাকে বলেছিলো : 'আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম।'১ আমরা এ কথা বলবো না। বরং আমরা বলবো : 'আপনি ও আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন এবং আপনাদের সাথে আমরাও যুদ্ধ করবো – আপনার ডানে, বামে, অগ্রে ও পশ্চাতে থেকে।' পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ ইবন্ মাসুদ বলেন যে, এ কথা শোনার পর তিনি মহানবীর মুখমণ্ডলে একটা উজ্জ্বল আলো

১. কুরআন, ৫ : ২৪।

www.bjilibrary.com

দেখতে পান এবং তিনি বক্তার জন্য দোওয়া করেন। স্বদেশত্যাগীরা কোনো শর্ত ছাড়াই তাঁর সাথে থাকবেন এটা তিনি জানতেন এবং এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। কিন্তু সেখানে উপস্থিত সাহায্যকারীদের সবার জন্য কি একই কথা প্রযোজ্য ছিলো? মদীনা থেকে সৈন্য বাহিনী যাত্রা করেছিলো বণিক দলের মোকাবিলা করার আশায়। কিন্তু এখন তাদের কাছে মনে হলো যে, তাদেরকে প্রতিপক্ষের সাথে ভয়ানকভাবে মোকাবিলা করতে হতে পারে। তদুপরি, আকাবায় সাহায্যকারীরা যখন মহানবীর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে তখন তারা বলেছিলো যে, তিনি তাদের এলাকায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তারা তাঁর নিরাপত্তার জন্য দায়ী নয়। বরং তিনি যখন তাদের সাথে থাকবেন তখন তারা তাঁকে এমনভাবে নিরাপত্তা দেবে যেমনভাবে তারা নিরাপত্তা প্রদান করে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের। এখন তিনি ইয়াছরিবে নেই। এখন কি তারা মহানবীকে শত্রুর মোকাবিলায় নিরাপত্তা দেবে? মহানবী বললেন : 'হে জনগণ, তোমাদের মতামত আমাকে জানাও।' মহানবী সাধারণভাবে সবার জন্য এ কথা বললেও তিনি সাহায্যকারীদের লক্ষ্য করে এ কথা বলেন। সাহায্যকারীদের কেউ তখনও কোনো কথা না বললেও তাদের অনেকে মহানবীর কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন। সা'দ ইবন্ মু'য়াজ দাঁড়িয়ে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, সম্ভবত আপনি আমাদের লক্ষ্য করেই ঐ কথা বলেছেন।' মহানবী তাঁর কথা সমর্থন করলে তিনি পুনরায় বললেন : 'আপনার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে এবং আপনি আমাদের যা বলেছেন তা আমরা বিশ্বাস করি। আমরা এ কথাও সমর্থন করি যে, আমাদের জন্য আপনি যা এনেছেন তা সত্য। আমরা আপনার কথা শোনার এবং তা মেনে চলার জন্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। সুতরাং আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন, আমরা আপনার সাথে আছি। আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন – আপনি যদি আমাদের সাগর অতিক্রমের নির্দেশ দেন এবং নিজে সাগরে ঝাঁপ দেন, তাহলে আমরাও সাগরে ঝাঁপ দেবো আপনার সাথে। আমাদের কেউ-ই পশ্চাতে থাকবে না। আগামীকাল আমরা আমাদের শত্রুদের মোকাবিলা থেকেও বিরত থাকবো না। আমাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে, যুদ্ধে আমরা বিশ্বস্ত। হতে পারে, আল্লাহ আপনাকে আমাদের বিজয় প্রত্যক্ষ করাবেন যা আপনার চোখে শীতলের পরশ বুলিয়ে দেবে।১ আল্লাহর রহমত নিয়ে আমাদের আপনি পরিচালিত করুন।'

---

১. আনন্দ প্রকাশের জন্য আরবদের একটি সাধারণ কথা 'চোখের প্রশান্তি'।

www.bjilibrary.com

তাঁর কথায় মহানবী আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাঁরা হয় সেনাবাহিনী, আর না হয় মরুযাত্রী বণিক দলকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, কিন্তু দুটোকেই তাঁদের লক্ষ্যবস্তু করবেন না। তিনি বললেন : 'সামনের দিকে এগিয়ে যাও এবং আনন্দে থাকো। মহান আল্লাহ আমাকে দুই দলের একটিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে, শত্রুরা আমাদের কাছে নতি স্বীকার করেছে।'১

তাঁরা যদিও সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তবু তাদের মনে আশা ছিলো যে, কুরাইশদের সৈন্যবাহিনী আসার আগেই তাঁরা বণিক দলকে আক্রমণ করে যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে মদীনায় ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু তাঁরা যখন বদর থেকে একদিনের দূরবর্তী পথে এক স্থানে পৌঁছালেন তখন আবু বকরের সাথে আরোহণকারী মহানবী একজন বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পেরে বুঝতে পারলেন যে, মক্কার বাহিনী ইতিমধ্যে নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে গেছে। তাঁবুতে ফিরে তিনি রাতের জন্য অপেক্ষা করলেন। তিনি তাঁর চাচাত ভাই আলী, জুবায়ের ও সা'দসহ আরও কয়েকজন সাহাবিকে বদর-এ কুয়ার কাছে পাঠালেন এ কথা জানার জন্য যে, সেনাবাহিনী বা বণিক দল বা উভয় দলই কুয়া থেকে পানি সংগ্রহ করেছে কিনা অথবা ঐ দুই দল বা যে কোনো একটি দল সম্পর্কে স্থানীয় কেউ কিছু জানে কিনা। কুয়ার ধারে তারা দু'জন লোককে দেখতে পেলেন। ঐ দু'জন লোক কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর জন্য তাদের উটের ওপর পানির পাত্র তুলছিলো। তাঁরা তাদেরকে পরাভূত করে মহানবীর কাছে নিয়ে আসেন। তাঁরা যখন এসে পৌঁছান, মহানবী তখন নামাজে দাঁড়িয়েছিলেন। মহানবীর নামাজ শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা ঐ দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তারা জানায় যে, তারা সৈন্যবাহিনীর পানি বহনকারী। কিন্তু দু'একজন প্রশ্নকারী ধারণা করেন যে, তারা মিথ্যা বলছে। তাঁদের বিশ্বাস ছিলো যে, আবু সুফিয়ান ঐ দু'জন লোককে বণিক দলের জন্য পানি আনতে পাঠিয়েছে। ফলে তাঁরা ঐ দু'জন লোককে মারলেন। লোক দু'জন বললো : 'আমরা আবু সুফিয়ানের লোক।' অতঃপর তাঁরা প্রহার করা থেকে বিরত রইলেন। মহানবী নামাজ শেষ করে সালাম ফেরাবার পর বললেন : 'ঐ দু'জন লোক সত্য কথা বলায় তোমরা তাদের প্রহার করলে। আর যখন তারা মিথ্যা বললো তখন তোমরা প্রহার থেকে বিরত রইলে। তারা সত্যিই কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর লোক।' অতঃপর তিনি বন্দি দু'জনের দিকে তাকিয়ে

---

১. ইবন্ ইসহাক, পৃ. ৪৩৫।

www.bjilibrary.com

বললেন : 'কুরাইশদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আমাকে বলো।' আকান্‌কাল (Aqanqal) পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করে তারা বললো : 'তারা এই পাহাড়ের পশ্চাতে ঢালু উপত্যকার অদূরে আছে।' মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন : 'তারা সংখ্যায় কত জন?' তারা উত্তর দিলো : 'অনেক।' কিন্তু সংখ্যায় তারা কতজন তা বলতে পারলো না। এ জন্য মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা প্রতিদিন ক'টা করে পশু জবাই করে। তারা উত্তর দিলো : 'কোনোদিন ন'টা, কোনোদিন দশটা।' মহানবী তখন বললেন : 'তাদের সংখ্যা নয়শ' থেকে এক হাজারের মধ্যে। তাদের মধ্যে কুরাইশ নেতা কে কে আছে?' তারা পনের জনের নাম করলো। এর মধ্যে ছিলো – আবদু সামস্, দুই ভাই উতবা ও শায়বা, নওফল গোত্রের হারিছ ও তু'আইমা, আবদ্ আদ-দর গোত্রের নদর (পারশ্যের কাহিনীকে যে কুরআনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাগিয়েছিলো), আসাদ গোত্রের খাদীজার সৎ ভাই নওফল, মাখজুম গোত্রের আবু জহল, জুম'য়া গোত্রের উমাইয়া, আমীর গোত্রের সুহায়েল। মক্কার এ সব বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা শুনে মহানবী তাঁর নিজের লোকদের কাছে গিয়ে মন্তব্য করেন : 'তোমাদের বিরুদ্ধে মক্কা তার উত্তম লোকদের প্রেরণ করেছে।'

এক হাজার বলিষ্ঠ যোদ্ধার বাহিনী আসার সংবাদ পাওয়ার আগেই আবু সুফিয়ান এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছায় যে স্থানটি ছিলো তার উদ্ধারকারী দল ও শত্রুদের মাঝামাঝি। সে বুঝতে পারলো যে, তার মরুযাত্রী বণিক দল এখন নিরাপদ। অতঃপর সে একজন লোককে দিয়ে কুরাইশদের কাছে সংবাদ পাঠালো : 'তোমরা তোমাদের উট, লোক ও পণ্যসামগ্রী রক্ষার জন্য এসেছো এবং খোদা তাদেরকে ফেরার পূর্বেই উদ্ধার করেছে।' বদর-এর সামান্য দক্ষিণে জুহফা নামক স্থানে ঘাঁটি স্থাপনের পর তারা আবু সুফিয়ানের এই সংবাদ পেলো। তাদের আরও এগিয়ে না যাওয়ার পেছনে একটা কারণ ছিলো। একটা স্বপ্ন দেখার পর সমগ্র তাঁবুতে একটা বিষণ্ন ভাব বিরাজ করছিলো। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এটা একটা কাল্পনিক ঘটনাও বলা যেতে পারে। মুত্তালিব গোত্রের জুহায়ম নামে এক ব্যক্তি এই স্বপ্নটি দেখে। সে বলে : 'আধা ঘুম আধা জাগ্রত অবস্থায় আমি একজন লোককে ঘোড়ায় চড়ে একটা উটকে তাড়িয়ে আনতে দেখলাম। অতঃপর সে থেমে বললো : 'উতবা, শায়বা, আবুল হাকাম ও উমাইয়াকে হত্যা কর' – ঐ ঘোড়সওয়ার আর যে সব নাম উচ্চারণ করেছিলো তা কুরাইশ প্রধানদের বলার জন্য সে ছুটে গেলো। জুহায়ম বললো : 'এরপর আমি দেখলাম ঐ লোকটি তাঁর উটের বুকে ছুরিকাঘাত করলেন এবং উটটিকে ঘাঁটির মধ্যে ছুটিয়ে দিলেন।

www.bjilibrary.com

ঐ ঘাঁটিতে এমন কোনো তাঁবু বাকী রইলো না যেখানে উটের রক্ত লাগলো না।' আবু জহলকে যখন এই স্বপ্নের কথা বলা হলো তখন সে উপহাসের আনন্দে বললো : 'মুত্তালিবের পুত্রদের মধ্যে আর একজন নবী এসেছে।' মুত্তালিব ও হাশিম গোত্রকে প্রায়ই এক গোত্র হিসেবে বলা হতো বলে আবু জহল 'আর একজন' কথার উল্লেখ করে। ঘাঁটির সবার মন থেকে বিষণ্ন ভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য সবাইকে উদ্দেশ্য করে সে বললো : 'খোদার কসম, বদর-এ না যাওয়া পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। আমরা সেখানে তিন দিন থাকবো; আমরা সেখানে উট জবাই করে ভোজ উৎসবের ব্যবস্থা করবো এবং মদের বোতল উন্মুক্ত করবো; গায়িকারা আমাদের জন্য গান গাইবে এবং নাচবে; আরববাসী জানতে পারবে আমরা কিভাবে অগ্রসর হয়েছি, আমাদের শক্তিশালী দল সম্পর্কেও তারা অবহিত হতে পারবে। আমাদের দেখে তারা ভয়মিশ্রিত দৃষ্টিতে চিরদিনের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। বদর-এর দিকে অগ্রসর হও!'

জুহরার সাথে আখনাস ইবন্ শারিখ বেরিয়ে এলো। জুহরা গোত্রের সাথে সে ছিলো মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ। আবু জহলের কথায় কান না দেওয়ার জন্য আখনাস ইবন্ শারিখ সবাইকে অনুরোধ করলো। তালিবও তার গোষ্ঠীর কয়েকজন লোকের সাথে প্রত্যাবর্তন করলো। এ নিয়ে তার ও কুরাইশদের মধ্যে কথা হলো। কুরাইশরা বললো : 'হে হাশিমের পুত্ররা। আমরা জানি তোমরা আমাদের সাথে আসলেও তোমাদের মন ছিলো মুহাম্মদের সাথে।' কিন্তু আব্বাস সেনাবাহিনীর সাথে বদর-এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি তাঁর সাথে তাঁর তিন ভাইপোকে নিলেন। এরা হলো – হারিছের পুত্র আবু সুফিয়ান ও নওফল এবং আবু তালিবের পুত্র আকিল।

পর্বতের অপর দিকে, কিছুটা উত্তর-পূর্ব দিকে, মুসলামনরা তাদের ঘাঁটি তুলে নিচ্ছিলো। মহানবী এটা জানতেন যে, শত্রুদের পূর্বে তাদের পানির ধারে পৌঁছানো খুবই জরুরি। এ জন্য তিনি অবিলম্বে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তাদের যাত্রার কিছু পরেই বৃষ্টি শুরু হলো। মহানবী মনে করলেন এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, দান ও সাফল্যের নিদর্শন এবং তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই বৃষ্টি মানুষের মনকে সতেজ করে তুললো এবং তারা ইয়ালায়াল উপত্যকার যে বালির ওপর দিয়ে যাচ্ছিলো তা শক্ত করে দিলো। অপর দিকে শত্রুদের আকানকাল পর্বতের ঢালু দিয়ে ওপরে উঠতে এই বৃষ্টি বাধার সৃষ্টি করলো। বদর উপত্যকার অপর দিকে বাম পার্শ্বে ছিলো মুসলমানদের অবস্থান। পর্বতের ঢালু এলাকা যেখানে স্বাভাবিক ছিলো,

www.bjilibrary.com

সেখানেই ছিলো কুয়াগুলোর অবস্থান। প্রথম কুয়ার কাছে আসার পর মহানবী সবাইকে থামতে নির্দেশ দিলেন। খাযরাজ গোত্রের হুবাব ইবন্ আল মুনজির নামে এক ব্যক্তি মহানবীর কাছে এসে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমরা যে স্থানে আছি সেই স্থান থেকে এগিয়ে যাওয়ার বা পিছিয়ে আসার ব্যাপারে কি আল্লাহর কোনো নির্দেশ আছে, না এটা শুধু আপনার চিন্তা ও যুদ্ধের কলাকৌশল?' মহানবী বললেন যে, এটা তাঁর মতামতের ব্যাপার। অতঃপর হুবাব বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, এটা থামার স্থান নয়। আমাদের আরও সামনের দিকে নিয়ে চলুন। শত্রুদের নিকটবর্তী যে বড় কূপটি আছে আমাদের সেখানেই নিয়ে চলুন। আমরা সেখানেই অবস্থান করবো এবং নিকটবর্তী কূপ বন্ধ করে আমাদের জন্য পানির উৎস খোলা রাখবো। অতঃপর আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো এবং পান করার জন্য সব পানিই আমাদের আয়ত্তে থাকবে। শত্রুদের আয়ত্তে পানির কোনো উৎস থাকবে না।' মহানবী তাঁর কথায় সম্মত হলেন এবং হুবাবের পরিকল্পনা ঠিকমতো কার্যকর করা হলো। অন্যান্য কূপগুলো বন্ধ করে দিয়ে একটা জলাধার নির্মাণ করা হলো এবং প্রত্যেক লোকই তাদের পানির পাত্র ভরে নিলো।

এরপর সা'দ ইবন্ মু'য়াজ মহানবীর কাছে এসে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমরা আপনার জন্য একটা আশ্রয় নির্মাণ করি এবং ঐ আশ্রয়স্থলের পাশে আপনার উটকে প্রস্তুত রাখি। এরপর আমরা শত্রু মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবো। আমরা আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করি যে, আল্লাহ আমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দিলে আমরা শত্রুর ওপর জয়ী হবো। কিন্তু তা না হলে আপনি উটে আরোহণ করে তাদের সাথে মিলিত হবেন যাদের আমরা পশ্চাতে রেখে এসেছি। অনেকে যারা আপনার সাথে আসেনি, আপনার প্রতি তাদের ভালোবাসা আমাদের চেয়ে কম নয়। হে আল্লাহর নবী, তারা যদি জানতো আপনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন তাহলে তারা পশ্চাতে অবস্থান করতো না। তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে নিরাপত্তা দেবেন, তাঁরা আপনাকে উত্তম পরামর্শ দেবেন এবং আপনার পাশে থেকে তাঁরা যুদ্ধ করবেন।' মহানবী তাঁর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর জন্য তিনি আল্লাহর রহমত কামনা করলেন। অতঃপর তালগাছের পাতা দিয়ে তাঁর জন্য একটা আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা হলো।

ঐ রাতে আল্লাহর রহমতে বিশ্বাসীদের শান্তিপূর্ণ নিদ্রা হলো এবং তাঁরা ঘুম থেকে উঠলেন সতেজ হয়ে।১ ঐ দিনটি ছিলো ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ

---

১. কুরআন, ৮ : ১১।

www.bjilibrary.com

এবং হিজরি ২ সালের ১৭ রমজান।১ প্রত্যুষ হওয়ার সাথে সাথে কুরাইশরা যাত্রা শুরু করলো এবং আকানকাল পর্বতে উঠলো। তারা যখন পর্বত শিখরে উঠলো তখন সূর্য অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। মহানবী যখন তাদেরকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত ঘোড়া ও উটকে নিয়ে ইয়ালায়াল উপত্যকার ঢালু পথে বদর-এর দিকে নামতে দেখলেন তখন তিনি প্রার্থনা করলেন : ' ও আল্লাহ, এখানে কুরাইশরা এসেছে – তারা এসেছে অসার দম্ভ ও ঔদ্ধত্য নিয়ে – এই অসার দম্ভ হলো তোমাকে অস্বীকার করার এবং তোমার বাণীবাহককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার। ও আল্লাহ, তুমি আমাদের সাহায্য করো যার প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছো! ও প্রভু, এই সকালেই তুমি তাদের ধ্বংস করে দাও।'

কুরাইশরা তাদের ঘাঁটি স্থাপন করলো পাহাড়ের ঢালু স্থানে। মুসলমানদের সংখ্যা তারা যা ধারণা করেছিলো তার চেয়ে তা তাদের কাছে কম মনে হলো। আসলে মুসলমানদের সংখ্যা কত তা নির্ধারণের জন্য এবং পশ্চাৎদিক থেকে তাদের কোনো সরবরাহের সুযোগ আছে কিনা তা দেখার জন্য তারা জুমা'আ গোত্রের উমায়েরকে পাঠালো। ঘোড়ায় চড়ে উমায়ের ঘুরে এসে জানালো যে, উপত্যকার অপর পারে যে সব মুসলমান সৈন্য তাদের মোকাবিলা করছে, তা ছাড়া তাদের আর কোনো সৈন্য নেই। সে বললো : 'হে কুরাইশ জনগণ, আমার মনে হয় না তোমরা তাদের কোনো লোককে হত্যা করতে পারবে; বরং তারাই প্রথমে তোমাদের হত্যা করবে। তারা যত জন লোক আছে, তোমাদের সেই সংখ্যক লোককে যদি তারা হত্যা করে তাহলে পরজীবনে উত্তম আর কি থাকতে পারে?' গণক হিসেবে সারা মক্কায় উমায়েরের কিছুটা পরিচিতি ছিলো। ফলে তার কথা লোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলো। উমায়েরের কথা শেষ না হতেই খাদীজার চাচাত ভাই আসাদ গোত্রের হাকিম ঘাঁটির মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলো এবং আবদু শামস্ গোত্রের লোকদের কাছে গেলো। সে উতবাকে বললো : 'হে ওয়ালিদের পিতা, আপনি হলেন কুরাইশদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি। তাদের প্রভু ও তারা যাকে মান্য করে তাদের কাছেও আপনি সম্মানীয় ব্যক্তি। সময় শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনি কি তাদের মধ্যে প্রশংসনীয়ভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চান?' উতবা বললো : 'তা কি করে সম্ভব?' হাকিম বললো : 'জনগণকে পশ্চাদপসরণ করে নিয়ে যান এবং মিত্র আমর হত্যার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে নিন।' হাকিম এ কথা বুঝাতে

১. হিজরি সন থেকে ইসলামী সন গণনা শুরু হয়।

www.bjilibrary.com

চাইলো যে, নাখলায় যে লোকটি মারা গিয়েছিলো তার আত্মীয়-স্বজনকে রক্তপণ পরিশোধ করে উতবা যুদ্ধের একটা জোরালো যুক্তিকে বিদূরিত করতে পারে। কারণ যে লোকটি নাখলায় মারা গিয়েছিলো, তার ভাই আমীর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসেছে। তার কথামতো উতবা সবকিছু করতে রাজি হলো। কিন্তু সে হাকিমকে যুদ্ধের বিষয় নিয়ে আবু জহলের সাথে কথা বলতে বললো। ইতিমধ্যে সে সৈন্যদলকে উদ্দেশ্য করে বললো : 'হে কুরাইশ জনগণ, মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরা কিছুই লাভ করতে পারবে না। তোমরা যদি তাদের পরাভূত করো তাহলে তোমরা একে অপরের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে এ জন্য যে, সে হয়তো তার চাচা বা চাচাত ভাই বা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়কে হত্যা করেছে। সুতরাং ফিরে চলো এবং মুহাম্মদকে বাকী আরববাসীর হাতে ছেড়ে দাও। তারা তাঁকে হত্যা করুক এবং আমাদের ইচ্ছা সেটাই; আর তা যদি না হয় তাহলে মুহাম্মদ অন্তত মনে করবে যে, তোমরা তাঁর প্রতি আত্মসংযম প্রদর্শন করেছো।'

উতবা তৎক্ষণাৎ আমীর আল-হাদরামির কাছে তার ভাইয়ের রক্তপণ প্রদানের ব্যাপারে কথা বলতে চাইলো। কিন্তু আবু জহল ছিলো আরও বেশি তৎপর। সে উতবাকে কাপুরষ বলে উপহাস করলো। সে বললো যে, উতবা যেমন নিজের জন্য মৃত্যুকে ভয় পায় তেমনি সে ভয় পায় তার পুত্র আবু হুজায়ফার জন্য। আবু হুজায়ফা ছিলো মুহাম্মদের পক্ষে। এরপর সে আমীরের দিকে তাকিয়ে বললো, সে যেন তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধের সুযোগ হাতছাড়া না করে। সে বললো : 'ওঠো এবং তোমার ভাইয়ের হত্যা ও তাদের চুক্তির কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও।' আমীর উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো সে তার জামা কাপড় ছিড়তে লাগলো এবং তার বিষাদময় কথা চিৎকার করে প্রকাশ করলো। 'বেচারা আমর! বেচারা আমর!' ফলে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো এবং সবার মন হিংস্রতায় ভরে উঠলো। উতবা বা অন্য কারও পক্ষে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য যখন সবাই ব্যস্ত ছিলো তখন একজন লোক একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। নিজের অনুপস্থিতির সুযোগে পালিয়ে যেতে পারে এই আশংকায় সুহায়েল তার পুত্র আবদুল্লাহকে সাথে করে বদর-এ নিয়ে আসে। জুমা'আ গোত্রপ্রধান উমাইয়াও তার পুত্র আলীর জন্য একই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইসলাম ত্যাগ করার জন্য উমাইয়া তার পুত্রের ওপর নির্যাতন চালায়। কিন্তু আলী তার সিদ্ধান্তে অটল না থাকলেও

www.bjilibrary.com

আবদুল্লাহ ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে পুরোপুরি অটল। সবার অলক্ষ্যে তিনি ঘাঁটি ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী একটা পাহাড়ের পশ্চাতে চলে যান। সেখান থেকে তিনি অসমান মরুভূমির মধ্য দিয়ে মুসলমান ঘাঁটিতে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি সরাসরি মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মহানবী ও আবদুল্লাহর মুখমণ্ডলে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা গেলো। ভাই সম্পর্কিত আত্মীয় আবু সাবরাহ এবং আবু হুজায়ফাকে তিনি আনন্দের সাথে আলিঙ্গন করলেন।

www.bjilibrary.com

বদর যুদ্ধ

মুহাম্মদ তাঁর সৈন্য বাহিনীকে লাইন করিয়ে দিলেন। তিনি হাতে একটা তীর নিয়ে প্রত্যেকটি লোকের সামনে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে সাহস দিলেন। লাইন থেকে কিছু দূরে দাঁড়ানো সওয়াদকে তাঁর পেটে হাতের তীর দিয়ে আলতো খোঁচা দিয়ে তিনি বললেন : 'ও সওয়াদ, লাইনে দাঁড়াও।' সওয়াদ বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে সত্য ও ন্যায়পরায়নতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনি আমাকে প্রতিদান দিন।' মহানবী বললেন : 'গ্রহণ করো' – এই বলে তিনি তাঁর পেট থেকে কাপড় সরিয়ে নিলেন এবং তাঁর হাতে তীরটা দিলেন। যে স্থানে তীরের খোঁচা দেওয়ার কথা ছিলো সেখানে সওয়াদ মাথা অবনত করে চুম্বন করলো। মহানবী বললেন : 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' সওয়াদ উত্তর দিলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমরা এখন কিসের মুখোমুখি হতে যাচ্ছি তা আপনি জানেন। আমার ইচ্ছা, এই অন্তিম সময়ে, যদি তা-ই হয়, আমি আমার ত্বক আপনার ত্বকের সাথে লাগাই।' মহানবী তাঁর জন্য দোওয়া করলেন ও তাঁর মঙ্গল কামনা করলেন।

কুরাইশ বাহিনী অগ্রাভিযান শুরু করলো। তরঙ্গায়িত বালিয়াড়ির অপর পারে মক্কার বাহিনীকে বেশ ক্ষুদ্র মনে হলো। অথচ ঐ বাহিনী অতটা ক্ষুদ্র ছিলো না। মহানবী ঐ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। দুই বাহিনীর মধ্যেকার সংখ্যাগত তারতম্য সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি আবু বকরকে সাথে নিয়ে নির্মিত আশ্রয় কেন্দ্রে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন, যা তিনি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

মহানবী ক্ষণিকের জন্য নিদ্রামগ্ন হলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি বললেন : 'আনন্দে থাকো আবু বকর; তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এখানে জিবরাইল আছেন এবং তাঁর হাতে আছে ঘোড়ার লাগাম। ঘোড়ায় চড়ে তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তিনি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত।'১

---

১. বুখারী, ৬৪-১০; ইবন্ ইসহাক, ৪৪৪।

www.bjilibrary.com

আরব জাতির ইতিহাসে দেখা যায়, শেষ মুহূর্তে, এমনকি দুই পক্ষ সামনাসামনি দাঁড়ানো অবস্থার সময়ও অনেক যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মহানবী নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, এই যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং এই ভয়ানক যুদ্ধে এক পক্ষ জয়ী হবে, যার প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়েছেন। শকুনীরাও বুঝতে পেরেছিলো যে, অবিলম্বে হত্যাকাণ্ড হবে এবং হত্যা করা মৃতদেহ খাওয়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছিলো। অনেক শকুনী মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিলো এবং অনেক শকুনী দুই বাহিনীর পেছনে পাহাড়ের ঢালু পাথরের দিকে ওঠা-নামা করছিলো। কুরাইশ বাহিনীর গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছিলো, তারা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে এসেছিলো এবং মুসলমানদের নির্মিত জলাধারের কাছে এসে থামলো। মনে হলো, তাদের প্রথম লক্ষ্যবস্তু হলো ঐ জলাধার দখল করা।

মাখজুম গোত্রের আসোয়াদ সবার আগে এগিয়ে এলো, স্পষ্টত তার উদ্দেশ্য ছিলো পানি পান করা। হামজা তার বিপক্ষে অবতীর্ণ হলেন এবং প্রথম আঘাতেই তার হাঁটুর নিচ থেকে পা বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। দ্বিতীয় আঘাতে আসোয়াদ মৃত্যুবরণ করলো। অতঃপর উতবা লাইন থেকে বেরিয়ে এসে একক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানালো। সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ব্যঙ্গোক্তি করলো। স্বীয় পরিবারের সম্মানের জন্য তার ভাই শায়বা এবং তার পুত্র ওয়ালিদ লাইন থেকে বেরিয়ে এসে তার দুই পাশে দাঁড়ালো। এই চ্যালেঞ্জ তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করলেন খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার গোষ্ঠীর আউফ। যে ছ'জন সাহায্যকারী প্রথমে মহানবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন আউফ ছিলেন তাদের একজন। আউফ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর ভাই মুয়ায়ীদও এগিয়ে গেলেন। মদীনায় হিজরত করার পর তাদের বাড়িতেই মহানবীর উট 'কাসওয়া' চূড়ান্তভাবে থামার স্থান বেছে নেয়। তৃতীয় যে ব্যক্তি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা। মহানবীর আরাম-আয়েশ ও অভ্যর্থনার ব্যাপারে তিনি তাঁর নেতা ইবন্ উবাই-এর কথা অমান্য করেন।

চ্যালেঞ্জ প্রদানকারীরা জিজ্ঞাসা করলো : 'তোমরা কে?' তাঁরা উত্তর দিলে উতবা বললো : 'তোমরা সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তি। তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার নেই। আমাদের চ্যালেঞ্জ আসাদের গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধেই।' কুরাইশদের ঘোষক তখন চিৎকার করে উঠলো : 'আমাদের বিরুদ্ধে আসাদের গোত্রের সম্ভ্রান্ত লোকদের পাঠাও।' মহানবীর অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। সাহায্যকারীদের উৎসাহ তাঁকে কোনো কিছু করা থেকে বিরত রাখে। এরপর তিনি তাঁর নিজের পরিবারের লোকদের

www.bjilibrary.com

দিকে ফিরে তাকান, বস্তুত তাদেরই যুদ্ধ শুরু করা উচিত ছিলো। চ্যালেঞ্জ প্রদানকারীদের মধ্যে দু'জন ছিলো পরিণত বয়স্ক এবং একজন যুবক। মহানবী বললেন : 'হে উবায়দা, হামজা, আলী ওঠো।' মুত্তালিবের পৌত্র উবায়দা ছিলেন ঐ বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন উতবার সাথে, হামজা মোকাবিলা করলেন শায়বাকে, আর আলী মোকাবিলা করলেন ওয়ালিদকে। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। শায়বা ও ওয়ালিদ অনতিবিলম্বে মৃত্যুবরণ করলো; কিন্তু হামজা ও আলী অক্ষত রইলেন। উবায়দা যখন উতবাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিলেন তখন উতবার তরবারির আঘাতে তাঁর একটা পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো তিন জনের বিরুদ্ধে তিন জনের। ফলে হামজা ও আলী তাঁদের তরবারি উতবার দিকে ঘুরালেন এবং হামজা মরণ আঘাত হানলেন। অতঃপর তাঁরা তাঁদের আহত চাচাত ভাইকে ঘাঁটিতে নিয়ে গেলেন। তাঁর দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় এবং আহত স্থান থেকে তখনও রক্ত ঝরছিলো। কিন্তু তাঁর চিন্তা ছিলো একটাই। মহানবী তাঁর কাছে এগিয়ে গেলে তিনি বললেন : 'আমি কি শহীদ নই?' মহানবী উত্তর দিলেন: 'হ্যাঁ, আপনি শহীদ।'

দুই পক্ষের মধ্যে বিরাজিত গভীর নীরবতা কুরাইশদের কাছ থেকে আসা একটা তীরের শব্দে ভঙ্গ হলো। ঐ তীরের আঘাতে উমরের একজন মুক্ত ব্যক্তি মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। দ্বিতীয় একটি তীর এসে আঘাত করলো খাযরাজ গোত্রের যুবক হারিছাকে – তাঁর গলায় বিদ্ধ হলো ঐ তীর। নির্মিত জলাধারের নিকট যখন সে পানি পান করছিলো তখন এই ঘটনা ঘটলো। মহানবী তখন তাঁর লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন : 'যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁর শপথ করে বলছি। আজ কোনো লোক বধ হবে না। দৃঢ়তার সাথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও পুরস্কারের আশায়। সামনের দিকে এগিয়ে যাও, পশ্চাদপসরণ করবে না। এ জন্য আল্লাহ তাঁকে সরাসরি বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।'১ তাঁর কথা যাঁরা শুনলেন তাঁরা তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন যাঁরা ঐ কথা শুনতে পান নাই। খাযরাজ গোত্রের সালিমা গোষ্ঠীর উমায়ের খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন : 'বিস্ময়ের ব্যাপার! ঐ লোকগুলি আমাকে হত্যা করা ছাড়া আমার ও বেহেশতের মধ্যে কোনো বাধা নেই?' অতঃপর তিনি খেজুর ছুড়ে ফেললেন, নিজের তরবারি হাতে নিলেন এবং মহানবীর নির্দেশ প্রতিপালনে তৎপর হলেন।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৪৪৫।

www.bjilibrary.com

মহানবীর পাশে আউফ দাঁড়িয়ে ছিলেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি না হতে পারায় তিনি কিছুটা হতাশাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি মহানবীর দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, কোন কাজ করলে আল্লাহ তাঁর বান্দার সাথে আনন্দে হাসবেন?' তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিলেন : 'যখন কেউ বর্ম ছাড়াই শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।' এ কথা শোনার পর আউফ তাঁর গায়ে পরা বর্ম ছিড়ে ফেলতে শুরু করলেন আর মহানবী এক মুঠো নুড়ি পাথর নিয়ে কুরাইশদের দিকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললেন : 'ওদের মুখের চেহারা নষ্ট হয়ে যাক!' তিনি তাদের দিকে নুড়ি পাথর ছুড়ে মারলেন – তিনি জানতেন যে, তিনি তাদের প্রতি বিপর্যয় ছুড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁর লোকদের জন্য যে যুদ্ধের ধ্বনি উদ্ভাবন করলেন তা হলো 'ইয়া মনসুর অমিত।'১ প্রতিটি লোক যখন সামনের দিকে ধাবিত হচ্ছিলো, তখন তাদের মুখ থেকে এই কথা উচ্চারিত হচ্ছিলো। উমায়ের এবং বর্ম ছাড়া আউফ শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাঁরা শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। এই দুই জন, উবায়দা এবং তীরের আঘাতে আরও দুই জনের মৃত্যুসহ শহীদের সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ। ঐ দিন মুসলমানদের মধ্যে আরও নয় জন শহীদ হন। এর মধ্যে ছিলেন সা'দ-এর ছোট ভাই উমায়ের, যাঁকে মহানবী ঘরে ফেরত পাঠাতে চেয়েছিলেন।

'আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলো, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং।'২ যুদ্ধের পর পরই যে ওহী অবতীর্ণ হয়, ঐ কথাগুলি ছিলো তার একটি অংশ। মহানবীর হাত দিয়ে নিক্ষিপ্ত নুড়ি পাথরগুলি শুধু স্বর্গীয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ছিলো না। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কুরাইশদের প্রতিরোধ এমন শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, একজন মুসলমানের হাতের তরবারি ভেঙ্গে যায়। তিনি প্রথমেই মহানবীর কাছে গিয়ে আর একখানি তরবারি চাওয়ার চিন্তা করলেন। এই ব্যক্তির নাম উককাশা, তিনি জাহাস পরিবারের জ্ঞাতি সম্পর্কীয়। মহানবী তাঁকে কাঠের একটা মুগুর দিয়ে বললেন : 'উককাশা, এটা দিয়েই যুদ্ধ করো।' তিনি ঐ মুগুরখানা হাতে নিয়ে ঘোরাতে লাগলেন এবং তা তাঁর হাতে একটি লম্বা, শক্তিশালী ও উজ্জ্বল তরবারি বলে মনে হলো। তিনি বদর যুদ্ধে বাকী সময় এবং মহানবীর

---

১. আরবি ভাষায় সংক্ষিপ্ত করে বলা হয়েছে, ইংরেজী ভাষায় নয় : 'আল্লাহ যাদের বিজয়ী করেছে তারা শোন, হত্যা কর!'

২. কুরআন, ৮ : ১৭।

www.bjilibrary.com

অন্যান্য সব যুদ্ধে ঐ মুগুর নিয়ে যুদ্ধ করেন এবং সে কারণে এর নামকরণ করা হয় আল-আউয়ান (Al-Awn) অর্থাৎ স্বর্গীয় সাহায্য।

মুসলমানদের যখন আক্রমণের আদেশ দেওয়া হলো তখন তারা যে শুধু একাই আক্রমণ করে নাই এ কথা মহানবী জানতেন। কারণ তাঁকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো : 'আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে।'১ ফেরেশতাগণও স্বর্গীয় বাণী লাভ করেন : 'স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন – আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং বিশ্বাসীগণকে অবিচলিত রাখো; যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো; সুতরাং তাদের স্কন্ধে ও প্রত্যেক আঙ্গুলের অগ্রভাগে আঘাত করো।'২

ফেরেশতাদের উপস্থিতি সবাই অনুভব করলো – মুসলমানরা অনুভব করলো শক্তির আধার এবং অবিশ্বাসীরা অনুভব করলো ভয়ের কারণ হিসেবে। দৃশ্যত বা শ্রবণযোগ্য হিসেবে তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করলো মাত্র কয়েকজন এবং তা-ও বিভিন্ন মাত্রায়। প্রতিবেশী আরব গোত্রের দু'জন লোক কি ঘটছে তা দেখার জন্য পর্বত শিখরে ওঠে। তাদের আশা ছিলো, যুদ্ধের পর তারা লুঠের কাজে অংশগ্রহণ করবে। তাদের ওপর মেঘ বিস্তার করলো – ঐ মেঘমালা পূর্ণ ছিলো হ্রেষা ধ্বনিতে। দু'জন লোকের মধ্যে একজন পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ মারা গেলো। যে লোকটি বেঁচে ছিলো সে বললো : 'তার হৃৎপিণ্ড ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।' তার নিজের মনে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিলো, সেই কথা বিবেচনা করেই সে অমন কথা বলে।

একজন মুসলমান শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তিকে ধাওয়া করছিলেন। কিন্তু লোকটির কাছে পৌঁছানোর আগেই তিনি দেখলেন যে, তার মাথা দেহ থেকে উড়ে যাচ্ছে। এক অদৃশ্য হাত দিয়ে যেন তার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। অনেকে ফেরেশতাগণকে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় ক্ষণিকের জন্য দেখতে পায়। এসব ঘোড়ার পা মাটিতে পড়ে নাই। ফেরেশতাদের পরিচালনা করেন জিবরাইল – তাঁর মাথায় ছিলো হলুদ রঙের পাগড়ি। পাগড়ির এক অংশ পেছনের দিকে উড়ছিলো। কুরাইশরা অনতিবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো

---

১. কুরআন, ৮ : ৯।
২. কুরআন, ৮ : ১২।

www.bjilibrary.com

এবং তারা পালিয়ে যেতে লাগলো। একটা এলাকায় ফেরেশতারা না যাওয়ায় সেখানকার ক্ষুদ্র একটি কুরাইশ দল অবিচল অবস্থায় ছিলো। এমনই এক স্থানে আবু জহল অপ্রতিরোধ্য হিংস্রতায় লড়ছিলো। আউফের ভাই মু'য়াজ তাকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেন। আবু জহলের পুত্র ইকরামা তখন মু'য়াজকে আঘাত করে তাঁর স্কন্ধ থেকে হাত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। একটি হাত যখন শুধু চামড়ার সাথে ঝুলছিলো, মু'য়াজ তখন তাঁর ভালো হাত দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। কিন্তু এই অবস্থা যখন খুব বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে তখন তিনি একটু ঝুঁকে আঘাতপ্রাপ্ত হাতের ওপর পা রেখে জোরে ঝাঁকি দিয়ে ওপরে উঠেন। ফলে আহত হাতখানি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তিনি পুনরায় শত্রুর মোকাবিলা করতে থাকেন। আবু জহল তখনও জীবিত ছিলো। আউফের দ্বিতীয় ভাই মু'য়ায়ীদ তাকে চিনতে পারলেন। তিনি তাঁকে আঘাত করলে সে মৃত্যুবরণ করে। আউফের মতো মু'য়ায়ীদও অন্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন।

অধিকাংশ কুরাইশ পালিয়ে গেলো। প্রায় পঞ্চাশ জন কুরাইশ মারাত্মকভাবে আহত হলো অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলো অথবা পালিয়ে যাওয়ার সময় তাদের আঘাত করা হলে তারা মৃত্যুবরণ করলো। প্রায় সমান সংখ্যক লোককে বন্দি করা হলো। মহানবী তাঁর সাহাবিগণকে বললেন : 'আমি জানি যে, হাশিমের পুত্রদের এবং অন্যান্য গোত্রের লোককে তাদের যুদ্ধের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আনা হয়েছে।' এরপর তিনি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বললেন যে, তাদেরকে ধরা হলেও যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর সৈন্য বাহিনীর প্রায় সবাই তাদেরকে তরবারি দিয়ে আঘাত করার পরিবর্তে বন্দিপণের লক্ষ্যে বন্দি করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো।

কুরাইশদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। সুতরাং তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে আবার যুদ্ধে ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিলো। আবু বকরের সাথে মহানবীকে আশ্রয় কেন্দ্রে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হলো এবং কয়েক জন সাহায্যকারী তাঁদের পাহারায় রইলেন। সা'দ ইবন্ মু'য়াজ প্রবেশ পথে খোলা তরবারি নিয়ে পাহারায় রইলেন। তাঁর সহযোদ্ধারা যখন বন্দিদের নিয়ে ঘাঁটিতে আসছিলো তখন মহানবী সা'দ-এর চাহনিতে এ কাজকে অনুমোদন না করার প্রকাশ লক্ষ্য করে বললেন : 'হে সা'দ, তারা যে কাজ করছে তা তোমার দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ বলে মনে হচ্ছে।' সা'দ এ কথা দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন : 'মূর্তিপূজকদের আল্লাহ এবারই প্রথম পরাজয় ঘটালেন। তাদের বেঁচে থাকার পরিবর্তে

www.bjilibrary.com

আমি চাই তাদের সবাইকে হত্যা করা হোক।' উমরের মত ছিলো একই রকম। কিন্তু আবু বকর চাচ্ছিলেন যে, বন্দিরা প্রাণে বেঁচে থাকুক। কারণ একদিন তারা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। মহানবী আবু বকরের মতকে সমর্থন করলেন। কিন্তু পরে ঐ দিন উমর আশ্রয় কেন্দ্রে ফিরে এসে দেখতে পান, একটা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর মহানবী ও আবু বকরের চোখে পানি। অবতীর্ণ ঐ ওহী ছিলো : 'দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরজিত না করা পর্যন্ত কোনো নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দিদেরকে নিজের কাছে রাখা।১ তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরামক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'২ ঐ ওহীতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, বন্দিদেরকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত আল্লাহ গ্রহণ করেছেন এবং তা এখন বাতিল করা ঠিক নয়। বন্দিদের ব্যাপারে মহানবী একটা বাণী পান : 'হে নবী, তাদেরকে বলে দাও যারা তোমার হাতে বন্দি হয়ে আছে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোনো রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।'৩

আবু জহলকে অবশ্য স্পষ্টভাবে বেঁচে থাকার সমর্থন দেওয়া যায় না। সাধারণভাবে সবাই মত প্রকাশ করলো যে, আবু জহল নিহত হচ্ছে। মহানবী তার মৃতদেহ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লাহ ইবন্ মাসুদ পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন এবং তার মৃতদেহ না পাওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান করলেন। মক্কার লোকদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা ছড়াতে তার মতো কেউ সচেষ্ট ছিলো না। আবু জহল তখনও বেঁচে ছিলো এবং তার সামনে দাঁড়ানো লোককে সে চিনতে পারলো। আবদুল্লাহই প্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বা গৃহের সামনে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করেন। এ কারণে আবু জহল তাঁকে মুখে আঘাত করে আহত করে। আবদুল্লাহ ছিলেন একজন গরিব লোক এবং জুহরা গোত্রের মিত্র। তাঁর মা ছিলেন ক্রীতদাসী। আবদুল্লাহ এখন তাঁর পা আবু জহলের ঘাড়ের ওপর রাখলেন। আবু জহল বললো : 'ক্ষুদ্র মেষপালক, তুমি অনেক বেড়ে গেছো।' যুদ্ধের সৌভাগ্য ঐ দিন কোন দিকে গেছে সে তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো। তার এ কথা বলার

---

১. অন্যায়ভাবে একজন যুদ্ধবন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে সওল (Saul) রাজার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হন (১ স্যামুয়েল–১৫)।

২. কুরআন, ৮ : ৬৭।

৩. কুরআন, ৮ : ৭০।

www.bjilibrary.com

উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, পরদিন যেন তারা বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি উত্তর দিলেন : 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বিজয়ী হয়েছেন।' অতঃপর তিনি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং তা মহানবীর কাছে নিয়ে গেলেন।

কুরাইশ নেতাদের মধ্যে আবু জহলই একমাত্র ব্যক্তি ছিলো না যাকে যুদ্ধের পর হত্যা করা হয়। আবদুর রহমান ইবন্ আউফ যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে প্রাপ্ত বর্ম নিয়ে ফিরছিলেন। তিনি ফিরছিলেন মোটা উমাইয়ার পাশ দিয়ে। সে তার বাহন হারিয়ে ফেলায় পালাতে পারেনি। সে তার পুত্র আলীর হাত ধরে ছিলো। উমাইয়া তার এক সময়কার বন্ধুকে ডেকে বললো : 'আমাকে বন্দি করে নিয়ে যাও। বর্মের চেয়ে আমার দাম অনেক বেশি।' আবদুর রহমান তার কথায় সম্মত হলেন। বর্ম ফেলে দিয়ে তিনি উমাইয়া ও তার ছেলের হাত ধরলেন। তিনি তাদেরকে ঘাঁটির দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বেলাল তাদেরকে দেখলেন এবং তাঁর সাবেক মনিব ও নির্যাতনকারীকে চিনতে পারলেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন : 'উমাইয়া, অবিশ্বাসীর মাথা! সে বেঁচে থাকলে আমি জীবিত থাকবো না!' আবদুর রহমান বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করলেন। কারণ তারা ছিলো তার বন্দি। কিন্তু বেলাল একই কথার পুনরুক্তি করলেন : 'সে বেঁচে থাকলে আমি জীবিত থাকবো না।' ক্রুদ্ধ আবদুর রহমান বললেন : 'হে কৃষ্ণকায় মায়ের সন্তান, তুমি কি আমার কথা শুনবে না?' কিন্তু বেলাল আরও চিৎকার করে বললেন : 'হে আল্লাহর সাহায্যকারীরা, একজন অবিশ্বাসীর মাথা, উমাইয়া! সে বেঁচে থাকলে আমি জীবিত থাকবো না!' চারদিক থেকে লোক ছুটে এলো এবং তারা আবদুর রহমান ও তাঁর বন্দিদের প্রায় ঘিরে ফেললেন। একজন একটা তরবারি দিয়ে আলীকে আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে গেলো কিন্তু মারা গেলো না। আবদুর রহমান বন্দি উমাইয়ার হাত ছেড়ে দিলেন। তিনি বললেন : 'তাকে পালাতে দাও, যদিও পালাবার উপায় নেই। আল্লাহর কসম, তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারবো না!' তাঁকে সরিয়ে দিয়ে লোকজন বন্দিদের ওপর তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের দু'জনকেই নিহত করলো। পরবর্তীকালে আবদুর রহমান প্রায়ই বলতেন : 'বেলালের ওপর আল্লাহ সদয় হোন! আমি বর্ম হারিয়ে ফেলি এবং সে আমার দু'জন বন্দিকে ছিনিয়ে নেয়।'১

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সব অবিশ্বাসীর মৃতদেহ একটা গর্তে ফেলার জন্য

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৪৪৮-৯।

www.bjilibrary.com

মহানবী নির্দেশ দিলেন। উতবার মৃতদেহ যখন ঐ গর্তের দিকে টেনে আনা হচ্ছিলো তখন তার পুত্র আবু হুজায়ফার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। মহানবী তাঁর দুঃখ অনভব করলেন এবং তাঁর দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকালেন। আবু হুজায়ফা বললেন : 'ও আল্লাহর নবী, আমার পিতার ব্যাপারে এবং কোথায় তাদের নিক্ষেপ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি আপনার নির্দেশ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করছি না। আমি আমার পিতাকে একজন জ্ঞানী পরামর্শদাতা, ধৈর্যশীল ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে জানি। আমার আশা ছিলো যে, তার এই গুণাবলী তাকে ইসলামের পথে নিয়ে আসবে। তার ভাগ্যে কি ঘটলো তা আমি দেখলাম। তার সম্পর্কে আমার আশা চূর্ণ করে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন একজন অবিশ্বাসী হিসেবে। এ কারণে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি।' মহানবী আবু হুজায়ফার জন্য দোওয়া করলেন এবং তাঁর সাথে সদয়ভাবে কথা বললেন।

ক্যাম্পের শান্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অচিরেই ভঙ্গ হলো। মানুষের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। মহানবীকে পাহারা দেওয়ার জন্য যারা নিয়োজিত ছিলো তারা যুদ্ধলব্ধ মালে ভাগ দাবি করলো। যারা শত্রুর মোকাবিলা করে লোক, বর্ম ও অস্ত্র দখল করলো তারা অন্যকে ভাগ দিতে অস্বীকার করলো। যুদ্ধে যে সব বস্তু দখল করা হয়েছে তা সমানভাবে ভাগ করার নির্দেশ দিয়ে শান্তি স্থাপনের পূর্বেই মহানবী ওহীর মাধ্যমে প্রার্থিত ফল লাভ করলেন তাৎক্ষণিকভাবে এবং অতি সহজে। 'আপনার কাছে লোকেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হলো আল্লাহ এবং রসূলের।'[১] ফলে মহানবী নির্দেশ দিলেন যে, যুদ্ধবন্দিসহ যা কিছুই অর্জিত হয়েছে তা একত্রিত করতে হবে এবং তার কোনো কিছুই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কোনো প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়াই এই আদেশ অবিলম্বে পালিত হয়।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন আমীর গোত্রের প্রধান সুহায়েল। তিনি ছিলেন সওদার চাচাত ভাই এবং তাঁর প্রথম স্বামীর ভাই। এ ছাড়া মহানবীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্তদের মধ্যে ছিলেন তাঁর চাচা আব্বাস, তাঁর জামাতা জয়নবের স্বামী আবুল আ'স এবং তাঁর চাচাত ভাই আকিল ও নওফল। তিনি যুদ্ধবন্দিদের সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তবে এ কথা নির্দিষ্ট করে বলে দেন যে, তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে হবে। তাঁর চাচা আটক অবস্থায় আছে, এ কথা চিন্তা করে তিনি সারা রাত ঘুমাতে পারেননি। পরে তিনি তাঁর চাচার

১. কুরআন, ৮ : ১।

www.bjilibrary.com

অবস্থান-চৌহদ্দির সীমারেখা শিথিল করার নির্দেশ দেন। অন্যান্য যুদ্ধবন্দিরা তাদের নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে অনুকূল ব্যবহার খুব কম পান। আবু আজিজ যুদ্ধবন্দি হিসেবে অধিকৃত হন এবং তিনি একজন সাহায্যকারীর তত্ত্বাবধানে থাকেন। তাঁর ভাই মূ'সাব তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেন : 'তাঁকে ভালো করে আটকে রাখো, কারণ তাঁর মা খুবই ধনী। এমনও হতে পারে যে, তিনি তোমাকে মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করবেন।' আবু আজিজ বললেন : 'ভাই, এ ভাবেই আপনি অন্যের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করলেন?' মূ'সাব বললেন : 'আপনার পরিবর্তে তিনিই এখন আমার ভাই।' সাহায্যকারীদের কাছ থেকে কেমন উত্তম ব্যবহার পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে আবু আজিজ পরে প্রায়ই বলতেন। এই সাহায্যকারীরা তাঁকে মদীনায় নিয়ে যায় এবং সেখান থেকেই তাঁর মা চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন।

মক্কার আট শ' বা তারও বেশি সৈন্য যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার আর যখন কোনো সম্ভাবনা ছিলো না, মহানবী তখন যুদ্ধজয়ের এই সুসংবাদ মদীনার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহাকে প্রেরণ করেন। মদীনার উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি জায়দকে প্রেরণ করেন। তিনি নিজে সৈন্যদের সাথে বদর-এ অবস্থান করেন। যে গর্তের মধ্যে ইসলামের শত্রুদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিলো ঐ গর্তের কাছে রাতে তিনি যান। ঐ গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন : 'হে গর্তের লোকসকল, তোমাদের নবীর আত্মীয়বর্গ – এই জ্ঞাতি-সম্পর্ককে তোমরা ভালো চোখে দেখোনি। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছো যখন অন্যেরা আমাকে বিশ্বাস করেছে। অন্যেরা যখন বিজয় লাভের জন্য আমাকে সাহায্য করেছে তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো। তোমাদের প্রভু যা প্রতিজ্ঞা করেছিলো তার সত্যতা কি এখন তোমরা উপলব্ধি করছো? আমার প্রভু আমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো তার সত্যতা আমি এখন দেখতে পাচ্ছি।' কয়েজন সাহাবি মহানবীর কথা শুনতে পান এবং তিনি মৃত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলছেন শুনে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। মহানবী তাঁদেরকে বলেন : 'মৃত ব্যক্তিরা আমার কথা যেভাবে শুনছে তার চেয়ে তোমরা বেশি ভালো করে আমার কথা শুনছো না। কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দিতে পারছে না।'১

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৪৫৪।

www.bjilibrary.com

পরদিন সকালে মহানবী তাঁর সৈন্যদল ও যুদ্ধলব্ধ মালপত্র নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে আবদ্ আদ-দর গোত্রের নদর এবং আবদু সামস্ গোত্রের উকবার১ পরিবার ছিলো সম্পদশালী এবং তাদের মুক্তির জন্য তারা চার হাজার দিনার করে মুক্তিপণ দিতে সমর্থ ছিলো। কিন্তু এ দু'জন লোক ছিলো ইসলামের ঘোরতর শত্রু। প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের জয় প্রত্যক্ষ করে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলে তারা ফিরে গিয়ে পুনরায় ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হবে। মহানবীর দৃষ্টি সব সময় এই দু'জন লোকের ওপর আবদ্ধ ছিলো; কিন্তু তাদের মধ্যে কারও মনে পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। পথ চলার সময় মহানবীর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তারা জীবিত থাকুক এটা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। যাত্রা বিরতির প্রথম স্থানেই তিনি নদরকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং আলী এই নির্দেশ কার্যকর করেন। পরবর্তী এক যাত্রা বিরতির স্থানে উকবা আউস গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে একই ভাগ্য বরণ করে। মদীনা থেকে তিন দিনের পথের মধ্যে এক যাত্রা বিরতির স্থানে মহানবী এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে যতদূর সম্ভব সমানভাবে যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন করে দেন।

ইতিমধ্যে জায়দ ও আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা মদীনায় উপস্থিত হন। তাঁদের কাছ থেকে যুদ্ধজয়ের সংবাদ শোনার পর ইহুদী ও ভণ্ডরা ছাড়া সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। জায়দ উত্তম সংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে একটা দুঃখের সংবাদ পান। এই সংবাদটি হলো : রুকাইয়া মারা গেছেন। উসমান ও উসামা তাঁকে কবর দিয়ে এইমাত্র ফিরে এসেছেন। জায়দ যখন আফ্রা-কে তাঁর দুই পুত্রের (আউফ ও মুয়য়িজ) মৃত্যু সংবাদ দিলেন তখন শহরের ঐ এলাকায় বিলাপধ্বনি বেড়ে গেলো। সওদা তাঁর নিজের বাড়ি এবং তাদের বাড়ির মাঝখানে গিয়ে শোক প্রকাশ করলেন। দুই সন্তানের গৌরবজনক মৃত্যুর সংবাদ আফ্রা-র (দুই সন্তানের মাতা) কাছে ছিলো দুঃখ ও আনন্দের। রুবাইয়ীর কাছে তাঁর কিশোর ছেলে হারিছা ইবন্ সুরাকার মৃত্যু সংবাদ জায়দকে দিতে হলো। পানি রাখার পাত্রের কাছে পানি পান করার সময় তার গলায় একটা তীর বিদ্ধ হয়। মহানবী কয়েকদিন পর মদীনায় ফিরে আসলে ঐ ছেলের মা তাঁর কাছে গিয়ে ছেলের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তার মনে এই চিন্তা ছিলো যে, তার ছেলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নিহত হয় এবং ইসলামের জন্য যুদ্ধ করার সুযোগ সে পায় নাই। ছেলের মা বললেন :

---

১. 'শোকের বছর' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

'হে আল্লাহর নবী, আপনি কি হারিছার কথা আমাকে বলবেন না। সে যদি বেহেশতে যায় তাহলে আমি আমার ক্ষতির জন্য ধৈর্যধারণ করবো। আর তা যদি না হয় তাহলে আমি তার জন্য ক্রন্দন করে প্রায়শ্চিত্ত করবো।' এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর মহানবী আগেই সাধারণভাবে দিয়েছেন; তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে, বিশ্বাসীরা তাদের উদ্দেশ্যের জন্য পুরস্কার পাবে – সেই উদ্দেশ্য তারা অর্জন করতে না পারলেও। 'উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিটি কাজই গণনা করা হয়।'১ মহানবী এখন তার কথার জবাব দিলেন। বললেন : 'হারিছার মা, বেহেশতে অনেক বাগান আছে। তোমার ছেলে সবচেয়ে উত্তম বাগান ফেরদৌস অর্জন করেছে।'২

১. বুখারী, ১.১।
২. বুখারী, ১, ৬, ১৪।

www.bjilibrary.com

পরাজিতদের প্রত্যাবর্তন

কুরাইশদের সৈন্য বাহিনী ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে মক্কার পথে যাত্রা করে। এসব দলের সামনে বা পেছনে একজন করে লোক ছিলো। হাশেমী গোত্রের আবু সুফিয়ানের দলটিই প্রথম, যে দল নওফলের যুদ্ধবন্দি হওয়ার খবর নিয়ে আসে। নওফল হলো আবু সুফিয়ানের ভাই। নতুন ধর্মের প্রতি আবু সুফিয়ানের শত্রুতা ছিলো এবং এ কারণে সে ইসলাম ধর্ম ও তার চাচাত ভাই ও দুধ-ভাই মহানবীর বিরুদ্ধে কবিতা লিখতে উৎসাহিত হতো। কিন্তু বদর-এর অভিজ্ঞতা তাকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। প্রথমেই তার চিন্তায় আসে কা'বায় যাওয়ার। ঘটনাক্রমে ঐ সময় তার চাচা আব লাহাব কা'বার কাছে বড় তাঁবুতে বসে ছিলো। এই তাঁবু জমজমের তাঁবু নামে পরিচিত। ভাইপোকে দেখে আবু লাহাব তাকে ডেকে পাঠালো। তাকে নিজের পাশে বসতে বলে কি ঘটনা ঘটেছে তা বলতে বললো। আবু সুফিয়ান বললো : 'যা ঘটেছে আমি সে কথাই আপনাকে বলবো। শত্রুদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার পর আমরা পশ্চাৎপ্রদর্শন করি এবং তারা দলে দলে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে অথবা তাদের ইচ্ছা মতো আমাদের বন্দি করে। আমাদের দলের কাউকে আমি দোষ দেই না। কারণ আমাদের শুধু শত্রু সৈন্যদেরই মোকাবিলা করতে হয় নাই, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নানা বর্ণযুক্ত ঘোড়ার ওপর সাদা পোশাকধারী মানুষদেরও আমাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। তারা কাউকে রেহাই দেয়নি এবং তাদের মোকাবিলা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

তাঁবুর এক কোনায় উম্মে আল-ফজল বসেছিলেন, তাঁর সাথে আবু রফিও ছিলেন। আবু রফি ছিলেন আব্বাসের একজন ক্রীতদাস এবং তিনি তীর তৈরি করছিলেন। উম্মে আল-ফজলের মতো তিনিও একজন মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মুসলমান হওয়ার কথা মাত্র কয়েকজন ছাড়া কেউ জানতো না। মহানবীর বিজয়ের সংবাদ শোনার পর আবু রফি তাঁর আনন্দের কথা চেপে রাখতে পারলেন না। তিনি যখন 'আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সাদা পোশাক পরিহিত' লোকের কথা শুনলেন তখন তিনি বিস্ময় ও

www.bjilibrary.com

আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন : 'ওরা হলেন ফেরেশতা।' অন্যের কথায় নাক গলাবার জন্য আবু লাহাব ভীষণ রেগে গেলো এবং আবু রফির মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারলো। আবু রফি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই দুর্বল ও চিকন। অপরদিকে, আবু লাহাব ছিলো মোটা ও শক্তিশালী। আবু লাহাব তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে বার বার আঘাত করতে লাগলো। তাঁবুর খুঁটি পোতার জন্য ব্যবহৃত একটা কাঠের টুকরা নিয়ে উম্মে আল-ফজল তখন ভগ্নীপতির মাথায় তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলেন। এই আঘাতে মাথার খুলি থেকে চামড়া ও মাংস পৃথক হয়ে গেলো। থেতলে যাওয়া এই স্থানটি আর ভালো হয়নি। উম্মে আল-ফজল চিৎকার করে বললেন : 'কোনো কারণ ছাড়াই তাঁর সাথে আপনি এমন আচরণ করবেন? আপনি কি মনে করেন তাঁর প্রভু এখানে নেই এবং তিনি তাকে রক্ষা করতে পারবেন না?' এই ক্ষতস্থানে পচন শুরু হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত দেহে তা ছড়িয়ে পড়ে। এতেই তার মৃত্যু হয়।

যুদ্ধের আরও খবর যখন আসতে থাকে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যরা যখন তাদের মৃত ব্যক্তিদের জন্য বিলাপ করছিলো তখন এক সমাবেশে তাৎক্ষণিক এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাদেরকে বিলাপ করা থেকে সংযত থাকতে বলা হয়। তাদেরকে বলা হয় : 'মুহাম্মদ ও তাঁর সাহাবিরা এ সংবাদ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করবে।' যুদ্ধবন্দিদের আত্মীয়দের বলা হলো, তারা যেন ইয়াছরিবে মুক্তিপণ-এর অর্থ প্রেরণে বিলম্ব করে। বদর যুদ্ধে বহু খ্যাতিমান লোক নিহত হয়। এই প্রেক্ষাপটে অনেকের দৃষ্টিতে উমাইয়া গোত্রের আবু সুফিয়ান কুরাইশদের মধ্যে বিশিষ্ট এক ব্যক্তিত্ব বলে প্রতিভাত হয়। আবু সুফিয়ান এ সময় এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে অনেকে মনে করে। নিজের দুই ছেলে হানজালা এবং আমর-এর কথা উল্লেখ করে (এদের মধ্যে একজন নিহত এবং অপরজন যুদ্ধবন্দি) আবু সুফিয়ান বললো : 'আমি আমার সন্তান ও সম্পত্তি উভয় দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। তারা হানজালাকে হত্যা করেছে আর আমর-এর জন্য এখন মুক্তিপণ দিতে হবে। আমর এখন তাদের সাথেই থাকুক। যতদিন খুশি তারা তাকে আটকে রাখুক!'

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ হানজালা বা আমর-এর মা নয়। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই হিন্দ তার পিতা উতবা, তার চাচা শায়বা ও ভাই ওয়ালিদকে হারায়। তবু সে শোক প্রকাশ থেকে বিরত থাকে এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, কুরাইশরা যখন মুসলিম বাহিনীর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে (তারা

www.bjilibrary.com

অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবে বলে ধরে নেওয়া যায়) তখন সে হামজার যকৃত কাচা চিবিয়ে খাবে। কারণ এই হামজাই তার চাচাকে হত্যা করে এবং তার পিতাকে মরণ আঘাত হানে।

আবু সুফিয়ান যে বণিক দলকে বিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে আনে তাতে প্রভূত পরিমাণ ধন-সম্পদ ছিলো। আলোচনা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বণিক দলের সব মালপত্র বিক্রি করে অর্জিত মুনাফা বিরাট এক সৈন্যদল গঠনের কাজে ব্যয় করা হবে। এই সৈন্যদলকে এমন শক্তিশালী করে গঠন করা হবে যেন তা ইয়াছরিবের সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করে তাদের পর্যুদস্ত করে দিতে পারে এবং এই সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ইয়াছরিব বাহিনী যেন কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে। এ সময় মহিলারাও পুরুষদের সাথে যাবে এবং তারা পুরুষদের সাহসিকতাপূর্ণ কাজ প্রদর্শনের জন্য তাদের উৎসাহিত করবে। ঐ আলোচনা সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সারা আরবে তাদের যে সব বন্ধু আছে তাদের কাছে প্রস্তাবিত আক্রমণে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে দূত প্রেরণ করা হবে। নতুন ধর্মের অনুসারীরা কেন তাদের সাধারণ শত্রু, এ কথা তাদের জানানোর জন্যও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মৃত ব্যক্তিদের জন্য বিলাপ না করার ব্যাপারে সবাই গৃহীত সিদ্ধান্তে একমত হলো। কিন্তু মুক্তিপণ দিয়ে বিলম্বে যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্তে সবাই মত দিলো না। প্রায় প্রতিটি গোত্রের লোকই মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যাদের কাছে তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্দি আছে, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করা। আবু সুফিয়ান তার কথায় অবিচল থাকে। পরবর্তী হজ্জ মৌসুমের সময় মদীনার আউস গোত্রের একজন বৃদ্ধ লোককে আবু সুফিয়ান আটকে রাখে এবং এ কথা বলে যে, তার পুত্র আমর তার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে তাকে ছেড়ে দেবে না। হজ্জযাত্রী ঐ বৃদ্ধ লোকটির পরিবারের সদস্যরা মহানবীকে অনুরোধ জানায়, তিনি যেন এই বিনিময়ে সম্মত হন।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধবন্দীদের অবস্থা

মহানবী মদীনায় প্রত্যাবর্তনের একদিন পর যুদ্ধবন্দিরা পাহারাদার পরিবেষ্টিত অবস্থায় সেখানে পৌঁছায়। সওদা তাঁর গোষ্ঠীর প্রধান এবং জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভাই সুহায়েলকে একটা কামরার কোণায় গলার সাথে শক্ত করে হাত বাধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে অবাক হন। এই দৃশ্য দেখে অতীতের অনেক অনুভূতির কথা তাঁর স্মরণ হলো। তিনি ক্ষণিকের জন্য তাঁর বর্তমান অবস্থার কথা ভুলে গেলেন। তিনি অনুযোগ করে বললেন : "হে আবু ইয়াজিদ, তোমরা সবাই আত্মসমর্পণে রাজি হলে। তোমাদের বরং মহান মৃত্যুকে বরণ করাই উচিত ছিলো।" এ সময় মহানবী ঐ স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু সওদা তা লক্ষ্য করেননি। মহানবী বিস্ময়ের সাথে বলেন : "সওদা!" মহানবীর তিরস্কারপূর্ণ কণ্ঠস্বরে সওদা সম্বিত ফিরে পেলেন – ইসলাম-পূর্ব জীবন-স্মৃতি থেকে তিনি তাঁর বর্তমান ইসলামী জীবনের বাস্তবতায় ফিরে এলেন। তখনও আশা ছিলো যে, সুহায়েল ইসলাম গ্রহণ করবে। এ কথা নিশ্চিত ছিলো যে, আল্লাহর নির্দেশিত প্রসারমান শাসন-ব্যবস্থা ইতিমধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে এবং এর প্রভাব সুহায়েল ও অন্যান্য বন্দিদের ওপর পড়বে। কিন্তু মহানবী তাঁর অনুসারীদের ওপর এই আস্থা রাখতেন যে, তাদের চিন্তা-চেতনায় ইসলামী আদর্শ প্রতিফলিত হবে – পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণা নয়। অনুতপ্ত সওদার দিকে ফিরে মহানবী বললেন : "তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর নবীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ এখনও লালন করবে?"

একাধিক নেতার মৃত্যুর ফলে আবু সুফিয়ানের মতো সুহায়েলের প্রসিদ্ধি বেশ ব্যাপকতা পায়। তার গোষ্ঠী এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর অনেক দোদুল্যমান ব্যক্তি তার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে বলে আশা করা হয়েছিলো। কিন্তু মদীনায় তার উপস্থিতি সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কারণ বনী আমীর তার গোত্রের একজন লোককে মদীনায় প্রেরণ করে সুহায়েলের মুক্তিপণ হিসেবে। সুহায়েল ঐ লোকটিকে মদীনায় জামিন হিসেবে রেখে মক্কায় ফিরে যায় নির্ধারিত মুক্তিপণের অর্থ জোগাড় করার জন্য।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যেকেই তাদের প্রতিপক্ষ তিন বা ততোধিক ব্যক্তির আওতায় ছিলো। আব্বাস সাহায্যকারীদের যে দলের আশ্রয়ে ছিলেন, তারা তাঁকে নিয়ে মহানবীর কাছে এসে বলেন : "হে আল্লাহর নবী, আমাদের বোনের ছেলের মুক্তিপণের অর্থ, যা আমাদের প্রাপ্য, তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।" 'বোন' বলতে তারা বুঝাতে চান বন্দির দাদী অর্থাৎ সালমা। কিন্তু মহানবী বললেন : "তোমরা এক দিরহামও ক্ষমা করতে পারবে না।" অতঃপর তিনি চাচার দিকে ফিরে বললেন : "আপনি আপনার ও আপনার ভাইপো আকিল ও নওফলের মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে দিন। আপনার মিত্র উতবার মুক্তিপণের অর্থও দিয়ে দিন। কারণ আপনি ধনী লোক।" আব্বাস এ কথার প্রতিবাদ করলেন : "আমি একজন মুসলামান। কিন্তু তাদের সাথে যোগ দিতে তারা আমাকে বাধ্য করে।" মহানবী উত্তর দিলেন : "আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয় তাহলে আল্লাহ সে জন্য পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু বাহ্যিক দিক থেকে আপনি ছিলেন আমাদের বিরুদ্ধে। সুতরাং আপনাকে মুক্তিপণ দিতে হবে।" আব্বাস উত্তর দিলেন যে, তাঁর কোনো অর্থ নেই। কিন্তু মহানবী বললেন : "উম্মে আল-ফজলের কাছে আপনি যে অর্থ রেখেছিলেন তা কোথায়? আপনি যখন উম্মে আল-ফজলের সাথে কথা বলেন তখন সেখানে আর কেউ ছিলো না। আপনি তাকে বলেন : 'আমি যদি নিহত হই তাহলে এই অংশ ফজল, এই অংশ আবদুল্লাহ, এই অংশ কিছাম এবং এই অংশ উবাইদুল্লাহর জন্য রইলো'।" এ সময়ই সত্যিকার অর্থে আব্বাসের অন্তরে বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। তিনি বললেন : "আল্লাহর কসম, যিনি তোমাকে সত্য বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, এ কথা উম্মে আল-ফজল আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, তুমি আল্লাহর নবী।"১ অতঃপর তিনি তাঁর দুই ভাইপো, তাঁর মিত্র এবং নিজের জন্য মুক্তিপণ দিতে সম্মত হলেন।

বন্দীদের মধ্যে একজনকে মহানবীর গৃহে রাখা হয়েছিল। তাঁর নাম আবুল আ'স – তিনি মহানবীর জামাই। তাঁর ভাই আমর মক্কা থেকে মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে আসে – এই অর্থ প্রদান করেন জয়নাব। এই অর্থের সাথে জয়নাব একটা অনেক্স-এর (Onyx) হারও দেন। এই হারটি জয়নাব বিয়ের দিন তাঁর মায়ের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। মহানবী এই হারটি দেখে চিনতে পারেন যে এটা খাদীজার। হারটি দেখার পর তাঁর

১. তাবারী, ১৩৪৪।

www.bjilibrary.com

চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঐ বন্দির ওপর যাদের অংশ ছিলো তাদের তিনি গভীর মর্মযাতনার সাথে বললেন : "তোমরা যদি এই বন্দি স্বামীকে মুক্ত করে দাও এবং স্ত্রীর দেওয়া মুক্তিপণ ফেরৎ দেওয়া যথার্থ মনে করো তাহলে তা করতে পারো।" এ কাজ করতে তারা সম্মত হলো। অতঃপর আবুল আ'স-এর সাথে মুক্তিপণের অর্থ ও হারটি ফেরৎ দেওয়া হলো। এটা আশা করা হয়েছিলো যে, মদীনায় থাকার সময় আবুল আ'স ইসলাম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। মহানবী তাকে মক্কায় ফিরে গিয়ে জয়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিতে বলেন। এ কাজ করতে আবুল আ'স দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সম্মত হয়। ঐশী বাণীতে এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, একজন মুসলমান মহিলা কোনো বিধর্মী ব্যক্তির স্ত্রী থাকতে পারে না।

মাখজুম গোত্রের সাবেক প্রধান এবং বর্তমানে মৃত ওয়ালিদের ছোট ছেলে বন্দি ওয়ালিদের উপর আবদুল্লাহ্ ইবন্ জাহাশ্-এর অংশ ছিলো। যুবক ওয়ালিদের দুই ভাই খালিদ এবং হিশাম তার মুক্তির জন্য মুক্তিপণ নিয়ে আসে। আবদুল্লাহ জানায় যে, সে চার হাজার দিনারের কম নেবে না। বন্দির বৈমাত্রেয় ভাই খালিদ এই পরিমাণ অর্থ দিতে সম্মত ছিলো না। এ জন্য আপন ভাই হিশাম তাকে তিরস্কার করে বলে : "এ কথা সত্য যে, সে তোমার মায়ের সন্তান নয়।" এরপর খালিদ ঐ পরিমাণ দিরহাম দিতে সম্মত হয়। মহানবী অবশ্য এ ধরনের আদান-প্রদানের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহকে বলেন যে, ঐ তিন ভাই-এর পিতার প্রসিদ্ধ অস্ত্র ও বর্ম ছাড়া তার আর কিছুই চাওয়া উচিত নয়। খালিদ আরও একবার অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু হিশামের কথায় সে সম্মত হয়। এই বংশগত সম্পত্তি মদীনায় আনার পর তারা তাদের ভাইকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু প্রথম যাত্রা বিরতির স্থানে ওয়ালিদ তার ভাইদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং পুনরায় মদীনায় ফিরে আসে। মদীনায় এসে সে মুহাম্মদের কাছে গিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। ভাই-এর খোঁজে খালিদ ও হিশাম বেশ কষ্ট স্বীকার করে। কি ঘটেছে তা জানতে পেরে খালিদ খুবই রেগে যায় এবং ভাইকে বলে : "তোমার মুক্তিপণ দেওয়ার আগে অর্থাৎ আমাদের পিতার বংশগত সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার আগে তুমি একাজ কর নাই কেন? তোমার যদি এ ধরনের উদ্দেশ্য ছিলো তবে আগে কেন তুমি মুহাম্মদের অনুসারী হও নাই?" উত্তরে ওয়ালিদ জানায় : "মুক্তিপণ দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আমি মুহাম্মদের অনুসারী হয়েছি, কুরাইশরা একথা আমার সম্পর্কে বলুক,

www.bjilibrary.com

আমি সে ধরনের লোক নই।" এরপর সে তার ভাইদের সাথে মক্কায় যায় তার নিজস্ব কিছু সম্পদ আনার জন্য। তার ভাইয়েরা তার বিরুদ্ধে কিছু করবে একথা সে ধারণা করতে পারেনি। কিন্তু সেখানে তারা আবু জহলের দুই বৈমাত্রেয় ভাই আয়াশ ও সালামার সাথে তাকে আটক করে রাখে। আয়াশ ও সালামা ছিলো মুসলমান। আবু জহলের পুত্র ইকরামা তার পিতার মৃত্যুর পরও তাদের আটক রাখে। এই তিন জন, সাহম গোত্রের হিশাম ও অন্যান্য যাদেরকে জোরপূর্বক আটক করে রাখা হয়েছিলো তারা যেন পালিয়ে আসতে পারে সেজন্য মহানবী প্রায় সব সময় দোওয়া করতেন।

মুত'য়ীম-এর পুত্র জুবায়ের তাঁর চাচাতো ভাই এবং অপর দুজন মিত্রের মুক্তিপণের অর্থ নিয়ে মদীনায় আসেন। মহানবী তাঁকে সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, মুত'য়ীম যদি বেঁচে থাকতেন এবং তিনি যদি বন্দিদের পক্ষে তাঁর কাছে আসতেন তাহলে তিনি কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই বন্দিদের তাঁর কাছে হস্তান্তর করতেন। মদীনায় সব কিছু দেখে জুবায়ের প্রভাবান্বিত হন। একদিন সূর্যাস্তের সময় তিনি মসজিদের বাইরে থেকে নামাজে পঠিত সূরা শোনেন। মহানবী পাঠ করেন সূরা আত-তুর। ঐ সূরায় বিচার দিবস ও দোজখের সাবধান বাণী এবং বেহেশতের কথা বলা হয়েছে। পঠিত অংশ এভাবে শেষ হয় : "আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দৃষ্টির সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গাত্রোত্থান করেন। এবং রাত্রির কিছু অংশে এবং তারকা অস্তমিত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।"১

জুবায়ের বলেন : "এ সময়ই আমার অন্তরে ঈমান স্থান লাভ করে।"২ কিন্তু অন্তরের আহ্বান তৎক্ষণাৎ তিনি শুনতে পান নাই। কারণ তাঁর অন্তর ছিলো সম্প্রতি বদর-এ নিহত তাঁর প্রিয় চাচার চিন্তায় আলোড়িত। অন্যান্য অনেকের মতো হামজার হাতে মুত'য়ীম-এর ভাই তুয়াইমা নিহত হয়। এর প্রতিশোধ নিতে জুবায়ের বাধ্য বলে অনুভব করেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে নমনীয় হতে পারেন মনে করে মুক্তিপণ নিয়ে সমঝোতায় আসার পর পরই তিনি মক্কার পথে যাত্রা করেন।

মুক্তিপণের ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য যারা মদীনায় আসে তাদের প্রায় সবাই মহানবীর সাথে ভদ্র আচরণ করে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলো

---

১. কুরআন, ৫২ : ৪৮-৪৯।

২. বুখারী, ৫২ : ২৫।

www.bjilibrary.com

উমাইয়ার ভাই ও উকবার অন্তরঙ্গ বন্ধু জুমা'য়া গোত্রের উবাই। যুদ্ধের পর উভয়ে নিহত হয়। মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত ছেলেকে সাথে করে যাওয়ার সময় উবাই বলে : "হে মুহাম্মদ, আমার আওলাদ নামে একটি ঘোড়া আছে। প্রতিদিন আমি তাকে প্রচুর পরিমাণ শস্য খাওয়াই। ঐ ঘোড়ায় চড়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো।" মহানবী উত্তরে বলেন : "না, আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমিই তোমাকে হত্যা করবো।"১

বদর প্রান্তরের গর্তে যে সব কুরাইশ নেতার মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছিলো তারা ছিলো নামকরা নেতা। তাদের মৃত্যুর কারণে কুরাইশদের যে ক্ষতি হয় তা ছিলো অপূরণীয়। মক্কায় এ কথা উবাই-এর দুই ভাইপো সাফওয়ান ও উমায়ের অত্যন্ত মর্মভেদীভাবে বলে বেড়াচ্ছিলো। সাফওয়ান ছিলো উমাইয়ার পুত্র। পিতা উমাইয়ার মৃত্যুর পর সাফওয়ানের জুম'য়া গোত্রের প্রধান হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। তার চাচাতো ভাই উমায়ের বদর-এ মুসলমান সৈন্যবাহিনীর চারদিকে ঘোড়ায় চড়ে প্রদক্ষিণ করে তাদের ক্ষমতা নিরুপণ করে। সাফওয়ান বলে : "খোদার কসম, তাদের চলে যাওয়ার পর জীবনে ভালো কিছু আর রইলো না।" উমায়ের তার কথায় সম্মতি জানালো। বলতে কি, সাফওয়ানের মতো আন্তরিকতা তারও কম ছিলো না। তার এক পুত্র যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক ছিলো। কিন্তু সে দেনায় এতটা জর্জরিত ছিলো যে মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ্য তার ছিলো না। এজন্য সে এতটাই হতাশ হয়ে পড়ে যে, জনগণের কল্যাণে সে তার নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলো। সে বলে : "দেনা পরিশোধ করার অর্থ যদি আমার থাকতো এবং আমার পরিবার যদি দুঃস্থ হয়ে না পড়তো, তাহলে আমি ঘোড়ায় চড়ে মুহাম্মদের কাছে যেতাম এবং তাকে হত্যা করতাম।" সাফওয়ান বললো : "তোমার ঋণ আমার ওপর রইলো এবং তোমার পরিবার আমি আমার পরিবার হিসেবে গণ্য করবো। তারা যতদিন জীবিত থাকে ততদিন আমি তাদের দেখাশোনা করবো। তারা কোনো কিছুর জন্য অভাবে থাকবে না এবং আমার যা কিছু আছে তা আমি তাদের দেবো।" উমায়ের এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে নিলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলো যে তাদের উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত তারা এ কথা গোপন রাখবে। এরপর সে তার তরবারি ধারালো করে তাতে বিষ মিশালো এবং স্বীয় পুত্রকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করতে ইয়াছরিব যাচ্ছে বলে সে অজুহাত দেখালো।

মদীনার নিম্নাঞ্চলে উমায়ের যখন উপস্থিত হয় মহানবী তখন মসজিদে

---

১. ওয়াকিদী, ২৫১।

www.bjilibrary.com

বসে ছিলেন। উমায়েরকে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় দেখার পর উমর তাকে মসজিদের দিকে আসতে বাধা দেন। কিন্তু মহানবী উমরকে ডেকে পাঠান এবং জুম'য়া গোষ্ঠীর ব্যক্তিকে এগিয়ে আসার সুযোগ দেন। ফলে উমর তাঁর সাথের সাহায্যকারীদের বলেন : "তোমরা সব মহানবীর কাছে গিয়ে বসো এবং এই খলনায়কের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। তাকে বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি নেই।" উমায়ের তাদেরকে এমনভাবে অভিবাদন জানালো যা বিধর্মীরা করে। মহানবী বললেন : "হে উমায়ের, আল্লাহ আমাদের এমন অভিবাদন দিয়েছেন যা তোমাদের চেয়ে ভালো। এই অভিবাদন হলো শান্তি যা বেহেশতবাসীদের অভিবাদন।" এরপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন সে এসেছে। উমায়ের জানালো যে, সে তার পুত্রের জন্য এসেছে। মহানবী বললেন : "তাহলে তরবারি কেন?" উমায়ের বললো : "রেখে দেন তরবারির কথা! তরবারি কি আমাদের কোনো উপকারে এসেছে?" মহানবী বললেন : "আমার কাছে সত্য কথা বলো। তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা বলো।" উমায়ের যখন তার পুত্রের অজুহাতের কথা বার বার বলছিলো মহানবী তখন তাকে হিজর-এ সাফওয়ানের সাথে তার আলোচনার কথা হুবহু বললেন। মহানবী এই বলে তাঁর কথা শেষ করলেন : "সাফওয়ান তাহলে তোমার ঋণ ও তোমার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছে।" উমায়ের চিৎকার করে বললো : "এ কথা আপনাকে কে বলেছে? আমাদের আলোচনার সময় তো কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।" মহানবী বললেন : "জিবরাইল এ কথা বলেছেন।" উমায়ের বললো : "বেহেশত থেকে আপনি যখন আমাদের জন্য সংবাদ নিয়ে আসতেন আমরা তখন আপনাকে মিথ্যাবদী বলেছি। সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসূল।" ঐ স্থানে যারা ছিলেন তাদের দিকে ফিরে মহানবী বললেন : "তোমাদের ভাইকে তার নতুন ধর্মের শিক্ষা দাও এবং তাকে কুরআন পাঠ করে শোনাও। তার বন্দি ছেলেকে মুক্ত করে দাও।"[১]

উমায়ের মক্কায় ফিরে যেতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো সাফওয়ানসহ আরও অনেককে ইসলাম ধর্মে নিয়ে আসা। মহানবী তাঁকে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দেন। উমায়ের বহু লোককে ইসলাম গ্রহণ করান। কিন্তু সাফওয়ান তাকে প্রতারক হিসেবে প্রতিপন্ন করে। সে দৃঢ়তার সাথে

১. ইবন্ সা'দ, ৪, ১৪৭; ইবন্ ইসহাক, ৪৭২-৭৩।

www.bjilibrary.com

তার সংগে কিছু করতে বা তাঁর সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে। কয়েক মাস পরে উমায়ের মদীনায় ফিরে আসেন একজন স্বদেশত্যাগী হিসেবে।

মক্কায় ফিরে আসার পর আবুল আ'স জয়নাবকে বলেন যে, তিনি তাঁকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর পিতার কাছে ওয়াদা করেছেন। তাঁরা একমত হয় যে, তাঁদের শিশু কন্যা উমামা তার মায়ের সাথে যাবে। তাঁদের পুত্র আলী শিশুকালেই মারা যায়। এ সময় জয়নাব সন্তান সম্ভবা ছিলেন। এই সফরের জন্য যখন সব আয়োজন সমাপ্ত হয় আবুল আ'স তখন তাদের সাথে তার ভাই কিনানাকে প্রহরীস্বরূপ পাঠান। তাঁরা তাঁদের এই পরিকল্পনার কথা গোপন রাখেন। তাঁরা তাদের যাত্রা শুরু করেন দিনের বেলায়। এ নিয়ে মক্কায় বেশ কথা হয়। ফলে কয়েকজন কুরাইশ তাদেরকে ধাওয়া করার এবং জয়নাবকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে তাঁকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ আবদু সামস গোত্রের মাঝে রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তারা যখন তাদের কাছে গিয়ে উপনীত হয় তখন ফিহর গোত্রের হাব্বার নামক এক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। হাব্বার তার বল্লম উচিয়ে জয়নাবের দিকে তাক করে রাখে। উমামার সাথে জয়নাব হাওদায় বসেছিলেন। ইতিমধ্যে আর সবাই তাদের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়। কিনানা উট থেকে নেমে তার ধনুক হাতে নেয় এবং তাদের দিকে ফিরে হাটু গেড়ে বসে। সে তার তূনীর (তীর রাখার স্থান) থেকে সব তীর বের করে সামনে বালির মধ্যে পুতে রাখে। সে বলে : "এসো আমার কাছে। খোদার কসম, আমি তার দেহে তীর ঢুকিয়ে দেবো।" সে তার ধনুক বাকা করলে সবাই পিছিয়ে যায়। সামান্য আলোচনার পর তার নেতা আবু সুফিয়ান এবং আরও এক বা দুই জন উট থেকে নেমে হেটে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। তারা তাকে ধনুক সোজা করার এবং বিষয়টা নিয়ে আলোচনার আহ্বান জানায়। কিনানা সম্মত হলে আবু সুফিয়ান বলে : "ঐ মহিলাকে জনসমক্ষে সবার সামনে দিয়ে বাইরে আনা মারাত্মক ভুল হয়েছে। তুমি জানো আমাদের ওপর কি ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে এবং মুহাম্মদই আমাদের ওপর এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। ঐ মহিলা এখান থেকে চলে গেলে তা হবে আমাদের দুর্বলতার নিদর্শন এবং লোকে বলবে যে, এটা আমাদের দুর্বলতা। আমার জীবনের শপথ করে বলছি, জয়নাবকে আমরা তার পিতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছি এটা ঠিক নয়। এটা করে আমরা প্রতিশোধ নিতে পারবো না। বরং জয়নাবকে নিয়ে মক্কায় ফিরে চলো। আমাদের দুর্বলতা নিয়ে লোকের টিটকারি যখন বন্ধ হবে এবং যখন একথা সবাই জানতে পারবে যে, আমরা তাকে ধাওয়া করার জন্য বেরিয়ে

www.bjilibrary.com

পড়ি এবং তাকে ফিরিয়ে আনি, তখন গোপনে তাকে নিয়ে তার পিতার কাছে রেখে এসো।" কিনানা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তারা সবাই এক সাথে মক্কায় ফিরে আসে। এর পরপরই জয়নাবের গর্ভপাত ঘটে এবং মনে করা হয় যে, হাব্বার-এর ভীতিকর উপস্থিতিতে জয়নাব ভয় পান এবং সে কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হয় এবং তিনি সুস্থ হন। কিনানা এক রাতের অন্ধকারে জয়নাব ও উমামাকে নিয়ে মক্কা থেকে প্রায় আট মাইল দূরে ইয়াজাজ উপত্যকায় উপস্থিত হয়। পূর্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সেখানে তারা জায়দের সাথে দেখা করে এবং জায়দ তাদেরকে নিরাপদে মদীনায় নিয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

বনি কায়নূকা

বেশ কিছুদিন থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মহানবীর সাথে সম্পাদিত চুক্তিকে ইহুদীরা বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করছিলো না। তাদের অধিকাংশই মুসলমানদের এক আল্লাহর পরিবর্তে বিধর্মীদের মূর্তিপূজার প্রতি আগ্রহী ছিলো। ইহুদীদের মধ্যে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ও বিশ্বাসী ছিলেন। এ কথা স্বীকার করে নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদীদের ব্যাপারে সতর্কবাণী সম্বলিত আয়াত নাজিল হয়। ঐ আয়াতে মহানবী ও তাঁর অনুসারীগণকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয় : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না – তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে, তা আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য।"১

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, নতুন ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইহুদীরা মহানবীর নিজ সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার দিকে ক্রমেই ঝুঁকে পড়ে এবং এভাবেই তারা ইয়াছরিবে পুরাতন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়। মহানবীর কার্যকলাপের খবর নিয়মিতভাবে মক্কায় প্রেরণ করা হতো। এ কথা নিশ্চিত যে, মহানবীর বিরুদ্ধে কুরাইশরা আক্রমণ শুরু করলে মদীনার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ইহুদীদের দুর্গ থেকে তাদের সাহায্য করা হতো। এই দুর্গের অবস্থান ছিলো মসজিদ থেকে অর্ধদিনের সফরের পথের মধ্যে এবং দুর্গটি ছিলো ইহুদীদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি।

'তোমাদের যদি কোনো মঙ্গল হয় তাহেল তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়।"২ বদর যুদ্ধে

---

১. কুরআন, ৩ : ১১৮।

২. কুরআন, ৩ : ১২০।

www.bjilibrary.com

বিজয়ের পর ইহুদীদের এই প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ পাওয়ার পর কায়নূকা, নাদির ও কুরাইজা গোত্রের লোকেরা তাদের হতাশার কথা গোপন রাখতে পারে নাই। আশরাফের পুত্র কা'ব-এর প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তার পিতা আরবের তা'য়ে গোত্রের লোক এবং মাতা বনি নাদির গোত্রের। কা'ব নিজেকে নাদির গোত্রের লোক বলে গণ্য করতো। তার মাতা ছিলো একজন ইহুদী। এই গোত্রের মধ্যে কা'ব একজন ক্ষমতাবান সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এর কারণ তার অর্থ ছিলো, ব্যক্তিত্ব ছিলো এবং কবি হিসেবেও তার কিছুটা খ্যাতি ছিলো। বদর যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করে জায়দ এবং আবদুল্লাহ যখন যুদ্ধ জয়ের সংবাদ নিয়ে আসেন, তখন তা তিনি শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : "খোদার কসম, মুহাম্মদ যদি এসব লোকদের হত্যা করে থাকে তাহলে বলা যায়, এ বিশ্বের বহির্দিকের চেয়ে অভ্যন্তরভাগ উত্তম।" কা'ব যখন জানতে পারে যে এসব কথা সত্য তখন সে মহানবীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় যায় এবং আবু জহল, উতবা, শায়বা ও অন্যান্য নিহতদের স্মরণে একটি শোকগাথা রচনা করে। একই সময় সে কুরাইশদেরকে তাদের সম্মান পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানায় এবং একটা শক্তিশালী বাহিনী গঠন করে ইয়াছরিব আক্রমণ করে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলে।

কা'ব-এর এসব কার্যকলাপের সংবাদ মদীনায় আসে। কিন্তু কা'ব সে সময় ছিলো ধরা-ছোয়ার বাইরে। সেই কারণে তাৎক্ষণিকভাবে কা'ব-এর গোত্র ছাড়া অন্য একটা গোত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। মহানবী বনি কায়নূকা গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ও ঘৃণার্হ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন্ সাল্লাম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলো এবং তাদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তদুপরি তারা ছিলো খাযরাজ গোত্রের ইবন্ উবাই-এর মিত্র। ইবন্ উবাই ছিলো মুনাফেকদের নেতা। বনি কায়নূকা গোত্রের কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে নজরে পড়তো। কারণ তাদের বসতি ছিলো শহরের কাছাকাছি। অন্যদিকে বনি নাদির ও কুরাইযা গোত্রের লোকেরা ছিলো আউস গোত্রের লোকদের মিত্র এবং তারা বাস করতো শহরের বাইরে।

মহানবী সম্প্রতি একটি নির্দেশ পান : "তবে কোনো সম্প্রদায়ের ধোকা দেওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান।

www.bjilibrary.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধোকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।"১ ঐ ওহীতে আরও বলা : "আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করো।"২

সহজ পন্থায় কোনো কিছু অর্জন করা গেলে মহানবী অপরিবর্তনীয় কোনো কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এজন্য বদর প্রান্তর থেকে ফিরে আসার পর প্রথম দিনেই মহানবী মদীনার দক্ষিণে বনি কায়নূকা গোত্রের লোকদের বাজার এলাকায় তাদের সাথে দেখা করতে যান। বদর-এর ঘটনা তাদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং এর ফলে তাদের মনের পরিবর্তন হতে পারে মনে করে মহানবী তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, তারা যেন বদর-এর মতো আল্লাহর অভিশাপ ডেকে না আনে। এর উত্তরে তারা বলে: "হে মুহাম্মদ, ঐ যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য নিজেকে প্রবঞ্চিত করবেন না। কারণ ঐ যুদ্ধে আপনারা এমন সব লোকের ওপর জয়ী হয়েছেন যারা যুদ্ধ করতে জানে না। খোদার কসম, আমরা যদি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি তাহলে আপনি অনুধাবন করবেন যে, আমরা এমন ধরনের লোক যাদেরকে ভয় করতে হয়।" মহানবী তাদের কাছ থেকে চলে আসেন। ঐ সময় তারা মনে করে যে, তাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে।

কয়েকদিন পর ঐ একই বাজারে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। একজন মুসলমান মহিলা ঐ বাজারে কিছু মাল বিক্রি করতে বা ঐ মালের বদলে অন্য কিছু জিনিস সংগ্রহ করার জন্য আসে। একজন ইহুদী স্বর্ণকার ঐ মহিলাকে ভয়ানকভাবে অসম্মান করে। ঘটনাক্রমে ঐ সময় ঐ স্থানে একজন সাহায্যকারী উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি মহিলাকে উদ্ধার করেন। দুই পক্ষে সংঘর্ষে অপমানকারী নিহত হয়। এরপর ইহুদীরা মুসলমান লোকটির ওপর আক্রমণ করে তাকে নিহত করে। নিহত মুসলমানের পরিবার সমুচিত প্রতিশোধ দাবি করে এবং কায়নূকা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারীদের উত্তেজিত করে। উভয় পক্ষেই রক্ত ঝরেছে। চুক্তির শর্তানুসারে ইহুদীরা যদি মহানবীর হস্তক্ষেপ কামনা করতো তাহলে বিবাদের মীমাংসা সহজে হয়ে যেতো। কিন্তু এ কাজ করতে তারা নিদারুণ অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে, অনুপ্রবেশকারীদের একটা ভালোমতো শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। তাদের দুই পুরাতন মিত্র খাযরাজ গোত্রের ইবন্ উবাই এবং উবাদা ইবন্ সামিতের কাছে তারা সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা নিজেরাও সাময়িকভাবে অত্যন্ত সুরক্ষিত

---

১. কুরআন, ৮ : ৫৮।

২. কুরআন, ৮ : ৬১।

www.bjilibrary.com

ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা সাত শ' সৈন্যকে সংগঠিত করে। এই সংখ্যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যার দ্বিগুণের বেশি। এছাড়া তারা ইবন্ উবাই ও উবাদার কাছ থেকেও অনুরূপ সৈন্য সংখ্যা প্রত্যাশা করে। এসব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তারা দুর্গ থেকে মহানবীকে এমন ধারণা দেয় যে, তাদের সাম্প্রতিক হুমকি নেহায়েত কথার কথা ছিলো না।

কিন্তু তাদের এই হুমকি আসলে তাদের নিজেদের বিপদকেই ডেকে আনে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করে যে, তাদের চতুর্দিক মুসলমান সৈন্যরা ঘিরে ফেলেছে। মুসলমান সৈন্য সংখ্যা তাদের সৈন্য সংখ্যার চেয়ে বেশি এবং তারা নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণের দাবি জানায়।

ইবন্ উবাই আলোচনার জন্য উবাদার কাছে যায়। কিন্তু উবাদা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে যে, সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধে পূর্বের কোনো সন্ধি কার্যকর নয়। ফলে কায়নূকা গোষ্ঠীর লোকদের প্রতি তার সব দায়িত্ব সে প্রত্যাহার করে। কিন্তু ইবন্ উবাই-এর বৈশিষ্ট্য ছিলো অন্য রকম। বছরের পর বছর ধরে সে শক্তিশালী মিত্রদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো তা হঠাৎ করে সে ছিন্ন করতে চাইলো না। কিন্তু ইহুদীদের মতো অন্ধ হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো। কারণ সে মহানবীর প্রতি শহরবাসীর বর্তমান আনুগত্য প্রত্যক্ষ করেছে। সে অত্যন্ত চতুরতার সাথে স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে যে, আগে তার প্রতি অত্যন্ত অনুগত সব ব্যক্তি এখন অন্যের প্রতি বেশি অনুগত। দু'বছর আগে সে অবরোধকৃত ব্যক্তিদের সহায়তায় বড় ধরনের সৈন্য বাহিনীর অবরোধ ভেঙ্গে ফেলতে পারতো। কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে যে, মহানবী যখন নিজেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করা যাবে না। ফলে বনি কায়নূকা গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ শুরু করার ব্যর্থ আশায় সময় কাটালো। সাহায্য প্রাপ্তির কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে তাদের আশা হতাশায় পর্যবসিত হলো। দু'সপ্তাহ ধরে তারা নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় রেখে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করলো।

এরপর ইবন্ উবাই মুসলমানদের শিবিরে এসে মহানবীর নিকটবর্তী হয়ে বললো : "হে মুহাম্মদ, আমার মিত্রদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন।" মহানবী তাকে চলে যেতে বললেন। কিন্তু একই দাবি বার বার উত্থাপন করা হলে তিনি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর ইবন্ উবাই মহানবীর পরিধানকৃত ইস্পাত নির্মিত বর্ম জড়িয়ে ধরলো এবং হাত দিয়ে মহানবীর ঘাড় ধরলো, মহানবীর মুখমণ্ডল ক্রোধে কালো হয়ে গেলো। তিনি বললেন : "তোমার হাত সরিয়ে ফেলো।" ইবন্ উবাই বললো : "খোদার

www.bjilibrary.com

কসম, আপনি তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের অঙ্গীকার না করলে আমি আমার হাত সরাবো না। চার শ' লোক বর্ম ছাড়া এবং তিন'শ লোক বর্ম পরিহিত অবস্থায় আমাকে রক্ষা করেছিলো। এক সকালেই কি আপনি তাদেরকে কেটে ফেলবেন?" মহানবী বললেন : "আমি তোমাকে তাদের জীবন রক্ষার কথা দিলাম।" কিন্তু যারা তাঁর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের ব্যাপারে ঐশী নির্দেশ এলো : "যুদ্ধে ওদেরকে তোমরা যদি তোমাদের আয়ত্তে পাও তবে ওদেরকে ওদের পশ্চাতে যারা আছে, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে বিধ্বস্ত করবে যাতে ওরা শিক্ষা লাভ করে।"১ এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বনি কায়নূকা গোত্রের লোকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাদের বিতাড়িত করা হবে। মদীনার বাইরে তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি উবাদাকে নির্দেশ দিলেন। মদীনার উত্তর-পশ্চিম দিকে ওয়াদি-ই কূরা নামক স্থানে তারা তাদের জ্ঞাতি ইহুদী বসতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের সাহায্যে তারা পরে সিরিয়া সীমান্তে বসতি স্থাপন করে।

বনি কায়নূকা গোত্রের লোক ছিলো ধাতু শ্রমিক। তাদের যে অস্ত্র ও বর্ম ছিলো তার এক-পঞ্চমাংশ মহানবী নিজের জন্য ও রাষ্ট্রের জন্য গ্রহণ করেন এবং বাকি সব স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

---

১. কুরআন, ৮ : ৫৭।

www.bjilibrary.com

মৃত্যু এবং বিবাহ

বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহানবীর আশু কাজ ছিলো কন্যা রুকাইয়ার কবরে যাওয়া। এ সময় ফাতিমা তাঁর সাথে যান। খাদীজার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে রুকাইয়ার মৃত্যুই ছিলো প্রথম। বোনের মৃত্যুতে ফাতিমা খুবই ভেঙ্গে পড়েন। কবরের পাশে তিনি যখন তাঁর পিতার সাথে বসেছিলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিলো। মহানবী তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং নিজের জামার কোণা দিয়ে তাঁর অশ্রু মুছে দেন। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশের বিরুদ্ধে আগেই তিনি কথা বলেন। কিন্তু এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়। কবরস্থান থেকে ফেরার পর তাঁরা উমরের উচ্চ রাগত কণ্ঠস্বর শুনতে পান। রুকাইয়া এবং বদর যুদ্ধে শহীদদের জন্য যে সব মহিলা ক্রন্দন করছিলেন, তাদের বিরুদ্ধেই উমর কথা বলছিলেন। মহানবী বললেন : "উমর, তাদের ক্রন্দন করতে দাও।" তিনি আরও বলেন : "হৃদয় ও চোখ থেকে যা আসে, তা আসে আল্লাহর কাছ থেকে এবং তা আল্লাহর দয়া। কিন্তু হাত ও জিহ্বা থেকে যা আসে তা আসে শয়তানের কাছ থেকে।"১ হাত দ্বারা বলতে তিনি বুঝাতে চান বুক চাপড়ানো এবং গাল বিদীর্ণ করা এবং জিহ্বা দ্বারা বলতে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন চিৎকার করে শোক প্রকাশ করা, যেখানে মহিলারা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে একসাথে মিলে শোক প্রকাশ করে।

মহানবীর কন্যাদের মধ্যে ফাতিমা ছিলেন সবচেয়ে ছোট। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো প্রায় কুড়ি বছর। তাঁর পরিবারের মধ্যে আলীই ছিলেন ফাতিমার জন্য উপযুক্ত স্বামী, এ কথা তিনি আগেই বলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি ছিলো না। আবু বকর এবং উমর উভয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করার কথা বলেন। কিন্তু মহানবী এ কথা এড়িয়ে যান। ফাতিমাকে অন্যের সাথে বিয়ের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে; এ কথা তিনি তাঁদের বলেন নাই। তবে তিনি তাঁদের বলেন যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষা করা উচিৎ। বদর প্রান্তর থেকে প্রত্যাবর্তন করার কয়েক

---

১. ইবন্ সা'দ, ৮ : ২৪।

www.bjilibrary.com

সপ্তাহের মধ্যে তিনি নিশ্চিত হন যে, সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। তিনি আলীর কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফাতিমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য উৎসাহ দেন। প্রথম দিকে আলী তাঁর চরম দারিদ্রতার জন্য ইতস্তত করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আলী তাঁর পিতার কাছ থেকে কিছুই পান নাই। নতুন ধর্মের আইনে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিলো যে, কোনো বিশ্বাসী উত্তরাধিকার সূত্রে অবিশ্বাসীর কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবে না। মসজিদের কাছে আলীর সামান্য একটা বাসযোগ্য ঘর ছিলো। মহানবীর ইচ্ছার ব্যাপারে যেহেতু কোনো সন্দেহ ছিলো না, সেহেতু তিনি বিয়ের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিয়ের আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মহানবী বিবাহের ভোজের কথা বলেন। একটা ভেড়া জবাই করা হয় এবং কয়েকজন সাহায্যকারী উপহার হিসেবে খাদ্য নিয়ে আসেন। আবু সালামা ছিলেন বর ও কনের উভয়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি সাহায্য করার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। আলীর পিতার কাছে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে ঋণী ছিলেন। আবু জহল ও তার নিজের গোত্রের শত্রুভাবাপন্ন সদস্যদের হাত থেকে আলীর পিতাই তাঁকে আশ্রয় দেন। ফলে আয়েশাকে সাথে নিয়ে উম্মে সালামা নব দম্পতির ঘর ঠিক এবং খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য যান। নদীর কূল থেকে নরম বালু নিয়ে তা মাটির ঘরের মেঝেতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। নব-দম্পতির বিছানা ছিলো মেষের চামড়ার এবং এর ওপর বিবর্ণ ডোরাকাটা কাপড়ের একটা চাঁদর ছিলো। চাঁদরের এ কাপড় আনা হয় ইয়েমেন থেকে। বালিশের জন্য চামড়ার মধ্যে তালগাছের আশ ভরা হয়। প্রধান খাবার ছাড়াও তারা অতিথিদের জন্য খেজুর ও ডুমুরের ফল প্রস্তুত রাখেন। মশকের মধ্যে তারা সুগন্ধিযুক্ত পানি ভরে রাখেন। মোটামুটিভাবে সবাই স্বীকার করেন যে, ঐ সময় মদীনায় এটাই ছিলো সবচেয়ে সুন্দর বিয়ের ভোজ।

মহানবী গাত্রোত্থান করলেন। অন্যান্য অতিথিরাও নব-দম্পতিকে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে মহানবী আলীকে বললেন যে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন তাঁর স্ত্রীর কাছে না যায়। সবশেষ অতিথি বিদায় নেওয়ার পরপরই তিনি ফিরে এলেন। উম্মে আইমান তখনও সেখানে ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তিনি সবকিছু ঠিক করছিলেন। মহানবীর জীবনের সাথে অনেকের বিশেষ সম্পর্ক আছে যা একমাত্র তিনি এবং উম্মে আইমান ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি যখন ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন উম্মে আইমান দরজার কাছে এলেন। মহানবী বললেন : "আমার ভাই কোথায়?" উম্মে আইমান বললেন : "হে আল্লাহর নবী,

www.bjilibrary.com

আমার পিতা-মাতা আপনার মুক্তিপণ হোক, আপনার ভাই কে?" মহানবী বললেন : "আবু তালিবের পুত্র আলী।" উম্মে আইমান বললেন : "সে আপনার ভাই হয় কিভাবে? তাঁর সাথে তো আপনি আপনার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন।" মহানবী উত্তর দিলেন : "আমি যা বললাম সে তাই।" এরপর তিনি তাঁকে সামান্য পানি আনতে বললেন। উম্মে আইমান তাই করলেন। মহানবী মুখভর্তি পানি নিয়ে গড়গড়া করে সেই পানি পুনরায় পানির পাত্রে নিক্ষেপ করলেন। এরপর আলী আসলে তিনি তাঁকে তাঁর সামনে বসতে বললেন। পানির পাত্র থেকে কিছু পানি নিয়ে তিনি তা আলীর ঘাড়, বুক ও দুই বাহুতে ছিটিয়ে দিলেন। এরপর তিনি ফাতিমাকে ডাকলেন। ফাতিমা তাঁর পিতাকে শ্রদ্ধা করতেন। শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় নিয়ে তিনি ধীর পদক্ষেপে ঢিলা পোশাক পরিহিত অবস্থায় পিতার সামনে এলেন। আলীর অনুরূপ মহানবী ফাতিমার শরীরে পানি ছিটিয়ে দিরেন। তিনি তাঁদের দু'জনার ও তাঁদের সন্তানদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে দোওয়া করলেন।১

বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বছর উমরের পরিবারে দুটো দুর্ঘটনা ঘটে। এর একটি হলো তাঁর কন্যা হাফসার স্বামী খুনায়েস-এর মৃত্যু। স্বদেশ ত্যাগ করে যারা আবিসিনিয়ায় যান, খুনায়েস ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসার পর হাফসার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। মাত্র আঠারো বছর বয়সে হাফসা বিধবা হন। হাফসা ছিলেন বিদূষী এবং তিনি তাঁর পিতার মতো লেখাপড়া জানতেন। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর উসমান অত্যন্ত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। উসমানের এই অবস্থা দেখে উমর তাঁকে হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উসমান তাঁকে জানান যে, এ বিষয়ে তিনি চিন্তা করবেন। কিন্তু কয়েকদিন পর তিনি উমরের কাছে এসে বলেন যে, এই মুহূর্তে তাঁর পুনরায় বিয়ে করা ঠিক নয় বলে তিনি মনে করেন। উসমানের অস্বীকৃতির কারণে উমর হতাশ হন এবং মনে কিছুটা আঘাত পান। মেয়েকে একটা উত্তম পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে উমর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিলেন। অতঃপর তিনি আবু বকরের কাছে যান। আবু বকরকে তিনি একজন উত্তম বন্ধু হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন। আবু বকর তাঁর প্রস্তাব কৌশলে এড়িয়ে যান। উসমানের সরাসরি অস্বীকৃতির জন্য তিনি যতটা আঘাত পান তার চেয়ে বেশি আঘাত পান আবু বকরের কৌশলপূর্ণ কথায়। তবে এ কথা সুস্পষ্ট ছিলো যে, আবু বকরের একজন স্ত্রী আছেন এবং তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালোবাসেন।

---

১. ইবন সা'দ, ৮ : ১২-১৫।

www.bjilibrary.com

কিন্তু উসমান সে সময় ছিলেন নিঃসঙ্গ। পরে তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও হতে পারে। এরপর তিনি মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁর দুঃখের কথা প্রকাশ করেন। মহানবী বললেন : "অপেক্ষা করুন, আমি উসমানের চেয়ে আপনাকে একজন উত্তম জামাতা দেখাবো এবং আপনার চেয়ে তাঁকে (উসমান) একজন উত্তম শ্বশুর দেখাবো।" উমর স্মিত হেসে বললেন : "তাই হোক।" কিছু সময় চিন্তা করার পর উমর অনুধাবন করলেন যে, উভয় ক্ষেত্রে যে উত্তম ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে তা মহানবী ছাড়া আর কেউ নন। মহানবী হাফসাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং উসমানের সাথে রুকাইয়ার বোন উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেবেন। এ ঘটনার পর আবু বকর তাঁর নীরব থাকার কথা উমরকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, হাফসাকে বিয়ের ইচ্ছার কথা মহানবী তাঁকে বলেন। তবে একথা তিনি তাঁকে গোপন রাখতে বলেন।

উম্মে কুলসুম ও উসমানের বিবাহ সম্পাদিত হয় আগে। খুনায়েস-এর মৃত্যুর পর চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এবং মসজিদের পাশে সওদা ও আয়েশার ঘরের পাশে একটা ঘর সংযুক্ত হওয়ার পর মহানবীর নিজের বিয়ে সম্পাদিত হয়। এ ঘটনা ঘটে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার এক বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগে। হাফসার আগমনে আয়েশা তাঁর সমবয়সী একজনকে সাথী পেয়ে খুশি হন এবং তাঁদের মধ্যে খুব শীঘ্র স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আয়েশার কাছে সওদা ছিলেন মাতৃতুল্য। সওদা তাঁর মাতৃতুল্য বদান্যতায় হাফসাকেও বরণ করে নেন। সওদার চেয়ে হাফসা প্রায় কুড়ি বছরের ছোট ছিলেন।

প্রায় এ সময় হাফসার মাতৃ-সম্পর্কীয় চাচা এবং উমরের ভায়রা ভাই উসমান ইবন্ মাজুন ইন্তেকাল করেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খাওলা মহানবীর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। সাহাবিগণের মধ্যে উসমান ছিলেন অত্যন্ত একনিষ্ঠ ইবাদতকারী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বেই তিনি ধর্মীয় একাগ্রতার পরিচয় দেন। স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় আসার পর দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা অবদমিত করার জন্য তিনি খুবই আগ্রাহান্বিত হয়ে ওঠেন এবং নিজেকে খোজা করার জন্য মহানবীর অনুমতি প্রার্থনা করেন। সারা জীবন ভবঘুরে ভিক্ষুক হিসেবে কাটাবার কথা তিনি তাঁকে বলেন। মহানবী তাঁকে বলেন : "আপনি কি আমার মধ্যে উত্তম নিদর্শন পান নাই? আমি মহিলাদের সাথে মিশি, গোশত খাই, রোজা রাখি, আবার ইফতার করি। তারা আমার লোক নয় যারা মানুষকে খোজা করে বা নিজেকে খোজা বানায়।" উসমান যে তাঁর কথা ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেনি একথা মহানবী বুঝতে পারেন। ফলে অন্য এক সময় মহানবী তাঁকে একই ধরনের

www.bjilibrary.com

প্রশ্ন করেন : "আপনি কি আমার মধ্যে উত্তম নিদর্শন পান নাই?" উসমান বিনয়ের সাথে তাঁর কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, তাঁর ভ্রান্তি কোথায়। মহানবী বলেন : "প্রতিদিনই আপনার আত্মিক উন্নয়ন দ্রুত হচ্ছে এবং প্রতি রাতে আপনি ইবাদতে জাগরুক থাকেন।" উসমান বললেন : "হ্যাঁ, তা অবশ্য আমি করি। কারণ আমি আপনাকে রোজা রাখা ও রাতের ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্ক বার বার বলতে শুনেছি।" মহানবী বললেন : "না, এমন করবেন না। আপনার ওপর আপনার চোখের অধিকার আছে, আপনার দেহের অধিকার আছে, আপনার পরিবারের অধিকার আছে। সুতরাং ইবাদত করুন, ঘুমান, রোজা রাখুন এবং ইফতার করুন।"১

জীবনের সব প্রয়োজনীয় মৌলিক দানের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করার গুরুত্ব আদিম কাল থেকে ধর্মীয় ঐশী বাণীতে বার বার বলা হয়েছে। "তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর।"২

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"৩

"বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্ণপাত করবে না? বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবু ভেবে দেখবে না? তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করো ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"৪

প্রাচীন লোকদের কাছে ইবাদতের রীতির মধ্যে আনন্দের যে স্বাভাবিক প্রকাশ ছিলো সেখানে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছিলো না। কিন্তু বাহ্যিক আনন্দ ও ইবাদত সম্পর্কে মহানবী তাঁর নিজের কথা উল্লেখ করে

---

১. ইবন্ সা'দ, ৩ : ১, ২৮৯।
২. কুরআন, ১৬ : ৭৮।
৩. কুরআন, ৩০ : ২১।
৪. কুরআন, ২৮ : ৭১-৩।

www.bjilibrary.com

বলেন : "আমাকে সুগন্ধি ও রমণীকে দেওয়া হয়েছে ভালোবাসার জন্য এবং ইবাদত আমার চোখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেয়।"১

উসমান ইবন্ মাজুনের মৃত্যুর অব্যহতি পরে এবং তাঁকে কবর দেওয়ার পূর্বে মহানবী আয়েশাকে সাথে নিয়ে খাওলার কাছে যান। পরবর্তীকালে আয়েশা বলেন : "মহানবী মৃত উসমানকে চুম্বন করেন এবং আমি দেখতে পাই যে, তাঁর চোখের পানি উসমানের কপোল-এ পড়েছে।" তাঁকে কবর দেওয়ার সময় মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এক বৃদ্ধা মহিলাকে মহানবী বলতে শোনেন : "হে সায়েবের পিতা, আনন্দিত হও। কারণ তোমার জন্য বেহেশত রয়েছে।" মহানবী তৎক্ষণাৎ তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন : "এ কথা আপনাকে কে বলেছে?" বৃদ্ধ মহিলা বললেন : "হে আল্লাহর নবী, আবু সায়েবাই একথা আমাকে বলেছে।" মহানবী বললেন : "আল্লাহর কসম, তাঁর সম্পর্কে ভালো কথা ছাড়া খারাপ কথা আমরা কিছুই জানি না।" পরে তিনি তাঁর প্রথম উক্তি (তাঁর সম্পর্কে খারাপ কিছু জানি না) সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেন যে, ঐ উক্তি উসমান সম্পর্কে না বলে বৃদ্ধার সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি তাঁর বলার অধিকারের চেয়ে বেশি বলেছেন। তিনি ঐ বৃদ্ধাকে পুনরায় বলেন : "আপনার জন্য এটা বলাই যথেষ্ট ছিলো যে, তিনি আল্লাহ ও তাঁর নবীকে ভালোবাসতেন।"২

শহীদের মৃত্যু বরণ না করা সত্ত্বেও উসমান ইবন্ মাজুন যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন তা লক্ষ্য করে উমর কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েন বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন : "উসমান ইবন্ মাজুন মৃত্যুবরণ করলে তাঁর প্রতি আমার ধারণার পরিবর্তন হয় এবং আমি বলি – দেখো, দুনিয়ার বস্তু থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে এই লোকটি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর ছিলেন। তাঁকে কেউ হত্যা করে নাই, তিনি মারা গেছেন।" মহানবী ও আবু বকর স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করার পূর্ব পর্যন্ত উমরের কাছে উসমানের মর্যাদা এ রকমই ছিলো। পরে তিনি তাঁর মূল্যবোধের সঠিক ধারণা সম্পর্কে সজাগ না থাকায় নিজেকে তিরস্কৃত করেন এবং মনে মনে বলেন : "আমাদের মধ্যে উত্তম একজন লোকের মৃত্যু হয়েছে।" অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, তাঁর 'স্বাভাবিক মৃত্যু' হয়েছে। এরপর উসমান সম্পর্কে উমরের ধারণার পরিবর্তন হয় এবং উসমান তাঁর মনে পুনরায় মর্যাদার আসনে আসীন হন।৩

---

১. ইবন সা'দ, ১ : ২, ১১২।

২. ইবন সা'দ, ৩ : ১, ২৮৯, ৯০।

৩. ইবন সা'দ, ৩ : ১, ২৮৯-৯০।

www.bjilibrary.com

আহল আস্-সুফফা

মসজিদের মধ্যে দুই স্তম্ভের মাঝামাঝি একটা লম্বা স্থানের অংশবিশেষ এমন আগন্তুকদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিলো যাদের কোনো বাড়িঘর ছিলো না বা যাদের জীবন নির্বাহেরও কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। তাদেরকে বলা হতো 'আহল আস্-সুফফা'। মসজিদের পাশে তাদের সুবিধার্থে একটা পাথরের বেঞ্চ স্থাপন করা হয়। এ জন্য তাদেরকে 'বেঞ্চের লোক'-ও বলা হতো। মহানবীর নিজ বাসস্থানের প্রসারিত অংশ ছিলো এই মসজিদ। মহানবীর ঘরের পাশেই এসব ক্রমবর্ধমান দরিদ্র উদ্বাস্তুদের জন্য তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ দুঃখ অনুভব করতেন। প্রতিদিনই তাঁরা তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লক্ষ্য করতেন। মহানবী, ইসলামের বাণী ও মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কিত সংবাদ ইতিমধ্যে আরবের সব গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা এসব কথা শুনেই একক বা দলগতভাবে ছুটে আসে। বদর যুদ্ধের সংবাদও এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, মসজিদের আশেপাশে যাদের ঘরবাড়ি ছিলো, তারাও সব সময় পেট পুরে খাদ্য গ্রহণ করতে পারতো না। মহানবী প্রায়ই বলতেন : 'এক জনের খাদ্য দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাদ্য আটজনের জন্য যথেষ্ট।'[১]

সাধারণভাবে মহানবী মিষ্টি ও সুগন্ধী ভালোবাসতেন। যে কোনো রকমের অপ্রীতিকর দুর্গন্ধ বিশেষ করে মুখের দুর্গন্ধ, তা সে নিজের বা অন্যের হোক না কেন, তিনি তা মোটেই পছন্দ করতেন না। আয়েশা বলেন যে, ঘরে প্রবেশ করে তিনি প্রথম যে কাজটি করতেন তা হলো সবুজ তালপাত্রের দাঁতন হাতে নেওয়া। তিনি যখন সফরে যেতেন তখন আবদুল্লাহ ইবন্ মাসুদ তাঁর জন্য একটা দাঁতন প্রস্তুত রাখতেন। মহানবীর সাহাবিগণ দাঁতন ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন এবং তারা প্রতিবার খাবার গ্রহণের পর কুলি করে মুখ ধৌত করতেন।

---

১. মুসলিম, ৩৮ : ১৭৬

www.bjilibrary.com

তাঁর তীব্র অনুভূতির কাছে ক্ষুধা কখনও ব্যতিক্রমী হিসেবে পরিগণিত হয়নি। তাঁর ক্ষুধার অনুভূতিতে অন্যরা অংশগ্রহণ করুক, এটাও তিনি সব সময় চাইতেন না। অনেক খাদ্য আছে যা বিধান মোতাবেক খাওয়ার অনুমতি আছে এবং তিনি তা খাওয়ার জন্য তাঁর সাহাবিগণকে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু তিনি তা নিজে খেতেন না। যেমন বড় আকারের টিকটিকি, গিরগিটি প্রভৃতি চতুষ্পদ সরীসৃপ। মক্কায় এসব পাওয়া যেতো না, কিন্তু মদীনা এবং অন্যান্য স্থানে পাওয়া যেতো। অনেক সময় তিনি নিজের কথা না ভেবে অন্যের কথা চিন্তা করে অনেক খাবার খেতেন না। একবার একজন সাহায্যকারী ভাপে সিদ্ধ করা খাদ্য তাঁকে দান করেন। তিনি ঐ খাদ্য গ্রহণ করার উপক্রম করতে লক্ষ্য করেন যে, ঐ খাদ্য থেকে রসুনের উৎকট গন্ধ আসছে এবং তিনি খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও মহানবীকে অনুসরণ করেন। মহানবী তাঁদেরকে বলেন : 'কি ব্যাপার, আপনারা খাচ্ছেন না কেন?' তাঁরা বললেন : 'আপনি খাওয়া থেকে বিরত রইলেন, এ জন্য আমরাও খাচ্ছি না।' তিনি বললেন : 'আল্লাহর নামে আপনারা আহার গ্রহণ করুন। আমি একজনের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলি, যার সাথে আপনারা কথা বলেন না।' তাঁরা এ কথা জানতেন যে, তিনি ফেরেশতার সাথে কথা বলার ইঙ্গিত করছেন। বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য ঐ খাদ্য তৈরি করা হয়েছিলো এবং তা নষ্ট করা উচিত ছিলো না। তবে তিনি সাধারণভাবে, বিশেষ করে মসজিদে যাওয়ার সময় এমন খাদ্য গ্রহণ করতে অনুৎসাহিত করতেন, যে সব খাদ্যে রসুন বা পিঁয়াজের গন্ধ বেশি পাওয়া যেতো।১

বিয়ের আগে ফাতিমা আহল আস্-সুফফাদের সেবা করতেন। মহানবীর গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজে তাঁর আত্মত্যাগ সত্ত্বেও বিয়ের পর তাঁর জীবন আরও কষ্টকর ছিলো বলে মনে হয়। কারণ এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাঁর পূর্বে ছিলো না। নিজের বোন উম্মে কুলসুম ছাড়াও সব কাজ করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন উম্মে আইমান। উম্মে সুলায়ম তাঁর দশ বছরের ছেলে আনাসকে মহানবীকে দেন তাঁর ভৃত্য হিসেবে কাজ করার জন্য। আনাস তাঁর বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ছিলো। আনাসের মা এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামী আবু তালহা সব সময় পশ্চাতে থেকে সাহায্য করতেন। ইবন্ মাসুদ মহানবীর সাথে এমন গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন

১. ইবন্ সা'দ, ১-২, ১১০।

www.bjilibrary.com

যে, তিনি ঐ পরিবারের প্রায় একজন সদস্য ছিলেন। তিনি মক্কায় ফিরে যাওয়ার পর আব্বাস তাঁর ভৃত্য আবু রফিকে মহানবীর কাছে উপঢৌকন হিসেবে পাঠান। মহানবী তাকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরও মহানবীকে সেবা করার আগ্রহ তার কমে নাই। ঐ গৃহে উসমান ইবন্ মাজুনের বিধবা পত্নী খাওলা ছিলেন। তিনি বহুদিন যাবৎ তাঁদের ভৃত্য হিসেবেই নিজেকে গণ্য করতেন। কিন্তু বিয়ের পর ফাতিমাকে তাঁর গৃহে সাহায্য করার মতো কেউ ছিলো না। চরম দারিদ্রতা লাঘবের জন্য আলী পানি উত্তোলন ও বহন করে এবং ফাতিমা শস্য ভাঙ্গিয়ে কিছু অর্থ আয় করতেন। একদিন তিনি আলীকে বলেন : 'আমার হাতে ফোস্কা পড়ার যথেষ্ট কারণ আছে।' আলী বলেন : 'আমার বুকে ব্যথা না করা পর্যন্ত আমি পানি উত্তোলন করি। আল্লাহ আপনার পিতাকে অনেক যুদ্ধবন্দি দিয়েছেন। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আপনার জন্য একজন ভৃত্য দিতে বলুন।' পরে ফাতিমা মহানবীর কাছে যান। মহানবী তাঁকে বলেন : 'মেয়ে আমার, কি জন্য তুমি আমার কাছে এসেছো?' ফাতিমা বলেন : 'আমি আপনাকে শান্তির সংবাদ দিতে এসেছি।' মহানবীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় ছিলো। এ কারণে তিনি যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন তা বলতে পারেন নাই। ফাতিমাকে খালি হাতে আসতে দেখে আলী বলেন : 'তুমি কি করেছো?' ফাতিমা বলেন : 'তাঁর কাছে কিছু চাইতে আমার লজ্জা পেয়েছিলো।' এরপর তাঁরা দু'জনেই মহানবীর কাছে যান। কিন্তু মহানবীর কাছে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যের চেয়ে তাঁদের প্রয়োজন কম। সে জন্য তিনি বলেন : 'আমি তোমাদের কাউকে দেবো না, কারণ তাতে আহল আস্-সুফফাগণ ক্ষুধায় কষ্ট পাবে। তাঁদের জীবনধারণের জন্য আমার কাছে বেশি কিছু নেই। যুদ্ধবন্দিদের বিক্রি করে যা কিছু পাওয়া যায় তা আমি তাঁদের জন্য ব্যয় করবো।'

তাঁরা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। ঐ রাতে শোয়ার পর তাঁরা মহানবীর কথা শুনতে পেলেন। তিনি তাঁদের কাছে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চান। তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁরা দাঁড়ালে মহানবী তাঁদেরকে সেখানেই থাকতে বলেন এবং তাঁদের পাশে বসেন। তিনি বলেন : 'তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছিলে তার চেয়ে উত্তম কিছু কি আমি বলবো না?' তাঁরা ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি বলেন : 'জিবরাইল এ কথা আমাকে বলেছেন যে, প্রত্যেক নামাজের পর তোমরা দশ বার আল্লাহর গৌরব ঘোষণা করবে, দশ বার তাঁর প্রশংসা ঘোষণা করবে এবং আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান এ কথা দশ বার বলবে। শয়ন করার সময় প্রত্যেকটি কথা তোমরা তেত্রিশ বার

www.bjilibrary.com

করে বলবে।'১ পরবর্তীকালে আলী বলেন : 'মহানবী এ কথা আমাদের বলার পর আমি কখনও তা পালন করতে ব্যর্থ হই নাই।'২

ফাতিমা ও আলীর ঘর মসজিদ থেকে খুব দূরে ছিলো না। কিন্তু মহানবীর ইচ্ছা ছিলো, তাঁর মেয়ে আরও কাছাকাছি এসে থাকুক। ফাতিমার বিয়ের কিছুদিন পর মহানবীর দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি খাযরাজ গোত্রের হারিছা তাঁর কাছে এসে বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমি শুনেছি যে আপনি ফাতিমাকে আপনার কাছাকাছি আনার ইচ্ছা পোষণ করেন। নাজ্জার গোত্রের লোকদের বাড়িঘরের মধ্যে আমার বাড়িই সবচেয়ে নিকটবর্তী। এ বাড়ি আপনার। আমি এবং আমার মালপত্র সবই আল্লাহ ও তাঁর নবীর জন্য। আপনি আমার কাছ থেকে যা গ্রহণ করবেন, তার চেয়ে আপনি যা প্রদান করবেন সেটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়।' এরপর তিনি তাঁর মেয়ে ও জামাতাকে নিয়ে এসে তাঁদেরকে প্রতিবেশী করে নিলেন।

মদীনায় মহানবীর প্রতি এবং অন্যান্য অনেকের প্রতি হারিছার দানশীলতায় তিনি খুবই আনন্দিত হন। কারণ, এ সময় তাঁর মন ছিলো হতাশায় পূর্ণ। আউস গোত্রের আবু লুবাবা সম্পর্কে মহানবী উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। বদর যুদ্ধে যাওয়ার পথে তিনি তাঁকে রওহা নামক স্থান থেকে মদীনায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। তিনি নিজের অনুপস্থিতির সময় মদীনার দায়িত্বভার তাঁর ওপরেই অর্পণ করেন। ঐ বছরের শেষে আবু লুবাবার অভিভাবকত্বের অধীন একটা এতিম শিশু মহানবীর কাছে আসে এবং সে একটি ফলবান খেজুর গাছের মালিকানা দাবি করে। সে বলে যে, তার অভিভাবক ঐ গাছটি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে। আবু লুবাবাকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি ঐ গাছটি তাঁর বলে দাবি করেন। বস্তুত, তাঁর দাবিই ঠিক ছিলো। মহানবী সব কথা শুনে এতিম শিশুর বিপক্ষে এবং আবু লুবাবের পক্ষে রায় দেন। এতে শিশুটি খুবই দুঃখ পায়। কারণ সে সব সময় মনে করতো যে ঐ গাছটি তার। এ দৃশ্য দেখে মহানবী ঐ গাছটি নিজের জন্য উপহার হিসেবে চান। তাঁর ইচ্ছা ছিলো, গাছটি উপহার হিসেবে পাওয়ার পর তিনি তা ঐ শিশুকে দান করবেন। কিন্তু আবু লুবাবা ঐ কথা গ্রহণ করলেন না। তখন মহানবী বললেন : 'হে আবু লুবাবা, এই শিশুটিকেই তুমি ঐ গাছটি দিয়ে দাও এবং এ জন্য অনুরূপ গাছ তুমি

---

১. বুখারী, ৯৬, ২৪।

২. ইবন্ সা'দ, ৮, ১৬।

www.bjilibrary.com

বেহেশতে পাবে।' কিন্তু সমগ্র ঘটনার প্রেক্ষিতে আবু লুবাবার বিচারশক্তি বোধ এমন বেশি করে জাগ্রত হলো যে তিনি সম্মত হতে পারলেন না এবং পুনরায় তিনি মহানবীর কথায় অস্বীকৃতি জানালেন। ছাবিত ইবন্ আদ্-দাহজাহা নামে অপর একজন সাহায্যকারী মহানবীকে বললেন : 'আমি যদি ঐ গাছটি ক্রয় করে এতিম শিশুকে দান করি তাহলে কি অনুরূপ গাছ আমি বেহেশতে পাবো?' মহানবী বললেন : 'হ্যাঁ, তাই পাবে।' তারপর তিনি আবু লুবাবার কাছে গিয়ে ঐ গাছটির বদলে একটি খেজুর বাগান দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। আবু লুবাবা এই প্রস্তাবে সম্মত হলে ইবন্ আদ্-দাহজাহা ঐ গাছটি এতিম শিশুকে দান করলেন।১ এই ঘটনায় মহানবী খুবই খুশি হন, কিন্তু আবু লুবাবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

www.bjilibrary.com

বিশৃংখল যুদ্ধাবস্থা

বদর যুদ্ধ এবং এর পূর্বেকার অভিযানসমূহের একটা গুরুত্বপূর্ণ গৌণ ফল হলো এই যে, জুহায়না এবং পার্শ্ববর্তী লোহিত সাগরের গোত্রগুলো মদীনার সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এর ফলে মক্কার বণিক যাত্রীদলের সমুদ্র উপকূল দিয়ে সিরিয়া যাওয়ার পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গেলো। এই প্রেক্ষাপটে সবাই চিন্তা করলো : উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে কুরাইশদের যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে তাদের ক্ষমতা খর্ব করা কি সম্ভব নয়? এই সুপ্ত বিপদের কথা কুরাইশদেরও দৃষ্টি এড়ালো না। এ জন্য তারা সুলায়ম ও গাতাফান গোত্রের সাথে তাদের মৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় করলো। পার্শিয়ান উপসাগর এবং সেখান থেকে ইরাক যাওয়ার জন্য তারা যদি উত্তর-পূর্ব দিকের পথ অনুসরণ করতো তাহলে তাদের এই দুই গোত্রের এলাকা দিয়েই যেতে হতো। মক্কা ও মদীনার পূর্ব দিকে নযদ্-এর বিস্তীর্ণ সমভূমিতে ঐ দুটো গোত্র বাস করতো। সুলায়ম গোত্রের অধীন যে উর্বর এলাকা ছিলো তার মাঝামাঝি স্থানে মক্কার বণিক যাত্রীদলের সপ্তম যাত্রা বিরতির স্থান ছিলো। এই গোত্রকে কুরাইশরা অনুরোধ জানায়, তারা যেন তাদের বিবেচনায় ইয়াছরিবের অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় লুঠ করার সুযোগ অবহেলা না করে।

পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে মহানবী ইয়াছরিবের পূর্ব প্রান্তে সুলায়ম গোত্র কর্তৃক দু'বার এবং গাতাফান গোত্র কর্তৃক একবার সম্ভাব্য আক্রমণের সতর্কবাণী পান। প্রতিবারেই মহানবী পূর্বাভাষ পেয়ে তাদেরকে তাদের এলাকায় হঠিয়ে দিতে সমর্থ হন। প্রতিবারেই তারা মহানবীর আগমন সংবাদ পায় এবং তাদের জমায়েত হওয়া স্থানে তিনি পৌঁছাবার পূর্বেই তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু এসব আক্রমণের মধ্যে একবার মোটামুটি সফলতা অর্জিত হয়। এ আক্রমণটি ছিলো ছালাবা ও মুহারিবের গাতাফান গোত্রের বিরুদ্ধে। এ সময় মহানবী নযদ্-এর উত্তর দিকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পলায়নপর বেদুইনদের অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ছালাবা গোত্রের একজন মুসলমান মহানবীর গাইডের ভূমিকা পালন করেন। সমতল ভূমি

www.bjilibrary.com

থেকে তাঁরা মুহারিব এলাকার পাহাড়ে ওঠেন। এ সময় হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয় এবং নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার পূর্বেই মহানবী ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী বৃষ্টির পানিতে ভিজে যান। মহানবী তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে একটু আড়ালে গিয়ে গায়ের দুটো ভিজা পোশাক খুলে শুকাবার জন্য গাছে নেড়ে দেন। তিনি ঐ গাছের তলায় শুয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁদের, বিশেষ করে মহানবীর, গতিবিধি অনেক অদৃশ্য দৃষ্টি অনুসরণ করছিলো। হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি তাঁর দেহের ওপর একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তার হাতে ছিলো খোলা তলোয়ার। এ লোকটি হলো মুহারিব গোত্রের প্রধান দু'ছুর (Du'thur)। মহানবী যে সব আক্রমণের খবর পান, তার পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে সে-ই ছিলো প্রধান। সে বললো : 'হে মুহাম্মদ, আমার কাছ থেকে আজ আপনাকে কে রক্ষা করবে?' মহানবী বললেন : 'আল্লাহ!' এ সময় সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় জিবরাইল তাদের দু'জনের মধ্যে দাঁড়ান। ঐ লোকটির বুকের ওপর হাত রেখে তিনি তাকে পিছনের দিকে ঠেলে দেন। লোকটির হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে যায় এবং মহানবী তা ধরে ফেলেন। জিবরাইল দু'ছুর-এর দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয়ে যান। তবে সে অনুভব করে যে, সে একজন ফেরেশতাকে দেখেছে। মহানবী বললেন : 'আমার হাত থেকে তোমাকে আজ কে রক্ষা করবে?' দু'ছুর উত্তর দিলো : 'কেউ না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর নবী।' মহানবী তাকে তার তলোয়ার ফিরিয়ে দেন। লোকটি গভীর মমত্বে ঐ তলোয়ারটি স্পর্শ করে। এরপর তাঁরা উভয়ে ক্যাম্পে যান এবং দু'ছুরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। দু'ছুর তাঁর নিজের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানায়।

নযদ্ থেকে সৈন্যবাহিনী ফিরে আসার সময় কা'ব বিন আল-আশরাফ মক্কা ত্যাগ করে বনি নাদির গোত্রের মধ্যে তার দুর্গে ফিরে আসে। এই দুর্গটি মদীনার শহরতলী থেকে খুব দূরে ছিলো না। বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেওয়া সম্পর্কিত কবিতা রচনা ছাড়াও সে মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণকে নিয়ে অনেক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে। আরবদের মধ্যে একজন মেধাবী কবি একাধিক লোকের সমান। কারণ, তার কবিতা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। সেই কবি যদি ভালো হয়, তাহলে সে কল্যাণের জন্য একটা চালিকা শক্তি বলে গণ্য হয়; কিন্তু খারাপ হলে সে খারাপের চালিকা শক্তি হয় এবং সে ক্ষেত্রে যে কোনো মূল্যে তা দমন করা দরকার। মহানবী প্রার্থনা করলেন : 'হে প্রভু, আল-আশরাফ-এর পুত্রদের মধ্য থেকে আমাকে এমন একজনকে

www.bjilibrary.com

দিন যাকে আপনি পছন্দ করেন, কারণ সে কুৎসা রটনা করেছে এবং আমার দাবি অস্বীকার করে কবিতা লিখেছে।' অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আল-আশরাফের পুত্রের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ কা'ব-এর বিরুদ্ধে) তোমরা কে আমার পক্ষে আছো? কারণ সে আমাকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।' আউস গোত্রের মুহাম্মদ ইবন্ মাসলামাহ প্রথম ব্যক্তি যিনি এ কাজে সাড়া দেন। তিনি ছিলেন সা'দ ইবন্ মুয়াজ গোষ্ঠীর লোক। মহানবী তাঁকে সা'দ-এর সাথে পরামর্শ করতে বললেন। ইতিমধ্যে আরও চার জন উৎসাহী লোককে পাওয়া গেলো। তারা অনুধাবন করে যে, মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় ছাড়া এক্ষেত্রে কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাঁরা এ কথাও জানতেন যে, মহানবী মিথ্যাকে ঘৃণা করেন। তবু তাঁরা মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁদের মনের কথা বললেন। তিনি তাঁদের বলেন যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা যা খুশি তাই বলতে পারে। কারণ, যুদ্ধকালীন অবস্থার অংশ হিসেবে প্রতারণা বৈধ। এরপর কা'ব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

কা'ব-কে তার দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মিথ্যা ছল করে প্রলোভন দেখানো হয় এবং অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ ও ভয়ে নাদির গোত্রের ইহুদীরা মহানবীর কাছে যায় এবং এই মর্মে অভিযোগ করে যে, কোনো কারণ ছাড়াই তাদের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করা হয়েছে। মহানবী এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, কা'ব-এর মতো তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলো। গভীর হতাশার মধ্যেও তিনি এ কথা গ্রহণ করে নেন। কিন্তু এ কথা তাদের অবহিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যে, শত্রুভাবাপন্ন চিন্তা সহনীয় হলেও শত্রুভাবাপন্ন কাজ সমর্থন করা যায় না। তিনি বলেন : 'সে যদি অন্যদের মতো মত পোষণ করতো তাহলে তাকে ছলনা করে হত্যা করা হতো না। কিন্তু সে আমাদের ক্ষতি করেছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ এ কাজ করবে না, করলে সে-ও তরবারির আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হবে।'[১] তিনি তাদেরকে বর্তমানে কার্যকর সন্ধির অতিরিক্ত একটা সন্ধি সম্পাদনের আহ্বান জানান এবং তারা তাই করে।

---

১. ওয়াকিদী, ১৯২।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের প্রস্তুতি

মক্কাবাসীরা লোহিত সাগর বরাবর তাদের বণিক দলের ব্যবহৃত পথ হারাবার বিষয়টি গভীরভাবে অনুভব করে। এ পথের পরিবর্তে তাদের ব্যবহারের জন্য অন্য যে পথ ছিলো তার একটা বড় অসুবিধা হলো এই যে, নযদ্-এর সমতল ভূমিতে পানি প্রাপ্তির সুবিধা ছিলো অনেক দূরে দূরে। গ্রীষ্মকাল নিকটবর্তী হওয়ায় সফরের সময় বণিক দলে বাড়তি পানিবাহিত উট সংযুক্ত করে সমস্যার সহজ সমাধান করা যায়। তারা ইরাকে একটা বড় বণিক দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিলো। এই বণিক দলের সামগ্রীর মধ্যে প্রধানত ছিলো প্রায় এক লাখ দিরহাম মূল্যের রূপার খণ্ড ও পাত্র। এই বণিক দলের নেতৃত্বে ছিলো সাফওয়ান। মদীনার কয়েকজন ইহুদী এই বণিক দল সম্পর্কে গোপন খবর পায়। এ সম্পর্কে তাদের আলোচনা একজন সাহায্যকারী ঘটনাক্রমে শুনতে পান। মহানবী জায়দের নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কারাদা নামক স্থানের কাছে ঐ বণিক দলের জন্য ওৎ পেতে থাকার লক্ষ্যে মহানবী তাঁকে একশ' ঘোড়সওয়ারের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। কারাদা-য় প্রচুর পানি সরবরাহ ছিলো। জায়দের নেতৃত্বে ঐ ঘোড়সওয়ার বাহিনীটি ছিলো আনুপাতিক হারে খুবই ছোট এবং এ জন্য তা ছিলো সহজে পরিচালিত করার মতো একটি বাহিনী। জায়দ আকস্মিক আক্রমণের ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। তাদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড আক্রমণে সাফওয়ান ও অন্যরা পালিয়ে যায়। জায়দ ও তাঁর বাহিনী বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে আসেন। রৌপ্যসহ মক্কার বণিক দলের মূল্যবান মালপত্র এবং মালবাহী সব উটকে তাঁরা পাহারা দিয়ে মদীনায় নিয়ে যান। তাঁরা মাত্র কয়েকজনকে বন্দিও করেন।

বদর যুদ্ধের পর থেকে মদীনা আক্রমণের জন্য মক্কায় একটা জোর প্রস্তুতি চলছিলো। কারাদা-য় দুর্ঘটনার পর এই প্রস্তুতি আরও জোরদার ও দ্রুততার সাথে সম্পাদিত হয়। পবিত্র মাস রজব অতিক্রান্ত হয় এবং এই সাথে শেষ হয় মধ্য-শীতকাল ও ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ। পরবর্তী মাসে হাফসার বিয়ে সম্পাদিত হয়। এরপর পরবর্তী মাস রমজানে ফাতিমা একটা পুত্র সন্তানের

www.bjilibrary.com

জন্ম দেন। মুসলমানরা এতে খুবই আনন্দিত হন। মহানবী সদ্যজাত এই শিশুর কানে আজানধ্বনি শোনান এবং তাঁর নাম রাখেন আল-হাসান – এর অর্থ 'সুন্দর'। পূর্ণিমার এক বা দু'দিন পর বদর যুদ্ধের এক বছর পূর্তি হয়। এ মাসের শেষ দিন মক্কা থেকে গোপনে একজন অশ্বারোহী মদীনায় এসে মহানবীর কাছে একটা মোহরযুক্ত পত্র দেন। এ যাত্রায় তাঁর সময় লেগেছিলো মাত্র তিন দিন। এই পত্র প্রেরণ করেন মহানবীর চাচা আব্বাস। ঐ পত্রে তিনি মহানবীকে সতর্ক করে দেন যে, তিন হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। এর মধ্যে সাত শ' লোক বর্ম পরিহিত এবং দু'শ' অশ্বারোহীর একটা শক্তিশালী দল রয়েছে। মানুষের সম-সংখ্যক উট রয়েছে – মালবাহী উট এবং মহিলাদের বহনকারী উট রয়েছে অতিরিক্ত।

মহানবীর কাছে পত্রটি যখন পৌঁছায়, তখন কুরাইশরা মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করে। ঐ দলের প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান হিন্দ সহ তার অপর এক স্ত্রীকে সাথে নেয়। সাফওয়ানও তার সাথে দুই জন স্ত্রীকে নেয় এবং অন্যান্য নেতারা তাদের সাথে একজন করে স্ত্রী নেয়। মুত'য়ীম-এর পুত্র জুবায়ের মক্কায় থেকে যায়। কিন্তু সে ঐ বাহিনীর সাথে তার আবিসিনীয় ক্রীতদাস ওয়াহশিকে প্রেরণ করে। অন্যান্য অনেকের মতো সে ছিলো বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী। ওয়াহশি কখনও লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা শোনা যায় না। জুবায়ের তাকে বলে : 'আমার প্রতিশোধ গ্রহণ হিসেবে তুমি যদি মুহাম্মদের চাচা হামজাকে হত্যা করতে পারো, তাহলে তোমাকে মুক্ত করে দেবো।' হিন্দ এ কথা জানতে পারে। যাত্রাবিরতির সময় ক্যাম্পে বা ওয়াহশিকে পাশ দিয়ে যেতে দেখলে সে তাকে বলতো : 'যাও, ওহে রহস্যময়তার জনক, তৃপ্ত হও এবং আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে থাকো।' সে তার কাছে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, সে তার প্রভুর মতো তৃপ্ত হতে আগ্রহী এবং দায়িত্ব সম্পাদনকারী পুরস্কৃত হোক এটা সে কামনা করে।

স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীদের ওপর শত্রুদের আক্রমণ করতে এখনও এক সপ্তাহ সময় ছিলো। শহরতলীতে যে সব লোক বাস করতো তাদের থাকার জন্য মদীনার প্রাচীরের মধ্যে ঘর তৈরির কাজ ঐ এক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া, প্রাচীরের মধ্যে ঐ সব লোকের গবাদি পশুরও রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ কাজ সম্পন্ন করা হয়। দেওয়ালের বাইরে একটাও ঘোড়া, উট, ভেড়া বা ছাগল ছিলো না। মক্কাবাসীর কার্য পরিকল্পনা দেখাই তখন বাকী ছিলো। খবর পাওয়া গেলো যে, তারা সমুদ্র উপকূলের কাছে পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে আসছে।

www.bjilibrary.com

নির্ধারিত সময়ে তারা অভ্যন্তর পথে চলে আসে এবং মদীনার পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থানে স্বল্পবিরতি করে। তৎপর তারা উত্তর-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল অগ্রযাত্রা করে এবং উহুদ পর্বতের পাদদেশে সমতল আবাদযোগ্য ভূমিতে শিবির স্থাপন করে। উহুদ পর্বত থেকে উত্তর দিকে তাকালে মদীনা দেখা যায়।

মহানবী কয়েকজন গুপ্তচরকে প্রেরণ করেন। পরদিন সকালে তারা ফিরে এসে জানান যে, শত্রুদের সংখ্যা পত্রে যা উল্লেখ আছে তাদের সংখ্যা ঠিক তাই। কুরাইশদের সাথে ছাকিফ গোত্রের একশ' জন্য লোকসহ কিনানা ও মৈত্রীবদ্ধ অন্যান্য গোত্রের লোকও আছে। তিন হাজারের বেশি উট এবং দুইশ' ঘোড়া চারণ ভূমিতে ঘাস এবং শহরের উত্তরে যে সব জমির ফসল কাটা হয়নি তা খেয়ে ফেলছে। কয়েক দিনের মধ্যে ঐ সব জমিতে আর কোনো শস্য পাওয়া যাবে না। সৈন্যদের মাঝে এখনই আক্রমণের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। তবু ঐ রাতে শহরের চারপাশে কড়া পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মহানবীর দরজায় আউস ও খাযরাজ গোত্রের ইবন্ মুয়াজ ও ইবন্ উবাদা পাহারা দেওয়ার কথা বলেন। ঐ দু'জনের সাথে উসায়েদ এবং একজন বলিষ্ঠ দেহরক্ষী পাহারা দিতে থাকেন।

মুহাম্মদ তখনও পর্যন্ত নিরস্ত্র ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি দুর্ভেদ্য বর্মের একটি কোট পরে আছেন এবং ভেড়ার ওপর চড়ে আছেন। তাঁর হাতে রয়েছে একখানি তরবারি এবং ঐ তরবারিতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তিনি তাঁর নিজের কিছু পশু দেখলেন এবং তাদেরকে তাঁর সামনেই জবাই করা হলো।

পরদিন সকালে তিনি ঐ স্বপ্নের কথা তাঁর কয়েকজন সাহাবির কাছে বলেন। তিনি ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন এভাবে : 'দুর্ভেদ্য বর্মের কোট হলো মদীনা। তরবারিতে আঘাতের চিহ্ন হলো, আমার ওপর আঘাত করা হবে। জবাই করা পশু হলো আমার কয়েকজন সাহাবি, যাদেরকে হত্যা করা হবে। ভেড়ার ওপর চড়ে আছি – এর অর্থ হলো, তাদের বাহিনীর নেতাকে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা হত্যা করবো।'[১]

মহানবী প্রথমেই চিন্তা করলেন যে, শহরের বাইরে না গিয়ে দেওয়ালের মধ্যে থেকেই তিনি শহর রক্ষার ব্যবস্থা করবেন। বিষয়টা তিনি অন্যান্যদের সাথে আলাপ করতে চাইলেন। তাঁরা শহরের বাইরে গিয়ে অথবা শহরের মধ্যে থেকে আক্রমণ মোকাবিলা করতে চান কিনা জানতে

১. ওয়াকিদী, ২০৯।

www.bjilibrary.com

চাইলেন। প্রথমেই ইবন্ উবাই কথা বললেন : 'আমাদের এই শহরটি পবিত্র। আমাদের বিরুদ্ধে কেউ এসে এই শহরকে কখনোই অপবিত্র করেনি। কোনো মারাত্মক ক্ষতি ছাড়া আমরা বাইরে গিয়ে কাউকে আক্রমণ করিনি এবং কেউ মারাত্মক ক্ষতি ছাড়া শহরে এসে আমাদের আক্রমণ করেনি। সুতরাং, হে আল্লাহর নবী, ওদেরকে ওখানেই থাকতে দিন। তারা যতদিন ওখানে থাকবে, তাদের অভিযান অভিশপ্ত হবে। তারা ফিরে যাবে হতাশ ও বিষণ্ন হয়ে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না এবং তারা কোনো ভাবেই লাভবান হবে না।'

মোহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক সাহাবি ছিলেন, তাঁরা সবাই ইবন্ উবাই-এর মত সমর্থন করলেন। এ জন্য মহানবী বললেন : 'মদীনায় অবস্থান করুন এবং শিশু ও মহিলাদের দুর্গে নিয়ে রাখুন।' মহানবী এ কথা বলার পর যুবকদের মধ্যে আলোড়ন লক্ষ্য করা গেলো। শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের বাইরে গিয়ে আক্রমণের আগ্রহ ছিলো। তাদের মধ্যে একজন বললো: 'হে আল্লাহর নবী, শত্রুর বিরুদ্ধে শহরের বাইরে আমাদের পরিচালনা করুন। তাদেরকে আমরা ভয় পাই বা তাদের চেয়ে আমরা দুর্বল, এ কথা তারা যেন ভাবতে না পারে।' এ কথা বলার পর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে অনেককেই সমর্থনসূচক বক্তব্য দিতে দেখা গেলো। এই বক্তব্য সমর্থন করে অনেকে আরও বেশি কিছু বললো। তারা যুক্তি উপস্থাপন করলো যে, শস্য বিনষ্ট করার প্রতিশোধ নিতে তারা ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে কুরাইশদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। এ সম্পর্কে নযদ্-এর গোত্রগুলো আরও সাহসী হয়ে উঠবে। হামজা, সা'দ ইবন্ উবাই এবং আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ সাহাবি শেষোক্ত মতকেই সমর্থন করলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন : 'বদর-এ মাত্র তিনশ' জন লোক ছিলো। তবু আল্লাহ আপনাকে তাদের ওপর জয়ী করেছেন। এখন আমাদের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা এমন একটা সুযোগের আশায় ছিলাম এবং সে জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। আল্লাহ সে সুযোগ আমাদের ঘরের কাছেই এনে দিয়েছেন।'[১] আউস গোত্রের একজন বৃদ্ধ লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম খাইছামা। তিনি কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে তিনি এমন অনেক কথা বললেন যা আগেই বলা হয়েছে। তারপর তিনি একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। তাঁর পুত্র সা'দ বদর যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি বললেন : 'গত রাতে স্বপ্নে আমি আমার পুত্রকে দেখেছি। তাঁর চেহারায় আমি ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করেছি। বেহেশতের নদ-নদী,

১. ওয়াকিদী, ২১০-১১।

www.bjilibrary.com

ফল তাঁকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হয়েছে। সে বললো : 'আমাদের কাছে আসুন এবং বেহেশতে আমাদের সঙ্গী হোন। আল্লাহ যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা আমি সব সত্য হতে দেখেছি।' হে আল্লাহর নবী, আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী। আপনি দোওয়া করুন যেন আমি শহীদ হতে পারি এবং বেহেশতে সা'দ-এর সঙ্গ লাভ করতে পারি।'১ মহানবী নীরবে খায়ছামার জন্য দোওয়া করলেন। এ সময় খাযরাজ গোত্রের একজন সাহায্যকারী কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নাম মালিক ইবন সিনান। তিনি বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমাদের সামনে দুটো ভালো জিনিস আছে। হয় আল্লাহ আমাদের তাদের ওপর প্রভুত্ব করার অনুমোদন দেবেন, যা আমাদের হওয়া উচিত। আর না হয় আল্লাহ আমাদের শহীদ হওয়ার অনুমোদন দেবেন। যা-ই হোক না কেন, আমি ভয় পাইনে। কারণ উভয়ের মধ্যে নিহিত আছে উত্তম।'২

আলোচনায় এটা স্পষ্ট হলো যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক শহর বেষ্টনীর মধ্যে থাকার বিরোধী। অতঃপর মহানবী আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। দুপুরের সময় সবাই জুমার নামাজ পড়ার জন্য উপস্থিত হলে মহানবী যে খোতবা দেন, তার মর্মার্থ হলো পবিত্র যুদ্ধ এবং এর জন্য প্রয়োজন একাগ্রতা ও প্রচেষ্টা। তিনি বলেন যে, তারা দৃঢ় থাকলে বিজয় তাদের পক্ষেই আসবে। এরপর তিনি তাদেরকে শত্রুর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন।

নামাজ শেষ হওয়ার পর দু'জন লোক মহানবীর সাথে কথা বলার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের দু'জনেরই দুটো জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ছিলো। এর মধ্যে একজন হলেন হানজালা। হানজালার পিতা আবু আমীর নিজেকে ইবরাহীমের ধর্মের সমর্থক বলে দাবি করতো। সে যে উহুদ পর্বতের পাদদেশে শত্রু শিবিরে আছে এ কথা হানজালা তখনও জানতেন না। ঐ দিন ছিলো হানজালার বিয়ের দিন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই তাঁর বিয়ের জন্য ঐ দিনটি ধার্য করা হয়েছিলো। ইবন্ উবাই-এর কন্যা জমিলার সাথে তাঁর বাগদান হয়। জমিলা ছিলো তাঁর চাচাত বোন। তিনি বিয়ের কাজ স্থগিত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং একই সাথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মহানবী তাঁকে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করতে এবং ঐ রাত মদীনায় কাটাতে বললেন। পরদিন সকালের আগে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং পরদিন সকালে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার যথেষ্ট সময় হানজালা

১. ওয়াকিদী, ২১২-১৩।
২. ওয়াকিদী, ২১২-১৩।

www.bjilibrary.com

পাবে। কোন পথ দিয়ে সৈন্যরা অতিক্রম করেছে, সেই পথটা তাঁর জেনে নেওয়া দরকার।

অন্য লোকটি হলেন বনি সালিমা গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন্ আমর। এই গোত্রটি হলো খাযরাজ গোত্রের উপ-গোত্র। আবদুল্লাহ ইবন্ আমর প্রায় তিন বছর আগে একজন পৌত্তলিক হিসেবে মক্কায় তীর্থ যাত্রায় যান এবং মিনায় অবস্থানের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় আকাবায় মহানবীর কাছে তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন। দু'তিন দিন আগে এক রাতে তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন। সমাবেশে খায়ছামা যে স্বপ্নের কথা বলেন, এটা ঠিক সে রকম স্বপ্ন নয়। তিনি স্বপ্নে মুবাশ্বির নামে পরিচিত একজন আনসারকে দেখেন। তিনি তাঁকে বলেন : 'আর মাত্র কয়েক দিন পরেই তুমি আমাদের কাছে আসবে।' আবদুল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন : 'তুমি কোথায় আছো?' মুবাশ্বির বলেন : 'বেহেশত-এ। আমাদের আনন্দের জন্য যা প্রয়োজন তার সবকিছুই আমরা এখানে করতে পারছি।' আবদুল্লাহ বলেন : 'তুমি তো বদর যুদ্ধে নিহত হওনি।' মুবাশ্বির বলেন : 'তা সত্ত্বেও আমাকে জীবন দান করা হয়েছে।' মহানবীকে আবদুল্লাহ এই স্বপ্নের কথা বলার পর তিনি তাঁকে বললেন : 'হে জাবিরের পিতা, এটাকেই বলে শহীদ হওয়া।'১ আবদুল্লাহ এ কথা জানতেন। তবু তিনি তা মহানবীর কাছ থেকে শুনতে আগ্রহী ছিলেন। অতঃপর তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য বাড়িতে যান এবং সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নেন। সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী মারা যান। তাঁদের ছিলো একমাত্র পুত্র জাবির এবং সাত কন্যা। জাবির কৈশোর অতিক্রম করলেও কন্যারা ছিলো ছোট। জাবির ইতিমধ্যে মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরে এসে তার বর্ম ও অস্ত্র ঠিক করছিলো। বদর যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করে নাই। এবার তাই সে মহানবীর সাথে যেতে খুবই আগ্রহী ছিলো। কিন্তু তার পিতার চিন্তা ছিলো অন্য রকম। তিনি বললেন : 'পুত্র আমার, কোনো পুরুষ লোক ছাড়া একা তাদের রেখে যাওয়া আমাদের জন্য যথার্থ নয় (তিনি তাঁর কন্যাদের কথাই বললেন)। তারা ছোট এবং অসহায়। তাদের জন্য আমার ভয় হয়। আমি অবশ্যই আল্লাহর নবীর সাথে যাবো, আল্লাহ যদি অনুগ্রহ করেন তাহলে শহীদ হতে পারি। কন্যাদের আমি তোমার হেফাজতেই রেখে গেলাম।'

বিকেলের নামাজের (আছর) পর তাঁরা সবাই আবার একত্রিত হলেন। ইতিমধ্যে মদীনার উচ্চভূমি থেকে সবাই তৈরি হয়ে আসেন। সবাই সমবেত হন মসজিদে এসে। নামাজের পর মহানবী আবু বকর ও উমরকে সাথে

---

১. ওয়াকিদী, ২৬৬।

www.bjilibrary.com

নিয়ে বাড়িতে যান এবং তাঁরা তাঁকে যুদ্ধের পোশাক পরতে সাহায্য করেন। বাড়ির বাইরে সবাই লাইন করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সা'দ ইবন্ মুয়াজ এবং তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ভর্ৎসনা করে বললেন : 'তোমরা মহানবীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছো। তাঁর কাছে আদেশ আসে বেহেশত থেকে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার তাঁর হাতেই ছেড়ে দাও এবং তাঁকে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে দাও।' মহানবী যখন বাড়ি থেকে বাইরে আসেন তখন দেখা গেলো, তাঁর মাথায় হেলমেটের চারদিকে পাগড়ি, বুকে উরস্ত্রাণ। উরস্ত্রাণের নিচে তিনি পরিধান করেন একটি বর্ম এবং ঐ বর্মের সাথে সংযুক্ত ছিলো চামড়ার একটি তরবারির খাপ। এমনকি তাঁর তরবারির উপর বেষ্টনী ছিলো এবং তাঁর ঢাল পিঠে ঝুলানো ছিলো। ইতিমধ্যে অনেকে তাদের গৃহীত কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে। মহানবী সামনে আসতেই তারা বলে : 'হে আল্লাহর নবী, আপনার কোনো কথার বিরোধিতা করা আমাদের উচিত নয়। আপনার কাছে যা উত্তম বলে মনে হয়, তা-ই আপনি করুন।' তাদের এ কথার উত্তরে তিনি বললেন : 'বর্ম পরিধান করার পর কোনো নবীর পক্ষে তা খোলা ঠিক নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ও শত্রুর মধ্যে আল্লাহ কোনো ফায়সালা না করে দেন। আমি যা বলি তাই করো এবং আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হও। তোমরা যদি দৃঢ়সংকল্প থাকো, তাহলে বিজয় তোমাদের।'১ এরপর তিনি তিনটি বর্শা আনার কথা বলেন এবং ঐ তিনটি বর্শার সাথে তিনি তিনটি পতাকা বেঁধে দেন। আউস গোত্রের পতাকা তিনি উসায়েদের হাতে দেন, খাযরাজ গোত্রের পতাকা তিনি দেন হুবাব-এর হাতে। বদর প্রান্তরে পানির কুয়া সম্পর্কে তিনিই তাঁকে পরামর্শ দেন। স্বদেশত্যাগীদের পতাকা তিনি দেন মুসাব-এর হাতে। অন্ধ আবদুল্লাহ ইবন্ উম্ মাখতুমকে তাঁর অনুপস্থিতিতে নামাজ পড়াবার ভার দেন। এরপর তিনি তাঁর ঘোড়া 'সাকব'-এ২ আরোহণ করেন। তিনি একটা ধনুক নিয়ে কাঁধে ঝুলান এবং হাতে একটা তীর রাখেন। সবাই পায়ে হেঁটে চলেন – দু'জন তাঁর সামনে এবং বাকী সবাই তাঁর ডান অথবা বাম দিকে। সব মিলিয়ে তাদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

---

১. ওয়াকিদী, ২১৪।

২. প্রবাহিত পানি, স্বচ্ছন্দ গতির জন্য ঐ ঘোড়াকে এ নামে অভিহিত করা হয়।

www.bjilibrary.com

উহুদ অভিমুখে যাত্রা

মদীনা ও উহুদের মধ্যবর্তী শাইখায়ন নামক স্থানে পৌঁছাতে তাদের সন্ধ্যা হয়ে গেলো। বেলাল আজান দিলেন এবং তাঁরা সবাই নামাজ পড়লেন। নামাজের পর মহানবী তাঁর সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ করলেন। সে সময় তিনি আটটি ছেলেকে দেখতে পেলেন। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে যেতে আগ্রহী ছিলো। এই আট জনের মধ্যে জায়দের পুত্র উসামা এবং উমরের পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন – তাদের উভয়ের বয়স ছিলো তেরো বছর। মহানবী তাদেরকে এবং তাদের অপর ছয় বন্ধুকে অবিলম্বে গৃহে ফেরার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তারা গৃহে ফিরতে অস্বীকার করলো। সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে একজন মহানবীকে আশ্বস্ত করলেন যে, হারিছা উপগোত্র এবং আউস গোত্রের পনের বছর বয়স্ক রফি তার চেয়ে বড় অনেকের চেয়ে উত্তম তীরন্দাজ। ফলে রফিকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হলো। সামুরার মা রফির গোত্রের একজন সাহায্যকারীকে বিয়ে করেন। সামুরার মা দাবি করেন যে, সামুরা মল্লযুদ্ধে রফিকে পরাজিত করতে পারে। মহানবী ঐ দুই যুবককে তাদের শক্তি প্রদর্শন করতে বললেন। তারা দু'জনে একে অপরের মুখোমুখি হলো এবং সামুরা তার দাবির সত্যতা প্রমাণ করলো। ফলে তাকেও যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হলো। অন্য ছয় জনকে তাদের পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হলো।

মক্কাবাসীরা আশা করেছিলো যে, মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করবে। মুসলমানরা আক্রমণ করলে তারা তাদের শক্তি প্রয়োগের, বিশেষ করে পদাতিক বাহিনী বিশেষ সুবিধা লাভ করতো। মহানবী এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। সে কারণে শহর ত্যাগ করার সময় তিনি উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যার তারতম্যকে নিজের পক্ষে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে একটা স্থানে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে তাঁর সৈন্যরা একদিকে যেমন সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে, তেমনি অপরদিকে তা হবে শত্রু সৈন্যের জন্য অস্বস্তিকর ও হতাশাব্যঞ্জক। কিন্তু এ জন্য মহানবীর প্রয়োজন ছিলো একজন পথ প্রদর্শকের। তিনি অনেকের সাথে কথা বললেন। তাদের যেহেতু বনি হারিছা গোত্রের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার

www.bjilibrary.com

প্রয়োজন ছিলো, সেহেতু তিনি ঐ গোত্রের অনেকের সেবা প্রদানের অনুরোধ গ্রহণ করলেন। কারণ ঐ এলাকা সম্পর্কে তাদের পুরোপুরি ধারণা ছিলো।

ঐ রাতে মদীনায় হানজালা ও জমিলার বিবাহ সম্পন্ন হয়। রাতের প্রথম প্রহরে জামিলা স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁর স্বামী বেহেশতের বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বেহেশতের একটা দরজা খুলে গেলো এবং তিনি ঐ দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দরজা দিয়ে বেহেশতের ভিতরে প্রবেশ করলে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি মনে মনে বললেন: 'একেই বলে শহীদ।' তাঁরা উভয়ে অজু করলেন এবং ফজরের নামাজ একসাথে পড়লেন। এরপর হানজালা তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু জমিলা তাঁকে ধরে রাখলেন এবং তাঁকে যেতে দিলেন না। তাঁরা উভয়ে আবার বিছানায় শয়ন করলেন। তারপর হানজালা তাঁর স্ত্রীর বন্ধন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন এবং অজু করার জন্য অপেক্ষা না করে বর্ম পরিধান করলেন। অতঃপর অস্ত্র হাতে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলেন।১

মহানবী পূর্বেই নির্দেশ দেন যে, সৈন্যরা প্রত্যুষের পর পরই শাইখায়ন ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ইবন্ উবাই ঐ রাতে তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েক জন অনুসারীর সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। শাইখায়ন থেকে শিবির তুলে নেওয়ার সময় ইবন্ উবাই তিনশ' কপটাচারী ও সন্দেহবাদীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে যায়। মুসলমান বাহিনীর সাথে ইবন্ উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন। এ ঘটনায় তিনি খুবই লজ্জিত হন। এমনকি ইবন্ উবাই মহানবীর সাথে কথা না বলেই চলে যায়। এ ব্যাপারে কয়েকজন সাহায্যকারী তাকে প্রশ্ন করলে সে জবাব দেয় : 'মহানবী আমার কথা না শুনে যুবক ও অবিবেচকদের কথা শুনেছেন। এমন একটা অপছন্দনীয় স্থানে জীবন নষ্ট করার কোনো কারণ দেখি না।' জাবিরের পুত্র আবদুল্লাহ তাদের পেছন পেছন গিয়ে তাদেরকে বলেন : 'আল্লাহর কসম দিয়ে আমি আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি, শত্রুর উপস্থিতিতে আপনারা আপনাদের লোক ও মহানবীকে ছেড়ে যাবেন না।' কিন্তু তারা শুধু বললো : 'আমরা যদি মনে করতাম যে তোমরা যুদ্ধ করবে তাহলে আমরা তোমাদের ছেড়ে যেতাম না। ওখানে যুদ্ধ হবে না বলেই আমরা মনে করি।' তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন : 'আল্লাহর শত্রুরা, তোমাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ তাঁর নবীকে সহায়তা দান করবেন।'

---

১. ওয়াকিদী, ২৭৩।

www.bjilibrary.com

মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কমে দাঁড়ালো স'তশ'-তে। শত্রুদের দিকে সামান্য অগ্রসর হয়ে তারা ডান দিকে যাত্রা শুরু করলো। তখনও ভোর বেলার আবছা অন্ধকার ছিলো। আগ্নেয়গিরি এলাকা অতিক্রম করে তারা উহুদ গিরিপথের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এসে উপনীত হলো। এরপর তারা উত্তর-পশ্চিম দিকের গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হলো এবং অদূরে আবছা আলোয় তারা মক্কাবাসীদের শিবির দেখতে পেলো। মক্কাবাসীদের শিবির ছিলো তাদের স্থান থেকে সামান্য বাম দিকে এবং সামান্য নিচের দিকে। উহুদ ও শত্রুদের মাঝামাঝি স্থানে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তারা সামনের দিকে অগ্রসর হলো। নির্দিষ্ট এই স্থানে আসার পর মহানবী সবাইকে থামতে বললেন এবং নিজেও ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন। সামনের দিকে ঢালু যে এলাকাটি ছিলো তা তাদের অনুকূলে থাকায় তিনি সেখানে সবাইকে থামতে বলেন। বেলাল ফজরের আজান দিলেন এবং তারা সবাই পাহাড়ের দিকে পিঠ রেখে লাইন করে নামাজে দাঁড়ালেন। তাদের এটা যুদ্ধ কৌশলও ছিলো। কারণ মক্কা ও তাদের মধ্যে অবস্থান করছিলো শত্রুরা। নামাজ শেষে মহানবী তাদের দিকে ফিরে বললেন : 'আজ তোমরা এমন এক স্থানে রয়েছো যা সম্পদে পূর্ণ এবং এখান থেকে তোমাদের মধ্যে তারাই যথেষ্ট পুরস্কার পাবে যারা তাদের কর্তব্য সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং যারা ধৈর্য, নিশ্চয়তা, আগ্রহ ও প্রচেষ্টার জন্য একাগ্রচিত্ত হবে।'১ মহানবীর কথা শেষ হলে হানজালা এগিয়ে গিয়ে মহানবীকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি সবেমাত্র মদীনা থেকে সেখানে এসে পৌঁছান।

মহানবী এ সময় তাঁর দক্ষ তীরন্দাজদের মনোনীত করলেন। এদের মধ্য থেকে তিনি জায়দ, জুহরা গোত্রের তাঁর দূর-সম্পর্কীয় ভাই সা'দ এবং উসমান ইবন্ মাজুনের পুত্র সাইয়েবকে নিজের সাথে রাখলেন। তীরন্দাজদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনকে তিনি মূল বাহিনী থেকে বাম দিকে সামান্য দূরে একটা উঁচু স্থানে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আউস গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন্ জুবায়েরকে তিনি এই বাহিনীর নেতা মনোনীত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন : 'তোমাদের তীর দ্বারা তাদের পদাতিক বাহিনীকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখো; তারা যেন পেছন দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধের অবস্থা আমাদের অনুকূল বা প্রতিকূলে যাক না কেন, তোমরা ওখানেই অবস্থান করবে। আমাদের যদি

১. ওয়াকিদী, ২২১।

www.bjilibrary.com

শত্রুদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে দেখো তাহলে তাতে ভাগ বসাতে চেয়ো না; তোমরা যদি দেখো আমাদের হত্যা করা হচ্ছে তাহলেও আমাদের সাহায্যে এসো না।'১

মহানবী আর একটা বর্ম পরিধান করে হাতে একটা তলোয়ার নিলেন। তিনি তলোয়ারটি ঘুরিয়ে বললেন : 'এই তলোয়ারের মর্যাদাসহ কে একে গ্রহণ করবে?' উমর তা গ্রহণের জন্য তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গেলেন। কিন্তু মহানবী তাঁর সামনে থেকে তলোয়ারখানি সরিয়ে নিয়ে আবার বললেন : 'এই তলোয়ারের মর্যদাসহ কে একে গ্রহণ করবে?' জুবায়ের বললেন যে, তিনি ঐ তরবারি গ্রহণ করবেন। কিন্তু মহানবী তলোয়ারখানি সরিয়ে নিয়ে তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করলেন। খাযরাজ গোত্রের আবু দুজানা জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে আল্লাহর নবী, এই তরবারির মর্যাদা কি?' মহানবী বললেন : 'এর ফলক বাঁকা না হওয়া পর্যন্ত শত্রুকে আঘাত করতে হবে এবং এটাই এর মর্যাদা।' আবু দুজানা বললেন : 'এর মর্যাদাসহ আমি একে গ্রহণ করবো।' অতঃপর মহানবী তলোয়ারটি তাঁকে দিয়ে দিলেন। আবু দুজানা ছিলেন একজন সাহসী লোক এবং এই যুদ্ধে তিনি তাঁর সাহসিকতার জন্য প্রশংসিত হন। তাঁর মাথার লাল পাগড়ি ছিলো খুবই পরিচিত এবং খাযরাজরা একে বলতো 'মৃত্যুর পাগড়ি'। হেলমেটের চারপাশ দিয়ে যখন তিনি এই পাগড়ি বাঁধতেন, এ সময় তিনি ঐ রকমই বেঁধেছিলেন, তখন তারা মনে করতো যে, তিনি শত্রুদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানবেন। লাইন করা সৈন্যদের মাঝে তলোয়ার হাতে সদর্পে হাঁটাহাঁটি করার সময় সবাই মনে করলো যে, শত্রুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁকে দেখে মহানবী বললেন : 'এই সময় ও স্থান ছাড়া আল্লাহ এমন চলনভঙ্গি ঘৃণা করেন।'২

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৫৬০।
২. ইবন্ ইসহাক, ৫৬১।

www.bjilibrary.com

উহুদ যুদ্ধ

সূর্য ওঠার পর কুরাইশ ঘোড়সওয়ার বাহিনী দু'দিকে লাইন করে প্রস্তুত হয়। এক এক দিকে ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা ছিলো এক শ'। ডান দিকের বাহিনীর কমান্ডার হলো ওয়ালিদের পুত্র খালিদ এবং বাম দিকের বাহিনীর নেতা হলো আবু জহলের পুত্র ইকরামা। উভয় বাহিনীর মাঝখান থেকে আবু সুফিয়ান এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করে। তার সামনে ছিলো আবদ্ আদ-দর গোত্রের তালহা – সে বহন করছিলো কুরাইশদের পতাকা। তালহার দুই ভাই এবং চার পুত্র তার কাছাকাছি ছিলো। প্রয়োজনে পতাকা বহনের জন্য সবাই প্রস্তুত ছিলো। তালহা ও তার ভাইয়েরা ঐ দিন তাদের গোত্রের জন্য বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। বদর যুদ্ধে তাদের দু'জন পতাকা বহনকারীকে অত্যন্ত অগৌরবের সাথে বন্দি করা হয়। উহুদ প্রান্তরে যাওয়ার পথে আবু সুফিয়ান তাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলে নাই। স্বদেশত্যাগীদের পতাকা হাতে মূ'সাব মহানবীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর গোত্রের লোকদের চিনতে পারলেন।

দুই পক্ষ খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছালে (অর্থাৎ এক পক্ষ অন্য পক্ষের কথা শুনতে পারে এমন কাছাকাছি) আবু সুফিয়ান তার সৈন্যবাহিনীকে থামার নির্দেশ দিলো। সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে সে বললো : "আউস ও খাযরাজ গোত্রের জনগণ, তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করো এবং আমার ভাইকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। তারপর আমরা তোমাদের ছেড়ে চলে যাবো। তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার আমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।" কিন্তু সাহায্যকারীরা তার কথার জবাব দিলো গালাগালিপূর্ণ ভাষায়। মক্কার বাহিনী থেকে তখন একজন লোক সামনের দিকে এগিয়ে এলো। এই লোকটি হানজালার পিতা। হানজালা তাকে দেখে দুঃখিত হলেন। ঐ লোকটি তার নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করে বললো : "আউস গোত্রের জনগণ, আমি আবু আমীর!" এক সময় আবু আমীরের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো, কিন্তু এখন তা কোনো কাজে আসল না দেখে সে

www.bjilibrary.com

অবাক হলো। সে কুরাইশদের আশ্বাস দিয়েছিলো যে, তার পরিচয় পাওয়ার পর তার গোষ্ঠীর সবাই তাদের পক্ষে চলে আসবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সে পেলো অভিশাপ, আর অসংখ্য পাথরের টুকরো। অতঃপর সে হতাশ হয়ে তার দলে ফিরে গেলো।

মক্কার বাহিনীকে পুনরায় এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। সামনের লাইনের কাছাকাছি অবস্থানরত মহিলারাও অগ্রসর হলো। মহিলাদের নেতৃত্বে ছিলো হিন্দ। তাম্বুরা ও ড্রাম বাজিয়ে তারা গাইলো:

আবদ্ আদ-দরের সন্তানেরা;
এগিয়ে চলো,
তোমরা যারা পেছনে আছো
হত্যা করো,
তোমাদের ধারালো তলোয়ার দিয়ে
হত্যা করো।

মহিলারা যখন দেখলো যে, তারা শত্রু বাহিনীর কাছাকাছি এসে উপনীত হয়েছে তখন তারা তালে তালে ড্রাম বাজিয়ে সৈন্যদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিলো। হিন্দ তখন একটা গান গাইতে শুরু করলো। অতীতে কোনো এক যুদ্ধে হিন্দ নামের অপর এক মহিলা ঐ গানটি গেয়েছিলেন। গানটি হলো;

অগ্রগামীদের জন্য রইলো আমাদের
আলিঙ্গন,
তাদের জন্য রয়েছে পেতে দেওয়া
নরম গালিচা।
পশ্চাদগামীদের জন্য রয়েছে
আমাদের প্রত্যাখ্যান,
তাদের আমরা ত্যাগ করবো
আর, ভালোবাসবো না।

দুই বাহিনী প্রায় মুখোমুখি হলে মহানবীর তীরন্দাজরা খালিদের পদাতিক বাহিনীর ওপর অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করে। ফলে ঘোড়ার হ্রেষা রবে মহিলাদের কথা ও ড্রামের শব্দ চাপা পড়ে যায়। মক্কার বাহিনী থেকে তালহা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য শত্রুপক্ষের কাউকে পাঠানোর আহ্বান জানালো। আলী তার সাথে যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি এক আঘাতে তালহাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ঐ আঘাতে হেলমেট কেটে গিয়ে তালহার মাথার খুলি বিদীর্ণ হয়ে

www.bjilibrary.com

গেলো। মহানবী বুঝতে পারলেন যে, এই সেই দলনেতা – স্বপ্নে যে নিহত ভেড়াকে তিনি দেখেন। উচ্চস্বরে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করেন, 'আল্লাহু আকবর' এবং তাঁর এই প্রশংসা-ধ্বনি শত্রুশিবিরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ঐ ভেড়া শুধুমাত্র একজন নিহত নেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তালহার ভাই তার পতাকা হাতে নেওয়ার পর হামজা তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। অতঃপর জুহরা গোত্রের সা'দ তাঁর তীর দ্বারা তালহার দ্বিতীয় ভাই-এর ঘাড় বিদীর্ণ করে দেন। আলী, জুবায়ের ও আউস গোত্রের অসীম বিন ছাবিত-এর হাতে তালহার চার পুত্র একে একে নিহত হয়। এদের মধ্যে দুজনকে মরণাপন্ন অবস্থায় তাদের মা সুলাফার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সুলাফা তখন অবস্থান করছিলো সৈন্যবাহিনীর পিছনের দিকে। কে তাদের মরণাঘাত হেনেছে তা জানতে পেরে সুলাফা প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অসীমের মাথার খুলি থেকে একদিন মদ তৈরি করে পান করবে।

এর আগের দিন মুসলিম বাহিনীর সাথে কোনো মহিলাকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু খাযরাজ গোত্রের নূসাইবা নামের একজন মহিলা মনে করেন যে, সৈন্য দলের সাথে থাকা তাঁর জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর স্বামী ঘাজিয়াহ এবং দুই ছেলে ঐ সেনাদলে ছিলো। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এটাই তাঁর একমাত্র অজুহাত ছিলো না। অনেক মহিলার স্বামী ও পুত্ররা সৈন্যবাহিনীতে থাকা সত্ত্বেও তারা গৃহে অবস্থান করে সন্তুষ্ট ছিলো। দ্বিতীয় আকাবায় সত্তর জন লোকের সাথে যে দু'জন মহিলা মদীনা থেকে যান তাদের মধ্যে একজন হলেন নূসাইবা। যুদ্ধের এ সময় বাড়িতে বসে থাকা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিলো। ঐ দিন খুব সকালে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন এবং চামড়ার ব্যাগে পানি ভর্তি করে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। আহতদের সেবা করা ও তৃষ্ণার্তদের পানি পান করানোর কাজ তিনি করতে পারবেন, এমন ধারণা তিনি পোষণ করেন। তিনি সাথে করে একটা তলোয়ার, একটা ধনুক ও তীর ভর্তি তূণীর নিতে ভুলেন নাই। সৈন্যরা কোন পথে গেছে তা জেনে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছাতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয় নাই। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় পর পরই তিনি পর্বতের পাদদেশে এমন এক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হন, যেখানে আনুপাতিক হারে কিছুটা উঁচু স্থানে মহানবী, আবু বকর, উমর ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সাহাবিগণ অবস্থান গ্রহণ করেন। আনাস-এর মা অনুরূপ চিন্তা করে পানি ভর্তি ব্যাগ নিয়ে সেখানে সামান্য পরে হাজির হন। সৈন্যবাহিনীর লাইনের পেছনে একটা দল ছিলো। ঐ দলে মুজাইনা গোষ্ঠীর দু'জন লোক

www.bjilibrary.com

এসে যোগ দেয়। এরা ছিলো মদীনার পশ্চিম দিকের বেদুইন গোত্রভুক্ত। সম্প্রতি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কাবাসীদের আক্রমণের কথা তারা জানতো না। ঐ দিন সকালে মদীনায় গিয়ে তারা দেখতে পায় শহরের প্রায় অর্ধেকের বেশি লোক শহরে নেই। খোঁজ নিয়ে তারা সব কিছু জানতে পেরে উহুদের পথে যাত্রা করে। তারা মহানবীকে অভিনন্দন জানিয়ে তলোয়ার বের করে এবং সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়।

আবু দুজানা তাঁর লাল পাগড়ির ব্যাপারে যে প্রতিজ্ঞা করেন তা প্রতিপালনে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জুবায়ের পরবর্তীকালে স্বীকার করেন : "আল্লাহর নবীর কাছে ঐ তলোয়ার প্রার্থনা করলে তিনি তা আমাকে না দিয়ে আবু দুজানাকে দেওয়ায় আমি মর্মাহত হই। আমি মনে মনে বলি: আমি তাঁর পিতার বোন সাফিয়ার ছেলে এবং আমি কুরাইশ বংশের। অন্য কেউ চাওয়ার আগে আমি তাঁর কাছে গিয়ে ঐ তলোয়ার প্রার্থনা করি। তবু তিনি তা আমাকে না দিয়ে অন্যকে দেন। আল্লাহর কসম,আবু দুজানা ঐ তলোয়ার দিয়ে কি করে আমি তা দেখবো। এবং সত্য সত্যই আমি তাঁকে অনুসরণ করি।" আবু দুজানা যার সাথেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাকে অতি সহজেই তিনি হত্যা করেন, একথা জুবায়ের বলেন। মনে হয়, আবু দুজানা কাস্তে দিয়ে শস্য কাটছিলেন এবং মহানবীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ছিলেন অবিচল। অতঃপর জুবায়ের মনে মনে বলেন : "আল্লাহ ও আল্লাহর নবী যা জানেন তা উত্তম।"

স্বাস্থ্যবতী হিন্দ-এর চেহারা ছিলো আকর্ষণীয়। সে তখনও তার লোকদের মধ্যে থেকে তাদেরকে আক্রমণ পরিচালনার আহ্বান জানাচ্ছিলো। আবু দুজানার হাতে দ্বিখণ্ডিত হওয়া থেকে সে কোনো রকমে বেঁচে যায়। হিন্দকে আবু দুজানা ভেবেছিলেন একজন পুরুষ। তাঁর তলোয়ার হিন্দ-এর মাথার ওপর তোলা হলে সে তখন ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। আবু দুজানা তখন বুঝতে পারেন যে, সে একজন মহিলা এবং তখন তিনি তাঁর তলোয়ার ঘুরিয়ে তার পাশের লোককে আঘাত করেন। হিন্দ তখন পেছনের দিকে অবস্থানরত সৈন্যদের মাতা ও স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয় – এদের পাহারায় নিয়োজিত ছিলো ক্রীতদাসরা। হিন্দ যখন পেছনের দিকে সরে যাচ্ছিলো, আবিসিনীয় ক্রীতদাস ওয়াহশি তখন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। যুদ্ধরত সৈনিকেরা প্রতিপক্ষকে আঘাত করার বা আঘাত প্রতিহত করার কাজে ছিলো উত্তেজিত। কিন্তু ওয়াহশি ছিলো শান্ত এবং সে মাত্র একজন লোকের ব্যাপারে ছিলো উদ্বিগ্ন। সুঠাম ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী হামজা ছিলেন সাধারণ লোকের চেয়ে লম্বা। তাঁর যুদ্ধ করার

www.bjilibrary.com

পদ্ধতি ও তাঁর কাছে উটপাখির পালক দেখে তাঁকে চিনতে কারও ভুল হওয়ার কথা নয়। ওয়াহশি তাঁকে বেশ দূর থেকেই দেখতে পায়।

যুদ্ধক্ষেত্রের ধার ঘেঁষে সে এমন একটা জায়গায় এসে উপনীত হলো যে স্থানটি তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং এখান থেকে বর্শা নিক্ষেপ করাও ছিলো সুবিধাজনক। হামজা তখন আবদ্ আদ-দর গোত্রের শেষ পতাকাধারী ব্যক্তির সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে তলোয়ার উত্তোলন করার সময় ক্ষণিকের জন্য তিনি তাঁর বর্ম খোলেন। ওয়াহশি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। সে সঠিক নিশানায় বিষ মাখানো বর্শা নিক্ষেপ করে। বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় হামজা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তাঁর প্রতিপক্ষকে নিহত করেন এবং নিজেও মাটিতে পড়ে যান। তাঁর দেহের নড়াচড়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওয়াহশি অপেক্ষা করে। তারপর সে হামজার মৃতদেহের কাছে গিয়ে মৃতদেহ থেকে বর্শা খুলে নেয় এবং দ্রুততার সাথে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে। সে মনে মনে বলে : "আমি যা করতে এসেছিলাম তা করেছি। আমি তাঁকে হত্যা করেছি শুধু আমার মুক্তির জন্য।"

মক্কার সৈন্য বাহিনীর মধ্যে প্রথম থেকেই পরাজয়ের ধারণা ছড়িয়ে পড়ে। হামজার মৃত্যু তাদের ধারণার ওপর বিশেষ কোনো প্রভাব ফেলেনি। সাত জন মৃত পতাকাবাহীর পরিবারের একজন আবিসিনীয় এ সময় পতাকা হাতে নেয়। অনতিবিলম্বে তাকেও হত্যা করা হয়। বেশ কিছু সময় ধরে সে মাটিতে পড়ে থাকলেও কেউ খেয়াল করেনি। হামজার উটপাখির পালক আর দেখা না গেলেও আবু দুজানা, জুবায়ের এবং স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীদের অনেকে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁদের 'হত্যা কর' 'হত্যা কর' ধ্বনি আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় তাঁদের কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। আলীর সাদা পালক, আবু দুজানার লাল পাগড়ি, জুবায়েরের উজ্জ্বল হলুদ পাগড়ি এবং হুবাবের সবুজ পাগড়ি যেন বিজয়ের পতাকা হিসেবে শোভা পাচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে পেছনে থাকা সৈন্যরাও উৎসাহিত হচ্ছিলো এবং তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। হানজালার আঘাত থেকে আবু সুফিয়ান কোনো রকমে বেঁচে গেলো। যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হানজালা অমিত বিক্রমে লড়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আবু সুফিয়ানকে আঘাত করতে উদ্যত হলে পাশ থেকে লেয়থ গোত্রের একজন লোক তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে। হানজালা মাটিতে পড়ে গেলে সে দ্বিতীয় বার আঘাত করে তাঁকে শহীদ করে।

মহানবী যেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ঢালুর দিকে বিস্তৃত হচ্ছিলো। মক্কার সৈন্যদেরকে তাদের শিবিরের দিকে

www.bjilibrary.com

তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। কি ঘটছে তার সবকিছু তিনি বুঝতে পারছিলেন না। এ সময় তাঁর দৃষ্টি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ওপরের দিকে নিবদ্ধ হলো। উড়ন্ত পাখিকে মানুষ যেভাবে চোখ উঁচু করে দেখে, তিনিও সেইভাবে দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর পাশে থাকা লোকদের বললেন : "তোমাদের সঙ্গীকে (তিনি হানজালার কথা বললেন) ফেরেশতারা গোসল করাচ্ছে।"১ পরে তিনি জমিলাকে বলেন : "আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আমি ফেরেশতাদের দেখেছি হানজালাকে গোসল করাতে। রূপার পাত্রে আমি তাদেরকে মেঘ থেকে পানি আনতে দেখেছি।"২ জমিলা তখন তাঁর দেখা স্বপ্নের কথা মহানবীকে বলেন। তিনি বলেন, যুদ্ধে যেতে দেরি হবে মনে করে হানজালা অজু করার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অজু না করে চলে যান।

মুসলমানদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং এক পর্যায়ে শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। শত্রুদের শিবিরে যাওয়ার পথও উন্মুক্ত হয়। লুণ্ঠন করার জন্য সবাই দ্রুত বেগে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মহানবীর বাম দিকে সামান্য দূরে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে মোতায়েন করা ছিলো। তাদের ও মহানবীর অবস্থানের মধ্যকার স্থানটি ক্রমান্বয়ে ঢালু হয়ে সমান্তরাল ভূমিতে মিশে গেছে। অর্থাৎ মহানবী তাদেরকে এমন একটা স্থানে নিয়োজিত রাখেন যেখান থেকে তারা আরও সুবিধাজনক স্থানে প্রয়োজনবোধে অবস্থান নিতে পারে। তারা শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ দেখতে পাচ্ছিলো। শত্রুদের প্রভূত সম্পদও তারা দেখতে পাচ্ছিলো। তারা মনে করলো, যুদ্ধলব্ধ ঐ সম্পদ তাদের সঙ্গীদের হস্তগত হতে যাচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ঐ স্থান ত্যাগ না করার জন্য তাদের কমান্ডার আবদুল্লাহ ইবন্ জুবায়ের মহানবীর নির্দেশ তাদেরকে বৃথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারা মনে করলো যে, মহানবী তাদেরকে চিরদিনের জন্য ঐ স্থানে থাকার কথা বলেন নাই। তারা দেখছে যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং শত্রুরা পরাজিত হয়েছে। শত্রু শিবিরের দিকে লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ জন ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে এলো। সেখানে রইলো মাত্র কয়েকজন অবিচলিত তীরন্দাজ। আর তাদের নেতৃত্বে রইলেন আবদুল্লাহ।

মক্কার পদাতিক বাহিনীর কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তারা কোনো সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো না। যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যখানে দুই বাহিনীর সৈন্যরা এমনভাবে একে অপরের লাগোয়া ছিলো যে, ঘোড়সওয়ারের আক্রমণ

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৫৬৮।

২. ওয়াকিদী, ২৭৪।

www.bjilibrary.com

নিজের এবং শত্রুবাহিনীর সৈন্যদের বিপদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। শুধু তাই নয়, মুসলমান শিবিরে যেতে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি অতিক্রম করার সময় তাদের তীরবিদ্ধ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলমান তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগ করার ঘটনা লক্ষ্য করে খালিদ মনে করলো যে, তার জন্য প্রার্থিত সুযোগ পাওয়া গেছে। সে তার বাহিনীকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মুসলমান তীরন্দাজ বাহিনীর অবস্থানের দিকে পরিচালনা করলো। আবদুল্লাহ ও তাঁর লোকজন তীর নিক্ষেপ করে তাদের গতি রোধ করতে বৃথাই চেষ্টা করলেন। অতঃপর তাঁরা ধনুক ফেলে দিয়ে তলোয়ার ও বল্লম দিয়ে আমৃত্যু লড়াই করলেন। বিশ্বাসীদের এই দশ জনের মধ্যে কেউ আর জীবিত রইলো না। এরপর খালিদ তার বাহিনীকে নিয়ে মুসলমান বাহিনীর পেছন দিকে আক্রমণ পরিচালনা করলো। ইকরামাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলো। ফলে অরক্ষিত মুসলিম বাহিনীর মধ্যে মক্কার ঘোড়সওয়াররা একটা ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করলো। আলী ও তাঁর সঙ্গীগণ পেছনের দিকে ফিরে নতুন এই বিপদের মোকাবিলা করতে লাগলেন। যে সব মূর্তিপূজককে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিলো, তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলো। যুদ্ধের গতি আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেলো। কুরাইশদের 'হে উজ্জা, হে হুবল' ধ্বনি যুদ্ধক্ষেত্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। পেছন দিকে যে সব মুসলমান সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে ঘোড়সওয়াররা হত্যা করতে শুরু করলো। মুসলমানরা হতাশ হয়ে পর্বতের দিকে পালিয়ে যায়। তারা মনে করে যে, ওখানে তারা আশ্রয় পাবে। মহানবী তাদেরকে ফিরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। কিন্তু মহানবীর কথা তারা শুনতে পেলো না বা তারা পালানো ছাড়া আর কোনো কিছু চিন্তা করতে পারলো না। মুসলমান বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই যুদ্ধ অব্যাহত রাখলো। কিন্তু প্রথম দিকে তাদের যে প্রেরণা ছিলো তা স্তিমিত হয়ে গেলো। শত্রু বাহিনীর সংখ্যাধিক্য তাদের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করলো। ক্রমেই তাদেরকে পেছনের দিকে সরে যেতে বাধ্য করা হলো। যুদ্ধেক্ষেত্র ক্রমে মহানবী যেখানে অবস্থান করছিলেন সেই দিকে অর্থাৎ উহুদ পর্বতের দিকে পরিব্যাপ্ত হলো।

দুই জন মহিলাসহ মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করলেন। মূল বাহিনীর অনেক সৈন্য তাঁদের সহায়তায় এগিয়ে এলেন। এ বাহিনীর প্রধান মনে করলেন যে, যুদ্ধের গতি যেহেতু তাদের বিপক্ষে চলে গেছে, সেহেতু তাদের এখন প্রধান কাজ হলো মহানবীর নিরাপত্তা বিধান করা। মুজাইনা গোত্রের ওহাব ও হারিছ

www.bjilibrary.com

প্রথমেই তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এ সময় শত্রু বাহিনীর একটা ক্ষুদ্র ঘোড়সওয়ার দল বাম দিক থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো। মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন : "এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য কে আছে?" ওহাব তখনই জবাব দিলেন : "হে আল্লাহর নবী, আমি আছি।" তিনি তখন শত্রু বাহিনীর ওপর এমন দ্রুত ও দক্ষতার সাথে তীর নিক্ষেপ করলেন যে, মনে হলো, একদল তীরন্দাজ তীর নিক্ষেপ করছে। তীরের আঘাতে শত্রুদল পশ্চাদপসরণ করলো। শত্রু বাহিনীর অপর একটি ঘোড়সওয়ার দলকে পুনরায় আসতে দেখে মহানবী বললেন : "এদের মোকাবিলার জন্য কে আছে?" ওহাব বললেন : "হে আল্লাহর নবী, আমি আছি।" পুনরায় তিনি শত্রু বাহিনীর ওপর এমন দ্রুততার সাথে তীর নিক্ষেপ করলেন যে, মনে হলো তিনি একা নন, তাঁর সাথে অনেকে আছেন। শত্রু বাহিনীর ঘোড়সওয়ার দলটি পশ্চাদপসরণ করলো। অতঃপর তৃতীয় বার শত্রু বাহিনীর অপর একটি দল এগিয়ে এলো। মহানবী বললেন : "এ বাহিনীকে কে মোকাবিলা করবে?" ওহাব বললেন : "আমি মোকাবিলা করবো।" মহানবী বললেন : "তাহলে ওঠো এবং আনন্দ করো। কারণ তোমার জন্য রয়েছে বেহেশত।" ওহাব খুশি মনে উঠে দাঁড়ালেন এবং তলোয়ার হাতে নিয়ে তিনি বললেন : "খোদার কসম, আমি কোনো এলাকা দেবো না এবং আমি কোনো এলাকা চাই না।" একথা বলে তিনি শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করতে লাগলেন। মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে ওহাবের শৌর্য ও সাহস অবাক হয়ে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। মহানবী প্রার্থনা করলেন : "হে আল্লাহ, তাঁর ওপর তোমার করুণা বর্ষণ করো!" শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধ করার সময় ওহাবকে তারা চারদিক থেকে বল্লম নিক্ষেপ করে শহীদ করে। পরে দেখা যায় তাঁর দেহে কুড়িটি বল্লমের আঘাত। এর যে কোনো আঘাতই তাঁর মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট ছিলো। এছাড়া তলোয়ারের আঘাত তো ছিলোই। তাঁর যুদ্ধের কৌশল ও গতি যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন তাঁরা তা কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। পরবর্তীকালে উমর বলেন : "সব মৃত্যুর মধ্যে আমি সানন্দে যে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে দেখেছি তা হলো মুজাইনাইট-এর মৃত্যু।"১ দশ বছর পর জুহরা গোত্রের সা'দ দাবি করেন যে, মহানবী ওহাবকে বেহেশতের যে সুসংবাদ দেন সে কথা এখনও আমার কানে ভাসছে।

---

১. ওয়াকিদী, ২৭৫।

www.bjilibrary.com

মুসলমান সৈন্যরা ক্রমান্বয়ে পিছু হঠছিলো এবং তাদের সাথে সাথে শত্রু সৈন্যরাও ঢালু পথের উপরের দিকে উঠছিলো। যুদ্ধের গোলমালের মধ্যে যোদ্ধাদের অনেকের চিৎকারও শোনা যাচ্ছিলো। কেউ চিৎকার করছিলো দ্বন্দ্ব যুদ্ধের, কেউ তীর নিয়ে বাজি ধরছিলো, আবার কেউ চিৎকার করে উঠছিলো। "তাকে ধরো, আমি অমুকের পুত্র"– এমন কথা শোনা যাচ্ছিলো। আবু দুজানা ঘোষণা করলেন যে তিনি খারাশাহ্‌র পুত্র। খারাশাহ হলেন তাঁর পিতামহ। দাবিকারীর কোনো পরিচিতিই প্রায় অনিশ্চিত ছিলো না। একজন আনসার অর্থাৎ সাহায্যকারীকে বলতে শোনা গেলো : "ওকে ধরো, আমি একজন আনসারী যুবক।" ঐদিন মহানবীও অন্তত একবার বলেন : "আমি একজন ইবন্ আল-আওয়তিক"১ – যার অর্থ হলো 'আমি আতিকাদের সন্তান'। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের২ কথাই বলছিলেন। সৈন্যদের লাইন থেকে এ সময় এমন একজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এলো যার পরিচিতি ভুল হওয়ার কথা নয়। সে চিৎকার করে বললো : "আমার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? আমি আতিকের পুত্র।" এই লোকটি হলো আবু বকরের বড় ছেলে আবদ আল-কাবাহ্। সে ছিলো আয়েশার একমাত্র আপন ভাই এবং ঐ পরিবারের একমাত্র সদস্য যে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। আবু বকর তাঁর ধনুক রেখে তলোয়ার নিয়ে তাকে আক্রমণ করার উদ্যোগ নিলে মহানবী তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : "আপনার তরবারি কোষবদ্ধ করুন এবং নিজের স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করুন। আপনি আমাদের সঙ্গ দিন।"৩

মুসলমানদের পেছন দিক থেকে একদল ঘোড়সওয়ার এসে আবদ আল-কাবাহ্‌র সামনে দাঁড়ালো। আবদ আল-কাবাহ্ আক্রমণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো। মহানবী বললেন : "তোমাদের মধ্যে কে আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবে?"৪ পাঁচ জন সাহায্যকারী তলোয়ার বের করলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। এর মধ্যে একজন জীবিত থাকলেও সাংঘাতিকভাবে আহত হলেন। তাঁদের পরিবর্তে অন্যরাও প্রস্তুত ছিলেন। আলী, জুবায়ের, তালহা, আবু দুজানা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম সারিতে ছিলেন এবং তাঁরা পেছন দিকে সরে এসে মহানবীর

---

১. ওয়াকিদী, ২৮০।

২. ইবন্ সা'দ, ১/১, ৩২-৩৪। হাশিম ও লুয়াই-এর মাতাসহ তিনি দশটির বেশি নাম উল্লেখ করেছেন। আতিকার অর্থ তাহিরার মতো অর্থাৎ পবিত্র।

৩. ওয়াকিদী, ২৫৭।

৪. ইবন্ ইসহাক, ৫৭২।

www.bjilibrary.com

পাশে দাঁড়ালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শত্রুরা মহানবীকে লক্ষ্য করে একটা ছূঁচাল পাথর নিক্ষেপ করে। ঐ পাথর টুকরাটি মহানবীর মুখে আঘাত করে। ফলে তাঁর ঠোঁট থেতলে যায় এবং একট দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর মুখ থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। তিনি নিজে রক্ত বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেন এবং আলী ও অন্যদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁর আঘাত খুব বেশি কিছু একটা নয়। তালহা ছাড়া আর সবাইকে তিনি যুদ্ধে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। রক্তক্ষরণের ফলে তালহা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। মহানবী আবু বকরকে বললেন : "আপনার ভাইপোকে দেখুন।" তালহার পরিবর্তে জুহরা গোত্রের সা'দ এবং খাযরাজ গোত্রের হারিছ ইবন্ সিম্মাহকে যুদ্ধে পাঠানোর পর পরই তালহার জ্ঞান ফিরে আসে। নতুন এই সাহায্যকারীসহ তাঁরা শত্রুদের ওপর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন যে, তারা পেছনে সরে যেতে বাধ্য হয়। চার জন মুসলমান সৈন্যের মৃতদেহ এবং একজন আহত মুসলমানের কাছ থেকে তারা অনেক দূরে সরে যায়। এই পাঁচ জন সাহায্যকারী তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেন। মহানবী তাঁদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করেন। আহত সৈন্যটি হামাগুড়ি দিয়ে মহানবীর দিকে আসার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে তুলে আনার জন্য মহানবী দু'জন লোককে পাঠান। মৃতপ্রায় সৈন্যটির মাথা রাখার জন্য মহানবী তাঁর পা বিছিয়ে দেন। সৈন্যটি মারা না যাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পা নিশ্চল অবস্থায় রাখেন। মহানবী বলেন : "তোমরা অনুধাবন করতে পেরেছো যে, তরবারির ছায়ার নীচে রয়েছে বেহেশত।"১ পরবর্তীকালে তিনি এই স্থান ও সময়ের কথা স্মরণ করেন। এই স্থান ও সময়টা এমন বিস্ময়করভাবে সৌভাগ্যপূর্ণ ছিলো যে, একবার তিনি বিস্ময়ের সাথে বলেন : "পর্বতের পাদদেশ ছেড়ে সঙ্গীসহ আমি যদি চলে যেতে পারতাম!"২

যে সব স্থান শত্রুদের হাতছাড়া হয়ে যায়, তা তারা আস্তে আস্তে পুনরায় দখল করতে থাকে। মহানবীর চারপাশে ছোট যে দলটি ছিলো তাদের কাছে তীর সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তীর দিয়ে আক্রমণ যে কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। শত্রুরা যদি ক্রমান্বয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে তাহলে একজন মুসলমানকে গড়ে চারজন শত্রুসেনার সাথে লড়তে হবে। মহানবী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে আকস্মিকভাবে একজন ঘোড়সওয়ার এক পাশ থেকে এসে হাজির

---

১. বুখারী, খণ্ড ৫২, ২২।
২. ওয়াকিদী, ২৫৬।

www.bjilibrary.com

হলো। সে চিৎকার করে বললো : "মুহাম্মদ কোথায়? সে জীবিত থাকা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকবো না!" এই ঘোড়সওয়ারের নাম ইবন্ কামিয়াহ। মক্কার শহরতলীতে যেসব কুরাইশ গোত্র বাস করতো সে তাদের একজন। ইতিমধ্যে সে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে। একদল লোকের মধ্যে মহানবীকে এক নজর দেখে কামিয়াহ তাঁকে চিনতে পারলো। ঘোড়াকে দ্রুত চালিত করে সে তার তলোয়ার দিয়ে জোরে আঘাত করলো। সে নিশ্চিত ছিলো যে, এই আঘাতকে প্রতিরোধ করার মতো কোনো হেলমেট নেই। তালহা মহানবীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তলোয়ারের দিকে ঝুঁকে হাত দিয়ে তা লক্ষ্যবস্তু থেকে কিছুটা সরিয়ে দিতে সমর্থ হলেন। এর ফলে তাঁর এক হাতের সব ক'টি আঙ্গুলই তলোয়ারের আঘাতে কেটে গেলো এবং সারা জীবনের মতো তিনি আঙ্গুলের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হলেন। মহানবীর হেলমেটের চূড়ায় তলোয়ারের আঘাত খুব অল্পের জন্য লাগলো না, বরং চূড়া ঘেঁষে নীচের দিকে গিয়ে তা হেলমেটের দুটো রিং-এ আঘাত করে। আঘাতপ্রাপ্ত ঐ দুটো রিং তাঁর গালে ঢুকে যায় এবং পরিশেষে তা সুরক্ষিত ঘাড়ে গিয়ে আঘাত করে। মাথার পাশে আঘাত লাগায় মহানবী সাময়িকভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। এ সময় আক্রমণকারী যেমন দ্রুত এসেছিলো তেমনি দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। অন্যরা এগিয়ে এসে মহানবীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মাখজুম গোত্রের শাম্মাস১ মহানবীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করেন যেন তিনি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ পেয়েছেন। মহানবী তাঁকে বর্ণনা করেন এক জীবন্ত ঢাল হিসেবে। দ্বিখণ্ডিত না হওয়া পর্যন্ত শাম্মাস যুদ্ধ করেন। তাঁর শহীদ হওয়ার পর অন্য একজন তাঁর স্থান গ্রহণ করেন এবং খাযরাজ গোত্রের মহিলা নূসাইবা তাঁকে সহায়তা করেন। ইতিমধ্যে নূসাইবা তাঁর তলোয়ার হাতে নেন।

একটা চিৎকার শোনা গেলো। সম্ভবত এই শব্দ ইবন্ কামিয়াহ-র। "মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে।" সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে এই শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো। একই সাথে শোনা গেলো আল-উজ্জা ও হুবলের প্রশংসাধ্বনি। যে সব মুসলমান সৈন্য পালিয়ে গিয়েছিলো তারা নিজেদেরকে ধিকৃত করলো এবং দুঃখিত হলো। যে সব মুসলমান সৈন্য তখনও যুদ্ধ করছিলো তারাও হতাশ হয়ে পড়লো। তারা নিজেদেরকে যতদূর সম্ভব নিরাপদে রাখার চেষ্টা করলো। কিন্তু অনেকে ছিলেন ব্যতিক্রম। এরমধ্যে

১. উতবার বোনের ছেলে। আবিনিসিয়া অধ্যায় দেখুন।

www.bjilibrary.com

একজন হলেন নাদর-এর পুত্র আনাস। এই নামের অনুকরণে মহানবীর ভৃত্যের নাম রাখা হয় আনাস। নাদর-এর মেয়ে অর্থাৎ আনাসের বোনকে মহানবী বলেন যে, বদর যুদ্ধে তীরের আঘাতে শহীদ হওয়া তার ছেলে সর্বোচ্চ বেহেশত ফেরদৌস-এ আছে। আনাস তাঁর দু'জন সঙ্গীর কাছে এসে দেখেন, তাদের জীবন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাঁরা দুজন যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারছেন না, বা উঁচু কোনো নিরাপদ স্থানেও আশ্রয় নিতে পারছেন না। আনাস তাঁদের বললেন : "তোমরা এখানে বসে আছো কেন?" তাঁরা বললেন : "মহানবীকে হত্যা করা হয়েছে।" আনাস বললেন : "মহানবী মারা গেলে তোমরা তোমাদের জীবন নিয়ে কি করবে? তিনি যেভাবে মারা গেছেন সেভাবে তোমরাও মৃত্যুবরণ করো।"১ এরপর আনাস সেই দিকে অগ্রসর হলেন যেখানে প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিলো। সেখানে তিনি সা'দ ইবন মুয়াজকে দেখতে পেলেন। আনাস তাঁকে বলেন বলে তিনি মহানবীকে পরে বলেন: "বেহেশত! আমি উহুদ পর্বতের অপর পারে এর সুগন্ধ পাচ্ছি।" সা'দ বলেন : "হে আল্লাহর নবী, আনাসের মতো আমি যুদ্ধ করতে পারিনি।" পরে তাঁরা আনাসের মৃতদেহ খুঁজে পান। তাঁরে দেহে দেখা যায় আশিটি আঘাতের চিহ্ন। তাঁর মৃতদেহ চেনার উপায় ছিলো না। তাঁর আঙ্গুল দেখে তার বোন তাঁকে চিনতে পারেন।২

সমতল ভূমি থেকে কিছুটা ওপরে মুসলমান সৈন্যরা আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের পক্ষে এখানে আশ্রয় নেওয়া কিছুটা সহজ হয়েছিলো এ কারণে যে, শত্রু সৈন্যরা যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে করে আর কোনো আক্রমণ প্রচেষ্টা করে নাই। মৃতের সংখ্যা কত তা তখনও গণনা করা হয় নাই। কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ তারা পুরো মাত্রায় গ্রহণ করেছে। তারা মনে করে, যে লোকটার জন্য এই সংঘাত তাকে হত্যা করে তারা নতুন ধর্ম ইসলামকে নির্মূল করেছে এবং তাদের পুরানো ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

যুদ্ধ পরিচালনায় কুরাইশদের শ্লথ প্রয়াস আর কেউ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করুক বা না করুক, মহানবীর দেহরক্ষী হিসেবে পাহারারত কুড়ি জন মুসলমান তা লক্ষ্য করেন। মক্কার সৈন্যদের কাছে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ঐ লোকগুলোকে কখনই বন্দি করা যাবে না এবং তারা মরণপণ যুদ্ধ করে অন্যকেও হত্যা করবে। যেহেতু তাদের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে,

---

১. ওয়াকিদী, ২৮০।

২. বুখারী, খণ্ড, ৫৬, ১২।

www.bjilibrary.com

সেহেতু তাদের উত্তম কাজ হলো 'নিজে বাঁচো এবং অন্যকেও বাঁচতে দাও' এবং বিজয়ের জন্য উৎসব করো।

মহানবী অজ্ঞান হওয়ার পরপরই জ্ঞান ফিরে পান। শত্রুরা তাঁর কাছ থেকে সরে গেলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং সাহাবিদেরকে তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে অগ্রসর হন। এই স্থানটি যেমন তাঁদের জন্য নিরাপদ ছিলো তেমনি সেই স্থান থেকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করাও সহজ ছিলো। কিন্তু তিনি গালে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছিলেন। ধাতু দ্বারা নির্মিত রিং (কড়া) গোশতের মধ্যে বিঁধে গিয়েছিলো। ফলে তাঁরা ক্ষণিকের জন্য থামলেন। আবু উবায়দা দুটো কড়ার একটি হাত দিয়ে এবং অন্যটি দাঁত দিয়ে ধরে তুলে ফেললেন। ক্ষতস্থান থেকে পুনরায় রক্ত ঝরতে লাগলো। খাযরাজ গোত্রের মালিক ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে তা গিলে ফেললেন। মদীনায় তিনি বলেন : "দুটো ভালো জিনিসের মধ্যে একটা আমাদের সামনে আছে।" একমাত্র শহীদ শাম্মাস ছাড়া তিনিই ছিলেন উপস্থিত সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আহত। মহানবী বলেন : "তোমরা যদি এমন কোনো লোককে দেখতে চাও যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে আছে, তাহলে সিনানের পুত্র মালিককে দেখো।" এর মধ্যে আবু উবাইদাও পড়েন। কারণ তিনি দুটো কড়া (রিং) তাঁর দাঁত দিয়ে তুলে ফেলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিলো। মহানবী তাঁদেরকে বলেন : "যাঁর রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশেছে, তাঁর কাছে আগুন পৌঁছাতে পারবে না।"১

ক্ষুদ্র এই দলটি যখন সংকীর্ণ গিরিপথের দিকে যাচ্ছিলো তখন উহুদ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণকারী কয়েকজন মুসলমান সৈন্য তাঁদেরকে দেখতে পান। তাঁরা তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নেমে আসেন। সবার সামনে ছিলেন কা'ব ইবন্ মালিক। তিনি ঠিক মহানবীর মতো একজন লোককে দেখে অবাক হন। তবে এই লোকটির চলনভঙ্গি ছিলো ধীর গতিসম্পন্ন। আরও কাছাকাছি এসে কা'ব তাঁর শিরস্ত্রানের মুখোশের চোখের ছিদ্রপথ দিয়ে মহানবীকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁদের দিকে ফিরে চিৎকার করে বলেন : "হে মুসলমানরা, তোমরা আনন্দিত হও। ইনিই আল্লাহর নবী।" মহানবী তাঁকে ইশারায় চুপ থাকতে বললেন। তিনি ঐ সুসংবাদের কথা আর না বললেও তা মুখে মুখে সবার কাছে পৌঁছে গেলো। সব লোক ছুটে এসে নিশ্চিত হলো যে, কথাটি সত্য।

---

১. ওয়াকিদী, ২৪৭।

www.bjilibrary.com

তাঁরা সবাই এমনভাবে আনন্দিত হলেন যে, মনে হলো, তাঁদের পরাজয় আকস্মিকভাবে বিজয়ে পরিণত হয়েছে।

কা'ব-এর আনন্দপূর্ণ চিৎকার কুরাইশদের একজন ঘোড়সওয়ার শুনতে পায়। কা'ব-এর দলটি কিছুক্ষণ আগে যে স্থানে ছিলো, সেই স্থানেই ঐ ঘোড়সওয়ারটি দাঁড়িয়ে ছিলো। এই ঘোড়সওয়ারের নাম উবাই। সে হলো উমাইয়ার ভাই। উবাই প্রতিজ্ঞা করে যে, তার ঘোড়া 'আউদ'-এর পিঠে চড়েই সে মহানবীকে হত্যা করবে। এ সময় সে ঐ ঘোড়ার পিঠেই ছিলো। সে জেনেছিলো যে, তার প্রার্থিত লোকটি মারা গেছে। তবু সে ঐ মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়ার আগ্রহ দেখায় – সে আসলে মারা গিয়েছে কিনা তা দেখার জন্য। কিন্তু কা'ব-এর চিৎকার শুনে সংকীর্ণ গিরিপথে সে ঘোড়া পরিচালনা করলো এবং মুসলিম বাহিনীর কাছে এসে পৌঁছালো। মুসলমান সৈন্যরা তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। উবাই বললো : "হে মুহাম্মদ, আপনি পালিয়ে গেলেও আমি পালাবো না।" কয়েকজন সাহাবি মহানবীকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রইলেন এবং অন্যরা উবাইকে আক্রমণের উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু মহানবী তাঁদেরকে আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দিলেন। তাঁর চতুষ্পার্শে যাঁরা ঘিরে ছিলেন তাঁরা পরবর্তীকালে বলেন, মহানবী এমন ঝাঁকুনি দিয়ে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন যে, মনে হয়, একটা উটের পিঠে মাছির অবস্থান যেমন নগণ্য, তেমনি তাদের উপস্থিতিও ছিলো নগণ্য। মহানবী হারিছ ইবন্ আস সিম্মাহর-র কাছ থেকে একটা বর্শা নেন এবং তাদের সবার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁদের অবস্থান থেকে তাঁরা নড়ার সাহস পেলেন না। তাঁরা মহানবীর প্রচণ্ড ও মরণপণ দৃঢ়তার প্রতি ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন : "উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহর নবীর এমন ইচ্ছাকৃত প্রয়াসের সাথে অন্য কোনো দৃঢ়তার তুলনা করা যায় না।"[১] উবাই মহানবীর দিকে এগিয়ে গেলো উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে। কিন্তু সে আঘাত করার পূর্বেই মহানবী বর্শা দিয়ে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করলেন। উবাই ষাঁড়ের মতো গর্জন করে উঠলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে সে কোনো রকমে রক্ষা পেলো। ঘোড়া ঘুরিয়ে সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো এবং মক্কাবাসীদের শিবিরে না পৌঁছা পর্যন্ত সে ঘোড়া থামালো না। ঐ শিবিরে তার ভাইপো সাফওয়ান ও অন্য অনেকে সমবেত হয়েছিলো। কান্নাভেজা কণ্ঠে সে তাদেরকে বললো : "মুহাম্মদ আমাকে হত্যা করেছে।" উপস্থিত সবাই তার ক্ষতস্থানের দিকে তাকালো

১. ওয়াকিদী, ২৫১।

www.bjilibrary.com

এবং ক্ষতস্থানের গভীরতাকে হালকাভাবে দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু উবাই নিশ্চিত ছিলো যে, ঐ ক্ষতটি ছিলো প্রাণহর এবং সত্য সত্যই অল্প সময়ের মধ্যে তার আশংকা সত্যে পরিণত হলো। সে বলে : "মুহাম্মদ আমাকে হত্যা করার কথা বলেছে। খোদার কসম, সে যদি আমার ওপর মৃদু আঘাত করতো, তাহলেও আমি মারা যেতাম।" তারা সবাই একথা ভেবে অবাক হলো যে, মুহাম্মদ এখনও মারা যায়নি। উবাই ঠিক ঠিক মহানবীর পাশে ছিলো। কিন্তু শিরস্ত্রাণ পরিহিত একজন লোককে অন্য লোক মনে করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ সংকীর্ণ গিরিপথের চূড়ায় উপস্থিত হওয়ার পর আলী তাঁর বর্ম-এ পানি ভরার জন্য পাথরের গর্তের কাছে যান। তিনি মহানবীকে পানি দেন। কিন্তু স্রোতহীন ঐ পানির গন্ধ এমনই বিকট ছিলো যে তিনি তৃষ্ণার্ত থাকা সত্ত্বেও তা পান করতে পারলেন না। তবু ঐ পানি তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে লেগে থাকা রক্ত ধোয়ার জন্য ব্যবহার করলেন। তাঁরা যে স্থানে অবস্থান করছিলেন ঐ স্থানটিতে সহজে সমতল ভূমি থেকে যাওয়া যেতো। সেজন্য তিনি সবাইকে আরও উঁচু স্থানে যাওয়ার কথা বললেন। তিনি নিজেও একটা পাথরের ধার ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেন। এই স্থান দিয়েই ওঠা যেতো। কিন্তু তাঁর শরীর ছিলো খুবই দুর্বল। তালহা হামাগুড়ি দিয়ে ঐ পাথরের নীচে অবস্থান নিলেন এবং মহানবীকে পিঠে চড়িয়ে ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করলেন। তালহা ছিলেন মারাত্মকভাবে আহত। মহানবীকে ওপরের দিকে তুলতে তাঁকে প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চয় করতে হয়েছিলো। এভাবে মহানবী নির্দিষ্ট উঁচু স্থানে পৌঁছাতে সক্ষম হন। তালহা সম্পর্কে ঐ দিন মহানবী বলেন : "পৃথিবীতে হাঁটা-চলা করেও শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে এমন ব্যক্তিকে কেউ দেখতে চাইলে উবাইদুল্লাহর পুত্র তালহাকে দেখো।"১

ইতিমধ্যে তাঁরা এমন এক স্থানে এসে পৌঁছান যে স্থানটি তাদের সাময়িক শিবির হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মধ্যগগনে সূর্য উঠলে তাঁরা জোহরের নামাজ পড়েন। মহানবী নামাজে ইমামতি করেন। বসে বসেই তিনি নামাজ পড়ান এবং সবাই তাঁকে অনুসরণ করেন। এরপর তাঁরা সবাই শুয়ে পড়েন এবং অনেকে গভীর ও সতেজকারক ঘুমে নিমজ্জিত হন। সমতল ভূমি ভালোভাবে দেখা যায় এমন সুবিধাজনক স্থানে পালাক্রমে পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

---

১. ইবন্ হাম্বল, ৫৭১।

www.bjilibrary.com

প্রতিশোধ

কুরাইশরা তাদের মৃত ও আহত সৈন্যদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ক্ষতি খুব বেশি হয় নাই – তিন হাজারের মধ্যে মাত্র বাইশ জন সৈন্য নিহত হয়। অতঃপর তারা তাদের শত্রু সৈন্যের মৃতদেহ গুণতে থাকে। তারা প্রায় পঁয়ষট্টি জনের মৃতদেহ পায় – এদের মধ্যে অনেককে তারা চেনেই না। মৃতদেহের মধ্যে মাত্র তিন জন ছিলেন স্বদেশত্যাগী। এরা হলেন : হাশিম গোত্রের হামজা, আবদ্ আদ-দর গোত্রের মূ'সাব এবং আবদুল্লাহ ইবন্ জাহাস। মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছু দূরে আরও কিছু সৈন্যের মৃতদেহ এবং কয়েকজন আহত সৈন্য ছিলো। কিন্তু তাদেরকে তারা দেখতে পায় নাই। এদের মধ্যে ছিলেন শাম্মাস। তিনি তখনও জীবিত ছিলেন কিন্তু নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। বৃথাই তারা মুহাম্মদের মৃতদেহ খুঁজে ফিরলো। তারা যখন মুহাম্মদের মৃতদেহ খুঁজছিলো, ওয়াহশি তখন হামজার মৃতদেহের কাছে গিয়ে তাঁর পেট চিরে ফেলে এবং যকৃত কেটে ফেলে। অতঃপর সে ঐ যকৃত হিন্দ-এর কাছে নিয়ে যায়। সে হিন্দকে বলে : 'আপনার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করার বদলে আমি কি পাবো?' উত্তরে হিন্দ বলে : 'যুদ্ধলব্ধ মালে আমার অংশের সবটাই।' ওয়াহশি বললো : 'এটা হামজার যকৃত।' হিন্দ তার কাছ থেকে ঐ যকৃত নিয়ে এক টুকরা কামড়িয়ে চিবাতে শুরু করলো। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সে সামান্য একটু অংশ গিলে ফেলে বাকীটুকু ফেলে দিলো। অতঃপর সে বললো : 'হামজার মৃতদেহ কোথায় আছে আমাকে দেখিয়ে দাও।' মৃতদেহের কাছে পৌঁছে সে তাঁর নাক, কান ও অন্য অংশের গোশত কেটে নেয়। সে তার গলার হার, ব্রেসলেটের সাথে ঝুলন্ত অলংকার ও পায়ের মল খুলে ওয়াহশিকে দিয়ে দেয়। তার সাথে যে সব মহিলা ছিলো তাদেরকে সে অন্য সব মৃতদেহ বিকৃত করার কথা বলে। তারা সবাই মৃত মুসলমান সৈন্যদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ কেটে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং কর্তিত অঙ্গ অলংকার হিসেবে ধারণ করে, এবং হিন্দ একটা পাথরের ওপর উঠে বিজয়ের গান গায়। কুরাইশদের এক বা দুই জন লোক তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা নিবৃত্ত করার জন্য মৃতদেহ বিকৃত করতে চায়। কিন্তু

www.bjilibrary.com

তাদের বেদুইন মিত্ররা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আবু সুফিয়ান তার বর্শা দিয়ে হামজার মুখের পাশে আঘাত করছিলো এবং বলছিলো : 'স্বাদ গ্রহণ করো বিদ্রোহী।' এ সময় কিনানাহ গোত্রের একটা উপগোত্রের নেতা হুলায়স পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো। আবু সুফিয়ান যেন শুনতে পায় এমন জোরে সে বললো : 'হে কিনানাহ-র পুত্ররা, চাচাত ভাইয়ের মৃতদেহের ওপর যে এমন কাজ করছে সে কি কুরাইশদের নেতা হতে পারে?' আবু সুফিয়ান বললো : 'গোল্লায় যাও তুমি। এ কথা আর বলো না। হঠাৎ করে এ কাজ করেছি, আর করবো না।'১

ইতিমধ্যে হানজালার পিতা আবু আমীর তার পুত্রের মৃতদেহের কাছে এলো। পুত্রের মৃত্যুতে সে গভীর শোক প্রকাশ করে বললো : 'আমি কি এই লোকটি (সে মহানবী সম্পর্কে ইঙ্গিত করলো) সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করে দেই নাই? তুমি ছিলে তোমার পিতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ, আজীবন তুমি ছিলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং মৃত্যুর পর তুমি শুয়ে আছো ফুলের মতো, তোমার সঙ্গীদের সাথে। আল্লাহ যদি এই নিহত ব্যক্তিকে (সে হামজা সম্পর্কে ইঙ্গিত করলো) অথবা মুহাম্মদের কোনো অনুসারীকে উত্তম পুরস্কার দেন, তাহলে তিনি যেন তোমাকেও উত্তম পুরস্কার দেন।'২ এরপর সে কঠোর দৃষ্টিতে হিন্দ ও অন্য মহিলাদের দিকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললো : 'আমার ও তোমাদের বিপক্ষে হানজালা থাকলেও, হে কুরাইশরা, তার মৃতদেহ বিকৃত করো না।' তার এই ইচ্ছাকে তারা সম্মান জানায়।

এ কথা এখন সবাই মেনে নেয় যে, উবাই ভুল করে নাই এবং মহানবী তাঁর সৈন্যসহ সমতল ভূমি থেকে উপরে কোথাও আছেন। যুদ্ধ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং পর্বতে আক্রমণ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। ক্রীতদাসদেরও শিবিরে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের সৈন্য দলের মৃতদেহগুলো কবর দেওয়া এবং বিপক্ষ দলের মৃতদেহের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার পর তারা মৃত সৈনিকদের অস্ত্র বা অন্য যা কিছু পাওয়া গেলো তা নিয়ে উটের পিঠে তুললো। অতঃপর তারা স্থান ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু চলে যাওয়ার পূর্বে আবু সুফিয়ান তার উৎকৃষ্ট খচ্চরে চড়ে পর্বতের পাদদেশের দিকে এগিয়ে চললো। মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ যে স্থানে অবস্থান করছিলেন, এই স্থানটি ছিলো তার খুব কাছেই। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললো : 'যুদ্ধে জয়-পরাজয় পালাক্রমে হয় এবং এক দিনের পরিবর্তে আজ প্রতিশোধ নেওয়া হলো।

১. ইবন্ ইসহাক, ৫৮২।
২. ওয়াকিদী, ২৭৪।

www.bjilibrary.com

হে হুবল, তোমার প্রশংসা করছি! তোমার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করো!' মহানবী এ কথার জওয়াব দেওয়ার জন্য উমরকে এগিয়ে গিয়ে বলতে বললেন: 'আল্লাহ সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আমরা সবাই সমান নই : আমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তারা আছে বেহেশতে এবং তোমাদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে তারা আছে দোজখে।' উমর পাহাড়ের ধারে গিয়ে এমন এক স্থানে দাঁড়ালেন যার নিচে ছিলো আবু সুফিয়ান। তিনি মহানবীর কথা তাকে শোনালেন। উমরের কণ্ঠস্বর বুঝতে পেরে আবু সুফিয়ান বললো : 'খোদার কসম করে আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, আমরা কি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি?' উমর বললেন : 'খোদার কসম, না। তোমার কথাও তিনি শুনতে পাচ্ছেন।' উত্তরে আবু সুফিয়ান বললো : 'আমি ইবন্ কামিয়াহ-র কথার পরিবর্তে তোমার কথা গ্রহণ করলাম।' আবু সুফিয়ান চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো। কিন্তু অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে সে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো : 'তোমাদের কিছু মৃতদেহকে বিকৃত করা হয়েছে। খোদর কসম, এতে আমি কোনো আনন্দ পাইনি বা ক্রুদ্ধও হইনি। এ কাজে কাউকে আমি বাধা দেই নাই বা এ কাজ করার নির্দেশও আমি দেই নাই।' অতঃপর সে আবার বললো : 'আমাদের সাথে তোমাদের পরবর্তী বছরে সাক্ষাত হবে বদর প্রান্তরে।' এ কথা শুনে মহানবী তাঁর একজন সাহাবিকে পর্বতের ধারে পাঠান এবং আবু সুফিয়ানের কথার জবাবে বলতে বলেন : 'পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে আমাদের মধ্যে সাক্ষাত অবশ্যই হবে।'১

সমতল ভূমির এক প্রান্তে যেখানে আবু সুফিয়ানের সৈন্যরা তার জন্য অপেক্ষা করছিলো সে দিকে সে যাত্রা শুরু করলো। অতঃপর তারা সবাই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলো। তাদের গতিবিধি দূর থেকে উমরের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব ছিলো না। সে কারণে মহানবী তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য জুহরা গোত্রের সা'দকে সমতল ভূমিতে পাঠালেন। সা'দকে মহানবী বললেন : 'তাদেরকে যদি উটে চলে ঘোড়া পরিচালনা করতে দেখো তাহলে তারা মক্কার দিকে যাবে। কিন্তু তারা যদি ঘোড়ায় চড়ে উট পরিচালনা করে তাহলে তারা মদীনার দিকে যাবে। মদীনার দিকে যদি তাদের যাওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তাদেরকে অতিক্রম করে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।' সা'দ গিরিখাত দিয়ে নিচের দিকে নেমে মহানবীর ঘোড়াটি যেখানে বাঁধা ছিলো

১. ইবন্ ইসহাক, ৫৮৩।

www.bjilibrary.com

সেখানে গেলেন। উহুদ-এ আসার পর থেকে ঘোড়াটি এখানেই ছিলো। তিনি মক্কাবাসীদের অনুসরণ করেন একটা ঘোড়ায় চড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি মক্কাবাসীদের গতিবিধি স্পষ্টভাবে দেখতে না পান ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের অনুসরণ করেন। অতঃপর তিনি সুসংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি জানান যে, তিনি তাদের ঘোড়সওয়ারদের উটের পিঠে দেখেছেন এবং তাদের ঘোড়াকে তারা সাথে করে পরিচালিত করছে। তাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ আমর১, যিনি খালিদের সাথে পদাতিক বাহিনীর চূড়ান্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, পরবর্তীকালে বলেন : 'আমরা শুনি যে, ইবন্ উবাই তৃতীয় একটা বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফেরত যায় এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক শহরে অবস্থান করছে। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি নাই যে, যারা পশ্চাদপসরণ করেছে তারা আক্রমণে ফিরে আসবে কি আসবে না। আমাদের অনেকে আহত হয়েছিলো এবং আমাদের প্রায় সব ঘোড়া তীরবিদ্ধ হয়। ফলে আমরা আমাদের নিজের পথেই যাত্রা করি।'২

১. 'আবিসিনিয়া' অধ্যায় দেখুন।

২. ওয়াকিদী, ২৯৯।

www.bjilibrary.com

শহীদদের দাফন

মহানবী তাঁর সাহাবিগণকে নিয়ে সমতল ভূমিতে নেমে এলেন। হামজার মৃতদেহ খোঁজার জন্য হারিছ ইবন্ আস-সিম্মাহকে প্রথমে পাঠানো হয়। হামজার মৃতদেহ দেখে তিনি খুবই ভীত হয়ে পড়েন এবং সেই দৃশ্যের কথা মহানবীকে বলতে হবে এ কথা ভেবে তিনি ফিরতে দেরি করেন। তাঁর খোঁজ নেওয়ার জন্য আলীকে পাঠানো হয়। হামজার বিকৃত দেহের কাছে হারিছকে ভয়ে অভিভূত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁরা দু'জনেই একত্রে ফিরে আসেন। হামজার মৃতদেহকে কিভাবে বিকৃত করা হয়েছে তা দেখে মহানবী বলেন : 'আমি এখনকার চেয়ে বেশি ক্রোধ কখনও অনুভব করি নাই। পরে কুরাইশদের ওপর আল্লাহ আমাকে বিজয়ী করলে আমি তাদের ত্রিশ জন মৃতদেহের বিকৃতি ঘটাবো।'১ কিন্তু এর পরপরই সেখানে ওহী নাজিল হয় : 'যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তা-ই তো উত্তম।'২ তাঁর এই হুমকি বাস্তবায়ন থেকে তিনি শুধু বিরতই থাকেন নাই, প্রতিটি যুদ্ধের পর তিনি মৃতদেহ বিকৃত না করার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তদুপরি তিনি যুদ্ধের সময় সবাইকে মানুষের মুখমণ্ডলের প্রতি সম্মান দেখানোর কথা বলেছেন। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে মানুষের মুখমণ্ডলই খোদার মতো : 'তোমাদের মধ্যে কেউ কাউকে আঘাত করলে তার মুখে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ আল্লাহ তাঁর নিজের সাদৃশ্যে আদমকে সৃষ্টি করেন।'৩

হামজার মৃতদেহের অনতিদূরেই আবদুল্লাহ ইবন্ জাহাসের মৃতদেহ পড়েছিলো। তাঁর মৃতদেহও বিকৃত করা হয়। এদের মৃতদেহ থেকে দৃষ্টি

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৫৮৪।

২. কুরআন, ১৬ : ১২৬।

৩. আহমদ ইবন্ হাম্বল, ১/২৫১; মুসলিম, ৪৫/৩২।

www.bjilibrary.com

ফিরিয়ে মহানবী যখন অন্য মৃতদেহের দিকে তাকান তখন তাঁর দৃষ্টিতে একটা ভিন্ন দৃশ্য ধরা পড়ে। তাঁর নিকট সম্পর্কীয় দু'টি মৃতদেহের মধ্যে একটি হলো হানজালার। কুরাইশদের কোনো পুরুষ বা মহিলা তাঁকে স্পর্শ করার সাহস পায় নাই। তিনি মাটিতে এমনভাবে শুয়ে আছেন, যেন ফেরেশতারা তাঁকে ঐ ভাবে শুইয়ে দিয়েছে। মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণেও তাঁর চুল ছিলো ভিজা। তাঁর প্রতিভাত সৌন্দর্য ও শান্তির মধ্যে বেহেশতের চিহ্ন ফুটে উঠেছিলো। তাঁর এ অবস্থা দেখে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ তাদের আপনজনের শহীদ হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে। হানজালার পাশ দিয়ে যারাই অতিক্রম করেছে তারাই তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

এ স্থান থেকে সামান্য দূরে ছিলো খাইছামা ও ইবন্ আদ-দাহ্দাহার মৃতদেহ। খাইছামার শহীদ হওয়া পুত্র তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেয় এবং তাঁকে তাঁর সাথে দ্রুত যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। অপরদিকে ছাবিত ইবন্ আদ-দাহ্দাহা এতিম শিশুকে একটা খেজুর গাছ উপহার দেয়। ছাবিতকে দেখে মহানবী বলেন : 'নিচু হয়ে পড়া ঝুলন্ত খেজুরগুচ্ছ, এ ধরনের অসংখ্য ঝুলন্ত গুচ্ছ দাহ্দাহার পুত্র বেহেশতে লাভ করেছে।'১

আউস গোত্রের একটি উপগোত্রের লোকেরা যখন তাদের লোকদের মৃতদেহ খুঁজছিলো তখন তারা অবাক বিস্ময়ে উসাইরিম নামে তাদের একজন লোকের মৃতদেহ দেখতে পায়। মাত্র কয়েক দিন আগেও ইসলাম গ্রহণ না করার জন্য তারা তাঁকে ভর্ৎসনা করে। তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা বলা হলে তিনি বলতেন : 'আপনারা যা বলছেন তা যদি সত্য বলে আমি মনে করি তাহলে ইসলাম গ্রহণে আমি ইতস্তত করবো না।' তাঁকে দেখা গেলো ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মাকভাবে আহত অবস্থায়। তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো : 'আপনি এখানে এসেছেন কেন? আপনি কি আপনার লোকদের দেখাশোনা করার জন্য এসেছেন, না ইসলামের জন্য এসেছেন?' তিনি বললেন : 'ইসলামের জন্য। হঠাৎ করে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলাম গ্রহণ করি। অতঃপর আমি তলোয়ার নিয়ে আজ সকালে আল্লাহর নবীর সাথে থাকার জন্য চলে আসি। আঘাত পাওয়ার পর এখানে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি যুদ্ধ করি।' তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে অপেক্ষা করলো। এ কথা তারা মহানবীকে জানালে তিনি বলেন যে, সে বেহেশতবাসীদের মধ্যে একজন। পরবর্তীকালে উসাইরিম সম্পর্কে এ কথা বলা হয় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের

---

১. ওয়াকিদী, ৫০৫।

www.bjilibrary.com

এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়েও তিনি বেহেশতে প্রবেশ করেছেন।

মৃতদেহগুলোর মধ্যে তারা একজন আগন্তুককে দেখতে পায়। প্রথমে কেউ তাঁকে চিনতে পারে নাই। পরে একজন লোক তাঁকে চিনতে পারেন। এই মৃত ব্যক্তির নাম মুখাইরিক – তিনি হলেন ইহুদী ছালাবা গোত্রের একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রব্যাখ্যাকারী। পরবর্তীকালে তারা জানতে পারে যে, ঐ দিন সকালে তিনি তাঁর লোকদের ডাকেন এবং মহানবীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক তাদেরকে মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে মহানবীর সাথে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কথা বলেন। তারা এ কথার প্রতিবাদ করে বলে যে ঐ দিন হলো কর্মবিরতির জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট। এ কথার উত্তরে তিনি বলেন: তোমরা কর্মবিরতির জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট দিন আসলে মান্য করো না।' তারপর তিনি তাদেরকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে সাক্ষী থাকার কথা বলেন যে, মুহাম্মদ তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনি বলেন : 'আমি যদি আজ নিহত হই, আমার সব সম্পত্তি মুহাম্মদের। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তিনি তা ব্যবহার করতে পারবেন।' এরপর তিনি তাঁর তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে উহুদের পথে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। পরবর্তী সময়ে মদীনায় যে দান বিতরণ করা হয় তার একটা বৃহৎ অংশ আসে সেই খেজুর বাগান থেকে যেটা মহানবী মুখাইরিখ-এর কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেন। মহানবী তাঁকে 'ইহুদীদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি' বলে আখ্যায়িত করেন।

মক্কাবাসীরা যে পথে এসেছিলো সেই পথেই তারা ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে – এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলে মদীনার সবাই নিরাপদ বোধ করে। দুপুর থেকে তারা যে সব কথা শুনেছে তা কতটা সত্য বা গুজব তা দেখার জন্য এবং আহতদের পরিচর্যা করার জন্য মহিলারা শহর থেকে বেরিয়ে পড়ে। মহিলাদের মধ্যে যাঁরা প্রথমে আসেন তাঁরা হলেন – সাফিয়া, আয়েশা এবং উম্মে আইমান। সাফিয়াকে আসতে দেখে মহানবী মর্মপীড়া অনুভব করেন এবং জুবায়েরকে ডেকে বলেন : 'তোমার মায়ের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো এবং এখনই হামজার কবর খুড়ে ফেলো। তোমার মায়ের কাছে যাও এবং তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তাঁর ভাইয়ের কি হয়েছে তিনি যেন তা দেখতে না পান।' অতঃপর জুবায়ের তাঁর মা'র কাছে গিয়ে বলেন : 'মা, আল্লাহর নবী আপনাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।' কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি আসার পর সাফিয়া সব সংবাদ জানতে পারেন। সাফিয়া বলেন : 'আমি কেন ফিরে যাবো? আমি শুনেছি যে, আমার ভাইয়ের মৃতদেহ বিকৃত করা হয়েছে। এটা যদি আল্লাহর

www.bjilibrary.com

ওয়াস্তে করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা তা পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করবো। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি শান্ত ও ধৈর্যশীল থাকবো।' জুবায়ের মহানবীর কাছে এসে সব কথা বললে তিনি সাফিয়ার পথ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন। অতঃপর সাফিয়া এসে তাঁর ভাইয়ের দিকে তাকালেন, তাঁর জন্য দোওয়া করলেন এবং উচ্চারণ করলেন : 'নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।' এরপর সবাই কুরআনের সেই বাণীর কথা স্মরণ করলেন যে ওহী বদর যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছিলো : 'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের – যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। এরাই তারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।'১

অতঃপর সাফিয়া তাঁর বোন উমাইমার ছেলে আবদুল্লাহ ইবন্ জাহাস-এর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে দোওয়া করলেন। শীঘ্রই তাঁর সাথে ফাতিমা যোগ দিলেন। এ দু'জন মহিলা মৃত ব্যক্তিদের জন্য ক্রন্দন করলেন এবং তাঁদের সাথে মহানবীও কাঁদলেন এবং এর ফলে তাঁর কষ্ট কিছুটা লাঘব হলো। ফাতিমা তখন তাঁর পিতার ক্ষত স্থান পরিষ্কার করে দিলেন। তারা দেখলেন তাঁদের চাচাত বোন এবং আবদুল্লাহর বোন হামনাহ এগিয়ে আসছেন। হামনার স্বামী মূ'সাব এবং তার ভাই ও চাচা নিহত হন। এ সংবাদ হামনাহকে দেওয়ার সময় তাঁরা আরও বেশি দুঃখ-ভারাক্রান্ত হন। তুমুল যুদ্ধের সময় মহানবী মূ'সাবকে পতাকা হাতে দেখেছেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি মূ'সাবকে ডাকলেন। কিন্তু ঐ লোকটি উত্তর দেন : 'আমি মূ'সাব নই।' তিনি জানতে পারেন যে ঐ পতাকাধারী ব্যক্তি একজন ফেরেশতা এবং মূ'সাব হয় নিহত হয়েছেন, আর না হয় পঙ্গু হয়েছেন। মহানবী ঐ মৃতব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে এই আয়াতটি পাঠ করলেন : 'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, ওদের কেউ কেউ শাহাদত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন করে নাই।'২

---

১. কুরআন, ২ : ১৫৩-৭।

২. কুরআন, ৩৩ : ২৩।

www.bjilibrary.com

মহানবী সব মৃতদেহকে সংগ্রহ করে হামজার মৃতদেহের পাশে রাখতে এবং কবর খননের নির্দেশ দিলেন। হামজার মৃতদেহ বড় ঢিলা জামা দিয়ে আবৃত করা হলো এবং মহানবী তাঁর জানাজা নামাজ পড়লেন। এরপর তিনি প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথকভাবে দোওয়া করলেন। সর্বমোট তিনি বাহাত্তর বার দোওয়া করলেন। একটা করে কবর খনন শেষ হলেই তার মধ্যে দুই বা তিন জনকে দাফন করা হচ্ছিলো। হামজা ও তাঁর চাচাত ভাই আবদুল্লাহকে একই কবরে দাফন করা হলো। সব ক'টি দাফন কাজে মহানবী নিজে তদারকি করলেন। তিনি বললেন : 'জামুহ্-এর পুত্র আমর এবং আমরের পুত্র আবদুল্লাহকে দেখো। এই পৃথিবীতে তাঁরা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। সুতরাং তাদের একই কবরে দাফন করো।' কিন্তু আমরের স্ত্রী এবং আবদুল্লাহর (জাবিরের পিতা) বোন হিন্দ ইতিমধ্যে ঐ দুই মৃতদেহকে একত্রে করেন এবং সেই সাথে জড়ো করেন তাঁর পুত্র খাল্লাদকে। তিনি তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর উট সমতল ভূমির এক প্রান্তে যাওয়ার পর আর অগ্রসর হলো না। মহানবী হিন্দকে বলেন যে, আল্লাহর নির্দেশে এমনটি হয়েছে। ফলে হিন্দ ঐ তিন ব্যক্তির মৃতদেহকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। ঐ তিন জনকে একই কবরে দাফন করা হয় এবং দাফন শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহানবী কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। মহানবী বলেন : 'হে হিন্দ, তাদের সবাই বেহেশতে একসাথে রয়েছে – আমর, তাঁর পুত্র খাল্লাদ এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ।' হিন্দ বললেন: 'হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর কাছে দোওয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাঁদের সাথে রাখেন।'

অন্যান্য মৃত ব্যক্তির মতো মুজাইনা গোষ্ঠীর একজন লোকের কাছে তাঁর নিজের কোনো লোক ছিলো না। তিনি যুদ্ধ করেন বীরত্বের সাথে। মহানবী ঐ মৃতদেহের কাছে গেলেন এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন : 'আমি তোমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, আল্লাহ যেন তেমনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হন।'[১] ঐ লোকটি সবুজ রঙের ডোরাকাটা কাপড়ের জামা পরেছিলেন। তাঁকে ঐ জামা দিয়ে জড়ানো হলো এবং তাঁকে কবরে শোয়ানোর পর মহানবী কাপড় টেনে তাঁর মুখ ঢেকে দিলেন। কাপড় কম থাকার কারণে তাঁর পা আলগা হয়ে গেলো। সেজন্য মহানবী তাদেরকে সমতল ভূমি থেকে ঘাস জাতীয় কিছু এনে তাঁর পায়ের ওপর বিছিয়ে দিতে বললেন। যে সব মৃতদেহের পা আলগা ছিলো তাঁদের ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ করার নির্দেশ দিলেন। কারণ

---

১. ওয়াকিদী, ২৭৭।

www.bjilibrary.com

মৃতদেহের ওপর মাটি ফেলার পুর্বেই তাঁর মুখ ও পা অবশ্যই ঢেকে দিতে হবে।

সর্বশেষ কবর দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর মহানবী তাঁর ঘোড়া আনতে বললেন। ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে অবতরণ করলেন – যে পথ দিয়ে প্রত্যুষে তাঁরা উপরে উঠেছিলেন। লাভা অঞ্চলের শুরুতে আসার পর তিনি সবাইকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করতে বললেন। মক্কার দিকে মুখ করে পুরুষরা দু'টা লাইন করলেন। তাঁদের পেছনে রইলেন সর্বমোট চৌদ্দ জন মহিলা। মহানবী আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করে প্রার্থনা করলেন : 'হে আল্লাহ, আমি তোমার আশীর্বাদ, তোমার করুণা, তোমার দয়া ও তোমার আশ্রয় কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে শাশ্বত সুখ কামনা করছি যা ম্লান হয় না, বিলীন হয় না। হে আল্লাহ, ভয়ের দিনে আমি তোমার নিরাপত্তা এবং অভাবের দিনে প্রাচুর্য কামনা করছি।'১

১. ওয়াকিদী, ৩১৫।

www.bjilibrary.com

উহুদ যুদ্ধের পর

মদীনায় পৌঁছাতে তাঁদের সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং তাঁরা মসজিদে গিয়ে মাগরিবের নামাজ পড়েন। মহানবী বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শুয়ে পড়েন। তিনি এমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন যে ঈশার নামাজের জন্য বেলালের আজান তিনি শুনতে পান নাই। তিনি ঘুম থেকে জেগে একই ঘরে ঈশার নামাজ পড়েন। সাহায্যকারীদের মধ্যেকার সা'দ নামের দুই ব্যক্তি এবং আউস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য নেতৃবর্গ সারা রাত মসজিদের দরজায় পালাক্রমে পাহারা দেন। কারণ কুরাইশরা প্রত্যাবর্তন করতে পারে, এমন একটা আশংকা সব সময় ছিলো। পরদিন ভোরবেলায় ফজর নামাজ শেষে মহানবী বেলালকে ঘোষণা করতে বলেন যে, শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। তিনি বলেন : 'গতকালের যুদ্ধে যারা উপস্থিত ছিলো তারাই কেবল আমাদের সাথে যাবে।'

নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যাওয়ার পর দেখেন যে, অধিকাংশ লোক তাদের ক্ষতস্থান পরিচর্যা করছে অথবা তাদের স্ত্রীরা তাদের পরিচর্যা করছে। কারণ, উহুদে যাঁরা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রায় কেউ অক্ষত ছিলেন না। অনেকে আহত হয়েছিলেন মারাত্মকভাবে। মহানবীর নির্দেশ শোনার পর তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে পুনরায় বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু মালিক ও শাম্মাস তৈরি হতে পারলেন না। মালিক এমনই দুর্বল ছিলেন যে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ তাঁকে পরিচর্যা করছিলেন। শাম্মাস-এর জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় কেউ মদীনায় ছিলো না। তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অজ্ঞান অবস্থায় আয়েশার কামরায় নিয়ে আসা হয়। কিন্তু উম্মে সালমা তাঁর গোত্রের এই লোকটিকে পরিচর্যার অধিকার দাবি করেন। সে জন্য শাম্মাসকে তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তাঁর মৃত্যু অবধারিত বলে মনে করা হয়। এ জন্য মহানবী তাঁকে মদীনায় কবর না দিয়ে উহুদে তাঁর সঙ্গী অন্য শহীদের সাথে কবর দেওয়ার কথা বলেন।

মহানবীই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি তাঁর ডান কাঁধ প্রায় নাড়াতে পারছিলেন না। তাঁর মাথা লক্ষ্য করে যে আঘাত

www.bjilibrary.com

করা হয়েছিলো তা লাগে তাঁর ঘাড়ে। বাইরে যাওয়ার সময় জানার জন্য তালহা এসে অবাক হন। মসজিদের দরজার কাছে তিনি মহানবীকে ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় দেখতে পান। শিরস্ত্রাণের বাড়তি অংশ দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ছিলো আবৃত এবং ছিদ্রপথে তাঁর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। অক্ষম থাকা সত্ত্বেও তালহা প্রস্তুত হওয়ার জন্য দৌড়ে বাড়ি গেলেন।

সালিমা গোত্রের লোকদের মধ্যে যারা বাইরে যান তাদের মধ্যে চল্লিশ জন লোক ছিলেন আহত। এর মধ্যে অনেকের দশটিরও বেশি আঘাতজনিত ক্ষত ছিলো। নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা যখন মহানবীর জন্য লাইন করে দাঁড়ান তখন মহানবী তাঁদের অবস্থা দেখে খুবই আনন্দিত হন। তিনি অনুধাবন করেন যে, তাঁদের দেহের ওপর তাঁদের আত্মার শক্তি প্রবল। তিনি তাঁদের জন্য প্রার্থনা করলেন : 'হে আল্লাহ, সালিমা গোত্রের লোকদের ওপর দয়া করো।' এ সব গোত্রের মধ্যে এমন একজন লোক তাদের সাথে যাত্রা করেন যিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। এই লোকটির নাম জাবির। মহানবীর নির্দেশের কথা শুনে তিনি ঐ দিন সকালে মহানবীর কাছে গিয়ে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমি উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আমার পিতা আমার ওপর আমার সাত বোনের ভার দিয়ে যান। শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহ আমার চেয়ে আমার পিতাকেই পছন্দ করেছেন। আমি অবশ্য শহীদ হওয়ার জন্য বেশি আগ্রহী ছিলাম। হে আল্লাহর নবী, আপনি এখন আমাকে আপনার সাথে যাওয়ার অনুমতি দিন।' মহানবী তাঁকে অন্যান্যদের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মদীনা থেকে প্রায় আট মাইল দূরে তাঁর প্রথম যাত্রাবিরতি করেন। শত্রুরা ইতিমধ্যে 'রাওহা' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এই স্থানটি মুসলমানদের যাত্রাবিরতির স্থান থেকে খুব দূরে ছিলো না। মহানবী তাঁর দলের লোকজনকে সমতল ভূমির বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাঁদেরকে যতটা সম্ভব কাঠ জোগাড় করতে বললেন। প্রত্যেককে তিনি পৃথকভাবে কাঠের স্তূপ করতে বললেন। সন্ধ্যার মধ্যে তাঁরা পাঁচশ'র বেশি এমন স্তূপে আগুন ধরিয়ে দেন। অগ্নিশিখা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। মনে হয়, একটা বিরাট বাহিনী শিবির স্থাপন করেছে। খুজা'য়া গোত্রের একজন লোক আবু সুফিয়ানকে এই ধারণা সত্য বলে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়। ঐ লোকটি মূর্তিপূজক হলেও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। সে আবু সুফিয়ানকে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা কথা বলে যে, মদীনার সব লোক তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। উহুদ যুদ্ধে যারা

www.bjilibrary.com

অংশগ্রহণ করে নাই, তারা এবং তাদের মিত্ররা সবাই এই অভিযানে অংশ নিয়েছে। সে বলে : 'তাদের পদাতিক বাহিনীর অগ্রবর্তী দল দেখা গেলে তোমরা, খোদার কসম, আর এগিয়ে যেতে পারবে না।' কুরাইশদের মধ্যে অনেকে ফিরে গিয়ে মদীনা আক্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাদের যত দ্রুত সম্ভব মক্কায় ফিরে যাওয়া উচিত। তবু আবু সুফিয়ান মহানবীর জন্য বিদায়ের আগে একটা সংবাদ রেখে যায়। খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মদীনাগামী একদল উট যাত্রীর কাছে সে ঐ সংবাদটি মহানবীর কাছে পৌঁছে দিতে বলে। ঐ সংবাদটি হলো : 'আমার তরফ থেকে মুহাম্মদকে বলে দিও, সে ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যারা এখনও বেঁচে আছে তাদেরকে এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য আমরা আবার ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা তাকে এ কথা বলবে। ফিরে আসার পথে যখন তোমরা 'ওকাজ' নামক স্থানে পৌঁছাবে, শুকনা আঙ্গুর, মনাক্কা ও কিশমিশ বহনকারী উট-এর মাল আমি নেবো।' তারা মহানবীর কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার পর মহানবী সম্প্রতি নাজিলকৃত ওহীর ভাষায় তার জবাব দেন : 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট: এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।'১

মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার শিবিরে অবস্থান করেন। প্রতি রাতেই তাঁরা কাঠের স্তূপে আগুন জ্বালান। এ সময়টা ছিলো তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও প্রচুর খাদ্যসামগ্রীর। এর আগের গ্রীষ্মকালে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়। সা'দ ইবন্ উবাদা ত্রিশটি উটভর্তি খেজুর প্রেরণ করেন এবং অন্যরা জবাই করার জন্য পশু নিয়ে আসে। বৃহস্পতিবার তাঁরা মদীনায় ফিরে আসেন।

মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ মদীনার বাইরে যাওয়ার পর শাম্মাস ইন্তেকাল করেন। তাঁকে উহুদ প্রান্তরে কবর দেওয়া হয়। তাঁদের অনুপস্থিতির সময় মালিকও ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে মদীনায় কবর দেন। মহানবী তাঁর মৃতদেহ উহুদ প্রান্তরে নিয়ে কবর দেওয়ার নির্দেশ দেন।

উহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর ইবন্ উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ রাতের এক অংশে ক্ষতস্থানে গরম লোহার সেঁক দিয়ে কাটান। অন্যদিকে তাঁর পিতা শত্রুদের আক্রমণের জন্য বেরিয়ে যায়। সে বলে : 'খোদার কসম, সব কিছুই আমি দেখতে পেয়েছি বলে মনে হয়।' তার পুত্র বলে :

---

১. কুরআন, ৩ : ১৭৩।

www.bjilibrary.com

'আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুসলমানদের জন্য যা করেছেন তা মঙ্গলজনক।' কিন্তু ইবন্ উবাই ঐ কথার জবাব দেওয়ার জন্য মুখ খুললো না। সে বললো : 'তারা যদি আমাদের হত্যা করতো তাহলে তাদের হত্যা করা যেতো না।' অন্যান্য যোদ্ধাদের সাথে তার ছেলে মদীনায় অনুপস্থিত থাকার সময় সে যেমন চুপ ছিলো না, তেমনি ইহুদীরাও পূর্বের চেয়ে বেশি কথা থেকে বিরত ছিলো না। "মুহাম্মদ রাজত্ব প্রার্থী ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো নবীই এ ধরনের বিপরীতমুখী অবস্থার সম্মুখীন হয় নাই। সে যেমন নিজের দেহ নিজে কামড়িয়েছে, তেমনি কামড়িয়েছে তার সঙ্গীদের দেহ।"

কাঠের স্তূপে অগ্নি সংযোগের অভিযান থেকে ফিরে আসার পর ইহুদী ও মোনাফেকদের কথিত এসব কথা উমরের কাছে বলা হয়। উমর তৎক্ষণাৎ মহানবীর কাছে গিয়ে এসব কথার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহানবী তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করেন। 'আল্লাহ তাঁর ধর্মকে রক্ষা করবেন', তিনি বলেন, 'এবং তিনি তাঁর রসূলকে ক্ষমতাবান করবেন।' অতঃপর তিনি বলেন : 'হে খাত্তাবের পুত্র। কুরাইশরা আর কোনোদিন সেদিনের মতো আমাদের কাছ থেকে লাভবান হবে না এবং আমরা 'কোণ'কে অভিনন্দন জানাবো।'১ অর্থাৎ তিনি বলতে চান যে, তাঁরা মক্কায় প্রবেশ করবেন এবং কালো পাথরে চুম্বন দেবেন।

মহানবীর নির্দেশের পর উমর কিছু করতে না পারলেও ইবন্ উবাই রেহাই পেলো না। শুক্রবার জুমার নামাজের দিন ইবন্ উবাই মসজিদে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে বসতো। মদীনায় প্রতিপত্তি থাকায় কেউ তার বিরোধিতা করার কথা চিন্তা করতো না। খোতবা দেওয়ার জন্য মহানবী যখন খোতবা দেওয়ার স্থানে দাঁড়াতেন ইবন্ উবাই তখন দাঁড়িয়ে বলতো : 'হে জনগণ, ইনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর অছিলায় আল্লাহ আপনাদের ওপর দানশীল হোন এবং আপনাদের শক্তি দান করুন। আপনারা তাঁকে সাহায্য করুন, সম্মান করুন, তাঁর কথা শুনুন এবং তাঁর আদেশ মেনে চলুন।' তারপর সে নিজের স্থানে গিয়ে বসতো। কিন্তু উহুদ থেকে ফিরে আসার পর প্রথম শুক্রবার দিন সে আগের মতো কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়ালে তার দু'পাশে যে সব আনসার ছিলেন তাঁরা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন : 'হে আল্লাহর শত্রু, তুমি বসো। তুমি ইতিমধ্যে যে কাজ করেছো সে কারণে তোমার আর কথা বলা মানায় না।' অতঃপর সে জামাত ত্যাগ করে ঘন হয়ে বসা মানুষের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যায়। মসজিদের দরজার কাছে একজন আনসার তাকে

---

১. ওয়াকিদী, ৩১৭।

www.bjilibrary.com

দেখতে পেয়ে বলেন : 'তুমি মহানবীর কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বলো, তিনি যেন তোমার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন।' কিন্তু ইবন্ উবাই বললো : 'খোদার কসম, আমি চাই না যে তিনি আমার জন্য ক্ষমার কথা বলুন।'

উহুদ যুদ্ধের পূর্বে মহানবী যুদ্ধসম্পর্কিত অনেক ওহী পান। এসব ওহীতে তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুটো গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোক যুদ্ধের সামান্য আগে বাহিনী ত্যাগ করার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছে এবং আল্লাহ তাদের শক্তিশালী করেছেন ও তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ দুটো গোষ্ঠীর মধ্যে একটা হলো খাযরাজ গোত্রের বনি সালিমা গোষ্ঠী। শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করতে তারা অগ্রসর হওয়ায় মহানবী খুবই খুশি হন। তারা এবং আউস গোত্রের বনি হারিছা গোষ্ঠীর লোকেরা যখন ওহী১ শোনে তখন তারা বলাবলি করে যে, ওহীতে তাদের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ সময় তারা তাদের দুর্বলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে নাই। কারণ তারা জানতে পারে যে, আল্লাহর কাছ থেকে তারা যে শক্তি লাভ করেছে তা তাদের শক্তির চেয়ে উত্তম। অন্যান্য অবতীর্ণ ওহীতে সেই সব জীবিত লোকদের কথা বলা হয় যারা আকস্মিক পদাতিক আক্রমণের সময় ভয়ে পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। যারা প্রথমে মহানবীকে শহরের বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার এবং যুদ্ধে শহীদ হওয়ার কথা বলে তাদের কথা ঐসব ওহীতে বিশেষভাবে বলা হয়। 'তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ।'২

ঐ সব ওহীতে এ কথা মোটামুটিভাবে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, যারা আদেশ অমান্য করেছে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাধ দূর করার প্রায়শ্চিত্ত করেছে এবং এ জন্য তাদের ক্ষমা করা হয়েছে। মহানবী মারা৩ গিয়েছেন এ কথা শোনার পর গভীরভাবে দুঃখিত হওয়া তাদের প্রায়শ্চিত্তের একটা বড় অংশ। ঐ সব ওহীতে অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার অবিশষ্টাংশের সূত্র উল্লেখ করে নিশ্চয় করে বলা হয় যে, আরবের প্রচলিত জীবন পদ্ধতি ধ্বংস হবে এবং

---

১. কুরআন, ৩ : ১২২।
২. কুরআন, ৩ : ১৪২-৩।
৩. কুরআন, ৩ : ১৫২-৫।

www.bjilibrary.com

ইসলাম বিজয়ী হবে। 'তোমাদের আগে অতীত হয়েছে জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো – যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে।'১

ওহীতে ভবিষ্যতের জন্য একটা ভিন্নধর্মী সূত্র ছিলো : 'আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের পুরস্কার দান করবেন।'২

১. কুরআন, ৩ : ১৩৭-৯।
২. কুরআন, ৩ : ১৪৪।

www.bjilibrary.com

প্রতিশোধের শিকার

দুই মাসের বেশি সময় ধরে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নাই। এরপর সংবাদ পাওয়া গেলো যে, বনি আসাদ ইবন্ খুজাইমা মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। জাহাশ পরিবার এবং আসাদ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা, যারা পূর্বে মক্কায় বাস করতো, ইসলাম গ্রহণ করলেও নযদের এই শক্তিশালী ও বড় গোত্রের প্রধান অংশ ছিলো কুরাইশদের মিত্র। উহুদ যুদ্ধে চূড়ান্ত ফলাফল অর্জিত না হওয়ার সুযোগে তারা কুরাইশদের উৎসাহিত করতে থাকে। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা দুর্বলতার পরিবর্তে শক্তি অর্জন করেছে এ কথা তাদের এবং আরবের সব লোকদের কাছে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করে। এ জন্য মহানবী তাঁর চাচাত ভাই আবু সালামার নেতৃত্বে দেড়শ' জনের এক সশস্ত্র সৈন্যদলকে মদীনার অভ্যন্তরে উত্তর সীমান্তের মরুভূমিতে পাঠান। তিনি কুরাইশদের শিবিরে আকস্মিক আক্রমণের কথা বললেও শক্তি অনুযায়ী কাজ করার নির্দেশ দেন। ছোট-খাটো ও সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষে উভয় পক্ষে রক্ত ঝরলেও আবু সালামা সফলতা লাভ করেন। বেদুইনরা পিছু হটে গিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর মুসলমানরা এগারো দিন পর মদীনায় ফিরে আসে বহু উট ও তিন জন বন্দিকে সাথে নিয়ে। উদ্দেশ্য সাধনে এই অভিযান সার্থক হয়। ইসলাম যে ক্ষয়িষ্ণু কোনো শক্তি নয় তা প্রমাণিত হয়।

এ সময় পরিকল্পিত অপর একটি আক্রমণের বিপদের কথা শোনা যায়। মদীনা আক্রমণের এ পরিকল্পনার কথা শোনা যায় দক্ষিণ সীমান্ত থেকে। কিন্তু মহানবী স্বর্গীয়ভাবে আভাস পান যে, ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতার জন্য হুদায়ল গোত্রের লিহাইনাইট উপ-গোত্রের প্রধান তৎপর হয়েছে। ঐ লোকটি ছিলো দৃশ্যত একজন দুর্বৃত্ত এবং তার থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেলে ঐ এলাকা থেকে আক্রমণের ভয় প্রায় থাকবে না। ফলে তিনি ঐ লোকটিকে হত্যা করার জন্য খাযরাজ গোত্রের আবদুল্লাহ ইবন্ উনায়েসকে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ মহানবীকে বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, ঐ লোকটি সম্পর্কে আমার কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমি তাকে চিনতে পারি।' মহানবী

www.bjilibrary.com

বলেন : 'তুমি যখন তাকে দেখবে সে তোমাকে শয়তানের কথা মনে করিয়ে দেবে। তার একটা নিশ্চিত চিহ্ন এই যে, তাকে দেখার পর তুমি ভয়ে কেঁপে উঠবে।' মহানবীর কথা মোতাবেক আবদুল্লাহ তাকে হত্যা করে নিরাপদে ফিরে আসে।

এই কারণে মদীনার বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, হুদায়ল গোত্রের একজন নেতার হত্যার প্রতিশোধে তারা প্রতিবেশী দুই ক্ষুদ্র গোত্রের লোকদের কাছে ধর্মীয় শিক্ষা দিতে যাওয়া ছয় জন মুসলমানকে পরবর্তী মাসে আক্রমণ করে। মক্কার নিকটবর্তী 'রাজী' নামক স্থানে এই সংঘর্ষ ঘটে। এ স্থানে ঝরনা ছিলো। এ সংঘর্ষে মহানবীর তিন জন লোক নিহত হয় এবং তিন জন বন্দি হয়। বন্দিদের মধ্যে একজন পরে পালানোর সময় নিহত হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন আউস গোত্রের অসীম। তিনি উহুদ যুদ্ধে দু'জন কুরাইশ পতাকাবাহীকে হত্যা করেন। নিহত এ দু'জন লোকের মা অসীমের মাথার খুলি দিয়ে মদ তৈরি করে খাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। হুদায়ল গোত্রের লোকেরা ঐ মহিলার কাছে অসীমের মাথা বিক্রির উদ্যোগ নেয়। কিন্তু রাত পর্যন্ত অসীমের মৃতদেহ এক ঝাঁক মৌমাছি পাহারা দেয় এবং রাতে পানির স্রোতে ঐ মৃতদেহটি ভেসে যায়। ফলে ঐ মহিলার প্রতিজ্ঞা কোনোদিন পূরণ হয়নি। অন্য দু'জন বন্দি আউস গোত্রের খুবায়ব এবং খাযরাজ গোত্রের জায়দকে কুরাইশদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বদর যুদ্ধে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের একটা সুযোগ পেয়ে তারা খুশি হয়। নওফেল গোত্রের একজন মিত্র খুবায়েবকে ক্রয় করে ঐ গোষ্ঠীর একজনের কাছে তাকে হস্তান্তর করে এ জন্য যে, সে যেন পিতৃহত্যার বদলে তাকে হত্যা করতে পারে। একই উদ্দেশ্যে জায়দকে ক্রয় করে সাফওয়ান। পবিত্র মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ দু'জনকে মক্কায় বন্দি করে রাখা হয়।

সফর মাসের নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর তাঁদেরকে পবিত্র স্থানের বাইরে 'তানিম' নামক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দি হওয়ার পর তাঁরা এই প্রথম পরস্পরের মুখোমুখি হন এবং একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁরা একে অপরকে ধৈর্য ধরার কথা বলেন। তারপর বনি নওফেল এবং অন্যরা খুবায়েবকে একটু দূরে নিয়ে যায়। খুবায়েব যখন বুঝতে পারেন যে, তারা তাঁকে একটা খুঁটির সাথে বাঁধার উপক্রম করছে তখন তিনি তাদের কাছে প্রথমে নামাজ পড়ার অনুমতি চান এবং দুই রাকাত নামাজ পড়েন। বলা হয়ে থাকে যে, মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুর আগে নামাজ পড়ার এই

www.bjilibrary.com

রীতি তিনিই শুরু করেন। অতঃপর তারা তাঁকে খুঁটির সাথে বেঁধে বললো : 'ইসলাম থেকে ফিরে এলে আমরা তোমাকে মুক্ত করে দেবো।' তিনি বললেন : 'আমি ইসলাম ত্যাগ করবো না। তা করলে আমি দুনিয়ায় যা আছে তার সব কিছুই পেতাম।' তারা বললো : 'তুমি কি আশা করো না যে মুহাম্মদ তোমার স্থানে আছে এবং তুমি বসে আছো তোমার বাড়িতে?' তিনি উত্তর দিলেন : 'আমি বাড়িতে বসে থাকবো আর মুহাম্মদের দেহে সামান্য কাটার আঘাত লাগবে, এটা হতে পারে না।' তারা আবার অনুরোধ করলো: 'হে খুবায়েব, তুমি ইসলাম ত্যাগ করো, অন্যথায় আমরা তোমাকে হত্যা করবো।' তিনি বললেন : "আল্লাহর জন্য আমাকে যদি হত্যা করা হয় এবং আমি যদি তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তা হবে খুব সামান্য একটা ঘটনা। তোমরা আমার মুখ পবিত্র স্থানের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়েছো (তিনি মক্কার কথা বুঝাতে চাইলেন), কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয় করে বলেছেন, 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান'।"১ অতঃপর তিনি বললেন : 'হে আল্লাহ, এখানে কি এমন কোনো লোক নেই যে তোমার নবীর কাছে আমার শান্তির শুভেচ্ছা পৌঁছিয়ে দেবে? যদি থাকে তাহলে আমার শান্তির বাণী পৌঁছিয়ে দাও।' মদীনায় মহানবী জায়দসহ অন্যান্য সাহাবিগণের সাথে বসেছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে প্রায় ওহী আসার মতো অবস্থা হলো। তাঁরা সবাই মহানবীর কথা শুনতে পেলেন : 'তাঁর ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!' অতঃপর তিনি বললেন : 'খুবায়েবের কাছ থেকে শান্তির শুভেচ্ছা নিয়ে জিবরাইল এসেছিলেন।'২

কুরাইশদের সাথে প্রায় চল্লিশ জন শিশু ছিলো – এদের পিতারা বদর যুদ্ধে নিহত হয়। প্রত্যেকটি ছেলের হাতে একটা করে বল্লম দিয়ে বলা হয় : 'এই সেই ব্যক্তি যে তোমাদের পিতাকে হত্যা করেছে।' তারা তাঁকে বল্লম দিয়ে আঘাত করলো, কিন্তু হত্যা করলো না। এ সময় একটি ছেলের হাতের ওপর নিজের হাত রেখে একজন লোক খুবায়েবকে মারাত্মকভাবে আহত করলো। অন্য এক ব্যক্তিও অনুরূপভাবে আঘাত হানলো। তবু খুবায়েব প্রায় এক ঘণ্টা জীবিত ছিলেন। তিনি ক্রমাগতভাবে বলছিলেন : 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।'

তাঁর সহযোগী বন্দি জায়দকেও একইভাবে হত্যা করা হয়। খুঁটিতে বাঁধার আগে তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়েন এবং ঐ ধরনের প্রশ্নের উত্তরও

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১১৫।

২. ওয়াকিদী, ৩৬০।

www.bjilibrary.com

তিনি একইভাবে দেন। জুহরা গোত্রের মিত্র আখনাস ইবন্ আশ-শারিখও অন্যান্যদের সাথে 'তানিম' নামক স্থানে গমন করে। সবকিছু দেখে সে মন্তব্য করতে বাধ্য হয় : 'মুহাম্মদের অনুসারীরা মুহাম্মদকে যেভাবে ভালোবাসে, কোনো পিতা তার পুত্রকে তেমন ভালোবাসে না।'

বদর যুদ্ধের শুরুতে উতবার সাথে একক যুদ্ধে উবাইদা শহীদ হন। তাঁর বিধবা স্ত্রী জয়নাব তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। জয়নাবের পিতা খুজাইমা ছিলেন বেদুইন গোত্র 'আমীর' গোত্রের। জয়নাব ছিলেন উদার প্রকৃতির এবং ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই তিনি 'গরিবের মাতা' বলে পরিচিত ছিলেন। বিধবা হওয়ার এক বছর পরও তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। মহানবী তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেন। মসজিদের নিকট মহানবীর ঘরের পাশে চতুর্থ কামরাটি তৈরি করা হয়। নতুন এই সম্পর্ক স্থাপনের পর মহানবী জয়নাবের গোষ্ঠীর প্রবীণ গোত্রনেতা আবু বারার কাছে যান। তাঁর কাছে ইসলামের কথা উত্থাপন করা হলে ঐ প্রবীণ ব্যক্তি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে নন। সেই সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাঁর গোষ্ঠীর লোকদের ইসলাম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কয়েকজন মুসলমানকে পাঠানোর কথা বলেন। মহানবী আশংকা প্রকাশ করে বলেন যে, অন্য কোনো গোষ্ঠীর লোক মুসলমানদের আক্রমণ করতে পারে। বনি আমীর গোষ্ঠী ছিলো হাওয়াজিন গোত্রের একটি শাখা। হাওয়াজিন গোত্রের এলাকা ছিলো দক্ষিণে সুলায়ম ও ঘাতাফান গোত্রের অন্যান্য গোষ্ঠীর লোকদের ওপর বিস্তৃত। এই ঘাতাফান গোত্রের ব্যাপারে ইয়াছরিবের লোকদের সব সময় সতর্ক থাকতে হতো। কিন্তু আবু বারা মহানবীকে আশ্বস্ত করলেন যে, আমীর গোত্রের প্রধান হিসেবে তিনি তাদের যে নিরাপত্তা দেবেন তা কেউ লংঘন করবে না। ফলে মহানবী তাঁর চল্লিশ জন সাহাবিকে নির্বাচন করলেন। এঁরা সবাই ছিলেন ধর্মপরায়ণতা ও জ্ঞানে উত্তম এবং সত্যিকারভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী। মহানবী এই দলের নেতা নির্বাচন করলেন খাযরাজ গোত্রের মুনজির ইবন্ আমরকে। এই দলের মধ্যে একজনের নাম আমীর ইবন্ ফুরায়রা। হিজরতের সময় মহানবী ও তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য আবু বকর তাঁকে নির্বাচন করেন।

মদীনায় এ কথা কেউ জানতো না যে, আবু বারার নেতৃত্ব নিয়ে তাঁর নিজের গোষ্ঠীর মধ্যেই বিতর্ক ছিলো। আবু বারার ভাইপো নেতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং সে মহানবীর একজন সাহাবিকে হত্যা করে। মহানবীর পত্র নিয়ে এই সাহাবিকে পূর্বেই সেখানে পাঠানো হয়। অন্যান্য

www.bjilibrary.com

সাহাবিকে হত্যা করার জন্যও সে তার লোকদের আহ্বান জানায়। মহানবীর কাছে আবু বারা নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতিপালনে ঐ গোষ্ঠীর লোকেরা প্রায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলে হতাশাগ্রস্ত ভাইপো সুলায়ম গোত্রের দুই গোষ্ঠীকে উত্তেজনাকর সংবাদ প্রেরণ করে। সম্প্রতি সুলায়ম গোত্র মদীনার সাথে শত্রুতামূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পাওয়ার পর পরই তারা একটা ঘোড়সওয়ার বাহিনী প্রেরণ করে। এই বাহিনী 'মাওনা' নামক স্থানের কূপের ধারে শিবির স্থাপনকারী মুসলমান দলের দুই জন ছাড়া সবাইকে হত্যা করে। ঐ দু'জন মুসলমান তাঁদের উট চরানোর জন্যে শিবিরের বাইরে ছিলেন। এই দু'জনের মধ্যে একজন হলেন উহুদ যুদ্ধে অমিত বিক্রমে অংশগ্রহণকারী হারিছ ইবন্ আস-সিম্মাহ এবং অপর জন হলেন কিনানাহ গোত্রের দামরাহ্ গোষ্ঠীর আমর। উট চরানো থেকে ফিরে এসে তাঁরা অবাক বিস্ময়ে দেখেন যে, তাঁদের শিবিরের ওপরে খুব নিচু হয়ে শকুন উড়ছে চক্রাকারে, যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্রে যেভাবে শকুন ওড়ে ঠিক সেইভাবে। তাঁরা তাঁদের সঙ্গীদের রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত দেখতে পান এবং ঐ মৃত ব্যক্তিদের পাশেই দেখতে পান সুলায়ম গোত্রের ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে। ঘোড়সওয়ার বাহিনীর লোকেরা নিজেদের মধ্যে এমন গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলো যে, দু'জন মুসলমানের উপস্থিতি তারা লক্ষ্য করে নাই। আমরের উদ্দেশ্য ছিলো পালিয়ে মদীনায় গিয়ে এই ঘটনার সংবাদ দেওয়া। কিন্তু হারিছ বললেন : 'যেখানে মুনজিরকে হত্যা করা হয়েছে, সেখান থেকে যুদ্ধ না করে আমি ফিরে যাবো না।' অতঃপর তিনি শত্রুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'জনকে হত্যা করলেন। ইতিমধ্যে আমর ও হারিছ শত্রু সৈন্যের কাছে বন্দি হন। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা ঐ দু'জন মুসলমানকে হতা করতে ইচ্ছুক ছিলো না। হারিছের হাতে তাদের দু'জন লোককে নিহত হতে দেখেও তারা হারিছকে হত্যা করলো না। বরং তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, তাঁর সাথে তারা কি আচরণ করবে। হারিছ তাদেরকে মুনজির-এর মৃতদেহের কাছে নিয়ে যাওয়ার এবং তাঁর কাছে অস্ত্র দিয়ে মুক্ত করার কথা বললেন, যেন তিনি তাদের সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন। তারা তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করলো। হারিছ নিজে শহীদ হওয়ার আগে আরও দু'জনকে হত্যা করলেন। আমরকে তারা মুক্ত করে দিয়ে তাঁর মৃত সঙ্গীদের নাম বলতে বললো। তাদের সাথে সব মৃতদেহের কাছে গিয়ে তিনি তাঁদের নাম ও বংশ পরিচয় বললেন। তারা তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, আর কোনো ব্যক্তি বাদ পড়েছে কিনা। আমর বললেন : 'আবু বকর কর্তৃক মুক্ত ব্যক্তি আমীর

www.bjilibrary.com

ইবন্ ফুরায়রাকে দেখতে পাচ্ছি না।' তারা জিজ্ঞাসা করলো : 'তোমাদের মধ্যে তার মর্যাদা কেমন?' আমর বললেন : 'তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তিনি মহানবীর প্রথম সাহাবাগণের মধ্যে একজন।' প্রশ্নকারীরা বললো : 'তার কি হয়েছে আমরা বলছি।' তারা তখন তাদের লোক জাব্বারকে ডাকলো। জাব্বার নিজেই আমীরকে হত্যা করে। জাব্বার বলে যে, সে আমীরের পেছন দিক থেকে এসে তার ঘাড়ের মাঝে বল্লম ঢুকিয়ে দেয়। আমীরের বুক দিয়ে বল্লমের অগ্রভাগ বেরিয়ে যায়। আমীরের মুখে শেষ কথা ছিলো : 'খোদার কসম, আমিই জয়ী হয়েছি।' জাব্বার ভাবতে থাকে এ কথার অর্থ কি হতে পারে? কারণ সে জয়ী হয়েছে এ কথা ভাবার তার যথেষ্ট যুক্তি ছিলো। অবাক হয়ে সে তার দেহ থেকে বল্লম বের করে নেয়। কিন্তু তার জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো। সে লক্ষ্য করলো যে, অদৃশ্য হাত মৃতদেহকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুক্ষণ পর ঐ মৃতদেহ আর দেখা গেলো না। আমীরের কাঙ্ক্ষিত 'বিজয়' অর্থ বেহেশত – এ কথা যখন জাব্বারের কাছে ব্যাখ্যা করা হয় তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। এ ঘটনার কথা শুনে মহানবী বলেন যে, ফেরেশতাগণ আমীরকে 'ইল্লিয়ীন'১-এ নিয়ে গেছেন, আর 'ইল্লিয়ীন' হলো সর্বোৎকৃষ্ট বেহেশতের একটি।২

সুলায়ম গোত্রের লোকেরা নিজেদের এলাকায় ফিরে আসে। সেখানে ঐ ঘটনাটির কথা বার বার আলোচিত হয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের এটাই তাদের সূচনা কাল। জীবিত আমরকে তারা মুক্তি দেয় এবং তাঁকে তারা বলে যে, ঐ হত্যাকাণ্ড বনি আমীর গোত্রের প্ররোচনায় করা হয়েছে। মদীনায় ফেরার পথে আমীর গোত্রের দু'জন লোককে আমর হত্যা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো তাঁর সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া। কিন্তু ঐ দু'জন লোক ছিলো নিরপরাধ। তারা ছিলো আবু বারার লোক এবং মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত। এ কথা জানতে পেরে মহানবী ঐ দু'জন লোকের নিকট-আত্মীয়কে রক্তপণ দেওয়ার কথা বলেন।

---

১. ওয়াকিদী, ৩৪৯।

২. কুরআন, ৮৩ : ১৮-১৯।

www.bjilibrary.com

বনি নাদির

নাদির গোত্রের ইহুদীরা ছিলো বনি আমীর গোত্রের দীর্ঘদিনের মিত্র। এ জন্য মহানবী নাদির গোত্রের লোকদের কাছে রক্তপণের অর্থ পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। আবু বকর, উমর ও অন্যান্য সাহাবিসহ তিনি তাদের কাছে যান এবং তাদের কাছে বিষয়টা উত্থাপন করেন। মহানবীর অনুরোধ রক্ষা করতে তারা সম্মত হয়। তারা মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণকে ভোজের আমন্ত্রণ জানায় এবং খাদ্য তৈরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। মহানবী তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাদের একজন দলনেতা হুয়াই সহ কয়েকজন ইহুদী স্থান ত্যাগ করে অতিথিদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্য। অবশ্য তাদের এই স্থান ত্যাগ ছিলো লোক দেখানো। একটা দুর্গের সামনে মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ যখন বসেছিলেন তখন সেখানে জিবরাইল আসেন। জিবরাইলকে মহানবী ছাড়া আর কেউ দেখতে পান নাই। মহানবীকে জিবরাইল বলেন যে, ইহুদীরা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছে এবং তিনি যেন এখনই মদীনায় চলে যান। এরপর মহানবী কাউকে কোনো কথা না বলে স্থান ত্যাগ করেন। সবাই মনে করেন যে, তিনি হয়তো খুব শীঘ্র তাঁদের সাথে যোগ দেবেন। কিন্তু বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও মহানবী ফেরত না আসায় আবু বকর বলেন যে, তাঁদেরও চলে যাওয়া উচিত। অতঃপর তাঁরা ইহুদীদের অনুমতি নিয়ে স্থান ত্যাগ করে মহানবীর গৃহে গিয়ে উপস্থিত হন। কি ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবী চলে আসেন তা তিনি তাঁদের কাছে খুলে বলেন। এরপর তিনি মুহাম্মদ ইবন্ মাসলামাকে বনি নাদির গোত্রের লোকদের কাছে পাঠান এবং তাদেরকে কি বলতে হবে তা-ও তিনি তাকে বলে দেন। তিনি অতি দ্রুত ঐ দুর্গের কাছে যান। তাঁকে দেখে কয়েক জন ইহুদী নেতা তাঁর কাছে আসে। তিনি তাদেরকে বলেন : "আল্লাহর নবী আপনাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন – 'আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করে তোমরা আমার সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছো'।" এরপর তিনি মহানবীকে হত্যার জন্য তাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং অতঃপর

www.bjilibrary.com

মহানবীর প্রেরিত সংবাদ তাদের জানিয়ে দেন : 'আমি আমার এলাকা থেকে চলে যাওয়ার জন্য তোমাদের দশ দিন সময় দিলাম। এ সময়ের পর তোমাদের কাউকে দেখা গেলে তার মাথা কেটে ফেলা হবে।' তারা বলে : 'হে মাসলামার পুত্র, আমরা এ কথা কখনও ভাবি নাই যে, আউস গোত্রের একজন সন্তান আমাদের জন্য এ সংবাদ বহন করে আনবে।' এ কথার উত্তরে মুহাম্মদ ইবন্ মাসলামা বলেন : 'আমাদের মন পরিবর্তিত হয়ে গেছে।'

ইহুদীদের অধিকাংশই তাদের বাসগৃহ ত্যাগ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু ইবন্ উবাই তাদেরকে স্থান ত্যাগ না করার অনুরোধ জানায় এবং তাদেরকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। অপরদিকে, হুয়াই তাদেরকে নিজ স্থানে থাকার জন্য উৎসাহিত করে। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত ছিলো যে, এই সংকটের সময় তাদের বেদুইন মিত্ররা তাদের সহায়তা করবে। তাছাড়া, তাদের নিজস্ব মিত্র বনি কুরাইজার ইহুদীরা তো আছেই। সে সবার কাছে জরুরি সাহায্যের সংবাদ পাঠিয়ে মহানবীর কাছে নিজের ভাইকে একটা বার্তা দিয়ে প্রেরণ করে। ঐ বার্তাটি হলো : 'আমরা আমাদের বাসস্থান ও সম্পত্তি ত্যাগ করে যাবো না। আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই করুন।' বার্তা পেয়ে মহানবী বলেন : 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ মহান।' তাঁর সাথে যে সব সাহাবি ছিলেন, তাঁরাও একই কথার প্রতিধ্বনি করলেন। তিনি তাঁদেরকে জানান যে, ইহুদীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। অবিলম্বে তিনি একটা বাহিনী গঠন করে আলীর হাতে পতাকা প্রদান করেন। মদীনা শহরের সামান্য দক্ষিণে নাদির গোত্রের এলাকায় তারা যাত্রা শুরু করেন। এই এলাকাটি ইহুদীদের প্রতিরক্ষার বাইরে থাকায় তারা ঐ স্থান খালি করে চলে যায় এবং ঐ খালি স্থানেই মুসলমানরা আছরের নামাজ পড়েন। আছরের নামাজ শেষে মহানবী দুর্গের দিকে তাঁর সৈন্য পরিচালনা করেন।

আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ঐ সব দুর্গে তীরন্দাজ ছাড়াও প্রস্তর নিক্ষেপ করার যন্ত্র ছিলো। দুর্গের দেওয়াল আক্রান্ত হলে নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তর জোগাড় করা ছিলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই পক্ষ থেকে তীর ও প্রস্তর ছোড়া হলো। আক্রমণকারীদের গতি লক্ষ্য করে ইহুদীরা অবাক হলো। তারা ধারণা করলো যে, পরদিন কুরাইজা গোত্র ও ইবন্ উবাই-এর তরফ থেকে নিশ্চিতভাবে সাহায্য আসবে এবং দু'তিন দিন পর তাদের মিত্র ঘাতাফানদের সাহায্যও তারা পাবে। ইতিমধ্যে, মহানবীর সাথে যারা আসতে পারে নাই তারাও ক্রমাগতভাবে মদীনা থেকে এসে মুসলমান বাহিনীর সাথে যোগ দিলো। ঈশার নামাজের সময় দেখা গেলো, মুসলমান

www.bjilibrary.com

বাহিনীর সদস্য সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যে দুর্গের চারপাশের দেওয়াল ঘিরে রাখতে তারা সমর্থ। মহানবী তাঁদের সাথে নামাজ পড়লেন এবং আলীকে শিবিরের কর্তৃত্ব দিয়ে দশ জন সাহাবিসহ তিনি মদীনায় ফিরে এলেন। ফজর নামাজ পর্যন্ত তারা আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলেন। সকালে মহানবী আবার তাদের সাথে যোগ দিলেন।

দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু প্রার্থিত নিশ্চিত সাহায্য না আসায় নাদির গোত্রের লোকেরা হতাশ হয়ে পড়লো। মহানবীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করতে বনি কুরাইজা অস্বীকার করলো, ঘাতাফান গোত্র প্রহেলিকাময় নীরবতায় রইলো এবং ইবন্ উবাই বাধ্য হয়ে স্বীকার করলো যে, তার করার কিছুই নেই। অবরোধকৃত ব্যক্তিরা হতাশায় নিমজ্জিত হওয়ায় তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। এই গোত্রের লোকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে তিক্ততা ও পারস্পরিক বিদ্বেষ ছিলো। এ সময় তারা ছিলো সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং বাইরে থেকে সাহায্য আসারও কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলো না। এই অবস্থা তাদের কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়। দশ বা আরও বেশি দিন পর মহানবী যখন দেওয়ালের পাশের কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন তখন তাদের অবস্থা খুবই নাজুক অবস্থায় উপনীত হয়। মহানবী জানতেন, এলাকাটি তাদের নিজস্ব। তবু গাছ কাটার নির্দেশ তিনি দিলেন স্বর্গীয় অনুমতিতে১ যা নির্দেশ বলে মনে করা যেতে পারে। শত্রুদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে এর একটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিলো। এই খেজুর বাগান ছিলো তাদের অর্থ আয়ের প্রধান উৎস। তারা যদি এখন তাদের ঐ এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়, ভবিষ্যতে তা পুনরায় ফিরে পাবার আশা নিশ্চিতভাবে করতে পারে। আরব উপদ্বীপ থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিজ্ঞা কুরাইশরা করেছিলো। কিন্তু গাছগুলি ধ্বংস করা হলে তার স্থানে নতুন গাছের বাগান সৃষ্টি করতে অনেক বছর লাগবে। এখন মাত্র কয়েকটা গাছ কাটা হয়েছে। কিন্তু গাছ ধ্বংস করার এই প্রয়াস কতদূর চলবে? হুয়াই মহানবীর কাছে সংবাদ পাঠায় যে, তারা তাদের স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু মহানবী বলেন যে, তারা তাদের সব সম্পত্তি নিয়ে নির্বাসনে যাবে, এই কথা তিনি এখন আর গ্রহণ করতে সম্মত নন। তিনি বলেন : 'অস্ত্র ও বর্ম ছাড়া তোমরা তোমাদের উটে করে যে সব সামগ্রী নিয়ে যেতে পারো তা নিয়ে স্থান ত্যাগ করো।'

---

১. কুরআন, ৫৯ : ৫।

www.bjilibrary.com

হুয়াই এ কথায় প্রথম অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু তার সঙ্গী গোত্রীয় লোকদের চাপে সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দু'সপ্তাহ আগে তারা যে কাজ বন্ধ রেখেছিলো, সেই কাজ অর্থাৎ গৃহ ত্যাগ করার প্রস্তুতি তারা আবার গ্রহণ করলো। ঘরের দরজা ও জানালার কাঠ দিয়ে তারা উট বোঝাই করলো এবং সব প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর তারা উত্তর দিকে সিরিয়ার পথ ধরলো। স্মরণীয় অতীতে এ ধরনের বড় যাত্রীদলের কাফেলা আর দেখা যায় নাই। মদীনার ব্যস্ত বাজারের মধ্য দিয়ে উটগুলো শ্রেণিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলো। প্রতিটি উটেই ছিলো মূল্যবান সামগ্রী এবং সামগ্রীর এই পরিমাণ দেখে সবাই বিস্মিত হয়। উটের হাওদায় যে জাঁকজমকপূর্ণ পর্দা ছিলো তা উন্মুক্ত করা হয় মহিলাদের পরিধানকৃত সবুজ বা লাল রঙের সিল্ক বা ভেলভেট কাপড় প্রদর্শনের জন্য। এসব কাপড় ছিলো সোনা, রুবি, পান্না ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর দ্বারা জাঁকজমকভাবে সজ্জিত। নাদির গোত্রের লোকেরা সম্পদশালী ছিলো এ কথা সবাই জানতো। কিন্তু এর আগে তাদের সম্পদ কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে নাই এবং এ সময় তারা প্রত্যক্ষ করলো তাদের সম্পদের একাংশ মাত্র। তারা তাম্বুরা ও বাঁশি বাজিয়ে পথ চললো। তারা গর্ব ভরে প্রকাশ করলো যে, পশ্চাতে তারা অর্থকরী বাগান ফেলে গেলেও তারা যেখানে যাচ্ছে সেখানেও ভালো বাগান আছে। খায়বর-এ অনেকের জমি ছিলো এবং সেখানে অনেকে বসতি স্থাপন করলো। অনেকে আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে জেরিকো নামক স্থানে বা সিরিয়ার দক্ষিণে বসতি স্থাপন করলো। স্বর্গীয় বাণী মোতাবেক নাদির গোত্রের জমি এবং তাদের ফেলে যাওয়া সম্পদ মহানবীর কর্তৃত্বে থাকবে এবং তা গরিব ও নিঃস্বদের মধ্যে বিশেষ করে 'সেইসব গরিব বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত'১ স্বদেশত্যাগীদেরকে দেওয়া হবে। মাত্র দু'জন সাহায্যকারীকে এর অংশ দেওয়া হয় শুধু গরিব হওয়ার জন্য। ঐ সম্পত্তির অধিকাংশ স্বদেশত্যাগীদের প্রদান করে মহানবী তাদের আত্মনির্ভরশীল করে দেন এবং একই সাথে সাহায্যকারীদেরকে তাদের ভার বহন থেকে মুক্ত করেন।

---

১. কুরআন, ৫৯ : ৮।

www.bjilibrary.com

শান্তি এবং যুদ্ধ

নতুন বছর ৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ শুরু হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ফাতিমা আর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। প্রথম পুত্র আল-হাসানের নামের ব্যাপারে মহানবী খুবই খুশি ছিলেন। এবার তিনি ছোট ভাইয়ের নাম রাখেন আল-হোসায়েন – এর অর্থ 'ছোট হাসান' অর্থাৎ 'শোভাময় ক্ষুদ্র একজন'। প্রায় একই সময়ে তাঁর নতুন স্ত্রী জয়নাব (যিনি গরিবের মাতা বলে পরিচিত ছিলেন) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে ইন্তেকাল করেন। মহানবীর সাথে বিয়ে হওয়ার আট মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। মহানবী নিজেই তাঁর জানাজা নামাজ পড়ান এবং কন্যা রুকাইয়ার কবরের কাছাকাছি 'বাকী'-তে তাঁকে কবর দেন। এর পরের মাসে তাঁর চাচাত ভাই আবু সালামা মৃত্যুবরণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি আহত হন এবং সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় মহানবী তাঁর কাছে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর চোখ বন্ধ করে দেন।

আবু সালামা ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন এক সুখী দম্পতি। তাঁর স্ত্রী তাঁর সাথে এক চুক্তি করতে আগ্রহী ছিলেন যে, তাঁদের মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্যজন আর বিয়ে করবে না। কিন্তু আবু সালামা বলেন যে, তিনি যদি আগে মারা যান তাহলে যেন তাঁর স্ত্রী আবার বিয়ে করেন এবং তিনি প্রার্থনা করেন : 'আমার মৃত্যুর পর উম্মে সালামাকে আল্লাহ যেন এমন একজন লোককে স্বামী হিসেবে দান করেন যিনি আমার চেয়ে ভালো এবং যিনি তাঁকে দুঃখ বা কষ্ট দেবেন না।' আবু সালামার মৃত্যুর চার মাস পর মহানবী উম্মে সালামার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং অতঃপর তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। জয়নাব যে কামরায় থাকতেন, তাঁকে সেই কামরায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[১]

বদর প্রান্তরে দ্বিতীয় বার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ঘনিয়ে আসছিলো। উহুদ যুদ্ধ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলো এবং

---

১. ইবন্ সা'দ, খণ্ড-৮, পৃ. ৬৬।

www.bjilibrary.com

মহানবী তা গ্রহণ করেছিলেন। এ বছরে খরা হয়। আবু সুফিয়ান লক্ষ্য করে যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার পথে তাদের উট ও ঘোড়ার খাওয়ার জন্য কোনো সবুজ এলাকা নেই। ফলে মক্কা থেকে যাওয়ার সময় তাদেরকে পশুর খাদ্যও সাথে করে নিতে হবে। অথচ তাদের গুদামে পশুর খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যে প্রস্তাব সে দিয়েছিলো তা ভঙ্গ করতে সে অসম্মান বোধ করলো। মুহাম্মদ ঐ প্রস্তাব ভঙ্গ করলে ভালোই হতো। কিন্তু ইয়াছরিব থেকে খবর পাওয়া যায় যে, তিনি শহরের বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁকে কি মত পরিবর্তন করতে উৎসাহিত করা যায়? আবু সুফিয়ান আলোচনার জন্য সুহায়েল এবং আরও দু'এক জন কুরাইশ নেতার কাছে গেলো এবং তারা একটা পরিকল্পনা করলো। ঐ সময় ঘটনাক্রমে সুহায়েলের এক বন্ধু নূ'য়ায়েম মক্কায় ছিলো। নূ'য়ায়েম ছিলো ঘাতাফান গোত্রের আসজা গোষ্ঠীর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাকে তারা একজন বিশ্বস্ত লোক বলেই গ্রহণ করলো। সে কুরাইশ গোত্রভুক্ত ছিলো না এবং সে কারণে তার পক্ষে সবকিছু নিরপেক্ষভাবে দেখা সম্ভব ছিলো। বদর প্রান্তরে মুসলমানদের আসা থেকে বিরত করার জন্য তারা তাকে বিশটি উট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলো। এ প্রস্তাবে নূয়ায়েম সম্মত হয়ে মদীনার পথে যাত্রা করলো। সেখানে সে প্রচার করলো যে, আবু সুফিয়ান বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বদর প্রান্তরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। স্বদেশত্যাগী, সাহায্যকারী, ইহুদী এবং মোনাফেক – সবার কাছেই সে এ কথা বললো। তাদের মনোভাব লক্ষ্য করে সে পরামর্শ দিলো : 'শহরেই থাকো, তাদের বিরুদ্ধে বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। বাইরে গেলে, খোদার কসম, তোমরা তাদের হাত থেকে কেউ জীবিত ফেরত আসতে পারবে না।' যুদ্ধের জন্য মক্কার লোকদের প্রস্তুতির কথা শুনে ইহুদী ও মোনাফেকরা খুশি হয় এবং এই খবর তারা সারা শহরে ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। নূয়ায়েমের কথায় মুসলমানরাও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা শহরের বাইরে বদর প্রান্তরে যাওয়াকে অবিবেচকের কাজ বলেই মনে করে। এ সংবাদ মহানবীর কাছেও পৌঁছায়। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে, তাঁর সাথে বাইরে যেতে কেউ হয়তো সম্মত হবে না। কিন্তু আবু বকর ও উমর কোনো অবস্থাতেই পূর্ব নির্ধারিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ফিরে না আসতে মহানবীকে অনুরোধ জানান। তাঁরা বলেন : 'আল্লাহ তাঁর ধর্মকে রক্ষা করবেন এবং তিনি তাঁর নবীকে শক্তি যোগাবেন।' মহানবী বলেন : 'আমি শহরের বাইরে যাবো, এমনকি একা হলেও।'

www.bjilibrary.com

নূ'য়ায়েম যখন মনে করছিলো যে তার প্রয়াস সফল হয়েছে ঠিক তখনই মহানবীর এই কথা তার সব সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং উপঢৌকন হিসেবে তার উট পাওয়ার আশাও বিলীন হয়ে যায়। নিজের ব্যর্থতা ছাড়াও সে তার মিশনের পুরো ব্যর্থতায় অবাক হয়ে যায়। মদীনায় এমন কিছু শক্তি ক্রিয়াশীল ছিলো যা তার আওতাবহির্ভূত এবং সে সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতা ছিলো না। তার অন্তরে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহানবী শহর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিলো উটের পিঠে পনের শ' লোক এবং দশ জন ঘোড়সওয়ার। বদর মেলায় বেচা-কেনার জন্য অনেকে তাদের সাথে বিভিন্ন সামগ্রী বহন করে।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান কুরাইশদের বলে : 'চলো আমরা মক্কার বাইরে গিয়ে এক বা দুই রাত রাস্তায় কাটাই। তারপর আমরা ফিরে আসবো। মুহাম্মদ যদি শহরের বাইরে না যায় তাহলে তিনি জানতে পারবেন যে, আমরা বাইরে গিয়েছিলোম কিন্তু তিনি না আসায় আমরা ফিরে এসেছি। এটা তার বিপক্ষে এবং আমাদের পক্ষে যাবে।' কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণ বদর মেলায় আট দিন অবস্থান করেন। এই মেলায় যারা গিয়েছিলো তারা দূর-দূরান্তে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয় যে, কুরাইশরা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এবং মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীগণ ওয়াদা রক্ষা করেছে। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তারা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এসেছিলো। মক্কায় এ সংবাদ পৌঁছার পর আরবদের দৃষ্টিতে এটা প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের নৈতিক বিজয় হয়েছে এবং কুরাইশদের নৈতিক পরাজয় হয়েছে। বদর প্রান্তরে দ্বিতীয়বার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিজ্ঞা করার জন্য সাফওয়ান ও অন্যরা আবু সুফিয়ানকে ভর্ৎসনা করে। কিন্তু এই অপমান তাদেরকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক ও অনুসারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার পরিকল্পনাকে বেগবান করে তোলে।

বদর প্রান্তর থেকে ফিরে আসার পর মহানবী মদীনায় এক মাস শান্তিতে কাটান। পঞ্চম হিজরি সালের প্রথম দিকে অর্থাৎ ৬২৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ঘাতাফান গোত্রের কয়েকটি গোষ্ঠী পুনরায় মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। মহানবী তৎক্ষণাৎ নযদের সমতল ভূমিতে চার শ' লোককে পাঠান। এই বাহিনী শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই তারা পালিয়ে যায়। এই অভিযানের সময় তারা শত্রুদের সাথে মোকাবিলায় প্রায় অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং এ সময়ই মহানবী ওহী পান। 'ভয়ের সময় নামাজ' কিভাবে পড়তে হবে তার নির্দেশ তিনি ঐ ওহীতে পান অর্থাৎ নিয়মিত নামাজ কিভাবে সংক্ষিপ্ত করে পড়তে হবে, বিপদের সময় কিভাবে

www.bjilibrary.com

নামাজের সাধারণ প্রক্রিয়া সংশোধন করতে হবে এবং কেউ নামাজ পড়ার সময় অন্যরা পাহারা দেবে – তার বিবরণ তিনি লাভ করেন।১

সাহায্যকারীদের মধ্যে আবদুল্লাহর পুত্র জাবির এ সময় শহরের বাইরে যান। পরবর্তীকালে তিনি তাদের শিবিরের একটা ঘটনার কথা বলেন : 'আমরা মহানবীর সাথে ছিলাম। একজন সাহাবি সবেমাত্র পালক গজিয়েছে এমন একটা পাখি ধরে নিয়ে আসেন। এ সময় ঐ ছোট পাখিটার পিতা-মাতার একজন উড়ে এসে ঐ সাহাবির হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমি উপস্থিত সবাইকে বিস্ময়ে হতবাক হতে দেখি এবং মহানবী বলেন : 'তোমরা এই পাখিটাকে দেখে অবাক হচ্ছো? তোমরা তার শিশুছানাকে নিয়ে এসেছিলে এবং সে পরম মমতায় তার ছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। আল্লাহর নামে আমি শপথ করে বলছি যে, এই পাখিটি তার ছানার প্রতি যেমন দয়ালু, তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি তার চেয়ে বেশি দয়ালু।'২ অতঃপর তিনি ঐ সাহাবিকে পাখির ছানাকে যেখান থেকে ধরে এনেছিলেন সেখানে রেখে আসতে বলেন।

মহানবী আরও বলেন : 'আল্লাহর কাছে একশ'টি দয়া এবং এর মধ্যে একটা দয়া তিনি দান করেছেন মানুষ, জিন, গবাদি পশু ও শিকারের পশু-পাখিকে। এ কারণে তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ালু। হিংস্র পশুও তার শাবকের প্রতি দয়ালু। আর নিরানব্বইটি দয়া আল্লাহ তাঁর নিজের কাছে রেখেছেন যেন তিনি শেষ বিচারের দিন তাঁর দাসদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করতে পারেন।'৩

মদীনায় ফেরার সময় পথে কি ঘটেছিলো, তা-ও জাবির স্মরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর সবাই আগে আগে চলছিলো এবং মহানবী ও আরও কয়েকজন পেছনে ছিলেন। জাবিরের উটটি ছিলো বুড়ো এবং দুর্বল এবং সে কারণে তিনি মূল বাহিনীর সাথে চলতে পারছিলেন না। পেছন দিক থেকে মহানবী তাঁর কাছাকাছি এসে তাঁকে তাঁর পেছনে পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। জাবির বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমার এই উটটি এর চেয়ে বেশি দ্রুত চলতে পারে না।' মহানবী বলেন : 'তাকে থামাও ও হাঁটু গেড়ে বসাও' এবং নিজের উটকেও তিনি ঐভাবে বসালেন। অতঃপর তিনি বললেন : 'ঐ ছড়িটা আমাকে দাও।' জাবির ছড়িটা তাঁকে দিলে তিনি তা

---

১. কুরআন, ৪ : ১০১-২।
২. ওয়াকিদী, ৪৮৭।
৩. মুসলিম, ৪৯/৪।

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করেন এবং ঐ ছড়িতে দু'এক বার আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করেন। তারপর তিনি তাঁকে ছড়িটা দিয়ে উটে উঠতে বলেন এবং উভয়ে যাত্রা শুরু করেন। সত্য দিয়ে নবীকে যিনি পাঠিয়েছেন সেই আল্লাহর শপথ করে জাবির বলেন যে, তাঁর উট মহানবীর উটকেও পেছনে ফেলে চলছিলো।

'চলার পথে আমি আল্লাহর নবীর সাথে কথা বললাম। তিনি আমাকে বললেন : 'তোমার উটটা কি আমার কাছে বিক্রি করবে?' আমি বললাম : 'আমি এটা আপনাকে দিয়ে দেবো।' তিনি বললেন : 'না, ওটা আমার কাছে বিক্রি করো।' জাবির মহানবীর কথায় বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁর কাছ থেকে দর-দাম প্রত্যাশা করছেন। জাবির একটা দর বলার কথা বললেন মহানবীকে। মহানবী বললেন : 'এক দিরহাম দাম হলে আমি ওটা কিনতে পারি।' আমি বললাম: 'না। এক দিরহাম হলে আপনি আমাকে খুবই কম দেবেন।' তিনি বললেন : 'দুই দিরহাম।' আমি বললাম : 'না'। অতঃপর তিনি দাম বাড়াতে শুরু করলেন এবং চল্লিশ দিরহাম-এ এসে থামলেন। চল্লিশ দিরহাম প্রায় আধা ছটাক সোনার দামের সমান এবং আমি তাতে সম্মত হলাম। তারপর তিনি বললেন : 'জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছো?' আমি ইতিবাচক জবাব দিয়ে বললাম : 'হে আল্লাহর নবী, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। আমার সাতটি বোন আছে। এ জন্য আমি একজন মাতৃসম মহিলাকে বিয়ে করেছি যার কাছে তারা গিয়ে কথা বলবে, চুল আঁচড়াবে এবং সে তাদের দেখাশোনা করবে।' তিনি মত প্রকাশ করলেন যে আমি উত্তম কাজ করেছি। তারপর তিনি বলেন যে, মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে 'সিরার' নামক স্থানে পৌঁছার পর তিনি উট জবাই করবেন এবং ঐ দিনটা সেখানেই অবস্থান করবেন।

'ফিরে আসার পরদিন সকালে আমি আমার উট নিয়ে মহানবীর ঘরের দরজার কাছে যাই এবং সেখানে উটকে হাঁটু-ভাঙ্গা করে বসাই। মহানবী বাইরে এসে আমাকে উট রেখে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়তে বলেন। আমি তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করি। তারপর তিনি বেলালকে আমার জন্য প্রায় আধা ছটাক সোনা মেপে দেওয়ার কথা বলেন। তিনি মাপে আমাকে একটু বেশিই দেন। আমি সোনা নিয়ে ফিরতে উদ্যত হলে মহানবী আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি বলেন : 'তোমার উট নিয়ে যাও, এটা তোমার। উটের জন্য যে দাম তোমাকে দেওয়া হয়েছে ওটা তুমি রেখে দাও।'১

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৬৬৪।

www.bjilibrary.com

এ সময় একটার পর একটা অভিযান চলছিলো। এরই মধ্যে সালমান পার্শিয়ান মহানবীর কাছে এসে তাঁর পরামর্শ ও সাহায্য চান। সালমানের প্রভু ছিলো বনি কুরাইজা গোত্রের একজন ইহুদী। মদীনার দক্ষিণে সে তার জমিতে সালমানকে এমন কষ্টপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রাখে যে, তিনি মুসলমানদের সাথে কখনোই ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পারেন নাই। বদর বা উহুদ যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণের প্রশ্নই আসে না। গত চার বছরে মহানবী যে সব ক্ষুদ্র অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা অন্য কারও নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেছেন, সেই সব অভিযানেও তিনি যেতে পারেন নাই। তাঁর বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কি কোনো উপায় ছিলো না? কত অর্থের বিনিময়ে তিনি মুক্তি পেতে পারেন তা তাঁর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে যে পরিমাণ অর্থের কথা বলে তা ছিলো তার সাধ্যের বাইরে। তাঁকে চল্লিশ আউন্স সোনা প্রদান এবং তিন শ' খেজুর চারা রোপণের কথা বলা হয়। মহানবী এ ব্যাপারে একটা চুক্তি করার জন্য সালমানকে তাঁর প্রভুর সাথে কথা বলতে বলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবিগণকে সাহায্য করার কথা বলেন এবং তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেন। কেউ দিলেন ত্রিশটি খেজুর চারা, কেউ দিলেন বিশটি খেজুর চারা। তিন শ' খেজুর চারা সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত সবাই সাহায্য করলেন। মহানবী বললেন : 'যাও সালমান, চারা রোপণের জন্য গর্ত করো এবং গর্ত খোঁড়ার কাজ শেষ হলে আমাকে বলবে। আমি নিজ হাতে চারা রোপণ করবো।' গর্ত খোঁড়ার কাজে সাহাবিগণ সালমানকে সাহায্য করলেন আর মহানবী নিজের হাতেই তিন শ' চারা রোপণ করলেন। সব ক'টি চারাই বাঁচে এবং ক্রমেই তা বেড়ে ওঠে।

সালমানের মুক্তিপণের জন্য আরও প্রয়োজন ছিলো সোনার। মহানবীকে মুরগীর ডিমের আকারের মতো এক টুকরা সোনা কোনো একটা খনি থেকে পাওয়ার পর দেওয়া হয়েছিলো। তিনি ঐ সোনার টুকরাটি সালমানকে দিয়ে বলেন যে, সে যেন ঐ সোনার টুকরাটি দিয়ে তার মুক্তি লাভ করে। সালমান বলেন : 'আমাকে মুক্তির জন্য যে অর্থ দিতে হবে তা কি এই সোনা দিয়ে পূরণ হবে?' সালমানের ধারণা হয় যে, ঐ সোনা দিয়ে তাঁর মুক্তিপণের অর্থের সংকুলান হবে না। মহানবী তাঁর কাছ থেকে সোনার টুকরাটি নিয়ে মুখের মধ্যে রাখেন এবং জিহ্বা দিয়ে টুকরাটির চারপাশ ঘুরান। অতঃপর তিনি সোনার টুকরাটি সালমানকে দিয়ে বলেন : 'এটা নাও এবং এ দিয়ে তোমার মুক্তির পুরো অর্থ প্রদান করো।'[১]

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১৪১-২।

www.bjilibrary.com

এরপর মদীনায় আরও এক মাস শান্তি ছিলো। অতঃপর মহানবী এক হাজার সৈন্য নিয়ে প্রায় পাঁচ শ' মাইল উত্তরে সিরিয়া সীমান্তে 'দুমাত আল-জানদাল' নামক স্থানে অভিযানে যান। এখানকার অধিবাসীরা ছিলো লুণ্ঠনকারী এবং তাদের অধিকাংশই ছিলো কালব গোত্রের লোক। মদীনা নিয়ে যাওয়ার পথে তারা একাধিকবার তেল, ময়দা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করে। কুরাইশদের সাথে তারা একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে এমন ধারণা করার যথেষ্ট কারণও ছিলো। ইসলামের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার সময় তারা উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসবে, কুরাইশদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে এমন কথা ছিলো। এসব বিষয় মহানবী ও তাঁর সাহাবিগণের মনে ছিলো। এ অভিযানে কিছুটা তাৎক্ষণিক লাভ হয়। লুণ্ঠনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং চারণভূমিতে যে সব ভেড়ার পাল ও পশু ছিলো তা তারা দখল করে নেয়। এ অভিযানের ফলে উত্তরাঞ্চলের গোত্রগুলোর মনে একটা ধারণা জন্মে যে, আরবে ক্রমবর্ধমান নতুন এক শক্তির জন্ম হয়েছে। ইয়াছরিবে গোত্র-সংঘাত ও বাইরের আক্রমণের সুযোগ ছিলো। এখন আর সেদিন নেই। পারস্পরিক সংঘাতের পরিবর্তে এখন ব্যাপকভিত্তিক শক্তিশালী ঐক্য গড়ে উঠেছে এবং বহু দূরে অতি দ্রুত আক্রমণ পরিচালনায় তারা সক্ষম। আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ পরিচালনা যে একটা বড় হাতিয়ার এ কথা তারা ভালোভাবেই জানতো।

বাইরের দিক থেকে ধারণা ছিলো এ রকম। কিন্তু যারা আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছে তারা এই ক্ষমতাকে অনেক বেশি হিসেবেই দেখতে পেয়েছে। কারণ এই ঐক্যের ভিত্তি ছিলো বিস্ময়কর। ওহীর মাধ্যমে মহানবীকে বলা হয় : 'যা কিছু জমিনের বুকে আছে তুমি যদি সে সব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন।'১ এই ঐক্য উপলব্ধির একটা বড় উপায় হলো মহানবীর উপস্থিতি। মহানবীর উপস্থিতির আকর্ষণ এত বেশি শক্তিশালী যে সাধারণ কোনো লোক তা উপেক্ষা করতে পারে না। 'আমি যদি কারও সন্তান, পিতা ও একত্রে সবার কাছে প্রিয় না হতাম তাহলে তোমাদের কেউ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতে না।'২ কিন্তু মহানবীর এই উক্তি ভালোবাসার নিশ্চয়তার দাবি নয়। সবার প্রতিই তাঁর এই ভালোবাসা ছিলো, যে ভালোবাসার কথা প্রায়ই উচ্চারিত হতো এমনভাবে : 'তোমাদের মুক্তিপণ হলো আমার পিতা ও মাতা।'

---

১. কুরআন, ৮ : ৬৩।

২. মুহাম্মদ ইবন্ মাজা, ১৬।

www.bjilibrary.com

শান্তির সময়ও মহানবীর বিশ্রাম ছিলো না। দিন-রাতের চব্বিশ ঘণ্টাকে তিন ভাগে ভাগ করে তিনি এক ভাগ নির্দিষ্ট করেন ইবাদতের জন্য, এক ভাগ নির্দিষ্ট করেন কাজের জন্য এবং এক ভাগ নির্দিষ্ট করেন পরিবারের জন্য। শেষোক্ত ভাগের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলো ঘুম ও খাদ্য গ্রহণ। ইবাদতের জন্য অধিকাংশ সময় নির্দিষ্ট ছিলো রাতে। মাগরিব ও ফজর নামাজ ছাড়াও তাঁরা একইভাবে নফল ইবাদত করতেন। পবিত্র কুরআনে কুরআন পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং মহানবী অনুতপ্ত ও প্রশংসাসূচক আয়াত পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। রাতে দীর্ঘ সময় ধরে ইবাদত করার জন্য প্রথম দিককার বিভিন্ন ওহীতে বলা হয়। কিন্তু যে সম্প্রদায়ের জন্য এসব ওহী অবতীর্ণ হয়েছিলো তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিকভাবে নির্বাচিত সম্প্রদায়। মদীনায়ও প্রথম দিকে নির্বাচিত কতিপয় মুসলমান ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দ্রুত ইসলাম প্রচার হওয়ার ফলে নির্বাচিত লোকের সংখ্যা সংখ্যালঘিষ্ঠতায় পরিণত হয়। রাতে দীর্ঘ সময় ইবাদত করার বিষয়টি পরে এক ওহীর মাধ্যমে সহজ করা হয়। 'আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পারো না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি করো।'১

তবু নির্বাচিত সাহাবিগণ রাতে অধিক সময় ধরে ইবাদত করতে থাকেন। রাতের তিন ভাগের শেষের অংশ বিশেষভাবে পুণ্যময় বলে মহানবী উল্লেখ করেছেন। 'প্রতি রাতের শেষাংশ শুরু হওয়ার কিছু আগে আমাদের মহান ও কল্যাণময় প্রভু আল্লাহ সবচেয়ে নিকটবর্তী আসমানে নেমে এসে বলেন – 'কে আমাকে কিছু বলবে আমি তার কথার জবাব দেবো? কে আমার কাছে প্রার্থনা করবে যা আমি গ্রহণ করবো? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে যাকে আমি ক্ষমা করবো?'২ প্রায় এই সময় বিশ্বাসীদের সম্পর্কে একটা ওহী নাজিল হয় : 'তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।'৩

---

১. কুরআন, ৭৩ : ২০।
২. বুখারী, ১৯/১২।
৩. কুরআন, ৩২ : ১৬-১৭।

www.bjilibrary.com

ইবাদত, কাজ ও পরিবারের জন্য দিন ও রাতের সময় নির্ধারণকে মোটামুটি হিসাব বলে গণ্য করা যায়। পরিবারের জন্য নির্ধারিত সময়ের ব্যাপারে বলা যায়, মহানবীর নিজের জন্য কোনো কামরা ছিলো না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি পালাক্রমে একজন স্ত্রীর কামরায় যেতেন এবং পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা তিনি সেখানে থাকতেন। দিনের বেলায় তাঁর কন্যারা এবং চাচী সাফিয়া তাঁর কাছে আসতেন এবং তিনিও তাঁদের কাছে যেতেন। ফাতিমা তাঁকে দেখার জন্য প্রায়ই তাঁর দুই ছেলেকে সাথে নিয়ে আসতেন। এ সময় হাসানের বয়স প্রায় দেড় বছর এবং হোসাইন আট মাসের, সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছেন। মহানবী তাঁর ছোট নাতনি উম্মাকেও ভালোবাসতেন। উম্মা প্রায়ই তাঁর মা জয়নাবের সাথে আসতেন। দু'এক বার মহানবী উম্মাকে কাঁধে চড়িয়ে মসজিদে নিয়ে আসেন এবং কুরআনের আয়াত পড়ার সময়ও তাঁকে ঐভাবে রাখেন। রুকু ও সেজদা করার আগে তিনি তাঁকে পাশ বসিয়ে দেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর তিনি তাকে পুনরায় ঘাড়ে তুলে নেন।১ জায়দ ও উম্মে আইমানের পনের বছর বয়সের ছেলে উসামা ছিলেন মহানবীর আর একজন ভালোবাসার পাত্র। ঐ সংসারের ছেলের ছেলে হিসেবে তাকে প্রায় সব সময় ঘরের মধ্যে বা দরজার কাছে দেখা যেতো।

প্রায় প্রতিদিন বিকেলে মহানবী আবু বকরের কাছে যেতেন, মক্কায় যেমনভাবে তিনি যেতেন তাঁর বাড়িতে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের দাবি ও কাজের সময় যুগপৎ ঘটে যেতো। আবু বকরের সাথে তিনি প্রায়ই রাষ্ট্রের ব্যাপারে আলোচনা করতেন। জায়দ এবং তাঁর দুই জামাই আলী ও উসমানের সাথেও তিনি এসব বিষয়ে আলোচনা করতেন। সব ধরনের কাজে মহানবীর সংশ্লিষ্টতা ছিলো। কারণ কোনো সমস্যার সমাধান বা কোনো প্রশ্নের উত্তর দান বা বিবাদ মীমাংসার জন্য সারা মদীনায় মহানবীর মতো আর কেউ ছিলো না। এমনকি যারা তাঁকে নবী হিসেবে মানতো না এবং যাদের গর্ব মাত্রাতিক্তি ছিলো না তারাও প্রয়োজন হলে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করতো। মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে ঝগড়া প্রায় হতো না। তবে কারও প্রতি পক্ষপাত করা হলে দোষ দেওয়া হতো। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। একজন ইহুদীকে প্রতিজ্ঞা করতে দেখে একজন সাহায্যকারী তাকে আঘাত করে। মুসলমান লোকটি বলে : 'আমাদের মধ্যে নবী থাকা সত্ত্বেও তুমি কি আল্লাহর নামে শপথ করবে যিনি মূসাকে মানব জাতির উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন?' ঐ ইহুদী এ নিয়ে মহানবীর

১. ইবন্ সা'দ, ৮/২৬।

www.bjilibrary.com

কাছে অভিযোগ করলে তিনি ক্রোধান্বিত হন এবং আক্রমণকারীকে ভর্ৎসনা করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন বলে বলা হয় : 'হে মূসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পাঠানোর এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের ওপর বিশিষ্টতা দান করেছি।'১ পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে : 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরাহীম-এর বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে নির্বাচিত করেছেন।'২ মানুষের অন্তরের কথা মনে করে মহানবী বলেন : 'এ কথা বলো না যে আমি মূসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'৩ সম্ভবত অপর একটা ভুল ধারণার উৎসাহ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন : 'তোমাদের কেউ যেন না বলে যে আমি ইউনুসের চেয়ে উত্তম।'৪ ইসলামের ধর্মকথার অংশ হিসেবে তাদেরকে ওহী দেওয়া হয়েছে : 'তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।'৫

সমগ্র আরব এবং আরবের বাইরে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণে মহানবীকে সচেষ্ট থাকতে হতো। ব্যক্তিগত, বৈষয়িক বা আত্মিক ব্যাপারে মুসলমানরা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন না, এমন কোনো দিন ছিলো না। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া সালমানের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। আবু বকর একদিন তামিম গোত্রের হানজালাকে সাথে নিয়ে মহানবীর কাছে আসেন। হানজালা মদীনায় বসতি স্থাপন করে। তিনি প্রথমে আবু বকরের কাছে যান এবং তাঁর সমস্যার কথা তাঁকে বলেন। কিন্তু আবু বকর মনে করেন যে, এসব সমস্যার সমাধান উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই আসা উচিত। লোকটির চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছিলো। মহানবী তাঁকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, হানজালা একজন মোনাফেক।' এ কথা বলতে তিনি কি অর্থ করছেন তা মহানবী জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আপনার কাছে থাকার সময় আপনি যখন দোজখের আগুন ও বেহেশতের কথা বলেন তখন তা যেন আমরা আমাদের চোখের সামনেই দেখতে পাই। আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর আমাদের মন আমাদের স্ত্রী, সন্তান ও সম্পদের বিষয়ে নিমগ্ন থাকে এবং আর সব কিছুই যেন ভুলে যাই।' মহানবীর জবাবে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপ্তিকে পরিবর্তন না করে আত্মিক বাস্তবতার চেতনাকে অব্যাহত রাখার আগ্রহ উত্তম। তিনি বলেন : 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি। তোমরা এখন যেমন আমার

---

১. কুরআন, ৭ : ১৪৪।
২. কুরআন, ৩ : ৩৩।
৩. বুখারী, ৬৫; সূরা-৭।
৪. বুখারী, ৬৫; সূরা-৩৭।
৫. কুরআন, ২ : ২৮৫।

www.bjilibrary.com

উপস্থিতিতে আছো তেমনি যদি স্থায়ীভাবে থাকতে বা তোমরা যদি আল্লাহর স্মরণে তোমাদের সময় কাটাতে তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের হাত ধরে টেনে নিতে আসতো যেন তোমরা তোমাদের নিজের বিছানায় শুয়ে আছো বা নিজের মতো চলাফেরা করছো। কিন্তু তবু, হে হানজালা, এখন এমন এবং এখন তেমন, এখন এমন এবং এখন তেমন, এখন এমন এবং এখন তেমন!'১

মহানবীর কাছে এমন দাবি উপেক্ষা করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু বিভিন্নভাবে তাঁকে নিরাপত্তায় রাখার দাবিও ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছিলো। মহানবীর মতো একজন মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তার বিষয়টি কোনো আকস্মিক ঘটনার জন্যই বিবেচিত হয়নি। তবে একটা ঘটনার সাথে তা কিছুটা জড়িত ছিলো। একদিন মহানবী জায়দের সাথে কোনো বিষয়ে কথা বলার জন্য তাঁর বাড়িতে যান। জয়নাব দরজা খুলে দেন। তিনি দরজা খুলে মহানবীকে বলেন যে, জায়দ বাড়িতে নেই। তিনি তাঁকে ঘরে ঢোকার ব্যাপারে তবু অনুরোধ জানান। তিনি ঘরে ঢোকার জন্য জয়নাবের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়ার সময় জয়নাব মহানবীকে বলতে শুনলেন : 'অনন্ত অসীম আল্লাহর প্রশংসা করি! তাঁরই প্রশংসা প্রাপ্য যিনি মানুষের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন!' জায়দ গৃহে ফিরে আসলে জয়নাব তাঁকে তাঁদের গৃহে মহানবীর আগমনের কথা বলেন এবং তাঁর মুখে উচ্চারিত আল্লাহর প্রশংসার কথাও তাঁকে বলেন। অনতিবিলম্বে জায়দ মহানবীর কাছে গিয়ে বলেন : 'আপনি আমার গৃহে এসেছিলেন এ কথা আমাকে বলা হয়েছে। আপনি আমার কাছে আমার পিতা-মাতার চেয়ে বেশি, তবু আপনি ঘরে ঢুকলেন না কেন?' অনুরোধের ভঙ্গিতে মহানবী বলেন : 'আল্লাহকে ভয় করো।' অন্য এক সময় তিনি বলেন : 'সব বৈধ জিনিসের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত বিষয় হলো তালাক।'২ জায়দ ও জয়নাবের মধ্যকার বিবাহ সুখের ছিলো না। জায়দের জন্য এই বিবাহ বন্ধন আর সহনীয় ছিলো না। তাই উভয়ের সম্মতিতে তিনি জয়নাবকে তালাক দেন।

এরপর কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন মহানবী তাঁর এক স্ত্রীর সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হয়। সম্বিত ফিরে আসার পর তাঁর প্রথম কথা ছিলো : 'জয়নাবের কাছে গিয়ে তাঁকে এই সুসংবাদ কে দেবে যে, আল্লাহ বেহেশত থেকে তাঁকে আমার সাথে বিবাহ

---

১. মুসলিম, ৪৯/২।
২. আবু দাউদ, ১৩/৩।

www.bjilibrary.com

বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।' সালমা সে সময় কাছেই ছিলেন। সালমা হলেন সাফিয়ার দাসী এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে মহানবীর পরিবারের একজন সদস্য বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি অতি দ্রুত জয়নাবের বাড়িতে যান। এই বিস্ময়কর সংবাদ শোনার পর জয়নাব আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করেন এবং মক্কার দিকে মুখ করে সেজদায় নত হন। অতঃপর তিনি তাঁর পায়ের রূপার মল ও বাহুর অলংকার খুলে তা সালমাকে দিয়ে দেন।

জয়নাবের বয়স ছিলো প্রায় চল্লিশ বছর। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ মহিলা। তিনি প্রায় সময়ই রোজা রাখতেন এবং রাতে দীর্ঘ সময় ধরে ইবাদত করতেন। তিনি গরিবদের মধ্যে অকাতরে দান করতেন। তিনি ছিলেন চামড়ার একজন দক্ষ কারিগর এবং জুতা ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করতেন। এভাবে তিনি যা আয় করতেন তা দাতব্য কাজে ব্যয় করতেন। তাঁর ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক বিয়ের কোনো প্রশ্নই ছিলো না। কারণ তাঁর এই বিয়ের ঘোষণা ওহীর মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছিলো। : 'আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম।'১ শুধু বাকী ছিলো নববধূকে বরের গৃহে আনা এবং সে কাজ অনতিবিলম্বেই সম্পাদন করা হয়।

পবিত্র কুরআনের আয়াতে আরও বলা হয় যে, ভবিষ্যতে পোষ্যপুত্রদের নামকরণ করা হবে তাদের জন্মদাতা পিতার নামানুসারে এবং সেদিন থেকেই জায়দ পরিচিত হয় জায়দ ইবন্ মুহাম্মদ-এর পরিবর্তে জায়দ ইবন্ হারিছা নামে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে পোষ্যপুত্র হওয়ার পর থেকে জায়দ পরিচিত হন জায়দ ইবন্ মুহাম্মদ হিসেবে। কিন্তু নামের এই পরিবর্তন তাঁর পোষ্যপুত্র বাতিল হয় না; পোষ্যপুত্র গ্রহণকারী ও পোষ্যপুত্রের মধ্যেকার ভালোবাসা ও আন্তরিকতাও কমে নাই। এ সময় মহানবীর বয়স প্রায় ষাট এবং জায়দের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এ কথাই শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তাঁদের মধ্যে কোনো রক্তসম্পর্ক ছিলো না এবং এই প্রেক্ষাপটেই ওহীতে বলা হয় : 'মুহাম্মদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী।'২

অন্যান্য ওহীতে মহানবী ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যেকার ব্যাপক পার্থক্য তুলে ধরা হয়। তাঁরা নিজেদের মধ্যে নাম ধরে ডাকতেন। মহানবীর নাম ধরে তাদের ডাকা উচিত নয় বলে বলা হয়। মহানবীর স্ত্রীগণকে উপাধি দেওয়া হয়েছিলো 'বিশ্বাসীদের মাতা' হিসেবে। বিশ্বাসীরা যদি মহানবীর কোনো স্ত্রীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন মহানবীর কাছে সুপারিশের জন্য তাহলে

---

১. কুরআন, ৩৩ : ৩৭।

২. কুরআন, ৩৩ : ৪০।

www.bjilibrary.com

তাদেরকে তা করতে হতো পর্দার আড়ালে থেকে। তাদেরকে আরও বলা হয় : 'হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহুত হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না।'১

মহানবীকে তাঁরা গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং তাঁরা তাঁর কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকতে চাইতেন। এরই প্রেক্ষাপটে অনুরূপ ধর্মানুশাসনের প্রয়োজন ছিলো। মহানবীর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁকে ছেড়ে যেতে চাইতেন না। মহানবীর সান্নিধ্যে বেশি সময় অবস্থানের জন্য তাদেরকে দোষও দেওয়া যেতো না। কারণ, মহানবী যখন কারও সাথে কথা বলতেন তখন তিনি তাঁর দিকে ফিরে এমন গভীর মনোযোগের সাথে কথা বলতেন যে, ঐ ব্যক্তি মনে করতেন যে, তিনি একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এবং সেখানে তাঁর অবস্থান করার স্বাধীনতা আছে। মহানবী কারও সাথে হাত মেলালে তিনি কখনও প্রথমে হাত ছাড়িয়ে নিতেন না। এ সময় নাজিলকৃত ওহীতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নতুন কিছু সংযোজিত হয়। এর ফলে মহানবীর কাছে অবস্থান না করেও তাঁর অনুসারীগণ তাঁর প্রতি তাঁদের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারতেন এবং তাঁর আত্মিক আভা লাভ করতে পারতেন। 'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর প্রতি রহমতের জন্য দোয়া করো এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ করো।'২ এর কিছুদিন পর মহানবী তাঁর একজন সাহাবিকে বলেন : 'একজন ফেরেশতা আমার কাছে এসে বলেন – 'কেউ আপনার জন্য একবারও সালাম কামনা করে না, অথচ আল্লাহ তাঁর ওপর দশ বার সালাম কামনা করেন।'৩

---

১. কুরআন, ৩৩ : ৫৩।
২. কুরআন, ৩৩ : ৫৬।
৩. দারিমী, ২০/৫৮।

www.bjilibrary.com

পরিখা খনন

খায়বর-এ বসতি স্থাপনকারী নাদির গোত্রের ইহুদীরা তাদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। মহানবীর ওপর তাই কুরাইশদের চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতির দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। হিজরি সালের পঞ্চম বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের নতুন বছরের কাছাকাছি সময়ে খায়বর থেকে হুয়াই ও অন্যান্য ইহুদী নেতৃবৃন্দের গোপনে মক্কা সফরের পর এই প্রস্তুতি একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। তারা আবু সুফিয়ানকে বলে : 'আমরা তোমাদের সাথে আছি, আমরা মুহাম্মদের ধ্বংস চাই।' উত্তরে আবু সুফিয়ান বলে : 'মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সাহায্য করবে তারাই আমাদের প্রিয় ব্যক্তি ' অতঃপর আবু সুফিয়ান, সাফওয়ান এবং অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ইহুদীদের কা'বা গৃহে নিয়ে যায় এবং তারা সবাই মিলে খোদার কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন না করা পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে না। নতুন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে ইহুদীদের সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে কুরাইশরা এ সময় কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পায়। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করে : 'হে ইহুদী জনগণ, তোমরা প্রথমে ধর্মীয় কিতাব পেয়েছো, এবং তোমরা জ্ঞানী। মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে দাঁড়াতে পারি বলো। আমাদের ধর্ম উত্তম, না তাঁর ধর্ম উত্তম?' তারা উত্তর দেয় : 'তাঁর চেয়ে তোমাদের ধর্ম উত্তম এবং তাঁর চেয়ে তোমরাই সত্যের নিকটবর্তী।'

ঐক্যের এই ভিত্তিতেই দুই মিত্র শক্তি তাদের পরিকল্পনা করলো। নযদের সমতলভূমির যাযাবর লোকেরা মদীনার ওপর সন্তুষ্ট ছিলো না। ইহুদীরা এই যাযাবর লোকদের উত্তেজিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যে ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা যথেষ্ট বলে মনে হয় না, সে ক্ষেত্রে তারা ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। আসাদ গোত্রের লোকেরা তাদেরকে খুব সহজে সাহায্য করার সম্মতি দেয়। এই মৈত্রী সংঘে যোগ দেওয়ার জন্য ঘাতাফান গোত্রকে খায়বর-এ উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। তাদের সাথে চুক্তির ফলে সৈন্য সংখ্যা

www.bjilibrary.com

দাঁড়ালো প্রায় দুই হাজার। এই সৈন্যদের মধ্যে ঘাতাফান গোত্রের উপগোত্র ফাজারা, মুরাহ ও আশজা-র লোকেরা ছিলো। সুলায়ম গোত্র থেকে সাতশ' বলিষ্ঠ লোক সংগ্রহ করতে ইহুদীরা সক্ষম হয়। এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। তবে আসল কথা হলো এই যে, 'মাওনা' ঝরনার কাছে হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এই গোত্রের মধ্যে কিছু লোক ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সুলায়ম গোত্রের এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত তাদের প্রতিবেশী আমীর গোত্রের লোকেরা মহানবীর সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে বিশ্বস্ত থাকে।

কুরাইশ ও তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্রদের চার হাজার বলিষ্ঠ সৈন্য ছিলো। দক্ষিণাঞ্চলের আরও একটি বা দু'টি দলসহ তারা মক্কা থেকে সমুদ্র উপকূল পথ ধরে মদীনার দিকে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। উহুদ প্রান্তরে যাওয়ার সময়ও তারা এই পথ অনুসরণ করে। দ্বিতীয় বাহিনীটি ততটা সংগঠিত ছিলো না। নযদের সমভূমি অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে আসা এই বাহিনী থাকবে মদীনার কাছে। এই দুই বাহিনীর সম্মিলিত শক্তি উহুদ যুদ্ধে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যার তিন গুণেরও বেশি ছিলো। উহুদ যুদ্ধে তিন হাজার সৈন্যের কাছে মুসলমানরা পরাজিত হয়। দশ হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মুসলমানরা কি ফল আশা করতে পারে? মুসলমানদের মাত্র দু'শ ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বিপক্ষে কুরাইশদের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সদস্য ছিলো তিনশ'। তাছাড়া ঘাতাফান গোত্রের অনুরূপ সংখ্যার একটা বাহিনীও তাদের আওতাধীন ছিলো।

পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করে। সম্ভবত একই সময়ে আব্বাসের সম্মতিতে খুজা'য়া গোত্রের কয়েক জন ঘোড়সওয়ার মদীনার দিকে দ্রুতগতিতে যাত্রা শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে মহানবীকে সতর্ক করা এবং আক্রমণকারীদের সৈন্যবল সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা। তারা চার দিনের মধ্যে মহানবীর কাছে পৌঁছায়। সব প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য মহানবীর হাতে মাত্র এক সপ্তাহ সময় ছিলো। অনতিবিলম্বে তিনি সমগ্র মদীনাবাসীকে সতর্ক করে দিলেন। তাঁর অনুসারীদের তিনি আশার বাণী শোনালেন। তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর নির্দেশ পালন করে তাহলে তিনি তাদের বিজয়ের আশ্বাস দিলেন। অতঃপর তিনি উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে আলোচনার জন্য যেমন তাদেরকে ডেকেছিলেন তেমনি সবাইকে ডাকলেন। উত্তম কার্য-পরিকল্পনা কি হবে সে সম্পর্কে ঐ আলোচনায় একাধিক মত প্রকাশ পেলো। অবশেষে সালমান দাঁড়িয়ে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, পারস্যে

www.bjilibrary.com

আমরা যখন ঘোড়সওয়ারের আক্রমণ আশংকা করতাম তখন আমরা আমাদের চারপাশে পরিখা খনন করতাম। সুতরাং এখন আমাদের চারপাশে পরিখা খনন করা দরকার।' সবাই উৎসাহের সাথে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। এর কারণ, উহুদ যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনে অনেকের আপত্তি ছিলো।

সময় ছিলো খুবই কম। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যাতে কোনো মারাত্মক ত্রুটি না থাকে সেজন্য সবাইকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হলো। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে পরিখা খনন করার প্রয়োজন ছিলো না। শহরের ধারে অনেক স্থানে দুর্গের মতো লম্বা বাড়ি ছিলো। নিরাপত্তার জন্য এসব বাড়ি যথেষ্ট ছিলো। উত্তর-পশ্চিম দিকে পাথরের দুর্ভেদ্য স্তূপ ছিলো – প্রয়োজন ছিলো পরিখা খনন করে বিচ্ছিন্ন স্তূপের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। সবচেয়ে নিকটবর্তী পাথরের স্তূপকে বলা হতো 'সাল পর্বত' – এই পর্বতকে পরিখার মধ্যে আনা প্রয়োজন ছিলো। কারণ এর সামনে ছিলো শিবির স্থাপনের উত্তম স্থান। এই শিবিরের স্থানকে পরিবেষ্টন করে প্রশস্ত পরিখা উত্তর দিকে বিস্তৃত করতে হবে এবং তা শহরের পূর্ব দিকের পাথরবেষ্টিত দেওয়ালের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এটাই হবে সবচেয়ে লম্বা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিখা।

যুদ্ধের এই কৌশল উদ্ভাবনকারী সালমান জানতেন পরিখা কতটা চওড়া ও কতটা গভীর করতে হবে। কুরাইজা গোত্রের লোকদের সাথে কাজ করার ফলে তিনি জানতেন তাদের কাছে যে সব যন্ত্রপাতি আছে তা এই পরিখা খননের জন্য প্রয়োজন হবে। সামগ্রিক বিপদের দিনে ঐসব যন্ত্রপাতি ধার দিতে তারা হয়তো আপত্তি করবে না। মহানবীর প্রতি তাদের কোনো ভালোবাসা না থাকলেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে করতো যে, মহানবীর সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তির একটা রাজনৈতিক সুবিধা আছে এবং ঐ চুক্তি বাতিল করা ঠিক হবে না। ফলে তাদের কাছ থেকে এক ধরনের কুড়াল, গাঁতি ও লম্বা হাতলওয়ালা কোদাল ধার করে আনা হলো। খেজুর বহন করার জন্য খেজুর গাছের আঁশ দিয়ে মজবুতভাবে নির্মিত ঝুড়িও তারা সরবরাহ করলো। উত্তোলিত মাটি বহন করার জন্য এই ঝুড়ির প্রয়োজন ছিলো।

মহানবী মুসলমানদের প্রত্যেককে পরিখা খননে তাঁর নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন এবং নিজে তাদের সাথে কাজ করলেন। তাঁরা প্রতিদিন ভোরে ফজর নামাজের পর কাজ করার জন্য বাইরে যেতেন এবং গোধূলি সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরতেন। প্রথম দিন সকালে কাজের জন্য রওয়ানা হওয়ার

www.bjilibrary.com

সময় মহানবী মসজিদ নির্মাণের সময় যে কথা বলেছিলেন তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন :

'হে আল্লাহ, উত্তম পরকালের চেয়ে
উত্তম আর কিছু নেই।
সাহায্যকারী ও স্বদেশভূমি ত্যাগকারীদের
তুমি ক্ষমা করো!'

সবাই এ কথা মনে করে রাখলো এবং মাঝে মাঝে তারা উচ্চারণ করলো :

'হে আল্লাহ, পরকালের জীবন ছাড়া
অন্য কোনো জীবন অর্থবহ নয়,
সাহায্যকারী ও স্বদেশভূমি ত্যাগকারীদের ওপর
তুমি দয়া করো!'

তারা একে অপরকে ক্রমাগতভাবে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, সময় খুব কম। শত্রুরা খুব শীঘ্র তাদের কাছাকাছি এসে পড়বে। কাজে কেউ অবহেলা করলে সবাই তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো। অন্যদিকে, সালমানের কাজের প্রশংসা সবাই করলো। তিনি শুধু বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন না, বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি কুরাইজা গোত্রের মাঝে মাটি খনন ও তা বহন করার কাজ করেন। তারা বললো : 'তিনি একাই দশ জনের কাজ করেন।' তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের প্রতিযোগিতাও শুরু হয়। স্বদেশভূমি ত্যাগকারীরা দাবি করলো : 'সালমান আমাদের লোক।' কারণ সত্যের অন্বেষণে তিনি একাধিক গৃহ ত্যাগ করেছেন। সাহায্যকারীরা দাবি করলো : 'সে আমাদের মধ্যেকার একজন। তাঁর ওপর আমাদের দাবি অনেক বেশি।' কিন্তু মহানবী বললেন : 'সালমান আমাদের মধ্যেকার একজন, সে আমার গৃহেরই একজন।'[১]

খননকৃত নুড়ি ও পাথর পরিখার ধারে মদীনা শহরের ধার ঘেঁষে স্তূপ করে রাখা হলো, যেন তা প্রয়োজনের সময় নিক্ষেপ করা যায়। ঝুড়িভর্তি মাটি মাথায় করে দূরে ফেলে দিয়ে তারা ঐ ঝুড়িতে করে আবার নুড়ি ও পাথর ভরে নিয়ে এসে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করলো। 'সাল' পর্বতের পাদদেশে সবচেয়ে উত্তম পাথর পাওয়া যেতো। সব মানুষেরই কোমর পর্যন্ত জামা খোলা ছিলো। যারা ঝুড়িতে হাত রাখতে পারছিলো না তারা জামার কাপড়ে কোচা করে মাটি বা পাথর ভর্তি করে নিচ্ছিলো। প্রথম দিন বেশ কিছু যুবক

১. মহানবীর পরিবার।

www.bjilibrary.com

তাদেরকে অনুসরণ করে। খনন কাজে তারা তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেলেকে মহানবী তৎক্ষণাৎ বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। অন্যদের তিনি খনন কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। তবে শর্ত থাকে যে, শত্রুদের দেখা গেলেই তাদের শিবির ত্যাগ করতে হবে। উহুদ যুদ্ধের সময় উসামা, উমরের পুত্র আবদুল্লাহ এবং তাদের বন্ধুদের বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। তারা এখন পনের বছরের যুবক। তাদের এবং তাদের সমবয়স্ক যুবকদের এবার শুধু খনন কাজে অংশগ্রহণেরই অনুমতি দেওয়া হলো না, তাদেরকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ারও অনুমতি দেওয়া হলো। আউস গোত্রের হারিছা গোষ্ঠীর বারা নামের একজন এই যুবকদের মধ্যে ছিলেন। পরিখা খননের সময় তিনি মহানবীকে দেখেন। পরবর্তীকালে তিনি মহানবীর অনুপম সৌন্দর্যের কথা বলেন। মহানবীর গায়ে ছিলো একটা লাল জামা, তাঁর বুকে লেগে ছিলো ধুলা এবং তাঁর কালো চুল ঘাড় স্পর্শ করেছিলো। তিনি বলেন : 'তাঁর চেয়ে সুন্দর আর কাউকে আমি দেখিনি।' তিনি শুধু একাই এই সৌন্দর্য ও ঐ সুন্দর পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেন নাই। মহানবী নিজেও তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের সরলতা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে আনন্দ প্রকাশ করেন। মানুষের প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্য আদিম। মহানবী একটা গান শুরু করলেন এবং সবাই তাঁর সাথে সুর মেলালো :

'এই সৌন্দর্য খায়বরের সৌন্দর্যের মতো নয়।
এই সৌন্দর্য, হে প্রভু, নির্দোষ ও পবিত্র।'১

মহানবী একবার স্বদেশত্যাগকারী, একবার সাহায্যকারী, কখনও গাঁতি, কখনও লম্বা হাতলওয়ালা কোদাল নিয়ে, আবার কখনও বা বহনকারী হিসেবে কাজ করেন। যেখানেই তিনি কাজ করুন না কেন, কোনো কঠিন সমস্যা দেখা দিলে সবাই তাঁকে তা অবহিত করতো। এই কঠিন কাজের মধ্যেও আনন্দ প্রবহমান ছিলো। দামরাহ গোত্রের একজন ধর্মান্তরিত ব্যক্তি মসজিদে বাস করতেন এবং তিনি 'আসহাব-এ সুফফা'র একজন। তিনি ছিলেন খুবই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। কিন্তু দেখতে তিনি ততটা প্রসন্ন ছিলেন না। তাঁর পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন জুয়ায়েল, যার নিকৃষ্ট অর্থ হলো 'ছোট গোবরে পোকা'। মহানবী তাঁর নাম পাল্টে রাখেন আমর – এর অর্থ জীবন, আধ্যাত্মিক কল্যাণ, ধর্ম। ঐ লোকটিকে পরিখা খনন করতে দেখে একজন স্বদেশত্যাগী কবিতা আওড়ালেন :

---

১. ওয়াকিদী, ৪৪৬।

www.bjilibrary.com

'তাঁর নাম সে পরিবর্তন করেছে
জুয়ায়েল থেকে আমর-এ
বেচারা এ লোকটাকে এ দিন
সাহায্য করো।'

আমরের কাছে গিয়ে তিনি এই কবিতা তাঁকে শোনালেন। অন্য যারা এই কবিতা শুনলো তারাও তা একসাথে গানের মতো করে গাইলো। এ নিয়ে কেউ রসিকতা করলো না। মহানবী নিজেও তাদের সাথে যোগ দিলেন। তবে তিনি শুধুমাত্র 'আমর' ও 'সাহায্য' কথা দুটি উচ্চারণ করলেন এবং অত্যন্ত জোরের সাথে তা উচ্চারণ করলেন। অতঃপর তিনি সবাইকে নিয়ে অন্য একটা গান গাইলেন:

'হে প্রভু, শুধুমাত্র তোমার জন্যই আমরা
কখনও পরিচালিত হতে পারিনি,
তোমার ইবাদত আমরা কখনও করতে পারিনি,
পারিনি সদাব্রতে মগ্ন থাকতে।
আমাদেরকে তাই অচঞ্চল থাকার শক্তি দাও
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থানকে
দৃঢ় করে দাও।
এই শত্রুরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে,
আমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করতে চেয়েছে,
কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছি।'১

প্রথম সাহায্য প্রার্থনা করেন জাবির। তিনি একটা পাথর খোঁড়ার পরও সরাতে পারছিলেন না বা তাঁর কাছে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও এটাকে সরাতে পারছিলেন না। মহানবী পানি আনতে বললেন। তিনি ঐ পাথরের ওপর কিছুটা পানি ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি দোওয়া করলেন এবং পাথরের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁরা লম্বা হাতলবিশিষ্ট কোদাল দিয়ে তা এমনভাবে সরিয়ে ফেললেন যেন তাঁরা কোদাল দিয়ে বালির স্তূপ সরালেন।২ অন্য আর একদিন স্বদেশভূমি ত্যাগকারীদের সাহায্যের প্রয়োজন হলো। একটা পাথর খণ্ডকে ভেঙ্গে ফেলার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর মহানবী নিজেই ঐ পাথরে আঘাত করলেন। উমর মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে গাঁইতিটি নিয়ে পাথরের ওপর আঘাত করলেন। আঘাত করার পর সারা শহরে দক্ষিণমুখী হয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেলো। আবার

১. ওয়াকিদী, ৪৪৮৯; ইবন্ সা'দ, ২/১, ৫১।
২. ইবন্ ইসহাক, ৬৭১।

www.bjilibrary.com

তিনি আঘাত করলেন। এবার ঐ আলোর ঝলকানি দেখা গেলো উহুদের দিকে এবং উহুদ প্রান্তর ছড়িয়ে তা প্রসারিত হলো উত্তর দিকে। তৃতীয় বার আঘাত করার পর পাথরটি টুকরা টুকরা হয়ে গেলো এবং এ সময় আগুনের ফুলকি পূর্বদিকে প্রসারিত হলো। তিন বার এই আলোর ঝলকানি সালমান প্রত্যক্ষ করেন। এর একটা বিশেষত্ব নিশ্চয় আছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি এর ব্যাখ্যা মহানবীর কাছে জানতে চাইলেন। মহানবী বললেন : 'তুমি কি ঐ আলোর ঝলকানি দেখেছো সালমান? প্রথম আলোয় আমি দেখেছি ইয়েমেনের দুর্গ, দ্বিতীয় আলোয় আমি দেখেছি সিরিয়ার দুর্গ এবং তৃতীয় আলোয় দেখেছি মাদায়েনে কিসরার১ রাজপ্রাসাদ। প্রথম আলোয় আল্লাহ আমার কাছে ইয়েমেনকে উন্মুক্ত করেন, দ্বিতীয় আলোয় তিনি আমার কাছে উন্মুক্ত করেন সিরিয়া ও পশ্চিমাঞ্চল এবং তৃতীয় আলোর মাধ্যমে তিনি আমার কাছে উন্মুক্ত করেন পূর্বাঞ্চল।'২

যাঁরা পরিখা খননের কাছে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁদের কাছে যথেষ্ট খাদ্য ছিলো না। উপরন্তু, কঠোর এই কাজে তাঁদের ক্ষুধার উদ্রেক আরও বেড়ে যায়। পরিখা খননের সময় জাবিরের যে দিন মহানবীর সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে সেদিন তিনি তাঁকে খুবই দুর্বল অবস্থায় দেখতে পান। ঐ দিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর স্ত্রীকে মহানবীর জন্য খাদ্য রান্নার কথা বলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন : 'আমাদের কাছে সামান্য বার্লি ও এই ভেড়িটা ছাড়া আর কিছুই নেই।' ফলে জাবির ভেড়িটা জবাই করেন। পরদিন তাঁর স্ত্রী ভেড়ির গোশত রাঁধেন এবং বার্লি ভাঙ্গিয়ে রুটি তৈরি করেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিলো। এ সময় জাবির মহানবীর কাছে এমনভাবে যান যেন তিনি কাজ শেষ করে যাচ্ছেন। তিনি মহানবীকে গোশত ও রুটি খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। জাবির বলেন : "মহানবী তাঁর হাতের তালু আমার হাতের তালুতে লাগিয়ে আমার হাতের আঙ্গুলের ফাঁকের মধ্যে তাঁর হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে একা আসার কথা বললাম। কিন্তু তিনি একজন ঘোষককে এ কথা বলতে বললেন 'জাবিরের গৃহে তোমরা সবাই আল্লাহর নবীর সাথে যাও। জাবির তোমাদের দাওয়াত করেছে এবং তোমরা দাওয়াত কবুল করো'।" জাবির এ সময় একটি আয়াত আবৃত্তি করলেন যে আয়াতটি বিপদের সময় পড়ার জন্য মুসলমানদের বলা হয়েছে। 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছে আমরা নিশ্চয়ই ফিরে যাবো।'

---

১. পার্শিয়ার রাজা সসরোস্ (Chosroes)।

২. ওয়াকিদী, ৪৫০।

www.bjilibrary.com

তিনি আগে গিয়ে স্ত্রীকে সতর্ক করে দিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন : 'আপনি কি তাদের সবাইকে না মহানবীকে একা দাওয়াত করেছেন?' জাবির বললেন : 'না, তিনিই (মহানবী) সবাইকে দাওয়াত করেছেন?' অতঃপর তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন : 'ঠিক আছে, তাদের সবাইকে আসতে দিন। কারণ তিনি সবকিছু ভালো করেই জানেন।' মহানবীর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি দোওয়া করলেন এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করলেন। অতঃপর তিনি খাওয়া শুরু করলেন। তাঁর সাথে দশ জন বসেছিলেন। তাঁরাও সবাই খাওয়া শুরু করলেন এবং খাওয়া শেষ করে তাঁরা উঠে পড়লেন ও নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন। এরপর আরও দশ জন বসে তৃপ্তির সাথে খেলেন। এভাবে পরিখা খননকারী সবাই পেট ভরে খাবার খেলেন। এরপরও দেখা গেলো, কিছু গোশত ও রুটি রয়ে গেছে।১

অন্য একদিন মহানবী দেখলেন যে, একটা মেয়ে হাতে করে কিছু নিয়ে শিবিরে প্রবেশ করছে। মহানবী তাকে নিজের কাছে ডাকলেন। মেয়েটি হলো আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহার ভাইয়ের মেয়ে। ঐ মেয়েটি বলে : 'আমি আল্লাহর নবীকে বলি যে, আমি আমার পিতা ও চাচার জন্য কিছু খেজুর নিয়ে এসেছি। তিনি ঐ খেজুরগুলো তাঁকে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমি তাঁর দু'হাতে ঐ খেজুরগুলো দিলাম। কিন্তু দেখা গেলো, ঐ খেজুরে তাঁর দু'হাত পূর্ণ হলো না। তিনি একটা কাপড় আনতে বললেন। ঐ কাপড়খানি তাঁর জন্য বিছিয়ে দেওয়া হলো। তিনি খেজুরগুলো ঐ কাপড়ের ওপর এমনভাবে রাখলেন যেন তা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। অতঃপর তাঁর কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরকে তিনি বললেন পরিখা খননকারীদের দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতে। তাঁরা সবাই এসে খেজুর খেতে শুরু করলেন। তাঁরা সবাই খাওয়ার পর চলে গেলেন। তখনও দেখা গেলো, কাপড়ের ধারে খেজুর উপচে পড়ছে।'২

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৬৭২; ওয়াকিদী, ৪৫২।

২. ইবন্ ইসহাক, ৬৭২।

www.bjilibrary.com

অবরোধ

পরিখা খনন করতে তাঁদের সর্বমোট ছয় দিন লাগে। কিন্তু পরিখা খনন কাজ শেষ হওয়ার আগেই তাঁরা খবর পান যে, কুরাইশ সৈন্যবাহিনী আকীক উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসছে এবং এখন তারা শহরের সামান্য দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থান করছে। অন্যদিকে ঘাতাফান ও নযদের অন্যান্য গোত্ররা পূর্বদিক থেকে উহুদ পর্বতের দিকে এগিয়ে আসছে। শহরতলীর বাসিন্দাদের ইতিমধ্যে তাদের ঘরবাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে প্রতিরক্ষা ব্যূহের অভ্যন্তরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহানবী নির্দেশ দেন যে, প্রতিটি দুর্গের ওপর তলায় এক বা দুটি কামরায় মহিলা ও শিশুদের থাকার ব্যবস্থা করতে। অতঃপর তিনি ও তাঁর প্রায় তিন হাজার সঙ্গীসহ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন। লাল চামড়া দ্বারা তাঁর তাঁবুটি স্থাপন করা হয় সা'ল পর্বতের পাদদেশে। আয়েশা, উম্মে সালামা এবং জয়নাব পালাক্রমে সেখানে অবস্থান করেন।

মক্কার সৈন্যবাহিনী ও তাদের মিত্ররা উহুদ প্রান্তরের অনতিদূরেই পৃথক পৃথক তাঁবু স্থাপন করে। কুরাইশরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে যে, ঐ মরুদ্যানের শস্য ইতিমধ্যে কাটা হয়ে গেছে। তাদের উটকে খাদ্য হিসেবে আকীক উপত্যকার বাবলা গাছের ওপরই নির্ভর করতে হলো। অপরদিকে, ঘাতাফান গোত্রের সব উটকে উহুদ প্রান্তরে জন্মানো দুই ধরনের ঝাউ গাছের ওপর নির্ভর করতে হলো। কিন্তু তাদের দুই বাহিনীর সাথে ঘোড়ার জন্য আনা খাদ্য ছাড়া তাদের আর কোনো খাদ্য ছিলো না। ফলে তাদের জন্য অনেকটা বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায় শত্রুতার দ্রুত অবসান ঘটানো। এই উদ্দেশ্যে উভয় বাহিনী সম্মিলিতভাবে শহর অভিমুখে যাত্রা করে। আবু সুফিয়ান ছিলো সর্বাধিনায়ক। কিন্তু যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দলের নেতাকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। মক্কার পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলো খালিদ ও ইকরামা এবং আমর ছিলো খালিদের বাহিনীতে। তারা এগিয়ে যাওয়ার সময় অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে যে, শহরের বাইরে এবং তাদের সামনেই রয়েছে শত্রুদের শিবির। তাদের পশ্চাতের দুর্গ প্রাচীর থেকে তীর নিক্ষেপিত

www.bjilibrary.com

হতে পারে মনে করে তারা আশঙ্কিত হলো। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তারা সংখ্যার আধিক্যে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে বলে মনে করলো। আরও কাছাকাছি এসে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লো। তারা দেখলো তাদের সামনে একটা প্রশস্ত পরিখা এবং পরিখার অপর পারে পরিখা বরাবর তীরন্দাজরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিখার কাছাকাছি তাদের ঘোড়া যেতে পারলেও ঐ পরিখা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে। হঠাৎ করে তাদের দিকে এক ঝাঁক তীর ছুটে আসলো। তারা বুঝতে পারলো যে, তারা শত্রুদের আক্রমণের আওতায় রয়েছে। ফলে তারা কিছুটা পিছিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেলো।

সারাটা দিন আলোচনা করেই কাটলো। শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, শহরের দক্ষিণ দিকে মোতায়েন করা শত্রু বাহিনীর সদস্যদের যদি সেখান থেকে হটিয়ে দিতে বাধ্য করা যায় এবং অন্য কোনো এলাকার নিরাপত্তায় তারা যদি চলে যায় তাহলে একটা বিরাট সম্ভাবনা থাকতে পারে। পরিখার ধারে যদি বেশি সংখ্যক লোক না থাকে তাহলে তা অতিক্রম করা খুব কষ্টকর হবে না। তাদের দৃষ্টি কুরাইজা গোত্রের দিকে নিবদ্ধ হলো। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে তাদের দুর্গগুলো মদীনা যাওয়ার পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। চুক্তি মোতাবেক খায়বর থেকে নাদির গোত্রের হুয়াই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে। সে তার সহমর্মী ইহুদীদের কাছে আবু সুফিয়ানের দূত হিসেবে যাওয়ার অনুরোধ করলো। সে আবু সুফিয়ানকে এই নিশ্চয়তা দিলো যে, মুহাম্মদের সাথে তাদের সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে সে তাদের সম্মত করাতে পারবে। আর তাদের সাহায্য পাওয়া নিশ্চিত হলে শহরে একই সাথে দুই দিক থেকে আক্রমণ করা যাবে। আবু সুফিয়ান তার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলো এবং তাকে এ কাজ সম্পাদনে আর কালবিলম্ব না করার অনুরোধ করলো।

কুরাইজা গোত্রের লোকেরা হুয়াইকে দেখে ভীত হয়ে পড়লো। তারা তাকে একজন দুর্ভাগ্য বহনকারী হিসেবেই মনে করলো। এই অশুভ ব্যক্তি তার নিজের লোকদের ওপর বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তারা যদি তাকে প্রশ্রয় দেয় তাহলে সে তাদের জন্যও একইভাবে বিপর্যয় ডেকে আনবে। তার প্রেরণাশক্তির প্রভাব ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক এবং সেই প্রভাবকে প্রতিহত করা ছিলো কষ্টসাধ্য। এ কথা ভেবে তারা আশংকিত হলো। সে যদি কোনো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করে তাহলে সব প্রতিকূলতাকে সে অতিক্রম করবে এবং উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া পর্যন্ত সে নিজে বিশ্রাম নেবে না বা অন্যকেও বিশ্রাম নিতে দেবে না। সে কুরাইজা প্রধান কা'ব ইবন্

www.bjilibrary.com

আসাদের দুর্গে গেলো। এই কা'ব ইবন্ আসাদ মহানবীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। কা'ব-এর দরজায় গিয়ে হুয়াই করাঘাত করে এবং নিজের পরিচয় প্রদান করে। কা'ব প্রথমে দরজা খুলতে অস্বীকার করে। হুয়াই বললো : 'বিভ্রান্ত হয়ো না কা'ব, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।' হুয়াই কি চায় তা বুঝতে পেরে কা'ব বললো : 'তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না হুয়াই। আমি মুহাম্মদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছি। তাঁর ও আমার মধ্যেকার চুক্তি আমি ভঙ্গ করবো না।' হুয়াই বললো : 'আমাকে ভেতরে আসতে দাও। আমরা আলোচনা করি।' কা'ব বললো : 'না, তোমাকে আমি ভেতরে আসতে দেবো না।' হুয়াই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, সে তার খাদ্যে ভাগ দিতে চায় না বলেই দরজা খুলছে না। এতে কা'ব রেগে যায় এবং দরজা খুলে দেয়। হুয়াই বললো : 'শোনো কা'ব, আমি তোমার জন্য চিরদিনের জন্য স্থায়ী গৌরব ও উত্তাল সমুদ্রের মতো ক্ষমতা নিয়ে এসেছি। আমি তোমার জন্য এনেছি কুরাইশ, কিনানাহ ও ঘাতাফান নেতা ও প্রধানকে, তাদের পুরো দশ হাজার সৈন্যকে এবং এক হাজার বলবান ঘোড়াকে। তারা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তারা মুহাম্মদ ও তার অনুগামীদের পুরোপুরি নির্মূল না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। এ সময় মুহাম্মদ পালাতে পারবে না।' কা'ব বললো : 'খোদার কসম, তুমি আমার জন্য সব সময় নিয়ে এসেছো অপমান – এমন মেঘ নিয়ে এসেছো যেখানে পানি নেই – আছে শুধু গর্জন আর বিদ্যুতের ঝলকানি। এ ছাড়া এতে আর কিছু নেই। শোনো হুয়াই, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও এবং আমি যেভাবে আছি সেভাবেই আমাকে থাকতে দাও।' হুয়াই দেখলো কা'ব দুর্বল হয়ে পড়ছে। নতুন ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তার এই বাকপটুতা তাদের অনুকূলে আসবে। খোদার নামে কসম করে সে বললো : 'কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্র মুহাম্মদকে শেষ না করে যদি তাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায় তাহলে আমি তোমার সাথে তোমার দুর্গে প্রবেশ করবো এবং তোমার ভাগ্যে যা ঘটে আমার ভাগ্যে তা-ই ঘটবে।' এ কথায় কা'ব আশ্বস্ত হলো যে, ইসলাম টিকে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। ফলে সে তার জনগণ ও মহানবীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে সম্মত হলো। হুয়াই ঐ চুক্তির দলিল দেখতে চাইলো। দলিলে কি লেখা আছে তা পড়ে সে দলিলখানি দু'টুকরা করে ফেললো। তাদের মধ্যে (কা'ব ও হুয়াই) কি কথা হয়েছে তা তার গোত্রের লোকদের কাছে বলার জন্য কা'ব বাইরে গেলো। তারা বললো : 'এর মধ্যে কি ধরনের সুবিধা আছে। তোমাকে হত্যা করা হলে তোমার সাথে কি হুয়াইকেও হত্যা করা হবে?' প্রথমদিকে সে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন

www.bjilibrary.com

হলো। কুরাইজাদের মধ্যে একজন প্রবীণ ইহুদী সিরিয়া থেকে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তার নাম ইবন্ আল-হায়াবান। সে আগত নবীর সাথে সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করে। সে বলে যে, নবীর আগমনের সময় এসে গেছে। অনেকে আবার মনে করে যে, মুহাম্মদই সেই প্রত্যাশিত নবী। অনেকে আবার এই নবীর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো না, কারণ মুহাম্মদ ইহুদী ছিলেন না। ইহুদী বা অন্য কোনো পৌত্তলিকদের অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, অনেকে এই নবীর বিরোধিতা করার ব্যাপারে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলো না। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক রাজনৈতিক এই চুক্তি বাতিল করার বিপক্ষে ছিলো। হুয়াই যা বলেছিলো তার সমর্থনে মোনাফেকরা যখন সংবাদ নিয়ে এলো এবং তাদের মধ্যে অনেকে যখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এককভাবে গেলো তখন সাধারণ জনমত কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের পক্ষে চলে গেলো। মদীনার দিক থেকে পরিখার অপরদিকে তাকিয়ে দেখা গেলো এক ভয়াবহ দৃশ্য। পরিখার অপরদিকে সমভূমিতে যত দূরে দৃষ্টি যায়, দেখা গেলো, মানুষ আর ঘোড়ার জমায়েত হওয়ার দৃশ্য।

ইতিমধ্যে খালিদ ও ইকরামা কোন স্থান দিয়ে সহজে পরিখা অতিক্রম করা যায় তা বেশ দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলো। তারা হতাশার সুরে বললো : 'এটা এক ধরনের চালাকি! আরবরা এ ধরনের পদ্ধতি কখনও অনুসরণ করেনি। মহানবীর সাথে পার্সিয়ার একজন লোক অবশ্যই আছে।' তারা দেখে হতাশ হলো যে, মাত্র একটি স্থান ছাড়া সমানভাবে পরিখা খনন করা হয়েছে। যে স্থানটিতে সরুভাবে পরিখা খনন করা হয়েছে, সেই স্থানে রয়েছে অত্যন্ত সতর্ক পাহারা। এই স্থানে দু'একবার আক্রমণের চেষ্টা করেও তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। তাদের ঘোড়া এ ধরনের পরিখা কখনও দেখেনি। ফলে পরিখা অতিক্রমের ব্যাপারে তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। এ পরিস্থিতির হয়তো পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্তে যুদ্ধ শুধু তীর বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো।

মহানবীর সাথে কুরাইজাদের চুক্তি বাতিলের কথা গোপন রইলো না। অনেক মোনাফেক সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না যে, তারা কোন দলের। যে কোনো পক্ষের সাথেই তারা গোপনে প্রতারণা করার জন্য প্রস্তুত ছিলো। সাহাবিদের মধ্যে উমরই প্রথম ব্যক্তি যিনি জানতে পারেন যে, ইহুদীরা এখন তাদের প্রচ্ছন্ন শত্রু। তিনি মহানবীর কাছে গেলেন। মহানবী এ সময় তাঁর তাঁবুতে আবু বকরের সাথে বসে ছিলেন। উমর বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমি জানতে পেরেছি যে কুরাইজারা তাদের চুক্তি বাতিল করেছে এবং তারা এখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রয়েছে।' মহানবী চিন্তিত হলেন

www.bjilibrary.com

বলে মনে হলো। এ ব্যাপারে সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তিনি জুবায়েরকে পাঠালেন। সাহায্যকারীদের অবহেলা করা হয়েছে, এমন ধারণা হতে পারে মনে করে তিনি উসায়েদসহ আউস ও খাযরাজ গোত্রের দুই সা'দকে ডেকে পাঠালেন এবং ঐ খবর সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে বললেন : 'তোমরা যাও এবং দেখো যে, এর মধ্যে কোনো সত্যতা আছে কিনা। যদি মিথ্যা হয় তাহলে তা সাধারণভাবে বলবে। কিন্তু যদি ঘটনা সত্য হয় তাহলে তা আমাকে এমন সূক্ষ্মভাবে জানাবে যেন আমি তা বুঝতে পারি।' জুবায়ের যাওয়ার পরপরই তাঁরা কুরাইজাদের দুর্গে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তারা সত্য সত্যই চুক্তি বাতিল করেছে। খুব বিলম্ব হওয়ার আগেই তাদেরকে তাঁরা আল্লাহর নামে পুনরায় আগের অবস্থানে ফিরে আসার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো। কিন্তু তারা উত্তরে জানালো : 'আল্লাহর নবী কে? মুহাম্মদ এবং আমাদের মধ্যে কোনো চুক্তি বা মতৈক্য হয়নি।' বৃথাই তারা শুধু তাদের কাইনূকা ও নাদির গোত্রের ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। কা'ব ও অন্যারা কুরাইশদের বিজয়ের ব্যাপরে এতটা আশাবাদী ছিলো যে, তারা তাদের কথায় কান দিলো না। তাঁদের অনুরোধ বৃথা যাচ্ছে দেখে তাঁরা মহানবীর কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা মহানবীকে শুধু বললেন : 'আদল ও কারাহ্।' এই দুটো গোত্রের লোকেরা হুদায়লের বিরুদ্ধে খুবায়েব ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতারিত করেছিলো। মহানবী সব কিছু বুঝতে পারলেন এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলেন : 'আল্লাহু আকবর! হে মুসলমানরা, তোমরা উৎফুল্ল থাকো।'

অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিখার কাছে সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে শহরে এক দল সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। ফলে মহানবী একশ' লোককে সেখানে প্রেরণ করলেন। এরপর মহানবীর কাছে সতর্কবাণী এসে পৌঁছালো যে, কুরাইশ ও ঘাতাফানদের কাছে হুয়াই রাতে কুরাইজাদের দুর্গে এক হাজার করে সৈন্য পাঠানোর অনুরোধ করেছে। সেখান থেকে তারা শহরের কেন্দ্রে আক্রমণ করবে এবং মুসলমানদের দুর্গে আঘাত হেনে মুসলমান মহিলা ও শিশুদের নিয়ে যাবে। বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত রাতে আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা একাধিকবার বাতিল করা হয় এবং ঐ পরিকল্পনা আর কখনও বাস্তবায়িত হয় নাই। কিন্তু মহানবী এ কথা শোনার পর তিনশ' ঘোড়সওয়ারসহ জায়দকে রাস্তায় পাহারা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। প্রতি রাতে তারা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় পাহারা দেওয়ার সময় আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করতে থাকে। এতে সবার মনে হয় যে, শহর শক্তিশালী অতিথি দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেছে।

www.bjilibrary.com

মুসলমানদের শিবিরে ঘোড়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু যারা শহরে চলে গিয়েছিলো তাদের উপস্থিতি ভীষণভাবে অনুভূত হতে লাগলো। কারণ দিন-রাত পরিখা পাহারা দিতে হচ্ছিলো এবং এ জন্য এক একজন লোককে অধিক সময় ধরে কাজ করতে হচ্ছিলো। দিনের পর দিন অতিবাহিত হচ্ছিলো এবং সবার ওপর চাপও বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। খালিদ ও ইকরামা এবং তাদের লোকজন সব সময় সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু মাত্র একবার তারা পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। যে স্থানটিতে পরিখা সরু করে কাটা হয়েছে সেখানে যখন জোরদার পাহারা ছিলো না ঠিক তখনই ইকরামা তা লক্ষ্য করে পরিখা অতিক্রম করে। সে তার ঘোড়া নিয়ে পরিখা অতিক্রম করে এবং তাকে অনুসরণ করে আরও তিন জন। চতুর্থ ব্যক্তি পরিখা অতিক্রম করার সময় আলী এবং তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পরিখার অপ্রশস্ত স্থানে পাহারা দিতে শুরু করায় ঐ স্থানটি শত্রুদের জন্য আবার অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, যারা ইতিমধ্যে পরিখা অতিক্রম করে, তাদেরও ফিরে আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে আমর চিৎকার করে একক যুদ্ধের আহ্বান জানায়। আলী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে আমর অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে : 'তোমার মতো লোককে হত্যা করতে আমি ঘৃণা করি। তোমার পিতা ছিলো আমার একজন সমভাবাপন্ন সঙ্গী। সুতরাং তুমি চলে যাও, তুমি তো সেদিনের যুবক।' কিন্তু আলী জিদ করলে আমর ঘোড়ার ওপর থেকে নামে। অতঃপর উভয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকে। শীঘ্র তারা একটা ধুলিঝড়ের আড়ালে পড়ে যায়। এরপর সবাই আলীর কণ্ঠ থেকে আল্লাহর প্রশংসাসূচক ধ্বনি শুনতে পায়। তারা বুঝতে পারে যে, আমর হয় মারা গেছে অথবা মরণাপন্ন। ইতিমধ্যে ইকরামা ও তার সাথীরা সুযোগ বুঝে পরিখার অপর পারে চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু মাখজুম গোত্রের নওফল ঘোড়াসহ পরিখার মধ্যে পড়ে যায়। সবাই তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করলে সে বলে : 'হে আরব জনগণ, এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।' অতঃপর তারা পরিখার মধ্যে নেমে তাকে হত্যা করে।

পরিখা অতিক্রম করতে তারা ব্যর্থ হলেও দেখা যায় যে, এটা সম্ভব। পরদিন সূর্য ওঠার আগেই বিভিন্ন অবস্থান থেকে আক্রমণ করা হলো। মহানবী বিশ্বাসীদের অনুপ্রাণিত করলেন এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন যে, তারা যদি তাদের পরিখা পাহারা দেওয়ার ক্লান্তি সত্ত্বেও অটল ও অবিচল থাকে, তাহলে তাদের বিজয় হবে। তাদের শিবির স্থাপনের স্থানটি ছিলো সুনির্বাচিত। কারণ, 'সা'ল' পর্বত থেকে দূরে সমভূমির এই ঢালু স্থানটি পরিখার নিকটবর্তী চড়াই থেকে নিচু ছিলো। সারাদিন ধরে শত্রুরা বার বার

www.bjilibrary.com

পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। সত্যিকারের যুদ্ধ হয় অত্যন্ত সীমিত আকারে, যেমন হয়েছিলো আগের কয়েকদিনে শুধুমাত্র তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে। এ যুদ্ধে কেউ মারা যায় নাই। সা'দ ইবন্ মুয়াজের বাহুতে একটা তীর বিদ্ধ হয় এবং এতে তার হাতের একটা শিরা ছিঁড়ে যায়। কুরাইশ ও ঘাতাফানদের অনেক ঘোড়া আহত হয়।

জোহর নামাজের সময় হলেও ক্ষণিকের জন্যে কারও দায়িত্ব পালনে শিথিলতার অবকাশ ছিলো না। জোহর নামাজের সময় যখন শেষ হয়ে যাচ্ছিলো তখন মহানবীর কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমরা নামাজ পড়ি নাই।' এটা ছিলো একটা বোধগম্য ঘটনা। কিন্তু ঐ ঘটনাটি ছিলো খুবই অশান্তিপূর্ণ। ইসলাম প্রচার শুরুর পর থেকে এ ধরনের ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। মহানবীর উত্তর তাঁদেরকে কিছুটা শান্ত করলো। তিনি বললেন : 'আল্লাহর কসম, আমি নিজে এখনও নামাজ পড়ি নাই।' আছর নামাজের সময় এলো এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে ঐ নামাজের সময়ও চলে গেলো। শত্রুরা তখনও তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখে। দিনের আলোর শেষ রেখা পশ্চিম দিগন্তে অন্তর্হিত হওয়ার পরই কেবল তারা তাদের দুই শিবিরে ফিরে গেলো। তাদের যখন আর দেখা গেলো না মহানবী তখন পরিখা থেকে সরে এলেন। সেখানে তিনি পাহারা দেওয়ার জন্য একদল লোকসহ উসায়েদকে রেখে এলেন। এ সময় মহানবী চার ওয়াক্তের নামাজ পড়ালেন। এ সময় নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক ছিলো। ঐ সন্ধ্যায় খালিদ একদল ঘোড়সওয়ারসহ পরিখার কাছে আসে। তার ধারণা ছিলো, এ সময় সে অসতর্ক অবস্থায় পরিখা পাবে। কিন্তু উসায়েদ ও তাঁর লোকজন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এ সময়কার কষ্টকর দিনের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়। বলা হয় : 'তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিলো, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলো এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিলো।'১

কতদিন আর এভাবে কষ্ট সহ্য করতে হবে, এমন প্রশ্ন সবার মনে আলোড়িত হলো। খাদ্য ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিলো আর রাতের ঠাণ্ডা ছিলো ব্যক্তিক্রমধর্মী। যাদের বিশ্বাস দুর্বল ছিলো তারা ক্ষুধা, শীত ও না ঘুমাতে পারার কারণে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলে এবং মোনাফেকদের দলে যোগ

১. কুরআন, ৩৩ : ১০-১১।

www.bjilibrary.com

দেওয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারা বলে বেড়াতে থাকে যে, শুধুমাত্র একটা পরিখা দিয়ে এমন শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সুতরাং শহর বেষ্টনী দেওয়ালের মধ্যে তাদের চলে যাওয়া উচিত। অপরদিকে, কষ্টের মধ্যে থেকেই সত্যিকার বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং ঐশী বাণীতে তাদের প্রশংসা করা হয়। এই বিরাট দুর্যোগের সময় তারা দেখতে পায় দুটো গোত্রকে একত্রিত হতে। এ সময় তাদের আল্লাহ ও মহানবীর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হয়। আল্লাহ ও আল্লাহর নবী যে কথা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা সত্য সত্যই কার্যে পরিণত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয় : 'আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেলো।'১ দু'তিন বছর আগে নাযিল হওয়া পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের কথা তারা স্মরণ করলো : 'তোমরা কি মনে করো যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনও তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসে নাই? অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিলো। এমন কি রসূল এবং তাঁর সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলে উঠেছিলো, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' হ্যাঁ, হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।'২

মহানবী এ কথা ভালো করেই বুঝতে পারেন যে, তাঁর অনুসারীদের সহ্যের ক্ষমতা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একই সাথে তিনি এ কথাও বুঝতে পারেন যে, প্রতিটা দিন অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে শত্রুদের ওপর আপতিত দুর্যোগও তারা ভীষণভাবে উপলব্ধি করছে। এ জন্য তিনি এক রাতে ঘাতাফান গোত্রের দুই নেতার কাছে একটি প্রস্তাব পাঠালেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় যে, তারা যদি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যায় তাহলে তিনি তাদেরকে মদীনার উৎপাদিত খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করবেন। তারা জবাব পাঠায় : 'আমাদেরকে মদীনার উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেক দান করুন।' কিন্তু মহানবী এক-তৃতীয়াংশের বেশি দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর তারা মহানবীর প্রস্তাবে রাজি হয়। মহানবী উসমানকে ডেকে পাঠান এবং মুসলমান ও ঘাতাফান গোত্রদের মধ্যে একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদনের খসড়া তৈরি করতে বলেন। এরপর তিনি দুই সা'দকে ডেকে পাঠান এবং তাঁরা তাঁর তাঁবুতে আসেন। আউস গোত্রপ্রধান তাঁর আহত বাহুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আসেন। মহানবী তাঁদেরকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলেন। উত্তরে তাঁরা বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আপনি যে কাজ

---

১. কুরআন, ৩৩ : ২২।

১. কুরআন, ২ : ২১৪।

www.bjilibrary.com

করতে বলছেন তা কি আপনি করার নির্দেশ দিচ্ছেন, না আল্লাহ তা করার নির্দেশ দিয়েছেন যা অবশ্য কর্তব্য?' মহানবী তাঁদের কথার জবাবে বললেন : 'এটা এমন ধরনের কাজ যা আমি তোমাদের জন্যই করতে চাই। কিন্তু আমি যদি দেখি আরবরা একটা ধনুক থেকেও তোমাদের প্রতি তীর ছুঁড়েছে এবং তোমাদের চারদিক থেকে আক্রমণ করেছে তাহলে আমি এ কাজ করবো না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের তীব্রতা আমি প্রতিহত করবো।' আহত সা'দ তাঁকে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমরা মূর্তিপূজক ছিলাম। খোদাকে উপাসনা করতাম তাকে না জেনে। সত্যিকারভাবে তাঁর উপাসনাও আমরা করতাম না। তখন এসব লোক একমাত্র অতিথি বা পণ্য বিনিময় ছাড়া আমাদের একটা খেজুর খাওয়ারও সাহস করতো না। কিন্তু আল্লাহ এখন আমাদের ইসলাম ধর্ম দিয়েছেন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আপনাকে দিয়ে আল্লাহ আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। এখন আমরা আমাদের সম্পদ তাদের দেবো কেন? আল্লাহর কসম, তাদের ও আমাদের মধ্যে আল্লাহ কোনো সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের একমাত্র তরবারি ছাড়া আর কিছুই দেবো না।' মহানবী বললেন : 'তোমরা যা ইচ্ছা করো তাই হবে।' এরপর উসমানের কাছ থেকে সা'দ কলম ও চর্মপত্র নিয়ে যা লেখা হয়েছিলো তা ছিড়ে ফেলে বললেন : 'তারা যতটা খারাপ কাজ করতে পারে তা করুক।'১

ফাজারা ও মুররাহ উপগোত্রের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার ফল কিছুই হলো না। কুরাইশদের তৃতীয় মিত্র ছিলো ঘাতাফান গোত্রের আশজা উপগোত্র। নূয়ায়েম ছিলো এই উপগোত্রের। দ্বিতীয় বার বদর প্রান্তরে মক্কাবাসীদের মোকাবিলা করার জন্য মুসলমানদের প্রতিজ্ঞা রক্ষার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনের জন্য (যদি পারে) আবু সুফিয়ান ও সুহায়েল এই নূয়ায়েমকে ঘুষ প্রদান করে। তার মদীনায় অবস্থান তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ সময় মক্কাবাসীকে সমর্থন করার জন্য সে তার গোত্রের অন্যান্য লোকের সাথে বেরিয়ে আসে। তবে এবার তার মনোভাব ছিলো দোদুল্যমান। তিনগুণের বেশি সৈন্যের শক্তি প্রতিরোধে নতুন ধর্মের লোকদের দৃঢ়তা দেখে সে তাদের প্রশংসা করে। তার এই প্রশংসা ঘনীভূত হয় ও তা বৃদ্ধি পায়। এরপর আসে সেই মুহূর্তটি। নূয়ায়েম মনে মনে বলে : 'আল্লাহ,

১. ইবন্ ইসহাক, ৬৭৬।

www.bjilibrary.com

আমার অন্তরে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করো।' ঘাতাফান গোত্রের সাথে পৃথক চুক্তি বাতিল হওয়ার পরপরই সেই রাতে সে শহরে যায় এবং তৎপর শিবিরে এসে উপস্থিত হয়। এখানে আসার পর সে মহানবীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। 'নূয়ায়েম, তুমি এখানে কেন এসেছো?' মহানবী জিজ্ঞাসা করেন। নূয়ায়েম উত্তর দেয় : 'আমি আপনার কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার ঘোষণা দেওয়ার জন্য এসেছি এবং আমি শপথ করছি যে আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। সুতরাং হে আল্লাহর নবী, আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাকে নির্দেশ করুন কোনো কিছু করার জন্য এবং আমি আপনার নির্দেশ পালন করবো। আমার জনগণ ও অন্যরা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানে না।' মহানবী বললেন : 'তাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বিবাদে তুমি তোমার সর্বশক্তি নিয়োগ করো।' মহানবীর কাছে নূয়ায়েম অসত্য বলার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন : 'আমাদের কাছ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তুমি যা ইচ্ছা তাই বলো। কারণ, যুদ্ধ হলো চাতুরী।'১

নূয়ায়েম শহরের মধ্য দিয়ে কুরাইজাদের কাছে গেলেন। পুরানো বন্ধু হিসেবে তারা তাঁকে স্বাগত জানালো এবং তারা তাঁকে খাদ্য ও পানীয় দিলো। নূয়ায়েম বললেন : 'এসবের জন্য আমি এখানে আসি নাই। আমি তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশংকা বোধ করে তোমাদের সতর্ক ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য এসেছি।' তারপর তিনি তাদের স্পষ্ট করে বললেন যে, কুরাইশ ও ঘাতাফানরা যদি তাদের শত্রুদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে ব্যর্থ হয় তাহলে ইহুদীদের তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। সুতরাং কুরাইশরা যদি তাদের কাছে কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জিম্মায় না রাখে তাহলে তাদের কুরাইশদের পক্ষে আঘাত হানতে অস্বীকার করা উচিত। অর্থাৎ তারা যদি 'তোমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে, শত্রুরা পরাভূত না হওয়া পর্যন্ত তারা স্থান ত্যাগ করবে না তখনই কেবল তোমরা তাদের পক্ষাবলম্বন করতে পারো।' কুরাইজার লোকেরা তাঁর এই পরামর্শ উৎসাহের সাথে গ্রহণ করলো। নূয়ায়েম যে আশংকার দিকে ইঙ্গিত করেন, সেই দিকটা নিয়ে তারাও বেশ চিন্তিত ছিলো। তারা তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হলো। তারা যে নূ'য়ায়েমের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করছে এ কথা তারা তাদের লোকদের কাছে বা কুরাইশদের কাছে না বলারও প্রতিশ্রুতি দিলো।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৬৮১; ওয়াকিদী, ৪৮০-৮১।

www.bjilibrary.com

তারপর নূ'য়ায়েম তাঁর এক সময়কার বন্ধু আবু সুফিয়ানের কাছে গেলেন। তিনি আবু সুফিয়ান ও তার পাশে অবস্থানরত অন্যান্য কুরাইশ প্রধানদের জানালেন যে, তাঁর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে যা তিনি তাদের জানাতে চান। তবে শর্ত হলো, তিনি যে এই সংবাদ দিচ্ছেন তা কাউকে বলা যাবে না। তারা এই শর্তে রাজি হলো। তিনি বললেন : 'মুহাম্মদের প্রতি ইহুদীরা যে ব্যবহার করেছে, তার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করছে। তারা মুহাম্মদের কাছে বলে পাঠিয়েছে : 'আমরা যা করেছি তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। কুরাইশ ও ঘাতাফান গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকদের জামিন হিসেবে এনে আমরা যদি তাদেরকে আপনার কাছে সমর্পণ করি, যেন আপনি তাদের হত্যা করতে পারেন, তাহলে আপনি কি সন্তুষ্ট হবেন? তারপর আমরা আপনার সাথে মিলে বাকী যারা থাকবে তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।' মুহাম্মদ তাদের এ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। 'সুতরাং ইহুদীরা যদি তোমাদের কাছে জামিন হিসেবে তোমাদের কিছু লোককে চায় তাহলে তোমরা তোমাদের কোনো লোককেই পাঠাবে না।' এরপর নূ'য়ায়েম তাঁর নিজের লোকদের কাছে এবং ঘাতাফান গোত্রের অপর উপগোত্রের কাছে গিয়ে একই কথা বললেন।

আলোচনার পর আক্রমণকারী সৈন্যদলের নেতৃবৃন্দ ঐ মুহূর্তে হুয়াই-কে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নিলো। বরং নূয়ায়েম যা বলেছেন তার সত্যতা নির্ধারণে তারা উদ্যোগ নিলো। তারা কুরাইজাদের কাছে ইকরামাকে এই সংবাদ দিয়ে পাঠালো : 'আগামীকাল তোমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও যেন আমরা মুহাম্মদ থেকে সব সময়ের জন্য মুক্ত হতে পারি।' কিন্তু তারা উত্তর দিলো : 'আগামীকাল বিশ্রাম দিবস (ইহুদী মতে শনিবার ও খ্রীষ্টীয় মতে রবিবার)। তাছাড়া, আমাদের কাছে তোমরা কোনো জিম্মাদার না রাখলে কোনো অবস্থাতেই আমরা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি না। মুহাম্মদকে শেষ না করা পর্যন্ত তারা আমাদের জিম্মায় থাকবে। আমরা আশংকা করি যে, যুদ্ধ তোমাদের বিপক্ষে চলে গেলে তোমরা সবাই নিজের দেশে চলে যাবে এবং আমাদের তোমরা ঐ লোকটার মাঝেই রেখে যাবে। এককভাবে আমরা তার মোকাবিলা করতে পারবো না।' এ খবর কুরাইশ ও ঘাতাফানদের কাছে পৌঁছানোর পর তারা বললো : 'খোদার কসম, নূয়ায়েম আমাদের কাছে যা বলেছিলো তা সত্য।' তারা পুনরায় কুরাইজাদের কাছে সংবাদ পাঠালো যে, তারা তাদেরকে জিম্মা হিসেবে একজন লোককেও দেবে না। তারা তাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলো। এই কথার উত্তর এলো যে, তারা কাউকে জিম্মায় না পেলে কোনো আঘাত হানবে না।

www.bjilibrary.com

আবু সুফিয়ান তখন হুয়াই-এর কাছে গিয়ে বললো : 'তুমি তোমার লোকদের কাছ থেকে আমাদের সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা কোথায়? তারা আমাদের ত্যাগ করেছে এবং এখন তারা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাচ্ছে।' হুয়াই বললো : 'তৌরাতের কসম, না। বিশ্রাম দিবস এসে গেছে এবং আমরা কেউ বিশ্রাম দিবস লংঘন করতে পারি না। রোববার তারা মুহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অগ্নির মতো যুদ্ধ করবে।' এ সময় আবু সুফিয়ান তাকে তাদের জিম্মাদার দাবির কথা বলে। হুয়াই-এর মধ্যে দৃশ্যত অবাক হওয়ার ভাব প্রকাশ পায়। তার এই অপ্রতিভ ভাবের মধ্যে অপরাধ বোধ লক্ষ্য করা যায়। আবু সুফিয়ান বললো : 'আল-লাত এর শপথ করে বলছি, এটা তোমার ও তাদের প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার লোকদের সাথে প্রতারণায় জড়িয়ে পড়ার জন্য আমি তোমাকে দায়ী করি।' হুয়াই প্রতিবাদ করে বললো : 'সিনাই পর্বতে মূসার ওপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব তৌরাতের শপথ করে বলছি, আমি প্রতারক নই।' কিন্তু আবু সুফিয়ান তার কথায় সন্তুষ্ট হলো না। নিজের জীবনের নিরাপত্তার কথা ভেবে হুয়াই শিবির ত্যাগ করে কুরাইজাদের দুর্গে যাওয়ার পথ ধরে।

কুরাইশ ও নযদের গোত্রদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের ব্যাপারে নূ'য়ায়েমের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো না। ইতিমধ্যে প্রায় দু'সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কোনো কিছু হলো না। উভয় বাহিনীর খাদ্য সামগ্রী ফুরিয়ে যাচ্ছিলো। তাছাড়া তাদের ঘোড়া খাদ্যের অভাবে বা আহত হওয়ার জন্য অথবা উভয় কারণে মারা যাচ্ছিলো। বেশ কয়েকটা উট মারা যায়। কুরাইশরা এ কথা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, ঘাতাফান এবং অন্যান্য বেদুইনরা ছিলো তাদের সবচেয়ে বেশি অনিচ্ছুক মিত্র। নতুন ধর্মের প্রতি শত্রুতার বদলে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের মূল লক্ষ্য ছিলো লুণ্ঠন। কিন্তু ইয়াছরিবে আসার পর তাদের লক্ষ্য অর্জন পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অনেকের মুখে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের কথা শোনা গেলো। আক্রমণকারী দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়লো। অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হলো এবং পরিশেষে বেহেশত থেকে তাদের ব্যর্থতা চূড়ান্ত করে দেওয়া হলো।

তিন দিন পর মহানবী নামাজ শেষে দোওয়া করলেন : 'হে আল্লাহ, হে আসমানী কিতাব প্রকাশকারী, হে দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, দুষ্কর্মের সহযোগীদের পলায়ন করতে বাধ্য করাও, তাদের পলায়ন করতে বাধ্য

www.bjilibrary.com

করাও এবং তাদেরকে (প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে) ভীত করে দাও।'১ এবং সবকিছু শেষ হওয়ার পর এই আয়তটি নাজিল হয় : 'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিলো, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি।'২

কয়েক দিন ধরে আবহাওয়া ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী ঠাণ্ডা এবং বর্ষণমুখর। এরপর পূর্ব দিক থেকে মুষলধারে বৃষ্টিসহ তীব্র ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হলো। এর ফলে সবাই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। রাতে ঐ সমভূমিতে আঘাত হানলো প্রচণ্ড ঝড়। এই ঝড় ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিলো এবং প্রবল বাতাস যে কাজ করতে পারলো না, তা সম্পন্ন করলো অদৃশ্য হাত। আক্রমণকারী দুই বাহিনীর শিবিরে একটা তাঁবুও অক্ষত রইলো না এবং প্রজ্বলিত আগুনও নিভে গেলো। সব লোক প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মাটিতে পড়ে কাঁপতে লাগলো এবং উষ্ণতার জন্য তারা বিশৃঙ্খলভাবে গাদাগাদি হয়ে রইলো।

ঝড়ের এই আঘাত থেকে মুসলমান শিবিরগুলো কোনোভাবে রক্ষা পেলো। তাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে বাতাসই প্রবাহিত হয় নাই। কিন্তু ঠাণ্ডার তীব্রতা বাতাসে অনুভূত হলো। শত্রুবাহিনীর অবরোধের চাপ এবং বাতাসে ঠাণ্ডার তীব্রতা বিশ্বাসীদের এমনভাবে দুর্বল করে ফেললো যে, এটা সম্ভব বলে তারা আগে কল্পনাও করতে পারে নাই। মহানবী গভীর রাত পর্যন্ত ইবাদত করলেন। এরপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী তাঁবুর লোকদের কাছে গেলেন। তাদের মধ্যে একজন, ইয়ামনের ছেলে হুজাইফা, মহানবীকে কি কথা বলতে শুনেছিলেন তা তিনি পরে বলেন : 'তোমাদের মধ্যে কে আছ যে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়ে শত্রুরা কি করছে এবং অতঃপর তারা ফিরে যাচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবে? আর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবো সে যেন বেহেশতে আমার সঙ্গী হয়।' কিন্তু কেউ কোনো উত্তর দিলো না। হুজাইফা বলেন : 'প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও ক্ষুধার্ত থাকার জন্য সবাই এতটাই দুর্বল ছিলো যে, কেউ দাঁড়াতে পারলো না।' মহানবীর আহ্বানে যখন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে কেউ বাইরে যেতে ইচ্ছুক নয় তখন তিনি হুজাইফাকে ডাকলেন। হুজাইফা উঠে মহানবীর কাছে গেলেন। তিনি দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সবার কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন :

---

১. ইবন্ সা'দ, ২/১, ৫৩; ওয়াকিদী, ৪৮৭।

২. কুরআন, ৩৩ : ৯।

www.bjilibrary.com

'মহানবীর নিজের মুখে আমার নাম উচ্চারিত না হলে আমি উঠতে পারতাম না।' মহানবী বললেন : 'ঐ লোকগুলোর মধ্যে গিয়ে দেখো তারা কি করছে। আর আমাদের মধ্যে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি নিজে কিছুই করো না।' হুজাইফা বলেন : 'অতঃপর আমি তাদের মধ্যে এমন সময় গেলাম যখন বাতাস ও আল্লাহর অতিথিরা তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছিলো।' হামাগুড়ি দেওয়া কুরাইশদের মাঝে তিনি কিভাবে যান তা তিনি বলেন। কারণ তিনি তাদের শিবিরেই গিয়েছিলেন। তাদের কমান্ডার যেখানে বসেছিলেন সেই স্থান পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন। ঠাণ্ডায় অসাড় অবস্থায় তারা রাত কাটায়। প্রত্যুষের দিকে বাতাসের প্রবাহ যখন কমে আসছিলো আবু সুফিয়ান তখন চিৎকার করে বলতে থাকে : 'হে কুরাইশ জনগণ, আমাদের ঘোড়া ও উট মরে যাচ্ছে; কুরাইজারা আমাদের হতাশ করেছে এবং আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করতে যাচ্ছে। আর এখন আমরা কষ্ট পাচ্ছি বাতাসের কারণে, যা তোমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো। সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করো, কারণ আমি নিজেও চলে যাচ্ছি।' এ কথা বলে সে তার উটের কাছে গিয়ে তার পিঠে আরোহণ করলো। সে এমন দ্রুত চলে যেতে আগ্রহী ছিলো যে, উটের বাঁধন খুলে দিতেও সে ভুলে গেলো। উটকে তিন পা এগিয়ে যেতে বাধ্য করার পর সে তার বাঁধন খুলে দিলো। ইকরামা তাকে বলে : 'তুমি এই লোকগুলোর প্রধান এবং নেতা। তুমি আমাদের পেছনে রেখে এত দ্রুত চলে যাচ্ছো?' এতে আবু সুফিয়ান লজ্জা পায়। সে তার উটকে থামিয়ে তার পিঠ থেকে অবতরণ করে। সৈন্যরা তাদের শিবির ভেঙ্গে ফেললো এবং তাদের প্রায় সবাই গৃহের দিকে যাত্রা শুরু করার আগ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো। তারপর সে যাত্রা শুরু করলো। খালিদ ও আমরের সাথে সে একমত হলো যে, তাদের পেছনে দু'শো ঘোড়সওয়ারের একটা বাহিনী থাকা উচিত। তারা যখন অপেক্ষা করছিলো তখন খালিদ বললো : 'প্রত্যেকটি বিবেকবান মানুষ এখন জানতে পারলো যে, মুহাম্মদ মিথ্যা কথা বলে নাই।' কিন্তু আবু সুফিয়ান তার কথা কেড়ে নিয়ে বললো : 'অন্য কোনো লোকের চেয়ে তোমার এ কথা বলার অধিকার বেশি নেই।' খালিদ জিজ্ঞাসা করলো : 'কেন?' আবু সুফিয়ান উত্তর দিলো : 'কারণ, মুহাম্মদ তোমার পিতার সম্মানকে অবজ্ঞা করেছে এবং তোমাদের গোষ্ঠী নেতা আবু জহলকে হত্যা করেছে।'

সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ শোনার পর হুজাইফা ঘাতাফানদের শিবিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন সবাই ঐ স্থান ত্যাগ করেছে। ঘূর্ণিঝড় তাদের সব প্রতিরোধ

www.bjilibrary.com

ক্ষমতা ভেঙ্গে দিয়েছে এবং তারা ইতিমধ্যেই নযদ্-এর পথে যাত্রা করেছে। অতঃপর তিনি মহানবীর কাছে ফিরে এলেন। মহানবী তখন দাঁড়িয়ে দোওয়া করছিলেন। ঠাণ্ডা বাতাস থেকে রক্ষার জন্য তিনি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন। ঐ চাদরখানি তাঁর একজন স্ত্রীর। হুজাইফা বলেন : 'আমাকে দেখার পর ইশারায় তিনি তাঁর পায়ের কাছে বসতে বলেন এবং চাদরের একটি কোণা আমার গায়ের ওপর ফেলে দেন। আমি ঐ অবস্থায় থাকার সময় তিনি মাথা নত করেন এবং সিজদা করেন। তিনি যখন চূড়ান্ত শান্তির বাণী উচ্চারণ করেন তখন আমি তাঁকে ঘটনার সংবাদ দেই।'১

বেলাল ফজর নামাজের আজান দিলেন। তারা নামাজ শেষ করার পর আগত দিনের আধা আলোয় পরিখার অপর পারের সমভূমিতে কোনো কিছুই দেখতে পেলেন না। মহানবী সবাইকে বাড়িতে ফেরার নির্দেশ দিলে প্রায় সবাই দ্রুতগতিতে শহরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দুষ্কর্মের সহযোগীরা গুপ্তচরকে পেছনে রেখে গেছে বা কুরাইজারা তাদের নিরীক্ষণ করছে এবং তারা শত্রুদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারে এ কথা বলে যে, এখন পরিখা অরক্ষিত আছে – এমন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে মহানবী জাবির এবং উমরের পুত্র আবদুল্লাহকে তাদের প্রস্থান করা সঙ্গীদের ফিরিয়ে আনার কথা বললেন। তাঁরা দু'জন তাদের পিছনে পিছনে গেলেন এবং যত জোরে সম্ভব চিৎকারও করলেন। কিন্তু কেউ তাদের কথায় ফিরে এলো না। হারিছা গোত্রের লোকদের অনুসরণ করলেন জাবির। তাদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকারও করলেন। কিন্তু কেউ বাড়ি থেকে বাইরে এলো না। অবশেষে তিনি ও আবদুল্লাহ মহানবীর কাছে ফিরে এসে যখন তাঁদের পূর্ণ ব্যর্থতার কথা বললেন তখন তিনি হাসলেন। অতঃপর তিনি নিজেই শহরের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও তাঁর সাথে যাত্রা করলেন।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৬৮৩-৮৪; ওয়াকিদী, ৪৮৮-৯০।

www.bjilibrary.com

বনি কুরাইজা

তাঁদের হাতে বিশ্রামের জন্য সময় ছিলো মাত্র কয়েক ঘণ্টা। জোহর নামাজ পড়ার পর পরই জিবরাইল মুহাম্মদের কাছে আসেন। তাঁর পোশাক ছিলো জাঁকজমকপূর্ণ। পাগড়িতে ছিলো সোনা ও রূপার বুটিদার এবং বুটিদার ভেলভেটের অপর এক টুকরা কাপড় ঝুলে ছিলো তার খচ্চর এর জিনের ওপর। এই খচ্চরের ওপরই তিনি চড়েছিলেন। তিনি বললেন : "হে মুহাম্মদ, আপনি কি আপনার অস্ত্র ত্যাগ করেছেন? ফেরেশতারা এখনও অস্ত্র ত্যাগ করে নাই এবং আমি এখন শত্রুদের অনুসরণ করে ফিরে এলাম। সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, হে মুহাম্মদ, কুরাইজার পুত্রদের বিরুদ্ধে আপনার যাওয়া উচিত। আমি তাদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য এখনই যাচ্ছি।"১

মহানবী কুরাইজাদের সীমানায় না পৌঁছা পর্যন্ত কাউকে আছর নামাজ পড়তে নিষেধ করলেন। পতাকা দেওয়া হলো আলীর হাতে এবং সূর্যাস্তের আগেই সব কটি দুর্গ ঘিরে ফেলা হলো। পরিখার যুদ্ধের সময় যে তিন হাজার বলিষ্ঠ সৈন্য কুরাইশ ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে ছিলো, তারাই এ কাজে অংশ নিলো। পঁচিশটা রাত ছিলো তারা অবরুদ্ধ অবস্থায়। তারপর তারা মহানবীর কাছে সংবাদ পাঠালো, এ ব্যাপারে তারা আবু লুবাবার সাথে আলোচনা করতে আগ্রহী। নাদির গোত্রের মতো আউস গোত্রের সাথেও তাদের দীর্ঘদিনের মৈত্রী ছিলো। নিজ গোত্র এবং তাদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবু লুবাবা ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। মহানবী তাঁকে তাদের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আবু লুবাবা সেখানে পৌঁছালে শিশু ও মহিলারা ক্রন্দন করে। এর ফলে ষড়যন্ত্রকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোরতা কিছুটা কমতে পারে বলে তারা ধারণা করে। তারা মুহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে কিনা এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে। তিনি ইতিবাচক কথা বলেন এবং একই সময় নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করে

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৬৪৮।

www.bjilibrary.com

তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, তাঁর মতে আত্মসমর্পণ মানেই হলো হত্যা। তাঁর অঙ্গভঙ্গি ছিলো তাঁর কথার বিপরীত। তিনি ইঙ্গিত দিলেন যে, অবরোধ আরো দীর্ঘদিন চলতে পারে। এ কথার ইঙ্গিত করার পর তাঁর মনে আরও একটা অপরাধ বোধ জেগে উঠলো। মহানবীর নির্দেশে তিনি একটি এতিম শিশুকে খেজুর গাছ দিতে অস্বীকার করায় তার মনে একটা অপরাধ বোধ ছিলো। এ কথাই তার মনে হলো।১ তিনি বললেন : "আল্লাহর জন্য আমি মুহাম্মদকে প্রতারিত করেছি – এ কথা জানার পূর্ব পর্যন্ত আমার অবস্থান যেখানে ছিলো এখনও সেখানেই আছে।" তাঁর মুখের রং পরিবর্তিত হলো এবং তিনি একটি আয়াত উচ্চারণ করলেন : "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আমরা ফিরে যাবো।" কা'ব জিজ্ঞাসা করলো : "কিসের জন্য তুমি পীড়িত বোধ করছো?" আবু লুবাবা বললেন : "আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে প্রতারিত করেছি।" উপর তলার কামরা থেকে বেরিয়ে তিনি তাঁর দাড়িতে হাত বুলালেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি তখন ভেজা ছিলো। তিনি যে পথে ঘরে ঢুকেছিলেন সেই পথ দিয়ে বেরুতে পারলেন না। তিনি তার আউস গোত্রের সঙ্গী বা অন্যদের সামনেও দাঁড়াতে পারলেন না। তিনি জানতেন যে, তারা তার কাছ থেকে সংবাদ জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং তারা তাকে মহানবীর কাছে প্রহরা দিয়ে নিয়ে যাবে। এজন্য তিনি দুর্গের পেছনের দিকের রাস্তা ধরলেন। তিনি সরাসরি মসজিদে গিয়ে একটা থাম ধরে বললেন : "আমি যা করেছি তার জন্য আল্লাহ আমার ওপর কোমল না হলে আমি এ স্থান থেকে নড়বো না।"

মহানবী তাঁর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু যা ঘটেছে তা শোনার পর তিনি বললেন : "সে যদি আমার কাছে আসতো তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে দোওয়া করতে পারতাম। কিন্তু সে যা করেছে তা দেখার পর আল্লাহ তার ওপর কোমল না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুক্ত করার ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই।"২

ঐ পিলার (থাম)-এর কাছে তিনি দশ বা পনের দিন রইলেন। প্রত্যেক নামাজের পূর্বে বা প্রয়োজনের সময় তাঁর মেয়ে এসে তার বন্ধন উন্মুক্ত করে দিতো। নামাজ শেষে তিনি তাঁর মেয়েকে পুনরায় ঐ অবস্থায় রেখে দিতে বলতেন। যাহোক, অবরোধের সময় এক রাতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন।

---

১. ওয়াকিদী, ৫০৫।
২. ওয়াকিদী, ৫০৭।

www.bjilibrary.com

এতে তাঁর দুঃখের গভীরতা কিছুটা লাঘব হয়। তিনি অনুভব করেন যে, এটেল মাটির কাদায় তিনি আটকে পড়েছেন এবং তিনি সেখান থেকে উঠতে পারছেন না। কাদার এক খাদে পড়ে তিনি প্রায় মারা যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি একটা পানির প্রবাহ দেখলেন এবং ঐ পানিতে তিনি নিজেকে ধুয়ে ফেললেন। তাঁর দেহ থেকে সুগন্ধি প্রবাহিত হলো। ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি আবু বকরের কাছে গেলেন। তিনি তাঁর কাছে এই স্বপ্নের মানে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, তাঁর এই দেহ হলো আত্মা এবং তিনি আত্মার এমন এক পর্যায়ে প্রবেশ করবেন যা তাঁকে ভীষণভাবে পীড়িত করবে এবং অতঃপর তিনি তা থেকে মুক্তি পাবেন। পিলার অর্থাৎ থাম-এ থাকার দিনগুলিতে তিনি সেই মুক্তির আশায় রইলেন।

কা'ব কুরাইজার লোকদের পরামর্শ দিলো যে, মুহাম্মদকে যেহেতু তারা অনেকেই নবী হিসেবে বিশ্বাস করে সেহেতু তাঁর ধর্ম তাদের গ্রহণ করা উচিত। এতে তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাবে। কিন্তু তারা তাকে জানালো যে, তাদের কাছে মৃত্যুই শ্রেয়। তৌরাত এবং মূসার আইন ছাড়া তাদের আর কিছুই প্রয়োজন নেই। কা'ব অতঃপর তাদের সামনে আরও কয়েকটা কার্য ব্যবস্থার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরলো। কিন্তু এসব প্রস্তাবও তাদের কাছে গ্রহণীয় হলো না। এরপর সেখানে হাদল গোত্রের তিন জন যুবক উপস্থিত হলো। তারা ছিলো কুরাইজার ভাই হাদল-এর উত্তরাধিকারী। অবরোধের পুরো সময় তারা তাদের লোকদের সাথে দুর্গেই ছিলো। কা'ব প্রথমে যে প্রস্তাবটি দিয়েছিলো তা গ্রহণের জন্য তারা বার বার বললো। ছোট বেলায় তারা প্রবীণ সিরীয় ইহুদী ইবন আল-হায়বানকে চিনতো। এই ইহুদী তাদের মধ্যে এসে বসবাস শুরু করে। প্রত্যাশিত নবী সম্পর্কে তারা তার কথা বললো : "তোমাদের কাছে তাঁর আগমন সময় নিকটবর্তী হয়েছে। হে ইহুদী জনগণ, তোমরাই তাঁর কাছে প্রথম উপস্থিত হবে; কারণ, যারা তাঁর বিরোধিতা করবে তাদের রক্ত ঝরাতে এবং তাদের শিশু ও মহিলাদের বন্দি করতে তাঁকে প্রেরণ করা হবে। কোনো কিছুই যেন তাঁর কাছ থেকে তোমাদের দূরে না রাখে।"১ কিন্তু তারা শুধু একটিই জবাব পেলো : "আমরা তৌরাত ত্যাগ করবো না।" ফলে ঐ রাতে ঐ তিন জন যুবক দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলমান রক্ষীদের কাছে তাদের ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায়ের কথা বললো। তারা মহানবীর প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করলো। বনি কুরাইজা থেকে মাত্র দু'জন লোক তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলো। এদের মধ্যে একজনের নাম আমর ইবন্ সূ'দা। প্রথম থেকেই তিনি

১. ইবন ইসহাক, ১৩৬।

www.bjilibrary.com

মহানবীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের বিরোধিতা করেন এবং তিনি ঐ কাজের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা আনুষ্ঠানিকভাবে ছিন্ন করেন। তিনি বলেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তারা মহানবীকে কর প্রদান করতে পারে। "কিন্তু খোদার কসম, আমি জানি না, তিনি তা গ্রহণ করবেন কিনা।" তারা অবশ্য জবাব দেয় যে, আরবদের কর দিতে সম্মত হওয়ার পরিবর্তে তারা নিহত হওয়াকে শ্রেয় মনে করে। এরপর তিনি দুর্গ ত্যাগ করে রক্ষীদের মধ্য দিয়ে মুসলমান হিসেবে অতিক্রম করেন এবং সেই রাত কাটান মদীনার মসজিদে। তাঁকে পরে আর কোথাও দেখা যায় নাই। আজ পর্যন্ত একথাও জানা যায় নাই যে, কোথায় তিনি গিয়েছিলেন বা কোথায় তিনি মারা যান। তাঁর সম্পর্কে মহানবী বলেন : "ঐ লোকটির বিশ্বস্ততার জন্য আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করেছেন।"

অন্য ব্যক্তি রিফা'য়া ইবন্ সামাওয়াল রক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে সালমা বিনতে কায়েস-এর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সালমা বিনতে কায়েস ছিলেন মহানবীর মাতৃসম্পর্কীয় ফুফু অর্থাৎ আমিনার সৎ বোন এবং তিনি বনি আন-নজ্জার-এর খাযরাজ গোত্রের একজন লোককে বিয়ে করেন। তাঁর গৃহেই রিফা'য়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবু লুবাবার সতর্ক বাণী সত্ত্বেও পরদিন কুরাইজারা তাদের দুর্গের ফটক খুলে দেয় এবং মহানবীর রায়ের কাছে তারা নিজেদেরকে সঁপে দেয়। তারা পিছনের দিকে হাত রেখে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং শিবিরের পাশে তাদের জন্য একটা স্থান নির্ধারণ করা হয়। অন্যপাশে জমায়েত হয় শিশু ও মহিলারা। মহানবী এদের দায়িত্ব অর্পণ করেন কাইনুকা গোত্রের সাবেক প্রধান রাব্বি আবদুল্লাহ ইবন সাল্লাম-এর কাছে। সব ক'টি দুর্গ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, কাপড়-চোপড় ও গৃহস্থালীর মালপত্র জোগাড় করে এক স্থানে রাখা হয়। মদ ও খেজুর রস গাঁজিয়ে তোলার কলসির মুখ খুলে তার মধ্যেকার সব কিছু ফেলে দেওয়া হয়।

মহানবীর কাছে আউস গোত্র একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। তারা তাঁকে অনুরোধ জানায় খাযরাজ গোত্রের মিত্র কাইনূকা গোত্রের প্রতি তিনি যেমন দয়া প্রদর্শন করেন তেমনিভাবে তিনি যেন তাদের (খাযরাজদের) সাবেক মিত্রদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করেন। তিনি তাদের কথার জবাব দেন : "তোমাদের কোনো লোক যদি তাদের ব্যাপারে কোনো রায় দেয় তাহলে, হে আউস জনগণ, তোমরা কি খুশি হবে?" তারা এ কথায় তাদের সম্মতি জানালো। ফলে তিনি তাদের নেতা সা'দ ইবন্ মুয়াজকে ডেকে আনার জন্য মদীনায় লোক পাঠালেন। সা'দ ইবন্ মুয়াজের

www.bjilibrary.com

ক্ষতস্থান তখনও সারে নাই এবং মসজিদের পাশে এক তাঁবুতে তাঁর চিকিৎসা তখনও চলছিলো। মহানবী তাঁকে ওখানে রেখেছিলেন এজন্য যে, তিনি যেন মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে পারেন। আসলাম গোত্রের রুফাইদা নামের এক মহিলা তাঁকে সেবা করছিলেন। আউস গোত্রের কয়েকজন লোক সেখানে গিয়ে তাঁকে একটা খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে শিবিরে নিয়ে আসে। পথিমধ্যে তারা তাঁকে বললো : "তোমার মিত্রদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। কারণ আল্লাহর নবী তোমার ওপর তাদের বিচারের ভার এজন্য অর্পণ করেছেন যেন তুমি তাদের প্রতি কিছুটা সদয় হও।" কিন্তু সা'দ ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। বদর যুদ্ধে তিনিও উমরের মতো বন্দিদের অব্যাহতি দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। তাঁদের মত যে সঠিক ছিলো পবিত্র ওহীতে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ সময় মুক্তিপণের বিনিময়ে যে সব কুরাইশ ছাড়া পায় তাদের অনেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উহুদ ও খন্দক যুদ্ধে আসে। খন্দকের যুদ্ধে আক্রমণকারীদের শক্তি বৃদ্ধির একটা বড় কারণ ছিলো নির্বাসিত নাদির গোত্রের ইহুদীদের শত্রুতামূলক তৎপরতা। তাদেরকে নির্বাসনে না পাঠিয়ে যদি হত্যা করা হতো তাহলে আক্রমণকারী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে আসতো এবং কুরাইজা গোত্রের লোকেরা মহানবীর সাথে সম্পাদিত চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতো। অতীতের এসব ঘটনায় বলা যায় যে, তাদের প্রতি সদয় হওয়ার কোনো অনুকূল কারণ ছিলো না। তদুপরি, সংকটের সময় সা'দ নিজেও কুরাইজাদের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন। এসময় তাদের ধারণা ছিলো যে, মুসলমানরা নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবে। তাদের ষড়যন্ত্রের খারাপ দিকটা সা'দ নিজেই প্রত্যক্ষ করেন। এ কথা সত্য যে, তিনি চরম কোনো রায় দিলে আউস গোত্রের অধিকাংশ পুরুষ ও মহিলা তাঁকে দোষারোপ করবে। কিন্তু এ ধরনের চিন্তা সা'দকে কখনই বিচলিত করে নাই। আর এখন ঐ ধরনের চিন্তা তাঁকে কোনো রকম ভাবিয়ে তোলেনি। কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি মৃত্যুপথ যাত্রী। তিনি তাঁর গোত্রের লোকদের কথা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বললেন : "আল্লাহর রাস্তায় সা'দ-এর জন্য এখন সময় এসেছে অপবাদকারীদের অপবাদে কান না দেওয়ার।"

সা'দ ছিলেন তেজোদীপ্ত প্রকৃতির লোক। দেখতে ছিলেন সুন্দর এবং চেহারায় ছিলো একটা রাজকীয় ভাব। শিবিরে সা'দ উপস্থিত হওয়ার পর মহানবী বললেন : 'তোমাদের সামন্ত প্রভুর সম্মানে উঠে দাঁড়াও।' অতঃপর তারা সবাই উঠে দাঁড়ালো এবং তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললো : 'হে আমরের পিতা, আল্লাহর নবী আপনাকে আপনাদের মিত্রদের ঘটনার বিচার

www.bjilibrary.com

করার জন্য নিয়োগ করেছেন।' তিনি বললেন : "তোমরা তাহলে আল্লাহর নামে শপথ করো এবং তাঁকে সাক্ষী রেখে বলো যে, আমার বিচার তাদের জন্য রায় হিসেবে গণ্য হবে।" তারা বললো : "আমরা তাই করলাম।" মহানবীর দিকে তাকিয়ে সা'দ বললেন : "এখানে যিনি উপস্থিত আছেন তাঁর ওপরও কি এই রায় বাধ্যতামূলক হবে?" সা'দ মহানবীর দিকে তাকিয়ে ঐ কথা বললেও শ্রদ্ধার কারণে তিনি তাঁর নাম উচ্চারণ করলেন না। মহানবী বললেন : "হ্যাঁ, তাই হবে।" সা'দ বললেন : "তাহলে আমার রায় হলো, পুরুষ লোককে হত্যা করা হবে, সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করা হবে এবং শিশু ও মহিলাদের বন্দি করা হবে।"১ মহানবী তাঁকে বললেন : "সপ্তাকাশের ওপর থেকে আল্লাহ যে রায় দিয়েছেন, তুমি সেই রায় দিয়েছো।"

শিশু ও মহিলাদেরকে শহরে নিয়ে রাখা হলো। পুরুষরা সারারাত শিবিরে থেকে তৌরাত পাঠ করলো এবং একে অপরকে দৃঢ় থাকার ও ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলো। সকালে মহানবী বাজার এলাকায় দীর্ঘ গভীর ও অপ্রশস্ত পরিখা খননের নির্দেশ দিলেন। প্রায় সাতশ' লোককে – অনেকের মতে সাতশ'-এর বেশি এবং অনেকের মতে সাতশ'-এর কম – ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে পাঠানো হলো। প্রত্যেক দলের লোককে ঐ পরিখার ধারে বসে থাকার কথা বলা হলো যেটা হবে তাদের কবর। অতঃপর আলী, জুবায়ের এবং অন্যান্য যুবক সাহাবিগণ তলোয়ারের আঘাতে তাদের প্রত্যেকের মাথা দেহ থেকে ছিন্ন করে দিলেন।

হুয়াইকে যখন বাজারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন সে মহানবীর দিকে তাকালো। মহানবী তখন তাঁর কয়েকজন বর্ষীয়ান সাহাবির পাশে বসেছিলেন। হুয়াই মহানবীকে বললো : "আপনাকে বিরোধিতা করার জন্য আমি নিজেকে দোষারোপ করছি না। কিন্তু যে খোদাকে পরিত্যাগ করেছে, সে আপনাকেও পরিত্যাগ করবে।" অতঃপর সে তার লোকদের দিকে তাকিয়ে বললো : "খোদার নির্দেশ মিথ্যা হতে পারে না। ইসরাইলের সন্তানদের বিরুদ্ধে একটি আদেশপত্র, একটি রায় ও একটি হত্যাকাণ্ডের

---

১. সা'দ-এর এই রায় নিঃসন্দেহে ছিলো প্রধানত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাস্তবে এই রায় ছিলো অবরুদ্ধ নগরীর প্রতি, এমনকি কোনো ষড়যন্ত্র না হলেও, ইহুদী আইনের অনুরূপ। (When the Lord thy God hath delivered it unto thy hands, thou shalt smite every male therein with the edge of the sword; but the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself. Deuteronomy - 20 : 12.)

www.bjilibrary.com

কথা খোদা তাঁর কিতাবে বর্ণনা করছেন।" অতঃপর সে পরিখার ধারে বসলো এবং তার মাথা কেটে ফেলা হলো।

সর্বশেষ ব্যক্তির মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয় মশালের আলোয়। জাবির ইবন বাটা নামক বয়স্ক এক লোক সম্পর্কে তখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। সেজন্য তাকে মহিলাদের যে ঘরে নিয়ে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিলো সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। পরদিন সকালে মহিলাদের যখন তাদের লোকদের হত্যার খবর দেওয়া হয় তখন তাদের বিলাপ ধ্বনিতে শহরের বাতাস পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রবীণ জাবির তাদেরকে চুপ থাকতে বলে। সে বলে : "চুপ করো। বিশ্ব শুরুর পর থেকে তোমরাই কি ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে প্রথম মহিলা বন্দি? তোমাদের পুরুষগুলোর মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকতো তাহলে তারা তোমাদেরকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারতো। ইহুদী ধর্মের প্রতি তোমরা অনুগত থাকো। কারণ ঐ ধর্ম নিয়েই আমাদের মরতে হবে এবং ঐ ধর্ম নিয়েই পরজগতে আমাদের বাঁচতে হবে।"

জাবির সব সময় ছিলো ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং মহানবীর বিরুদ্ধে সবাইকে প্ররোচিত করার জন্য সে অনেক কিছু করেছিলো। ইয়াছরিবের গৃহযুদ্ধের সময় সে খাযরাজ গোত্রের ছাবিত ইবন কয়েস নামে একজন লোকের প্রাণ রক্ষা করে। এজন্য সে জাবিরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলে। জাবিরকে বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে ছাবিত ইবন কয়েস মহানবীর কাছে যায়। মহানবী তাঁকে বলেন : "সে তোমার।" জাবিরকে যখন তার দণ্ডদান স্থগিত রাখার কথা বলা হয় তখন সে ছাবিতকে বলে : "একজন বৃদ্ধলোক স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে ছাড়া বেঁচে থেকে কি করবে?" ছাবিত পুনরায় মহানবীর কাছে গিয়ে এ কথা বললে তিনি জাবিরের স্ত্রী ও সন্তানদের তার কাছে ফেরত দেন। কিন্তু জাবির বলে : "সম্পত্তি ছাড়া হেজাজে একটা পরিবার কিভাবে বেঁচে থাকবে?" এরপর ছাবিত মহানবীর কাছে আরও একবার যান। মহানবী অস্ত্র ও বর্ম ছাড়া জাবিরের সব সম্পত্তি ফেরত দেন। কিন্তু নিজ গোত্রের লোকদের মৃত্যুর কথা জাবিরকে চিন্তান্বিত করে তোলে। সে বলে : "ছাবিত, তোমার কাছে আমার যে দাবি আছে তার জন্য আমি খোদার দোহাই দিচ্ছি যে, আমার লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তুমি আমার সাথে যাবে। তারা যেহেতু চলে গেছে সেহেতু জীবনে ভালো কিছু আর নেই।" প্রথমে ছাবিত তার সাথে যেতে অস্বীকার করে। কিন্তু সে লক্ষ্য করে যে, জাবির ঠাট্টাচ্ছলে একথা বলছে না। তাই সে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। দেহ থেকে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করার জন্য জুবায়েরকে বলা হয়। তার স্ত্রী ও সন্তানদের মুক্ত করে

www.bjilibrary.com

দেওয়া হয় এবং তাদের কাছে তাদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হয়। এসব কিছু করা হয় ছাবিতের অভিভাবকত্বে।

এই অবরোধে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে শিশু ও মহিলাদেরকে তাদের সম্পত্তিসহ ভাগ করে দেওয়া হয়। বন্দিদের মধ্যে অনেককেই খায়বর-এর নাদির গোত্রের লোকেরা মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করে। নিজের ভাগের অংশ হিসেবে মহানবী রায়হানা নামের একটি মহিলাকে পছন্দ করেন। রায়হানা হলো নাদির গোত্রের জায়দের কন্যা। কুরাইজা গোত্রের এক লোকের সাথে মহানবী রায়হানাকে বিয়ে দেন। রায়হানা আমৃত্যু মহানবীর দাসী হিসেবে থাকে (প্রায় পাঁচ বছর পর তার মৃত্যু হয়)। প্রথমদিকে মহানবী তাকে তাঁর চাচী সালমার তত্ত্বাবধানে রাখেন। সালমার গৃহেই আশ্রয় গ্রহণ করেন রিফায়া। হাদল গোত্রের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত তিন জন লোকের মধ্যে সালাবা নামের একজন লোক মহানবীর কাছে এসে বলেন যে, রায়হানা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এ কথা শুনে মহানবী খুবই খুশি হন।

www.bjilibrary.com

অবরোধের পর

কুরাইজা গোষ্ঠীর লোকদের ওপর বিচারের রায় ঘোষণার পর সা'দ মসজিদের পাশে তাঁর বিছানায় ফিরে আসেন। তিনি পূর্বেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন যে, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর যদি আরও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয় তাহলে তিনি যেন তাঁকে জীবিত রাখেন। আর যদি সে রকম কিছু না হয় তাহলে তিনি যেন তাঁর মৃত্যু দেন। এ সময় তাঁর অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটে। অবরোধের কয়েক দিন পর এক রাতে মহানবী তাঁকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তাঁর মাথার কাছে বসে আলতোভাবে তাঁর মাথাটা নিজের বুকে তুলে নেন। এরপর তিনি দোওয়া করেন : "হে প্রভু, সা'দ আপনার পথে সংগ্রাম করেছে, আপনার নবীর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাঁর যা করণীয় ছিলো তার কোনোটিই তিনি বাদ দেন নাই। আপনি আপনার সৃষ্টির আত্মাকে যেখানে নিয়ে যান, সেখানে তাঁর আত্মাকে সর্বোত্তমভাবে গ্রহণ করে নিন।" সা'দ মহানবীর কণ্ঠস্বর শুনে চোখ খুলে বললেন : "হে আল্লাহর নবী, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষী যে, আপনি আপনার বাণী প্রচার করেছেন।" মহানবী ঘরে ফিরে যাওয়ার এক বা দুই ঘণ্টা পর জিবরাইল তাঁর কাছে গিয়ে সংবাদ দেন যে, সা'দ মৃত্যুবরণ করেছে।

কবরস্থানে তাঁর শবদেহ বহন করার সময় বহনকারীরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, তাঁর শবদেহ খুবই হালকা। অথচ সা'দ ছিলেন খুবই ভারী। এ কথা যখন তাঁরা মহানবীর কাছে উল্লেখ করেন তখন তিনি বলেন : "আমি ফেরেশতাদেরকে তাঁর লাশ বহন করতে দেখেছি।" কবরের ধারে তাঁরা তাঁর লাশ রাখেন এবং মহানবী তাঁর জানাজা পড়ান। তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা তাঁর জন্য দোওয়া করেন। তাঁরা যখন তাঁর মৃতদেহ কবরে নামান তখন আকস্মিকভাবে মহানবীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি তিন বার 'সুবহানাল্লাহ' (প্রশংসা আল্লাহরই) বলেন। এটা হলো আল্লাহর অলৌকিক অসীমত্বের স্বীকৃতি, যা প্রায়ই উচ্চারণ করা হয়, যেমন এখন করা হলো। উপস্থিত সবাই এ কথা উচ্চারণ

www.bjilibrary.com

করলে কবরস্থানে আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো। একটু পরে মহানবী আবার বললেন, 'আল্লাহু আকবর' (আল্লাহ মহান)। উপস্থিত সকলে একথা উচ্চারণ করলে তা কবরস্থানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো। পরবর্তীকালে মহানবীকে তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো কেন তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : "তোমাদের সঙ্গীর কবর যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন তিনি এর সংকুচিত অবস্থা অনুভব করেন। এই অবস্থা থেকে কোনো মানুষ যদি পালিয়ে যেতে পারতো তাহলে সা'দ পালিয়ে যেতেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে পরম সুখ প্রদান করেন।"১

এর কয়েকদিন পর মহানবী যখন উম্মে সালামার কামরায় ছিলেন তখন তিনি এক প্রত্যুষে তাঁকে বলেন : "আবু লুবাবাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।" উম্মে সালামা বললেন : "আমি কি তাঁকে এই সুসংবাদ দিতে পারি?" মহানবী উত্তর দিলেন : "ইচ্ছা করলে তিনি এ সংবাদ তাঁকে দিতে পারেন।" অতঃপর উম্মে সালামা তাঁর কামরার দরজার মুখে দাঁড়ালেন। এ দরজার সামনেই ছিলো মসজিদ এবং যে পিলারের সাথে আবু লুবাবা নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন, তা-ও খুব দূরে ছিলো না। উম্মে সালামা বললেন : "হে আবু লুবাবা, আনন্দ করুন। কারণ আল্লাহ আপনার প্রতি সদয় হয়েছেন।" মসজিদে যে সব লোক ছিলেন, তাঁরা তাঁর কাছে জড়ো হয়ে তাঁর বাঁধন খুলে মুক্ত করে দিতে চাইলেন। কিন্তু আবু লুবাবা তাদের নিষেধ করলেন। তিনি বললেন : "আল্লাহর নবী নিজের হাতে আমাকে মুক্ত না করলে আমি মুক্ত হবো না।" ফলে মহানবী নামাজ পড়ার জন্য তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর বাঁধন ঢিলা করে দিলেন।

নামাজ শেষে আবু লুবাবা মহানবীর কাছে গিয়ে বলেন যে, তিনি যে কাজ করেছেন তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে চান। মহানবী তার সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণের সম্মতি জানান। যে ওহীতে তাঁকে মুক্ত করার কথা বলা হয়, সেই ওহীতে বলা হয় : "তাদের মালামাল থেকে 'সাদাকা' গ্রহণ কর যাতে তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার।"২ এই আয়াত শুধু আবু লুবাবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। যে সব উত্তম মানুষ অন্যায় করে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যে তারা অন্যায় করেছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য।

খন্দক অভিযানের প্রায় পাঁচ মাস পর মহানবী জানতে পারেন যে, কুরাইশদের একটা বড় বণিক দল সিরিয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছে। তাদের

---

১. ওয়াকিদী, ৫২৯।
২. কুরআন, ৯ : ১০৩।

www.bjilibrary.com

গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একশ' সত্তর জনের ঘোড়সওয়ার বাহিনীসহ জায়দকে পাঠানো হয়। তারা সাফওয়ানের প্রচুর পরিমাণ রৌপ্যসহ সব পণ্য দখল করে এবং প্রায় সব লোককে বন্দি করে। যারা পলায়ন করতে সমর্থ হয় তাদের মধ্যে ছিলেন মহানবীর জামাতা আবুল আ'স। তিনি মদীনার দিকে আসেন। মদীনার কাছ থেকে একটা রাস্তা মক্কার দিকে গেছে। সেই পথ ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু মদীনার কাছাকাছি এসে তিনি তাঁর স্ত্রী ও শিশু মেয়ে উমামাকে দেখার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। রাতের অন্ধকারে তিনি মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শহরে প্রবেশ করেন এবং জয়নাব কোথায় থাকেন তা খুঁজে পান। তিনি দরজায় করাঘাত করেন। জয়নাব দরজা খুলে দেন এবং তাঁকে ভেতরে আসতে দেন। সকাল হতে তখন আর বেশি দেরি ছিলো না। নামাজের জন্য বেলালের আজান শোনা গেলে জয়নাব তাঁর মেয়ের সাথে আবুল আ'সকে ঘরে রেখে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যান। তিনি পুরুষ লোকদের সারির পিছনে আগের মতো তাঁর বোন ও বিমাতাদের মাঝে নিজের স্থান করে নেন। প্রথমেই মহানবী আল্লাহর মহত্ত্বের কথা ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত লোকেরা তাঁর কথার পুনারাবৃত্তি করে। সামান্য নীরবতার মাঝে জয়নাব তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলেন : "হে জনগণ, আমি রাবির পুত্র আবুল আ'সকে আশ্রয় দিয়েছি।" অতঃপর তিনি নামাজে শামিল হন।

মহানবী সবাইকে শান্তির অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়ালেন এবং উপস্থিত লোকদের দিকে মুখ করে বললেন : "আমি যা শুনেছি তা কি আপনারা শুনেছেন?" মসজিদের মধ্যে ইতিবাচক গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেলো। মহানবী বললেন : "আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম করে বলছি, আমি যা শুনেছি তা শোনার আগে এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। একজন সাধারণ মুসলমানও আশ্রয় দিতে পারে এবং তা সব মুসলমানের ওপর বাধ্যতামূলক।" অতঃপর তিনি তাঁর মেয়ের কাছে গিয়ে বললেন : "তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করবে। কিন্তু তাকে তোমার কাছে স্বামী হিসেবে আসতে দিও না। কারণ আইন মোতাবেক এখন তুমি তার স্ত্রী নও।" জয়নাব তাঁর পিতাকে বলেন যে, একাধিক কুরাইশ লোকের পক্ষে আবুল আ'স সিরিয়ায় পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে যা অর্জন করে তা হারিয়ে দুর্দশার মধ্যে আছে। মক্কায় সে একজন বিশ্বস্ত লোক এবং তাকে বিশ্বাস করে মক্কার অনেক লোক তার কাছে পণ্য সামগ্রী জমা দেয়। ঐ অভিযানে যাঁরা ছিলেন এবং যাঁরা আবুল আ'স-এর সম্পদ নেন তাঁদের কাছে মহানবী বলে পাঠান : "তোমরা জানো এই লোকটি আমাদের আত্মীয় এবং তোমরা তার সম্পত্তি

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করেছো। তোমরা যদি তার সম্পত্তি ফেরত দাও তাহলে আমি খুশি হবো। এই সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ এবং আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। এই সম্পত্তি তোমরা ফেরত নাও দিতে পারো, কারণ এর ওপর তোমাদের অধিকার আছে।" তারা জানালো যে, তার সম্পত্তি তারা ফেরত দেবে। তারা অন্যান্য পণ্যের সাথে পুরাতন ভিস্তি, চামড়ার ক্ষুদ্র বোতল এবং কাঠের টুকরাও ফেরত দেয়। তার সব জিনিসই তাকে ফেরত দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে আবুল আ'স ইসলাম গ্রহণ করবে বলে বিভিন্ন লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একজন লোক তাঁকে বলে : "তুমি ইসলাম গ্রহণ করে এই সম্পদ নিজের জন্য রাখছো না কেন? এসব তো মূর্তিপূজকদের সম্পদ?" কিন্তু আ'স উত্তর দেন : "তা হবে আমার ইসলাম গ্রহণের খারাপ সূচনা। কারণ সেক্ষেত্রে আমি আমার ওপর অর্পিত তাদের আস্থার সাথে প্রতারণা করবো।" তিনি সব পণ্য মক্কায় নিয়ে যান এবং তা তার মালিকদের ফেরত দেন। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে এসে মহানবীর প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে জয়নাব তাঁর স্বামীর সাথে পুনরায় মিলিত হলেন। এই ঘটনা মহানবীর পরিবারে এবং সমগ্র শহরে মহাখুশির আনন্দ ছড়িয়ে দিলো।

www.bjilibrary.com

ভণ্ডদল

বণিক যাত্রীদলের পূর্বাঞ্চলের যাত্রা পথে জায়দের ওৎ পেতে থাকা সফল হওয়ায় কুরাইশরা তাদের পশ্চিমাঞ্চলের পথের কথা চিন্তা করলো এবং এ পথেই তারা তাদের বণিক দল প্রেরণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিলো। লোহিত সাগর উপকূলে তাদের নিজস্ব মিত্র ছিলো মুসতালিক গোষ্ঠীর লোকেরা। এরা ছিলো খুজা'য়া গোত্রের একটা উপগোত্র। কুরাইশরা এবার তাদের মদীনা আক্রমণের জন্য উত্তেজিত করলো। তারা আশা করলো যে, আক্রমণকারীরা উপকূলীয় এলাকার অন্যান্য গোত্রের সহায়তা পাবে এবং এর ফলে তারা তাদের উপকূল বরাবর পথ উন্মুক্ত পাবে। কিন্তু খুজা'য়া গোত্রের অন্যান্য উপগোত্রীয়রা মক্কাবাসীদের চেয়ে মহানবীর প্রতি বেশি অনুরক্ত ছিলো। এ কথা অবশ্য মক্কাবাসীদের ধারণার বাইরে ছিলো। মক্কাবাসীদের এ পরিকল্পনার কথা মহানবীর কাছে যথাসময়ে পৌঁছায়। ফলে তিনি তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা প্রদর্শনের সুযোগ পান। এমনকি তিনি পশ্চিমাঞ্চলের যাত্রা পথেও তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন এবং মক্কার খুব কাছাকাছি পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। মুসতালিক গোত্রের লোকেরা অভিযানে বের হওয়ার আট দিন পর তিনি তাদের সীমানায় একটা পানি প্রবাহের স্থানে শিবির স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি এগিয়ে যান এবং কৌশলে আকস্মিক সৈন্য পরিচালনা করে তাঁবুতে বসবাসকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিশেষ কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই তারা আত্মসমর্পণ করে। মুসলমানদের মধ্যে এ সময় মাত্র একজন নিহত হয়। শত্রুপক্ষে নিহতের সংখ্যা দশ জনের বেশি নয়। প্রায় দু'শ পরিবারকে বন্দি করা হয়। যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে ছিলো প্রায় দু'হাজার উট এবং পাঁচ হাজার ভেড়া ও ছাগল।

সৈন্যবাহিনী সেখানে আরও কয়েক দিন থাকে। কিন্তু একটা অনভিপ্রেত ঘটনার কারণে তাদের অবস্থান সংক্ষিপ্ত করা হয়। একটা কুয়ার কাছে উপকূলীয় দুই গোত্র গিফার ও জুহায়নার মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। পানি উত্তোলনের জন্য কোন বালতি কাদের – এই নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে এবং তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। গিফার গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের কাছে

www.bjilibrary.com

সাহায্যের জন্য চিৎকার করে। এই গিফার গোত্রের লোককেই উমর তাঁর ঘোড়া পরিচালনার জন্য ভাড়া করে। অপর দিকে, জুহায়না গোত্রের লোকেরা তাদের পরম্পরাগত মিত্র খাযরাজদের সাহায্য কামনা করে। ফলে স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীরা উভয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হয়। তরবারি কোষমুক্ত করা হলো। মহানবীর ঘনিষ্ঠ সাহাবিগণ উভয় পক্ষে হস্তক্ষেপ করায় আর রক্ত ঝরলো না। বিষয়টার সমাপ্তি এখানেই হতে পারতো। সাধারণভাবে যে সংখ্যক ভণ্ড অভিযানে অংশগ্রহণ করে, এবার তাদের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি। এই এলাকায় পর্যাপ্ত পানি ছিলো এবং তা তারা জানতো। প্রথম থেকেই তাদের একটা সহজ বিজয়ের আশা ছিলো এবং কষ্টের চেয়ে বেশি যুদ্ধলব্ধ মালের সম্ভাবনা ছিলো। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলো না এবং আরও আক্রমণ পরিচালনার জন্য চাপ দিচ্ছিলো। খাযরাজ ও আউসদের এই আকস্মিক অভিযান শুরু হয় ইয়াছরিব থেকে এবং তাদের সাথে যোগ দেয় আরও সাহায্যকারীরা। এই শিবিরটা ছিলো কাইলার পুত্রদের। অন্যান্য স্থানের মতো সেখানেও কুরাইশ উদ্বাস্তুরা ছিলো তাদের অসম্মতিতে, অবশ্য এজন্য তারা কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই। তাদের মানসিক অবস্থার এই প্রেক্ষাপটে ইবন্ উবাই তার একদল অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে দূরে বসেছিলো এবং এ সময়ই তাদের কানে ঐ ঝগড়ার শব্দ ভেসে আসে। ঘটনা কি তা জানার জন্য তাদের মধ্যেকার একজন উঠে গেলো। ফিরে এসে সে জানালো যে, উমরের লোকটিই পুরোপুরি দায়ী, কারণ সে-ই প্রথম আঘাত করে। এ কথা সত্য। খন্দক যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষার পর থেকে যে তিক্ততা ধূমায়িত আকারে ছিলো তা এই ঘটনায় আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। মুহাম্মদের উপস্থিতির পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে এই উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং স্বদেশত্যাগীরা সমগ্র আরববাসীকে তাদের বিপক্ষ করে তোলে। তদুপরি ধনী ও অতিথিপরায়ণ ইহুদী গোত্রগুলোকে উৎখাত করা হয়। সম্প্রদায়ের কল্যাণে তাদের যথেষ্ট অবদান ছিলো। দুই ইহুদী গোত্রকে নির্বাসন দেওয়া হয় এবং তৃতীয় গোত্রের লোকদের [illegible] করা হয়। মদীনা মরুদ্যানের এবং গৃহযুদ্ধের একটা সমাধান কাম্য ছিলো। কিন্তু ইবন উবাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তাকে রাজা বানানো হলে সে তার লোকদের ভীতিপূর্ণ শত্রুতার মধ্যে সম্পৃক্ত না করেই বিবাদ মীমাংসা করতে পারবে। দরিদ্র উদ্বাস্তুরাই এখন তাদের উপকারকারীদের পানির কুয়ার কাছে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টির ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। ইবন্ উবাই বললো : "তারা এতদূর এগিয়েছে? তারা আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়? তারা আমাদের

www.bjilibrary.com

নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চায়? এটা আমরা মেনে নিতে পারি না। 'কুকুরকে খাইয়ে মোটা কর এবং এই কুকুরই একদিন তোমাদের খাবে' – প্রাচীন এই উক্তি কুরাইশদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। খোদার কসম, আমরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী তারা নিকৃষ্ট ও দুর্বলদের তাড়িয়ে দেবে।" ঐ জমায়েতের এক ধারে খাযরাজ গোত্রের জায়দ নামের একটি ছেলে বসেছিলো। সে সরাসরি মহানবীর কাছে গিয়ে ইবন্ উবাই-এর কথা তাঁকে বললো। এ কথা শোনার পর মহানবীর চেহারা বদলে গেলো। মহানবীর পাশেই উমর ছিলেন। তিনি তখনই বিশ্বাসঘাতকের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু মহানবী বললেন : "হে উমর, মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করেছে এ কথা লোকে বললে তা কি ভালো হবে?" ইতিমধ্যে সাহায্যকারীদের একজন ইবন্ উবাই-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, বালকটি যা বলেছে তা সে সত্যই বলেছে কিনা। একথা শুনে ইবন্ উবাই সরাসরি মুহাম্মদের কাছে এসে শপথ করে যে, এ ধরনের কোনো কথাই সে বলে নাই। উপস্থিত খাযরাজ গোত্রের অনেকে গোলমাল এড়ানোর জন্য তার কথায় সমর্থন জানালো। মহানবী এমন ভাব দেখালেন যে, এখানেই ঘটনাটির সমাপ্তি ঘটে গেছে। কিন্তু গোলমাল এড়ানোর একটা নিশ্চিত পথ হলো মানুষের মনকে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত রাখা এবং সে কারণেই তিনি তখনই শিবির তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও মহানবী জানতেন না যে, ঐ সময়ে তাদের চলে যেতে হবে। সময়টা ছিলো দুপুরের পর। নামাজের জন্য সামান্য সময় থেমে তারা বিকেলের রৌদ্রের তাপের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। সারা রাত এবং পরদিন প্রত্যুষ পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যের তাপ প্রখর না হওয়া পর্যন্ত তারা চলতে থাকেন। এ সময় তাদের তাঁবু খাটাতে বলা হলো। কিন্তু তারা ছিলো খুবই ক্লান্ত। একমাত্র ঘুম ছাড়া ঐ সময় তাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব ছিলো না। পথ চলার সময় মহানবী সা'দ ইবন্ উবাদাকে বলেন যে, যুবক জায়দ সত্য কথা বলেছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সা'দ ইবন্ উবাদাকে মুসলমানরা ইবন্ উবাই-এর স্থলে খাযরাজদের নেতা হিসেবে ক্রমান্বয়ে মেনে নিচ্ছিল। সা'দ বলেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনি ইচ্ছা করলে আমরা তাকে তাড়িয়ে দিতে পারি। কারণ, সে নিকৃষ্ট ও দুর্বল এবং আপনি শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী।" মহানবী ইবন্ উবাই-এর সাথে মোটামুটিভাবে ভদ্র আচরণ করার কথা সা'দকে বললেন। তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে আর কোনো কথা বলতে চাইলেন না। কিন্তু সা'দ-এর সাথে কথা

www.bjilibrary.com

বলার পর বিষয়টি তার নাগালের বাইরে চলে গেলো। তাঁর কাছে ওহী নাজিল হলো এবং ঐ ওহীতে ভণ্ডদের সম্পর্কে বলা হলো। কিন্তু মহানবী মদীনায় ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত এ সম্পর্কে কাউকে কিছু বললেন না। কিন্তু তিনি জায়দের কাছে যান। মাথা ঝুঁকিয়ে তার কান ধরে বলেন : "বালক, যা সত্য তা-ই তোমার কান শুনেছিলো। তোমার কথা আল্লাহ অনুমোদন করেছেন।"

ইতিমধ্যে ইবন্ উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ গভীরভাবে মর্মাহত হন। তিনি জানতেন যে, তার পিতা ঐ কথা বলেছে। তাকে বলা হয় যে, মহানবী তার পিতাকে হত্যা করুক এটা উমর চেয়েছিলেন। তার ভয় হয় যে, ঐ রায়ের আদেশ তিনি যে কোনো সময় দিতে পারেন। তাই তিনি মহানবীর কাছে গিয়ে বলেন : "হে আল্লাহর নবী, আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনি আবদুল্লাহ ইবন্ উবাইকে হত্যা করার কথা চিন্তা করেছেন। আপনি যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে তা করুন। আপনি আমাকেই সেই আদেশ দিন, আমি তার মাথা আপনার কাছে এনে দেবো। খাযরাজরা এ কথা ভালো করেই জানে যে, পিতার প্রতি সন্তানোচিত ভক্তি আমার মতো তাদের মধ্যে আর কারও নেই। আমার আশংকা, এ আদেশ যদি আপনি অন্য কাউকে দেন তাহলে আমি আমার পিতার হত্যাকারীকে লোকজনের সাথে উঠা-বসা করা দেখে সহ্য করতে পারবো না। বরং আমিই তাকে হত্যা করবো এবং একজন অবিশ্বাসীর পক্ষে একজন বিশ্বাসীকে হত্যা করে আমি দোজখে প্রবেশ করবো।" কিন্তু মহানবী বললেন : "না। তার সাথে আমাদের সদয় আচরণ করতে দাও। সে যতদিন আমাদের সাথে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার সঙ্গ উত্তম থাকুক।"১

১. ইবন্ ইসহাক, ৭২৬-৭২৮।

www.bjilibrary.com

কণ্ঠহার

এ অভিযানে আয়েশা ও উম্মে সালামা মহানবীর সঙ্গী হন। বাধ্য হয়ে চলে আসার দুই বা তিন দিন পর সন্ধ্যার সময় এক স্থানে বিরতি করা হয়। এ সময় আয়েশার গলায় ছিলো আকীক জাতীয় মণি-র (অনিকস্) একটা হার। ঐ কণ্ঠহারটির খিল-বন্ধন খুলে যায় এবং তাঁর অজান্তেই তা মাটিতে পড়ে যায়। তিনি যখন ঐ হারটি হারানোর কথা জানতে পারেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিলো না। তিনি এই হার ছাড়া যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বিয়ের দিন তাঁর মা তাঁর গলায় এ হারটি পরিয়ে দেন এবং এটা ছিলো তাঁর মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি। যে স্থানে তাঁরা থেমে ছিলেন সেখানে পানি ছিলো না। ঐ স্থানে সাময়িক বিরতির ইচ্ছা মহানবীর ছিলো। কিন্তু তিনি এখন দিনের আলো পর্যন্ত সেখানে থাকার নির্দেশ দিলেন। মত পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে মুখে মুখে কথা ছড়িয়ে পড়লো এবং অনেকের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করা গেলো এজন্য যে, একটা হারের জন্য সমগ্র বাহিনীকে একটা প্রতিকূল স্থানে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। অনেক সাহাবি এজন্য আবু বকরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলেন। এতে তিনি খুবই বিব্রত বোধ করলেন এবং মেয়েকে তাঁর অসতর্কতার জন্য বকাবকি করলেন। আশেপাশে পানির কোনো কুয়া ছিলো না। সাথে করে তারা যে পানি এনেছিলো তা-ও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তাদের আশা ছিলো, সম্মুখের পানি প্রবাহিত স্থানে বিরতির সময় তারা তাদের ভিস্তি ও বোতলে পানি ভরে নেবে। ফজর নামাজ পড়ারও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, কারণ তাদের কাছে অজু করার পানিও ছিলো না। গভীর রাতে মহানবীর কাছে ওহী অবতীর্ণ হয়। ঐ ওহীতে মাটি দিয়ে পবিত্র হওয়ার কথা বলা হয়। এ সম্প্রদায়ের বাস্তব জীবন পদ্ধতির সাথে এই ওহীর গুরুত্ব অপরিসীম। "যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও – তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও।"১ এই ওহীর বাণী সৈন্য বাহিনীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা সবাই খুশি হয়। উসায়েদ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : "হে আবু বকরের পরিবার, এটাই প্রথম আশীর্বাদ নয় যা তোমরা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছো।"

---

১. কুরআন, ৪ : ৪৩।

www.bjilibrary.com

দিনের আলোতেও কণ্ঠহারটি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। ঐ কণ্ঠহারটি খুঁজে পাওয়ার সব আশা যখন ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং হারটি ছাড়াই তাঁরা যখন চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন আয়েশার উটটি উঠে দাঁড়ালো। সারা রাত সে ঐ স্থানে হাঁটু গেড়ে বসে ছিলো। উটটি উঠে দাঁড়ালে দেখা গেলো, হারটি ওখানেই মাটিতে পড়ে আছে।

তাদের পরবর্তী শিবির স্থাপনের স্থান ছিলো একটা মনোরম উপত্যকায়। এ উপত্যকায় ছিলো সুদূর প্রসারিত সমতল বালি। মহানবীর জন্য দুটো তাঁবু পাশাপাশি পৃথকভাবে তৈরি করা হলো। ঐ দিন মহানবীর সাথে থাকার কথা ছিলো আয়েশার। পরবর্তীকালে আয়েশা বলেন যে, মহানবী একটা প্রতিযোগিতা করার প্রস্তাব দেন। "আমি পোশাক পরে সজ্জিত হই এবং মহানবীও তাই করেন। এরপর আমরা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করি এবং তিনি জয়ী হন। মহানবী বলেন, 'পূর্বের এক প্রতিযোগিতায় তুমি জয়ী হয়েছিলে, এবার আমি জিতলাম'।" মহানবী ইঙ্গিত করেন হিজরতের পূর্বে মক্কার একটি ঘটনার। ব্যাখ্যার ভঙ্গিতে আয়েশা বলেন : "মহানবী আমার পিতার গৃহে আসেন। সে সময় আমার হাতে কিছু একটা ছিলো। তিনি বলেন 'ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো।' আমি তা না করে তাঁর কাছ থেকে দৌড়ে পালাই। তিনিও আমার পেছনে পেছনে দৌড়ান। আমি তাঁর মতো দ্রুত গতিসম্পন্ন ছিলাম না।"১

আয়েশার ঐ হারের খিল-বন্ধন (বকলস্) নিরাপদ ছিলো না। মদীনায় পৌঁছানোর আগেকার বিশ্রাম স্থানে তাঁর গলা থেকে হারটি আবার পড়ে যায়। শিবির ত্যাগ করে যাত্রা শুরুর নির্দেশ দেওয়ার পরই ঘটনা ঘটে এবং তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য শিবির থেকে বাইরে আসেন। ফিরে আসার পর তিনি ও উম্মে সালামা তাঁদের নিজ নিজ হাওদায় বসেন। তাঁরা পর্দা বন্ধ করে নিজেদের মুখমণ্ডল অনাবৃত করেন। এ সময়ই আয়েশা তাঁর হার হারিয়ে যাওয়ার কথা বুঝতে পারেন। তিনি পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ঐ স্থানে হারটি খুঁজতে যান। ইতিমধ্যে উটের ওপর জিন বসানো হয় এবং উটগুলোকে হাওদার পেছনে পরিচালনা করা হয়। লোকেরা উটের পিঠে ওঠে পড়ে। তাদের মধ্যে বোঝার গুরুত্ব অনুযায়ী একটা বিবেচনাপ্রসূত দরদাম রাখা স্বাভাবিক রীতি – অর্থাৎ ত্রিশ বছর বয়সের একজন মহিলার ওজন তার চেয়ে বয়সের কম চৌদ্দ বছরের একজন লোক। তারা এ বিষয়টা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয় যে, এ সময় দুটো হাওদার মধ্যে সবচেয়ে কম ওজনের হাওদাটি আরও হালকা হয়ে গেছে।

---

১. ওয়াকিদী, ৪২৭।

www.bjilibrary.com

তারা অন্য কোনো কিছু চিন্তা না করে দলের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য উট পরিচালনা করলো। আয়েশা বলেন : "আমি আমার কণ্ঠহারটি খুঁজে পাই এবং তারপর শিবিরে ফিরে এসে দেখি সেখানে একটি লোকও নেই। অতঃপর আমি আমার হাওদা যেখানে ছিলো সেখানে যাই। আমি চিন্তা করি যে, হাওদার মধ্যে আমাকে না দেখতে পেয়ে তারা ফিরে আসবে আমাকে নেওয়ার জন্য। ঐ স্থানে আমি যখন বসেছিলাম, আমার দু'চোখে তন্দ্রার ভাব আসে এবং আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমি যখন সেখানে শুয়েছিলাম তখন মুয়াত্তাল-এর পুত্র সাফওয়ান১ সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিলো। কোনো কারণে সে মূল বাহিনীর পেছনে পড়ে যায় এবং শিবিরে সে ঘুমায় নাই। আমাকে দেখে সে আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। আমাদের পর্দা করার বাধ্যবাধকতা শুরু হওয়ার আগে থেকেই সে আমাকে দেখে আসছে। আমাকে চিনতে পেরে সে আমাকে বললো : 'আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাবো। ইনি হলেন আল্লাহর নবীর স্ত্রী।' আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত এই আয়াত শুনে আয়েশার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং তিনি তাঁর মুখের ওপর পর্দা টেনে দেন। সাফওয়ান তার নিজের উট আয়েশাকে দেয় এবং পরবর্তী বিরতির স্থান পর্যন্ত সে পায়ে হেঁটে তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়।২

সেখানে সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির পর আয়েশার হাওদা উটের পিঠ থেকে নামিয়ে তা মাটিতে রাখা হয়। কিন্তু হাওদা থেকে তিনি বেরিয়ে না আসায় তারা মনে করে যে তিনি ঘুমিয়ে আছেন। ঐ যাত্রা বিরতির শেষ পর্যায়ে সবাই যখন তাদের বিশ্রাম গ্রহণ শেষ করে তখন তারা পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করে যে, সাফওয়ানের পরিচালনায় আয়েশা উটে করে ঐ শিবিরে প্রবেশ করছেন। এটা ছিলো অপবাদের শুরু যা মদীনায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ভণ্ডরা এ অপবাদ ছড়াতে মোটেই দেরি করে নাই। কিন্তু ঐ মুহূর্তে মহানবী, আয়েশা এবং অধিকাংশ সাহাবিগণের কাছে এর আসন্ন বিরক্তির কারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলো।

সবার মধ্যে যুদ্ধলব্ধ মা[illegible]গের মা[illegible]ই ভাগ করে [illegible]য়া হলে যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে এক[illegible] [illegible] পরাজিত গোষ্ঠীপ্রধান [illegible]ছের ক[illegible] জুয়াইরিয়াহ [illegible] সে একজন [illegible]হায্যকারী [illegible] ভাগে পড়ে জুয়াইরিয়াহ মুক্তিপণের জন্য বেশি মূল্য নির্ধারণ করা হলে সে মহানবীর কাছে এসে তাঁর

১. সুলায়ম গোত্রের এক যুবক। মদীনায় বাস করার জন্য তিনি আসেন। তাঁকে স্বদেশত্যাগী হিসেবে গণ্য করা হতো।

২. ইবন্ ইসহাক, ৭৩২; বুখারী, ৫২; ওয়াকিদী, ৪২৬-৮।

www.bjilibrary.com

মধ্যস্থতা প্রার্থনা করে। মহানবী ঐ দিন ছিলেন আয়েশার কামরায়। ঐ মহিলা মহানবীর কাছে গিয়ে বলে : "হে আল্লাহর নবী, আমি হারিছের কন্যা জুয়াইরিয়াহ। আমার পিতা হলো তার লোকদের নেতা। আমার ওপর যে দুর্ভোগ আপতিত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি জানেন। আমার মুক্তিপণের ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি।"১

এ সময় তার পিতা তার মুক্তিপণের জন্য কয়েকটা উট নিয়ে আসে। মুক্তিপণের জন্য সে প্রথমে যে কয়টা উট দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলো, সে কয়টা উট সে আনে নাই। কারণ, মদীনায় পৌঁছানোর পূর্বে 'আকীক' উপত্যকায় সে তার উত্তম পশুগুলোর দিকে শেষ বারের মতো একবার তাকিয়ে দেখে। দুটো উটের প্রশংসায় সে এমনই অভিভূত হয়ে পড়ে যে, ঐ দুটো উটকে সে অন্য উট থেকে আলাদা করে উপত্যকার এক গিরিপথে লুকিয়ে রাখে। অন্য উটগুলো সে মহানবীর কাছে নিয়ে এসে বলে : "হে মুহাম্মদ, আপনি আমার মেয়েকে বন্দি করেছেন এবং এই নিন তার মুক্তিপণ।" কিন্তু মহানবী বলেন : "কিন্তু আকীক উপত্যকায় লুকিয়ে রাখা ঐ উট দুটো কোথায়?" অতঃপর কোন গিরিপথে ঐ উট দুটো বেঁধে রাখা হয়েছে তিনি তার বিস্তৃত বিবরণ দেন। তখন হারিছ বলে : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল।" তাঁর সাথে তাঁর দুই পুত্রও ইসলাম গ্রহণ করে। সে ঐ দুটো উট নিয়ে এসে অন্যান্য উটের সাথে মিলিয়ে তা মহানবীকে প্রদান করে। অতঃপর জুয়াইরিয়াহ নিজেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হারিছ তাঁর কন্যাকে মহানবীর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেন২ এবং অতঃপর জুয়াইরিয়ার জন্য একটা কামরা নির্মাণ করা হয়।

এ কথা যখন প্রচারিত হয় যে, মুসতালিক গোত্রের লোকেরা বৈবাহিক সূত্রে মহানবীর আত্মীয় তখন স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীরা তাদের হাতে বন্দিদের মুক্ত করে দেয় মুক্তিপণ ছাড়াই। প্রায় একশ' পরিবারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জুয়াইরিয়াকে লক্ষ্য করে আয়েশা বলেন : "আমি তাঁর মতো এমন কোনো মহিলাকে জানি না যিনি তাঁর লোকদের জন্য সর্বোত্তম আশীর্বাদস্বরূপ।"৩

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৭২৯।
২. ইবন্ হাম্বল, ৭২৯।
৩. ইবন্ ইসহাক, ৭২৯।

www.bjilibrary.com

মিথ্যা অপবাদ

মদীনায় ফিরে আসার কয়েক দিনের মধ্যে আয়েশা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে আয়েশা ও সাফওয়ানের বিরুদ্ধে ভণ্ডরা যে মিথ্যা অপবাদ নিয়ে কানাঘুষা করছিলো তা সারা শহরে আলোচিত হতে থাকে। অনেকে বিষয়টা খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। এর মধ্যে একজন হলো মুত্তালিব গোষ্ঠীর মিস্‌তাহ – সে আবার আয়েশার ফুপাতো ভাই। তারা এ কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক, বিষয়টা তারা সবাই জানতো। কিন্তু আয়েশা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। কিন্তু মহানবীর দিক থেকে কেমন একটা গাম্ভীর্য ভাব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। অসুস্থতার সময় তিনি মহানবীর কাছ থেকে পূর্বে যেমন সযত্ন মনোযোগ পেতেন, এবার তা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। তিনি কামরার মধ্যে এসে আয়েশার শুশ্রূষাকারীদের বলতেন – 'তোমরা আজ কেমন আছো?' সাধারণভাবে তিনি আয়েশাসহ সবাইকে এ কথা বলতেন। এতে আয়েশা খুবই আহত হন। কিন্তু আত্মসম্ভ্রমের কারণে তিনি কোনো অভিযোগ করেন নাই। তিনি শুধুমাত্র তাঁর পিতা-মাতার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চান। সেখানে তাঁর মা তাঁকে শুশ্রূষা করতে পারবে। মহানবী বলেন : 'তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পারো।'

ঘটনা সম্পর্কে আয়েশা বলেন : "কি কথা আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো কিছু আমি জানতাম না এবং আমি মায়ের কাছে যাওয়ার প্রায় কুড়ি দিন পর আরোগ্য লাভ করি। একদিন সন্ধ্যায় আমি মিস্‌তার মায়ের সাথে বাইরে যাই। মিস্‌তার মা হলো আমার পিতার মায়ের বোন। আমার পাশে পাশে হাঁটার সময় তিনি তাঁর পোশাকের সাথে পা আটকে যাওয়ায় হোঁচট খান এবং প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হন। তিনি তখন বিরক্ত হয়ে বলেন : 'মিস্‌তা পড়ে যাক!' আমি বললাম : 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স্বদেশত্যাগী কোনো লোকের বিরুদ্ধে এমন অমঙ্গল কামনা করা ঠিক নয়!' তিনি বলেন : 'হে আবু বকরের কন্যা, আপনার কাছে কি কোনো খবর পৌঁছায় নাই?' আমি বললাম : 'কিসের খবর?' মিথ্যা অপবাদকারীরা কি কথা বলেছে এবং লোকেরা এ নিয়ে কি কানাঘুষা করছে তা তিনি তখন আমাকে বলেন। আমি বললাম : 'এটা কি হতে পারে?' তিনি উত্তরে

www.bjilibrary.com

বললেন : 'খোদার কসম, এটাই হয়েছে।' এরপর অশ্রুসিক্ত নয়নে আমি ঘরে ফিরে আসি এবং কাঁদতে থাকি। আরও কাঁদলে আমার যকৃত বিদীর্ণ হয়ে যাবে, এ কথা চিন্তা করে আমি ক্রন্দন থেকে বিরত থাকি। আমি আমার মাকে বলি : 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! লোকেরা তাদের কথা বলে যাচ্ছে আর তুমি আমাকে একটা কথাও বললে না!' আমার মা বললেন : 'শিশু কন্যা আমার! বিষয়টা এত গুরুত্বের সাথে নিও না। কারণ, কোনো সুন্দরী মহিলা একজন লোককে বিয়ে করেছে এবং ঐ লোকটি তাকে ভালোবেসেছে। এ বিষয়টা নিয়ে তার অন্য স্ত্রীরা নানা রকম গুঞ্জন রটায়। তারা যা বলে অন্যরা তা নিয়ে কানাঘুষা করে।' ঐ রাতে আমি জেগে কাটালাম এবং আমার চোখ থেকে বিরামহীনভাবে পানি গড়িয়ে পড়লো।"১

একের প্রতি অন্যের কোনো ঈর্ষার ভাব থাকতে পারে। কিন্তু মহানবীর স্ত্রীগণ ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক। এই মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে তাঁদের কেউ কোনোভাবে জড়িত ছিলেন না। তদুপরি, তাঁরা আয়েশাকে সমর্থন করেন এবং তাঁর সম্পর্কে উত্তম কথা বলেন। এর মধ্যে প্রধানত দায়ী ছিলো মহানবীর পরিবারের একজন নিকট-আত্মীয় এবং তাঁর চাচাতো বোন হামনাহ্। হামনাহ্ হলো জয়নাবের বোন। এই মিথ্যা অপবাদ সে-ই ছড়িয়েছিলো। এতে তার বোনের স্বার্থ রক্ষিত হবে বলে সে ধারণা করেছিলো। এ কথা সাধারণভাবে মনে করা হতো যে, আয়েশার অনুপস্থিতিতে জয়নাবই মহানবীর প্রিয় হবে। অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হামনাহর এই উৎসাহের কারণে জয়নাবকে বেশ দুঃখ ভোগ করতে হয়। মিথ্যা অপবাদকারীদের মধ্যে মিস্‌তাহ ছাড়া ছিলো কবি হাসান ইবন্ সাবিত। আর পর্দার অন্তরালে ছিলো ইবন্ উবাই এবং অন্যান্য ভণ্ডরা এবং তারাই সব কিছুর সূত্রপাত ঘটায়।

মহানবী একটা ওহী আশা করছিলেন। কিন্তু কোনো ওহী অবতীর্ণ না হওয়ায় তিনি তাঁর অন্যান্য স্ত্রী ও নিকট-আত্মীয়দের কাছে আয়েশা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উসামা ছিলেন আয়েশার সমবয়সী; তিনি আয়েশার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন : 'এর সব কিছুই মিথ্যা। আমরা তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছু জানি না।' উসামার মা উম্মে আইমানও একইভাবে তাঁর প্রশংসা করলেন দৃঢ়তার সাথে। আলী বললেন : 'আল্লাহ আপনাকে নিষেধ করেন নাই এবং তিনি ছাড়া আরও অনেক মহিলা

---

১. বুখারী, ৫২/১৫।

www.bjilibrary.com

আছেন। আপনি বরং তাঁর দাসীকে প্রশ্ন করুন এবং সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।' ফলে মহানবী তাকে ডেকে পাঠালেন এবং সে আসলে তিনি বললেন : 'হে বুরাইরা, তুমি কি কখনও আয়েশার মধ্যে এমন কিছু দেখেছো, যার ফলে তুমি তাকে সন্দেহ করো?' সে বললো : 'সত্য দ্বারা আপনাকে যিনি প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছি, আমি তাঁর ভালো দিকটা সম্পর্কে জানি; অন্য কিছু হয়তো আল্লাহ তাঁর নবীকে অবহিত করতে পারেন। আমি আয়েশার মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি দেখি নাই। কিন্তু যখন তিনি বয়সে ছোট ছিলেন তখন একদিন আমি হাঁটু দিয়ে ভিজা ময়দার তাল বানাচ্ছিলাম এবং তা তাঁকে পাহারা দেওয়ার কথা বলি। কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং তাঁর পোষা মেষ শাবক এসে তা খেয়ে ফেলে। এ জন্য আমি তাঁকে একাধিকবার দোষারোপ করেছি।'

এরপর মহানবী মসজিদে গিয়ে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলেন এবং অতঃপর বললেন : 'হে জনগণ, আমার পরিবার সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে অনেকে এমন কথা বলছে যা সত্য নয় এবং যা আমাকে আহত করেছে, তাদের সম্পর্কে তোমরা কি বলো? আল্লাহর কসম, আমার পরিবার সম্পর্কে আমি ভালো কিছু ছাড়া আর কিছু জানি না এবং যে লোকটা সম্পর্কে তারা কথা বলছে, তার সম্পর্কেও আমি ভালো কিছু ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার সঙ্গে ছাড়া সে কোনো দিন একা একা আমার গৃহে প্রবেশ করে নাই।' মহানবীর কথা শেষ না হতেই উসায়েদ দাঁড়িয়ে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, তারা যদি আউস গোত্রের হয় তাহলে বিষয়টা নিয়ে আমরা তাদের সাথে বোঝাপড়া করবো; এবং তারা যদি খাযরাজ গোত্রের আপনার ভাইয়েরা হয় তাহলে আপনি আমাদের নির্দেশ দিন। ঘাড় থেকে মাথা দ্বিখণ্ডিত করার শাস্তি তাদের প্রাপ্য।' তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই সা'দ ইবন্ উবাদা দাঁড়ালেন। কারণ হাসান ও প্রথমদিকে যারা সূক্ষ্মভাবে ঐ মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে তারা হলো খাযরাজ গোত্রের। তিনি বললেন : 'আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনি বা আমরা তাদের হত্যা করতে পারি না। তারা যদি আপনার গোত্রের লোক হতো, তাহলে আপনি এভাবে কথা বলতে পারতেন না।' উসায়েদ বললেন : 'আপনিই মিথ্যা বলছেন! আমরা তাদের হত্যা করবো। আপনি একজন ভণ্ড এবং ভণ্ডদের পক্ষেই কথা বলছেন।' ইতিমধ্যে এই দুই গোত্রের লোকেরা প্রায় মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। কিন্তু মহানবী ইশারায় তাদেরকে থামতে বললেন। মিম্বার থেকে নেমে এসে তিনি তাদের শান্ত করলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদেরকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

www.bjilibrary.com

আয়েশা যদি এ কথা জানতে পারতেন যে, মহানবী মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে সবার সামনে তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছেন, তাহলে তিনি বেশি সান্ত্বনা পেতেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি সে সময় এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেন নাই। তিনি শুধু জানতে পারেন যে, মহানবী তাঁর ব্যাপারে জানার জন্য বিভিন্ন লোকের কাছে নানাভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন। এর অর্থ হলো, আয়েশা সম্পর্কে মহানবী কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা তিনি জানেন না। এই বিষয়টা তাঁকে ভীষণভাবে আহত করলো। তাঁর অন্তরের কথা জানার জন্য মহানবীর কাছ থেকে তিনি এমনটা আশা করেন নাই। কারণ তিনি জানতেন যে, মহানবীর কাছে গোপন বিষয়ের জ্ঞান আসে পরজগৎ থেকে। তিনি প্রায়ই বলতেন : 'আল্লাহ যা আমাকে জানতে দিয়েছেন, তা-ই শুধু আমি জানি।' তিনি মানুষের চিন্তাধারা জানতে চান নাই। কিন্তু যে অসম্ভব বিষয়ে আয়েশাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে মহানবী জানার প্রয়াস পাবেন বলে তিনি আশা করেছিলেন। মহানবীর প্রতি আয়েশার ছিলো গভীর অনুরাগ এবং সে কারণেই তিনি এমনটি আশা করেছিলেন।

আয়েশা ও সাফাওয়ান সম্পূর্ণ নির্দোষ এ কথা মহানবী নিজে বিশ্বাস করাই যথেষ্ট ছিলো না। পরিস্থিতিটা ছিলো খুবই নাজুক। সম্প্রদায়ের লোকদের সন্দেহ দূর করাবার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা ছিলো খুবই জরুরি। এ জন্য আয়েশার নিজের প্রমাণ উপস্থাপন সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এ সময় তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করার প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি যা বলবেন তা সংকট সমাধানের জন্য যথেষ্ট। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, 'যদি কুরআন অবতীর্ণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করো, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে।'১ বর্তমান ঘটনায় বলা যায়, মহানবী অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন – একই প্রশ্ন তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে উত্থাপন করেছেন। কিন্তু প্রস্তাবিত উত্তর দিতে হবে আসমান থেকেই। এ ঘটনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তির কাছে ঐ প্রশ্ন উত্থাপনের সম্ভবত প্রয়োজন ছিলো এবং তা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।

'আমি আমার পিতা-মাতার সাথে ছিলাম', আয়েশা বলেন, 'এবং আমি দুই রাত ও একদিন রোদন করি। এ সময় আমার কাছে অনেকে বসেছিলেন। সাহায্যকারীদের একজন মহিলা আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাকে ভিতরে আসার কথা বলি। তিনি আমাদের পাশে বসেন এবং ক্রন্দন করেন। এরপর মহানবী ঐ ঘরে প্রবেশ করে আসন

১. কুরআন, ৫ : ১০১।

www.bjilibrary.com

গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি আমার পাশে বসেন নাই। কারণ লোকেরা আমার সম্পর্কে যা বলে তা-ই তারা বলাবলি করছিলো। এক মাস চলে গেলেও বেহেশত থেকে তখনও তাঁর কাছে কোনো সংবাদ আসে নাই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, এ কথা বলার পর মহানবী বললেন : 'হে আয়েশা, আমি তোমার সম্পর্কে এমন এমন কথা শুনেছি। তুমি যদি নির্দোষ হও আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোনো কিছু অন্যায় করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তাঁর কাছে অনুতপ্ত হও। কারণ, দাস তার দোষ স্বীকার করে অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হবেন।' তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার চোখের পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো এবং আমি আমার পিতাকে বললাম : 'আমার পক্ষ হয়ে আপনি আল্লাহর নবীর কথার জবাব দিন।' আমার পিতা বললেন : 'কি কথা বলবো তা আমি জানি না।' আমি আমার মাতাকে কিছু বলার কথা বললে তিনিও একই রকম জবাব দেন। আমি একজন বালিকা, বয়সেও ছিলাম ছোট। কুরআনের সব কিছু তখনও আমার পড়া হয় নাই। তাই আমি বললাম : 'লোকেরা যা বলছে তা আপনি শুনেছেন এ কথা আমি ভালো করে জানি। এ কথা আপনার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে এবং আপনি তা বিশ্বাস করেছেন। আমি যদি আপনাকে বলি যে আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে আমি নির্দোষ, আপনি তা বিশ্বাস করবেন না। আল্লাহ জানেন আমি নির্দোষ এবং তা সত্ত্বেও আমি যদি দোষ স্বীকার করি তাহলে আপনি তা বিশ্বাস করবেন।' এরপর আমি ইয়াকুবের নাম স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে করতে পারলাম না। তাই আমি বললাম : 'ইউসুফের পিতা যা বলেছিলেন আমি তা-ই বলবো : এখন সবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।'[১] এরপর আমি আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। আমার আশা ছিলো যে, আল্লাহ আমাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করবেন। আল্লাহ আমার জন্য ওহী প্রেরণ করবেন এটা অবশ্য আমি চিন্তা করি নাই। আমার ধারণা, আমি এতই নগণ্য যে আমার বিষয়টা কুরআনে উল্লেখ থাকার দরকার নেই। কিন্তু আমি আশা করছিলাম যে, মহানবী তাঁর ঘুমের মধ্যে এমন একটি দৃশ্য দেখবেন যার মাধ্যমে উত্থাপিত অভিযোগ থেকে আমার মুক্তিলাভ ঘটবে।

"মহানবী আমাদের সাথেই বসে ছিলেন। আমরা যখন সবাই উপস্থিত ছিলাম তখন তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হয়; ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা দেখা গেলো। শীতের দিন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর

১. কুরআন, ১২ : ১৮।

www.bjilibrary.com

দেহ থেকে ফোটায় ফোটায় ঘাম নির্গত হলো। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যে কথা বললেন তা খুশির বারতা নিয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো: 'হে আয়েশা, আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করো। কারণ, আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন।' অতঃপর আমার মা আমাকে বললেন : 'ওঠো এবং আল্লাহর নবীর কাছে যাও।' আমি বললাম : 'আল্লাহর কসম, আমি উঠবো না এবং তাঁর কাছেও যাবো না। আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারও প্রশংসা ঘোষণা করবো না।"১

অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কথাগুলি ছিলো এ রকম : 'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল ..... যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোনো জ্ঞান তোমাদের ছিলো না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিলো। তোমরা যখন এ কথা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।'২

নতুন এই ওহীতে ব্যভিচার সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয় এবং এজন্য শাস্তির বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করার সাথে সাথে সম্মানিত মহিলাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের জন্য শাস্তির কথা বলা হয় অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদকারীদের চাবুক মারার কথা বলা হয়। মিসতাহ্, হাসান ও হামনার ওপর এই দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। এই তিন জন মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর ব্যাপারে সক্রিয় ছিলো এবং তারা তাদের দোষ স্বীকার করে। কিন্তু ভণ্ডরা এ কাজে ছিলো গুপ্তভাবে জড়িত এবং তারা তাদের দোষ স্বীকার করে নাই। ফলে মহানবী এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বিষয়টা আল্লাহর ওপরই ছেড়ে দেন।

আবু বকর তাঁর নিকট-আত্মীয় মিসতাহ্‌কে কিছু অর্থ ভাতা হিসেবে দিতেন। কারণ সে ছিলো গরিব। এ ঘটনার পর তিনি বলেন : 'আয়েশার বিরুদ্ধে সে যা করেছে এবং সে আমাদের ওপর যে বিপর্যয় ডেকে এনেছে তারপর খোদার কসম, মিসতাহকে আমি কখনই কিছু দেবো না এবং তার প্রতি আর কখনই অনুগ্রহ দেখাবো না।' এরপর অবতীর্ণ হয় আর একটা ওহী। ঐ ওহীতে বলা হয় : 'তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক

---

১. বুখারী, ৫২/১৫।
২. কুরআন, ২৪ : ১১, ১৫-১৭।

www.bjilibrary.com

প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।'[১] অতঃপর আবু বকর বলেন : 'আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন আমি এই আশা পোষণ করি।' তিনি মিসতাহর কাছে গিয়ে আগে যে পরিমাণ অর্থ দিতেন তাই দিয়ে বলেন : 'আমি শপথ করছি যে, তাকে অর্থ প্রদান আমি কখনই বন্ধ করবো না!' একইভাবে মহানবী কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর হাসানের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; তিনি তার স্ত্রীর বোন এবং মূসা'ব-এর বিধবা পত্নী হামনাহকে বিয়ে দেন তালহার সাথে এবং এই পক্ষে তার দুটি ছেলে ছিলো।

১. কুরআন, ২৪ : ২২।

www.bjilibrary.com

কুরাইশদের উভয় সংকট

মহানবী রমজান মাসের রোজা মদীনাতেই পালন করেন এবং এর পরের মাসও তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। এ মাসের শেষের দিকে তিনি এক রাতে স্বপ্নে দেখেন যে তিনি মাথা মুণ্ডন অবস্থায় কা'বায় প্রবেশ করছেন এবং কা'বা গৃহের চাবি তাঁর হাতে রয়েছে। পরদিন তিনি তাঁর সাহাবিগণকে এ সম্পর্কে বলেন এবং তাঁদেরকে উমরা হজ্জ পালনের আহ্বান জানান। অতঃপর তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন যেন তারা সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে রওনা দিতে পারেন। পবিত্র স্থানে কোরবানি দেওয়ার জন্য তাঁরা সত্তরটি উট ক্রয় করেন। কোরবানির পর এর গোশত মক্কার গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হবে। মহানবী একজন স্ত্রীকে সাথে করে নিতে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং উম্মে সালামাহ এই সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন। হজ্জযাত্রীদের মধ্যে খাযরাজ গোত্রের দু'জন মহিলাও ছিলেন। এই দু'জন মহিলা দ্বিতীয় আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। এঁরা হলেন নূসাইবা এবং উম্মে মানি।

প্রত্যেকে একটি করে তলোয়ার নিলেন এবং শিকারের জন্য যা প্রয়োজন তাও সাথে নিলেন। কিন্তু তাঁরা রওনা দেওয়ার পূর্বে উমর এবং সা'দ ইবন্ উবাদা প্রস্তাব করলেন যে, তাদের সশস্ত্র অবস্থায় যাওয়া উচিত। তারা বললেন যে, পবিত্র মাস সত্ত্বেও কুরাইশরা সুযোগ বুঝে তাদের আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু মহানবী এ কথা অস্বীকার করে বললেন : 'আমি অস্ত্র নেবো না। উমরা পালন ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।' প্রথম বিরতির স্থানে তিনি কোরবানি করার জন্য আনীত উট আনতে বললেন। তিনি নিজেই একটা উট মক্কার দিকে মুখ করিয়ে কোরবানি করলেন। এর আগে ঐ উটের ডান পঞ্জরে তিনি দাগ দেন এবং তার গলায় মালা পরিয়ে দেন। অন্য সব উট কোরবানির জন্য তিনি একই পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি কা'ব উপগোত্রের এবং খুজা'য়া গোত্রের একজন লোককে প্রেরণ করেন এবং কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া কি তা জেনে ফিরে আসার কথা বলেন। মহানবীর মাথা ছিলো খালি। ইতিমধ্যে

www.bjilibrary.com

তিনি হজ্জ করার ঐতিহ্যগত সেলাইবিহীন দু'টুকরা কাপড় পরিধান করেছেন। এক টুকরা কাপড় তিনি পরলেন এবং অপর এক টুকরা কাপড় তিনি কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। এরপর উমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি দু'রাকাত নামাজ পড়ে বললেন – লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, আমি তোমার সেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি।' অনেকে তাঁর অনুসরণ করলেন। কিন্তু অনেকে আবার কিছুদূর এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মহানবীকে অনুসরণ করা থেকে বিরত রইলেন। কারণ হজ্জ যাত্রার সময় শিকার সম্পর্কিত বিষয়ে কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিলো।

মদীনা থেকে হজ্জযাত্রীদের রওনা হবার কথা জানতে পেরে কুরাইশদের মনে নানা রকম আশংকা দেখা দিলো। এমন যে হবে তা মহানবী পূর্বেই ধারণা করেছিলেন। যাহোক, হজ্জযাত্রীদের রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা এসেম্বলি হলে একটা মিটিং ডাকলো। এমন উভয় সংকটে তারা আগে আর কখনও পড়ে নাই। পবিত্র গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তারা যদি পবিত্র গৃহে হজ্জ করতে আগ্রহী এক হাজারের বেশি আরববাসীকে বাধা দেয় তাহলে তা হবে আইনের সুস্পষ্ট লংঘন। অথচ এই আইনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত তাদের মহত্ত্ব। অপরদিকে, তারা যদি তাদের শত্রুদের শান্তি ও আরামের সাথে মক্কায় প্রবেশের অনুমতি দেয়, তাহলে তা হবে মুহাম্মদের নৈতিক বিজয়। এ সংবাদ সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়বে এবং সে কথা সবার মুখে মুখে ফিরবে। মদীনা আক্রমণে তাদের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদ তাদের পরাজয়ের গ্লানিকে আরও বাড়িয়ে দেবে। তদুপরি, হজ্জযাত্রীরা হজ্জ করার সময় পুরাতন রীতি-নীতি অনুসরণ করবে। এর ফলে নতুন ধর্মের প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে যাবে এবং তারা যে ইবরাহীম প্রবর্তিত ধর্ম পালন করছে, এই দাবি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। সব কিছু বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, তাদের আসতে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তারা বললো : 'খোদার কসম, এটা হতে পারে না। আমাদের চোখে সামান্য দৃষ্টি এবং দেহে প্রাণের আভাস থাকা পর্যন্ত এটা হতে দেবো না।'

হজ্জযাত্রীরা যখন 'উস্‌ফান' নামক স্থানে পৌঁছান তখন যে লোকটিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পূর্বে প্রেরণ করা হয়েছিলো তিনি ফিরে এসে তাদের সাথে মিলিত হন। তিনি এই সংবাদ দেন যে, কুরাইশরা তাদের গতি রোধ করার জন্য খালিদের নেতৃত্বে দু'শ ঘোড়সওয়ারকে পাঠিয়েছে। এ সংবাদ শুনে মহানবী একজন পথনির্দেশককে চাইলেন যিনি তাদেরকে যাওয়ার জন্য অন্য পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। আসলাম গোত্রের একজন লোক তাদেরকে

www.bjilibrary.com

সমুদ্র উপকূলের পথে পরিচালিত করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে আঁকাবাঁকা ও দুর্গম পথ দিয়ে এমন এক স্থানে নিয়ে এলেন যেখান থেকে হুদাইবিয়ায় যাওয়া যায়। পবিত্র নগরী মক্কার পাদদেশে এই হুদাইবিয়া ছিলো একটা উন্মুক্ত স্থান। আঁকাবাঁকা পথে চলার জন্য তারা ছিলো খালিদের দৃষ্টির বাইরে। এক সময় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অবস্থান নিতে খালিদের কিছুটা বিলম্ব হয়। এ সময় সে এক স্থান থেকে প্রচুর ধুলা উড়তে দেখে। আসল ঘটনা বুঝতে পেরে সৈন্যসহ সে দ্রুত মক্কার দিকে অশ্ব পরিচালনা করে। মুসলমানদের আগমন সম্পর্কে কুরাইশদের অবহিত করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য।

হজ্জ যাত্রার জন্য মহানবী তাঁর প্রিয় উট 'কাসওয়া'কে পছন্দ করেন। সুড়ঙ্গ পথের একদম শেষ প্রান্তে এসেই কাসওয়া থেমে যায় এবং হাঁটু গেড়ে বসে। অনেক লোক একসাথে 'হাল' 'হাল' বলে চিৎকার করে এবং এর শব্দ পাথরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। উটকে উঠার জন্য তারা এমন শব্দ উচ্চারণ করতো। কিন্তু কাসওয়া এমনভাবে বসে রইলো যেন মাটির সাথে আটকে গেছে। তারা বললো : 'কাসওয়া একগুয়ে ধরনের।' কিন্তু মহানবী খুব ভালো করেই বুঝতে পারলেন যে, সেই মুহূর্তে হুদাইবিয়া ছাড়া অন্য কোনো স্থানে না যাওয়ার এটা একটা নিদর্শন। মহানবী বললেন : 'কাসওয়া একগুঁয়ে নয়। তার স্বভাবে একগুঁয়েমি ভাব নেই। হাতিকে যিনি ধরে রেখেছিলেন, তিনিই (আল্লাহ) তাকে ধরে রেখেছেন।' কুরাইশদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন : 'আল্লাহর অধিকারকে সম্মান জানানোর জন্য কোনো সুবিধা তারা আজ আমার কাছে চাইবে না। কিন্তু আজ আমি তাদের সেই সুবিধা দেবো।'১ এরপর তিনি কাসওয়াকে কিছু বললেন। কাসওয়া নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে একেবারে হুদাইবিয়ার ধারে নিয়ে গেলো। অন্য হজ্জযাত্রীরাও তাকে অনুসরণ করলো। এখানেই মহানবী তাদেরকে শিবির স্থাপন করতে বললেন। কিন্তু এখানে পানি প্রায় ছিলো না। দু'একটা গর্তের তলায় সামান্য গাদ বা তলানি ছিলো। লোকেরা তৃষ্ণার্ত ছিলো এবং এ জন্য তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে। মহানবী আসলাম গোত্রের নাজিয়াকে ডেকে পাঠালেন। এই নাজিয়া ছিলেন কোরবানির পশুর তত্ত্বাবধায়ক। তিনি তাঁকে সবচেয়ে বড় গর্ত থেকে একটা পানির পাত্রে করে যত বেশি সম্ভব পানি আনতে বললেন। নাজিয়া তাই করলেন। ঐ পানি দিয়ে মহানবী অজু করার পর কুলকুচো করলেন এবং ঐ পানি আবার পানির পাত্রে ফেললেন। তিনি

১. ইবন্ ইসহাক, ৭৪১; ওয়াকিদী, ৫৮৭।

www.bjilibrary.com

তূণীর থেকে একটা তীর নিয়ে বললেন : 'এই পানি নিয়ে গর্তের পানিতে ঢেলে দাও এবং অতঃপর এই তীর দিয়ে তা নাড়িয়ে দাও।' নির্দেশ মোতাবেক নাজিয়া তাই করলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার ও অ-লবণাক্ত পানি এমন দ্রুত উপচিয়ে পড়লো যে তা তার হাতের তীরকে স্পর্শ করলো। সেখান থেকে চলে আসার আগেই তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। হজ্জযাত্রীরা গর্তের ধারে জমায়েত হয়ে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলো; পশুরাও পেট পুরে পানি পান করলো।

হজ্জযাত্রীদের মধ্যে ইবন্ উবাইসহ এক বা দুইজন ভণ্ড ছিলো। ইবন্ উবাই যখন বসে পানি পান করছিলো তখন তার গোষ্ঠীর একজন তাকে উদ্দেশ্য করে বললো : 'হে হুবাবের পিতা, তুমি যা প্রত্যক্ষ করলে তা অনুধাবন করার সময় কি তোমার এখনও আসেনি? এ ছাড়া আশ্চর্য কিছু আর কি হতে পারে?' ইবন্ উবাই বললো : 'এর আগেও আমি এমন সব দেখেছি।' এর জবাবে ঐ লোকটি তাকে এমন হুমকি দিয়ে প্রতিবাদ জানালো যে ইবন্ উবাই তার পুত্রকে নিয়ে মহানবীর কাছে গেলো। সে মহানবীকে জানাতে চাইলো তার আগামী সমস্যার কথা। তার সম্পর্কে ভুল ধারণা করা হয়েছে, এ কথাও সে বলতে চাইলো। কিন্তু সে কোনো কথা বলার পূর্বেই মহানবী তাকে বললেন : 'তুমি আজ যা প্রত্যক্ষ করেছো তা আর কোথায় দেখেছো?' ইবন্ উবাই উত্তর দিলো : 'এ রকম আমি আর কখনও দেখি নাই।' মহানবী বললেন : 'তাহলে তুমি যা বলেছিলে তা বললে কেন?' ইবন্ উবাই বললো : 'আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' তার পুত্র বললো : 'হে আল্লাহর নবী, আমার পিতার জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' মহানবী তাই করলেন।১

তৃষ্ণা নিবারণ করার পর হজ্জযাত্রীরা তৃপ্তির সাথে আহার করেন। দুই বেদুইন প্রধান উপঢৌকন হিসেবে যে উট ও ভেড়া দেন তাই দিয়ে আহারের ব্যবস্থা করা হয়। এই দুই বেদুইন প্রধান ছিলো বনি খুজা'য়া গোত্রের। আসলাম, কা'ব এবং মুসতালিক্ উপগোত্রসহ বনি খুজা'য়া গোত্র এক সময় ছিলো পবিত্র গৃহের তত্ত্বাবধায়ক। এসব লোক মহানবীর প্রতি ছিলো সদয়। এরা ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাদের সাথে রাজনৈতিক ঐক্যের একটা সুবিধা ছিলো। বনি বকর-এর সাথে কুরাইশদের যে মৈত্রী ছিলো তার বিপরীতে এই মৈত্রী বন্ধন ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিলো। এই পরিস্থিতি এমন একটা ঘটনার সূত্রপাত ঘটাতে যাচ্ছিলো যার গুরুত্ব

১. ওয়াকিদী, ৫৮৯।

www.bjilibrary.com

অপরিসীম। এ সময় অবশ্য খুজা'য়া ও বকরদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ ছিলো না এবং খুজা'য়াদের প্রতি কুরাইশরা ছিলো উদার। অবশ্য তারা তাদের সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। হজ্জযাত্রীরা হুদাইবিয়ায় শিবির স্থাপন করেছে, এ সংবাদ পাওয়ার সময় খুজা'য়াদের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বুদায়েল ইবন্ ওয়ারকা মক্কায় ছিলেন। তিনি তাঁর গোষ্ঠীর কয়েকজন লোকসহ মহানবীর কাছে গেলেন কুরাইশদের দৃষ্টিভঙ্গি অবহিত করার জন্য। তিনি মহানবীকে বললেন : 'তারা খোদার নামে শপথ করেছে যে, তাদের যোদ্ধারা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত তারা আপনার ও পবিত্র গৃহের মধ্যেকার রাস্তা উন্মুক্ত রেখে চলে যাবে না।' মহানবী বললেন : 'আমরা এখানে যুদ্ধ করার জন্য আসিনি। আমরা শুধুমাত্র কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করার জন্য এসেছি। আমাদের যে বাধা দেবে তার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করবো। তারা যদি আমাদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং সতর্কতা অবলম্বনের জন্য যদি তারা সময় চায় তাহলে আমরা তাদের সময় দেবো।'

বুদায়েল ও তাঁর সঙ্গীরা মক্কায় ফিরে আসলে কুরাইশরা তাদেরকে নীরব বিষণ্নতায় গ্রহণ করলো। মুহাম্মদ কি বলেছেন তা যখন তারা বলার আগ্রহ প্রকাশ করলেন তখন আবু জহলের পুত্র ইকরামা বললো যে, তারা ঐ কথা শুনতে চায় না। কিন্তু তাদের মিত্র ছাকিফ গোত্রের উরওয়া (তার মাতা ছিলো মক্কাবাসী) প্রতিবাদ করে জানায় যে, এই মনোভাব প্রদর্শন ঠিক নয়। ফলে সাফওয়ান বুদায়েলকে বললো : 'তুমি কি শুনেছো এবং কি দেখেছো তা আমাদের বলো।' তিনি তখন হজ্জযাত্রীদের শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যের কথা বললেন। মহানবী বলেছেন বলে তিনি তাদের জানান যে, হজ্জযাত্রীদের মক্কায় আসার ব্যাপারে কুরাইশরা যদি সময় চায় তাহলে তিনি তা দিতে সম্মত আছেন। এ সময় উরওয়া বললো : 'বুদায়েল তোমাদের জন্য এমন একটা ভালো সুবিধার সংবাদ এনেছে যা কেউ নিজেকে আঘাত করা ছাড়া গ্রহণ করতে পারে না। তার শোনা কথা তোমরা গ্রহণ করো। তবে মুহাম্মদের কাছ থেকে এ কথার সত্যতা যাচাই-এর জন্য আমাকে প্রেরণ করো। তাঁর সাথে কারা আছে আমি তা দেখতে পাবো। আমি হবো তোমাদের গুপ্তচর এবং তোমাদের জন্য আমি তাঁর সংবাদ নিয়ে আসবো।'

কুরাইশরা তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলো। কিন্তু এর আগে তারা অন্য একজনকে গুপ্তচর এবং সম্ভবত দূত হিসেবে প্রেরণ করে। বেদুইন গোত্রগুলোর (যাদেরকে সম্মিলিতভাবে বলা হতো আহাবিশ) কাছে এই লোকটির প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। কিনানা গোত্রের একটি গোষ্ঠী হারিছ গোত্রের এই লোকটির নাম হুলায়স। উহুদ যুদ্ধে মৃতদেহ বিকৃত করার জন্য

www.bjilibrary.com

এই লোকটি আবু সুফিয়ানকে তিরস্কার করে। মহানবী ঐ লোকটিকে আসতে দেখেন। তার চলনভঙ্গি বা হাব-ভাব দেখে অথবা তার সম্পর্কে মহানবী যা শোনেন তাতে তাঁর মনে হয় যে, ঐ লোকটি ধার্মিক এবং পবিত্র বস্তুর প্রতি তার যথেষ্ট ভক্তি রয়েছে। এ কারণে মহানবী কোরবানির জন্য আনীত পশুগুলি তার সামনে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পরিত্রকরণের চিহ্ন ও উৎসবের জন্য ব্যবহৃত ভূষণসহ সত্তরটি উটকে যখন হুলায়সের সামনে আনা হয় তখন সে এমনই অভিভূত হয় যে, মহানবীর সাথে কথা বলার পরিবর্তে সে সরাসরি কুরাইশদের কাছে ফিরে যায় এবং তাদেরকে সে আশ্বস্ত করে যে, হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশ্য পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ। তার কথায় মক্কাবাসীরা হতাশ হয় এবং তাকে বলে যে, মরুভূমির একজন সাধারণ লোক সে এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। এই মন্তব্য তাদের জন্য ছিলো কৌশলগত দিক থেকে ভুল। এটা তারা পরে বুঝতে পারে এবং তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলে: 'হে কুরাইশ জনগণ, খোদার কসম করে বলছি, এ জন্য আমরা তোমাদের মিত্র হওয়ার সম্মতি দেই নাই বা এ জন্য আমরা তোমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হই নাই। খোদার ঘরকে যারা সম্মান জানাতে আসে তাদেরকে কি তা থেকে বিরত করতে হবে? যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি, মুহাম্মদ যে উদ্দেশ্যে এসেছে তাকে তা করতে দাও। অন্যথায় আমি সব আহাবিশকে নিয়ে চলে যাবো।' তারা বললো : 'হুলায়স, আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য কোনো শর্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো।'

ইতিমধ্যে ছাকিফ গোত্রের উরওয়া হজ্জযাত্রীদের শিবিরে এসে উপস্থিত হয়। সে মহানবীর সাথে আলোচনা শুরু করে। মহানবীর সামনে বসে সে মহানবীকে তার সমকক্ষ মনে করে এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলার সময় তাঁর দাড়িতে হাত দেয়। তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুগিরা – তিনি ছিলেন স্বদেশত্যাগীদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর তরবারির বাট দিয়ে তার হাতে ধাক্কা দিলেন। এরপর উরওয়া তার হাত মহানবীর দাড়ি থেকে সরিয়ে নিলো। কিছুক্ষণ পর সে যখন পুনরায় মহানবীর দাড়ি ধরার চেষ্টা করলো তখন মুগিরা তার হাতে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বললেন : 'আল্লাহর নবীর দাড়ি থেকে তোমার হাত সরিয়ে নাও, এটা স্পর্শ করার সময় তোমার এখনও হয়নি।' এরপর উরওয়া মহানবীর সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেশা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তাঁর সাথে আরও কিছু সময় কথা বলার পর সে শিবিরে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে। সে কুরাইশদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে,

www.bjilibrary.com

সে তাদের দূত ও গুপ্তচর হিসেবে কাজ করবে। সে সবকিছুই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করছিলো। সে যা দেখছিলো তা কখনও দেখতে না পাওয়ায় এবং অনুরূপ কোনো বিষয় পূর্বে ঘটতে না দেখে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। মক্কায় ফিরে গিয়ে সে কুরাইশদের বলে : 'হে জনগণ, অনেক রাজার কাছে আমাকে দূত হিসেবে পাঠানো হয়েছে – সিজার, সসরো ও ইথিওপিয়ার সম্রাটের কাছে আমি গিয়েছি। মুহাম্মদকে তাঁর সাহাবিরা যেমন সম্মান করে তেমনিভাবে আমি অন্য কোনো লোককে তাদের রাজাদের সম্মান করতে দেখিনি। কোনো ব্যাপারে তিনি যদি কোনো কাজ করার নির্দেশ দেন তাহলে তাঁর নির্দেশ শেষ হওয়ার আগেই তারা সেই নির্দেশ পালন করে। যখন তিনি অজু করেন তখন তারা সেই অজু করা পানি পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তিনি যখন কথা বলেন তখন তারা সবাই নীরবে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শোনে। তারা তাঁর দিকে মুখ তুলে তাকায় না, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় তারা দৃষ্টি অবনত করে রাখে। তিনি তোমাদের কাছে উত্তম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন; সুতরাং তাঁর ঐ প্রস্তাব তোমরা গ্রহণ করো।'১

উরওয়া মুসলমানদের শিবিরে উপস্থিত থাকার সময় মহানবী কা'ব গোত্রের খিরাশ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁর একটি উটে চড়িয়ে কুরাইশদের কাছে দূত হিসেবে পাঠান। তিনি কুরাইশদের কাছে পৌঁছালে ইকরামা তাঁর উটের পায়ে আঘাত করে তাকে খোঁড়া করে দেয়। কিন্তু হুলায়স ও তার লোকজন এ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে দূতের প্রাণ রক্ষা করে এবং তাঁকে মহানবীর কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কুরাইশদের বাধ্য করে। ফিরে যাওয়ার পর তিনি মহানবীকে বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমার চেয়ে বেশি নিরাপদ এমন একজন লোককে প্রেরণ করুন।' মহানবী উমরকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। কিন্তু উমর বলেন যে, কুরাইশদের প্রতি তাঁর ভীষণ শত্রুতার কথা তারা জানে এবং তাঁর নিজের গোত্র বনি আদি-র মধ্যে এমন কোনো শক্তিশালী লোক নেই যে তাঁকে নিরাপত্তা দিতে পারে। তিনি বললেন : 'কিন্তু আমি আপনাকে এমন একজন লোকের কথা বলতে পারি যিনি আমার চেয়ে মক্কায় অধিক শক্তিশালী, জ্ঞাতি-ভাইদের মধ্যে অধিক ধনশালী এবং অধিক নিরাপদ। তিনি হলেন উসমান ইবন্ আফফান।' ফলে মহানবী উসমানকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন। তাঁর গোত্র আবদু শামস্-এর লোকজন এবং অন্যরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে। হুদাইবিয়ায় যারা অবস্থান করছেন তাদেরকে কা'বা গৃহে আসার অনুমতি

১. বুখারী ৫৪, ১৫; ওয়াকিদী, ৫৯৩-৬০০।

www.bjilibrary.com

দিতে অস্বীকৃতির কথা বার বার বললেও তারা উসমানকে ব্যক্তিগতভাবে কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করার আহ্বান জানায়। কিন্তু তিনি তাদের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কুরাইশরা ইবন্ উবাইকে অনুরূপ সুযোগ দেওয়ার কথা বলে তার কাছে সংবাদ প্রেরণ করে। কিন্তু ইবন্ উবাই উত্তর দেন : 'মহানবী কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ না করা পর্যন্ত আমি তা করবো না।' মহানবীকে এ কথা বলা হলে তিনি খুশি হন।

www.bjilibrary.com

'একটা স্পষ্ট বিজয়'

মক্কায় উসমানের অনুপস্থিতির সময় মহানবীর এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ওহী নাজিল হওয়ার সময়কার সাথে তুলনীয়। কিন্তু এ সময়ে তিনি সব বিষয়ে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর একজন সাহাবিকে একটি নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক ঐ সাহাবি শিবিরে গিয়ে ঘোষণা করেন : "আল্লাহর নবীর কাছে এসে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য পবিত্র আত্মা নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করার জন্য যাও।"১ ইতিমধ্যে মহানবী একটা বাবলা গাছের নিচে গিয়ে বসেন। নতুন পাতা উন্মুক্ত হওয়ায় গাছটি ছিলো সবুজ। এখানেই সাহাবিরা এক এক জন করে এসে মহানবীর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁর কাছে প্রথম যে ব্যক্তি আসেন তাঁর নাম সিনান। তিনি ছিলেন জাহাস পরিবার অর্থাৎ আসাদ ইবন খুজাইমা গোত্রের লোক। আনুগত্য প্রকাশের প্রকৃতি সম্পর্কে ঘোষক কোনো কথা না বলায় সিনান জিজ্ঞাসা করেন : "হে আল্লাহর নবী, আপনার মনে যা আছে তার প্রতি আমি আমার আনুগত্য প্রকাশ করলাম।" অন্যরাও একইভাবে আনুগত্য প্রকাশ করলেন। অতঃপর মহানবী বললেন : "আমি উসমানের আনুগত্যে প্রতিজ্ঞা করছি।" তিনি এরপর তাঁর জামাতার হাত মনে করে তাঁর বাম হাতের সাথে নিজের ডান হাত লাগালেন এবং চুক্তির প্রতিজ্ঞা করলেন। ঘোষকের আহ্বানে একজনই কেবল সাড়া দিলো না। এই লোকটি হলো ভণ্ড জাদ ইবন কয়েস। সে তার উটের পাশে লুকাবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তাকে সবাই দেখে ফেললো।

কুরাইশরা সুহায়েলকে পাঠালো চুক্তি সম্পাদনের জন্য। তার সাথে ছিলো মিকরাজ ও হুয়াইতিব। তারা মহানবীর সাথে আলোচনা করলো। সাহাবিরা তাদের আলোচনা শুনতে পেলেন। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর মহানবী আলীকে চুক্তির শর্তাবলি লিখতে বললেন। লেখার শুরুতেই তিনি অবতীর্ণ পবিত্র বাণী 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' অর্থাৎ

---

১. ওয়াকিদী, ৬০৪ ।

www.bjilibrary.com

'আল্লাহর নামে যিনি মহান ও দয়াময়' লিখতে বলেন। কিন্তু সুহায়েল এতে আপত্তি জানায়। সে বলে : "তিনি কি আমি জানি না (রহমান-এর ব্যাপারে সে এ কথা বলে) বরং লিখুন 'বিসমিক আল্লাহুম্মা' অর্থাৎ হে খোদা, তোমার নামে। এটাইতো আপনাদের লেখার রীতি ছিলো।" সাহাবিদের মধ্যে অনেকে চিৎকার করে উঠলেন : "খোদার কসম, আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ছাড়া আর কিছুই লিখবো না।" কিন্তু মহানবী তাদের কথায় কান না দিয়ে বললেন : "বিসমিক আল্লাহুম্মা লেখো।" তারপর তিনি কি লিখতে হবে তার নির্দেশ দিয়ে বললেন : "আল্লাহর নবী মুহাম্মদ এবং আমর-এর পুত্র সুহায়েলের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তগুলো নিম্নরূপ।" কিন্তু সুহায়েল পুনরায় আপত্তি জানায়। সে বললো : "আমরা যদি জানতাম যে আপনি আল্লাহর নবী তাহলে আমরা আপনাকে কা'বা গৃহে যেতে বাধা দিতাম না বা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতাম না। বরং লিখুন আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ।" ইতিমধ্যে আলী 'আল্লাহর নবী' কথাটা লিখে ফেলেন। কিন্তু মহানবী তাঁকে ঐ শব্দগুলো কেটে ফেলতে বলেন। কিন্তু আলী জানান যে তিনি তা কাটতে পারবেন না। অতঃপর মহানবী ঐ শব্দগুলো কোথায় আছে তা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে বলেন এবং তিনি তা নিজের হাতেই কেটে দেন। এর বদলে তিনি 'আবদুল্লাহর পুত্র' লিখতে বলেন এবং আলী তাই লেখেন।

সম্পাদিত সন্ধিপত্রে উল্লেখ করা হলো : "তাঁরা দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখতে সম্মত হয়েছেন। এ সময় জনগণ নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। শর্ত থাকে যে, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কুরাইশদের কেউ মুহাম্মদের কাছে আসলে তিনি তাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু মুহাম্মদের কাছে যারা আছে তাদের কেউ যদি কুরাইশদের কাছে ফিরে আসে তাহলে তাদের ফেরত দেওয়া হবে না। কোনো রকম ছল চাতুরী বা প্রতারণা করা যাবে না। কেউ ইচ্ছা করলে মুহাম্মদের বা কুরাইশদের সাথে সন্ধিপত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।" ঐ শিবিরে খুজা'য়া গোত্রের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন হজ্জযাত্রীদের সাথে দেখা করার জন্য। অপরদিকে, সুহায়েলের আসার পর বকর গোত্রের এক বা দুই জন প্রতিনিধি তাকে অনুসরণ করে। এ সময় খুজা'য়া গোত্রের লোকেরা এগিয়ে এসে বলেন : "আমরা মুহাম্মদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলাম।" অপরদিকে, বকর গোত্রের লোকেরা বললো : "আমরা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলাম।" উভয় গোত্রের প্রধানগণ এই চুক্তি পরে অনুমোদন করেন। নিম্নলিখিত কথা দিয়ে এই চুক্তি শেষ করা হয় : "এ বছর মুহাম্মদ আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাবেন এবং

www.bjilibrary.com

আমরা উপস্থিত থাকলে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন না। পরবর্তী বছরে আমরা মক্কা থেকে বাইরে যাবো এবং আপনি আপনার সাহাবিসহ মাত্র তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করবেন। আপনাদের কাছে ভ্রমণকারীর অস্ত্র ছাড়া আর কোনো অস্ত্র থাকবে না এবং সেই তরবারি থাকবে কোষবদ্ধ অবস্থায়।"১

সাহাবীগণ মহানবীর দূরদৃষ্টির জন্য নিশ্চিত ছিলেন যে, তাদের অভিযান সফল হবে। কিন্তু যখন তারা সন্ধির শর্তের কথা শুনলেন এবং অনুধাবন করলেন যে, পবিত্র গৃহের নিকটে এসেও কোনো কিছু সম্পাদন না করে তাদেরকে গৃহে ফিরে যেতে হচ্ছে, তখন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। কিন্তু তাদের জন্য আরও খারাপ কিছু অপেক্ষা করছিলো। বিষণ্ন ও বিস্ফোরন্মুখ নীরবতায় তারা যখন বসে ছিলো তখন শিকলের ঝনঝন শব্দ শোনা গেলো এবং একটি যুবক পায়ে শৃঙ্খল বাঁধা অবস্থায় টলতে টলতে শিবিরে প্রবেশ করলো। এই যুবকটির নাম আবু জান্দাল। তিনি ছিলেন সুহায়েলের পুত্র। ইসলাম গ্রহণের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে বন্দি করে রাখে এই আশংকায় যে, সে মদীনায় চলে যেতে পারে। আবু জান্দালের বড় ভাই আবদুল্লাহ হজ্জযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি তাঁর ছোট ভাইকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্যোগ নিতেই সুহায়েল তার গলায় বাঁধা শিকল ধরে ফেলে এবং তার মুখে জোরে আঘাত করে। অতঃপর সে মহানবীর দিকে তাকিয়ে বলে : "এই লোকটি আপনার কাছে আসার আগেই আমাদের চুক্তি সম্পাদনের কাজ শেষ হয়।" মহানবী বললেন : "হ্যাঁ, সে কথা সত্য।" সুহায়েল বললো : "তাহলে তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিন।" আবু জান্দাল তাঁর দেহের সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন : "হে মুসলমান জনগণ, আমার ধর্মের কারণে নির্যাতন ভোগ করার জন্য পৌত্তলিকদের কাছে কি আমাকে ফেরত দেওয়া হবে?" মহানবী সুহায়েলকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার পুত্রকে দয়াপরবশ হয়ে মুক্ত করার কথা বললেন। কিন্তু সুহায়েল অত্যন্ত অশান্তভাবে তা প্রত্যাখ্যান করলো। তার সঙ্গী মিকরাজ ও হুয়াইতিব এ যাবত চুপ করে ছিলো। কিন্তু এই ঘটনাটি সম্পদিত চুক্তির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এ কথা মনে করে তারা বললো : "হে মুহাম্মদ, আপনার পক্ষ থেকে আমরা তার নিরাপত্তা দেবো।" এর অর্থ এই যে, তারা তাকে তার পিতার কাছ থেকে দূরে নিজেদের আশ্রয়ে রাখবে। তারা অবশ্য তাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে। মহানবী বললেন : "আবু

১. ইবন্ ইসহাক, ৭৪৭-৮।

www.bjilibrary.com

জান্দাল, ধৈর্য ধরো, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার সাথে আরও অনেকের কষ্ট নিশ্চয়ই লাঘব করবেন এবং একটা উপায় বের করে দেবেন। আমরা এই লোকদের সাথে সন্ধির শর্তে সম্মত হয়েছি এবং শর্ত পালনে অঙ্গীকার করেছি। তারাও অনুরূপ অঙ্গীকার করেছে। এখন আমরা আমাদের ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি না।"

এ পর্যায়ে উমর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তিনি মহানবীর কাছে গিয়ে বললেন : "আপনি কি আল্লাহর নবী নন?" মহানবী উত্তর দিলেন : "হ্যাঁ।" উমর বললেন : "আমরা কি সঠিক এবং শত্রুরা কি অন্যায় পথে চলছে না?" মহানবী পুনরায় ইতিবাচক কথা বললেন। উমর বললেন : "তাহলে আমরা আমাদের ধর্মের বিনিময়ে এত ক্ষুদ্র কিছু করলাম কেন?" এর উত্তরে মহানবী বললেন : "আমি আল্লাহর নবী এবং আমি তাঁকে অমান্য করতে পারি না। তিনি আমাকে বিজয় দেবেন।" উমর বললেন : "আমরা কা'বা গৃহে যাবো এবং পবিত্র গৃহ প্রদক্ষিণ করবো, এ কথা আপনি আমাদের বলছেন না কেন?" মহানবী বললেন : "আমরা এ বছর সেখানে যাবো একথা কি আমি তোমাদের বলেছি?" উমর স্বীকার করেন যে, তিনি তেমন কথা বলেন নাই। মহানবী বললেন : "অবশ্যই তোমরা কা'বা গৃহে যাবে এবং তোমরা তা প্রদক্ষিণ করবে।" কিন্তু উমরের মন এতে শান্ত হলো না। তিনি মনকে হালকা করার জন্য আবু বকরের কাছে গেলেন। মহানবীর কাছে তিনি যে ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠিক সেই রকম প্রশ্ন তিনি আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করলেন। ঐ সব প্রশ্নের উত্তরে মহানবী যে কথা বলেন তা আবু বকর শোনেন নাই। তবু তিনি উমরের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেন প্রায় একই রকম ভাষায় এবং শেষে বলেন : "সুতরাং তাঁর রেকাবে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকো; খোদার কসম, তিনি সঠিক পথে আছেন।" এ কথায় উমর কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লেও তাঁর মনের অনুভূতি তখনও নিবৃত্ত হয় নাই। তবু তিনি এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বললেন না। মহানবী যখন ঐ সন্ধির দলিলে তাঁকে নাম লিখতে বলেন তখন নীরবে তিনি স্বাক্ষর করে দেন। মহানবী সুহায়েলের পুত্র আবদুল্লাহকেও ঐ দলিলে তাঁর নাম লিখতে বলেন। অন্য যে সব মুসলমান এই দলিলে স্বাক্ষর করেন তারা হলেন আলী, আবু বকর, আবদুর রহমান ইবন আউফ এবং মাহমুদ ইবন্ মাসলামাহ্।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ তিক্ততা স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিন্তু সুহায়েল ও তার সঙ্গীরা যখন অশ্রুসিক্ত আবু জান্দালকে সাথে করে শিবির ত্যাগ করলো তখন তাদের মনে উত্তেজনা দেখা দিলো। যারা দলিল স্বাক্ষর করেন

www.bjilibrary.com

তাদের সাথে মহানবী একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ছেড়ে হজ্জযাত্রীদের মূল দলের দিকে গেলেন। তিনি তাদেরকে বললেন : "ওঠো এবং তোমাদের পশু কোরবানি করো। তোমাদের মাথাও মুণ্ডন করো।" কেউ তাঁর কথায় সাড়া দিলো না; তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই কথা পুনরুল্লেখ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নীরব রইলো। এটা তাদের তরফ থেকে বিদ্রোহ ছিলো না। কিন্তু ঘটনার ধারাবাহিকতায় তাদের আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এমন সময় তারা মহানবীর কাছ থেকে এমন একটা নির্দেশ পান যা আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে ঠিক ছিলো না বলে তারা জানতো। এ জন্য তারা সত্যি সত্যি হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তারা জানতো যে, ইবরাহীমের রীতি অনুযায়ী পবিত্র এলাকায় কোরবানি করতে হবে এবং মাথা মুণ্ডনের রীতিও তাই। যাহোক, তাদের বাহ্যত অবাধ্যতায় মহানবী হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর তাঁবুতে ফিরে এসে কি ঘটেছে তা উম্মে সালামাকে বলেন। উম্মে সালামা বলেন : "আপনি যান, তারা তাদের পশু কোরবানি না করা পর্যন্ত আপনি তাদের সাথে কোনো কথা বলবেন না।" অতঃপর মহানবী কোরবানির জন্য আনা তাঁর নিজের উটের কাছে গেলেন এবং তা কোরবানি করলেন। অন্যেরা যেন শুনতে পায় এমন জোরে তিনি বললেন, 'বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর'। মহানবীর কথা শুনে সবাই পশু কোরবানির জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। আদেশ মান্য করতে তারা যেন পিছিয়ে না পড়ে এমন দ্রুততার সাথেই তারা কার্য সমাধা করলো। মহানবী যখন খিরাশকে (উসমানের পূর্বে তিনি খুজা'য়া গোত্রের এই ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠান) মাথা মুণ্ডনের জন্য ডেকে পাঠালেন তখন সাহাবিগণ একে অপরের মাথা মুণ্ডনের কাজে খুবই উৎসাহী হয়ে পড়েন। এ অবস্থা দেখে উম্মে সালামা খুবই ভীত হয়ে পড়েন। পরে তিনি বলেন যে, তাঁর ভয় হচ্ছিলো পাছে তাদের মাথা কেটে যায়। অনেকে তাদের চুলের কিছু অংশ কাটে। কারণ তারা জানে যে, এ ধরনের চুল কাটাও প্রতিকল্প হিসেবে প্রথাগতভাবে গ্রহণযোগ্য। ইতিমধ্যে মহানবী খিরাশকে সাথে করে তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসেন। ধর্মীয় এ আচার অনুষ্ঠান শেষে মহানবী তাঁর তাঁবুর প্রবেশ পথে মাথা মুণ্ডন অবস্থায় দাঁড়িয়ে বললেন : "যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।" কিন্তু যারা শুধু চুল কেটেছিলো তারা এ কথার প্রতিবাদ জানালো : "হে আল্লাহার নবী, যারা চুল কেটেছে তাদের ওপর কি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে না?" কিন্তু মহানবী প্রথম যে কথা বলেছিলেন, সে কথাই বার বার বললেন। এর ফলে প্রতিবাদের শব্দ

www.bjilibrary.com

আরও বেশি শোনা গেলো। তৃতীয়বার প্রচণ্ড প্রতিবাদের পর তিনি বললেন : "যারা মাথার চুল কর্তন করেছে তাদের ওপরও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।" পরবর্তীকালে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি শুধুমাত্র মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেছিলেন কেন, তখন তিনি জবাব দেন, "কারণ তারা সন্দেহ পোষণ করে নাই।"

তাঁবুর মধ্যে ফিরে এসে মহানবী মাটি থেকে তাঁর লম্বা কালো চুল সংগ্রহ করে নিকটবর্তী একটি লজ্জাবতী জাতীয় গাছের ওপর ফেলে দেন। আশীর্বাদ হিসেবে এই চুল পাওয়ার জন্য গাছের চারপাশে ভিড় জমে উঠলো। পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে মহিলাদের মধ্যে নূসাইবাও ঐ গাছের কাছে যান এবং কিছু চুল সংগ্রহ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই সম্পদ রক্ষা করেন।

শিবিরের মাটিতে এলোমেলোভাবে হজ্জযাত্রীদের মাথার চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। হঠাৎ করে আসা এক প্রচণ্ড দমকা হাওয়ায় ঐ সব চুল উড়ে গেলো এবং দমকা হাওয়া প্রবাহিত হলো মক্কার পবিত্র অঙ্গনের দিকে। এ দৃশ্যে সবাই আনন্দ প্রকাশ করলো। তারা ধারণা করলো যে, উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহ তাদের হজ্জ কবুল করেছেন। আল্লাহর নবী তাদেরকে পশু কোরবানি করার কথা কেন বলেছিলেন, একথা তারা এখন বুঝতে পারলো।

মদীনা ফিরে যাওয়ার জন্য তারা যাত্রা শুরু করার পর উমর বিবেকের দংশন অনুভব করেন। তাঁর উদ্বিগ্নতা এমনই বৃদ্ধি পায় যে, তিনি দ্রুত এগিয়ে মহানবীর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে চান। কিন্তু তাঁর কাছে মনে হলো মহানবী কিছুট দূরত্ব বজায় রাখতে এবং নীরব থাকতে চান। তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় মনে মনে বলেন : "হে উমর, তোমার মা এখন তার সন্তানের জন্য দুঃখ করুক!" পরবর্তীকালে তিনি বলেন, তিনি মহানবীর জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করায় তাঁর মনে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, তাকে ঘৃণা করে হয়তো একটা বিশেষ ওহী নাজিল হবে। তাঁর পেছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে এবং ঘোড়সওয়ার তাঁকে মহানবীর কাছে যাওয়ার আহ্বান জানালে তাঁর আশঙ্কা চরমে উপনীত হয়। কিন্তু মহানবীর মুখমণ্ডলে আনন্দের দীপ্তি লক্ষ্য করে তাঁর এই আশঙ্কা ক্ষণিকেই তিরোহিত হয়ে গেলো। মহানবী বললেন : "আমার ওপর একটি সূরা নাজিল হয়েছে। এ বিশ্বে এর চেয়ে প্রিয় বস্তু আমার কাছে আর কিছু নেই।"

নতুন এই ওহীতে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যে অভিযান থেকে তারা এখন ফিরে আসছেন তা অবশ্যই বিজয় অভিযান। ঐ সূরার প্রথমে

www.bjilibrary.com

বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।"১ সাম্প্রতিককালে আনুগত্য প্রকাশ সম্পর্কে ঐ সূরায় বলা হয় : "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে শপথ করলো। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিলো। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।"২ এখানে যে স্বর্গীয় প্রশান্তির কথা বলা হয়েছে তা রিদওয়ানের৩ প্রতিজ্ঞার চেয়ে কম নয় এবং এই আনুগত্য রিদওয়ানের চুক্তি বলে পরিচিত। প্রশান্তি অবতীর্ণ করা অর্থাৎ সাকিনা'র৪ কথা অন্য একটি আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। "তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। ..... ঈমান এজন্য বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান – যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য।"৫

এই অভিযানে মহানবীর দূরদৃষ্টি প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়।"৬

---

১. কুরআন, ৪৮ : ১।
২. কুরআন, ৪৮ : ১৮।
৩. আবিসিনিয়া অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৪. হিব্রুতে বলে শেখিনাহ।
৫. কুরআন, ৪৮ : ৪-৫।
৬. কুরআন, ৪৮ : ২৭।

www.bjilibrary.com

হুদাইবিয়ার পর

বনি ছাকিফ গোত্রের যুবক আবু বসির এর পরিবার তায়েফ থেকে মক্কায় এসে বসতি স্থাপন করে। তারা ছিলো বনি জুহরা গোত্রের মিত্র। আবু বসির ইসলাম গ্রহণ করার পর তারা তাকে বন্দি করে রাখে। কিন্তু কোনোক্রমে তিনি বন্দিদশা থেকে পালিয়ে পায়ে হেঁটে মদীনায় আসেন। তাঁর আসার পর পরই কুরাইশদের এক প্রতিনিধি মদীনায় এসে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবি জানায়। আবু জান্দালকে যেমন সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছিলেন, তেমনিভাবে আবু বসিরকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে মহানবী বলেন যে, কুরাইশ প্রতিনিধির কাছে তিনি তাঁকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে সন্ধি মোতাবেক বাধ্য। উমরসহ সাহাবিগণ এ সময় সন্ধির শর্তের ব্যাপারে মোটামুটি সন্তুষ্ট ছিলেন। সে কারণে আবু বসিরকে যখন কুরাইশ প্রতিনিধি এবং তাকে সহায়তা করার জন্য আনীত একজন মুক্ত দাস-এর হাতে তুলে দেওয়া হলো তখন উপস্থিত স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীরা মহানবীর কথা অত্যন্ত শান্তভাবে উচ্চারণ করলো : "আনন্দে থাকো! আল্লাহ তোমার জন্য নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করে দেবেন।"

যত কম সময়ে তারা তাদের আশা পূরণ হওয়ার কথা ভেবেছিলো, তার আগেই তাদের আশা পূরণ হয়ে গেলো। বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও আবু বসির ছিলেন উপায় উদ্ভাবনে নিপুণ। বিশ্রাম নেওয়ার প্রথম স্থানেই তিনি বুদ্ধি করে কুরাইশ প্রতিনিধির তরবারি নিজের হাতে নিয়ে তাকে হত্যা করেন। এরপর কাওসার নামের মুক্ত ঐ দাস মদীনার দিকে লক্ষ্য করে পালিয়ে যায়। কোনো বাধা ছাড়াই কাওসার মদীনার মসজিদে প্রবেশ করে মহানবীর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। মহানবী তাকে লক্ষ্য করে বলেন : "এই লোকটি সাংঘাতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে।" কাওসার হাঁপাতে হাঁপাতে বলে যে, তার সহযোগীকে হত্যা করা হয়েছে এবং সে নিজেও প্রায় নিহত হতে যাচ্ছিলো। অল্প সময় পরে আবু বসির খোলা তরবারি হাতে নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হন। তিনি বলেন : "হে আল্লাহর নবী, আপনার দায়িত্ব পূরণ

www.bjilibrary.com

হয়েছে। আপনি আমাকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন।" মহানবী বললেন : "তার মায়ের জন্য দুঃখ হয়!১ যুদ্ধের জন্য জনতাকে উত্তেজিত করার সত্যি এক যোগ্য ব্যক্তি সে। তার সাথে যদি আর কেউ থাকতো!" তাকে ফেরত নেওয়ার জন্য কুরাইশরা যদি অন্য কোনো দূতকে পাঠাতো তাহলে তিনি তাদের দাবি মানতে বাধ্য, যেমন তিনি করেছেন প্রথম বার। কিন্তু এমন চিন্তা আবু বসিরের মাথায় ছিলো না। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, মৃত ব্যক্তির অস্ত্র, বর্ম এবং সব উট যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এবং তা পাঁচ ভাগ করে আইন অনুযায়ী বিতরণ করতে হবে। মহানবী বললেন : "আমি যদি তা করি তাহলে তারা মনে করবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা মোতাবেক শর্ত পালন করিনি।" অতঃপর তিনি দুই মক্কাবাসীর মধ্যে জীবিত ব্যক্তির দিকে তাকালেন। ঐ লোকটি তখন ভয়ে কাঁপছিলো। মহানবী বললেন : "তোমার সঙ্গীর কাছ থেকে যুদ্ধলব্ধ হিসেবে যে সব মাল পাওয়া গিয়েছে তা তোমার দেখার বিষয়।" আবু বসিরকে ইঙ্গিত করে তিনি ঐ লোকটিকে বললেন : "তোমাকে যারা পাঠিয়েছে তাদের কাছে এই লোকটিকে নিয়ে যাও।" কাওসার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো। সে বললো : "হে মুহাম্মদ, আমার জীবনকে আমি মূল্যবান মনে করি। তার মতো শক্তি আমার নেই বা দু'জনের হাত আমার নেই।" মুসলমানরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু কুরাইশদের প্রতিনিধি বন্দির দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলো। ফলে মহানবী আবু বসিরের দিকে তাকিয়ে বললেন : "যেখানে ইচ্ছা সেখানেই তুমি যাও।"

আবু বসির লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর মনে মহানবীর একটা কথা বার বার উদয় হতে থাকে – 'তার সাথে যদি অন্য কেউ থাকতো'। এই প্রচ্ছন্ন অনুমতি ও নির্দেশের কথা তিনি ছাড়া আরও অনেকে জানতে পারে। মহানবীর কথা উমর মক্কায় মুসলমানদের কাছে প্রচারের উদ্যোগ নেন। একই সাথে তিনি আবু বসির সম্পর্কে সংবাদ নেওয়ার চেষ্টা করেন। মদীনায় আগত উপসাগরীয় এলাকার মিত্র শ্রেণির লোকদের কাছ থেকে উমর আবু বসির সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারেন। এদিকে সুহায়েলের পুত্র আবু জান্দালকে তাঁর আশ্রয়দাতারা আর খুব কঠোর নিরাপত্তায় রাখতো না। সত্যি কথা বলতে কি, মক্কায় যুবক মুসলিম বন্দিদের উপর নজরদারি করার কঠোরতা অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে।

---

১. সাধারণভাবে কথিত একটা বাক্য যার অর্থ হলো এই যে, লোকটির মাথা এমনই গরম অর্থাৎ সে এমনই উগ্র স্বভাবের যে তার মা তার মৃত্যুর জন্য দুঃখিত হবে।

www.bjilibrary.com

কারণ তারা লক্ষ্য করেছে যে, এসব মুসলমানের মধ্যে কেউ মদীনায় পালিয়ে গেলে মুহাম্মদ তাঁর কথা রাখবে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠাবে। ফলে আবু জান্দাল যাত্রা করলেন আবু বসির-এর উদ্দেশ্যে। খালিদের ভাই ওয়ালিদসহ অনেক মুসলমান যুবক আবু জান্দালের সাথে রওনা হয়। আবু বসির তাদের সবার সাথে মিলে মক্কার বণিক যাত্রী দলের সিরিয়া অভিমুখী পথের গুরুত্বপূর্ণ এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। সবাই আবু বসিরকে তাদের নেতা বানায়। তিনি নামাজে ইমামতি করতেন এবং ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ দিতেন। এর কারণ তাদের মধ্যে প্রায় সবাই সাম্প্রতিককালে ইসলাম গ্রহণ করে। এসব লোক আবু বসিরকে সম্মান করতো এবং তাঁর কথা মান্য করতো আনন্দের সাথে। বণিক যাত্রী দলের উত্তর দিকের পথের নিরাপত্তা পুনরায় নিশ্চিত হওয়ায় কুরাইশরা আনন্দিত হয়। কিন্তু আবু বসিরের দলে সত্তর জন যুবক যোগদান করার পর তারা বণিক যাত্রী দলের জন্য ভীতিকর হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে বেশ কিছু জীবনহানি ও পণ্য নষ্ট হওয়ার পর কুরাইশরা মহানবীর কাছে এই মর্মে পত্র লেখে যে, তিনি যেন এসব রাহাজানদের তাঁর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাদেরকে মক্কায় ফেরত দেওয়ার দাবি তারা করবে না। ফলে মহানবী আবু বসিরকে পত্র লিখে জানান যে, সে এখন তার সঙ্গীসহ মদীনায় আসতে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যে এই যুবক নেতা সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি যখন ঐ পত্র পান তখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি ঐ পত্র পড়েন এবং পত্রটি দু'হাতের মুঠোয় ধরা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সঙ্গীরা তাঁর জন্য জানাজা নামাজ পড়েন এবং তাঁকে কবরস্থ করেন। তাঁর সমাধির পাশে তারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর তারা সবাই মহানবীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মদীনা যাত্রা করেন।১

তারা যখন গলিত ধাতব পদার্থ অর্থাৎ লাভা এলাকায় উপস্থিত হয় তখন ওয়ালিদের উট হোঁচট খায় এবং এর ফলে তিনি ছিটকে পড়েন। একটা পাথরের সাথে আঘাত লাগার পর তার আঙ্গুল কেটে যায়। কাটা স্থানে পট্টি বাধার সময় তিনি কবিতার ভাষায় বলেন :

'শুধু একটা আঙ্গুল রক্ত ঝরাচ্ছে
এ আর এমন কি,
আল্লাহর পথে চলার জন্য
আর কি কোনো আঘাত নেই।"

১. ওয়াকিদী, ৬২৪-৯; বুখারী, ৫৪ ; ইবন ইসহাক-৭৫১-৩।

www.bjilibrary.com

আঙ্গুলের কাটা স্থানে পচন ধরে এবং এই পচন তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মৃত্যুর আগে তিনি কোনো রকমে তাঁর ভাই খালিদের কাছে একটা চিঠি লিখেন। ঐ চিঠিতে তিনি খালিদকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অনুরোধ করেন।

এ সময় মক্কা থেকে একজন মুসলিম মহিলা পালিয়ে গিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেন। ইনি ছিলেন উসমানের সৎ বোন উম্মে কুলসুম – তাঁর মাতা আরউয়া এবং পিতা উকবা। বদর প্রান্তর থেকে সামান্য দূরে উকবাকে হত্যা করা হয়। ইতিমধ্যে ওহী নাজিল হয় যে, কোনো মুসলমান মহিলাকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরত দেওয়া যাবে না। সে কারণে উম্মে কুলসুমের দুই সহোদর ভাই তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আসলেও মহানবী তাকে ফেরত দিতে অস্বীকার করেন। কুরাইশরাও তাঁর এই অস্বীকৃতি প্রতিবাদ ছাড়াই গ্রহণ করে। সম্পাদিত সন্ধিতে মহিলাদের ব্যাপারে কোনো কিছুর উল্লেখ ছিলো না। জায়দ, জুবায়ের এবং আবদুর রহমান ইবন্ আউফ বিয়ের প্রস্তাব দেন উম্মে কুলসুমকে। মহানবী তাঁকে জায়দকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন এবং তিনি তাই করেন।

সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পরবর্তী মাসে আয়েশা ও তাঁর পিতা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হন এবং এর পরপরই বড় ধরনের আনন্দের কারণ ঘটে। উম্মে রূমান অসুস্থ হন এবং পরে মারা যান। বাকী-তে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। মহানবী তাঁর জানাজার নামাজ পড়ান এবং তাঁর কবরে নামেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ মক্কায় পৌঁছানো হয় এবং তাঁর পুত্র আবদুল কাবা'র কানে এ সংবাদ পৌঁছায়। মায়ের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে এমন এক কার্যব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করে যার জন্য তিনি কিছুদিন ধরে চিন্তা করছিলেন। যাহোক, মায়ের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর তিনি মদীনা আসেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি যখন আনুগত্যের শপথ ঘোষণা করেন তখন মহানবী তার নাম বদল করে রাখেন আবদুর রহমান।

এ সময় তিনিই কেবল মুসলমান হন নাই। সপ্তাহ এবং মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র কুরআনে এই চুক্তিকে কেন স্পষ্ট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সময় মক্কা ও মদীনার লোকেরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে এবং পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি হয়ে পড়ে।

হজ্জযাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের পর পরই একটা আয়াত নাজিল হয় এবং এতে সবাই আনন্দ প্রকাশ করে। "যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ তাদের

www.bjilibrary.com

মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবত বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন।"১ এই কথাগুলো সম্ভবত ঐ সব লোক সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা হয় যারা এ সময় অধিকহারে ধর্মান্তরিত হচ্ছিলো। এ কথাগুলো বিশেষ একটি ঘটনাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। এই বিশেষ ঘটনাটি হলো মহানবী ও এক কুরাইশ নেতার মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন।

হুদাইবিয়ার ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে আবিসিনিয়া থেকে মহনাবীর চাচাত ভাই ও ভায়রা ভাই উবায়দুল্লাহ ইবন্ জাহাস-এর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান। আবিসিনিয়ায় যাওয়ার কিছুদিন পর তিনি আবার খ্রীষ্টান হয়ে যান। এতে তার স্ত্রী উম্মে হাবীবা খুবই মর্মাহত হন। উম্মে হাবীবা ছিলেন আবু সুফিয়ানের কন্যা এবং তিনি স্বামীর খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ সত্ত্বেও নিজে মুসলমান হিসেবে থাকেন। তার স্বামীর মৃত্যুর চার মাস পরে মহানবী ইথিওপিয়ার সম্রাটের কাছে সংবাদ পাঠান এবং তাকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন মহানবীর পক্ষ হয়ে উক্ত বিধবা (উম্মে হাবীবা) ও মহানবীর মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করেন। উম্মে হাবীবার কাছে মহানবী সরাসরি কোনো সংবাদ প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু উম্মে হাবীবা এক স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর কাছে একজন লোক এসে তাঁকে সে 'বিশ্বাসীদের মাতা' হিসেবে সম্বোধন করে। এ স্বপ্নের তিনি ব্যাখ্যা করেন যে তিনি মহানবীর স্ত্রী হবেন। পরদিন ইথিওপিয়ার সম্রাটের কাছ থেকে অনুরূপ সংবাদ পাওয়ার পর তিনি মনে করেন যে, তাঁর স্বপ্নে দেখা ঘটনাই ঠিক। অতঃপর তিনি তাঁকে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর জ্ঞাতি খালিদ ইবন্ সা'ঈদকে২ মনোনীত করেন। ইথিওপিয়ার সম্রাট, জাফর এবং অন্যান্য জ্ঞাতি ভাইদের উপস্থিতিতে খালিদ ইব্ন সা'ঈদ বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করেন। অতঃপর ইথিওপিয়ার সম্রাট তাঁর রাজপ্রাসাদে এক বিবাহ-ভোজের আয়োজন করেন এবং এতে সব মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়।

মহানবী জাফরের কাছেও সংবাদ পাঠান যে, জাফর এবং মুসলমানরা যদি মদীনায় এসে বাস করেন তাহলে তিনি খুশি হবেন। অনতিবিলম্বে জাফর যাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নেন এবং ইথিওপিয়ার সম্রাট তাঁকে দুটো নৌকা দেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, উম্মে হাবীবা তাঁদের সাথেই যাত্রা করবেন।

---

১. কুরআন, ৬০ : ৭।

২. ইবাদত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

ক্ষমতাসীনদের মধ্যে এ সময় মহানবী শুধু ইথিওপিয়ার সম্রাটের কাছেই পত্র লেখেন নাই। খন্দক যুদ্ধের সময় অপ্রতিরোধ্য পাথর টুকরা টুকরা হওয়ার সাথে সাথে তিনি প্রথম আঘাতে বিচ্ছুরিত আলোয় দেখতে পান ইয়েমেনের দুর্গ। তৃতীয় এবং শেষ আঘাতে বিচ্ছুরিত আলোয় তিনি দেখতে পান মাদায়েন-এ সসরোদের সাদা রাজপ্রাসাদ। ইসলামের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে এই দুই বিচ্ছুরিত আলোর একটা সম্পর্ক ছিলো। ইতিমধ্যে ইয়েমেন পার্সিয়ার শাসনাধীনে চলে আসে। মহানবী পার্সিয়ার সম্রাটের কাছে পত্র লেখার উদ্যোগ নেন। ঐ পত্রে তিনি তাঁর নবী হওয়ার কথা এবং তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান ছিলো। তাঁর প্রেরিত পত্রে পুরোপুরি সফল হওয়া যাবে এ কথা হয়তো তিনি আশা করেন নাই। কিন্তু কোনো কার্যব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

তিনটি বিচ্ছুরিত আলোর দ্বিতীয় আলোত সিরিয়ার দুর্গ উদ্ভাসিত হয়। এ কারণে মহানবী ঐ এলাকায় এবং আরও পশ্চিমে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে নিশ্চিত হন। তাই তিনি পার্সিয়ার সম্রাটের কাছে লিখিত পত্রের অনুরূপ একটা পত্র রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং ঐ পত্রটি পাঠানো হয় সিরিয়ার গভর্নরের কাছে। অনুরূপ একটি চিঠি পাঠানো হয় আলেকজান্দ্রিয়ায় – মিশরের শাসনকর্তা মুকাউকিসের কাছে।

ইতিমধ্যে সসরো বিভিন্ন সূত্র থেকে ইয়াছরিবে আরব সম্রাটের ক্রমান্বয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা জানতে পারেন। মুহাম্মদ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি ইয়েমেনে তাঁর প্রতিনিধি বাধান-এর কাছে নির্দেশ পাঠান। এ নির্দেশ পাওয়ার পর পরই বাধান তাঁর দু'জন প্রতিনিধিকে মদীনায় পাঠান। তারা মদীনায় সব কিছু দেখে সংবাদ আনতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। পার্সিয়ার রাজপ্রাসাদে এ সময় একটা ফ্যাশন চালু হয় – এই ফ্যাশনটা হলো দাড়ি কেটে গোঁফ বড় করা। এ অবস্থায় ঐ দু'জনের উপস্থিতিতে মহানবী খুবই বিরক্ত হন। তিনি বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞাসা করেন : "এ রকম করতে তোমাদের কে নির্দেশ দিয়েছে?" তারা বললো : "আমাদের প্রভু (অর্থাৎ সসরো)।" মহানবী বললেন : "আমার প্রভু আমাকে দাড়ি লম্বা করার এবং গোঁফ ছোট করার নির্দেশ দিয়েছেন।" এরপর তিনি তাদেরকে পরদিন আসার কথা বলে বিদায় দেন। ঐ রাতে জিবরাইল তাঁকে বলেন যে, ঐ দিনই পার্সিয়ায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং সসরো নিহত হয়েছে। তাঁর পুত্র এখন সিংহাসনে আরোহণ করেছে। দূতরা পরে আসলে

www.bjilibrary.com

তিনি তাদেরকে ঐ ঘটনার কথা বলেন এবং তাদের প্রভুকে বিজয়ের সংবাদ দিতে বলেন। অতঃপর তিনি বলেন : "তাকে বলবে যে, আমার ধর্ম ও সাম্রাজ্য সসরোর রাজত্বের সীমানা অতিক্রম করবে। আমার তরফ থেকে তাকে বলবে, ইসলাম গ্রহণ করতে এবং তার মনে যা আছে তা আমি সমর্থন করছি; এবং আমি তাকে ইয়েমেনের জনগণের সম্রাট নিযুক্ত করবো।"

ঐ দু'জন লোক সা'নায় ফিরে গিয়ে কি করবে তা বুঝতে পারলো না। অবশেষে তারা বাধানকে মহানবীর সংবাদ দিলে তিনি বলেন : "কি ঘটে তা আমরা দেখবো। তিনি যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে তিনি একজন নবী এবং আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন।" পার্সিয়ায় কি ঘটেছে তা জানার জন্য লোক পাঠাবার পূর্বেই সাইরোস থেকে একজন সংবাদবাহক এসে সেখানে কি ঘটেছে তা জানায় এবং বলে যে, নতুন শাসক সবার আনুগত্য দাবি করছে। এ কথার জবাব না দিয়ে বাধান ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে তাঁর প্রেরিত দুই দূত এবং তাঁর সঙ্গী পার্সিয়ানরাও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি মদীনায় সংবাদ প্রেরণ করেন এবং মহানবী তাঁকে ইয়েমেন শাসন করার অনুমোদন দেন। পরিখার পাথর থেকে বিচ্ছুরিত প্রথম আলোয় যা প্রকাশ পেয়েছিলো, তা বাস্তবায়নের জন্য এটাই ছিলো শুরু।

মহানবীর পত্র মাদায়েন-এ পৌঁছায় সসরোর মৃত্যুর পর। ফলে ঐ পত্রটি তার উত্তরাধিকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে ঐ পত্রের জবাব দেয় পত্রটি ছিড়ে টুকরা টুকরা করে। মহানবী একথা শোনার পর বলেন : "হে প্রভু, তার কাছ থেকেও তার রাজত্ব ছিড়ে টুকরা টুকরা করে দাও।"

হজ্জযাত্রীদের ফিরে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মহানবীর জীবনের ওপর এমন এক আঘাত আসে যা এর আগে আর ঘটেনি। আরবে ইহুদীদের প্রত্যেক বংশক্রমে এক বা দুই জন সুদক্ষ জাদুকরকে দেখা যায়। ইহুদীদের মধ্যে এমন একজন লোক তখনও মদীনায় বাস করছিলো। তার নাম লাবিদ – সে ছিলো একজন দক্ষ জাদুকর। সে তার কন্যাদেরও এই বিদ্যা সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান দেয়, যেন তার মৃত্যুর পর এ বিদ্যা লোপ না পায়। মহানবীর ওপর ভয়ানক জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করার জন্য লাবিদ বড় রকমের ঘুষ পায়। এজন্য তার প্রয়োজন ছিলো আঁচড়াবার সময় চিরনিতে লেগে থাকা মহানবীর চুল। সে নিজে বা তার একজন মেয়ে ঐ চুল সংগ্রহের চেষ্টা করে সম্ভবত অপর একজন নির্দোষ লোকের সহায়তায়। সে ঐ চুলে এগারোটি গেরো বাঁধে এবং তার মেয়েরা প্রতিটি গেরোতে অভিশাপপূর্ণ ফুঁ দেয়। অতঃপর

www.bjilibrary.com

সে একটা মদ্দা-খেজুর গাছের ডালের উল্টো দিকে ওটা আটকে তা গভীর কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে। চুলে দেওয়া গেরো খুলে ফেলে কেবল ঐ জাদুর কার্যকারিতা নাশ করা যায়।

মহানবী শীঘ্রই অনুভব করেন যে, সাংঘাতিক ধরনের খারাপ কিছু একটা হয়েছে। তাঁর স্মৃতিশক্তি কমে আসতে লাগলো। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হতো তিনি কোনো কাজ সমাধা করেছেন। কিন্তু আসলে তিনি সে কাজ করেননি। তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর সামনে খাদ্য দেওয়া হলেও তিনি খেতে পারতেন না। রোগ মুক্তির জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দোওয়া করেন। ঘুমের মাঝে একবার তিনি দু'জন লোকের উপস্থিতি অনুভব করলেন – একজন মাথার কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে বসে ছিলো। তিনি একজনকে অন্যজনকে বলতে শুনলেন তার অসুস্থতার কারণের বিষয় এবং ঐ কুয়ার নাম সম্পর্কে।১ ঘুম থেকে ওঠার পর জিবরাইল এলেন এবং ঐ স্বপ্নের বিষয় তিনি সমর্থন করলেন। তিনি মহানবীকে দুটো সূরা দিলেন – এর মধ্যে একটি সূরা পাঁচ আয়াতবিশিষ্ট এবং অপরটি ছয় আয়াতবিশিষ্ট। মহানবী ঐ কুয়ার কাছে গিয়ে আলীকে সূরা দুটো পড়ার কথা বললেন। প্রতিটি আয়াত পড়ার পর একটি করে গেরো খুলে যায় এবং এভাবে সবক'টি গেরো খুলে যাওয়ার পর মহানবী দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থতা লাভ করেন।২

ঐ সূরা দু'টির প্রথমটি হলো :

'বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি, প্রভাতের পালনকর্তার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"৩

দ্বিতীয় সূরাটি হলো :

"বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের, তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।"৪

---

১. বুখারী, ৫৯, ১০।

২. কুরআনের ১১৩ নং সূরার ওপর বাদাবির ব্যাখ্যা ৪।

৩. কুরআন, ১১৩।

৪. কুরআন, ১১৪। অনেকের মতে এই সূরা দু'টি এই সময় পাঠ করা হলেও তখন তা নাজিল হয় নাই। ঐ সূরা দু'টি হিজরতের আগে মক্কায় মহানবীকে দেওয়া হয়েছিলো।

www.bjilibrary.com

এই সূরা দু'টি পবিত্র কুরআনের সর্বশেষে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সূরা দু'টিকে 'ইহজগৎ ও পরজগতের বিপদ' থেকে আশ্রয় লাভের সূরা বলা হয়। সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ সূরা দু'টি এক সাথে পড়া হয়।

মহানবী ঐ কূপটি বন্ধ করার এবং এর পরিবর্তে অপর একটি কূপ খননের নির্দেশ দেন। তিনি লাবিদকে ডেকে পাঠান। লাবিদ স্বীকার করে যে, কিছু ঘুষ পাওয়ার পর সে তাঁর ওপর জাদু করে। মহানবী তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

www.bjilibrary.com

খায়বর

মক্কার সাথে সন্ধি স্থাপনের পর উত্তরাঞ্চলের দিকে যে বিপদ ছিলো তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিপদ-সঙ্কুল এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর ছিলো খায়বর। এই শহরের বাসিন্দা ইহুদীরা ছিলো ইসলাম-বিদ্বেষী। জাদুকর লাবিদ এই শহরের লোকদের কাছ থেকে ঘুষ পেয়েছিলো, একথা প্রায় নিশ্চিত। তবে এ কাজ অন্য কোনো একজন ব্যক্তির দ্বারাও সংঘটিত হতে পারতো। বহিষ্কৃত বনি নাদির এবং খায়বর শহরে বসবাসকারী তাদের জ্ঞাতিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সাধারণ কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট ছিলো। তারা ইয়াছরিব আক্রমণ করবে, এমন কোনো কথা নয়। পরিখার যুদ্ধে তাদের এক বা দুই জন ব্যতীত আর কেউ সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই। কিন্তু তারা কুরাইশদের আক্রমণ পরিচালনার জন্য সার্বিকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং তাদের প্রভাবে তাদের মিত্র ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করে। তাদের কারণেই ঘাতাফান গোত্রের লোকেরা তখনও কার্যত ইয়াছরিবের সাথে যুদ্ধে রত ছিলো। খায়বর-এর পরিস্থিতি এমন থাকা অবস্থায় মদীনায় কখনও পুরোপুরি শান্তি বিরাজ করতে পারে নাই।

অনেক দিন থেকেই এটা অনুভূত হয়ে আসছিলো যে, আগে বা পরে খায়বর-এর ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার। কিছু একটা করার সময় এখন এসেছে। সম্প্রতি নাজিল হওয়া একটি ওহীতে একটি 'নিকট বিজয়ে'র প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়। এই বিজয়ে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মাল অর্জনের কথাও বলা হয়। খায়বর বিজয় ছাড়া ঐ ওহীতে আর কোনো বিজয়ের কথা বলা হতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। ঐ ওহীতে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, মহানবীর আহ্বানে যে সব বেদুইন উমরা পালনে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয় তারাই আবার ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে উৎসাহিত হয়। হজ্জের সময় যেহেতু লুট করার কোনো সুযোগ নেই, সেহেতু সেখানে যাওয়া লাভজনক নয়। এ কারণে সমগ্র আরবে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধশালী হিসেবে পরিচিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানে তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

www.bjilibrary.com

এর অর্থ হলো এই যে, মহানবীকে একটা ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হলো। এক্ষেত্রে একটা সুবিধা ছিলো। আর তা হলো, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই অভিযানের কথা গোপন রাখা সম্ভব ছিলো। তবে এই পরিকল্পনার কথা যখন প্রকাশ পেলো তখন তা প্রকৃত ঘটনার পরিবর্তে শুধু আলোচনার বিষয় হিসেবে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে প্রচারিত হলো। খায়বর-এর অপ্রতিরোধ্য শক্তি সম্পর্কে জনশ্রুতি প্রায় সবার কাছে সুবিদিত ছিলো। কুরাইশ ও ইসলামের অন্য শত্রুরা আশা করলো যে, ঐ সংবাদ সত্য হোক। কারণ এমন হলে মুহাম্মদ অবশেষে মারাত্মকভাবে পরাজিত হবেন। কিন্তু তারা আশঙ্কা প্রকাশ করলো যে, শোনা কথা সত্য নয়। কারণ মহানবী যে পাগল নয়, এ কথা তারা জানতো। খায়বর-এর লোকদের আস্থা এমনই দৃঢ় ছিলো যে, তারা এ কথা বিশ্বাস করতেই অস্বীকার করলো। মদীনা থেকে মুহাম্মদ যাত্রা শুরু করেছেন, এ সংবাদ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা তাদের মৈত্রীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে নাই। একমাত্র তাদের প্রকৃত প্রধান নেতা কিনানাহ আকস্মিকভাবে ঘাতাফান গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে জানায় যে, তারা যদি তাদের সাহায্যে অতিরিক্ত সৈন্যদল পাঠায় তাহলে ঐ বছরে উৎপন্ন খেজুরের অর্ধেক তাদেরকে দেওয়া হবে। তারা এ প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং তারা চার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণের প্রতিজ্ঞা করে। খায়বর-এর ইহুদীদের একটা অভ্যাস ছিলো যে, তারা প্রতিদিন তাদের যুদ্ধাস্ত্র হাতে নিতো এবং সব যোদ্ধাদের লাইন করে দাঁড় করাতো। যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিলো সর্বমোট দশ হাজার। ঘাতাফান গোত্রের সাহায্যসহ এই সংখ্যা দাঁড়াবে মোট চৌদ্দ হাজার। অপরদিকে, মদীনা থেকে যে সংবাদ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, তাদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ষোল শ'।

মহানবী যাত্রা শুরু করার আগে আউস গোত্রের আবু আবস্ নামের এক ব্যক্তি একটি সমস্য নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। আরোহণ করার মতো তার একটা উট ছিলো। কিন্তু তার জামা-কাপড় ছিলো একেবারে ছেঁড়া। পরিবারের জন্য কোনো খাদ্য-শস্য রেখে যাওয়া তো দূরের কথা, যাত্রার জন্য নিজের খাদ্য ক্রয়ের কোনো অর্থ তার কাছে ছিলো না। নতুন পোশাক কেনার প্রশ্ন তো ওঠেই না। অনেকের অবস্থা প্রায় একই রকম থাকলেও তার ব্যাপারটা ছিলো একেবারে চরম। হজ্জযাত্রীদের জন্য বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল। যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে যা কিছু পাওয়া গিয়েছিলো তা বিভিন্ন এলাকা থেকে মদীনায় আগত দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় – যদিও তা ছিলো প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। মহানবী আবু আবস্‌কে ঐ

www.bjilibrary.com

সময় হাতের কাছে পাওয়া একটা সুন্দর লম্বা পোশাক দেন। কিন্তু যাত্রা করার এক বা দুদিন পর তিনি লক্ষ্য করেন যে, আবু আবস্-এর পরনে একটা জীর্ণ পোশাক। মহানবী তাকে জিজ্ঞাসা করেন : "তোমাকে যে পোশাক দিয়েছিলাম সেটা কোথায়?" আবু আবস্ বলে : "ওটা আমি আট দিরহামে বিক্রি করে দিয়েছি। ঐ অর্থের মধ্য থেকে দুই দিরহাম দিয়ে আমি আমার জন্য খেজুর কিনেছি আর দুই দিরহাম আমার পরিবারের কাছে তাদের প্রয়োজনের জন্য রেখে এসেছি। বাকি চার দিরহাম দিয়ে এ পোশাকটি কিনেছি।" মহানবী হেসে বললেন : "হে আবস্-এর পিতা, তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নিঃসন্দেহে গরিব। তবে যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা যদি আর কিছুদিন নিজেদের নিরাপদ রেখে চলতে পারো তাহলে তোমরা প্রচুর খাদ্যের অধিকারী হবে এবং তোমাদের পরিবারের জন্যও যথেষ্ট খাদ্য রেখে আসতে পারবে। তোমাদের যথেষ্ট অর্থ ও দাস-দাসী হবে; কিন্তু তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।"১

যাত্রাপথে দুই শিবিরের মাঝে এক স্থানে মহানবী তাঁর সৈন্যদলকে থামিয়ে আসলাম গোত্রের ইবনুল আকওয়াকে ডেকে পাঠালেন। মহানবী জানতেন যে, তার গলার স্বর মিষ্ট। তিনি আসলে মহানবী বললেন : "অবতরণ করো এবং তুমি যে উটের সঙ্গীত গাও তার মধ্য থেকে আমাদের একটা গান শোনাও।" একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার সময় বেদুইনরা উটে চড়ে গান গাইতো। পুরানো সুরে তারা কবিতা আবৃত্তি করতো – এ সুর ছিলো একঘেয়েমি, অন্যের অনুকরণ ও অতি সাধারণ। করুণ সুরের স্বরপ্রবাহে ইবনুল আকওয়া এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যা মহানবী তাদেরকে পরিখা খনন করার সময় শিখিয়েছিলেন :

"আল্লাহ, শুধুমাত্র তোমার জন্যই
আমরা কখনই পরিচালিত হই নাই,
কখনও আমরা ভিক্ষা দেই নাই
তোমার জন্য প্রার্থনাও করি নাই।"

এভাবেই তিনি গান শুরু করলেন। তাঁর গান গাওয়া শেষ হলে মহানবী তাঁকে বললেন : "আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।" এ কথায় উমর আপত্তি জানিয়ে বললেন : "হে আল্লাহর নবী, ওটা আপনি অনিবার্য করে দিলেন। আপনি কি আমাদের জন্য তাঁর গান অধিক দিন শোনার

১. ওয়াকিদী, ৬৩৬।

www.bjilibrary.com

সুযোগ করে দেবেন!" সবাই এ কথা জানতো উমর কি বলতে চেয়েছেন অর্থাৎ মহানবী তাঁর শহীদ হওয়ার কথার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন। অভিজ্ঞতা থেকে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মহানবী যখন কারও জন্য রহমত কামনা করেন তখন সম্ভবত সে আর অধিক দিন জীবিত থাকে না।

আড়াই দিন চলার পর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে তাদের মাত্র আর একটা সন্ধ্যার যাত্রা বাকি ছিলো। খায়বর ও তাদের মিত্র ঘাতাফানদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তাদের এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ প্রয়োজন ছিলো। এই উদ্দেশ্যে মহানবী একজন পথ-নির্দেশককে ডাকলেন এবং রাতের মধ্যেই তাঁরা দেওয়ালের বাইরে একটা উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে উপনীত হলেন। এ সময়টা ছিলো খুবই অন্ধকারপূর্ণ, কারণ অর্ধবৃত্ত চাঁদ ইতিমধ্যে ডুবে গিয়েছিলো। তাঁরা এমন সময় নিঃশব্দে এগিয়ে আসেন যে, নগরের কেউ তখন ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি বা গৃহপালিত পশু-পাখি কোনো রকম সতর্কতামূলক শব্দ করেনি। কেবলমাত্র মোরগের ডাকেই ভোরের নীরবতা ভঙ্গ হলো। মুসলিম শিবিরে ভোরের আজান আস্তে করে দেওয়া হলো এবং নামাজ পড়ার পর তাঁরা সামনের দিকে 'হিযাযের বাগানের' দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখলেন। সূর্যের আলো ক্রমশ উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে তাঁরা শাখাহীন বৃক্ষের বাগান ও গম ক্ষেত্রের ওপর দুর্গ দেখতে পেলেন। সূর্য ওঠার পর ভূমি শ্রমিকরা যখন তাদের কোদাল, কুড়াল ও ঝুড়ি নিয়ে বাইরে এলো তখন তারা তাদের সামনে নীরব এক সৈন্যবাহিনীকে দেখে অবাক হলো। "মুহাম্মদ ও তাঁর লোকজন" – এ কথা চিৎকার করে বলে তারা পেছনের দিকে তাদের আস্তানায় ফিরে গেলো। মহানবী বললেন : "খারিবাত খায়বর (অর্থাৎ খায়বর-এর পতন হয়েছে)।" মহানবী এরপর ভাব গাম্ভীর্যতার সাথে একটি নাজিলকৃত সূরা পাঠ করে এর পরাজয় নিশ্চিত করলেন – ঐ সূরায় বলা হয়েছে আল্লাহর শাস্তির কথা। "অতঃপর যখন তাদের আঙিনায় আযাব নাজিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।"১ কিন্তু তিনি 'আযাব নাজিল হবে' কথাটার পরিবর্তে বললেন, 'আমরা অবতরণ করলাম'।

ইহুদীরা অতি দ্রুত একটা সমর-সভা আহ্বান করলো। তাদের একজন প্রধানের সতর্কবাণী সত্ত্বেও তারা তাদের নিজেদের প্রাচীরের মধ্যে থেকে যুদ্ধ

১. কুরআন, ৩৭ : ১৭৭।

www.bjilibrary.com

চালাবার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা মন্তব্য করলো যে, ইয়াছরিবের দুর্গ ও তাদের নিজেদের পর্বত-সদৃশ দুর্গের মধ্যে কোনো তুলনা হয় না। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত তাদের বড় রকমের দুর্বলতার প্রকাশ – এর অর্থ তাদের মধ্যে ঐক্য নেই। ঐশী বাণীতে ইয়াছরিবের ইহুদীদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তা খায়বর-এর ইহুদীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিলো। "তারা সংঘবদ্ধভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। আপনি তাদের ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন।"১ এটা তাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে, আকস্মিকভাবে তারা এখন সৈন্যদলের মুখোমুখি হয়েছে। এই সৈন্যদলটি ক্ষুদ্র হলেও তারা নাজিলকৃত প্রত্যাদেশে যেভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঠিক সেভাবেই তাদের মাঝে ঢুকে পড়েছে। "আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো প্রাচীর।"২ এ সৈন্যদলের লোকগুলো এমন যাদের মন প্রতিশ্রুতিমূলক এবং এই কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে : "সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।"৩

মহানবী প্রথম যেদিন নিকটবর্তী দুর্গে আঘাত করলেন সেদিন অন্যান্য দুর্গের সৈন্যরা একযোগে বেরিয়ে এসে অবরোধকারীদের আক্রমণ না করে নিজেদের দুর্গের অভ্যন্তরে থেকে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করার কাজে ব্যস্ত থাকলো। এর ফলে উভয় দলের মধ্যে সংখ্যায় যে তারতম্য ছিলো তা অনেকটা কমে গেলো। কিন্তু তারা মুসলমান বাহিনীকে বিদেশের মাটিতে একটি যুদ্ধের বদলে একাধিক ও দীর্ঘ যুদ্ধের সম্মুখীন করে তুললো। সমগ্র আরবে খায়বর-এর লোকেরা দক্ষ লক্ষ্যভেদী বলে পরিচিত ছিলো অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তীর ছুড়তে তারা ছিলো কুশলী। এ যুদ্ধের আগে মুসলমানরা কখনও ঢাল ব্যবহারের ব্যাপারে এতটা অভিজ্ঞতা লাভ করেনি এবং এ ব্যাপারে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণও ছিলো না। ফলে আক্রমণ শুরুর পরপরই মুসলমান মহিলাদেরকে তীরের আঘাতজনিত ক্ষতের চিকিৎসায় তৎপর হতে দেখা গেল। মহানবীর স্ত্রীগণের মধ্যে পরপর দু'বার দায়িত্ব পড়লো উম্মে সালামার ওপর। যুদ্ধের সময় আহতদের চিকিৎসা ও পানি সরবরাহের দায়িত্বে যে সব মহিলা ছিলেন তাদের অনেকের মধ্যে ছিলেন

---

১. কুরআন, ৫৯ : ১৪।
২. কুরআন, ৬১ : ৪।
৩. কুরআন, ২ : ২৪৯।

www.bjilibrary.com

মহানবীর চাচী সাফিয়া, উম্মে আইমান, নূসাইবা এবং আনাস-এর মাতা উম্মে সুলায়ম।

কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও কোনো কিছু অর্জিত হলো না। ষষ্ঠ রাতে উমর ছিলেন পাহারা দেওয়ার দায়িত্বে। ঐ রাতে মুসলমান শিবিরে একজন গুপ্তচরকে আটক করা হয়। সে নিজের জীবন রক্ষার বিনিময়ে বিভিন্ন দুর্গ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করে। কয়েকটি দুর্গ সহজে জয় করা সম্ভব বলে সে জানায়। সে আরও জানায় যে, তাদের এমন একটা দুর্গ আক্রমণ করা উচিত যার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক এবং যে দুর্গে অনেক অস্ত্র একটা প্রশস্ত সেলে রক্ষিত আছে। এখানে রয়েছে যুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য এক ধরনের ইঞ্জিন যা অন্য দুর্গের বিরুদ্ধে পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ইয়াছরিবের মতো খায়বরেও গৃহযুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকে। পরদিন ঐ দুর্গটি দখল করা হলো এবং অন্য দুর্গে আঘাত হানার জন্য ঐ দুর্গ থেকে যুদ্ধে ব্যবহারের মেশিন বের করে আনা হলো। এসব মেশিনের মধ্যে ছিল এমন একটা মেশিন যা দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করা যায়। এসব মেশিনের সাহায্যে লোককে দুর্ভেদ্য ছাদের নিচে দেওয়ালের পাশে নিয়ে যাওয়া যায় যাতে তারা নিজেরাই বেরোবার জন্য দেওয়াল ভেঙ্গে পথ বানাতে পারে। বিশেষ করে এই মেশিনগুলোর কারণেই ছোট ছোট দুর্গের পতন ঘটলো একের পর এক। মুসলমানরা প্রথম প্রবল বাধার সম্মুখীন হলো দুর্ভেদ্য দুর্গ না'ইম-এ। এখানে সৈন্যরা একযোগে বেরিয়ে আসে এবং মুসলমানদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। মহানবী বললেন : "আগামীকাল আমি এমন একজন যোগ্য লোককে নিয়োজিত করবো যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর নবী ভালোবাসেন। তাঁর হাত দিয়েই আল্লাহ আমাদের বিজয় দেবেন; যুদ্ধে যারা পশ্চাদপসরণ করে তিনি তাদের মতো নন।"

পূর্বের অভিযানগুলোতে মহানবী সাধারণ মানের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট পতাকা ব্যবহার করতেন। কিন্তু খায়বর-এ আসার সময় মহানবী একটা বড় পতাকা নিয়ে আসেন। এই পতাকাটি তৈরি করা হয় আয়েশার পোশাকের কাপড় দিয়ে। তাঁরা এই পতাকার নামকরণ করেন 'ঈগল' বলে। এখন ঐ পতাকাটি তিনি তুলে দিলেন আলীর হাতে। মহানবী আলী ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের জন্য দোওয়া করলেন – আল্লাহ যেন তাঁদের বিজয়ী করেন। প্রবল এক যুদ্ধের একদিন পর আলী তাঁর লোকজন নিয়ে চূড়ান্ত স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেন। এ যুদ্ধে জুবায়ের এবং লাল পাগড়িওয়ালা আবু দুজানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানরা দুর্গের দরজার

www.bjilibrary.com

কর্তৃত্ব লাভ করে। এ দুর্গ থেকে গোপন পথে অনেকে অন্য দুর্গে পালিয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট সবাই আত্মসমর্পণ করে।

সমগ্র খায়বর-এ একটা প্রশ্ন প্রায়ই উচ্চারিত হতে থাকে – 'বনি ঘাতাফানরা কোথায়?' কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা অবশ্য চার হাজার সৈন্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলো। একদিন পথ চলার পর তারা রাতে একটা অদ্ভুত কথা শুনতে পায়। এ কথা আকাশ থেকে না মাটি থেকে ভেসে আসছে তা তারা বুঝতে পারে নাই। এ কথাটা পর পর তিনবার উচ্চারিত হয় – "তোমাদের জনগণ! তোমাদের জনগণ! তোমাদের জনগণ!।" এর ফলে লোকেরা মনে করে যে তাদের পরিবারের লোকেরা বিপদে পড়েছে। ফলে তারা যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই তাড়াতাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু তারা ফিরে গিয়ে দেখে সব কিছু ঠিকমতো আছে। ফিরে যাওয়ার পর তারা দ্বিতীয় বার যাত্রা করতে আর রাজি হলো না। এর কারণ সম্ভবত একটা ছিলো। অনেকে মনে করে যে, তারা এখন গেলে অনেক দেরিতে পৌঁছাবে এবং শত্রুদের পরাজয়ের জন্য যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ পাবে না।

খায়বর-এর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি 'জুবায়ের-এর দুর্গ' নামে পরিচিত ছিলো। এই দুর্গের উঁচু চূড়া ছিলো পাথরের এবং চূড়া থেকে দরজা পর্যন্ত সিঁড়ি ছিলো। এই দুর্গের চারপাশে ছিলো উঁচু পাহাড়। অন্যান্য দুর্গ থেকে যে সব যোদ্ধা পালিয়ে এসেছিলো তাদের প্রায় সবাই এই দুর্গের সৈন্যদলের সাথে এসে যোগ দেয়। চারদিক থেকে দেওয়াল ঘেরা স্থানে তাদের অবস্থান ছিলো দৃঢ়। মহানবী তিন দিন ধরে এ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এরপর অন্য এক দুর্গ থেকে একজন ইহুদী তাঁর কাছে এসে তার জীবন, সম্পত্তি ও পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার শর্তে একটি গোপন কথা বলতে চাইলো। সে মহানবীকে বললো যে, তাদের একটা গোপন সম্পদ আছে যা তাদের প্রায় অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারে মহানবী তার প্রস্তাবে সম্মত হলে ঐ ইহুদী তাঁকে একটি স্থান দেখিয়ে দিলো। ঐ স্থানের মাটি খনন করে সে মাটির নিচ দিয়ে প্রবাহিত পানির ধারা বন্ধ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার কথা বললো। এই পানির ধারা প্রবাহিত হয় দুর্গের পাথরের নিচ দিয়ে। দুর্গের অভ্যন্তরের সিঁড়ি পথ দিয়ে তারা এই পানির ধারার কাছে আসতে পারে। পানির এই ধারা কখনও শেষ না হওয়ার জন্য তারা পানি সংগ্রহ করে রাখার ব্যবস্থা করে না। পানির এই প্রবাহ বিচ্ছিন্ন করার পর তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে শীঘ্রই বাইরে বেরিয়ে আসে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভয়ানক এক যুদ্ধের পর তারা সবাই পরাজিত হয়।

www.bjilibrary.com

সর্বশেষ দৃঢ় ঘাঁটি কামুস থেকেও প্রতিরোধ আসে। এই ঘাঁটিটি ছিলো কিনানাহ পরিবারের। নাদির গোত্রের মধ্যে কিনানাহ পরিবার ছিলো সবচেয়ে বেশি ধনী ও শক্তিশালী। এদের মধ্যে অনেকে দীর্ঘদিন ধরে খায়বর-এ বসবাস করতো। কিনানাহ সহ কয়েকটি পরিবার ইয়াছরিব থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর সম্প্রতি এখানে বসবাস শুরু করে। এরাই ঘাতাফান গোত্রের সাহায্যের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা না আসায় তাদের হতাশা চরম আকার ধারণ করে। তদুপরি, কামুস-এ এসে আশ্রয়গ্রহণকারী পলাতকদের কাছ থেকে পরাজয়ের সংবাদ শুনে তারা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। এতদসত্ত্বেও তারা চৌদ্দ দিন ধরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় রাখে। অবশেষে কিনানাহ মহানবীর সাথে সন্ধি করার প্রস্তাব পাঠায় এবং এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতঃপর এই গোত্রপ্রধান তার পরিবার-পরিজনসহ দুর্গের বাইরে আসে এবং উভয় পক্ষ এই মর্মে সম্মত হয় যে, দুর্গে অবস্থানরত সৈন্যদের কাউকে বা তাদের পরিবারের কাউকে হত্যা বা বন্দি করা যাবে না। তবে শর্ত হলো এই যে, তারা খায়বর ত্যাগ করবে এবং ইহুদীদের সব সম্পত্তি বিজেতাদের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। মহানবী এই সাথে আরও একটা ধারা জুড়ে দেন। এই ধারাটি হলো এই যে, কেউ যদি তার সম্পত্তির হিসাব গোপন রাখার চেষ্টা করে তাহলে তার জীবন রক্ষা ও তাকে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি যাওয়ার ইচ্ছার ব্যাপারে মহানবীর দায়িত্ব বাতিল হয়ে যাবে। কিনানাহ ও অন্যরা এতে সম্মত হয়। অতঃপর মহানবী সন্ধির সাক্ষী হিসেবে থাকার জন্য আবু বকর, উমর, আলী, জুবায়ের এবং ইহুদীদের মধ্য থেকে দশ জনকে ডাকেন।

কিন্তু অনতিবিলম্বে মুসলমান ও ইহুদীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অনেক সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। মদীনা থেকে যে সব মূল্যবান সম্পদ নাদির গোত্রের লোকেরা তাদের সাথে এনেছিলো এবং যে সব সম্পদ তারা মদীনার রাস্তায় অবলীলাক্রমে প্রদর্শন করেছিলো সে সব সম্পদ কোথায়? মহানবী এ ব্যাপারে কিনানাহ-কে প্রশ্ন করেন। উত্তরে সে জানায় যে, খায়বর-এ আসার পর অস্ত্র, বর্ম ও দুর্গ নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য সে সব সম্পদ বিক্রি করা হয়। ইহুদীরা বুঝতে পারে যে কিনানাহ মিথ্যা কথা বলছে। তাদের মধ্যে অনেকে উপলব্ধি করে যে, তারা মহানবীর সামনে উপস্থিত আছে এবং এ কারণে তাদের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কিনানাহ-কে অনুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। মহানবীকে প্রতারণা করা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। কিনানাহ-র কল্যাণ কামনা

www.bjilibrary.com

করে, এমন একজন লোক তার কাছে গিয়ে কোনো কিছু গোপন না করার অনুরোধ জানায়। কারণ সে কিছু গোপন করলে মহানবীকে কেউ না কেউ তা অবশ্যই জানাবে। কিনানাহ তাকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে তিরস্কার করে। কিন্তু একদিনেরও কম সময়ের মধ্যে ঐ সম্পদ উদঘাটিত হয়। সম্পদ গোপন করার কাজে সহায়তাকারী কিনানাহ-র এক চাচাত ভাইসহ কিনানাহকে হত্যা করা হয় এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বন্দি করা হয়।

কামুস-এর পতনের পর অন্য দুটো বাকী দুর্গ একই শর্তে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর খায়বর-এর ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মহানবীর কাছে একটা প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। তারা প্রস্তাব করে যে, যেহেতু তারা তাদের জমি-জমা ও ফলের বাগান দেখাশোনা করার কাজে দক্ষ সেহেতু তাদেরকে তাদের বাড়িতে থাকার অনুমতি দেওয়া তাঁর উচিত। তারা তাঁকে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক প্রতি বছর প্রদান করবে। মহানবী এতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি ঐ চুক্তিতে এটাও সংযুক্ত করলেন, ভবিষ্যতে তিনি যদি সিদ্ধান্ত নেন যে তাদেরকে নির্বাসন দেওয়া হবে তাহলে তাদেরকে যেতে হবে। এ সময় একটা গুজব রটে যে, মুসলমান বাহিনী ফদক-এ তাদের আক্রমণ পরিব্যাপ্ত করবে। খায়বর-এর উত্তর-পূর্ব দিকে ক্ষুদ্র অথচ সম্পদশালী ফদক-এর ইহুদীরা একই শর্তে মহানবীর কাছে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায়। এভাবে ফদক মহানবীর সম্পদে পরিণত হয়। অন্যান্য অনেক সম্পদের মতো এ সম্পদও অস্ত্রের জোরে অর্জিত হয় নাই।

সন্ধির সব শর্তে সম্মত হওয়ার পর বিজয়ী বাহিনী যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলো তখন সাল্লাম ইবন্ মিশকাম-এর বিধবা পত্নী একটা মেষশাবক উত্তাপে ঝলসিয়ে রান্না করে এবং এর প্রতিটি অংশে মারাত্মক বিষ মিশিয়ে দেয়। মহানবী ঘাড়ের গোশত বেশি পছন্দ করেন, এ কথা সে বিভিন্ন সূত্র থেকে জেনে নেয়। এ কারণে সে ঘাড়ের গোশতে বেশি করে ঐ মারাত্মক বিষ মেশায়। এরপর সে ঐ ঝলসানো মেষশাবক মুসলমান শিবিরে নিয়ে আসে এবং তা মহানবীর সামনে পেশ করে। মহানবী তাকে ধন্যবাদ জানান এবং উপস্থিত সাহাবিগণকে তাঁর সাথে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

এ সময় মহানবীর পাশে বসেছিলেন খাযরাজ গোত্রের বারার পুত্র বিসর। তিনি দ্বিতীয় আকাবায় ইয়াছরিবের মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মক্কার দিকে মুখ ফিরিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নামাজ পড়েন। মহানবী এক টুকরা গোশত মুখে নেওয়ার সময় বিসরও এক টুকরা গোশত মুখে নিয়ে গিলে ফেলেন। কিন্তু মহানবী ঐ গোশতের টুকরা মুখ

www.bjilibrary.com

থেকে ফেলে দিয়ে অন্যদেরকে বলেন : 'তোমাদের হাত চালনা বন্ধ করো! এই ঘাড় (মেষশাবকের) আমাকে বলছে যে এতে বিষ আছে।' তিনি ঐ মহিলাকে ডেকে পাঠান এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে ঐ গোশতে বিষ মিশিয়েছে কিনা। মহিলা জিজ্ঞাসা করলো : 'কে এ কথা বলেছে?' মহানবী বললেন : 'ঘাড় (মেষশাবকের) নিজেই এ কথা আমাকে বলেছে। তুমি এ কাজ করলে কেন?' মহিলাটি বললো : 'তাহলে আপনি দেখছি জেনে গেছেন। আপনি আমার লোকদের কি করেছেন। আপনি আমার পিতা, আমার চাচা এবং আমার স্বামীকে হত্যা করেছেন। সেজন্য আমি মনে মনে বলি : আপনি যদি সম্রাট হন তাহলে আপনাকে ত্যাগ করাই উত্তম; আপনি যদি নবী হন তাহলে বিষ সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন।' বিসর-এর মুখমণ্ডল বিষের ক্রিয়ায় ইতিমধ্যে বিবর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি কিছুক্ষণ পরে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু মহানবী ঐ মহিলাকে ক্ষমা করে দেন।১

মুসলমানদের হাতে পিতা হারিয়েছে, স্বামী হারিয়েছে এ ধরনের মহিলাদের মধ্যে ঐ মহিলাই একা ছিলো না। সম্পদ লুকানোর কারণে কিনানাহ-র পরিবারের সদস্যদের বন্দি করা হয়। এর মধ্যে কিনানাহ-র স্ত্রী সাফিয়া ছিলেন। সাফিয়ার পিতার নাম হুয়াই এবং সে মহানবীর সাথে বনি কুরাইজাদের সন্ধি ভঙ্গ করার জন্য কুরাইজাদের উৎসাহিত করে। খন্দক যুদ্ধের পর কুরাইজাদের সাথে তাকেও হত্যা করা হয়। সাফিয়ার বয়স তখন ছিলো সতের বছর। মহানবী মদীনা থেকে যুদ্ধের জন্য যাত্রার এক বা দুই মাস পূর্বে কিনানাহ-র সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের বিয়ে সুখের হয় নাই। পিতা ও স্বামীর মতো সাফিয়া ছিলেন না; তিনি ছিলেন গভীরভাবে ধর্মপরায়ণা। আগে থেকেই তিনি তাদের লোকদের কাছে মহানবীর সম্পর্কে বিভিন্ন কথা শুনেছেন এবং তিনি শীঘ্র আসবেন বলে শুনেছেন। তাঁর কল্পনায় এ সব কথা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তারপর তিনি তাদের বলতে শুনেছেন মক্কায় একজন আরববাসীর কথা, কুরাইশ গোত্রের একজন লোকের কথা যিনি নবী বলে দাবি করেন। তারপর তাঁর কুবায় আসার কথাও তিনি শোনেন। এসব কথা সাত বছর আগের, যখন তিনি ছিলেন দশ বছরের বালিকা মাত্র। তাঁর এ কথা স্পষ্টভাবে স্মরণ আছে, ঐ লোকটি প্রতারক কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর পিতা ও চাচা কুবায় যাত্রা করে। তাঁর এ কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে মনে আছে যে, তাঁর পিতা ও চাচা গভীর রাতে বাড়িতে ফিরে আসে অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে। তারা যা বলে তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে,

---

১. বুখারী, ৫১/২৮।

www.bjilibrary.com

অনেকে এই আগন্তুককে প্রতিশ্রুত নবী হিসেবে মেনে নিলেও তাঁর পিতা ও চাচা তাদের বিরোধিতা করার উদ্যোগ নেয়। এসব দেখেশুনে ছোট সাফিয়া হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।১

বিয়ের পর এবং মহানবীর খায়বর সীমান্তে আসার কিছুদিন পূর্বে সাফিয়া একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন আকাশে এক উজ্জ্বল চাঁদ ঝুলছে এবং ঐ চাঁদের নিচে রয়েছে মদীনা শহর। ঐ চাঁদ তখন খায়বর-এর দিকে চলতে শুরু করে এবং খায়বর-এ এসে ঐ চাঁদ তাঁর কোলের ওপর পতিত হয়। ঘুম থেকে জেগে ওঠে তিনি কিনানাহকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন। কিন্তু এতে কিনানাহ তাঁর মুখে একটা ঘুষি মেরে বলে : 'এর অর্থ এই যে তুমি হিযাযের সম্রাটকে পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছো।' মহানবীর কাছে যখন তাঁকে বন্দি হিসেবে আনা হয়, তাঁর মুখে তখন সেই ঘুষির দাগ দেখা যাচ্ছিলো। মহানবী তাকে এই দাগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্বপ্নের কথা তাঁকে খুলে বলেন। কলব্ গোত্রের দিয়াহ্২ খায়বর-এ যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ হিসেবে সাফিয়াকে চান এবং মহানবী তাতে সম্মত হন। বদর যুদ্ধের কিছুদিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সাফিয়ার স্বপ্নের কথা শুনে মহানবী দিয়াহকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে সাফিয়ার পরিবর্তে তাঁর চাচাত বোনকে নেওয়ার কথা বলেন। অতঃপর মহানবী সাফিয়াকে বলেন যে, তিনি তাঁকে মুক্ত করে দিতে রাজি আছেন। সাফিয়া ইচ্ছা করলে ইহুদী হিসেবে থেকে তাঁর লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারেন অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারেন। সাফিয়া বলেন : 'আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীকে পছন্দ করি।' মদীনায় ফেরার পথে প্রথম বিশ্রাম স্থলেই মহানবীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

ঐ অভিযান তখনও শেষ হয় নাই। যে পথে তাঁরা খায়বর-এ আসেন সে পথে না গিয়ে মহানবী সামান্য পশ্চিম দিকে ঘুরে যান এবং ওয়াদি-ই-কুরার ইহুদীদের দুর্গ অবরোধ করেন। খায়বর-এর ইহুদীদের সাথে তাদের মৈত্রী ছিলো। তিন দিন অবরোধে থাকার পর তারা একই শর্তে মহানবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

উত্তর দিকে যাত্রার সময় তাদের জন্য আসলাম গোত্রের ইবনুল আকওয়া গান শুনিয়েছিলেন। খায়বর-এ দুর্গ আক্রমণ করার সময় তিনি

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৩৫৪-৫।

২. তিনি ছিলেন খুবই সুন্দর। তাঁর সম্পর্কে মহানবী বলেন ঃ 'জিবরাইলের মতো প্রায় দেখতে আমি দিয়াহ-আল-কালবীর মতো আর কাউকে দেখি নাই।' ইবন্ ইসহাক, ৪/১৮৮।

www.bjilibrary.com

নিহত হন। তাঁর নিজের তরবারি যে কোনো ভাবেই হোক তাঁর নিজের দেহের ওপর পড়ে এর ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে মারা যান। এতে একজন সাহায্যকারী মন্তব্য করেন যে, তাঁকে শহীদ আখ্যায়িত করা ঠিক হবে না। এ কথা শুনে মহানবী বলেন : 'এ কথা যে বলেছে সে মিথ্যা বলেছে। একজন সাঁতারু পানিতে যেভাবে সাঁতার কেটে চলে যায় তেমনি সে স্বাধীনভাবে বেহেশতের বাগানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে।'১ ওয়াদি-ই-কুরায় শহীদ হওয়ার বিষয়ে অপর একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মহানবীর কৃষ্ণকায় ভৃত্য কারকারাহ্ এখানে উটের ওপর থেকে জিন নামাবার সময় একটা তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মহানবী বলেন : 'সে দোজখে তার আবরণের নিচে এমনকি এখনও জ্বলছে – এ আবরণটি সে খায়বর-এ চুরি করে এবং এ আবরণই এখন পরিণত হয়েছে অগ্নিশিখায়।'২

মহানবী সব সময় সবাইকে সতর্ক করে দিতেন যে, তাঁর সাথে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাসের সুযোগ নিঃসন্দেহে গভীর দায়িত্ব এনে দেয়। আল্লাহ ন্যায়বান। খারাপ সময়ে বসবাসকারী লোকদের পক্ষে খারাপ কিছু প্রতিহত করা কষ্টকর। সে কারণে মহানবীর সময়ে বসবাসকারী লোকদের দায়িত্ব অনেক বেশি এবং আল্লাহ সেই মোতাবেক সব কিছু বিচার করবেন। তিনি বলেন : 'তোমরা এমন এক যুগে বসবাস করছো যখন কেউ আইনের দশ ভাগের এক ভাগ বাদ দিলেও ধ্বংস হয়ে যাবে। আবার এক সময় এমন এক যুগ আসবে যখন কেউ দশ ভাগের এক ভাগ আইন মানলেও নিরাপদ থাকবে।'৩

---

১. ওয়াকিদী, ৬৬২।
২. ইবন্ ইসহাক, ৭৬৫।
৩. তিরমিজী, ৩১/৭৯।

www.bjilibrary.com

‘আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?’

সাত সপ্তাহ অনুপস্থিতির পর বিজয়ী বাহিনী যখন মদীনায় পৌঁছায় তখন তারা লক্ষ্য করে যে, জাফর ও তার সাথীরা সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত আছে। আবিসিনিয়া যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিলো সাতাশ। এখন তাঁর বয়স চল্লিশ। মহানবীকে তিনি তেরো বছর ধরে দেখেন নাই। অবশ্য তাদের মধ্যে সব সময় যোগাযোগ ছিলো। মহানবী তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কপালে চুম্বন দিলেন। তারপর তিনি বললেন : “আমি বুঝতে পারছি না দু'টোর মধ্যে কোনটার জন্য আমার আনন্দ বেশি – জাফরের আগমন না খায়বর বিজয়।” জাফরের সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী আসমা এবং তিন ছেলে আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ এবং আউন। তাঁর এই তিন সন্তান আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করে।

তাঁর সাথে আসেন উম্মে হাবীবা – তাঁর জন্য ইতিমধ্যে কামরা তৈরি করা হয়। এ সময় উম্মে হাবীবার বয়স হয়েছিলো প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। একমাত্র আয়েশা ছাড়া মহানবীর অন্যান্য স্ত্রীগণের সাথে মক্কায় তাঁর পরিচয় ছিলো। তদুপরি তিনি ছিলেন জয়নাবের ননদিনী। আবিসিনিয়ায় প্রথম দিকে সওদা ও উম্মে সালামা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর। তাঁর আগমন ছিলো প্রত্যাশিত। মহানবীর স্ত্রীগণের মধ্যে সাফিয়া ছিলেন আয়েশার প্রায় সমবয়সী – এমনকি হাফসার চেয়েও তিনি ছিলেন আয়েশার বয়সের কাছাকাছি। হাফসার বয়স ছিলো বাইশ। কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর দেখা গেলো, কম বয়স্ক এই দুই স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি রয়েছে। অপরদিকে হাফসাও নববধূকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেন। পরবর্তীকালে আয়েশা বলেন : “আমরা ছিলাম দুই দলে – একদিকে আমি, হাফসা, সাফিয়া ও সওদা এবং অন্যদিকে ছিলেন উম্মে সালামা ও অন্যান্য স্ত্রীগণ।”

আয়েশার বয়স এ সময় ছিলো ষোল বছর। বয়স কিছুটা হলেও অন্যের চেয়ে বেশি ছিলো না। তাঁর অনুভূতি যে স্পষ্ট ছিলো তা তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেত এবং কথায়ও তিনি ছিলেন স্পষ্ট। একবার মহানবী তাঁকে বলেন : “হে আয়েশা, তুমি যখন আমার ওপর রেগে যাও বা যখন তুমি খুশি

www.bjilibrary.com

হও তখন তা আমার কাছে গোপন থাকে না।" আয়েশা বলেন : "আপনি আমার পিতা-মাতার চেয়েও প্রিয়, আপনি তা কি করে জানেন।" মহানবী বলেন : "তুমি যখন শপথ করে কথা বলো তখন মুহাম্মদের প্রভুর নামে করো না; আবার যখন তুমি রাগান্বিত হও তখন তুমি ইবরাহীমের প্রভুর নামে তা করো না।"১

ঐশী বাণীতে মহানবী সম্পর্কে বলা হয়েছে – তাঁর প্রকৃতি নিশ্চয়ই বিশাল বিস্তৃতির মতো। তাঁর মধ্যে রয়েছে যেন সমগ্র বিশ্ব, যার তুলনা কেবল বহির্বিশ্বের মতো এবং অনেক ক্ষেত্রে তা আশ্চর্যজনকভাবে এর সাথে এককভাবে মিশে আছে। আয়েশা প্রায়ই লক্ষ্য করেন যে, অনেক দূরে বজ্রধ্বনি হলেও তাঁর মুখমণ্ডলের রং পাল্টে যায়; প্রবল ধূলিঝড়ের শব্দও তাঁকে বিচলিত করে। অন্তত একবার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বৃষ্টির সময় তিনি মাথা, ঘাড় ও বুক খুলে উন্মুক্ত স্থানে যান এবং বেহেশতের দান সরাসরি তাঁর চামড়ার ওপর লাগিয়ে বিশ্বের আনন্দের অংশীদার হন।

অন্যান্য লোকের সাথে মহানবীর পার্থক্য সম্পর্কে আয়েশা জানতেন। তিনি আরও জানতেন যে, তাঁর কাছে ভালোবাসার মতো ঈর্ষাও শুধু এই জীবনের জন্য। বেহেশত সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐশী বাণীতে একাধিকবার বলা হয়েছে – "তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিলো, আমি তা দূর করে দেবো।"২ একদিন আয়েশা মহানবীকে বলেন : "হে আল্লাহর নবী, বেহেশতে আপনার স্ত্রী কে কে?" মহানবী বলেন : "তাদের মধ্যে হবে তোমরাই।" এ কথা আয়েশা আজীবন মনে রাখেন। মহানবী আর একবার তাঁকে যে কথা বলেন, তাও তিনি মনে রাখেন। তিনি বলেন : "জিবরাইল এখানে আছেন এবং তিনি তোমাকে শান্তির সুসংবাদ দিচ্ছেন।" আয়েশা উত্তর দেন : "তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর দয়া ও আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।"৩

পরবর্তীকালে আয়েশা বলেন : "আমি খাদীজার ব্যাপারে যতটা সতর্ক ছিলাম তেমনিভাবে মহানবীর অন্য কোনো স্ত্রীর প্রতি ছিলাম না। কারণ মহানবী প্রায় সব সময় তাঁর কথা উল্লেখ করতেন এবং আল্লাহ তাঁকে খাদীজাকে এ সংবাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন যে, বেহেশতে আল্লাহ তাঁর জন্য মূল্যবান পাথরের একটা সুবৃহৎ বাসগৃহ তৈরি করেছেন। মহানবী যখন

---

১. ইবন্ সা'দ, ৮/৪৭।
২. কুরআন, ৭ : ৪৩ ; ১৫ : ৪৭।
৩. ইবন্ সা'দ, ৮/৫৫।

www.bjilibrary.com

কোনো ভেড়া জবাই করতেন তখন তিনি এর একটা বিরাট অংশ খাদীজার অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। অনেক সময় আমি তাঁকে বলেছি; বিশ্বে খাদীজা ছাড়া যেন আর কোনো মহিলা ছিলো না।"১

আয়েশার ধারণা ও প্রতিক্রিয়া ছিলো অত্যন্ত তাৎক্ষণিক। খায়বর বিজয়ের পরে অথবা সম্ভবত এর সামান্য কিছুদিন আগে আবু'ল আস এর মাতা হালাহ, তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ জয়নাব এবং ছেলের মেয়ে উমামাকে দেখার জন্য মদীনায় বেড়াতে আসেন। মহানবী একদিন যখন আয়েশার কামরায় ছিলেন তখন হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো। একজন মহিলার কণ্ঠস্বরও শোনা গেলো – তিনি কামরার ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করছেন। মহানবীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো এবং তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। আয়েশা তাৎক্ষণিকভাবে এর কারণ উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, হালাহর কণ্ঠস্বরের মধ্যে তিনি তাঁর বোন খাদীজার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। মহানবী পরে এ কথা স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন যে, ঘরে প্রবেশের অনুমতির জন্য হালাহ্‌র কথার ধরনও তাঁর মৃত স্ত্রীর (খাদীজার) মতো।২

বিভিন্ন সময়ে মহানবীর একাধিক সাহাবি তাঁকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন : "হে আল্লাহর নবী, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?" এ ধরনের প্রশ্নে তিনি সব সময় একই উত্তর দেন নাই। তাঁর ভালোবাসা যে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত এ কথা তিনি বলেছেন। তিনি তাঁর একাধিক কন্যা ও তাঁদের সন্তানদের কথা, আলী, আবু বকর, জায়দ ও উসামার কথা বলেছেন। মাঝে মাঝে তিনি আয়েশার কথাও বলেছেন। কিন্তু কখনও তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর কথা বলেননি। এ কারণে মদীনায় এটা প্রায় একটা রীতিতে পরিণত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি মহানবীর কাছে কোনো ব্যাপারে অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে চায় এবং ঐ আবেদনের প্রেক্ষিতে কুরআন নির্ধারিত পন্থায় তাঁকে কোনো উপঢৌকন দিতে চায় তাহলে সে আয়েশার কামরায় মহানবীর উপস্থিতির দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। তাদের ধারণা, ঐ সময় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের আবেদন মঞ্জুর হয়ে যাবে। মহানবী বলেন : "আমাকে আয়েশার ব্যাপারে কথা বলো না। কারণ আয়েশা ছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীর কামরায় থাকার সময় আমার কাছে ঐশী বাণী আসে না।"৩

---

১. বুখারী, ৬৩/২০।
২. বুখারী, ৬৩/২০।
৩. বুখারী, ৫১/৮।

www.bjilibrary.com

একবার মহানবী এক কামরায় এসে দেখেন সেখানে তাঁর স্ত্রীগণ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা জমায়েত হয়েছে। মহানবীর হাতে ছিলো তাঁকে সবেমাত্র দেওয়া অনিক্স-এর একটি হার। হারটি হাতে করে তিনি তাদেরকে বলেন : "আমি এই হারটি তাঁকেই দেবো যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।" মহানবী সবাইকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে উৎকণ্ঠায় রাখলেন। তারপর তিনি তাঁর নাতনি (মেয়ের মেয়ে) শিশু উমামাকে তাঁর কাছে ডাকলেন এবং হারটি তার গলায় পরিয়ে দিলেন।

আলী ও ফাতিমার ছেলেদেরও তিনি কম ভালোবাসতেন না। তিনি বলতেন : "আমার গৃহের লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হলো হাসান ও হোসায়েন।" উসামাকেও তিনি প্রপৌত্র হিসেবে বিবেচনা করতেন। একাধিকবার তিনি এক হাতে উসামা ও অন্য হাতে হাসানকে ধরে প্রার্থনা করেন : "হে আল্লাহ, আমি এদেরকে ভালোবাসি। তুমিও এদেরকে ভালোবাসো!"১

১. ইবন্ সা'দ, ৪/১, ৪৩।

www.bjilibrary.com

খায়বর-এর পর

খায়বর অভিযানের পর মোট ছয়টি ক্ষুদ্র অভিযান পরিচালিত হয়। এর মধ্যে দুটো অভিযান হয় যথাক্রমে উমর এবং আবু বকরের নেতৃত্বে। এ দুটো অভিযান পরিচালিত হয় হাওয়াজিন গোত্রের শত্রুভাবাপন্ন উপ-গোত্রের বিরুদ্ধে। ইয়েমেন যাওয়ার পথে ছিলো এদের এলাকা এবং তারা ঐ পথটি বন্ধ করে রাখে। অপর অভিযানগুলো পরিচালিত হয় পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলে ঘাতাফান উপ-গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে। এর মধ্যে আবার দুটো অভিযান পরিচালিত হয় বনি মুররাহ-র বিরুদ্ধে – এদের সীমান্ত ছিলো ফদক মরুদ্যান পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ফদক এখন মহানবীর অধীন। মহানবীর প্রজা হিসেবে ফদক-এর ইহুদীদের প্রয়োজন ছিলো বেদুইনদের থেকে নিরাপত্তার। কিন্তু এই বেদুইনদের শক্তি সম্পর্কে মদীনায় অবমূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রথমে মাত্র ত্রিশ জন লোককে পাঠানো হয়। এ ত্রিশ জনের প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়। মহানবী তৎক্ষণাৎ দু'শ' জনের একটা বাহিনী দ্বিতীয়বার সেখানে প্রেরণ করেন। এ সময় শত্রুরা বহু জীবনহানির পর পালিয়ে যায়। উট ও ভেড়াসহ বহু লোককে বন্দি করা হয়। সতের বছর বয়স্ক উসামাকে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি পরিখার পশ্চাতে অবস্থানরত সৈন্য বাহিনীর সাথে ছিলেন। কিন্তু এবারই তিনি সত্যিকারভাবে অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় একজন বেদুইন তাঁর বয়সের কারণে তাঁকে তাচ্ছিল্য করে। অবশ্য এ জন্য তাকে খুব শীঘ্রই দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। ঘাড় নিচু করে নিজের তেজোস্বিতা প্রদর্শনের পর উসামা তাকে ধরার জন্য উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং মরুভূমির অনেক দূর পর্যন্ত তার পিছে পিছে ছোটেন। যুদ্ধের আগে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো সবাইকে এক সাথে থাকার। কিন্তু সে নির্দেশ তিনি উপেক্ষা করেন। অবশেষে তিনি ঐ লোকটিকে ধরে ফেলেন এবং তাকে আহত করেন। বেদুইন লোকটি চিৎকার করে বলে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু – আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ইসলামের সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও উসামা তাকে মারণাঘাত হানেন।

www.bjilibrary.com

এ অভিযানের কমান্ডার ছিলেন গালিব ইবন্ আবদুল্লাহ।১ যুদ্ধ শেষে তিনি প্রথমেই চিন্তা করেন, "উসামা কোথায়?" তিনি এবং সেনাবাহিনীর সবাই জানতেন জায়দের এই ছেলের প্রতি মহানবীর কতটা ভালোবাসা। এ কারণে বিজয়ের পরও শিবিরের সবাই ছিলো চিন্তিত। সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পর উসামা শিবিরে ফিরে আসেন। গালিব তাঁকে ভীষণভাবে তিরস্কার করেন। উসামা বললেন : "যে লোকটি আমাকে অবজ্ঞা করেছিলো, আমি তার পেছনে ধাওয়া করেছিলাম। আমি যখন তাকে ধরে আঘাত করি তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে।' গালিব বললেন : "এরপরও তুমি তোমার তরবারি খাপে ঢুকাওনি?" উসামা বললেন : "না, তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদনের পূর্ব পর্যন্ত আমি তরবারি খাপে ঢুকাইনি।" এ কথার পর শিবিরের সবাই তাঁর নিন্দায় উচ্চকিত হলে তিনি লজ্জায় ভেঙ্গে পড়েন এবং দু'হাত দিয়ে তাঁর মাথা ধরেন। মদীনায় ফেরার পথে তিনি কোনো খাদ্য খেতে পারেন নাই। প্রবীণ লোকেরা এমন একটা ওহীর কথা জানতেন যেখানে একটা বা দু'টো ঘটনার কথা বলা হয়েছে। ঐ ঘটনা হলো – একজন মুসলমান একজন অবিশ্বাসীকে প্রায় হত্যা করতে যাচ্ছিলো যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। যুদ্ধলব্ধ বর্ম ও অস্ত্র – যা তার নিজের বলে সে চিন্তা করেছিলো – তা হারানোর চিন্তায় হতাশ হয়ে বিজয়ী লোকটি বলেছিলো 'তুমি একজন বিশ্বাসী নও' এবং অতঃপর তাকে হত্যা করেছিলো। উসামার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধলব্ধ মাল নয় – সম্মান। কিন্তু আদর্শ ছিলো একই। ঐশী বাণীতে বলা হয়েছে – "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করো, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করো, বস্তুত আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনই ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন যাচাই করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্মের খবর রাখেন।"২

মদীনায় পৌঁছার পর পরই উসামা মহানবীর কাছে যান। মহানবী তাঁকে আদরের সাথে আলিঙ্গন করে বলেন : "তোমার অভিযান সম্পর্কে আমাকে বলো।" মদীনা থেকে অভিযানে যাত্রা করার পর থেকে যা ঘটেছে তার সব কিছুই উসামা মহানবীকে বলেন। ঐ লোকটিকে হত্যা করার কথা বলার

১. বনি লেয়াথ, কিনানাহ্ গোত্রের উপ-গোত্র।
২. কুরআন, ৪ : ৯৪।

www.bjilibrary.com

সময় মহানবী বললেন : "হে উসামা, লোকটি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করলে?" উসামা উত্তর দিলেন : "হে আল্লাহর নবী, ঐ লোকটি হত্যা থেকে এড়াবার জন্য ঐ কথা বলেছিলো।" মহানবী বললেন : "সে কি সত্য না মিথ্যা বলেছিলো তা দেখার জন্য তুমি কি তার বুক উন্মুক্ত করেছিলে।" এ কথার জবাবে উসামা বললেন : "কোনো লোক 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে আমি আর কখনই তাকে হত্যা করবো না।" পরবর্তী সময়ে উসামা বলেন : "আমার মনে হয় ঐ দিনই আমি ইসলামে দাখিল হলাম।"১ মহানবী এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, ধর্মে যোগদানের পর তার পূর্বের সকল অপরাধের পাপ মুছে যায়।

খায়বর থেকে ফিরে আসার পর মহানবী নিজে মদীনায় নয় মাস অবস্থান করেন। ছোট ছোট অভিযান, উত্তরাঞ্চলের সাথে সন্ধি ও দক্ষিণাঞ্চলে বিজয় ছাড়া এ নয় মাসে মোটামুটি শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিলো। তবে হিযাযের বাগান থেকে অর্জিত সম্পদ নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়।

একদিন সকালে মহানবীর গৃহে উমর আসেন। তিনি ঘরে ঢোকার পূর্বে মহিলাদের উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনতে পান। মহানবীর উপস্থিতিতে এমন জোরে কথা বলা শোভনীয় নয় বলে তাঁর মনে হয়। ঐ মহিলারা ছিলেন কুরাইশ অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন স্বদেশত্যাগী। এতে তাঁর মনে হয় যে, মদীনার মহিলাদের কাছ থেকে তাঁরা খারাপ আচরণ শিখছেন। কারণ যুগের পর যুগ থেকে মদীনার মহিলাগণ মক্কার মহিলাদের চেয়ে কম সংযমী এবং বেশি জেদি। মহানবী কোনো অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না এ কথা তাঁরা জানতেন। যুদ্ধলব্ধ মালের পঞ্চম অংশ হিসেবে মহানবী যা পান তা থেকে তাঁরা বিভিন্ন রকম পোশাক দেওয়ার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছিলেন। কামরার মধ্যে একটা পর্দা ঝুলানো ছিলো। উমর যখন কামরার মধ্যে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন তাঁর কথা শুনে সবাই একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যান এবং মহিলারা সবাই পর্দার আড়ালে গিয়ে লুকান। উমর কামরার মধ্যে ঢুকে মহানবীকে চুপচাপ হাসতে দেখেন। উমর বলেন : "হে আল্লাহর নবী, আল্লাহ আপনার জীবনকে হাসিতে পূর্ণ করে দিন।" মহানবী বলেন : "আশ্চর্যজনক ঘটনা, এই মহিলারা এখনও আমার সাথে এখানে আছে। অথচ আপনার কথা শুনে তারা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে গেলো!" উমর বললেন : "এটা বরং আপনার অধিকার যে লোকে আপনার সামনে ভয়মিশ্রিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে – এ অধিকার আমার নয়।" তারপর তিনি

১. ওয়াকিদী, ৭২৫।

www.bjilibrary.com

মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন : "তোমরা তোমাদের নিজেদেরই শত্রু। তোমরা আমাকে ভয় করো অথচ আল্লাহর নবীকে ভয় করো না।" তাঁরা বললেন : "কথাটা ঠিক তাই, কারণ আপনার চেয়ে আল্লাহর নবী কোমল।" মহানবী বললেন : "হে খাত্তাবের পুত্র, একথা অবশ্য সত্য। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, শয়তানও যদি দেখে যে আপনি কোনো পথ দিয়ে যাচ্ছেন তাহলে সে আপনার পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ দিয়ে যাওয়া পছন্দ করবে।"১

নতুনভাবে পাওয়া সম্পদের কারণে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় এবং এতে উৎসাহিত হয়ে উম্মে আইমান মহানবীর কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। তিনি বহুদিন ধরে একটা উটের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং তাঁর আশা তিনি যেন বলতে পারেন, 'এটা আমার উট'। তিনি মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁকে একটা বাহন দেওয়ার অনুরোধ করেন। মহানবী তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : "আমি তোমাকে একটা উটের বাচ্চার উপর আরোহন করাবো।" মহানবী একটা বাছুরের কথা বলছেন মনে করে উম্মে আইমান বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন : "বাছুরে আমার প্রয়োজন মিটবে না, আমি এটা চাই না।" মহানবী বললেন : "আমি তোমাকে উটের বাছুরের ওপর ছাড়া চড়াবো না।"২ মহানবীর মুখে মৃদু হাসি দেখা না দেওয়া পর্যন্ত এ রকম বাক-বিতণ্ডা চলতে থাকে এবং উম্মে আইমান অবশেষে বুঝতে পারেন যে, মহানবী তাঁকে উত্যক্ত করছেন। কারণ প্রতিটি উটই অন্য একটা উটের বাছুর।

অন্য আর একদিন উমর মহানবীকে খুব ভালো মেজাজে দেখলেন না। তিনি ছিলেন হাতের ওপর মাথা রেখে এবং তাঁর মাথা ছিলো চিবুকের সাথে লাগানো। মহানবী বলেন : "হে উমর, তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমার কি নেই।" খায়বর যাওয়ার পথে তিনি বলেন যে, প্রতিশ্রুত বিজয় মদীনার সম্পদ বৃদ্ধি করবে। তিনি বলেন : "এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে না।" নিজের পরিবার ও অন্যদের সম্পর্কে তিনি একথা বলেন। ঐ সময় পর্যন্ত মহানবী ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ চরম মিতব্যয়িতার মধ্যে বসবাস করতেন। আয়েশা বলেন যে, খায়বর-এর পূর্বে খেজুর ছাড়া আর কোনো খাবার দ্বারা পূর্ণ পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় কিনা তা তিনি জানতেন না। নবীর পরিবারে ক্রমাগত বাড়তি সদস্যদের জন্য ছিলো এমনই দারিদ্রতা। এ কারণে মহানবীর স্ত্রীগণ শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসই তাঁর

১. বুখারী, ৬২/৬।
২. ইবন্ সা'দ, ৮/১৬৩।

www.bjilibrary.com

কাছে চাইতেন – তাও সব সময় চাইতেন না। যে সব জিনিস বিতরণ করা যেত তা তিনি দিয়ে দিতেন অথবা বিক্রি করে দিতেন এবং বিক্রিত অর্থ দাতব্য কাজে ব্যয় করতেন। কিন্তু এখন মহানবী তাঁর স্ত্রীগণকে উপহার দিতে পারেন। অপরদিকে তাঁরাও বেশি কিছু চাইতে ইতস্তত করেন না। ফলে নানা সমস্যা দেখা দেয়। কারণ এক জনকে যা দেওয়া হয় তা সবাইকে দেওয়াই হলো নিরপেক্ষতা।

একই সাথে মহানবীর অন্য কোনো ব্যাপারে প্রশ্রয় দানের ক্ষেত্রেও তাঁরা সুযোগ নিতে শুরু করেন। কোনো এক ব্যাপারে উমর তাঁর স্ত্রীকে তিরস্কার করেন এবং তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তার জবাব দেন। উমর এর প্রতিবাদ করলে তাঁর স্ত্রী বলেন যে, মহানবীর স্ত্রীগণ মহানবীর কথারও জবাব দেন। সুতরাং তিনি কেন তা করতে পারবেন না। তিনি আরও বলেন যে, তাঁদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ তাদের কন্যা) সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোনো রকম অপ্রতিভ না হয়ে কথা বলেন। এ কথায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উমর হাফসার কাছে যান। হাফসা এ কথা অস্বীকার না করে বলেন যে, তাঁর মা সত্য কথাই বলেছে। উমর বলেন : "তোমরা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, তোমরা মহানবীকে রাগান্বিত করলে আল্লাহ তাঁর ক্রোধ দিয়ে তোমাদের ধ্বংস করবেন না?"১ অতঃপর উমর তাঁর চাচাত বোন উম্মে সালামার কাছে গিয়ে বলেন : "এ কথা কি সত্য যে, তোমরা মহানবীর কাছে তোমাদের মনের কথা বলো এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করেই তাঁর কথার জবাব দাও?" উম্মে সালামা বলেন : "মোট কথা এটা আশ্চর্যজনক বিষয়। আল্লাহর নবী ও তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে আপনি আর কি কাউকে ডেকে আনতে চান? আল্লাহর কসম, হ্যাঁ, আমরা মহানবীর সাথে মন খুলে কথা বলি। তিনি যদি আমাদের কোনো কিছু করতে বাধ্য করেন সেটা তাঁর ব্যাপার। তিনি যদি নিষেধ করেন তাহলে আপনার কাছে আমরা যতটা অনুগত, তার চেয়ে বেশি তিনি আমাদের অনুগত দেখতে পাবেন।"২ উমর অনুভব করেন যে, তিনি অনেক কথা বলেছেন এবং তাকে নিন্দা করার বিষয়টিও যথার্থ।

অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনার আংশিক এক কারণে সমস্যার সমাধান তুলনামূলকভাবে আকস্মিকভাবে ঘটে যায়। ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মুকাওয়কিস-এর কাছে লেখা মুহাম্মদের পত্রের জবাব পাওয়া যায় ছলনাপূর্ণ ভাষায়। কিন্তু পত্রের জবাবের সাথে মিশরের শাসনকর্তা মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান। এর মধ্যে ছিলো এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা, সুন্দর কাপড়

১. ইবন্ সা'দ, ৮/১৩১।
২. ইবন্ সা'দ, ৮/১৩১।

www.bjilibrary.com

দিয়ে তৈরি কুড়িটি লম্বা ঢিলা বহির্বাস, একটি খচ্চর, একটা মাদী গাধা এবং রাজকীয় উপঢৌকন দু'জন কপটিক খ্রীষ্টান ক্রীতদাসী। একজন বয়স্ক খোজা এ দু'জন ক্রীতদাসীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসে। এ দুই ক্রীতদাসী ছিলেন একে অপরের বোন –একজনের নাম মারিয়া এবং অপরজনের নাম শিরিন। হাসান ইবন্ সাবিতকে মহানবী শিরিনকে দেন এবং মারিয়াকে তিনি রাখেন একটা নিকটবর্তী গৃহে। মসজিদের পাশে কামরা তৈরি হওয়ার পূর্বে সাফিয়া ঐ গৃহে থাকতেন। এ সময় মহানবীর একটা সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সূরা অবতীর্ণ হয় তা আততাহ্‌রীম১ নামে পরিচিত। এই সূরায় বলা হয়, "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য তা নিজের জন্য হারাম করছেন কেন?" অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ শপথ থেকে তাঁকে মুক্ত করে বলা হয়েছে : "তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা করো, তবে ভালো কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ, জিবরাইল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।" পরবর্তী আয়াতে মহানবীর সব স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে : "যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাজি, তওবাকারিনী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।"

পবিত্র ইতিহাস থেকে দু'জন মন্দ মহিলা এবং দু'জন বিশুদ্ধ চরিত্র মহিলার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সূরা শেষ করা হয়, "আল্লাহতা'য়ালা কাফেরদের জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিলো আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহতা'য়ালার কবল থেকে রক্ষা করতে পারলো না এবং তাদেরকে বলা হলো – জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। আল্লাহতা'য়ালা মুমিনদের জন্য ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বললো, হে আমার পালনকর্তা। আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিলো। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন

১. কুরআন, ৬৬।

www.bjilibrary.com

ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিলো। সে ছিলো বিনয় প্রকাশকারিণীদের একজন।"

মহানবী তাঁর স্ত্রীগণের কাছে এই আয়াত পাঠ করার পর এই আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন এবং ছাদ দেওয়া একটা বারান্দায় চলে যান। স্ত্রীগণের জন্য কামরা ছাড়া ঐ গৃহে এই একটি মাত্র কামরা ছিলো। সারা মদীনায় খবর রটে যায় যে, মহানবী তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। ঐ রাতেই এ সংবাদ উমরের কানে আসে। প্রত্যুষে উমর আগের মতোই মসজিদে যান। কিন্তু নামাজ শেষে উমর মহানবীকে কিছু বলার আগেই তিনি তাঁর নির্ধারিত বারান্দায় চলে যান। উমর হাফসার কাছে গিয়ে তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। উমর বলেন : "কাঁদছো কেন?" কিন্তু তাঁকে জবাব দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই আবার বলেন : "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে এমন কিছু ঘটবে? আল্লাহর নবী কি তোমাকে তালাক দিয়েছেন?" হাফসা বলেন : "আমি জানি না। তিনি একাকী ঐ বারান্দায় আছেন।" ঐ বারান্দার প্রবেশ পথ ছিলো মসজিদের দিক থেকে। সে কারণে উমর আবার মসজিদের দিকে ফিরে গেলেন। মসজিদের যে স্থানে দাঁড়িয়ে খোতবা দেওয়া হয় তার চারপাশে কিছু লোক বসে ছিলো; তাদের অনেকের চোখে ছিলো পানি। উমর তাদের সাথে কিছুক্ষণ বসে কাটান। অতঃপর নিজের অনুভূতিকে দমন করতে না পেরে তিনি ঐ বারান্দার দরজার কাছে যান। এখানে আবিসিনিয়ার একটা কৃষ্ণকায় ছেলে দাঁড়িয়ে ছিলো। উমর ছেলেটিকে বলেন : "ভিতরে গিয়ে বলো উমর আসার অনুমতি চায়।" ছেলেটি ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো : "আমি আপনার কথা তাঁর কাছে বলেছি, কিন্তু তিনি কোনো কথা বলেননি।" উমর প্রথমে যেখানে বসে ছিলেন সেখানেই আবার ফিরে আসেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বারান্দার কাছে গিয়ে ঐ ছেলেটিকে ভিতরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসার কথা বলেন। ঐ ছেলেটি ভিতরে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে বলে যে তিনি কোনো উত্তর দেন নাই। তৃতীয় বারও একই ঘটনা ঘটে। উমর যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন ঐ ছেলেটি তাঁকে ডেকে বলে যে, মহানবী তাঁকে ভিতরে যাওয়ার কথা বলেছেন। উমর ভিতরে গিয়ে দেখেন, একটা নল-খাগড়ার বিছানায় তিনি হেলান দিয়ে আছেন। তাঁর পিঠে যে স্থানটি খালি ছিলো সেখানে স্পষ্টভাবে ঐ বিছানার দাগ দেখা যাচ্ছিলো। তালগাছের আঁশ ভর্তি চামড়ার একটা কুশন তাঁর পাশে ছিলো এবং তিনি এর ওপর হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিলো নিম্নমুখী এবং উমর ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেও তিনি তাঁর দিকে ফিরে তাকান নাই। উমর বলেন :

www.bjilibrary.com

"হে আল্লাহর নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে কি তালাক দিয়েছেন?" মহানবী তাঁর দৃষ্টি তুলে উমরের দিকে তাকান এবং বলেন : "না, আমি তালাক দিই নাই।" উমর চিৎকার করে বলে ওঠেন : "আল্লাহু আকবর।" তাঁর এই কথা আশেপাশের বাড়ি থেকেও শোনা যায়। উম্মে সালামা পরবর্তীকালে বলেন : "আমি ক্রন্দন করছিলাম এবং কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে, 'আল্লাহর নবী কি তোমাকে তালাক দিয়েছে?' আমি বলি, 'খোদার কসম, আমি জানি না।' মহানবীর কাছে উমর না আসা পর্যন্ত এমন চলতে থাকে। আমরা তাঁর (উমরের) প্রশংসাসূচক ধ্বনি শুনেছি – আমরা সবাই ছিলাম আমাদের কামরায় – আমরা জানতে পারি যে, উমরের জিজ্ঞাসার উত্তরে মহানবী 'না' বলেছেন।" সবার মনে অবশ্য একটা প্রশ্ন ছিলো। তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, উমর বিশেষভাবে তাঁর কন্যার ব্যাপারে চিন্তান্বিত ছিলেন।

উমর বলেন : "আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আল্লাহর নবীর অনুভূতির কথা অনুধাবন করে আমি বলি, আমরা কুরাইশ পুরুষরা আমাদের স্ত্রীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায় আসি তখন এমন এক জনগণের কাছে আসি যাদের ওপর কর্তৃত্ব করেন তাদের স্ত্রী।" তিনি মহানবীর মুখে মৃদু হাসি দেখতে পান। অতঃপর তিনি হাফসাকে যে আগে সতর্ক করেছেন সে কথাও বলেন। মহানবী আবারও মৃদু হাসেন। এরপর উমর বসেন। কামরার আসবাব দেখে তিনি হতাশ হন – মেঝের ওপর একটা মাদুর, তিনটে চামড়ার কুশন এবং আর কিছুই না। তিনি প্রস্তাব করেন যে, আরও কিছু বিলাসিতার অনুমতি মহানবীর দেওয়া উচিত। তুলনামূলকভাবে তিনি গ্রীক ও পার্সিয়ানদের কথা বলেন। কিন্তু মহানবী তাঁর কথা থামিয়ে দিয়ে বলেন : "হে খাত্তাবের পুত্র, তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে যে, তাদের পার্থিব জীবনে উত্তম বস্তু ক্রমেই তাদেরকে হঠকারী করে তুলেছে?"

এ সময়টা ছিলো নতুন চাঁদ ওঠার সময়। মহানবী তাঁর স্ত্রীগণকে জানিয়ে দেন যে, ঐ সময়টা অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁদের কাউকে দেখতে চান না। চাঁদ যখন একেবারে ক্ষীণকায় হয়ে আসে তিনি তখন প্রথম আয়েশার কামরায় যান। তাঁকে দেখে আয়েশা আনন্দিত হন। কিন্তু তাঁর বিস্ময় তখনও কাটে নাই। তিনি বলেন : "ঊনত্রিশ রাত আজ।" মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি কিভাবে জানলে?" আয়েশা উত্তর দিলেন : "আমি প্রতি রাত গণনা করতাম – কেমনভাবে যে তা আমি গণনা করতাম!" মহানবী বললেন : "কিন্তু এ মাসটাতো ঊনত্রিশ দিনের।"

www.bjilibrary.com

আয়েশা ভুলে গিয়েছিলেন যে, চান্দ্র মাস কখনও কখনও ত্রিশ দিনের বদলে ঊনত্রিশ দিনে হয়। মহানবী তখন তাঁকে আর একটা প্রাপ্ত ওহীর কথা বলেন। ঐ ওহীতে তাঁর (আয়েশার) সামনে দুটো সম্ভাবনার মধ্যে একটা পছন্দ করার কথা বলা হয় এবং এ বিষয়টা আয়েশার কাছে উপস্থাপনের জন্য মহানবীকে বলা হয়। মহানবী বলেন, এ ব্যাপারে তিনি আবু বকরকে তাঁর কন্যাকে উপদেশ দিয়ে তাঁকে (মুহাম্মদকে) সাহায্য করার কথা বলেছেন। আয়েশা বলেন : "না, আমার ব্যাপারে কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। হে আল্লাহর নবী, বিষয়টা কি তা আপনি আমাকে বলুন।" মহানবী বললেন : "আল্লাহ তোমার সামনে এটা পছন্দ করতে বলেছেন।" অতঃপর তিনি অবতীর্ণ ওহী পাঠ করলেন, "হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকাল কামনা করো, তবে তোমাদের মধ্যে সৎ কর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"১ আয়েশা বললেন : "নিশ্চয় আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীকে এবং পরবর্তী জীবনের শান্তিকে ইচ্ছা করি।" মহানবীর সব ক'জন স্ত্রীই একই কথা বলেন।

---

১. কুরআন, ৩৩ : ২৮-২৯।

www.bjilibrary.com

উমরা হজ্জ এবং এর ফলাফল

হুদাইবিয়া সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর প্রায় এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। কুরাইশদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী এখন মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সময় এসেছে। ঐ প্রতিজ্ঞায় এ রকম কথা ছিলো যে, মহানবী ও তাঁর সঙ্গীগণ পবিত্র কা'বা গৃহ সংলগ্ন স্থানে উমরা হজ্জ পালনের জন্য নিরাপদে আসতে পারবেন। সর্বমোট ছিলো প্রায় দু'হাজার হজ্জযাত্রী – এর মধ্যে গত বছর যারা হজ্জ যাত্রার জন্য আসে তারাও ছিলো। অবশ্য যারা ইন্তেকাল করেছেন বা যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তারা ছাড়া। হজ্জযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন দাউস১ গোত্রের আবু হুরাইরা। হুদাইবিয়া সন্ধির সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন না। খায়বর অভিযানের সময় তিনি ও তাঁর সাথীগণ মদীনায় আসেন এবং সহায়-সম্বলহীন হওয়ার জন্য তিনি আসহাব-আস-সুফফাদের সাথে যোগ দেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর পরিবর্তিত নাম হয় আবদুর রহমান। কিন্তু তিনি পরিচিত হন আবু হুরাইরা নামে। আক্ষরিকভাবে আবু হুরাইরার অর্থ হলো 'বিড়াল ছানার পিতা'। মহানবীর মতো তিনিও বিড়ালকে ভালোবাসতেন এবং খেলা করার জন্য তাঁর কাছে সব সময় একটা বিড়াল ছানা থাকতো। তিনি শীঘ্রই মহানবীর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং এ সময় তাঁর তত্ত্বাবধানে কিছু কোরবানির উট রাখা হয়। কুরাইশরা যখন জানতে পারে যে, হজ্জযাত্রীরা পবিত্র নগরীর সীমান্তে এসে উপনীত হয়েছে তখন তারা মক্কা নগরীর সব নিচু স্থান ত্যাগ করে আশেপাশের পাহাড়ের শীর্ষে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। আবু কুবায়স পর্বত শীর্ষে গিয়ে কুরাইশ নেতারা একত্রিত হয় – সেখান থেকে কা'বা গৃহ দেখতে পাওয়া যায়। ঐ স্থান থেকে তারা শহরের চারপাশের অবস্থাও দেখতে পায়। তারা হজ্জযাত্রীদের লম্বা লাইন আসতে দেখলো উত্তর-পশ্চিম দিকের পথ দিয়ে – এই পথটি এসে মিশেছে শহরের নিচে একটা উপত্যকায়। প্রথমে তারা শুনতে পেলো একটা অস্পষ্ট ধ্বনি এবং পরে এই ধ্বনি স্পষ্ট হলে তারা বুঝতে পারলো

---

১. 'আউস ও খাযরাজ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

হজ্জযাত্রীদের উচ্চারিত অনেক পুরাতন কথা – লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক – আমি এখানে হে আল্লাহ, আপনার সেবায়।

মুণ্ডিত মাথা ও সাদা পোশাক পরিহিত দীর্ঘ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন মহানবী। তিনি আরোহণ করে ছিলেন কাসওয়া উটে। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ছিলেন পদব্রজে, তাঁর হাতে ছিলো উটের লাগাম। অন্যদের মধ্যে কেউ ছিলেন উটের পিঠে, কেউ ছিলেন পদব্রজে। নিকটবর্তী পথ দিয়ে তাঁরা কা'বা গৃহে এসে হাজির হচ্ছিলেন। প্রত্যেকটি লোক তাদের কাপড়ের উপরের অংশ আচ্ছাদন হিসেবে পরিধান করেন। কিন্তু মসজিদে প্রবেশের মুখে মহানবী তাঁর কাপড়ের উপরের অংশ সুবিন্যস্ত করেন – ডান বাহুর নিচ দিয়ে পেচিয়ে কাপড়ের দুই প্রান্ত বাম কাঁধের ওপর রাখেন, যেন তা পেছন ও সামনের দিকে ঝুলে থাকে এবং ডান কাঁধ উন্মুক্ত থাকে। অন্যরাও মহানবীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। উটের পিঠে চড়েই তিনি কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় যান এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা কালো পাথর স্পর্শ করেন। তারপর তিনি কা'বা গৃহে সাত বার প্রদক্ষিণ করেন। এরপর তিনি চলে যান ছোট পর্বত সাফার পাদদেশে এবং সাত বার সাফা ও মারওয়া পর্বতে আসা যাওয়া করেন এবং মারওয়া পর্বতে গিয়ে থামেন। এখানে অনেক কোরবানির উট আনা হয়। সেখানে তিনি একটা উট কোরবানি করেন – এ উটের মাথার চামড়া ছড়ান খিরাশ। হুদাইবিয়াতেও তিনি তাঁর নিজের পশুর মাথার চামড়া ছড়ান। উমরা হজ্জের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হয়।

পবিত্র গৃহে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তিনি মসজিদে ফিরে আসেন। পবিত্র গৃহে তখনও মূর্তিগুলো এলোমেলো অবস্থায় ছিলো। পবিত্র গৃহের দরজা ছিলো বন্ধ এবং এর চাবি ছিলো আবদ্ আদ-দর গোষ্ঠীর একজন সদস্যের কাছে। মহানবী তাকে ডেকে আনার জন্য একজন লোককে পাঠান। কিন্তু কুরাইশ প্রধানরা জানায় যে, এটা তাদের চুক্তিতে নেই। কা'বা গৃহে প্রবেশ করা হজ্জের অংশ নয়। ফলে সে বছর কোনো মুসলমানই কা'বা গৃহে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সূর্য যখন মধ্য গগনে এসে স্থির হয় মহানবী তখন বেলালকে কা'বার ছাদে যেতে বলেন এবং আজান দিতে বলেন। তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর মক্কার সমগ্র উপত্যকায় ধ্বনিত হলো এবং তা পাহাড়ের ওপর থেকেও শোনা গেলো। প্রথমে ধ্বনিত হলো আল্লাহর প্রশংসা এবং পরে ইসলামের দুই স্বীকারোক্তি – "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর নবী।" আবু কুরায়স পর্বত থেকে কুরাইশ প্রধানরা বেলালকে চিনতে পারলো। কা'বা

www.bjilibrary.com

গৃহের ছাদে একজন কৃষ্ণকায় দাসকে দেখে তারা রেগে ফেটে পড়লো। তারা একথা ভালো করেই অনুভব করলো যে, এটা ছিলো শত্রুদের বিজয়, যার প্রতিক্রিয়া হতে পারে অবর্ণনীয়। তারা চুক্তি সম্পাদন করার জন্য গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করলো। অথচ এক বছর আগে এই চুক্তি তাদের অনুকূলে ছিলো বলে মনে করা হয়।

খালি করা শহরে হজ্জযাত্রীরা তিন দিন অবস্থান করেন। মহানবীর তাঁবু খাটানো হয়েছিল মসজিদে। রাতের বেলা মক্কার অনেক মুসলমান, যাদের মুসলমান হওয়া গোপন ছিলো, পর্বত থেকে নেমে এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হতেন এবং এটা ছিলো তাদের জন্য একটা আনন্দের মুহূর্ত। আব্বাসের ইসলাম গ্রহণকে কুরাইশরা মেনে নিয়েছিলো। ঐ তিন দিনের প্রায় সব সময় তিনি প্রকাশ্যে মহানবীর সাথে কাটান। এ সময় তিনি তাঁর স্ত্রীর বোন বিধবা মায়মূনাকে মহানবীর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং মহানবী ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মায়মূনা এবং উম্মে ফজল ছিলেন সহোদরা বোন। আব্বাসের পরিবারে তাঁদের সাথে তাঁদের সৎ বোন সালমা এবং তাঁর মেয়ে উমারা থাকতেন। সালমা ছিলেন হামজার বিধবা পত্নী। আলী প্রস্তাব করেন যে, তাদের চাচাত বোন হামজার কন্যাকে মূর্তিপূজকদের মাঝে রেখে যাওয়া ঠিক নয়। এতে মহানবী ও আব্বাস সম্মত হন। এ সময় ফাতিমা ছিলেন হজ্জযাত্রী। ফাতিমার হাওদায় উমারাকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

তিন দিন শেষ হওয়ার সময় সুহায়েল এবং হুয়াইতিব আবু কুরায়স পর্বত থেকে নেমে মহানবীর কাছে যায়। মহানবী তখন সা'দ ইবন উবাদা এবং অন্যান্য সাহায্যকারীদের সাথে বসে ছিলেন। তারা মহানবীকে বলেন : "আপনার সময় শেষ; সুতরাং আমাদের ছেড়ে আপনি চলে যান।" মহানবী বললেন : "আমাকে কিছুটা সময় দাও। আমি তোমাদের মধ্যে অবস্থান করে আমার বিয়ে সম্পন্ন করতে চাই এবং তোমাদের জন্য একটা ভোজের আয়োজন করতে চাই। এতে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।" তারা বললো : "আপনার ভোজের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি আমাদের কাছ থেকে চলে যান। খোদার ওয়াস্তে এবং আমাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক আপনার কাছে আমরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, হে মুহাম্মদ, আমাদের দেশ ছেড়ে আপনি চলে যান। এখন তৃতীয় রাতও শেষ হয়ে গেছে।" তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণে সা'দ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু মহানবী তাঁকে থামিয়ে দেন। তিনি বলেন : "হে সা'দ, আমাদের শিবিরে যারা এসেছে তাদের সাথে খারাপ কথা বলো না।" অতঃপর তিনি রাতের আগমনের সাথে সাথে হজ্জযাত্রীদের শহর ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু

www.bjilibrary.com

তিনি তাঁর ভৃত্য আবু রফির জন্য একটা ব্যতিক্রম ঘটান। তিনি আবু রফিকে থাকতে বলেন এবং মায়মূনাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। আবু রফি সেই কাজ করে। পবিত্র অঙ্গনের কয়েক মাইল দূরে শরিফ নামক স্থানে এই বিয়ে সম্পাদিত হয়।

নতুন এই বন্ধন শত্রুদের সাথে অপর এক অদৃষ্টপূর্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে। মায়মূনা ও উম্মে ফজল এবং তাদের সৎ বোন সালমা ও আসমা হলেন একই মায়ের সন্তান। কিন্তু মায়মূনা ও উম্মে ফজল-এর অপর এক সৎ বোন ছিলো তাঁদের পিতার দিক থেকে। এই বোনের নাম হলো আসমা।১ এই আসমা ছিলেন মাখজুম গোত্রের মহান ওয়ালিদের বিধবা পত্নী। এই আসমার ছেলে খালিদ তখন বিবাহ সূত্রে মহানবীর ভাইপো।

মদীনায় ফিরে আসার পর পরই মহানবী একদিন বিকেলে তন্দ্রার মধ্যে ছিলেন এবং কিছুটা উত্তপ্ত আলোচনার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি আলী, জায়দ এবং জাফরের শব্দ বুঝতে পারেন এবং এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা তিন জনেই একে অপরের সাথে একমত হতে পারছে না। এটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁরা যতই যুক্তি তর্ক করছে ততই তাঁরা একমত হওয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে মহানবী তাঁদের কাছে ডাকলেন এবং তাঁদের বিবাদের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন যে, এটা মর্যাদার প্রশ্ন। হামজার কন্যার অভিভাবকত্বের অধিকার কার বেশি এটাই প্রশ্ন। মক্কা থেকে আসার পর হামজার কন্যা আলীর ঘরেই আছে। মহানবী বললেন : "এসো, আমি এর ফয়সালা করে দিচ্ছি।" তাঁরা সবাই এসে বসলে মহানবী প্রথমে আলীর দিকে চেয়ে বলেন যে, তাঁর কি বলার আছে তা বলতে। আলী বলেন : "সে আমার চাচার মেয়ে এবং আমিই তাকে মক্কা থেকে নিয়ে এসেছি। সুতরাং তার ওপর আমার অধিকার সবচেয়ে বেশি।" মহানবী অতঃপর জাফরের দিকে তাকালে তিনি বলেন : "সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার মায়ের বোন আমার ঘরে আছে।" তাঁর স্ত্রী আসমা হলেন উমারার মাতৃ-সম্পর্কীয় চাচী। জায়দ শুধু বললেন : "সে আমার ভাই-এর মেয়ে।" কারণ প্রথমে মদীনা আসার পর জায়দ ও হামজাকে মহানবী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। হামজার বিষয়ে সব কিছুর কর্তৃত্ব জায়দের থাকবে বলে তিনি ঘোষণা দেন। এই তিন জনের প্রত্যেকেরই একটা মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে মহানবী তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পূর্বেই তাঁদের প্রশংসা করলেন।

---

১. ইংরেজিতে একই বানান হলেও আরবি একটির বানান 'আয়েন' ও 'ছোয়াদ' এবং অন্যটির 'আলিফ' এবং 'ছিন' দিয়ে শুরু।

www.bjilibrary.com

অতঃপর তিনি জাফরকে বললেন : "তুমি আমার মতো দেখতে এবং তোমার চরিত্র আমার মতো।"১ সিদ্ধান্ত জাফরের অনুকূলেই যাবে। কিন্তু তাঁদেরকে খুশি অবস্থায় না দেখে তিনি তা ঘোষণা করলেন না। অতঃপর তিনি বললেন: "তার ওপর তোমার অধিকারই বেশি। মায়ের বোন হলো মায়ের মতো।" জাফর কোনো কথাই বললেন না। কিন্তু তিনি দাঁড়ালেন এবং মহানবীর চারদিকে একজন নৃত্যশিল্পীর মতো করে পা দুলিয়ে হাঁটলেন। মহানবী বললেন : "জাফর, এটা কি?" জাফর উত্তর দিলেন : "রাজার সম্মানে আমি আবিসিনিয়দের এ রকম করতে দেখেছি। ইথিওপিয়ার সম্রাট যদি কাউকে আনন্দ করার সুযোগ করে দেয় তাহলে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে তার চারপাশে নৃত্য করে।"

অল্প কিছুদিনের মধ্যে মহানবী উমারার সাথে তার নিজের দত্তক পুত্রের (সালামাহ) বিবাহের ব্যবস্থা করেন। উমারার চাচাত বোন সালামার পিতা হলেন আবু সালামাহ এবং আবু সালামাহ হলেন হামজার বোন বারাহ-র পুত্র। ঐ সময়ে মহানবী বলেন : "এখন আমি সালামাহকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিলাম।" তিনি এ কথা বলতে চান যে, সালামার মাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তার কাছে ঋণী ছিলেন এবং এখন তার পরিবর্তে সালামাকে একটা বধূ দিলেন।

মক্কায় মহানবীর প্রবেশের ঘটনা কুরাইশদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লোকগুলো প্রত্যক্ষ করে। এর মধ্যে দুটো বিশেষ ব্যতিক্রম আছে। খালিদ ও আমর আবু কুবায়স-এ ছিলো না। মক্কার অন্য কোনো পাহাড়েও তারা তাঁবু করে ছিলো না। মহানবীর আগমনের বেশ আগেই তারা শহর থেকে চলে যায়। শহরে ঐ সময় তাদের অনুপস্থিতির সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই নিয়েছিলো এবং তাদের শহরে অনুপস্থিতির কারণও এক রকম ছিলো না। কিন্তু একটা ব্যাপারে তারা ছিলো একমত, আর তা হলো – হুদাইবিয়া চুক্তি ছিলো মহানবীর জন্য এক বিরাট নৈতিক বিজয় এবং তাঁর মক্কা আগমনে প্রমাণ হবে যে তাঁকে আর কখনও বাধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু ইসলামের প্রতি আমরের শত্রুতা কমে নাই। অথচ মনের এই ভাব প্রকাশ পেতো না। মহানবীর বিরুদ্ধে কুরাইশরা যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেখানে খালিদ তার সামরিক দক্ষতার কারণে সব সময় থেকেছে। পরবর্তীকালে খালিদ স্বীকার করে যে, উহুদ এবং খন্দক থেকে সে চলে এসেছিলো এই অনুভূতি নিয়ে যে,

১. ইবন্ সা'দ, ৪/১, ২৪।

www.bjilibrary.com

ঐ যুদ্ধ ছিলো অর্থহীন এবং মহানবী অবশেষে বিজয়ী হবেন। হুদাইবিয়া যাওয়ার পথে মহানবী যখন তার বাহিনীকে বিফল করে দেন তখন খালিদ বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, "এই লোকটি অলঙ্ঘ্যনীয়ভাবে রক্ষিত!" ইসলামের বিরুদ্ধে তার এটাই ছিলো শেষ যুদ্ধ। এরপর আসে খায়বর-এর বিস্ময়কর বিজয়।

অবশ্য ভিন্নধর্মী বিবেচনাও তার ছিলো। মহানবীকে খালিদ ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতো। মৃত্যুর আগে তার ভাই ওয়ালিদ তাকে একটা পত্র লেখেন। ঐ পত্রে সে জানতে পারে যে মহানবী তাকে মাঝে মাঝে কামনা করতো এবং মহানবী বলেন, "সে যদি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তার প্রবল শক্তি ব্যবহার করতো তাহলে তা হতো তার জন্য মঙ্গলময়। আর আমরা তাকে অন্যের চেয়ে প্রাধান্য দিতাম।" এরপর ঐ পত্রে ওয়ালিদ আরও লেখেন, "সুতরাং দেখো আমার ভাই, তুমি কি বস্তু হারাচ্ছো!"

এসব ছাড়াও একটা ঘনিষ্ঠ পারিবারিক প্রভাব তার ওপর পড়ে। খালিদের মা আসমা বহুদিন থেকে মহানবীর প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার চাচী মায়মূনাও সম্প্রতি মহানবীর স্ত্রী হয়েছেন। এই বিয়ের কিছুদিন পর খালিদ একটা স্বপ্ন দেখেন – সে দেখে যে সে এমন একটা দেশে আছে যার চার পাশ বন্ধ এবং তা খুবই অনুর্বর। অতঃপর সে তার আটক অবস্থা থেকে বেরিয়ে এমন একটা দেশে যায় যা সবুজ এবং উর্বর – যেদিকে চোখ যায় শুধু চারণভূমি। সে জানতো যে এটা একটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করে সে মদীনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে যেতে চায় আর একজন সঙ্গীকে নিয়ে। তার মতো চিন্তা করছে এমন কেউ কি আর ছিলো না? আমরকে পাওয়া যাবে না। আমরের পর তার নিকটতম যুদ্ধের বন্ধুদের মধ্যে রয়েছে ইকরামা ও সাফওয়ান। দু'জনকেই সে এ ব্যাপারে আভাষ দিলো। কিন্তু সাফওয়ান মন্তব্য করলো : "কুরাইশদের মধ্যে যদি সবাই মুহাম্মদকে অনুসরণ করে তাহলেও আমি কখনও তাঁকে অনুসরণ করবো না।" ইকরামাও প্রায় একই রকম কথা বললো। খালিদ স্মরণ করলো যে, বদর যুদ্ধে উভয়ের পিতা নিহত হয়েছে এবং ঐ যুদ্ধে সাফওয়ান তার ভাইকেও হারিয়েছে। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে সে একাই যাত্রা করলো। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই সে সামনে পড়লো আবদ্ আদ-দর গোত্রের তালহার পুত্র উসমানের সামনে। কয়েক বছর আগে এই লোকটি উম্মে সালামাকে পাহারা দিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে যায়। উসমান ছিলো খালিদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এমনকি সাফওয়ান বা ইকরামার চেয়েও ঘনিষ্ঠ। অন্য দু'জনের সাথে

www.bjilibrary.com

আলোচনার অভিজ্ঞতায় খালিদ এবার মৌনতা অবলম্বন করে। তার মনে হলো, উহুদ যুদ্ধে উসমান তার পিতা, দুই চাচা ও চার জন ভাইকে হারিয়েছে। তারা একই সাথে কিছুক্ষণ নীরবে পথ চললো। অতঃপর খালিদ আকস্মিকভাবে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলো এবং চারদিক তাকিয়ে সে বললো : "শেয়াল যেমন গর্তে লুকিয়ে থাকে, আমাদের পলায়নও তার চেয়ে উত্তম নয়। গর্তে পানি ঢাললে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে!" খালিদ অনুধাবন করলো যে, সে যা বলতে চেয়েছে উসমান তা বুঝতে পেরেছে। তাই তাকে সে কোথায় যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে তা খুলে বললো। উসমানও ক্রমে এই সিদ্ধান্তে আসছিলো এবং এখন সে তার সঙ্গী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। খালিদ তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হলো আনন্দের সাথে। উসমান বাড়িতে গিয়ে খাদ্য নিলো, কাপড় নিলো। পরদিন সকালে তারা দু'জন মদীনার পথে যাত্রা শুরু করলো।

আমর ছিলো ইসলামের ব্যাপারে সাফওয়ান ও ইকরামার সাথে একমত। কিন্তু অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে তাদের চেয়ে তার ধারণা ছিলো আরও স্পষ্ট। তার নিজ গোষ্ঠী সাহম ও অন্যান্য গোষ্ঠীর যুবক লোকেরা তার পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তারা তাকে নেতা হিসেবে মেনে নেয়। সে তাদেরকে তার সাথে আবিসিনিয়া যাওয়ার কথা বলে। সে তাদের বলে যে, অবশ্যম্ভাবী এবং অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠেয় যুদ্ধে মুহাম্মদ যদি বিজয়ী হয় তাহলে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে থাকবে। আর যদি কুরাইশরা বিজয়ী হয় তাহলে তারা ফিরে আসবে। সে বলে, "মুহাম্মদের অধীন থাকার চেয়ে আমরা বরং ইথিওপিয়ার সম্রাটের অধীন থাকবো।" তার কথায় সবাই সম্মত হলো।

আমর ছিলো ধূর্ত রাজনীতিবিদ এবং অধ্যবসায়ী। সহজে সে হতাশ হতো না। জাফর ও তাঁর সঙ্গীরা যে জোরালো ধারণার সৃষ্টি করেছেন তাকে ম্রিয়মাণ করার কাজে তার পুরোপুরি ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে তার ব্যাপারে ইথিওপিয়ার সম্রাটকে নমনীয় করার জন্য সব সময় প্রয়াস চালায়। মুসলমান উদ্বাস্তুদের কথা উল্লেখ না করে সে সারা বছর ধরে সম্রাটের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এ সময় মুসলমান উদ্বাস্তুরা মদীনায় গিয়েছিলো। আমর মনে করে যে, মুসলমান উদ্বাস্তুদের চলে যাওয়ার সাথে সাথে আবিসিনিয়দের ইসলাম সম্পর্কিত ধারণাও পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমরের এ ধারণা ছিলো ভুল। প্রথম সাক্ষাতেই আমর মূল্যবান চামড়ার উপহার দেয় এবং তা সাদরে গৃহীত হয়। সম্রাটকে খোশ মেজাজে দেখে আমর আসল কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কিন্তু একথা বলার সময় সে মহানবী সম্পর্কে অপমানসূচক কথা বলে। এতে

www.bjilibrary.com

রাজকীয় ক্রোধ আকস্মিকভাবে ফেটে পড়ে। আমর একেবারে অবাক হয়ে যায়। সম্রাটের কথায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার রাজসভায় ভবিষ্যতে সে যদি তার ভাগ্য গড়তে চায় তাহলে তাকে মুহাম্মদের অনুসারী হতে হবে, চামড়াজাত দ্রব্যের উপহার সামগ্রী দিয়ে হবে না। ইসলাম থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিলো এই আশায় যে, সেখানে সে আশ্রয় পাবে। কিন্তু তার সে আশা পূরণ হলো না। সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় তার প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে যেতে শুরু করলো। সে বললো : "হে সম্রাট, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?" অর্থাৎ মুহাম্মদ যে নবী তা বিশ্বাস করেন কিনা। সম্রাট বলেন : "খোদাকে সামনে রেখে আমি তার সাক্ষ্য দিচ্ছি। শোনো আমর, আমি যা বলি তাই করো এবং তাঁকে অনুসরণ করো। খোদার কসম, তিনি সত্য। ফেরাউন ও তার দলের বিরুদ্ধে মূসা যেভাবে বিজয়ী হন মুহাম্মদও তেমনি তাঁর বিরুদ্ধে যারা আছে তাদের সবার ওপর জয়ী হবেন।"১

আমরের সাথে আর কারা ছিলো বা এরপর তারা কি করার সিদ্ধান্ত নেয় সে সম্পর্কে ইতিহাস থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আমর নিজে একটা নৌকায় চড়ে ইয়েমনি উপকূলের এক বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে সে একটা উট ও খাদ্য ক্রয় করে উত্তর দিকে যাত্রা করে এবং হাদদাহ নামক স্থানে এসে উপস্থিত হয়। এ স্থানটি হলো মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার উপকূলীয় পথের প্রথম বিশ্রম স্থান। এই স্থানেই সে খালিদ ও উসমানের সাক্ষাৎ পায় এবং পরবর্তী রাস্তা তারা এক সাথেই ভ্রমণ করে।

মদীনায় তাদেরকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করা হয়। খালিদ মহানবী সম্পর্কে বলেন : "তিনি যখন আমার কথার জবাবে শান্তির শুভেচ্ছা জানান তখন তাঁর মুখমণ্ডলে আলো ঝলসিয়ে ওঠে।" খালিদই প্রথম আনুগত্য ঘোষণা করেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই এবং আপনি আল্লাহর নবী।" মহানবী বললেন : "আল্লাহর প্রশংসা যিনি তোমাকে সঠিক পথ দিয়েছেন। আমি তোমার যে বুদ্ধিমত্তা দেখেছি তাতে, আমি আশা করি, পরিণামে ভালো ছাড়া অন্য কিছু হবে না।" খালিদ বললেন : "হে আল্লাহর নবী, আপনি সেই সব যুদ্ধক্ষেত্র দেখেছেন যেখানে আমি আপনার বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি সত্যের অনমনীয় বাধা হিসেবে। আল্লাহর কাছে দোওয়া করুন, তিনি যেন এজন্য আমাকে ক্ষমা করেন।" মহানবী বললেন : "পূর্বে যা কিছু হয়েছে তার সাথে ইসলাম সব কিছু ছেদ করে দেয়।" খালিদ বললেন : "এমনকি তা অনেক বেশি হলেও?" তিনি

---

১. ওয়াকিদী, ৭৪৩।

www.bjilibrary.com

তখনও তাঁর বিবেকের তাড়না অনুভব করছিলেন। অতঃপর মহানবী প্রার্থনা করলেন : "হে আল্লাহ, তোমার পথে সব ধরনের বাধা দেওয়ার জন্য খালিদকে তুমি ক্ষমা করো।"১ এরপর উসমান ও আমর তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে আমর বলেন, ঐ সময় তিনি এমন শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়েন যে, মহানবীর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারেন নাই।

উমরের চাচাত ভাই এবং আমরের ভাই হিশাম২ পরিখা যুদ্ধের পর পরই মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে যান। সেদিন থেকেই তিনি তাঁর চাচাত ভাই আমরের পুত্র আবদুল্লাহর সাথে যোগ দেন। এ সময় আবদুল্লাহর বয়স ছিলো ষোল বছর – তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং রোজার প্রতি একাগ্রচিত্ত। জ্ঞানী সাহাবিগণের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ছিলেন এবং মহানবীর বহু হাদিস তিনি সংকলন করেন। মহানবী তাঁকে হাদিস লিখে রাখার অনুমতি দেন। আমর-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য আবদুল্লাহ এবং হিশাম দোওয়া করেন। মদীনায় তাঁদের সাথে আমরের পুনর্মিলন ছিলো তাঁদের এবং তাঁর জন্য আনন্দদায়ক।

এ ক'মাসে আরও দুটো আনন্দপূর্ণ ঘটনা ঘটে। একটি হলো জাফর ও আলীর ভাই আকিল এবং মুতইম-এর পুত্র জুবায়ের-এর ইসলাম গ্রহণ। বদর যুদ্ধের বন্দিদের মুক্তিপণ দিতে এসে জুবায়েরের অন্তরে বিশ্বাসের যে ভিত্তি প্রোথিত হয় তা ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করে এবং তিনি তা দমিয়ে রাখতে পারেন নাই। আকিল যখন আনুগত্য ঘোষণা করতে আসেন তখন মহানবী বলেন : "আমি তোমাকে ভালোবাসি দু'ভাবে। তুমি আমার আপন জ্ঞাতি ভাই। আর আমার চাচার জন্য তোমার যে ভালোবাসা দেখেছি, সে জন্য।"৩

---

১. ওয়াকিদী, ৭৪১-৯।

২. 'বহু লোকের স্বদেশ ত্যাগ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. ইবন্ সা'দ, ৪/২, ৩০।

www.bjilibrary.com

মৃত্যু এবং একটি জন্মের প্রতিশ্রুতি

হিজরি অষ্টম বছরের প্রথম অর্ধেক সময়টা আনন্দের মধ্যে কাটলেও ঐ বছরটা ছিলো শোকের বছর। মহানবীর পরিবারে প্রথম মৃত্যু হয় তাঁর কন্যা জয়নাবের। শেষ পর্যন্ত মহানবী তাঁর পাশেই ছিলেন এবং জামাতা ও নাতনীকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর তিনি উম্মে আইমানসহ সওদা ও উম্মে সালামাকে লাশের কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেন। লাশ গোসল করানোর পর মহানবী তাঁর গায়ে থাকা একটা কাপড় খুলে তাঁদের হাতে দেন এবং মৃতদেহ কাফন দ্বারা আবৃত করার পূর্বে তা তাঁর দেহে আবৃত করার কথা বলেন। তারপর তিনি জানাজার নামাজ পড়ান এবং তাঁর কবরের পাশে থেকে দোওয়া করেন।

উমরা হজ্জ থেকে ফিরে আসার প্রায় তিন মাস পর মহানবী সিরিয়া সীমান্তের একটি গোত্রের কাছে ইসলামের শান্তির বাণী নিয়ে পনের জন লোককে পাঠান। কিন্তু তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ শুভেচ্ছার জবাব পাওয়া যায় অসংখ্য তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে। ফলে ঐ পনের জন যুদ্ধ করতে বাধ্য হন এবং একজন বাদে সবাই শহীদ হন।

অনুরূপ হতোদ্যম ঘটনা আর একটি ঘটে। ঘটনাটি ছোট এবং এতে মাত্র একজন লোক শহীদ হন। কিন্তু এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। মহানবী বোস্ত্রার গভর্নরের কাছে পূর্বে দিয়া আল-কালবীকে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন – ঐ পত্রটি দেওয়ার কথা ছিলো সিজারের কাছে। কিন্তু ঐ পত্রের কোনো জবাব পাওয়া যায় নাই। বোস্ত্রায় দ্বিতীয়বার একজন পত্রবাহককে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ঘাসান গোত্রপ্রধান তাঁকে বন্দি করে এবং হত্যা করে। এ ধরনের কাজ শাস্তিবিহীন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য এতে একটা ঝুঁকিও ছিলো। ঘাসানবাসীরা ছিলো খ্রীষ্টান এবং তারা সিজারের প্রতিনিধিকে সাহায্য করার আবেদন করে সফল হতে পারে।

মহানবী তিন হাজার লোকের এক বাহিনী গড়ে তোলেন এবং জায়দকে ঐ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, জায়দ মারা গেলে

www.bjilibrary.com

তাঁর স্থলে জাফর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহাকে ঘোষণা করা হয় তৃতীয় নেতা হিসেবে। এ তিন জন যদি অক্ষম হয়ে যান তাহলে সৈন্যদেরকে তাদের পছন্দমতো লোককে কমান্ডার নিযুক্ত করার কথা বলা হয়। মহানবী জায়দের হাতে পতাকা তুলে দেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য সাহাবিসহ সৈন্যদের সাথে যোগ দেন। যেখানে সমতল ভূমি শেষ হয় সেই 'বিদায় সুড়ঙ্গ পথ' পর্যন্ত তিনি তাদের সাথে যান। এ স্থানটি ছিলো উহুদ থেকে সামান্য উত্তরে উন্মুক্ত এলাকার মাঝখানে।

মহানবীর সাথে ছিলেন আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ ছিলেন এতিম এবং মহানবীই ছিলেন তাঁর অভিভাবক। চলার পথে ছেলেটি মহানবীকে কয়েকটা কবিতা আবৃত্তি করতে শোনেন। সেনাবাহিনী যখন দেশে ফিরে আসবে তখন সিরিয়ায় থাকার ইচ্ছা ঐ কবিতায় প্রকাশ পায়। সে বলে : "ঐ কবিতা শুনে আমি ক্রন্দন করি। তিনি তাঁর চাবুক দিয়ে আমাকে আলতোভাবে আঘাত করে বলেন : 'আমার যদি আল্লাহ শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য দেন তাতে তোমার কি ক্ষতি হবে বোকা কোথাকার! আমি এই বিশ্ব থেকে, এর কঠিন শ্রম ও যন্ত্রণা থেকে, এর দুঃখ ও দুর্ঘটনা থেকে বিশ্রাম পাবো। আর তুমি নিরাপদে ফিরে আসবে'।" এক রাতে বিশ্রামের স্থানে তিনি দুই রাকাত নামাজ পড়ে দীর্ঘ প্রার্থনা করেন। এরপর তিনি আমাকে ডাকেন এবং আমি বলি : 'আমি আপনার সেবায় হাজির।' তিনি বলেন : 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে এবার শহীদ'।"[১]

সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হওয়ার পর সৈন্যবাহিনী জানতে পারে যে, উত্তরাঞ্চলের গোত্রগুলো শুধু প্রবল শক্তিতে বলীয়ান হয়েই আসেনি, সিজারের প্রতিনিধিও যথেষ্ট সৈন্য দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। সব মিলিয়ে তাদের সৈন্য সংখ্যা এক লাখ বলে মনে করা হয়। এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলে মনে করেও জায়দ থামার নির্দেশ দেন এবং যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেন। ঘটনার এই ক্রমাবনতিশীল অবস্থা সম্পর্কে মহানবীর কাছে অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রায় সবাই মত প্রকাশ করেন। এর ফলে মহানবী হয়তো ফিরে যেতে বলতে পারেন অথবা আরও সৈন্য পাঠাতে পারেন। কিন্তু আবদুল্লাহ এসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। যে প্রশ্নের কোনো জবাব নেই তেমন যুক্তি তিনি উত্থাপন করলেন। এমন যুক্তি উহুদ যুদ্ধের আগে উত্থাপিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো বার বার উত্থাপিত হবে। তিনি এই কথা বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন : 'আমাদের

১. ওয়াকিদী, ৭৫৯।

www.bjilibrary.com

সামনে দু'টো উত্তম জিনিসের মধ্যে একটা নিশ্চিতভাবে আছে – হয় বিজয় আর না হয় শহীদ হওয়া। শহীদ হলে আমরা আমাদের ভাইদের সাথে মিলিত হতে পারবো এবং বেহেশতের বাগানে তাদের সঙ্গী হতে পারবো। সুতরাং আক্রমণ পরিচালনা করো।'

আবদুল্লাহর সিদ্ধান্ত বজায় রইলো। সৈন্যবাহিনীর উত্তর দিকে যাত্রা অব্যাহত রইলো। তারা এ সময় মৃত সাগরের (Dead Sea) দক্ষিণ সীমানার খুব বেশি দূরে ছিলো না – এ স্থানটি ছিলো দীর্ঘ ও প্রশস্ত উপত্যকা এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ছিলো পাহাড়। ঐ সব পাহাড় ছিলো সাগরের পূর্ব দিকের উপকূলে। কয়েক ঘণ্টা যাত্রার পর তারা সবাই শত্রুর দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসে। সম্মিলিত আরব ও বাইজেন্টাইন সৈন্যের প্রকৃত সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, তারা এক নজরেই বুঝতে পারলো যে, মুসলমানদের চেয়ে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। এমন অধিক সংখ্যক সৈন্যের মোকাবিলার অভিজ্ঞতা তাদের পূর্বে আর কখনও হয় নাই। রাজকীয় দলের সৈন্যদের এমন জমকালো দৃশ্যও তারা পূর্বে দেখে নাই – এই বাহিনী ছিলো মধ্যখানে এবং আরব সৈন্যরা ছিলো দুই পাশে। বদর যুদ্ধে আকানকাল পাহাড় থেকে নেমে আসা কুরাইশ সৈন্যদের জাঁকজমকের সাথে কোনো ভাবেই তাদের তুলনা করা যায় না। মূল্যবান অস্ত্র ও বর্মের চাকচিক্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ অশ্বসজ্জা তারা নিজের চোখে দেখতে পেলো। তাদের আগমন তারা পূর্বেই অনুমান করেছিলো এবং তাদের সৈন্যরা মুসলমানদের জন্য প্রস্তুত ছিলো – তারা দাঁড়িয়েছিলো যুদ্ধের জন্য।

জায়দ তাৎক্ষণিকভাবে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে মূতার দক্ষিণ দিকে যাওয়ার কথা বললেন। কারণ ঐ স্থানটির ঢালু এলাকা তাদের প্রতিকূলে ছিলো। মূতায় তাদের অবস্থান কিছুটা সুবিধাজনক ছিলো এবং এ স্থানে তারা নিজেদের সংঘবদ্ধ করে। শত্রুরা তাদের বিরাট সংখ্যা সম্পর্কে সজাগ ছিলো। দিনটিকে তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন হিসেবে গ্রহণ করে এবং মুসলমান বাহিনীকে অনুসরণ করে মূতায় আসে। উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছাকাছি আসলো। শত্রু সৈন্যের ধারণা ছিলো যে মুসলমান সৈন্যরা পিছু হটে যাবে। কিন্তু জায়দ তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন আক্রমণ করার।

ঐ মুহূর্তে মূতা ও মদীনার দূরত্ব মহানবীর জন্য মিলিয়ে যায় এবং তিনি দেখেন যে, জায়দ সাদা পতাকা হাতে সৈন্যদেরকে যুদ্ধে পরিচালনা করছে। মাটিতে পড়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁকে একাধিকবার দৈহিকভাবে আহত হতে দেখেন। এরপর জাফর পতাকা হাতে নেন এবং আহত অবস্থায়

www.bjilibrary.com

মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করেন। এরপর আবদুল্লাহ পতাকা হাতে নেন এবং তিনি যে আক্রমণ পরিচালনা করেন তা প্রবল বিরোধিতায় প্রত্যাখাত হয় এবং তিনি নিজেও শহীদ হন। তাঁর সৈন্যবাহিনীও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। অন্য একজন সাহায্যকারী ছাবিত ইবন্ আরকাম ঐ পতাকা হাতে নেন এবং মুসলমানরা আবার তাঁর পেছনে সমবেত হয়। ছাবিত ইবন্ আরকাম ঐ পতাকা এবার খালিদের হাতে দেন। খালিদ প্রথমে এই পতাকা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এই বলে যে, এই পতাকার ওপর ছাবিতের অধিকার সবচেয়ে বেশি। ছাবিত বলেন : 'এটা গ্রহণ করো। আমি এটা গ্রহণ করেছি তোমাকে দেওয়ার জন্য।' ফলে খালিদ নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করেন। শত্রুদের অগ্রযাত্রা দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করা হয়। তারা পেছন দিকে সরে যায় এবং মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করার জন্য তৈরি হয়। এটা শত্রুপক্ষের জন্য আপাত বিজয় মনে হলেও এ থেকে তারা কোনো সুবিধা লাভ করতে পারে নাই। এটা খালিদের জন্য মোটামুটি একটা বিজয় ছিলো। মহানবী তাঁর সাহাবিগণকে এই যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জায়দ, জাফর ও আবদুল্লাহর শহীদ হওয়া সম্পর্কে কথা বলার সময় বলেন : 'অতঃপর 'আল্লাহর তরবারি' পতাকা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তাঁদের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেন' – অর্থাৎ মুসলমানরা যেন নিরাপদ স্থানে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেন। এবং এ কারণেই খালিদকে বলা হয় 'আল্লাহর তরবারি'।

যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়ার সময় মহানবীর দু'গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। নামাজ পড়ার সময় হলে তিনি ইমামতি করে তাড়াতাড়ি মসজিদ ত্যাগ করেন। নামাজ শেষ হওয়ার পর তিনি সাধারণত উপস্থিত মুসল্লিদের দিকে তাকাতেন। কিন্তু এ সময় তিনি তা করলেন না। মাগরিব ও ঈশার নামাজের সময়ও তিন একইভাবে নামাজ শেষে মসজিদ থেকে চলে যান।

ইতিমধ্যে মহানবী জাফরের গৃহে যান। মহানবী বলেন : 'হে আসমা, আমার কাছে জাফরের সন্তানদের নিয়ে এসো।' মহানবীর মুখের ভাবগাম্ভীর্যতা লক্ষ্য করে তিনি কিছু একটা অমঙ্গলের আভাস পান। তিনি তাঁর তিন ছেলেকেই মহানবীর সামনে নিয়ে আসেন। মহানবী তাদেরকে চুম্বন করেন। তাঁর চোখ আবার ভিজে ওঠে এবং তিনি কেঁদে ফেলেন। আসমা বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আপনি আমার কাছে আমার পিতা-মাতার চেয়েও প্রিয়, আপনি কাঁদছেন কেন? জাফর ও তার সাথীদের কোনো খবর পেয়েছেন কি?' মহানী বললেন : 'হ্যাঁ ঠিক তাই, আজ তাঁরা শহীদ হয়েছে।' আসমা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং তাঁর চিৎকারে আশ-পাশ

www.bjilibrary.com

থেকে মহিলারা ছুটে আসেন। মহানবী বাড়িতে ফিরে আসেন এবং জাফরের পরিবারের জন্য পরবর্তী দিনগুলোতে খাদ্য পাঠাবার নির্দেশ দেন। মহানবী বলেন : 'দুঃখের জন্য তারা নিজের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে পারবে না।'

উম্মে আইমান, উসামা এবং জায়দের পরিবারের অন্যান্য সদস্য মহানবীর বাড়িতেই ছিলেন। মহানবী ইতিমধ্যে তাদের দুঃখের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। ঘরে ফেরার পথে মহানবী দেখেন জায়দের ছোট মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে রাস্তায় চলে এসেছে। মহানবীকে দেখে সে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহানবী এ সময় অপ্রতিরোধ্যভাবে রোদন করেন। তিনি মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং কান্নায় তাঁর দেহ বার বার দুলে ওঠে। ঐ সময় সা'দ ইবন্ উবাদা পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলতে গিয়ে বিড় বিড় করে বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, এটা কি?' মহানবী বলেন : 'ভালোবাসার পাত্রের জন্য এটা হলো আকুল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।'১

ঐ রাতে মহানবী বেহেশতের স্বপ্ন দেখেন। তিনি বেহেশতে জায়দ, জাফর, আবদুল্লাহ এবং ঐ যুদ্ধের শহীদদের দেখেন। তিনি জাফরকে ফেরেশতার মতো পাখায় ভর করে উড়তে দেখেন। প্রত্যুষে তিনি মসজিদে যান। সাহাবিগণ তাঁকে দেখে বুঝতে পারেন যে, তাঁর দুঃখের ভার লাঘব হয়েছে। নামাজের পর তিনি আগের মতো মুসল্লিদের দিকে ফিরে তাকান। অতঃপর তিনি পুনরায় আসমার কাছে গিয়ে ঐ স্বপ্নের কথা বলেন। আসমা এতে খুবই সান্ত্বনা পান।

খালিদ ও তাঁর লোকেরা মদীনায় ফিরে আসলে মহানবী তাঁর সাদা খচ্চর দুলদুলকে (মুকাওকিস এটা তাঁকে দেয়) আনতে বলেন। জাফরের বড় ছেলেকে সামনে বসিয়ে তিনি তাদের সাথে দেখা করতে যান। ঐ রাস্তায় তখন বহু পুরুষ ও মহিলা লাইন করে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের পাশ দিয়ে সৈন্যরা অতিক্রম করার সময় তারা তাদেরকে বিদ্রুপ করে এবং তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দেয়। তারা চিৎকার করে বলে : 'পলায়নকারীরা, তোমরা কি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা থেকে পালিয়ে এসেছো?' মহানবী বলেন : 'না, তারা পলায়নকারী নয়, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা আবার যুদ্ধে ফিরে যাবে।'২

মূতায় অবস্থার অবনতিতে উত্তরাঞ্চলের আরবরা নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের

---

১. ইবন্ সা'দ, ৩/১, ৩২।

২. ওয়াকিদী, ৭৬৫।

www.bjilibrary.com

বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ জোরদার করতে উৎসাহিত হয়। পরের মাসে খবর পাওয়া যায় যে, 'বালি' এবং কূদা'য়া' গোত্রের লোকেরা বিপুল সংখ্যায় সিরিয়া সীমান্তে এসে জড়ো হচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া। এ সময় সিজারের কাছ থেকে সৈন্য সরবরাহের কোনো প্রশ্ন ওঠে নাই। মহানবী আমরকে তিন শ' সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। যেখানে প্রয়োজন সেখানে যুদ্ধ করার এবং যেখানে সম্ভব মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি তাঁকে নির্দেশ দেন। এই বাহিনীর নেতৃত্ব পছন্দ করার ক্ষেত্রে কিছুটা জ্ঞাতি সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। উল্লিখিত গোত্রগুলোর মধ্যে একটির সাথে আমরের কিছুটা সম্পর্ক ছিলো। কারণ তাঁর মা ছিলেন 'বালি' গোত্রের। তিনি পথ চলতেন রাতে এবং শিবির স্থাপন করতেন মোটামুটি নির্জন এলাকায়। এর উদ্দেশ্য ছিলো কারও দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকা। এভাবে তিনি দশ দিনে সিরিয়া সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হন। ঐ বছর শীত একটু আগে ভাগেই পড়ে। মক্কা ও মদীনার লোকেরা উত্তর দিকে তাদের নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পর আগুন জ্বালাবার জন্য কাঠ সংগ্রহে বেরিয়ে পড়তো। এটা ছিলো তাদের অভ্যাস। কিন্তু আমর তাদেরকে কোনো রকম আগুন জ্বালানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। যারা এ নির্দেশে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাদেরকে বলা হয় : 'তোমাদেরকে আমার কথা শোনার এবং তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছি; সুতরাং নির্দেশ মোতাবেক কাজ করো।'

যা ধারণা করা হয়েছিলো তার চেয়ে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশি এবং ঐ মুহূর্তে স্থানীয় সাহায্যের কোনো আশা নেই এ কথা অনুধাবনের পর পরই আমর জুহায়না গোত্রের এক লোককে মহানবীর কাছে আরও সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে প্রেরণ করেন। আবু উবাইদাকে অবিলম্বে আরও দু'শ' সৈন্যসহ প্রেরণ করা হয়। আবু উবাইদা ছিলেন ঘনিষ্ঠ সাহাবিগণের মধ্যে একজন এবং তিনি প্রতিটি অভিযানেই অংশগ্রহণ করেন। তিনি আশা করেন যে, এ যুদ্ধে তিনিই নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু আমর বলেন যে, নতুন আগত সৈন্যরা কেবল সহায়ক শক্তি এবং তিনি নিজে হলেন প্রধান সেনাপতি। আবু উবাইদাকে মহানবী পূর্ণ সহযোগিতা করার কথা বলেন এবং উভয় বাহিনীর মধ্যে যেন কোনো রকম বিভক্তির সৃষ্টি না হয় তা দেখার কথা বলেন। ফলে আবু উবাইদা আমরকে লক্ষ্য করে বলেন : 'তুমি যদি আমাকে অমান্য করো তাহলে, খোদার কসম, আমি তোমাকে অমান্য করবো।' মহানবী এ কথা শোনার পর আবু উবাইদার জন্য আশীর্বাদ কামনা করেন।

www.bjilibrary.com

আমর এ সময় পাঁচ শ' সৈন্যকে সিরিয়ার সীমান্ত বরাবর পরিচালনা করেন। তারা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পর শত্রু সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। একবার মাত্র উভয় দলের মধ্যে সংক্ষিপ্ত তীর বিনিময় হয়। এরপর প্রশ্ন আসে শূন্য শিবিরে ফিরে আসার। এসব শিবিরে অতি সম্প্রতি যারা ছিলো তারা পালিয়ে যায়। আর শত্রু গোষ্ঠীদের অনুপস্থিতিতে বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তি ও দল তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। ফলে আমর মহানবীর কাছে লিখিত এক পত্রে দাবি করেন যে, তিনি সিরিয়া সীমান্তে মুসলমানদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন

ঐ আধিপত্য এখন ইয়াছরিব মরুদ্যানের চারপাশের গোত্রগুলোর মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। এর কারণ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ছিলো না। মহানবী এ সময় পরিচিত হয়ে ওঠেন একজন ভয়ংকর ও বিরাট শক্তি এবং একজন শক্তিশালী, উদার ও বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে। তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মৈত্রী ছিলো কম আকর্ষণীয় এবং অধিক বিপদসংকুল। অনেক ক্ষেত্রে এসব মৈত্রীর সাথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা বিষয় ছিলো। এটার কার্যকারিতা ছিলো ধীরে কিন্তু তা ছিলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও গভীর। এর সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিলো না। বরং তা ছিলো মুসলমানদের কাছে পুরোপুরি স্বাধীন ও সুবিবেচনাপ্রসূত প্রচেষ্টায় সঞ্জীবিত – এই বিষয়টি হলো ইসলামের বাণী প্রচার। এর মধ্যে ছিলো একটা উল্লেখযোগ্য পবিত্রতা এবং যারা নতুন ধর্ম অনুসরণ করতেন তাদের মধ্যে এই পবিত্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিলো। পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহর একত্বের পুস্তক এবং তা দয়া ও বেহেশতের পুস্তকও বটে। মহানবীর শিক্ষাসহ পবিত্র কুরআনের আয়াত পাঠ বিশ্বাসীদের এই নিশ্চয়তায় উদ্বুদ্ধ করে যে, তারা সব কিছু সহজে পাবে – অর্থাৎ নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে কতিপয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে তারা লাভ করতে পারে সম্ভাব্য সব ইচ্ছার শাশ্বত সন্তুষ্টি। উপজাত সুখ হলো বিশ্বাসের মান নির্ণায়ক। মহানবী বলেন : 'পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন সব কিছুই বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম।'১

১. নাসায়ী, ২১/১৩।

www.bjilibrary.com

সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন

সন্ধি থাকা সত্ত্বেও বকর গোষ্ঠীর কিছু লোক খুজা'য়া গোষ্ঠীর সাথে তাদের শত্রুতা অব্যাহত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। সিরিয়ায় আমরের অভিযানের অল্প কিছু দিন পর বকর গোষ্ঠীর লোক রাতে খুজা'য়াদের আক্রমণ করে এবং এতে একজন লোক নিহত হয়। এই যুদ্ধে কেউ কেউ পবিত্র কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়, কুরাইশরা তাদের মিত্রকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে এবং রাতের আঁধারে কুরাইশদের দু'এক জন লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। খুজা'য়া গোত্রের কা'ব উপগোত্রের লোকেরা ঐ ঘটনা মহানবীকে জানানোর জন্য এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে তাৎক্ষণিকভাবে মদীনায় একটা প্রতিনিধি দল পাঠায়। মহানবী তাদেরকে বলেন যে, তারা তাঁর ওপর বিশ্বাস করতে পারে এবং তাদেরকে তিনি তাদের দেশে পাঠিয়ে দেন। তারা চলে গেলে তিনি আয়েশার কাছে যান। আয়েশা লক্ষ্য করেন যে তাঁর মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। তিনি অজু করার জন্য কিছু পানি চান। আয়েশা যখন অজুর পানি ঢালতে থাকেন তখন তিনি মহানবীকে বলতে শোনেন : 'আমি যদি কা'ব-এর পুত্রদের সাহায্য না করি তাহলে আমি সাহায্য পাবো না।'১

ইতিমধ্যে মক্কাবাসীরা যে ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে সম্ভাব্য কোনো দুর্ঘটনার জন্য। এ জন্য তারা আবু সুফিয়ানকে মহানবীর কাছে পাঠায় প্রয়োজন বোধে তাঁকে শান্ত করার জন্য। পথিমধ্যে আবু সুফিয়ান খুজা'য়া গোত্রের লোকদের ফিরে আসতে দেখে এবং তাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়। তার আশঙ্কা হয় যে, সে দেরি করে ফেলেছে। মহানবীর রহস্যময় আচরণে তার আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়। সে বলে : 'হে মুহাম্মদ, হুদাইবিয়া সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। সুতরাং আসুন, এখন ঐ সন্ধিকে আরও দৃঢ় করে এর স্থায়িত্ব দীর্ঘ করি।' মহানবী তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জিজ্ঞাসা করেন : 'ঐ সন্ধি ভঙ্গ

---

১. ওয়াকিদী, ৭৯১।

www.bjilibrary.com

করার কোনো কারণ কি তোমাদের ঘটেছে?' আবু সুফিয়ান অস্বস্তির সাথে বললো : 'খোদা না করুন!' মহানবী বললেন : 'একইভাবে আমরাও ঐ সন্ধি অব্যাহত রাখতে চাই হুদাইবিয়ায় সম্মত সময় পর্যন্ত। আমরা এর সংশোধন করবো না বা এর পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করবো না।' মহানবী আর কিছু বলতে চাইলেন না এটা স্পষ্ট বোঝা গেলো। সুতরাং আবু সুফিয়ান তার কন্যা উম্মে হাবীবার সাথে দেখা করতে গেলো। তার আশা ছিলো যে, তার কন্যা তার পক্ষে মধ্যস্থতা করবে। তাদের মধ্যে গত পনের বছর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। বসার জন্য উত্তম স্থান ছিলো মহানবীর কম্বল। আবু সুফিয়ান ঐ কম্বলের ওপর বসার উদ্যোগ করতেই উম্মে হাবীবা তার পেছন দিক থেকে কম্বলটি টেনে নিয়ে ভাঁজ করেন। আবু সুফিয়ান বললো : 'আমার শিশু কন্যা, তুমি কি মনে করো এই কম্বল আমার জন্য খুবই উত্তম বা আমি এর জন্য খুবই উত্তম?' উম্মে হাবীবা বললেন : 'এটা মহানবীর কম্বল। আর আপনি মূর্তিপূজক – একজন অপবিত্র মানুষ।' তিনি আরও বললেন : 'পিতা আমার, আপনি কুরাইশদের প্রভু ও তাদের নেতা। এটা কেমন কথা হলো যে, আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না আর পূজা করেন পাথরকে যা শুনতে বা দেখতে পারে না?' সে বললো : 'বিস্ময়ের কথা, মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করার জন্য আমি কি আমার পূর্বপুরুষরা যা পূজা করতো তা বিসর্জন দেবো?' মেয়ের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না মনে করে সে আবু বকর এবং অন্য সাহাবিগণের কাছে গেলো এবং তাঁদেরকে তার পক্ষে ঐ চুক্তি নবায়নের জন্য মধ্যস্থতা করার অনুরোধ করলো। কারণ, মহানবী তাকে না বললেও সে নিশ্চিত ছিলো যে সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে তিনি মনে করেন ঐ সন্ধি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু সন্ধি নবায়নে আর একটা উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে। আর তা হলো, এর ফলে রক্তপাত বন্ধ করা যাবে যদি প্রভাবশালী কেউ মানুষকে সাধারণভাবে আশ্রয় প্রদান করে। আবু সুফিয়ান এই বিকল্প ব্যবস্থার কথা আবু বকরের কাছে বলেন। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবের জবাবে বলেন : 'আল্লাহর নবী আশ্রয় দানের যে অনুমতি দিয়েছেন তার ভিত্তিতেই আমি কেবল আশ্রয় দান করতে পারি।'

অন্যরাও প্রায় একই রকম জবাব দেন। অবশেষে আবু সুফিয়ান আলীর গৃহে যায়। সে তাঁর কাছে গিয়ে আত্মীয়তার দোহাই দেয়। কারণ উভয়ে ছিলো হাশিম এবং আবদু শামস্-এর প্রপৌত্র। কিন্তু আলী বলেন : 'তোমার জন্য দুঃখ হয় আবু সুফিয়ান! তোমার অনুরোধ রক্ষা না করার জন্য আল্লাহর নবী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মহানবী যে ব্যাপারে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে

www.bjilibrary.com

বিষয়ে অনুকূল কোনো কথা কেউ মহানবীর সাথে বলবে না।' সাহাবিগণ এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, ওহীর মাধ্যমে মহানবীকে বলা হয়েছে : 'কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহতায়ালার ওপর ভরসা করুন।'১ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, মহানবী যখন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন তখন তাঁকে ঐ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অনুরোধ করা বৃথা এবং এ ক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ সময় ফাতিমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু সুফিয়ান ফাতিমার দিকে তাকালো। ফাতিমার সামনে হাসান মেঝের ওপর বসে ছিলো। সে বললো : 'হে মুহাম্মদের কন্যা, তোমার ছেলেকে এক মানুষের কাছ থেকে অন্য মানুষকে আশ্রয় দিতে বলো। এ জন্য সে আরবের লর্ড হয়ে থাকবে চিরদিন।' কিন্তু ফাতিমা বললেন যে শিশুরা আশ্রয় দিতে পারে না। এরপর আবু সুফিয়ান মরিয়া হয়ে আলীর দিকে তাকিয়ে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিতে বললো। আলী বললেন : 'এ জন্য আমি কোনো উপায় দেখছি না। কিন্তু তুমি নিজেই বিভিন্ন লোককে নিরাপত্তা দিতে পারো, কারণ তুমি কিনানা গোত্রের নেতা।' আবু সুফিয়ান বললো : 'এতে কি কোনো সহায়ক কিছু হবে?' আলী বললেন : 'খোদার কসম, আমি মনে করি এতে কিছু হবে না। কিন্তু তোমার জন্য আর কিছু করার আছে বলে আমি মনে করি না।' ফলে আবু সুফিয়ান মসজিদে গিয়ে চিৎকার করে বললো : 'তোমরা শোনো, আমি একজন মানুষকে অন্য মানুষের কাছ থেকে আশ্রয় দিচ্ছি এবং মুহাম্মদ আমাকে সমর্থন করবেন না বলে আমি মনে করি না।' অতঃপর সে মহানবীর কাছে গিয়ে বলে : 'হে মুহাম্মদ, আমি মনে করি না যে আপনি আমার নিরাপত্তা প্রদানকে অস্বীকার করবেন।' মহানবী শুধু বলেন : 'এটা শুধু তুমিই চিন্তা করছো আবু সুফিয়ান।'২ এরপর উমাইয়া প্রধান মক্কায় ফিরে আসে অনেক আশঙ্কা নিয়ে।

মহানবী একটা অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। আবু বকর নিজে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন। মহানবী বলেন যে, তাঁর প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত এবং তিনি তাঁকে আরও বলেন যে, তাঁরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাবেন। আবু বকর বলেন : 'আমাদের কি সন্ধির সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত?' মহানবী বললেন :

---

১. কুরআন, ৩ : ১৫৯।

২. ইবন্ ইসহাক, ৮০৭-৮; ওয়াকিদী, ৭৯৪।

www.bjilibrary.com

'তারা আমাদের সাথে প্রতারণা করেছে এবং চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। আমি তাদের আক্রমণ করবো। কিন্তু আমি আপনাকে যা বললাম তা গোপন রাখবেন। কেউ মনে করুক আল্লাহর নবী সিরিয়ার জন্য, কেউ চিন্তা করুক ছাকিফের জন্য এবং কেউ চিন্তা করুক তিনি হাওয়াজিনের জন্য অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হে আল্লাহ, কুরাইশদের দৃষ্টি থেকে আমাদের আড়াল করে রাখো এবং আমরা যা করছি তার সংবাদ যেন তারা না পায়। আমরা যেন আকস্মিকভাবে তাদের দেশে যেতে পারি।'

এই প্রার্থনার জবাবে মহানবী বেহেশত থেকে জানতে পারেন যে, হাতিব নামের একজন স্বদেশত্যাগী কোনোভাবে এই গোপন কথা জানতে পেরেছে এবং আসন্ন আক্রমণ সম্পর্কে কুরাইশদের কাছে পত্র দিয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। সে এই পত্র মুজাইনা গোত্রের এক মহিলার কাছে দেয়। ঐ মহিলাটি মক্কায় যাচ্ছিলো। মহিলাটি তার চুলের মধ্যে ঐ পত্রটি লুকিয়ে রাখে। ঐ মহিলাকে ধরার জন্য মহানবী আলী এবং জুবায়েরকে পাঠান। তাঁরা তার মালপত্রের মধ্যে চিঠিটা না পেয়ে তার দেহ তল্লাশীর হুমকি দেয়। ফলে মহিলাটি ঐ পত্রটি তাঁদেরকে দিয়ে দেয়। পত্রটি তাঁরা মহানবীর কাছে নিয়ে আসে। মহানবী ঐ পত্রের লেখককে ডেকে পাঠান। মহানবী বলেন : 'হে হাতিব, তুমি কেন এ কাজ করলে?' সে উত্তর দিলো : 'হে আল্লাহর নবী, আমি আল্লাহ ও তাঁর নবীর ওপর বিশ্বাসী। আমি এই বিশ্বাস পরিবর্তন করি নাই বা ঐ বিশ্বাসের স্থলে অন্য কোনো কিছু গ্রহণ করি নাই। মক্কায় আমি একজন সাধারণ লোক এবং আমার কোনো প্রভাবশালী জ্ঞাতি নেই। আমার পুত্র এবং পরিবার মক্কাতেই আছে এবং তাদের জন্য আমি মক্কাবাসীর অনুগ্রহ লাভ করতে চেয়েছিলাম।' উমর বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমি তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেই। লোকটি একটা ভণ্ড।' কিন্তু মহানবী তাঁকে বলেন : "আপনি কিভাবে জানেন উমর। আল্লাহ বদরীদের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে : 'তোমরা যা খুশি করো, কারণ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'।"১

যাদের সাহায্য পাওয়া যাবে এমন সব গোত্রের কাছে মহানবী প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং পরবর্তী মাসে অর্থাৎ রমজান মাসের প্রথম দিকে তিনি তাদের সবাইকে মদীনায় উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানান। বেদুইনরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। নির্দিষ্ট দিনে দেখা গেল ঐ সৈন্যবাহিনী এত বিরাট হয়েছে যে, ঐ রকম বাহিনী মদীনা থেকে আর

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৮০৯-১০।

www.bjilibrary.com

কখনও বাইরে যায় নাই। দৈহিকভাবে সমর্থ কোনো লোক মদীনায় আর ছিলো না। স্বদেশত্যাগীরা ছিলেন সাত শ' এবং তাদের সাথে তিন শ' ঘোড়া ছিলো। সাহায্যকারীরা ছিলেন চার হাজার এবং ঘোড়া ছিলো পাঁচ শ'। পথিমধ্যে অনেক গোত্রের লোক যোগ দেয় এবং সব মিলিয়ে তাদের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার। পদাতিক বাহিনী চলে উটের পিঠে এবং নেতৃত্ব দেয় ঘোড়সওয়ার বাহিনী। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাহাবি ছাড়া আর কেউ জানতো না যে, তাদের শত্রু কে।

তারা যখন মাঝ পথে এসে উপস্থিত হয় তখন তারা আব্বাস, উম্মে আল-ফজল ও তাদের পুত্রদের দেখতে পায়। আব্বাস ঐ সময়টাতে মক্কা ছেড়ে মদীনায় গিয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। মহানবী তাঁদেরকে তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান এবং তাঁরা তা-ই করেন। মহানবীর সাথে ছিলেন মায়মূনা। তিনি এতে খুব খুশি হন।

উম্মে সালামাও মহানবীর সাথে ছিলেন। পরবর্তী এক বিশ্রাম স্থানে তাঁকে বলা হয় যে, ঐ শিবিরে দু'জন কুরাইশ আছে এবং তারা তাঁর সাথে কথা বলতে চায়। তাদের মধ্যে একজন হলো তাঁর সৎ ভাই আবদুল্লাহ (উম্মে সালামার পিতা এবং মহানবীর চাচী আতিকার পুত্র) এবং অপরজন হলো মহানবীর বড় চাচা হারিছের পুত্র কবি আবু সুফিয়ান – এক সময় সে হালিমার দুধ পান করে। তাঁর সাথে তাঁর ছোট ছেলে জাফরও ছিলো। ঐশী বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা উভয়ে মহানবীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলো। এরপর তারা মহানবীর বিরুদ্ধে চলে যায়। এ সময় তাঁরা আসে তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এবং এ ব্যাপারে উম্মে সালামাকে মধ্যস্থতা করতে বলে। তিনি (উম্মে সালামা) মহানবীর কাছে গিয়ে বলেন : 'আপনার স্ত্রীর ভাই এবং আপনার চাচীর ছেলে এখানে আছে, আর আপনার চাচার ছেলে হলো আপনার দুধ ভাই।' কিন্তু মহানবী বলেন : 'তাদের দেখার আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার ভাই সম্পর্কে বলি (অর্থাৎ তিনি তাঁর স্ত্রীর ভাই আবদুল্লাহর কথা বলেন), মক্কায়১ সে আমার সম্পর্কে যে কথা বলেছিলো, সেই কথাই সে বলে। একইভাবে আমার চাচার ছেলে আমাকে অসম্মান করে।' আবু সুফিয়ান মহানবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখে। উম্মে সালামা তাদের জন্য সুপারিশ করেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না। তিনি এ কথা তাদেরকে বলার পর আবু সুফিয়ান বলে : 'হয় তিনি আমাদের সাথে দেখা দেবেন আর না হয় আমি আমার ছেলেকে সাথে নিয়ে মরুভূমিতে

১. 'কুরাইশদের উত্থাপিত প্রস্তাব ও দাবি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

যাবো এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবো। আর তাঁর (অর্থাৎ মহানবী) আমাদের সাথে জ্ঞাতি সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ ভোগ করেছেন।' উম্মে সালামা এ কথা যখন মহানবীকে বলেন তখন তিনি কোমল১ হন এবং তাদেরকে নিজের তাঁবুতে সাক্ষাৎ দিতে সম্মত হন। সেখানেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের জন্য উত্তম কাজ করে।

পথ চলার সময় একদিন মহানবী রাস্তার ধারে একটা মাদী কুকুরকে সম্প্রতি জন্মানো কয়েকটা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে দেখেন। তিনি আশঙ্কা করেন যে, কারও দ্বারা ঐ কুকুরটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই তিনি দামরাহ গোত্রের জুয়ায়েলকে সৈন্যবাহিনীর সবাই অতিক্রম না করা পর্যন্ত ঐ কুকুরটার পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বলেন।২ মহানবী জুয়ায়েলকে নতুন নাম আমর রাখলেও তার সাথে জুয়ায়েল নামটি জড়িয়ে থাকে।

কুদায়দ নামক স্থানে সৈন্যবাহিনী সুলায়ম গোত্রের সাথে মিলিত হয়। সুলায়ম গোত্রের পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা ছিলো নয়শ' জন। তাদের একজন মুখপাত্র বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আপনি চিন্তা করছেন আমরা কপট। তবু আমরা আপনার মাতৃসম্পর্কীয় চাচা। (তিনি হাশিমের মাতা আতিকার কথা বলছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন তাদের গোত্রের)। এ জন্য আমরা আপনার কাছে এসেছি যেন আপনি আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। আমরা যুদ্ধে অত্যন্ত স্থির, প্রতি-আক্রমণে বেপরোয়া আর আমাদের ঘোড়সওয়াররা জিন-এ দৃঢ় থাকে।'

মদীনা থেকে আসা প্রধান বাহিনীর মতো তারাও তাদের পতাকা নিয়ে আসে। তাদের লম্বা পতাকাগুলি ছিলো গুটানো। তারা মহানবীকে এসব পতাকা খুলে দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং তাদের মধ্য থেকে তাঁর নিজের পছন্দমতো লোকের হাতে তা দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু পতাকা উঁচু করার সময় তখনও আসে নাই বা তারা কোথায় যাচ্ছে এ কথা তখনও তিনি তাদের বলেন নাই।

প্রথমেই মহানবী সৈন্যবাহিনীর মধ্য দিয়ে একজন লোককে প্রেরণ করেন এবং তাকে ঘোষণা করতে বলেন : 'কেউ রোজা রাখতে চাইলে রাখতে পারে এবং কেউ রোজা ভাঙ্গতে চাইলে ভাঙ্গতে পারে।' রমজান মাসে ভ্রমণের সময় রোজা ভাঙ্গা অনুমোদনীয়। তবে শর্ত হলো, যে কয়টি রোজা ভাঙ্গা হয়েছে তা পরে পূরণ করতে হবে। পবিত্র এলাকার একটা

---

১. ওয়াকিদী, ৮১১।
২. ওয়াকিদী, ৮০৪।

www.bjilibrary.com

নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে না আসা পর্যন্ত মহানবী এবং আরও অনেকে রোজা রাখেন। তারপর তিনি রোজা ভাঙ্গার নির্দেশ দেন। তাঁরা যখন মার আজ-জাহরান-এ ঘাঁটি স্থাপন করেন তখন তিনি রোজা ভাঙ্গার কারণ বর্ণনা করে বলেন যে, শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য তাদের শক্তি সঞ্চয় করা দরকার। এ সময় অনেকের কৌতূহল অর্থাৎ কোথায় অভিযান চালানো হবে তা জানার কৌতূহল চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। মার আজ-জাহরান থেকে মক্কায় দু'দিনে সহজে এবং পুরো একদিনের যাত্রায় পৌঁছানো যায়। কিন্তু সন্ধির কারণে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয় যে তারা কুরাইশদের বিরুদ্ধে এসেছে। তাদের শিবিরও ছিলো হাওয়াজিনের শত্রু গোত্রগুলোর এলাকার পথে। অথবা এটাও হতে পারে যে, হিযাজের উত্তরাঞ্চলের বাগানের অধিকার গ্রহণের পর মহানবী এখন এর দক্ষিণ দিকের বাগান অর্থাৎ দুর্ভেদ্য তায়েফ অধিকার করার জন্য মনস্থ করেছেন। এই তায়েফ হলো আল-লাত-এর উপাসনার প্রধান কেন্দ্র।

শিবিরের সবার মুখে মুখে একটা প্রশ্ন উচ্চারিত হলো – 'শত্রু কে?' কা'ব ইবন্ মালিক স্বেচ্ছায় মহানবীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি অবশ্য মহানবীর কাছে গিয়ে এ প্রশ্ন সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন নাই। মহানবী তাঁর তাঁবুর বাইরে বসেছিলেন। কা'ব ইবন্ মালিক সেখানে গিয়ে মহানবীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসেন এবং ঐ ঘটনাকে লক্ষ্য করে রচিত চারটি কবিতা তিনি মধুর সুরে আবৃত্তি করেন। ঐ কবিতাগুলোর মূল কথা হলো এই যে, সৈন্যরা তাদের তলোয়ার উন্মুক্ত করার সময়ে উপনীত হয়েছে এবং তাদের শত্রু কে এ কথা তারা বলাবলি করছে। তলোয়ারের যদি কথা বলার শক্তি থাকতো তাহলে সে-ও অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করতো। কিন্তু মহানবীর উত্তর ছিলো একটা মৃদু হাসি। কা'ব তাঁর লোকদের কাছে কোনো কিছু অর্জন না করেই ফিরে গেলেন।

নিজেদের গন্তব্য স্থান কোথায় তা জানার আগ্রহ তাদের নিছক অলস কৌতূহল ছিলো না। এমনকি এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ কুরাইশ ও হাওয়াজিনদেরও কম ছিলো না। পাহাড় ঘেরা এই দেশটির প্রধানত ঢালু এলাকায় বিশাল হাওয়াজিন গোত্রের বাস। নযদ্ সমতল ভূমির দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত ছিলো তাদের আধিপত্য। তায়েফ-এর অবস্থান ছিলো এসব ঢালু এলাকার মধ্যকার একটিতে। তায়েফের অধিবাসীদের বলা হতো ছাকিফ এবং তারাই ছিলো মন্দিরের অভিভাবক। ছাকিফ গোত্রের লোকেরা হাওয়াজিন গোত্রের সব সহমর্মী উপগোত্রগুলোর কাছে এক জরুরি বার্তা প্রেরণের উদ্যোগ নেয়। ঐ বার্তায় বলা হয় – ইয়াছরিব থেকে দশ হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী দক্ষিণের দিকে যাত্রা করেছে। যে কোনো খারাপ অবস্থার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রায় সব ক'টি উপগোত্র খুব

www.bjilibrary.com

দ্রুত সাড়া দেয় এবং তায়েফের উত্তরে একটা সুবিধাজনক স্থানে সৈন্যরা জমায়েত হতে শুরু করে।

মক্কার পরিবর্তে তায়েফ বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছে এ কথা কুরাইশদের ভাবতে হয়তো ভালোই লাগতো। তবে তারা চুক্তিভঙ্গ করেছে, এ ব্যাপারেও ছিলো সচেতন। সেই সাথে মহানবীর চুক্তি নবায়নে অস্বীকৃতি তাদেরকে এমন উদ্বিগ্ন করে তোলে যে, তারা হতাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। মহানবী নিজেও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। তাদের ভয় আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর লোকদেরকে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার এবং প্রত্যেককে সন্ধ্যার পর আগুন জ্বালাবার নির্দেশ দেন। পবিত্র এলাকার বাইরে থেকে দশ হাজার অগ্নিকুণ্ড জ্বলতে দেখা গেলো। মক্কায় এ সংবাদ রটে গেলো যে, মুহাম্মদের সৈন্য সংখ্যা যা ধারণা করা হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি। জরুরি এক আলোচনার পর কুরাইশরা বাইরে গিয়ে মহানবীর সাথে আবার কথা বলার জন্য আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব গ্রহণ করলো। আবু সুফিয়ানের সাথে গেলো খাদীজার ভাইপো হাকিম। বদর যুদ্ধ থামানোর জন্য হাকিম তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। আরও গেলো খুজা'য়া গোত্রের বুদায়েল। হুদাইবিয়ায় এই বুদায়েল মহানবীকে সাহায্য করে এবং সম্প্রতি সে তার উপগোত্রের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মদীনায় যায় চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারে কথা বলার জন্য। উটের গর্জন শোনা যায় এমন কাছাকাছি স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর তারা সাদা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে একজন লোককে আসতে দেখে। ইনি হলেন আব্বাস। তিনি শিবির থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন মক্কাগামী এমন কাউকে পাওয়ার আশায় যার কাছে তিনি কুরাইশদের কাছে তাঁর একটা বার্তা পাঠাতে পারেন। তিনি চিন্তা করেন, দেরি হওয়ার আগেই কুরাইশদের মহানবীর কাছে একটা প্রতিনিধি দল পাঠানো উচিত ছিলো। তাঁরা যখন পরস্পরকে চিনতে পারলেন তখন সালাম বিনিময়ের পর আব্বাস তাদেরকে মহানবীর তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বললো : 'হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার জ্ঞাতি-সম্পর্কীয়দের বিরুদ্ধে জানা ও অজানা লোকের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসেছেন।' মহানবী তাঁর কথা থামিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : 'তোমরাই অপরাধী। তোমরা হুদাইবিয়া সন্ধি ভঙ্গ করেছো, কা'ব গোত্রের উপর আক্রমণ পরিচালনায় প্ররোচিত করেছো এবং এভাবে আল্লাহ ও তাঁর গৃহের পবিত্রতা বিনষ্ট করে পাপ করেছো।' আবু সুফিয়ান কোনোভাবে ঐ বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সে বলে : 'হায়, এ জন্য কি আপনি আপনার ক্রোধ ও পরিকল্পনা হাওয়াজিনদের বিরুদ্ধে পরিচালিত

www.bjilibrary.com

করেছেন? কারণ, হাওয়াজিনরা আপনার জ্ঞাতি সম্পর্কের দূরে এবং আপনার বিরুদ্ধে শত্রুতায় তারা অগ্রগামী।' মহানবী বললেন : 'আমি আশা করি আল্লাহ আমাকে সব কিছুই দান করবেন – মক্কা বিজয়, সেখানে ইসলামের বিজয় এবং হাওয়াজিনদের বিপর্যয়। আল্লাহ তাদের সম্পত্তি পাওয়ার পর এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের যুদ্ধবন্দি করার মাধ্যমে আমাকে ধনী করবেন।' তারপর তিনি আগত তিনজনকে বললেন : 'তোমরা স্বীকার করো যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর নবী।' হাকিম ও বুদায়েল ইসলাম গ্রহণ করলেন কিন্তু আবু সুফিয়ান শুধু স্বীকার করলেন যে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই' এবং তারপর চুপ করে রইলেন। দ্বিতীয় অংশ ঘোষণা করার কথা বললে তিনি বলেন : 'হে মুহাম্মদ, আমার মনে এ ব্যাপারে এখনও সন্দেহ আছে, সুতরাং একটু সময় দিন।' অতঃপর মহানবী তাঁদেরকে রাতের জন্য তাঁর তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাচাকে বলেন। প্রত্যুষে শিবিরে আজান দেওয়া হলো এবং আবু সুফিয়ান আজানের ধ্বনিতে বিশেষভাবে আলোড়িত হলেন। তিনি বললেন : 'তারা কি করতে চায়?' আব্বাস বললেন : 'তারা নামাজ পড়তে চায়।' আবু সুফিয়ান বললেন : 'দিনে রাতে তারা কয়বার নামাজ পড়ে?' পাঁচ বার নামাজ পড়ে শুনে তিনি বললেন : 'আল্লাহর কসম, এটা অনেক বেশি!' তারপর তিনি দেখলেন যে, মহানবীর অজুর পানির ছিটা গায়ে লাগানোর জন্য বা অবশিষ্ট পানি নেওয়ার জন্য আগ্রহ করে অনেকে জড়ো হচ্ছে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি করছে। এসব দেখে তিনি বললেন : 'হে আবুল ফজল, এমন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আমি আর কখনও কাউকে দেখিনি।' আব্বাস বললেন : 'এখন আপনার বিশ্বাস স্থাপন করার সময়।' আবু সুফিয়ান বললেন : 'তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন।' নামাজ শেষে আব্বাস তাঁকে আবার মহানবীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তিনি তাঁকে নবী স্বীকার করে বললেন যে, তিনি সত্যিই আল্লাহর নবী। আব্বাস মহানবীকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, মান-সম্মান ও গৌরবের প্রতি আবু সুফিয়ানের প্রীতি সম্পর্কে আপনি জানেন। এ জন্য তাঁকে কিছু অনুগ্রহ দান করুন।' মহানবী বললেন : 'আমি করবো।' এরপর তিনি উমাইয়া প্রধানের কাছে গিয়ে তাঁকে কুরাইশদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে বলতে বললেন : 'যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ, যারা নিজেদের ঘরে থেকে দরজা বন্ধ করে রাখবে তারা নিরাপদ এবং যারা কা'বা গৃহে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ।'

www.bjilibrary.com

মক্কা বিজয়

যানবাহনের জন্য আনা উটের পিঠে সব তাঁবু ইতিমধ্যে বোঝাই করা হয়ে গেছে। মহানবী অবশেষে তাঁর সামনে সব পতাকা এবং লম্বা পতাকা আনতে বললেন। এসব পতাকা তিনি তাঁর পছন্দমতো লোকের হাতে অর্পণ করলেন। তিনি আব্বাসকে উপত্যকার সরু পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আবু সুফিয়ানের সাথে যেতে বললেন এবং সেখানেই আবু সুফিয়ানকে থাকতে বললেন, যেন তিনি অগ্রবর্তী সৈন্যবাহিনী যে কত বড় তা দেখতে পারেন। এরপর তিনি অনেক সময় পাবেন কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে মহানবীর বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। কারণ একজন লোক সোজা পথে মক্কা পৌঁছাতে পারবে সৈন্যবাহিনীর পৌঁছানোর অনেক আগে।

দৃষ্টিতে আসা সৈন্যদলের প্রধান ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে আবু সুফিয়ান বললেন : 'উনি কে?' আব্বাস বললেন : 'ওয়ালিদের পুত্র খালিদ।' তাদের পাশাপাশি আসার পর খালিদ তিন বার প্রশংসাধ্বনি 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করলেন। খালিদের সাথে ছিলো সুলায়মের ঘোড়া। তাঁদের পশ্চাতে ছিলেন হলুদ পাগড়ি পরিহিত জাবায়ের (Zabayr) এবং তিনি ছিলেন পাঁচশ' স্বদেশত্যাগী ও অন্যদের নেতৃত্বে। আবু সুফিয়ানকে অতিক্রম করার সময় তিনিও তিন বার আল্লাহর প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করলেন। তাঁর কথার সাথে সাথে সবাই ঐ প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করলে সমগ্র উপত্যকায় তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। একের পর এক বাহিনী অতিক্রম করতে থাকে এবং প্রত্যেকটি বাহিনী অতিক্রম করার সাথে সাথে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করেন যে, ওরা কে এবং প্রত্যেকবারই বিস্ময় প্রকাশ করেন। এর কারণ, হয় ঐ গোষ্ঠী কুরাইশদের প্রভাবের বাইরে ছিলো বা সম্প্রতি কোনো কোনো গোষ্ঠী মহানবীর শত্রু হয়ে পড়েছে। যেমন বলা যায়, আশজা গোত্রের ঘাতাফানাইটদের কথা। এই গোত্রের প্রতীক চিহ্ন বহন করছিলো নূয়ায়েম। নূয়ায়েম ছিলেন তাঁর এবং সুহায়েলের সাবেক বন্ধু।

আবু সুফিয়ান বলেন : 'আরবদের মধ্যে এরা হলো মুহাম্মদের চরম শত্রু।' আব্বাস বললেন : 'আল্লাহ তাদের অন্তরে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। যা কিছু হয়েছে তার সব কিছুই আল্লাহর রহমত।'

www.bjilibrary.com

শেষের দলটি ছিলো মহানবীর নিজের। এ দলে ছিলেন শুধু স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীগণ। ইস্পাতের অস্ত্রের মৃদু দীপ্তি তাদের অবয়বে প্রকাশ পাচ্ছিলো সবুজ-কালো আভায়। কারণ তারা ছিলেন পুরোপুরি অস্ত্র ও বর্মসজ্জিত। শুধুমাত্র তাদের চোখ দুটো দৃশ্যমান ছিলো। মহানবী তাঁর পতাকা দেন সা'দ ইবন্ উবাদার হাতে এবং তিনিই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি (সাদ ইবন্ উবাদা) বলেন : 'হে আবু সুফিয়ান, আজ হত্যার দিন! আজ অলঙ্ঘনীয়কে লঙ্ঘন করার দিন! আজ আল্লাহ কুরাইশদের মর্যাদা হ্রাস করবেন।' মহানবী ছিলেন সৈন্যদের মাঝখানে, তিনি ছিলেন তাঁর উট কাসওয়ায়। তাঁর দুই পাশে ছিলেন আবু বকর ও উসায়েদ এবং তিনি তাঁদের সাথে কথা বলছিলেন। মহানবী কাছাকাছি এলে আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আপনি কি আপনার লোকদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন?' সা'দ যে কথা বলেছিলেন মহানবী তাঁকে তা আবার বললেন। আবু সুফিয়ান বললেন : 'আপনার লোকদের পক্ষে আমি আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ করছি। কারণ আপনি সব মানুষের মধ্যে সন্তানোচিত কর্তব্যনিষ্ঠায় মহান, আপনি সবচেয়ে বেশি দয়াময় এবং উপকারী!' মহানবী বললেন : 'আজ অনুকম্পার দিন। আজ আল্লাহ কুরাইশদের মহিমান্বিত করবেন।' ঐ সময় মহানবীর কাছাকাছি ছিলেন আবদুর রহমান ইবন্ আউফ এবং উসমান। তাঁরা মহানবীকে বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, সা'দ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই কারণ তিনি আকস্মিকভাবে কুরাইশদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করতে পারে।' এ কারণে মহানবী সা'দকে বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর হাতের পতাকা তাঁর পুত্র কয়েসের হাতে দেন। কয়েস ছিলেন মোটামুটিভাবে শান্ত প্রকৃতির লোক। তিনি তাঁকে সৈন্য পরিচালনার কথাও বলেন। সন্তানকে সম্মান করার অর্থ হলো পিতাকে সম্মান করা। কিন্তু তখনও পতাকা ছিলো কয়েসের পরিবর্তে সা'দ-এর হাতে। মহানবীর কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সা'দ ঐ পতাকা তার হাতে দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর মহানবী তাঁর হেলমেট থেকে লাল পাগড়ি খুলে তা প্রমাণ হিসেবে সা'দ-এর কাছে পাঠালেন। এরপর তৎক্ষণাৎই ঐ পতাকা কয়েসের কাছে দেওয়া হয়।

সৈন্যবাহিনী অতিক্রম করে চলে যাওয়ার পর আবু সুফিয়ান খুব দ্রুতগতিতে মক্কায় পৌঁছে তাঁর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে জড়ো হওয়া জনতার উদ্দেশ্যে বললেন : 'হে কুরাইশ জনগণ, মুহাম্মদ এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছেন যার প্রতিরোধ তোমরা করতে পারবে না। মুহাম্মদ

www.bjilibrary.com

এখানে এসেছেন দশহাজার বর্ম পরিহিত সৈন্য নিয়ে। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, যে কেউ আমার গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে।' হিন্দ এ সময় বাড়ির বাইরে চলে এসে তাঁর স্বামীর গোঁফ ধরে টান দেয়। সে চিৎকার করে বলে : 'এই অশ্লীল, নিষ্কর্মা ও ফাঁপা লোকটাকে হত্যা করো। এই দুর্দশাগ্রস্ত লোকটা আশ্রয় দেবে তার লোকদের!' আবু সুফিয়ান চিৎকার করে উঠলেন : 'তোমার ওপর অভিশাপ নেমে আসুক। তোমাদের উত্তম বিচার-বিবেচনা যেন এই মহিলা দ্বারা প্রতারিত না হয়। কারণ তোমাদের সামনে যা এসেছে তার প্রতিরোধ তোমরা করতে পারবে না। কিন্তু যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে অবস্থান করবে তারা নিরাপদ থাকবে।' তারা বললো : 'খোদা তোমাকে হত্যা করুক। আমাদের সবার জন্য তোমার বাড়ি এমন কি ভালো?' তিনি আবার বললেন : 'যারা নিজেদের বাড়িতে তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকবে তারা নিরাপদ থাকবে এবং যারা মসজিদে প্রবেশ করবে তারা নিরাপদ থাকবে।' এরপর জড়ো হওয়া লোকগুলোর মধ্যে কেউ বাড়িতে আর কেউ মসজিদে চলে গেলো।

সৈন্যবাহিনী ধূ'তুয়া নামক স্থানে গিয়ে থামলো। ঐ স্থান থেকে শহর খুব বেশি দূরে নয় – দৃষ্টিসীমার মধ্যে। এ স্থানেই দু'বছর আগে খালিদকে মোতায়েন করা হয়েছিলো তাদের অগ্রযাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্য। কিন্তু এখন কারও বাধা দেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। মনে হলো শহরটা একেবারে শূন্য, আগের বছরের মতো তারা যেন কোথাও সফরে গিয়েছে। কিন্তু এ সময় তাদের শহরে থাকার জন্য তিন দিনের সময়সীমা নির্ধারিত ছিলো না। 'কাসওয়া' এসে যখন থামলো তখন মহানবী আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করলেন। তাঁর দাড়ি প্রায় জিন স্পর্শ করলো। তারপর তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে বললেন – ডান দিকের নেতৃত্বে ছিলেন খালিদ এবং বাম দিকের নেতৃত্বে ছিলেন জুবায়ের। মহানবীর নিজের বাহিনী ছিলো মধ্যখানে এবং তিনি এ বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। এর মধ্যে এক ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন সা'দ ও তাঁর পুত্র এবং অন্য ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদা। এ ভাগেই মহানবী উটে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। নির্দেশ দেওয়ার পর তারা চার ভাগে বিভক্ত হয়ে চার দিক থেকে শহরে প্রবেশ করার উদ্যোগ নিলো। খালিদ রওনা দিলো নিম্নভূমির দিক থেকে এবং অন্যরা শহরের তিন পাহাড়ি এলাকার পথ দিয়ে রওনা দিলো।

সৈন্যবাহিনীর ওপরে আবু কুবায়স পর্বতের ঢালু এলাকায় দূর থেকে দু'জন লোককে দেখা গেলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখা গেলো একজন

www.bjilibrary.com

প্রায় কুঁজো বৃদ্ধ লোককে। তার হাতে লাঠি ছিলো এবং তাকে পথ দেখানো ও চলতে সাহায্য করছিলো একজন মহিলা। তাঁরা ছিলেন আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা এবং বোন কুরাইবা। ঐ দিন সকালে ধূ'তুয়া-য় মহানবীর আগমনের সংবাদ পাওয়ার পর বৃদ্ধ ঐ অন্ধ লোকটি তাঁর মেয়েকে পর্বতে নিয়ে যেতে বলেন এবং সে কি দেখতে পায় তা তাঁকে বলতে বলেন। যখন তিনি যুবক ও বলবান ছিলেন তখন আবরাহার বাহিনী ও তার হাতি দেখার জন্য তিনি মক্কার অপর পারের পর্বতে উঠেছিলেন। এখন তিনি বৃদ্ধ এবং অনেক দিন থেকেই অন্ধ হয়ে আছেন। তিনি দশহাজার সৈন্যের বাহিনীকে দেখতে চান – নিজের চোখ দিয়ে না হলেও তাঁর কন্যার চোখ দিয়ে। কারণ ঐ বাহিনীতে আছেন তাঁর পুত্র এবং দু'জন প্রপৌত্র। কুরাইবা যা দেখলেন তা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি নিবিড় কালো স্তূপ দেখতে পাচ্ছেন। কুহাফা তার মেয়েকে বলেন যে, এ সময় ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে এবং তারা নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। তারপর কুরাইবা দেখলেন যে, ঐ কালো স্তূপ ছড়িয়ে পড়লো এবং শেষে চারভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। এ সময় তাঁর পিতা তাঁকে অতি দ্রুত বাড়িতে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁরা যখন রাস্তায় ছিলেন তখন একদল ঘোড়সওয়ার তাদের অতিক্রম করে চলে গেলো। একজন ঘোড়সওয়ার তার জিনে ঝুঁকে কুরাইবার গলা থেকে রূপার হারটি ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া তাঁরা পথে আর কোনো বিপদে পড়ে নাই এবং নিরাপদেই তাঁরা গৃহে পৌঁছে যান।

আবু কুবায়স পর্বতে তাঁরা কেবল একাই ছিলেন না। পর্বতের অপর এক অংশে ইকরামা, সাফওয়ান ও সুহায়েল কুরাইশদের এক বাহিনীকে সমবেত করে। এদের সাথে ছিলো বকর ও হুদায়ল গোষ্ঠীর কতিপয় মিত্র। তারা যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো। তারা যখন খালিদের বাহিনীকে নিম্নাঞ্চলের পথ দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে দেখলো, তখন পর্বত থেকে নেমে এসে তারা তাদের আক্রমণ করলো। কিন্তু তারা খালিদ ও তাঁর লোকদের সমকক্ষ ছিলো না। ফলে খালিদের বাহিনী তাদেরকে পলায়ন করতে বাধ্য করলো। এতে শত্রুপক্ষে নিহত হয় ত্রিশ জন এবং খালিদের পক্ষে শহীদ হন দু'জন। ইকরামা ও সাফওয়ান ঘোড়ায় চড়ে উপকূলের দিকে পালিয়ে যায়; আর সুহায়েল নিজের বাড়িতে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়।

মহানবী যখন আধাখির পথ দিয়ে উত্তর মক্কায় প্রবেশ করেন তখন যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে যায়। নিচের দিকে বাজার এলাকার দিকে তাকিয়ে তিনি উন্মুক্ত তরবারির চমকানি দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন : 'আমি কি

www.bjilibrary.com

তোমাদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করি নাই?' কিন্তু যখন তাঁকে পুরো ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো তখন তিনি বলেন যে, আল্লাহ মঙ্গলের জন্যই এই নির্দেশ দিয়েছেন।

মসজিদের পাশে মহানবীর জন্য আবু রফি একটা লাল চামড়ার তাঁবু তৈরি করেন। মহানবী এটা দেখতে পান এবং তাঁর পাশে অবস্থিত জাবিরকে তা দেখান। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামাজ পড়ার পর তিনি নিচের দিকে নেমে আসেন। তিনি বলেন : 'আমি কোনো বাড়িতেই প্রবেশ করবো না।'

উম্মে সালামা, মায়মূনা ও ফাতিমা তাঁবুর মধ্যে মহানবীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মহানবী তাঁবুতে আসার একটু আগেই উম্মে হানী তাঁদের সাথে মিলিত হন। ইসলামী আইনে এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, মুসলিম মহিলা ও বিধর্মী পুরুষের মধ্যেকার বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে। এটা উম্মে হানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ তাঁর বিয়ে হয়েছিলো হুবায়রাহ-র সাথে। মক্কার পতন আশঙ্কা করে হুবায়রাহ নাজরান-এ বসবাস করার জন্য চলে যায়। কিন্তু বিবাহের মাধ্যমে জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় তাঁর দু'জন লোক (এদের মধ্যে একজন ছিলো আবু জহলের ভাই) খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পরে উম্মে হানীর গৃহে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ সময় আলী অভিবাদন জানানোর জন্য উম্মে হানীর গৃহে আসেন এবং মাখজুম গোত্রের দু'জন লোককে দেখে তাঁর তলোয়ার বের করেন। উম্মে হানী তাদের আনুষ্ঠানিক আশ্রয় দেওয়ার পরও আলী তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হন। এ সময় তিনি (হানী) তাদের ওপর কাপড় বিছিয়ে দেন এবং আলী ও তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বলেন : 'খোদার কসম, আমাকে আগে হত্যা করো!' এরপর আলী ঐ গৃহ ত্যাগ করেন। দরজায় তালা দিয়ে উম্মে হানী মধ্যস্থতা করার জন্য মহানবীর কাছে আসেন। আলীর মতো ফাতিমাকেও তিনি কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখেন। ফাতিমা বলেন : 'আপনি কি পৌত্তলিকদেরও আশ্রয় দিতে চান?' কিন্তু মহানবীর আগমনের ফলে ফাতিমার কথা বন্ধ হয়ে যায়। মহানবী তাঁর চাচাতো বোনকে আদরের সাথে অভিবাদন জানান। কি ঘটনা ঘটেছে তা যখন উম্মে হানী মহানবীকে বলেন তখন তিনি জবাব দেন : 'এটা হতে পারে না। তুমি যাকে নিরাপদে রেখেছো আমরা তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি; তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমরাও তাকে আশ্রয় দিচ্ছি।'

তিনি প্রথা অনুযায়ী গোসল করে আট রাকাত নামাজ পড়লেন। এরপর তিনি এক ঘন্টা বা তারও বেশি সময় ধরে বিশ্রাম নিলেন। তিনি

www.bjilibrary.com

'কাসওয়া'-কে আনতে বললেন। বর্ম ও হেলমেট পরে তিনি তরবারি খাপে রাখলেন। হাতে তিনি একটা লাঠি রাখলেন। তাঁর শিরস্ত্রাণের মুখাবরণ ছিলো খোলা। ঐ দিন সকালে যাঁরা তাঁর সাথে আসেন তাঁরা সবাই তাঁবুর পাশে লাইন করে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মসজিদে যাওয়ার পথে তাঁরা তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর পাশে ছিলেন আবু বকর। তিনি তাঁর সাথে কথা বলছিলেন।

তিনি উটে চড়ে সরাসরি কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় গেলেন এবং শ্রদ্ধার সাথে তাঁর লাঠি দিয়ে কালো পাথর স্পর্শ করলেন। যতবার পারলেন তিনি উচ্চারণ করলেন প্রশংসাধ্বনি। তাঁর কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও তা উচ্চারণ করলেন – আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। মসজিদে যে সব মুসলমান ছিলেন তাঁরাও একসাথে তা উচ্চারণ করলেন। মহানবী তাঁর হাত দিয়ে তাঁদেরকে থামার ইঙ্গিত না করা পর্যন্ত ঐ ধ্বনি সমগ্র মক্কায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো। এরপর তিনি পবিত্র গৃহ সাত বার প্রদক্ষিণ করলেন। তাঁর উটের লাগাম ধরে ছিলেন মুহাম্মদ ইবন্ মাসলামা। উমরা হজ্জের সময় ঐ সম্মান দেওয়া হয়েছিলো খাযরাজ গোত্রের একজনকে। এটা যথার্থ যে, এবার এ সম্মান দেওয়া হলো আউস গোত্রের একজন লোককে।

মহানবী এবার কা'বাগৃহ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দৃষ্টি দিলেন কা'বার চারপাশে রাখা মূর্তিগুলোর দিকে – সব মিলিয়ে তিন শ' ষাটটি। কা'বাকে ঘিরে প্রশস্ত চত্বরে এগুলো রাখা ছিলো। এই এলাকায় এবং কা'বায় যাওয়ার সময় তিনি ঐশী বাণী বার বার উচ্চারণ করলেন : 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিলো।'[১] একটা একটা করে প্রতিটি মূর্তির দিকে তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে নির্দেশ করেন এবং ঐ ঐশী বাণী উচ্চারণ করেন। প্রতিটি মূর্তিতে লাঠি দ্বারা স্পর্শ করার সাথে সাথে তা সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। চত্বরের ঐ চক্র ঘোরা শেষ করে মহানবী উট থেকে নেমে ইবরাহীম-এর অবস্থান স্থলে নামাজ পড়লেন – এ সময় ঐ স্থানটি ছিলো কা'বার কাছাকাছি। এরপর তিনি জমজম কূপের কাছে গেলেন এবং সেখানে আব্বাস তাঁকে পান করার জন্য পানি দিলেন। হজ্জযাত্রীদের পানি পান করাবার হাশিম-এর পুত্রদের ঐতিহ্যগত অধিকার তিনি চিরকালের জন্য অনুমোদন করলেন। আলী যখন কা'বাগৃহের চাবি নিয়ে এলেন এবং আব্বাস যখন তাঁদের পরিবারকে কা'বার রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেওয়ার কথা বললেন তখন মহানবী বলেন : 'আপনি যা

---

১. কুরআন, ১৭ : ৮১।

www.bjilibrary.com

হারিয়েছিলেন তাই আপনাকে দিলাম। যা দিলে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা দেবো না।' অতঃপর তিনি আবদ্ আদ্-দর গোত্রের উসমান ইবন্ তালহাকে ডাকলেন। তিনি প্রথম দিকে খালিদ এবং আমর-এর সাথে মদীনায় যান। তাঁর হাতে ঐ চাবি দিয়ে তিনি কা'বা রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর গোত্রের ঐতিহ্যগত অধিকারকে চিরদিনের জন্য অনুমোদন দেন। উসমান ভক্তির সাথে চাবি গ্রহণ করেন এবং পবিত্র গৃহের দরজা খোলার জন্য যান। মহানবী তাঁকে অনুসরণ করেন। উসামা এবং বেলাল ছিলেন মহানবীর পশ্চাতে। মহানবী তাঁদেরকে তাঁর পিছে পিছে কা'বা গৃহে প্রবেশের নির্দেশ দিয়ে ভিতর থেকে কা'বা গৃহের দরজায় তালা দেওয়ার কথা বলেন।

কুমারী মরিয়ম ও শিশু যীশুখ্রীষ্টের প্রতিমা, বৃদ্ধ ইবরাহীমের কথিত তৈলচিত্র ছাড়াও কা'বা গৃহের অভ্যন্তরীণ দেওয়ালে বিধর্মীদের দেবতাদের বহু ছবি ছিলো। এসব প্রতিমার ওপর আলতোভাবে হাত রেখে মহানবী উসমানকে একমাত্র ইবরাহীমের তৈলচিত্র ছাড়া আর সবকিছুই মুছে ফেলতে বললেন।১

মহানবী কিছুক্ষণ কা'বা গৃহের মধ্যে অবস্থান করেন। তারপর তিনি উসমানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তালা খোলেন এবং দরজার কাছে চাবি হাতে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন : 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই বিভিন্ন গোত্রকে পরাজিত করেছেন।' যে সব মক্কাবাসী প্রথমে মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলো তারা পরে গৃহে আশ্রয় গ্রহণকারীদের সাথে মিলিত হয়ে কা'বার আশেপাশে দলে দলে বসেছিলো। মহানবী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'তোমরা কি বলো, কি চিন্তা তোমাদের?' তারা উত্তর দিলো : 'আমরা বলি ভালো হয়েছে, আমাদের চিন্তাও উত্তম। মহৎ ও উদার ভাইয়ের পুত্র মহৎ ও উদার ভাই। এখন নির্দেশ দেওয়ার সময় আপনার।' এ সময় মহানবী ক্ষমার ভাষায় কথা বললেন। মিশরে জোসেফের (ইউসুফ) কাছে যখন তাঁর ভাইয়েরা আসে তখন তিনি ঐশী বাণীর ভাষায় কথা বলেন : 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চেয়ে অধিক মেহেরবান।'২

আবু বকর মসজিদ ত্যাগ করে তাঁর পিতার সাথে দেখা করতে যান। তিনি এখন তাঁর পিতা আবু কুহাফা ও বোন কুরাইবাকে সাথে নিয়ে ফিরে

---

১. ওয়াকিদী, ৮৩৪।

২. কুরআন, ১২ : ৯২।

www.bjilibrary.com

আসেন। মহানবী তাঁকে বলেন : 'বৃদ্ধ লোকটিকে বাড়িতে রেখে এলেন না কেন? আমিই তাঁর সাথে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতাম।' আবু বকর বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, তাঁর কাছে আপনার যাওয়ার চেয়ে আপনার কাছে তাঁর আসা যথার্থ হয়েছে।' মহানবী তাঁর হাত প্রসারিত করে তাঁকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে এলেন এবং নিজের সম্মুখেই তাঁকে বসালেন। তিনি তাঁকে ইসলামের দুটো ঘোষণা স্বীকার করতে বললেন এবং তিনি তা-ই করলেন।

মহানবী নির্দেশ দিলেন পতিত মূর্তি হুবলকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করতে এবং ভাঙ্গা টুকরার সব ক'টি পুড়িয়ে ফেলতে। সারা শহরে মহানবী ঘোষণা দিলেন যে কারও গৃহে কোনো মূর্তি থাকলে তা যেন তারা ধ্বংস করে ফেলে। এরপর মহানবী সাফা পর্বতে যান। এখানেই তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রথম ইসলাম প্রচার করেন। এখানেই তিনি তাঁর শত্রুদের – যারা এখন ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে – আনুগত্য গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলো শত শত পুরুষ ও মহিলা। মহিলাদের মধ্যে ছিলো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ। সে এসেছিলো বোরখা পরে। তার ভয় ছিলো যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই মহানবী হয়তো তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে পারেন। সে বললো : 'হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর প্রশংসা, তিনি যে ধর্মকে বিজয়ী করেছেন তা আমি নিজের জন্য গ্রহণ করেছি।' তারপর তিনি তাঁর বোরখা খুলে বললেন : 'উতবার কন্যা হিন্দ।' মহানবী বললেন : 'স্বাগতম।' সাফা পর্বতে ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকিমও আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবীর কাছে তার স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মহানবী তা-ই করেন। কিন্তু তখনও ইকরামা মহানবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলো। উম্মে হাকিম তাকে খুঁজতে যান এবং পাওয়ার পর তাকে ফিরিয়ে আনেন।

মহানবী তাঁর সামনে বসা লোকদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর তিনি তাঁর চাচার দিকে ফিরে বললেন : 'হে আব্বাস, আপনার ভাইয়ের দুই ছেলে উতবা ও মুয়াত্তিব কোথায়? তাদের তো দেখলাম না।' এ দু'জন ছিলো আবু লাহাবের জীবিত সন্তান। পিতার চাপে পড়ে রুকাইয়ার সাথে বিবাহ বন্ধনকে উতবা ছিন্ন করে। তারা ভয়ের কারণে মহানবীর সামনে উপস্থিত হয় নাই বলেই মনে হয়। মহানবী বললেন : 'তাদেরকে আমার সামনে নিয়ে আসুন।' আব্বাস তাঁর দুই ভাইপোকে নিয়ে আসেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। অতঃপর মহানবী তাদের দু'জনের হাত ধরেন এবং তাঁদেরকে দু'পাশে নিয়ে তিনি মহান

www.bjilibrary.com

প্রার্থনা স্থলে যান। এ স্থানটি আল-মুলতাজাম নামে পরিচিত। কা'বা গৃহের দরজা ও কালো পাথরের মাঝখানে এ স্থানটি অবস্থিত। এখানে তিনি দীর্ঘ প্রার্থনা করেন। মহানবীর মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে আব্বাস মন্তব্য করলে তিনি বলেন : 'আমি চাচার এই দুই ছেলেকে আমাকে দেওয়ার জন্য আল্লাহকে বলি এবং তিনি আমাকে তাদের দিয়ে দেন।'১

মক্কার কাছে নাখলায় বিধর্মীদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান ছিলো আল-উজ্জার মন্দির। মূর্তি পূজার ঐ কেন্দ্র ধ্বংস করার জন্য মহানবী খালিদকে পাঠান। খালিদের আগমন সংবাদ পেয়ে মন্দিরের প্রধান তার তরবারি বিগ্রহের সাথে ঝুলিয়ে রাখে এবং তাকে (মূর্তিকে) আত্মরক্ষার এবং খালিদকে হত্যার কথা বলে অথবা একেশ্বরবাদী হতে বলে। খালিদ মন্দির ও এর মূর্তি ধ্বংস করে মক্কায় ফিরে আসেন। মহানবী তাঁকে বলেন : 'তুমি কি কিছুই দেখতে পাওনি?' খালিদ বললেন : 'না, কিছুই না।' মহানবী বললেন : 'তাহলে তুমি তাকে নির্মূল করতে পারো নাই। ফিরে গিয়ে তাকে ধ্বংস করো।' ফলে খালিদ আবার নাখলায় গেলেন। তিনি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে একদম উলঙ্গ অবস্থায় একজন কালো বর্ণের মহিলাকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। তার মাথায় ছিলো লম্বা ও বন্য উড়ন্ত চুল। পরবর্তীকালে খালিদ বলেন : 'আমার মেরুদণ্ড ভয়ে কাঁপতে লাগলো।' তিনি চিৎকার করে উঠলেন : 'উজ্জা, তোমার প্রাপ্য হলো অস্বীকৃতি – পূজা নয়।' এরপর তিনি তাঁর তলোয়ার বের করে তাকে কেটে ফেলেন। মক্কায় ফিরে এসে তিনি মহানবীকে বলেন : 'সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন! আল-উজ্জার কাছে উৎসর্গ করার জন্য আমার পিতাকে একশ' উট ও ভেড়া নিয়ে যেতে দেখতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। তার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে আমার পিতা তার মন্দিরে তিন দিন অবস্থান করতেন এবং তারপর আমাদের কাছে ফিরে এসে তার সম্পাদিত কাজের জন্য আনন্দ প্রকাশ করতেন।'২

ইতিমধ্যে মক্কার প্রায় অধিকাংশ লোক মহানবীর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলো সুহায়েল। সে নিজের গৃহেই আশ্রয় নিয়েছিলো। সে তার পুত্র আবদুল্লাহকে ডেকে তার পক্ষে মহানবীর সাথে কথা বলতে বলে। কারণ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও তার আশঙ্কা ছিলো যে, এটা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবদুল্লাহ মহানবীর সাথে কথা বলার

১. ইবন্ সা'দ, ৪/১, ৪১-২।
২. ওয়াকিদী, ৮৭৩-৪।

www.bjilibrary.com

সাথে সাথেই তিনি বলেন : 'আল্লাহর আশ্রয়ে সে নিরাপদ। তাকে উপস্থিত হতে বলো।' তারপর তিনি সুহায়েল সম্পর্কে বলেন : 'সুহায়েলের সাথে দেখা করে বলো যে, তার প্রতি কেউ কঠোর হবে না। তাকে মুক্তভাবে বাইরে আসতে বলো। আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি, সে একজন বুদ্ধিমান ও সম্মানীয় লোক। ইসলামের সত্যের প্রতি সে অন্যের মতো অন্ধ হয়ে থাকতে পারে না।' ফলে সুহায়েল যেখানে খুশি যেতে লাগলো। কিন্তু তখনও সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই।

সাফওয়ানের ব্যাপারে তার চাচাত ভাই উমায়ের মহানবীর কাছ থেকে দুই মাসের অব্যাহতি নিয়ে আসে। এরপর সে তাকে খুঁজতে বেরোয় এবং তাকে মুয়াইবা-য় একটা নৌকার জন্য অপেক্ষা করতে দেখে। ঐ সময় মুয়াইবা ছিলো মক্কার বন্দর। উমায়েরের কথায় সাফওয়ানের সন্দেহ হয় এবং সে তার পরিকল্পনা বাতিল করতে অস্বীকার করে। এরপর উমায়ের আবার মহানবীর কাছে যায় এবং তিনি সাফওয়ানের নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে তাঁর ইয়েমনি কাপড়ের ডোরা কাটা পাগড়ি তার কাছে দেন। এতে সাফওয়ান রাজি হয় এবং সে ফিরে আসার এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য আরও নিশ্চয়তা লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে মহানবীকে বললো : 'হে মুহাম্মদ, উমায়ের আমাকে বলেছে, আমি যদি কোনো একটা ব্যাপারে সম্মত হই (সে ইসলাম গ্রহণের কথা বলে), তাহলে ভালো। আর তা না হলে আপনি আমাকে দুই মাসের অব্যাহতি দিন।' মহানবী বললেন : 'এখানে অবস্থান করো।' সাফওয়ান বললো : 'আমাকে একটা স্পষ্ট জবাব না দিলে আমি থাকবো না।' মহানবী বললেন : 'তোমার জন্য রইলো চার মাসের অব্যাহতি।' অতঃপর সাফওয়ান মক্কায় অবস্থান করতে সম্মত হয়।

মক্কা বিজয়ের পর ঐ তিন জনের মধ্যে ইকরামা হলো তৃতীয় ব্যক্তি যে মহানবীর সাথে সব শেষে দেখা করে। কিন্তু সে ঐ তিন জনের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করে। তিহামা উপকূল থেকে সে একটা নৌকা নিয়ে আবিসিনিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নৌকায় ওঠার পূর্ব মুহূর্তে ক্যাপ্টেন তাকে বলে : 'সফল যাত্রার জন্য তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করো।' ইকরামা বললো : 'আমি কি বলবো?' ক্যাপ্টেন উত্তর দিলো : 'বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।' ক্যাপ্টেন এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে, জাহাজ ডুবির ভয়ের কারণে তিনি এমন কোনো লোককে জাহাজে তুলবেন না যে ঐ ঘোষণা না করবে। চারটি শব্দ – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ – ইকরামার অন্তরে প্রবেশ করলো এবং ঐ মুহূর্তে তার মনে হয় যে, সে আন্তরিকভাবে তা উচ্চারণ করেছে। তবু সে জাহাজে চড়ে নাই। কারণ, ঐ কথাগুলি

www.bjilibrary.com

উচ্চারণ করলে তার পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ঐ কথাগুলো ছিলো মুহাম্মদের বাণীর সংক্ষেপিত রূপ অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নৌকায় উঠে সে যদি তা গ্রহণ করতে পারে তাহলে তা সে উপকূলে থেকেই গ্রহণ করতে পারতো। সে মনে মনে বলে : 'সমুদ্রে যিনি আমাদের আল্লাহ, ভূমিতেও তিনি আমাদের আল্লাহ।' এরপর তার স্ত্রী তার সাথে মিলিত হয়ে বলে যে, মহানবী মক্কায় তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। তারা তৎক্ষণাৎই মক্কায় ফিরে আসে। মহানবী জানতে পারেন যে সে ফিরে আসছে এবং তাঁর সাহাবিগণকে বলেন : 'আবু জহলের পুত্র ইকরামা তোমাদের কাছে ফিরে আসছে একজন মুসলমান হিসেবে। তোমরা তার পিতার কুৎসা করো না। মৃত ব্যক্তিকে কুৎসা করার অপরাধ মৃত ব্যক্তির কাছে যায় না – যায় জীবিত ব্যক্তির কাছে।'

মক্কায় আসার পর ইকরামা সরাসরি মুহাম্মদের কাছে যান। মহানবী তাঁকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করেন। ইকরামা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী তাঁকে বলেন : 'তুমি কি আজ আমার কাছে এমন কিছু চাইবে না যা আমি তোমাকে দিতে পারি।' ইকরামা বললেন : 'আপনি আল্লাহর কাছে দোওয়া করুন যেন তিনি আপনার সাথে আমার সব শত্রুতার জন্য আমাকে মাফ করেন। এটাই আমি আপনার কাছে চাই।' ইকরামার অনুরোধ অনুযায়ী মহানবী তাঁর জন্য দোওয়া করলেন। এরপর ইকরামা সত্য পথ অনুসরণে লোককে বাধা দেওয়ার জন্য কত অর্থ ব্যয় করেছেন এবং কত যুদ্ধ করেছেন তার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, এখন তিনি আল্লাহর পথে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করবেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করবেন। এ প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেন।

www.bjilibrary.com

হুনায়নের যুদ্ধ এবং তায়েফ অবরোধ

কুরাইশদের বিরুদ্ধে মহানবীর নির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও হাওয়াজিনরা তাদের সৈন্য সমাবেশের কাজ বন্ধ রাখে নাই। এমনকি তাঁর সহজে মক্কা বিজয় এবং মক্কার সব মূর্তিকে ধ্বংস করার সংবাদ তাদের আশঙ্কাকেও প্রশমিত করে নাই। আল-উজ্জা মন্দিরের ভাগ্য নিয়ে তাদের একটা ভীষণ ভয় ছিলো। এ মন্দিরটা ছিলো তাদের আল-লাত এর একটি সহযোগী মন্দির। মক্কায় মুসলমানরা ইতিমধ্যে দুই সপ্তাহ অতিবাহিত করেন। হাওয়াজিনরা এ সময় তায়েফের উত্তরে আওতাস উপত্যকায় প্রায় বিশ হাজার সৈন্যের একটা বাহিনীর সমাবেশ ঘটায়।

মক্কার তত্ত্বাবধানে আবদু শামস্ গোত্রের এক ব্যক্তিকে এবং খাযরাজ গোত্রের একজন যুবক ও জ্ঞানী ব্যক্তি মুয়াজ ইবন্ জাবালকে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের ধর্ম সম্পর্কিত সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করে মহানবী তাঁর সমগ্র বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এ সময় তাঁর বাহিনীতে যুক্ত হয় কুরাইশদের আরও দুই হাজার সৈন্য। এদের মধ্যে প্রায় সবাই সম্প্রতি মহানবীর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। কিন্তু সুহায়েল ও সাফওয়ানসহ অনেকে তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তারা হাওয়াজিনদের আক্রমণ থেকে শহর রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলো। শহর থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে মহানবী সাফওয়ানের কাছে একশ'টি বর্ম ধার নেওয়ার জন্য লোক পাঠান। তার কাছে ঐ অস্ত্র ছিলো বলে সবাই জানতো। সাফওয়ান বলে : 'হে মুহাম্মদ, এটা কি দান, না আমি তা আবার ফেরত পাবো – এর মধ্যে কোনটি?' মহানবী বলেন : 'এটা ধার এবং তা ফেরত দেওয়া হবে।' এরপর সাফওয়ান যে সব বর্ম ও অস্ত্র দেন তা বহনের জন্য উট সরবরাহ করতে সম্মত হয়। মহানবীর বাহিনী যখন শেষ শিবিরে পৌঁছায় তখন সাফওয়ান এসব অস্ত্র তাঁর কাছে হস্তান্তর করে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাওয়জিনদের যে সব উপগোত্র বেরিয়ে আসে তারা হলো ছাকিফ, নসর, জুসাম ও সা'দ ইবন্ বকর। তাদের প্রধান সেনাপতি ছিলো নসর গোত্রের ত্রিশ বছর বয়স্ক এক যুবক, নাম মালিক।

www.bjilibrary.com

এই তরুণ বয়সে মালিক রাজকীয় বদান্যতা ও অসাধারণ শৌর্যের জন্য সুনাম অর্জন করে। প্রবীণ লোকদের পরামর্শ উপেক্ষা করে সে তার সৈন্যদেরকে সাথে করে তাদের মহিলা, শিশু ও পশু আনার নির্দেশ দেয়। এই কারণে সে এই নির্দেশ দেয় যে, সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে তারা থাকলে সৈন্যরা আরও সাহসের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে। মক্কা থেকে যে বাহিনী রওনা দিয়েছে সে সম্পর্কে খবর আনার জন্য মালিক তিন জন গুপ্তচরকে প্রেরণ করে। কিন্তু সামান্য সময় পরে তারা ফিরে আসে প্রায় নির্বাক হয়ে, তারা ছিলো এক অদ্ভুত ধরনের প্রকম্পিত অবস্থায়। ভয়ে তাদের দেহের গ্রন্থি ঢিলা হয়ে যায় এবং অনেকের তা স্থানচ্যুত হওয়ার উপক্রম হয়। তাদের মধ্যে একজন বললো : 'আমরা বহু বর্ণবিশিষ্ট ঘোড়ার পিঠে সাদা লোককে দেখেছি। এ দৃশ্য দেখে আমরা ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি।' অন্য একজন বললো : 'আমরা এ জগতের লোকদের সাথে যুদ্ধ করছি না – তারা সব বেহেশতের লোক। আমাদের উপদেশ গ্রহণ করে সৈন্যদের প্রত্যাহার করো। অন্যথায় আমরা যা দেখেছি তা আমাদের লোকেরা দেখলে আমাদের মতো তারাও দুর্ভোগে পড়বে।' মালিক বললো : 'তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। তোমরা এ শিবিরের কাপুরুষ।' তাদেরকে মূল সৈন্যবাহিনী থেকে দূরে এক স্থানে আটকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো, যেন তারা সৈন্যদের মাঝে ভীতি ছড়াতে না পারে। তারপর সে তাদেরকে বললো : 'আমাকে একজন সাহসী লোক দেখাও।' কিন্তু পছন্দ করা ঐ সাহসী লোকটিও অন্যদের মতো ভীতিকর অবস্থায় ফিরে আসে। সেও শত্রুপক্ষের বাহিনীতে একই রকম ভীতিকর ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পায়। সে বলে : 'তাদের এ দৃশ্য অসহনীয়।' কিন্তু মালিক কোনো কথা শুনতে রাজি ছিলো না। সন্ধ্যার পর সে তার বাহিনীকে হুনায়ন উপত্যকায় অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। ঐ পথ দিয়েই শত্রুরা অতিক্রম করবে এটা সে জানতো। হুনায়নের প্রান্ত সীমায় সে তার বাহিনীকে থামার নির্দেশ দেয়। এ স্থান থেকে একটা রাস্তা ঢালু হয়ে উপত্যকার সমতলে গিয়ে শেষ হয়। দু'পাশেই ছিলো খাদ – এসব খাদের অনেক স্থান ছিলো অত্যন্ত প্রশস্ত। ওপর থেকে এই প্রশস্ততা দেখা গেলেও নিচ থেকে তা দেখা যায় না। এসব স্থানের দু'এক জায়গায় সে তার ঘোড়সওয়ার বাহিনীর বৃহৎ অংশ মোতায়েন করে। ইঙ্গিত পাওয়ার পর তারা যেন আক্রমণ করে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়। বাকী বাহিনীকে ওপরে গিরিখাতের পাশের রাস্তায় মোতায়েন করা হয়।

মহানবী ঐ রাতে উক্ত উপত্যকার অপর পাশে শিবির স্থাপন করেন। তিনি তাঁর লোকদের সাথে ফজর নামাজ পড়ার পর তাদের উৎসাহিত করেন

www.bjilibrary.com

এবং তাদের সুসংবাদ দেন যে, দৃঢ় থাকলে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। আকাশ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন ছিলো। উপত্যকার নিচে আসার সময় কিছুটা অন্ধকার ছিলো। পূর্বের মতো খালিদ সুলায়ম ও অন্যদেরকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এরপর আসলো মক্কার নতুন মুসলমান বাহিনী। দুলদুল-এর ওপর আরোহণ অবস্থায় মহানবী এ সময় সৈন্যদের কেন্দ্রস্থলে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলো স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীদের বাহিনী। মহানবীর আশেপাশে এবার তাঁর পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা ছিলো বেশি। এর মধ্যে ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ। মহানবী মক্কায় যাওয়ার পথে তাঁরা তাঁর সাথে যোগ দেন। এ ছাড়া ছিলেন আব্বাসের দুই বড় ছেলে ফজল ও কিছাম এবং আবু লাহাবের দুই পুত্র। মূল বাহিনীর পশ্চাতে ছিলো মক্কাবাসীরা – তারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই।

মুসলমান বাহিনীর অবতরণ প্রায় শেষ হওয়ার সময় আধা-আলোয় হাওয়াজিন বাহিনীকে অপর পাশের ঢালু এলাকায় তাদের ওপরে দেখা গেলো। এটা ছিলো এক ভয়ানক দৃশ্য। কারণ মূল বাহিনীর পশ্চাতে ছিলো হাজার হাজার উট – এসব উটের পিঠে আরোহণ করে ছিলো মহিলারা। অনেক উটের পিঠে আবার কেউ ছিলো না। প্রত্যুষের আবছা আলোয় এ সবকিছুই মূল বাহিনীর অংশ হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছিলো। ঐ দিকের পথ স্পষ্টতই বন্ধ ছিলো। কিন্তু কোনো নতুন নির্দেশ চাওয়ার আগে বা কোনো আদেশ দেওয়ার আগেই মালিক আক্রমণের ইঙ্গিত প্রদান করে। হাওয়াজিন বাহিনী আকস্মিকভাবে খাদ থেকে ঘোড়া পরিচালনা করে খালিদ ও তাঁর লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আক্রমণ এমনই দুর্বার ও আকস্মিক ছিলো যে খালিদ বনি সুলায়ম বাহিনীকে একত্রিত করতে ব্যর্থ হন। তিনি কোনো প্রতিরোধ বা সামান্য প্রতিরোধও করতে পারেন নাই। বরং তারা ঘুরে সামনের দিকে পলায়ন করে। তাদের পেছনে যে মক্কাবাসীরা ছিলো তারাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং যে ঢালু পথে তারা নেমে এসেছিলো সেই পথে তারা পলায়ন করে। ঘোড়া ও উটের দ্রুতগতিতে পলায়ন সংকীর্ণ রাস্তায় ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মহানবী এমন এক স্থানে ছিলেন যেখান থেকে ডান দিকে কিছুটা সরে যাওয়া যায়। তিনি রাস্তার ধারে দৃঢ় অবস্থান নিলেন। তাঁর সাথে ছিলো ক্ষুদ্র একটি বাহিনী। এর মধ্যে ছিলেন আবু বকর, উমর এবং কয়েকজন স্বদেশত্যাগী, সাহায্যকারী এবং উপস্থিত তাঁর পরিবারের সদস্যগণ। হারিছের পুত্র আবু সুফিয়ান মহানবীর পাশে দাঁড়িয়ে দুলদুল-এর জিনের রিং ধরে রইলেন।

মহানবী অন্যদেরকে তাঁর সাথে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের হট্টগলের মধ্যে তাঁর কথা মিলিয়ে গেলো। ফলে তিনি আব্বাসের দিকে তাকালেন। তাঁর গলার শব্দ ছিলো অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ। তিনি তাঁকে চিৎকার করে বলতে বললেন : 'হে গাছের পাশের সাহাবি! হে বাবলা (জাতীয়) গাছের তলার সাহাবি!' তাঁর ডাকে অবিলম্বে সাড়া পাওয়া গেলো চারদিক থেকে। 'লাব্বায়েক! আমরা আপনার সেবায় আছি' – স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীরা তাঁর পাশে এসে সংঘবদ্ধ হলেন। তাঁর কাছে এলেন একশ' জন লোক। সংকীর্ণ গিরিখাত পেরিয়ে তারা শত্রুদের আক্রমণ সাময়িকভাবে প্রতিহত করতে সমর্থ হলো। আব্বাস ক্রমাগতভাবে চিৎকার করছিলেন। যারা পালিয়ে গিয়েছিলো তারাও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ফিরে এলো। মহানবী দুলদুলের জিনের রেকাব অর্থাৎ পা-দানের ওপর দাঁড়ালেন। এর ফলে সবাই তাঁকে দেখতে পেলো এবং তিনিও সবাইকে দেখতে পেলেন। শত্রুরা পুনরায় নতুন করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মহানবী প্রার্থনা করলেন : 'হে আল্লাহ, আমি আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য প্রার্থনা করছি।' অতঃপর তিনি তাঁর দুধ-ভাইকে কিছু নুড়ি পাথর দিতে বললেন। এগুলো হাতে নিয়ে তিনি তা শত্রুদের দিকে ছুড়ে মারলেন, যেমন করেছিলেন তিনি বদর যুদ্ধে। যুদ্ধের পরিস্থিতি আকস্মিকভাবে পাল্টে গেলো। কিন্তু এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বোঝা গেলো না। এমনকি মুসলমানরাও যুদ্ধের গতি পরিবর্তনের কোনো কারণ অনুধাবন করতে পারলো না। কিন্তু শত্রুদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট ছিলো। এর আগেও তাদের গুপ্তচরদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। পরবর্তী পর্যায়ে অবতীর্ণ হয় ঐশী বাণী : 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিলো, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিলো। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাজিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের কর্মফল। এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওফিক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'১

এই পরাজয় ছিলো মারাত্মক। মালিক অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু পরিণামে সে ছাকিফ গোত্রের লোকদের সাথে পশ্চাদপসরণ করে

---

১. কুরআন, ৯ : ২৫-২৭।

www.bjilibrary.com

দেওয়াল ঘেরা তায়েফ শহরে আশ্রয় নেয়। হাওয়াজিনের মূল বাহিনীকে ধাওয়া করা হয় নাখলা পর্যন্ত এবং তাদের বহু লোককে হত্যা করা হয়। সেখান থেকে মুসলমান বাহিনী তাদের শিবির আউতাস-এ ফিরে আসে। মহানবী তখন সেখানে একদল সৈন্য পাঠান এবং তাদেরকে পর্বতে অবস্থান নিতে বলা হয়।

যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে শহীদ হন। বিশেষ করে সুলায়ম গোত্রের বাহিনী প্রাথমিক আক্রমণের শিকার হয়। কিন্তু প্রথম আক্রমণের সময় আনুপাতিক হারে কম লোক শহীদ হন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন উসামার বড় ভাই আইমান। মহানবীর পাশেই তাঁকে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়।

মূল বাহিনীর পশ্চাতে হাওয়াজিন শিশু ও মহিলাদের বন্দি করা হয়। উট, ভেড়া, ছাগল ছাড়াও যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে পাওয়া যায় চার হাজার আউন্স রূপা। মহানবী এর তত্ত্বাবধানে বুদায়েলকে নিয়োজিত করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন বন্দিসহ সবকিছু মক্কা থেকে দশ মাইল দূরে জিরানা উপত্যকার কাছে নিয়ে যায়।

হাওয়জিনদের এক অংশের মধ্যে ছিলো বনি সা'দ ইবন্ বকর-এর একটি দল। এই উপগোত্রের সাথে মহানবী তাঁর শৈশব কাটান। একজন বৃদ্ধা বন্দি তার আটককারীকে তিরস্কার করে। সে বলে : 'খোদার কসম, আমি তোমাদের প্রধান নেতার বোন।' তার কথায় বিশ্বাস না করলেও তারা তাকে মহানবীর কাছে নিয়ে আসে। ঐ বৃদ্ধা মহিলা বলে : 'হে মুহাম্মদ আমি তোমার বোন।' মহানবী তার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকান। ঐ মহিলার বয়স সত্তর বা তারও বেশি হতে পারে। মহানবী বলেন : 'এ দাবির কোনো প্রমাণ আছে?' ঐ মহিলা তৎক্ষণাৎ একটা কামড়ানোর দাগ দেখালো। সে বলে : 'আমি যখন তোমাকে সারার উপত্যকায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তুমি আমাকে কামড় দিয়েছিলে। আমরা সেখানে ছিলাম রাখালদের সাথে। তোমার পিতা ছিলো আমার পিতা এবং তোমার মাতা ছিলো আমার মাতা।' মহানবী দেখলেন যে ঐ মহিলা সত্য কথা বলছে। ঐ মহিলার নাম শায়মা – তাঁর দুধ-বোনের মধ্যে একজন। মহানবী তাঁর কম্বল বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর তাকে বসতে বললেন। মহানবী তাঁর পালক পিতা-মাতা হারিছ ও হালিমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা উভয়ে ইন্তেকাল করেছেন এ কথা জানতে পেরে মহানবীর দু'চোখ অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। কথা বলার পর মহানবী তাকে তাঁর সাথে থাকার সম্ভাবনা বা বনি সা'দ গোত্রে ফিরে যাওয়ার বিষয় উত্থাপন করলেন। ঐ মহিলা বললেন

www.bjilibrary.com

যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চান এবং নিজের গোত্রে ফিরে যেতে চান। মহানবী তাঁকে মূল্যবান উপহার দেন। মহানবী তাঁকে আরও অনেক কিছু দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে তাঁকে শিবিরের লোকদের সাথে থাকতে বললেন। তিনি বললেন যে, ফিরে এসে তিনি তাঁর সাথে আবার দেখা করবেন। এরপর তিনি সৈন্যবাহিনীর সাথে তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ছাকিফ গোত্রের লোকদের জন্য এক বছর চলার মতো খাদ্য শহরে মওজুদ ছিলো। মহানবী তাদের বিরুদ্ধে সবকিছু শেষ হওয়ার পর যে ইঞ্জিন ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন তা প্রতিরোধ করার উপায়ও তাদের যথেষ্ট ছিলো। তদুপরি তারা ছিলো দক্ষ তীরন্দাজ। উভয় পক্ষে ভীষণ তীর বিনিময় হয়। অর্ধেক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও মুসলমানরা শহর অধিকার করার কাছাকাছি আসতে পারে নাই। প্রথম দিন তারা যেখানে ছিলো, সেখানেই তারা অবস্থান করছিলো। এ সময়ের মধ্যে কিছুটা অর্জন অবশ্য হয়েছিলো – তা হলো কয়েক জন লোকের ইসলাম গ্রহণ। একজন সংবাদ বাহকের মাধ্যমে একদিন মহানবী ঘোষণা করেন যে, ছাকিফ গোত্রের কোনো ক্রীতদাস মুসলমানদের সাথে যোগ দিলে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। প্রায় কুড়ি জন ক্রীতদাস শহর থেকে কোনো রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং তারা মুসলমান শিবিরে এসে তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। প্রায় এক সপ্তাহ পরে মহানবী একটা স্বপ্ন দেখেন। তাঁকে মাখনের একটা পাত্র দেওয়া হয়। একটা মোরগ এসে তাতে ঠোকর দেয় এবং তা চলকিয়ে ফেলে দেয়। আবু বকর বলেন : 'আপনি যা ইচ্ছা করেছেন তা তাদের কাছ থেকে এখন পাবেন বলে আমার মনে হয় না।' মহানবী এ কথায় সম্মতি জানালেন। তিনি সম্ভবত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ছাকিফদের অবরোধ করে তাদের জয় করার এই পদ্ধতি ঠিক নয়। যাই হোক না কেন, তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে জিরানার দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। শহর থেকে চলে যাওয়ার সময় শহরবাসীকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য অনেকে মহানবীর কাছে অনুরোধ করেন। এ কথার জবাব না দিয়ে মহানবী দু'হাত তুলে বিনীত প্রার্থনা করেন এবং বলেন : 'হে আল্লাহ, ছাকিফদের পথ দেখাও এবং আমাদের কাছে তাদের নিয়ে এসো।'

তায়েফের দেওয়ালের পাশে যারা শহীদ হন তাদের মধ্যে ছিলো উম্মে সালামার সৎ ভাই এবং মহানবীর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ। তিনি সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেন।

www.bjilibrary.com

পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন

সৈন্যবাহিনী যখন জিরানায় পৌঁছায় তখন বন্দিদের সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা সহ চতুর্দিক থেকে ঘেরা একটা বিরাট এলাকায় রাখা হয়। এসব বন্দিদের মধ্যে ছিলো প্রায় ছয় হাজার মহিলা ও শিশু। তাদের প্রায় সবার পরনে ছিলো জীর্ণ কাপড়। তাদের সবাইকে একটা করে কাপড় দেওয়ার জন্য মহানবী খুজা'য়া গোত্রের একজনকে মক্কায় পাঠান নতুন কাপড় কেনার জন্য। যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে যে রূপা পাওয়া যায় তা থেকে এ কাপড় কেনার অর্থ জোগান দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়। উটের সংখ্যা ছিলো প্রায় চব্বিশ হাজার। ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যা এত বেশি ছিলো যে, কেউ তা গুণতে সাহস করে নাই। তবে তারা ধারণা করে যে, এ সংখ্যা কম-বেশি চল্লিশ হাজার হবে।

যুদ্ধলব্ধ মালের ভাগ পাওয়ার জন্য অনেকেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে মহানবী এমন কোনো কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না যা অপরিবর্তনীয়। কারণ তিনি ধারণা করেন যে, হাওয়াজিনরা তাঁর কাছে উদার আচরণের আবেদন জানিয়ে প্রতিনিধি পাঠাবে। কিন্তু এমন কিছু লোক ছিলো যাদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণে মহানবী দেরি করতে চাচ্ছিলেন না। যুদ্ধলব্ধ মালের তাঁর নিজের পঞ্চমাংশ একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। কারণ ঐ অর্থ গৃহীত হয় দান হিসেবে। সম্প্রতি অবতীর্ণ এক ওহীতে এক নতুন ধরনের লোককে অনুরূপ তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়ার দাবিদার বলে গণ্য করা হয়। ঐ ধরনের লোক হলো তারা, যাদের অন্তরকে আকর্ষণ করা প্রয়োজন। অবতীর্ণ ওহীতে বলা হয় : 'সাদাকা হলো কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'১ যাদের অন্তরকে আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জ্বলন্ত

---

১. কুরআন, ৯ : ৬০।

www.bjilibrary.com

দৃষ্টান্ত হলো কুরাইশ জনগণ। অবস্থার চাপে পড়ে তারা সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করে। আরব বিশ্বের বিধর্মীদের আচার-আচরণ মক্কায় নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একেবারে চুরমার হয়ে যায়। মহানবী আবু সুফিয়ানকে একশ' উট দিলেন। আবু সুফিয়ান যখন তাঁর দুই ছেলে ইয়াজিদ ও মুয়াবিয়ার কথা ভুলে না যাওয়ার কথা বললেন তখন তাদের প্রত্যেককে একশ' করে উট দেওয়া হলো। এর অর্থ হলো, আবু সুফিয়ান সর্বমোট তিনশ' উট পেলেন। এ ঘটনা কারও দৃষ্টিতে অগোচর রইলো না। খাদীজার ভাইপো হাকিমকে একশ' উট দেওয়া হলে সে আরও দুইশ' উট বেশি চাইলো। মহানবী তাকে সঙ্গে সঙ্গেই তা দিয়ে দিলেন। আবু সুফিয়ানের ক্ষেত্রে কোনো রকম ইতস্তত বা অনিচ্ছা দেখা দিলে দানের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু হাকিমের ক্ষেত্রে মহানবী মোটামুটি এমন কথা বলেন : 'এ সম্পদ হলো মনোরম সবুজ চারণ ক্ষেত্র। মনের বদান্যতার জন্য কেউ তা গ্রহণ করলে তার মধ্যে নিহিত আছে মঙ্গল। কিন্তু মনের গর্বের জন্য কেউ তা গ্রহণ করলে তার মধ্যে মঙ্গল থাকবে না। এক্ষেত্রে অবস্থা তার মতো হবে যে আহার করে অথচ পেট ভরে না। উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভালো (অর্থাৎ দানকারী দান গ্রহণকারীর চেয়ে ভালো); তোমার ওপর যারা নির্ভরশীল তাদের দান করতে শুরু করো।' হাকিম বলেন : 'যে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনার পর আর কোনো লোকের কাছ থেকে আমি কিছু গ্রহণ করবো না।' হাকিম দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে তাঁর হাত কখনই নিচের হাত হবে না। তিনি মাত্র একশ' উট গ্রহণ করেন এবং বাকী দাবি প্রত্যাহার করেন।১

সাহায্য গ্রহণকারী ঐ দলের মধ্যে আরও এমন সব মারাত্মক দুর্দশাগ্রস্ত লোক ছিলো যারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় নাই। এদের মধ্যে অনেককে একশ' করে উট দেওয়া হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো সাফওয়ান ও সুহায়েল। এরা দু'জনেই হুনায়ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানদের পরাজয় লক্ষ্য করে একজন মক্কাবাসী (যে তখনও মুসলমান হয় নাই) সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে সাফওয়ান তাকে তিরস্কার করে। সে বলে : 'আমার যদি একজন প্রভুকে থাকতে হয় তাহলে সে অবশ্যই হবে হাওয়াজিনের পরিবর্তে কুরাইশদের একজন লোক।' একশ' উট পাওয়ার পর সাফওয়ান মহানবীর সাথে সাথে যান। মহানবী তখন

১. ওয়াকিদী, ৯৪৫।

www.bjilibrary.com

যুদ্ধলব্ধ মাল দেখার জন্য জিরানা উপত্যকার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ মূল উপত্যকার পাশ দিয়ে অনেক ছোট ছোট উপত্যকায় যাওয়ার পথ ছিলো। এমন এক উপত্যকার চারণভূমি ছিলো খুবই মনোরম। ফলে এখানে উট, ভেড়া ও ছাগলে পূর্ণ ছিলো। অনেক লোক এসব পশু চরাচ্ছিলো। এ দৃশ্য দেখে সাফওয়ান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। মহানবী তাকে বলেন : 'এই মনোরম গিরিখাদ কি তোমার ভালো লাগে?' আনন্দের সাথে সাফওয়ান সম্মতি জানালে মহানবী বলেন : 'এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তোমার।' সাফওয়ান বললো : 'আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, কোনো নবীর অন্তর ছাড়া এমন মহত্ত্ব আর কারও থাকতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর নবী।'

সুহায়েলের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, জিরানায় তার সন্দেহ চূড়ান্তভাবে দূর হয়ে যায়। তার পুত্র আবদুল্লাহর সাথে পুনরায় ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হওয়া অথবা হুনায়ন যুদ্ধের বিস্ময়কর বিজয় প্রত্যক্ষ করা অথবা মহানবীর উপস্থিতি ও তাঁর উদারতার অভিজ্ঞতা অথবা এর সবকিছুর মাধ্যমে তার ঐ সন্দেহ দূর হয়। ইসলাম সে গ্রহণ করে কোনো রকম শর্তাধীনে নয়। তিন বছর পর আবদুল্লাহ যখন এক যুদ্ধে শহীদ হন এবং আবু বকর যখন শোকসন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা দেন তখন তিনি বলেন : 'আল্লাহর নবী বলেছেন বলে আমাকে বলা হয়েছে যে, শহীদরা তাদের নিজেদের সত্তর জন লোকের জন্য সমর্থন করবে। আমার আশা আছে যে, আমার পুত্র আমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে প্রথমে গণনা শুরু করবে না।'

মাখজুম গোত্রের কতিপয় নেতৃস্থানীয় লোক জিরানায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবু জহলের দুই ভাই, খলিদের সৎ ভাই হাশিম, মহানবীর চাচী আতিকা এবং জুহায়ের (এর ভাই সম্প্রতি তায়েফে শহীদ হন)। দশ বছর আগে এই জুহায়ের আবু জহলের বিরুদ্ধে এবং বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব-এর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের স্বপক্ষে এক সভায় প্রথম কথা বলেন। তাঁর মাতা আতিকা তাঁর পুত্রদের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুসলমান বাহিনী ঐ উপত্যকায় বেশ কয়েকদিন কাটালো। কিন্তু হাওয়াজিনদের কোনো প্রতিনিধি এলো না। এ কারণে মহানবী প্রত্যেককে তাদের যুদ্ধলব্ধ মালের অংশ ভাগ করে দিলেন। এ কাজ শেষ করতে না করতেই প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হলো। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলো তাঁর পালক-পিতা হারিছের ভাই। এদের মধ্যে চৌদ্দ জন ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাকীরা এখন ইসলাম গ্রহণ করলেন। সমগ্র

www.bjilibrary.com

হাওয়াজিন গোত্রকে তারা মহানবীর দুধ-জ্ঞাতি বলে গণ্য করার অনুরোধ জানালো এবং তারা মহানবীর বদান্যতা কামনা করলো। তারা বললো : 'আমরা আপনাকে আমাদের কোলে লালন করেছি এবং আমাদের বুকের দুধ পান করিয়েছি।' মহানবী বললেন যে, তারা আসবে না এমন চিন্তা করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন এবং ইতিমধ্যে যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণ করা হয়ে গিয়েছে। উত্তর জানা সত্ত্বেও মহানবী তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি – তাদের পুত্র এবং স্ত্রী, না সম্পদ। তারা বললো : 'আমাদের পুত্র ও স্ত্রীদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন।' তিনি বললেন : "তারা আমার ও আবদুল মুত্তালিব-এর পুত্রদের ভাগে পড়েছে। তারা তোমাদের লোক। অন্য লোক সহ আমি তোমাদের পক্ষে অনুরোধ জানাবো। জোহরের নামাজ পড়া শেষে তোমরা বলবে : 'মুসলমানদের সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য আমরা আল্লাহর নবীর কাছে অনুরোধ করছি এবং আমরা আল্লাহর নবীর সাথে মধ্যস্থতা করার জন্য মুসলমানদের কাছে অনুরোধ করছি'।"১

তাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছিলো তারা ঠিক তেমনটি করলো। মহানবী তখন উপস্থিত লোকদের বললেন যে, তারা তাদের ছেলেমেয়ে ও তাদের স্ত্রীদের তাদের কাছে ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছে। স্বদেশত্যাগী ও সাহায্যকারীরা তৎক্ষণাৎ বন্দিদের মহানবীর কাছে উপস্থিত করলেন। অনেক গোত্র একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলো এবং অনেকে অস্বীকার করলো। যারা অস্বীকার করলো তাদের অনুরোধ করা হলো যে, তারা যেন বন্দিদের ফেরত দেয় এবং ভবিষ্যতে এ জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এভাবে সব বন্দিই তাদের নিজের লোকদের কাছে ফিরে গেলো কেবলমাত্র একজন মহিলা ছাড়া। ঐ মহিলা পড়েছিলো মহানবীর মামাতো ভাই জুহরা গোত্রের সাদ-এর ভাগে এবং সে সাদ-এর সাথে থাকার ইচ্ছাই প্রকাশ করে।

মহানবী তাঁর দুধ-বোনকে বেশ কিছু উট, ছাগল ও ভেড়া দিয়ে তাঁকে বিদায় দেন। এ সময় প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও চলে যাচ্ছিলো। তিনি তাদের নেতা মালিক-এর সংবাদ জানতে চান। তারা মহানবীকে জানায় যে, সে তায়েফ-এ ছাকিফদের সাথে যোগ দিয়েছে। মহানবী বললেন : 'তার কাছে সংবাদ দাও যে, সে যদি মুসলমান হিসেবে আমার কাছে আসে তাহলে আমি তার পরিবারের সদস্য ও তার সম্পদ তাকে ফেরত দেবো এবং এ

১. ইবন্ ইসহাক, ৮৭৭।

www.bjilibrary.com

ছাড়াও আমি তাকে একশ' উট দেবো।' মহানবী ইচ্ছাকৃতভাবে মালিকের পরিবারের সদস্যদেরকে মক্কায় তাঁর চাচী আতিকার কাছে রাখেন এবং তার সম্পত্তির বিতরণ মুলতুবি রাখেন।

তায়েফে মালিকের কাছে এ সংবাদ দেওয়া হলে সে ছাকিফদের কাছে এ সম্পর্কে কোনো কথা বলে নাই। তার আশঙ্কা ছিলো যে, তার উদ্দেশ্যের কথা জানতে পারলে তারা তাকে বন্দি করবে। সে কারণে রাতে শহর ত্যাগ করে সে মুসলমান শিবিরে উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। মহানবী বিরাট ও ক্রমবর্ধমান হাওয়াজিন মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে মালিককে নিয়োগ করেন এবং ছাকিফদের অনুগত করানোর নির্দেশ দেন। এবার তায়েফের বিরুদ্ধে অবরোধ সংক্ষিপ্ত হলেও তা থাকে বিরামহীনভাবে। অন্য ধরনের এ অবরোধ ততটা প্রবল না হলেও মারাত্মক ছিলো।

মহানবী এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, মনের ওপর কাজ করার জন্য ধর্মের একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে। কিন্তু এটা নির্ভর করে ধর্মকে সাধারণভাবে গ্রহণ না করে কতটা গভীরভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার ওপর। এই অঙ্গীকারের পথে কোনো বাধা থাকলে তা দূর করতে হবে। যাদের অন্তরকে আকর্ষণ করা প্রয়োজন – অবতীর্ণ এ ওহীর নীতির প্রেক্ষিতে তিক্ততা ও হতাশার অনুভূতিই হলো এই বাধা। অন্যের কথা বাদ দিলেও অনেক প্রবীণ সাহাবি প্রথম দিকে এ নীতি অনুধাবন করতে পারেন নাই। যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ছাড়াও বিশিষ্ট বেদুইনদের মূল্যবান উপঢৌকন দেওয়া হয়। অথচ তাদের ইসলাম গ্রহণ প্রশ্নাতীত ছিলো না। অপর পক্ষে মরুভূমির অনেক উপযুক্ত লোকের দাবি উপেক্ষা করা হয়। জুহরা গোত্রের সা'দ মহানবীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, দামারা গোত্রের ধর্মভীরু জুয়ায়েলকে কিছু না দিয়ে তিনি ঘাতাফান গোত্রের উয়াইনা এবং তামিম গোত্রের আক্রাকে কেন একশ' করে উট দেন। অথচ জুয়ায়েল ছিলো তাদের দু'জনের চেয়ে অনেক বেশি গরিব। মহানবী উত্তর দেন : 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, উয়াইনা ও আক্রার মতো বিস্ময়কর ব্যক্তির চেয়ে জুয়ায়েল-এর মর্যাদা অনেক বেশি। তাদের অন্তরকে আমি আকর্ষণ করেছি এই কারণে যে, তারা যেন আল্লাহর কাছে আরও বেশি করে আত্মসমর্পিত হয়। অন্যদিকে আমি জুয়ায়েলের আনুগত্যে১ আস্থা রেখেছি এবং সে তা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে।'২

---

১. ইসলাম।

২. ওয়াকিদী, ৯৪৮।

www.bjilibrary.com

এ ছাড়া স্বদেশত্যাগীদের মধ্য থেকে আর কোনো আপত্তি উত্থাপন করা হয় নাই। কিন্তু মহানবীর জিরানায় অবস্থানের শেষ দিকে চার হাজার সাহায্যকারীর মনে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকে ছিলো দরিদ্র। কিন্তু ব্যতিক্রমভাবে যথেষ্ট যুদ্ধলব্ধ মালের মধ্যে তারা প্রত্যেকে চারটি করে উট অথবা এর সমপরিমাণ ভেড়া ও ছাগল পায়। তারা যুদ্ধবন্দিদের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ পাওয়ার আশা করেছিলো। কিন্তু মহানবীকে খুশি করার জন্য তারা এ ক্ষেত্রে প্রাপ্য অংশ ইতস্তত না করেই ছেড়ে দেয়। তারা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছে যে, কুরাইশদের ষোল জন প্রভাবশালী লোক ও অন্যান্য গোষ্ঠীর চার জন নেতাকে মূল্যবান উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে। এসব উপঢৌকন প্রাপ্তদের সবাই সম্পদশালী লোক। কিন্তু মহানবীর কাছ থেকে সাহায্যকারীরা কোনো উপঢৌকন পায় নাই। স্বদেশত্যাগীদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য; কিন্তু মদীনাবাসীদের জন্য এটা আত্মতৃপ্তির বিষয় ছিলো না। কারণ অধিকাংশ উপঢৌকনই কুরাইশ লোকদের কাছে গিয়েছে। আর কুরাইশ লোক হলো স্বদেশত্যাগীদের ঘনিষ্ট জ্ঞাতি। সাহায্যকারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো : 'আল্লাহর নবী তাঁর নিজের লোকদের সাথে যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধের সময় আমরা তাঁর সঙ্গী। কিন্তু যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণ করার সময় তাঁর নিজের লোক ও পরিবারের লোকই সঙ্গী হয়। কেমন করে এটা হচ্ছে তা আমরা জানতে আগ্রহী। এটা যদি আল্লাহর কাছ থেকে হয় তাহলে আমরা তা ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করবো। কিন্তু এটা যদি শুধু মহানবীর চিন্তাপ্রসূত হয় তাহলে আমরা তাঁকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার কথা বলবো।'

তাদের মধ্যে এই অনুভূতি জোরদার হলে সা'দ ইবন্ উবাদা মহানবীর কাছে গিয়ে তাদের কথা ও চিন্তায় যা আছে তা বলেন। মহানবী বললেন: 'হে সা'দ, এর মধ্যে তোমার অবস্থান কোথায়?' তিনি উত্তর দিলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমি তাদের মধ্যে একজন। এ নির্দেশ কোথা থেকে আসছে তা আমরা জানতে আগ্রহী।' যুদ্ধবন্দিদের যে স্থানে আশ্রয়ের জন্য রাখা হয়েছিলো সেখানে সব সাহায্যকারীকে আসার জন্য মহানবী তাঁকে বলেন। সা'দ-এর অনুমতিক্রমে সেখানে কয়েকজন স্বদেশত্যাগীও উপস্থিত থাকেন। অতঃপর মহানবী সেখানে যান এবং আল্লাহর প্রতি প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন : 'সাহায্যকারী জনগণ, আমি জানতে পেরেছি যে আমার বিরুদ্ধে তোমাদের মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছে। আমি কি তোমাদের ভুল পথে পরিচালিত হতে দেখিনি এবং আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। তোমরা গরিব

www.bjilibrary.com

ছিলে আল্লাহ তোমাদের সম্পদশালী করেছেন। তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে এবং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন।' তারা বললো : 'হ্যাঁ, এ কথা সত্য। আল্লাহ ও তাঁর নবী সবচেয়ে বেশি উদার ও সদয়।' মহানবী বললেন : 'তোমরা কি আমার বিরুদ্ধে কথা বলবে না?' তারা কিছুটা ইতস্তত করে জবাব দিলো : 'কিভাবে আমরা কথা বলবো?' তিনি উত্তর দিলেন : 'তোমরা ইচ্ছা করলে আমার সম্পর্কে বলতে পারো এবং যা বিশ্বাস করো তা সত্যভাবে বলো : 'আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন অসম্মানিত অবস্থায় এবং আমরা আপনাকে সম্মানিত করেছি, আপনি ছিলেন হতভাগ্য এবং আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি, আপনি ছিলেন গৃহ থেকে বিতাড়িত এবং আমরা আপনাকে গৃহে স্থান দিয়েছি, আপনি ছিলেন নিঃস্ব এবং আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছি।' হে সাহায্যকারীরা, দুনিয়ার জিনিস নিয়ে তোমাদের মন আলোড়িত হয়েছে অথচ আমি মানুষের মনকে আকর্ষণ করেছি যেন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে। তোমরা যখন এমন ছিলে আমি কি তোমাদের ইসলামের ওপর সমর্পণ করি নাই? হে সাহায্যকারীরা, তোমরা কি যথেষ্ট সন্তুষ্ট নও যে, অন্যরা সাথে করে তাদের ভেড়া ও উট নিয়ে যাচেছ আর তোমরা তোমাদের বাড়িতে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছো আল্লাহর নবীকে? সাহায্যকারীরা ছাড়া সব লোক যদি এক পথে যায় আর সাহায্যকারীরা অন্য পথে যায় তাহলে আমি সাহায্যকারীদের পথে যাবো। আল্লাহ সাহায্যকারী, তাদের পুত্র ও পুত্রের পুত্রদের ওপর দয়া করুন।' চোখের পানিতে দাড়ি না ভেজা পর্যন্ত তারা ক্রন্দন করলো এবং এক সাথে বললো : 'আমরা মহানবীকে আমাদের ভাগে পেয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট এবং এটা আমাদের ভাগ্য।'১

১. ইবন্ ইসহাক, ৮৮৬।

www.bjilibrary.com

বিজয়ের পর

জিরানা থেকে মহানবী উমরা হজ্জ করেন এবং তারপর মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় পৌঁছার কিছু আগে ছাকিফ গোত্রের উরউয়া তাঁকে অতিক্রম করেন। হুদাইবিয়ায় নিজেদের নেতার প্রতি মুসলমানদের ভক্তি দেখে এই লোকটি খুবই অভিভূত হন।১ সাম্প্রতিক অভিযানের সময় উরউয়া ইয়েমেনে ছিলেন। হুনায়ন বিজয়ের বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ তিনি শোনেন ফিরে আসার পর। মহানবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর পূর্বেই হয়, কিন্তু এই ইচ্ছা পুরোপুরি ছিলো না। সবকিছু শোনার পর তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। মহানবীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পর তিনি তাঁর কাছে তায়েফ গিয়ে ছাকিফ গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানোর অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহানবী বলেন : 'তারা তোমাকে হত্যা করবে।' উরউয়া বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমি তাদের কাছে তাদের প্রথম জন্মগ্রহণ করা শিশুর চেয়ে প্রিয়।' কিন্তু মহানবী পুনরায় বললেন : 'তারা তোমাকে হত্যা করবে।' কিন্তু উরউয়া যখন মহানবীর কাছে তৃতীয় বারের মতো অনুমতি প্রার্থনা করলেন তখন তিনি বললেন : 'তুমি যদি ইচ্ছা করো তাহলে যাও।' মহানবী যা বলেছিলেন ঠিক সেই ধরনের ঘটনাই ঘটলো। তীরন্দাজরা তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেললো এবং অল্পক্ষণ পরেই তারা তীর দিয়ে তাঁকে মারণাঘাত হানলো। তিনি যখন মারা যাচ্ছিলেন তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে তাঁর মৃত্যুচিন্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন : 'এটা একটা দয়া যা আল্লাহ তাঁর দান হিসেবে আমাকে দিয়েছেন।' তারপর তিনি তাদেরকে বলেন যে, সম্প্রতি তায়েফ অবরোধকালে যারা শহীদ হন তাঁদের পাশে যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। তাঁকে সেভাবেই কবর দেওয়া হয়। মহানবীকে যখন উরউয়ার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি বলেন : 'উরউয়া যেন সূরা ইয়াসিন২-এর লোকটার মতো। সে তাঁর লোকদের আল্লাহর

---

১. 'কুরাইশদের উভয় সঙ্কট' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২. কুরআনের সূরা নং ৩৬।

www.bjilibrary.com

পথে আহ্বান জানালো এবং তারা তাকে হত্যা করলো।'১ ঐ লোকটার নাম হাবিব এবং সে ছিলো এ্যান্টিয়োক-এর একজন ছুতার। যীশুর একজন শিষ্য পিটার এবং অন্যদের তাড়িয়ে দেওয়ার পর সে তার লোকদের যীশুর বাণী গ্রহণ করার আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে এবং পবিত্র কুরআনের কথায় : 'তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বললো হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোনোক্রমে জানতে পারতো যে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'২ উরউয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ও ভাইপো তায়েফ ত্যাগ করে মদীনায় মহানবীর কাছে চলে আসেন। মদীনায় এসে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের চাচাত ভাই মুগীরার সাথে বসবাস করেন। মুগীরা ছিলেন একজন স্বদেশত্যাগী।

মূ'তায় আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহার মৃত্যুতে মহানবী শুধু তাঁর একজন মান্যবর সাহাবিকেই হারান নাই, তিনি একজন শ্রদ্ধেয় কবিকেও হারান। কারণ তিনি আবদুল্লাহর কবিতাকে হাসান ও কা'ব ইবন্ মালিকের কবিতার সঙ্গে তুলনা করতেন। কিন্তু সাধারণভাবে এ সময় দু'জন আরব কবিকে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে মনে করা হতো। এদের মধ্যে একজন হলেন লাবিদ৩ এবং অন্যজন হলেন আগের যুগের প্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম জুহায়ের ইবন্ আবি সালমার পুত্র কা'ব। মুজাইনা গোত্রের লোক হওয়া সত্ত্বেও কা'ব তাঁর প্রায় সারা জীবন কাটায় ঘাতাফানদের সাথে। ফলে ইসলামি প্রভাবের আওতায় সে আসতে পারে নাই। যদিও তাঁর নিজের গোত্র মুজাইনা ছিলো ইসলামি প্রভাবে প্রভাবান্বিত। তার ভাই বুজায়ের হুদাইবিয়ার পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কা'ব নতুন ধর্মকে চিৎকার করে বাতিল করে দেয় এবং মহানবীর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতা লেখে। মহানবী একথা সবাইকে জানিয়ে দেন যে, অপরাধীকে কেউ হত্যা করলে সে আল্লাহর জন্য কাজ করেছে বলে গণ্য করা হবে। বুজায়ের ইতিমধ্যে তার ভাইকে মহানবীর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করার কথা বলেন। কিন্তু তাঁর এ প্রয়াস সফল হয় নাই। তিনি বলেন : 'তিনি (মহানবী) কাউকে হত্যা করেন না, যে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে আসে।' মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাঁর পূর্বের বাণী অনুসরণ করে এক কবিতায় যোগ করেন–

---

১. ওয়াকিদী, ৯৬১।

২. কুরআন, ৩৬ : ২৬-২৭।

৩. 'বেহেশত ও পারলৌকিক অবস্থা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা
উজ্জা বা লাত নয়,
তোমার কাছ থেকে কেউ পালাতে পারে না,
পলায়ন ও অতিক্রম করতে পারে না,
একদিন যখন কেউ পালাতে পারবে না
মানুষের কাছ থেকে পলায়নও নয়,
কেবলমাত্র তার কাছ থেকে ছাড়া
যাঁর অন্তর পবিত্র আল্লাহর আনুগত্যে।

সব এলাকা থেকে হাজার হাজার লোকের ইসলাম ধর্মে অন্তর্ভুক্তির ফলে কা'ব অনুভব করে যে, তার বিশ্ব ক্রমেই তার কাছে ছোট হয়ে আসছে। ফলে সে ভয়ে মদীনায় পালিয়ে যায়। মদীনায় সে তার বন্ধু জুহাইনা গোত্রের একজন লোকের বাড়িতে যায় এবং তার কাছে সে ইসলাম গ্রহণ করে। পরদিন ফজর নামাজের সময় তিনি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন এবং নামাজ শেষে মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে হাত রেখে বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, জুহায়ের-এর পুত্র কা'ব যদি অনুতপ্ত হয়ে, একজন মুসলমান হিসেবে আপনার কাছে আসে এবং আপনার কাছে যদি আশ্রয় চায় এবং আমি যদি তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসি তাহলে আপনি কি তাকে গ্রহণ করবেন?' মহানবী উত্তর দেন যে তিনি তাকে গ্রহণ করবেন। মহানবীর কথা শুনে কা'ব বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমিই জুহায়ের-এর পুত্র কা'ব।' সাহায্যকারীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে তার (কা'ব) মাথা দেহ থেকে দ্বিখণ্ডিত করার অনুমতি চাইলে মহানবী বলেন : 'তাঁকে থাকতে দাও। সে অনুতপ্ত হয়ে এসেছে। সে আর আগের মতো নেই।' এ উপলক্ষে কা'ব যে গীতিকাব্য রচনা করেন তা আবৃত্তি করেন। এ গীতিকাব্যটি ছিলো ঐতিহ্যবাহী বেদুইন পদ্ধতির – চমৎকার শব্দ নির্বাচন এবং খুবই সুশ্রাব্য। এতে আছে প্রকৃতির অনেক স্পষ্ট বর্ণনা। কিন্তু এর মূল কথা হলো ক্ষমা প্রার্থনা। কবিতাটি শেষ হয়েছে মহানবী ও স্বদেশত্যাগীদের প্রশংসা করে :

নবী হলেন আলো,
আলোর উৎস,
প্রাচ্যের ছুরির ফলক, আল্লাহর
তরবারির মধ্যে উন্মুক্ত তরবারি,
কুরাইশ সঙ্গীদের মধ্যে।
তারা যখন ইসলামকে মক্কার
উপত্যকায় পছন্দ করলো,

www.bjilibrary.com

মানুষরা বললো : 'দূর হও!'
তারা চলে গেলো দুর্বল প্রাণী হিসেবে নয়,
পলায়নপর লোকের মতো নয়,
পশুর পিঠে দোলায়িত অবস্থায়
এবং অল্প অস্ত্র নিয়ে,
কিন্তু গেলো বীরের মতো, গর্বিত ও
সম্মানের সাথে, উজ্জ্বলতায়,
দাউদের বর্ম১ পরে শত্রুদের মোকাবিলায়।

কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে মহানবী তাঁর ডোরাকাটা ইয়েমনি জামা খুলে কবির কাঁধে ছুড়ে দিলেন তাঁর ভাষার কারুকার্যের স্বীকৃতি হিসেবে।২ পরবর্তীকালে মহানবী তাঁর একজন সাহাবিকে বলেন : 'সাহায্যকারীদের উত্তম দিক সম্পর্কেও সে বলতে পারতো। কারণ তারা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।' কা'ব-এর কাছে এ কথা বলা হয়। কা'ব তখন সাহায্যকারীদের নিয়ে অন্য একটি কবিতা রচনা করেন। ঐ কবিতায় তিনি যুদ্ধে তাদের শৌর্য ও সাহসিকতা, তাদের আশ্রয়ের নিশ্চয়তা এবং অতিথিদের প্রতি উদারতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেন।৩

এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মারিয়ার সন্তান প্রসবের জন্য তাদের আর বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না। খাদীজার সব সন্তান প্রসবের সময় সালমা উপস্থিত থেকে সব কাজ করতেন। এখন অবশ্য সালমা বৃদ্ধা হয়ে গেছেন। পঁচিশ বছর আগে তিনি ফাতিমাকে এই দুনিয়ায় নিয়ে আসতে সাহায্য করেন। কিন্তু তবু তিনি অনুরোধ করেন যে, মহানবীর নতুন শিশুর জন্মের সময়ও তিনি ঐ দায়িত্ব পালন করবেন। ফলে সন্তান প্রসবের সময় যখন নিকটবর্তী হলো তখন তিনি উত্তর মদীনায় মারিয়ার কামরায় গেলেন।

শিশুটির জন্ম হয় রাতে। ঐ রাতেই জিবরাইল মহানবীর কাছে এসে এমনভাবে কথা বলেন যা তিনি আগে কখনও করেন নাই। তিনি তাঁকে সম্বোধন করেন 'হে ইবরাহীমের পিতা' বলে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই সালমা তাঁর স্বামী আবু রফিকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে মহানবীর কাছে গিয়ে সংবাদ দিতে বলেন যে, তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। পরদিন ফজর নামাজের পর মহানবী মসজিদে সাহাবিগণকে তাঁর সন্তান জন্ম

---

১. পবিত্র কুরআন (৩৬ : ১০) অনুযায়ী দাউদ (ডেভিড) নবী সংযুক্ত বর্ম আবিষ্কার করেন।
২. ইবন্ ইসহাক, ৮৯৩।
৩. ইবন্ হাম্বল, ৮৯৩।

www.bjilibrary.com

হওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন : 'আমার পিতার নাম অনুসারে তার নাম রেখেছি ইবরাহীম।' এ সংবাদে মদীনায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। আর সাহায্যকারী মহিলাদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হলো ঐ শিশুর দুধ-মাতা হওয়ার জন্য। শিশুর মায়ের কাছাকাছি স্থানে বাস করতেন এমন এক কর্মকারের স্ত্রী এই সৌভাগ্য অর্জন করলেন। মহানবী প্রায় প্রতিদিনই পুত্রকে দেখতে যেতেন এবং সেখানে সামান্য সময় নিদ্রায় কাটাতেন।

অনেক সময় ইবরাহীমকে তাঁর পিতার গৃহে আনা হতো। আয়েশা বলেন যে, একদিন মহানবী তাকে কোলে করে তাঁর (আয়েশা) কাছে নিয়ে এসে বলেন : 'দেখো, আমার মতো দেখতে হয়েছে।' আয়েশা বলেন : 'আপনার সাথে কোনো মিল আমি দেখতে পাইনি।' মহানবী বলেন : 'তুমি দেখছো না তার গায়ের রং ফর্সা এবং তার দেহ কত সুন্দর?' আয়েশা উত্তর দেন : 'যে সব ভেড়ীর দুধ তাকে খাওয়ানো হয় তা হলো হৃষ্টপুষ্ট ও সুন্দর।' একজন রাখালকে প্রতিদিন দুধ-মাতার কাছে কিছু দুধ পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।

মক্কা থেকে ফিরে আসার পর ছ'মাস মহানবী মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বেশ ক'টি ছোট অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে একটি ছিলো তা'য়ে গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান। মদীনার উত্তর-পূর্ব দিকে এই গোত্রের সীমানা ছিলো। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন আলী। আলীকে পূর্বে একবার লোহিত সাগরের কাছে কুদায়দ-এ অবস্থিত মান্নাত-এর মন্দির ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়। ফলে আরবের তিনটি প্রধান মূর্তিপূজার কেন্দ্রের মধ্যে কেবলমাত্র তায়েফ-এ আল-লাত এর মন্দির ধ্বংস করতে বাকী থাকে। তা'য়ে-তে মূর্তিপূজার একটি কেন্দ্র ছিলো – এটার নাম 'ফালস্' (Fuls)-এর মন্দির। তা'য়ে-র জনগণ খ্রীষ্টান ছিলো না এবং তারা এই মূর্তির উপাসনা করতো। এবার এ অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ঐ মন্দির ধ্বংস করা। তা'য়ে ছিলো কবি হাতিম১-এর গোত্র। তার পুত্র আদি তার পিতার মতোই খ্রীষ্টান ছিলো এবং পিতার মৃত্যুর পর সে উত্তরাধিকার সূত্রে ঐ গোত্রের প্রধান হয়।

আলী ও তাঁর লোকদের আকস্মিক আগমনে আদি তার এক বোন ছাড়া পরিবারের সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঐ গোত্রের অন্যান্য লোকদের সাথে আদির বোনকেও বন্দি করা হয়। মদীনায় মহানবীর কাছে তাকে আনা হলে সে তাঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য

---

১. 'গৃহ ও পরিবার' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

অনুরোধ করে। সে বলে : 'আমার পিতা সব সময় বন্দিকে মুক্তি দিতো, অতিথিদের উত্তম স্থানে রাখতো, ক্ষুধার্তকে পেট ভরে খেতে দিতো এবং দুর্দশাগ্রস্তদের সান্ত্বনা দিতো। কোনো অনুগ্রহ প্রার্থীকে সে কখনও ফিরিয়ে দিতো না। আমি হাতিমের মেয়ে।' মহানবী তার সাথে সদয়ভাবে কথা বলেন এবং সবার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন : 'তাকে যেতে দাও। কারণ তার পিতা আদর্শ জীবনযাপন ভালোবাসতো এবং একইভাবে আল্লাহ এমন লোককে ভালোবাসেন।'

ইতিমধ্যে তা'য়ে গোত্রের এক লোক তাকে মুক্ত করার অনুরোধ নিয়ে আসে। মহানবী তার হাতে তাকে সমর্পণ করেন এবং তাকে একটি উট ও উত্তম পোশাক প্রদান করেন। সে তার ভাই আদির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আদিকে পাওয়ার পর সে তাকে মদীনায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। মদীনায় যাওয়ার পর আদি ইসলাম গ্রহণ করেন, মহানবীর প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেন এবং নিজের কাছে তা'য়ের নেতৃত্ব রাখার অনুমোদন লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী মিত্র হিসেবে প্রমাণ দেন।

এ সময়ের মধ্যে রজব মাসের শুরুতে মহানবী ইথিওপিয়ার সম্রাটের মৃত্যুর খবর পান। এ সংবাদ পাওয়ার পর মসজিদে পরবর্তী নামাজ পড়ার পর মহানবী উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বলেন : 'আজ একজন ধার্মিক লোক ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং তোমরা দাঁড়িয়ে তোমাদের ভাই আসামা'র জন্য দোওয়া করো।'[১] তারপর তিনি জানাজার নামাজে ইমামতি করেন। পরবর্তী সময়ে আবিসিনিয়া থেকে খবর পাওয়া যায় যে, সম্রাটের কবরের ওপর একটা আলো সব সময় উজ্জ্বল অবস্থায় দেখা গেছে।[২]

---

১. বুখারী, ৬৩/৩৭।
২. ইবন্ ইসহাক, ২২৩।

www.bjilibrary.com

তাবুক

হুনায়ন যুদ্ধের কিছু পরে সম্রাট হেরাক্লিয়াস জেরুসালেমে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর পবিত্র প্রতিমূর্তি পুনঃস্থাপন করে এবং এটা পার্সিয়ানদের ওপর বাইজেন্টাইনদের চূড়ান্ত বিজয় সূচিত করে। এই বিজয়ের কথা ঐশী বাণীতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ঐ দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।১ আনন্দ করার অবশ্য কারণ আছে। সিরিয়া এবং মিশর থেকে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে পার্সিয়ানদের বাধ্য করা হয়। কিন্তু সিরিয়ার ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, একটা বিপদের পরিবর্তে অন্য একটা বিপদ এসে উপস্থিত হয়। শুধুমাত্র এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, নতুন ইসলামি রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখীন বলে মনে হয়। মদীনায় একটা গুজব বেশ জোরেশোরে শোনা যায় যে, ইয়াছরিবের বিরুদ্ধে একটা দীর্ঘ আক্রমণের জন্য হেরাক্লিয়াস তার সৈন্যদের এক বছরের বেতন অগ্রিম দিয়েছে। তদুপরি এটাও বলা হয় যে, বাইজেন্টাইনরা ইতিমধ্যে দক্ষিণে 'বাল্‌কা' পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে এবং আরব গোত্র লাখম, জুধাম, ঘাসান ও আমিলাদের সমবেত করেছে। এসব সংবাদ আংশিকভাবে অতিরঞ্জিত এবং আংশিকভাবে সত্যের বিপরীত। তদুপরি এটা এখনও সাধারণভাবে জানা যায় নাই যে, পার্সিয়া অভিযানের সময় হেরাক্লিয়াস একটা স্বপ্ন দেখে – ঐ স্বপ্নে সে একজন 'সুন্নত করা' ব্যক্তির শাসনে সারা সিরিয়ার বিজয় দেখে। তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে যে ব্যক্তি পত্র লেখেন তিনি সেই ব্যক্তি বলে সে মনে করে। এই স্বপ্নের শক্তি ও স্পষ্টতা এমন ছিলো যে তা তাকে দক্ষিণের দিকে যাত্রা করতে বাধা দেয়, এমনকি বিশেষ ভাবে সিরিয়ার প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও কোনো কিছু করতে তা নিষেধ করে। অতঃপর সে জেরুসালেম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে হোমস্ (HOMS)-এ চলে যায় এবং সেখানে সে তার জেনারেলদের কাছে প্রস্তাব করে যে, মহানবীর সাথে একটা সন্ধি করা যেতে পারে। সে নিশ্চিত ছিলো যে সমগ্র প্রদেশ পরিশেষে

---

১. কুরআন, ৩০ : ৪।

www.bjilibrary.com

বিজিত হয়ে যাবে। সে মহানবীকে সিরিয়ার প্রদেশ দিতে চায় এই শর্তে যে, এর উত্তর সীমান্তের বাইরে তিনি আর অগ্রযাত্রা করবেন না। জেনারেলরা এই পরিকল্পনায় বিস্ময় প্রকাশ করে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের চূড়ান্ত বিরূপ মনোভাবের জন্য সে তার পরিকল্পনা বাতিল করে। কিন্তু সে তার স্বপ্নের কথা কোনো দিন বিস্মৃত হয় নাই।

একইভাবে মহানবী নিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহ তাঁর ইসলামের সৈন্যদের কাছে সিরিয়া উন্মুক্ত করে দেবেন। ঐ আক্রমণের সময় আগত মনে করেই হোক বা অবশ্যম্ভাবী দক্ষিণাঞ্চল অভিযানের জন্য সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ থেকেই হোক, মহানবী বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘোষণা দেন। এ জন্য তিনি সবচেয়ে বড় ও উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গড়ে তোলার কাজে মনোযোগ দেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো কথা প্রথমে প্রকাশ করেন নাই এবং যতদূর সম্ভব গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। কিন্তু এবার গোপনীয়তা রক্ষার কোনো চেষ্টা তাঁর ছিলো না। মক্কায় মিত্র গোষ্ঠীগুলোকেও এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হলো যে, তারা যেন অবিলম্বে সিরিয়া অভিযানের জন্য মদীনায় তাদের সৈন্য ও ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে দেয়।

এ সময়টা ছিলে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে। এ মৌসুমটা ছিলো গরমের মৌসুম। ঐ বছর আবার খরা হয় এবং তাপমাত্রা ছিলো সাধারণভাবে আগের তুলনায় অনেক বেশি। এ সময় খাওয়ার জন্য প্রচুর পাকা ফল পাওয়া যেত। এ কারণে অনেকে অভিযানে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হতো না। রোমের রাজকীয় অশ্বারোহী দলের সুনাম ছিলো যে তারা দুর্ভেদ্য। এ কারণেও অভিযানে যেতে অনেকের অনাগ্রহ ছিলো। ভণ্ড এবং মুসলমানদের মধ্যে কম ধর্মনিষ্ঠরা নানা অজুহাত নিয়ে মহানবীর কাছে উপস্থিত হয়। তারা শহরে থাকার কথা বলে। অনেক বেদুইনও একই কথা বলে। কা'ব ইবন্ মালিক, খাযরাজ গোত্রের দু'জন এবং আউস গোত্রের একজন ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এ চার জন ইচ্ছাকৃতভাবে গৃহে থাকার জন্য যেমন সিদ্ধান্ত নেন নাই তেমনি তারা কোনো অজুহাতও দেখান নাই। কিন্তু ঐ মৌসুমে তারা মদীনা ছেড়ে যেতে অনাগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তারা কোনো প্রস্তুতি নেন নাই এবং তারা একদিনের কাজ পরদিন সম্পাদনের জন্য ফেলে রাখে। এতে দেখা যায় তারা অনেক দেরি করে ফেলেছে এবং সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ধনী ব্যক্তিরা তাদের অর্থ প্রদানে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। আরোহণ করার জন্য উসমান একাই অনেক

www.bjilibrary.com

পশু প্রদান করেন এবং দশ হাজার লোকের সরঞ্জাম দেন। এতদসত্ত্বেও, যারা যেতে আগ্রহী ছিলো তাদের জন্য এসব মালামাল যথেষ্ট ছিলো না। পরবর্তীতে নাজিল১ হওয়া একটি বাণীতে 'সাত জন ক্রন্দনকারীর' কথা আছে। এদের মধ্যে পাঁচ জন ছিলেন নিঃস্ব সাহায্যকারী এবং মুজাইনা ও ঘাতাফান গোত্রের দু'জন বেদুইন। মহানবী তাদেরকে অনিচ্ছাকৃতভাবে ফিরিয়ে দেন। কারণ তিনি তাদের পশুর পিঠে আরোহণ করাতে ব্যর্থ হন। মহানবীর কাছ থেকে চলে যাওয়ার সময় তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

বেদুইনদের সব দল আসার পর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার। এর মধ্যে দশ হাজার ছিলো ঘোড়সওয়ার। শহরের বাইরে একটা শিবির স্থাপন করা হয় এবং যাত্রা করার পূর্ব পর্যন্ত আবু বকরকে তাদের তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যাত্রার সব আয়োজন শেষ হলে মহানবী নিজে যাত্রা করেন এবং গোটা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

মহানবী তাঁর পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করার জন্য আলীকে রেখে যান। কিন্তু ভণ্ডরা গুজব ছাড়ায় যে, মহানবী তাঁকে বোঝা মনে করেন এবং তাঁর উপস্থিতি থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেছেন। এ কথা শুনে আলী এমনই দুঃখ পান যে তিনি বর্ম পরিধান করে অস্ত্র হাতে নেন এবং প্রথম বিশ্রাম স্থানেই মহানবীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি মহানবীর সাথে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। লোকেরা কি বলাবলি করছে তা তিনি মহানবীকে বলেন। তাঁর কথা শুনে মহানবী বলেন : 'তারা মিথ্যা বলছে। আমি পেছনে যাদের রেখে এসেছি তাদের জন্য আমি তোমাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেই। সুতরাং তুমি ফিরে যাও এবং আমার ও তোমার পরিবারের আমার প্রতিনিধিত্ব করো। হে আলী, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, মূসার কাছে যেমন ছিলেন হারুন তেমনি তুমি আমার কাছে। তা ছাড়া আমার পর আর কোনো নবী আসবে না।'২

উত্তর দিকে যাত্রার সময় একদিন প্রত্যুষে মহানবীর অজু করতে কিছুটা বিলম্ব হয়। সবাই লাইন করে নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁরা মহানবীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন যে, নামাজ পড়ার আগেই যদি সূর্য ওঠে যায়। অতঃপর তাঁরা সম্মত হন যে আবদুর

---

১. কুরআন, ৯ : ৯২।

২. ইবন্ ইসহাক, ৮৯৭।

www.bjilibrary.com

রহমান ইবন্ আউফ নামাজে ইমামতি করবেন। দুই রাকাত নামাজের মধ্যে এক রাকাত পড়া হয়ে গেলে মহানবী উপস্থিত হন। আবদুর রহমান পেছনে সরে আসতে চাইলে মহানবী তাঁকে ইঙ্গিত করে যেখানে আছেন সেখানেই থাকতে বলেন। তিনি নিজেও নামাজে যোগ দেন। নামাজ শেষে সালাম ফেরাবার পর মহানবী দাঁড়িয়ে বাকী এক রাকাত নামাজ পড়েন। নামাজ শেষ হওয়ার পর তিনি বলেন : 'আপনারা উত্তম কাজ করেছেন। কারণ, নিজের লোকদের মধ্যেকার একজন ধার্মিক লোকের ইমামতিতে নামাজ না পড়া পর্যন্ত একজন নবী ইন্তেকাল করেন না।'১

সৈন্যবাহিনী যাত্রা করার প্রায় দশ দিন পর মদীনায় যে চার জন মুসলমান থেকে যান তাদের মধ্যে একজন, খাযরাজ গোত্রের আবু খাইছামা, প্রচণ্ড এক গরমের দিনে গাছপালা বেষ্টিত তাঁর বাগান বাড়িতে যান। ঐ বাগান বাড়িতে দুটো অস্থায়ী কুটির ছিলো। তিনি দেখেন যে তাঁর স্ত্রীগণ একে অপরের প্রতি পানি ছিটাচ্ছেন এবং প্রত্যেকে তাঁর জন্য খাদ্য তৈরি করেছেন। তাঁর পান করার জন্য মাটির পাত্রে পানি ঠাণ্ডা করা হয়েছে। একটা কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন : 'আল্লাহর নবী রয়েছেন প্রখর সূর্যের নিচে, প্রবাহিত গরম বাতাসের মধ্যে। আর আবু খাইছামা রয়েছে ঠাণ্ডা আচ্ছাদনের মধ্যে, তাঁর জন্য খাদ্য অপেক্ষা করছে।' তিনি তাঁর স্ত্রীগণের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর নবীর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো কুটিরেই প্রবেশ করবো না। সুতরাং আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করো।' তাঁরা তা-ই করলেন। তিনি উটের পিঠে উঠে সৈন্যদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য যাত্রা করলেন দ্রুতগতিতে।

মদীনা ও জেরুসালেমের মধ্যে প্রায় মাঝপথে এক রাতে মহানবী বললেন : 'আল্লাহর ইচ্ছায় আগামীকাল তোমরা তাবুকের ঝরনার কাছে পৌঁছাবে। তবে সূর্য উত্তপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে পৌঁছাতে পারবে না। তোমরা সেখানে পৌঁছাবার পর আমি উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত ঝরনার পানি স্পর্শ করবে না।' কিন্তু এ স্থানে দু'জন লোক সবার আগে উপস্থিত হওয়ার পর ঐ ঝরনা থেকে পানি পান করে। মূল বাহিনী ঐ স্থানে উপস্থিত হওয়ার পর তারা দেখতে পায় যে, ঐ ঝরনায় ফোটা ফোটা পানির চেয়েও কম পানি রয়েছে। মহানবী ঐ দু'জন লোককে ভীষণভাবে তিরস্কার করেন। এরপর তিনি অন্যদেরকে যতটুকু সম্ভব হাতে করে পানি সংগ্রহ করে একটা

১. ওয়াকিদী, ১০১২।

www.bjilibrary.com

পুরানো মশকের মধ্যে রাখতে বলেন। এভাবে কিছু পানি সংগ্রহ করা হলে তিনি ঐ পানি দিয়ে হাত-মুখ ধৌত করেন এবং বাকী পানি ঝরনার মুখে যে পাথরটা ছিলো তার ওপর নিক্ষেপ করেন। তিনি ঐ পাথরটার ওপর হাত বুলান এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দোওয়া করেন। অতঃপর মেঘের গর্জনের মতো শব্দ করে প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হলো। সব সৈন্যের প্রয়োজন মিটে গেলেও পানির প্রবাহ কমলো না। অতঃপর মহানবী পাশে অবস্থিত মুয়াজের১ দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হে মুয়াজ, এটা হতে পারে, তোমরা এখানে বাস করবে অনেক বাগানের উপত্যকা প্রত্যক্ষ করার জন্য।' তিনি যা বলেন তা-ই ঘটেছিলো।

চার জন বিশ্বাসী লোক সেনাবাহিনীর সাথে আসতে ব্যর্থ হওয়ায় মহানবী হতাশ হন এবং এ জন্য তিনি দুঃখ পান। তাবুকে পৌঁছাবার কয়েক দিন পর আবু খাইছামা সেখানে পৌঁছালেও তাঁর ব্যাপারেও মহানবী হতাশ হন। মহানবী একজন লোককে আসতে দেখেন। তখন দূর থেকে তাঁকে চেনা যাচ্ছিলো না। কিন্তু তিনি বলেন : 'আবু খাইছামা হবে!' আবু খাইছামা উপস্থিত হওয়ার পর মহানবীকে সালাম দিলে তিনি বলেন : 'আবু খাইছামা, তোমার জন্য দুঃখ হয়!' কিন্তু আবু খাইছামা মহানবীকে সব কথা বলার পর তিনি তাঁর জন্য দোওয়া করেন।

মুসলমান বাহিনী তাবুতে কুড়ি দিন অবস্থান করে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বাইজেন্টাইনদের ব্যাপারে যে গুজব শোনা গিয়েছিলো তার কোনো ভিত্তি নেই। তদুপরি প্রস্তাবিত সিরিয়া বিজয়ের সময় এখনও হয় নাই। কিন্তু এ সময়ে মহানবী একটি খ্রীষ্টান ও একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেন। এরা বাস করতো আকাবার উপরে এবং এর পূর্ব উপকূলে। বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট কর প্রদানের মাধ্যমে তারা ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়। অতঃপর মহানবী সৈন্যবাহিনীর মূল অংশের সাথে মদীনায় ফিরে আসেন। এর আগে তিনি খালিদকে চারশ' কুড়ি জন ঘোড়সওয়ারসহ তাবুকের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত দুমাত আল-জান্দাল এ প্রেরণ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী ঘাঁটি ছিলো মদীনা থেকে ইরাক যাওয়ার পথে। এখান থেকে একটা পথ সিরিয়ায় যায়। এখানকার খ্রীষ্টান শাসনকর্তা উকাইদির খালিদের আকস্মিক আক্রমণে অবাক হয়। খালিদ তাকে বন্দি করে মদীনায় নিয়ে যান। উকাইদির মহানবীর সাথে সন্ধি করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১. 'হুনায়নের যুদ্ধ এবং তায়েফ অবরোধ' অধ্যায় দেখুন।

www.bjilibrary.com

তাবুকের পর

বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার মতো তাবুক থেকে ফেরার ঘটনাও বিষাদময় হয়ে ওঠে। মহানবীর অনুপস্থিতির সময় তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুম ইন্তেকাল করেন। এ সময় উম্মে কুলসুমের স্বামীও উপস্থিত ছিলেন না। মহানবী তাঁর কবরে গিয়ে দোওয়া করেন। তিনি উসমানকে বলেন যে, তাঁর যদি একটা অবিবাহিত মেয়ে থাকতো তাহলে তিনি তাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিতেন।

যে সব ভণ্ড অভিযানে অংশগ্রহণ করে নাই তারা এখন মহানবীর কাছে গিয়ে তাদের বিভিন্ন অজুহাতের কথা বললো। মহানবী তাদের অজুহাতের কথা স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ এদের সবচেয়ে গোপন চিন্তা সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু যে তিন জন বিশ্বাসী অভিযানে অংশগ্রহণ করে নাই তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কোনো সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত তিনি তাদের দূরে থাকতে বলেন। তিনি এই নির্দেশ দেন যে, তাদের সাথে কেউ যেন কথা না বলে। পঞ্চাশ দিন তারা 'জাতিচ্যুত' হয়ে বাস করেন। তাদের এভাবে থাকার পঞ্চাশতম দিনে মহানবী মসজিদে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তাদের প্রতি কোমল হয়েছেন। সবেমাত্র নাজিল হওয়া ঐশী বাণীতে বলা হয় : 'যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেলো এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি, যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময়, করুণাশীল।'১ এ কথা শুনে মসজিদে উপস্থিত সবাই আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে ঐ তিন জনকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। ঐ তিন জনের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট ছিলেন কা'ব ইবন্ মালিক এবং তিনি শহরের বাইরে একটা নির্জন স্থানে তাঁবু খাটিয়ে থাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেন যে, একটি ঘোড়াকে তিনি তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখেন এবং একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান।

---

১. কুরআন, ৯ : ১১৮।

www.bjilibrary.com

তিনি শুনতে পান 'সুসংবাদ, কা'ব এবং অতঃপর তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেজদায় নত হন। কারণ তাঁর কাছে এই একটি ছাড়া আর কোনো সুসংবাদ ছিলো না। এরপর তিনি মসজিদে আসেন। তিনি বলেন : 'আমি যখন মহানবীকে সালাম জানাই তখন তাঁর মুখ আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠে এবং আমাকে বলেন : 'তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর আজই তোমার শ্রেষ্ঠ দিন এবং এ দিনে আনন্দ করো।' আমি বললাম : 'হে আল্লাহর নবী, এ কথা কি আপনি বলছেন, না তা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে?' মহানবী উত্তর দিলে : 'না, এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।' মহানবী যখন কোনো সুসংবাদ শুনে আনন্দিত হতেন তখন তাঁর মুখ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।১

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর হাওয়াজিন নেতা মালিক বসে ছিলেন না। বনি ছাকিফ গোত্রের লোকেরা তখনও গর্ব করতে পারতো যে তাদের তায়েফ দুর্ভেদ্য। কিন্তু তারা এখন অনেক দূর পর্যন্ত চতুর্দিক থেকে মুসলমান সম্প্রদায় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো। কোনো বণিক দলকে তারা বাইরে পাঠালে তারা আক্রমণের শিকার হতো এবং তাদের মালপত্রও নষ্ট হয়ে যেতো। এমনকি তারা তাদের উট ও ভেড়া বাইরে নিয়ে গিয়ে চরাতে পারতো না এই ভয়ে যে, মালিকের লোক তা দখল করে নেবে। মালিক এ কথা জানিয়ে দেয় যে, ছাকিফ গোত্রের কোনো লোক তাদের হাতে পড়লে এবং তারা বহুত্ববাদী উপাসনা ত্যাগ না করলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইসলাম গ্রহণ ও তাদের জনগণ, পশু ও ভূমির নিরাপত্তার জন্য একটা চুক্তি সম্পাদনের আবেদন নিয়ে মহানবীর কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় নেই।

রমজান মাসের শুরুতে মহানবী তাবুক থেকে ফিরে আসেন এবং ঐ মাসেই তায়েফ থেকে একটা প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে আসে। তাদেরকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করা হয় এবং মসজিদ থেকে খুব দূরে নয় এমন এক স্থানে তাদের জন্য একটি তাঁবু খাটানো হয়। আলোচনার মাধ্যমে এটা স্বীকৃত হয় যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের এলাকা ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে আসবে। কিন্তু মহানবী তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্থাপিত কয়েকটি অনুরোধ রাখতে সম্মত হন নাই। তারা মহানবীর কাছে তিন বছরের জন্য আল-লাত ধ্বংস না করার অনুরোধ জানায়। মহানবী এই

১. ইবন্ ইসহাক, ৯১২।

www.bjilibrary.com

অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে তারা দুই বছর সময়ের জন্য, পরে এক বছর সময়ের জন্য এবং সব শেষে এক মাস সময়ের জন্য ঐ মূর্তি ধ্বংস না করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু মহানবী তাদের সে অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করেন। তারা মহানবীর কাছে তখন অনুরোধ জানায় যে, তাদের নিজের হাতে ঐ মূর্তি ধ্বংস করার কথা যেন না বলা হয় এবং দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়ার ব্যবস্থা না দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তাদেরকে বিধান মোতাবেক নামাজ পড়ার উপদেশ দিয়ে বলেন : 'যে ধর্মে নিয়মিত প্রার্থনা নেই সে ধর্মে ভালো কিছু নেই।' কিন্তু তিনি তাদেরকে তাদের নিজ হাতে মূর্তি ধ্বংস করা থেকে রেহাই দেন। অতঃপর তিনি উরওয়ার ভাইয়ের ছেলে মুগিরাকে ঐ প্রতিনিধি দলের সাথে গিয়ে আল-লাত ধ্বংস করার নির্দেশ দেন এবং তাঁকে বলেন যে, সে যেন তাঁর কাজে সহায়তার জন্য মক্কা থেকে আবু সুফিয়ানকে সাথে করে নিয়ে যায়।

ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ মদীনায় থেকে রমজান মাসের বাকী রোজা রাখেন এবং তারপর তারা তায়েফে ফিরে যান। আবু সুফিয়ান মক্কায় ঐ দলের সাথে যোগ দেন। কিন্তু মুগিরা একাই ঐ মূর্তি ধ্বংস করেন। তাঁর গোষ্ঠীর লোকেরা তাঁর নিরাপত্তার জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিলো যে, তাঁকেও হয়তো উরওয়ার মতো ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। কিন্তু দেবীর ক্ষতিতে বহু মহিলা বিলাপ করলেও কেউ প্রতিশোধ নিতে চাইলো না।

তায়েফ শহরের আত্মসমর্পণে দু'জন লোক খুবই দুঃখ প্রকাশ করে। এ দু'জন লোক অবশ্য ঐ শহরের বাসিন্দা ছিলো না বা ঐ দেবীরও উপাসক ছিলো না। মহানবী যখন মক্কা অভিযানে যান তখন হানজালার পিতা আবু আমীর ও বল্লম নিক্ষেপকারী ওয়াহশি তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের কাছে তায়েফ দুর্গ দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে? আবু আমীর সিরিয়ায় পালিয়ে যায় এবং সেখানেই সে মারা যায় একজন 'পলাতক, একাকী ও আশ্রয়হীন' অবস্থায়। এভাবেই সে তার অজান্তেই নিজের ওপর অভিশাপ ডেকে আনে।[১] ওয়াহশি তখনও কোথায় যাবে সে ব্যাপারে ইতস্তত করছিলো। এ সময় ছাকিফ গোত্রের একজন লোক তাকে আশ্বস্ত করে যে, কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী তাকে হত্যা করবেন না। ফলে সে মদীনায় গিয়ে মহানবীর সামনে উপস্থিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে একজন তাকে চিনতে পেরে বলেন যে, সে

১. 'ঐক্য ও বিবাদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

হলো হামজার হত্যাকারী। তিনি বললেন : 'হে আল্লাহর নবী, এর নাম ওয়াহশি।' মহানবী বললেন : 'হোক না সে ওয়াহশি। কারণ এক হাজার বিধর্মীকে হত্যা করার চেয়ে আমার কাছে একজনের ইসলাম গ্রহণ অধিক প্রিয়।' তারপর মহানবীর দৃষ্টি তাঁর সামনের লোকটার কালো মুখের ওপর নিবদ্ধ হয়ে রইলো। তিনি বললেন : 'তুমি কি সত্যি ওয়াহশি?' লোকটি ইতিবাচক জবাব দিলে মহানবী বললেন : 'বসো। হামজাকে তুমি কিভাবে হত্যা করেছিলে তা আমাকে বলো।' বল্লম নিক্ষেপকারী ঐ ব্যক্তি তার কথা বলা শেষ করলে মহানবী বলেন : 'হায়, আমার কাছ থেকে তুমি মুখ সরিয়ে নাও। আমি পুনরায় তোমার মুখ আর দেখতে চাই না।'১

তাবুক অভিযানের পরের মাসে আবু আমীরের চাচাতো ভাই ইবন্ উবাই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক সপ্তাহ পর এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি মারা যাচ্ছেন। মনের কোন অবস্থায় তিনি মারা যান সে বিষয়ে প্রাপ্ত বিবরণে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সবাই একমত যে, মহানবী তাঁর জানাজা নামাজ পড়ান এবং তাকে কবর দেওয়ার পর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মহানবী দোওয়া করেন। এক হাদিসে বলা হয়, মহানবী যখন তার জানাজা নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন উমর তাঁর কাছে গিয়ে একজন ভণ্ডের প্রতি এমন দয়া দেখানোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু মৃদু হেসে তিনি জবাব দেন : 'উমর, আমার পেছনে দাঁড়ান। আমাকে পছন্দ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং আমি এটাই পছন্দ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে : 'তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো একই কথা। যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা করো, তথাপি কখনই তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।'২ এ জন্য আমি জানি যে, আমি যদি সত্তর বারের বেশি প্রার্থনা করি তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। আমি আমার প্রার্থনার সংখ্যা বাড়িয়ে দেবো।'৩ এরপর তিনি জানাজা নামাজ পড়ান, লাশের সাথে কবরস্থান পর্যন্ত হেঁটে যান এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর কিছুদিন পর ভণ্ডদের সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হয় : 'আর তাদের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে তার ওপর কখনও নামাজ পড়বেন না এবং তাঁর কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বরং তারা না-ফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।'৪

---

১. ইবন্ ইসহাক, ৫৬৬।
২. কুরআন, ৯ : ৮০।
৩. ইবন্ ইসহাক, ৯২৭।
৪. কুরআন, ৯ : ৮৪।

www.bjilibrary.com

কিন্তু অন্যান্য হাদিস১ মোতাবেক ওহীর অংশ হিসেবে এ আয়াত আগেই নাজিল হয় এবং তাবুক অভিযান থেকে ফিরে আসার পর পরই তা নাজিল হয়। ইবন্ উবাই-এর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য ছিলো না। কারণ মহানবী তার অসুস্থতার সময় তাকে দেখতে যান এবং লক্ষ্য করেন যে, আসন্ন মৃত্যু তার মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তিনি মহানবীর কাছে তাঁর একটা পোশাক চান, যা দিয়ে তার লাশ আচ্ছাদিত করা যায় এবং তার লাশের সাথে তাঁকে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়ার অনুরোধ জানায়। মহানবী তার কথায় সম্মতি দেন। তারপর সে আবার বলে : 'হে আল্লাহর নবী, আমার আশা আপনি আমার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে দোওয়া করবেন এবং আমার অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।' মহানবী তার কথায় পুনরায় সম্মতি দেন এবং তার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর ওয়াদা মোতাবেক কাজ করেন। এসব ঘটনার সময় ইবন্ উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

শুধু ছাকিফ গোত্রই মহানবীর কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে নাই। সমগ্র আরব থেকেই এ সময় মহানবীর কাছে প্রতিনিধি দল আসে। এ সময়টাকে অর্থাৎ সপ্তম হিজরিকে বলা হয় 'প্রতিনিধিদের বছর'। অন্যদের মধ্যে ইয়েমেনের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিনিধি দল আসে। চার জন হিমারাইট যুবরাজের কাছ থেকে পত্র আসে। তারা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং একই সাথে তারা বহুত্ববাদী উপাসনা ও বহুত্ববাদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলে। মহানবী তাদের পত্রের জবাব দেন আন্তরিকতার সাথে। তিনি ইসলামের বাধ্যবাধকতার ওপর জোর দেন এবং মুসলমান, খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের ওপর ন্যস্ত কর সংগ্রহের জন্য প্রেরিত প্রতিনিধির সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। তিনি বিশেষ করে তাদের বলে দেন যে, কোনো ইহুদী বা খ্রীষ্টান তাদের ধর্ম পালন করলে তা থেকে তাদের পরিবর্তন করা যাবে না, বরং তারা প্রত্যেকের ওপর ধার্য কর প্রদান করবে ..... এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিরাপত্তা লাভ করবে।২ সম্প্রতি নাজিল হওয়া এক ওহীতে ধর্মীয় বিভিন্নতা সম্পর্কে বলা হয় : 'আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ৩ চাইতেন তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন.....

---

১. মিরখন্দ, রাওয়াদাত আস-সাফা; ইবন্ ইসহাক, ২ খণ্ড, পৃ. ৬৭১-২; বুখারী, ২৩/৭৬।

২. ইবন্ ইসহাক, ৯৫৬।

৩. কুরআন, ৫৯ : ২১ অয়াতে প্রথম থেকে তৃতীয় বচনে আকস্মিক পরিবর্তন। পবিত্র কুরআনে এটা প্রায়ই দেখা যায়।

www.bjilibrary.com

অতএব, সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে।'১

সব প্রতিনিধি দলই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী ছিলো না। বীর মা'উনায় বেপরোয়া হত্যাকণ্ডের জন্য দায়ী আমীর ইবন্ তোফায়েল তখন আমীর গোত্রের প্রধান। স্বীয় গোত্রের লোকদের চাপে পড়ে সে মদীনায় আসে। সে ছিলো উদ্ধত প্রকৃতির লোক। ইসলাম গ্রহণের জন্য সে তাকে মহানবীর উত্তরাধিকার ঘোষণার কথা বলে। মহানবী বলেন : 'এটা তোমার জন্য বা তোমার লোকদের জন্য নয়।' তখন আমীর বলে : 'তাহেল তাঁবুতে বসবাসকারীদের আমাকে দিন এবং গ্রামবাসীদের আপনি রাখুন।' মহানবী বলেন : 'তা হয় না। কিন্তু আমি তোমার হাতে পদাতিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ অর্পণ করবো। কারণ তুমি একজন ভালো ঘোড়সওয়ার।' এটা বেদুইন প্রধানের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। অবজ্ঞা ভরে সে বলে : 'আমি কি কিছুই পাবো না?' অতঃপর চলে যাওয়ার সময় সে বলে : 'আমি আপনার বিরুদ্ধে সব ভূমি ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে পূর্ণ করবো।' সে চলে গেলে মহানবী প্রার্থনা করেন : 'হে আল্লাহ, আমীর গোত্রের লোকদের পরিচালনা করো এবং তোফায়েলের পুত্র আমীর থেকে ইসলামকে মুক্ত করো।' আমীর ফোড়ায় আক্রান্ত হয় এবং গৃহে ফেরার আগেই মৃত্যুবরণ করে। তার গোত্র আর একটা প্রতিনিধি দল পাঠায় এবং অবশেষে উভয়ের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতিনিধি দলের মধ্যে লাবিদও ছিলেন এবং তিনি এবার ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি শপথ করে কবিতা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেন বলে জানা যায়। তিনি বলেন : 'পরিবর্তে (কবিতার) আল্লাহ আমাকে কুরআন দিয়েছেন।' যাহোক, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর মেধা ধর্মের সেবায় তথা কবিতা লেখার কাজে অব্যাহত রাখতে পারেন নাই।

হজ্জ করার সময় এগিয়ে আসছিলো এবং মহানবী এ ব্যাপারে দায়িত্ব দিয়ে আবু বকরকে নিযুক্ত করেন। তিনি মদীনা থেকে তিনশ' লোক নিয়ে যাত্রা করেন। তাঁদের মক্কায় পৌঁছার অল্প কয়েকদিন পর একটি ওহী নাজিল হয়। মুসলমান ও বহুত্ববাদী সবার জন্য এই ওহী শোনা খুবই জরুরি ছিলো। মহানবী বলেন : 'এ ওহীর কথা আমার গৃহের কোনো লোক ছাড়া আমার কাছ থেকে শুনে কেউ বললে চলবে না।' তিনি আলীকে অতি দ্রুত

---

১. কুরআন, ৫ : ৪৮।

www.bjilibrary.com

গিয়ে হজ্জযাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর কথা বলেন। মিনার উপত্যকায় অবতীর্ণ ওহী তাঁকে পাঠ করতে হবে এবং সবার কাছে এটা স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, ঐ বছর পর পবিত্র গৃহের চতুর্দিকে কাউকে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেওয়া হবে না, আর মূর্তিপূজকরা এবারই শেষ বারের মতো হজ্জ করতে পারবে।

আলী যখন সবাইকে অতিক্রম করলেন তখন আবু বকর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এসেছেন কিনা। কিন্তু আলী বলেন যে, তিনি তাঁর অধীনে আছেন। অতঃপর তাঁরা দু'জন একসাথে গেলেন এবং আবু বকর নামাজে ইমামতি করলেন ও খোতবা দিলেন। পর্বের দিন হজ্জযাত্রীরা যখন সবাই একত্রে মিনায় সমবেত হলেন তাদের পশু কোরবানি করার জন্য তখন আলী ঐ ঐশী বাণীর ঘোষণা দিলেন। ঐ বাণীর সারমর্ম হলো এই যে, মূর্তিপূজকদের চার মাসের সময় দেওয়া হলো এবং এই সময়ের মধ্যে তারা নিরাপদে আসা-যাওয়া করতে পারবে। কিন্তু ঐ সময়ের পর তাদের প্রতি কর্তব্য পালন থেকে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুক্ত থাকবেন। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে অথবা বন্দি করা হবে।১ এই ঘোষণায় দুটো ব্যতিক্রমের কথা বলা হয় : মূর্তিপূজকদের সাথে মহানবীর যে বিশেষ চুক্তি আছে এবং সেই চুক্তি তারা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করলে ঐ চুক্তির সময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে; এবং যদি কোনো মূর্তিপূজক আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তাকে আশ্রয় দেওয়া হবে এবং তাকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করা হবে, তবে প্রথমে তাকে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হবে। সম্প্রতি আরও একটি ওহী নাজিল হয় এবং মনে করা হয় যে, মক্কার নতুন ধর্মান্তরিত লোকদের উদ্দেশ্য করেই ঐ ওহী নাজিল হয়েছে। এসব ধর্মান্তরিত লোকেরা আশঙ্কা করে যে, মূর্তিপূজকদের বহিষ্কারের ফলে তারা (ধর্মান্তরিত লোক) শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হবে না, তারা মূল্যবান উপহার প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হবে। 'হে ঈমানদারগণ, পৌত্তলিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশঙ্কা কর, তবে

১. পবিত্র কুরআনের মধ্যে এই একটি সূরা অর্থাৎ সূরা আত-তওবাহ 'বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহিম' বলে শুরু করা হয় নাই। আল্লাহর দয়ার নামের অনুপস্থিতি এই বাণীর কঠোরতার প্রকৃতি নির্দেশ করে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'১

হিজরত করার দশম বছরের প্রায় সারা সময় মহানবী গৃহে অবস্থান করেন। ইবরাহীম এখন হাঁটতে পারে এবং ইতিমধ্যে সে কথা বলতেও শুরু করেছে। হাসান ও হোসায়েনের একটি বোন হয়েছে। চাচীর নামানুসারে তার নাম রাখা হয়েছে জয়নাব। ফাতিমা সন্তানসম্ভবা ছিলেন চতুর্থ বারের মতো। পরিবারের অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জাফরের তিন পুত্র। তারা এখন আবু বকরের সপত্নীপুত্র, কারণ তিনি তাদের মা আসমাকে বিয়ে করেন। আসমাও সন্তানসম্ভবা ছিলেন। মহানবীর কাছে বিশেষভাবে প্রিয় ছিলেন তাঁর বোন উম্মে ফজল। মক্কায় তিনি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন। আব্বাস মদীনায় আসার পর মহানবী তাদের বাড়িতে আবার আগের মতো যাতায়াত শুরু করেন। তাদের বড় ছেলে ইতিমধ্যে যৌবনে পদার্পণ করেছে (মায়ের নামানুসারে তার নাম রাখা হয়) এবং সে সবার অনুগ্রহের পাত্র হিসেবে গণ্য হয়। অন্তত একবার, মায়মূনার গৃহে যেদিন মহানবীর থাকার কথা সেদিন তিনি তার ভাইপো ফজলকে তাঁর গৃহে থাকার আমন্ত্রণ জানান।

আগের বছরের মতো সে বছরও প্রতিনিধি দল আসতে থাকে। এদের মধ্যে একটি প্রতিনিধি দল আসে নাজরানের খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে। তারা মহানবীর সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের ধর্মীয় আচার ছিলো বাইজেন্টাইনদের মতো। অতীতে তারা কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে বড় রকমের সাহায্য পেতো। ষাট জনের এই প্রতিনিধি দলকে মহানবী মসজিদে গ্রহণ করেন। তাদের প্রার্থনা করার সময় উপস্থিত হলে মহানবী মসজিদেই তাদের প্রার্থনা করার অনুমতি দেন। তারা পূর্ব দিকে মুখ করে প্রার্থনা করে।

তাদের অবস্থানকালে মহানবীর সাথে আলোচনার সময় ধর্মীয় মতবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। যীশুখ্রীষ্টের ব্যাপারে মহানবী ও তাদের মধ্যে কিছু কিছু মতপার্থক্য হয়। এ সময় ঐশী বাণী নাজিল হয়: "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তাঁকে মাটি দিয়ে২ তৈরি করেছিলেন এবং তারপর তাঁকে বলেছিলেন – হয়ে যাও,

---

১. কুরআন, ৯ : ২৮।

২. মনে করতে হবে 'মাতৃগর্ভে'। কারণ আদমের মতো একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে ঈসাকে সৃষ্টি করা হয় নাই। এই দুই সৃষ্টির মধ্যে সরাসরি স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ হয়।

www.bjilibrary.com

সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। যা তোমার পালনকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। অতঃপর তোমার কাছে সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো : 'এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদের আর তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী'।"১ মহানবী এই ওহী তাদের (খ্রীষ্টানদের) কাছে পাঠ করে শোনান এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাবিত পন্থায় বিতর্কের অবসান ঘটানোর আহ্বান জানান। তারা বলে যে, তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখবে। পরদিন তারা মহানবীর কাছে এসে দেখে যে, তাঁর সাথে আলী আছেন এবং তাঁদের পেছনে রয়েছেন ফাতিমা ও তাঁর দুই পুত্র। মহানবী একটা বিরাট ঢিলা পোশাক পরেছিলেন এবং তা তিনি প্রশস্ত করে ঐ কাপড়ের মধ্যে নিজে সহ সবাইকে আবৃত করে নেন। এ জন্য ঐ পাঁচ জনকে শ্রদ্ধার সাথে বলা 'আলখিল্লার লোক'। খ্রীষ্টানরা জানায় যে, অভিশাপ সম্পর্কিত ব্যাপারে তারা বিবাদ অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত নয়; এবং মহানবী তাদের সাথে একটা অনুকূল চুক্তি সম্পাদন করেন। ঐ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী খ্রীষ্টানরা কর প্রদানের বিনিময়ে তাদের, তাদের গীর্জার ও সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা ইসলামি রাষ্ট্রের কাছ থেকে পায়।

এ বছরের প্রথম মাসগুলোতে যে অব্যাহত সুখ-শান্তি ছিলো তা ইবরাহীমের অসুস্থ হওয়ার পর মিলিয়ে যায়। শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। তার মা এবং মায়ের বোন শিরিন তার পরিচর্যা করেন। মহানবী অব্যাহতভাবে তার কাছে যান এবং সে যখন মারা যাচ্ছিলো তখনও তিনি তার পাশে ছিলেন। শিশুটি যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন তিনি তাকে দু'হাতে তুলে নেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। তিনি চিৎকার করে দুঃখ প্রকাশ থেকে বিরত থাকার কথা পূর্বে বলেন। ফলে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, কারও মৃত্যুতে জোরে দুঃখ প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করা উত্তম। এই ভুল ধারণা এখনও অনেকের মনে আলোড়িত হতে থাকে। সেখানে আবদুর রহমান ইবন্ আউফ উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহানবীকে বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, এটা আপনি নিষেধ করেছিলেন। মুসলমানরা আপনাকে ক্রন্দন করতে দেখলে তারাও রোদন

১. কুরআন, ৩ : ৫৯-৬১।

www.bjilibrary.com

করবে।' মহানবী তখনও ক্রন্দন করছিলেন। যখন ক্রন্দনের মাঝে কথা বলার সুযোগ পেলেন তখন বললেন : 'আমি এটা নিষেধ করি নাই। এটা হলো স্নেহ ও দয়া থেকে উৎসারিত এবং যে দয়াশীল নয় তার পক্ষে দয়া প্রদর্শন সম্ভব নয়। হে ইবরাহীম, যদি পুনর্মিলনের প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত না হতো, এবং এ পথে সবাইকে যদি নিশ্চিতভাবে যেতে না হতো এবং আমাদের মধ্যেকার সর্বশেষ ব্যক্তি যদি প্রথম ব্যক্তির সাথে মিলিত না হতো তাহলে আমরা তোমার জন্য আরও ব্যাপকভাবে দুঃখ প্রকাশ করতাম। তবু আমরা তোমার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত ইবরাহীম। আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে, হৃদয়ের শোক প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা এমন কিছু করবো না যা প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে।'১

এরপর তিনি মারিয়া ও শিরিনকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁদেরকে নিশ্চিত করেন যে, ইবরাহীম বেহেশতে আছে। তারপর অল্পক্ষণের জন্য তাঁদের কাছ থেকে সরে গিয়ে তিনি আবার আব্বাস ও ফজলকে নিয়ে ফিরে আসেন। যুবক লোকটি ইবরাহীমের লাশ গোসল করান এবং তারপর লাশ বাইরে নিয়ে আসেন। এ সময় বয়স্ক দু'জন লোক বসেছিলেন এবং সব কিছু প্রত্যক্ষ করছিলেন। তারপর তার লাশ ছোট শববহনের খাটে করে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। মহানবী জানাজা নামাজ পড়ান এবং উসামা ও ফজল লাশ কবর দেওয়ার পর তিনি পুনরায় কবরের ধারে দাঁড়িয়ে দোওয়া করেন। কবরে মাটি ফেলার পরও মহানবী কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং মশকে করে পানি আনার পর তিনি তা কবরের ওপর ছিটিয়ে দেন। কবরের ওপর মাটি অসমান থাকতে দেখে তিনি বলেন : 'তোমরা যখন কোনো কাজ করো তখন তা সুন্দরভাবে করো।' এরপর তিনি নিজের হাতে মাটি সমান করে দিয়ে নিজের কাজ সম্পর্কে বলেন : 'এতে ভালো বা মন্দ কিছু হবে না। কিন্তু এতে দুর্দশাগ্রস্ত আত্মা শান্তি পায়।'২

জাগতিক কাজের উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহানবী একাধিকবার গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর অনেক হাদিসে এ কথা বলা হয়েছে যে, উদ্দেশ্য হতে হবে অপার্থিব ও স্বতন্ত্র। মহানবীর এই নির্দেশকে আলী সংক্ষিপ্ত করেন এভাবে : 'এ দুনিয়ার জন্য কাজ করো এমনভাবে যেন তুমি চিরকাল বাস করবে এবং পরজীবনের জন্য কাজ করো

১. ইবন্ সা'দ, ১/১, ৮৮-৯।
২. ইবন্ সা'দ, ১/১, ৮৮-৯।

www.bjilibrary.com

এমনভাবে যেন তুমি কালই মৃত্যুবরণ করবে।' মৃত্যুর জন্য সব সময় তৈরি থাকার অর্থই হলো বিচ্ছিন্ন থাকা। মহানবী বলেন : 'এ দুনিয়ায় থাকো একজন আগন্তুক বা পথিক হিসেবে।'১

ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনে তাকে কবর দেওয়ার সামান্য সময় পরে সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়। কিন্তু অনেকে এটাকে মহানবীর শোক প্রকাশের সাথে একাত্মতা হিসেবে গণ্য করলে তিনি বলেন : 'সূর্য ও চন্দ্র হলো আল্লাহর নিদর্শনের দুটো নিদর্শন। কারও মৃত্যুতে তাদের আলো স্তিমিত হয় নাই। সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হলে তা না ছাড়া পর্যন্ত তোমরা প্রার্থনা করবে।'২

১. বুখারী, ৮১, ৩।
২. ইবন্ সা'দ, ওই।

www.bjilibrary.com

তুলনামূলক ধাপ

অনেক আলোচনায় আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য খুব সামান্যই প্রকাশ পেয়েছে, এখন তা লক্ষ্য করা যায়; অল্প কিছুদিন পরেই অবতীর্ণ হয় এই ওহী : 'মরুবাসীরা বলে : আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। বলুন : তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করোনি; বরং বলো, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। এখনও তোমাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, তবে তোমাদের কর্ম বিন্দুমাত্রও নিষ্ফল করা হবে না।'১

এ আয়াতে ইসলামের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগকে পূর্ণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্বাস ছাড়া বশ্যতা হলো সবচেয়ে নিম্ন ধাপের। সর্বোচ্চ ধাপ অর্থাৎ বিশ্বাসের ধাপ হলো মূল বিষয় অথবা বলা যায়, অনেক বিষয়ের মধ্যে একটি। হুদাইবিয়া সন্ধির কয়েক মাস আগে অবতীর্ণ সূরা নূর-এ বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হয়। সমগ্র কুরআনে আলো বলতে বুঝানো হয়েছে বিশ্বাস। আলোকিত অবস্থার চারটি স্তর এখানে বলা হয়েছে : 'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচপাত্রে স্থাপিত, কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ। তাতে পুত-পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তৈল প্রজ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির ওপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।'২

ঊর্ধ্বগমন প্রক্রিয়ায় প্রথম হলো কুলঙ্গি – যা আলোকিত করা হয়েছে কিন্তু নিজে আলোকময় নয়। এরপর আছে স্বচ্ছ কাঁচ, যার ওপরে আছে তেলের দীপ্তি এবং সর্বশেষে আছে অগ্নিশিখা নিজে। এই প্রতীকের উল্লেখ অন্য একটি আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার শুরু একই রকম বাক্য

---

১. কুরআন, ৪৯ : ১৪।

২. কুরআন, ২৪ : ৩৫।

www.bjilibrary.com

দিয়ে : 'আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'১ সমগ্র 'নূর' সূরায় এই চিন্তা-ভাবনারই আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ধাপ বা মান কুরআনে উহ্য রয়েছে। অবশ্য অন্যত্র অর্থাৎ প্রথম দিকে নাজিল হওয়া ওহীতে তা মোটামুটি স্পষ্ট। এসব ওহীতে২ বলা হয়েছে যে, মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে – 'যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা এবং যারা বাম দিকে, কত হতভাগা তারা। অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল।' অগ্রবর্তীরা হলেন সর্বোচ্চ ধাপ বা মানের এবং তাদের বলা হয় 'আল্লাহর দাস'।৩ তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহর নৈকট্যশীল। এই গুণবাচক পদ আরও ব্যবহার করা হয়েছে সর্বোচ্চ শ্রেণির ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে, যেন তাঁদেরকে অন্যান্য ফেরেশতা থেকে পৃথক করা যায়। প্রথম দিককার অন্যান্য ওহীতে বিশ্বাসীদের শ্রেণিবিভাগের মধ্যে তৃতীয় ধাপ উপস্থাপিত করা হয়েছে – তাঁরা হলেন ধার্মিক। আর এই ধার্মিকরা হলেন অগ্রবর্তী ও যারা ডান দিকে তাদের মধ্যবর্তী স্থানে। এই তিন ভাগের লোকদের মধ্যেকার সম্পর্ক বেহেশতে তাঁদের সুখদায়ক বস্তু সম্পর্কে কুরআনে যা বলা হয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায়। যারা ডান দিকে তাঁরা পান করবে কাফ্‌র মিশ্রিত পানপাত্র – এটা একটা ঝরনা যা থেকে তারা পান করবে, তারা একে প্রবাহিত করবে। একমাত্র অগ্রবর্তীদেরই রয়েছে সর্বোচ্চ ঝরনায় সরাসরি প্রবেশের অধিকার। কিন্তু ধার্মিকদের জন্য দেওয়া হয়েছে 'মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়', তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি – এটা একটা বা একাধিক ঝরনার মিশ্রিত পানি।৪ সুতরাং বলা যায়, তাঁরা অনুসরণ করছেন অগ্রবর্তীগণের পদাঙ্ক।

অন্তরের কথা ওহীতে উল্লেখ করেও বিভিন্ন ধাপের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।'৫ অপরদিকে, আগের নবীগণের মতো মহানবীও বলেন যে, তাঁর অন্তর জেগে থাকে। এর অর্থ

---

১. কুরআন, ৫৯ : ২১।

২. কুরআন, ৫৬ : ৭ – ৪০।

৩. কুরআন, ৬৬ : ৬; ৮৯ : ২৯। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর দাস দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এক অর্থে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। এমনকি শয়তানও তাঁর দাস। অন্য অর্থে এটা স্বতন্ত্র।

৪. কুরআন, ৭৬ : ৫ : ৮৩ : ২৭

৫. কুরআন, ২২ : ৪৬; 'নিষেধাজ্ঞা ও তা রদকরণ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

হলো, এই অন্তরের চোখও খোলা থাকে। পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামান্য মাত্রায় হলেও এই সম্ভাবনা অন্যরাও অনুভব করতে পারে। কারণ তা মাঝে মাঝে সরাসরি নিজের কাছেই বলে যাদের অন্তর আছে।১ আবু বকর সম্পর্কে মহানবী বলেছেন বলে বলা হয় : 'তিনি তোমাদের অতিক্রম করেছেন শুধু নামাজ ও রোজার মাধ্যমে নয়, তিনি এমন কিছু গুণের জন্য তোমাদের অতিক্রম করেছেন যা তাঁর অন্তরে স্থির হয়ে আছে।'২

মহানবী প্রায়ই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে অনেককে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বলেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর উপস্থিতিতে খালিদ ক্রুদ্ধভাবে আবদুর রহমান ইবন্ আউফের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কারণ আবদুর রহমান ইবন্ আউফ তাঁকে তিরস্কার করেন। মহানবী বলেন : 'খালিদ ভদ্রভাবে, আমার সাহাবি হও; তুমি যদি সোনায় মোড়া উহুদ পর্বতে আরোহণ করো এবং সব সোনা যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো তথাপি তুমি আমার সাহাবিগণের মধ্যেকার কারও গুণ অর্জন করতে পারবে না।'৩

অবতীর্ণ ওহী অনুযায়ী দুই ধাপের মধ্যেকার পার্থক্য এই দুনিয়ার চেয়ে পরজগতে অনেক বেশি। 'দেখুন, আমি তাদের এক দলকে অপরের ওপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং গুণে শ্রেষ্ঠতম।'৪ আর মহানবী বলেন : 'বেহেশতের লোকেরা তাঁদের ওপরের এমন স্থান দেখতে পাবেন যেমন এখন তাঁরা উজ্জ্বল নক্ষত্র৫ দেখতে পান পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে।'৬ মানুষে মানুষে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাদের শিক্ষার পদ্ধতিতেও। অনেক শিক্ষা অনেকের জন্য নির্ধারিত থাকে যা তারা বুঝতে পারে। আবু হুরাইরা বলেন : 'আমার স্মৃতিতে আমি জ্ঞানের দুই ভাণ্ডার সংরক্ষণ করেছি যা আমি আল্লাহর নবীর কাছ থেকে পেয়েছি। এর মধ্যে এক ভাণ্ডারের জ্ঞান আমি প্রকাশ করেছি; কিন্তু অন্য ভাণ্ডারের জ্ঞান যদি আমি প্রকাশ করি তাহলে তোমরা এই গলা কেটে ফেলবে।'৭ এ কথা বলে তিনি তাঁর নিজের গলা ইঙ্গিত করলেন।

---

১. কুরআন, ১২ : ১১১ ; ১৩ : ১৯।

২. আল-হাকিম আত-তিরমিজী, নওযাদির আল-উসুল।

৩. ইবন্ ইসহাক, ৮৫৩।

৪. কুরআন, ১৭ : ২১।

৫. শুক্রগ্রহ।

৬. মুসলিম, ৫১/৪।

৭. বুখারী, ৩/৪২।

www.bjilibrary.com

মক্কা ও হুনায়ন বিজয়ের পর মহানবী যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তিনি তাঁর কয়েকজন সাহাবিকে বলেন : "আমরা 'ছোট পবিত্র যুদ্ধ' থেকে ফিরে 'বড় পবিত্র যুদ্ধের' দিকে যাচ্ছি।" তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন : 'হে আল্লাহর নবী, বড় পবিত্র যুদ্ধ কি?' মহানবী উত্তর দিলেন : 'মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।'১ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির মন নিজের বিরুদ্ধেই দ্বিধা-বিভক্ত। এর নিম্নতম দিক সম্পর্কে কুরআনে বলা হয় : 'সেই মন যা নিজেকে ধিক্কার দেয়।'২ এ মন আত্মার সাহায্যে 'বড় পবিত্র যুদ্ধে'র জন্য সচেষ্ট হয় নিম্নতম মনের বিরুদ্ধে।

সবশেষে আছে আত্মা যা শান্তিতে আছে, অর্থাৎ যুদ্ধ জয় করার পর সমগ্র আত্মা নিজের বিরুদ্ধে আর বিভক্ত অবস্থায় নেই। এসব আত্মা সেইসব লোকের যাঁরা উচ্চতম ধাপে উপনীত হয়েছেন, আর সেই উচ্চতম ধাপ হলো অগ্রবর্তীগণ, আল্লাহর দাস ও নিকটবর্তীদের সমান। পরিপূর্ণ এই আত্মাকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।'৩ অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।'৪ সুখদায়ক বস্তুর এই দ্বিগুণ প্রকৃতি সুখী আত্মার জন্য কুরআনে বর্ণিত দুই বেহেশতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও স্মরণ করিয়ে দেয় মহানবীর নিজের চরম অবস্থা সম্পর্কে – তাঁর কথা – 'আমার প্রভুর সাথে মিলন ও বেহেশত'। কারণ প্রশান্ত মনের 'আমার জান্নাতে' প্রবেশের সাথে 'আমার প্রভুর সাথে মিলনের' মিল রয়েছে। অথচ 'আমার বান্দাদের সাথে অন্তর্ভুক্ত' হওয়ার সাথে মিল রয়েছে 'জান্নাতে প্রবেশের'। অর্থাৎ এটা হলো দ্বিতীয় বেহেশতে একই সাথে যাওয়া। চূড়ান্ত বেহেশত হলো আল্লাহ অর্থাৎ 'আমার প্রভুর সাথে মিলন' – এটা রিদওয়ান ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি এই ওহী অবতীর্ণ হয় : 'আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবন। তারা সেগুলোর মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হলো মহান কৃতকার্যতা।'৫

---

১. বায়হাকী, জুহুদ।

২. কুরআন, ১২ : ৫৩।

৩. অর্থাৎ পারস্পরিক রিদওয়ান, 'বেহেশত ও পারলৌকিক অবস্থা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. কুরআন, ৮৯ : ২৭-৩০।

৫. কুরআন, ৯ : ৭২।

www.bjilibrary.com

দুনিয়ার জীবনে সর্বোচ্চ ধাপ অর্জন করা সম্পর্কেও মহানবী কথা বলেছেন। তা 'পবিত্র হাদিসে'র অন্তর্ভুক্ত, কারণ এসব হাদিসে আল্লাহর কথা সরাসরি বলা হয়েছে। 'আমি ভালো না বাসলে আমার দাস তাঁর স্বাধীন ইচ্ছায় আনুগত্য নিয়ে আমার কাছে আসতে পারে না; আর আমি যখন তাঁকে ভালোবাসি আমি তাঁর কর্ণ হই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হই যা দিয়ে সে হাঁটে।'১

স্বতঃস্ফূর্ত ইবাদতের মধ্যে প্রধান হলো আল্লাহর জিকির বা 'আল্লাহর স্মরণ' বা 'আল্লাহকে ডাকা'র মাধ্যমে করা যায়। প্রথম দিককার এক ওহীতে বলা হয় : 'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন।'২ পরবর্তী এক ওহীতে বলা হয় : 'নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে; আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।'৩ অন্তরের অন্ধত্ব এবং তা প্রতিকারের জন্য মহানবী বলেন : 'সব কিছুর জন্য পালিশ আছে যা মরচে দূর করে, আর আত্মার পালিশ হলো আল্লাহর স্মরণ।'৪ পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ ধাপ কার, এ কথা জিজ্ঞাসা করলে মহানবী বলেন : 'যে সব পুরুষ ও মহিলা আল্লাহর স্মরণ বেশি করেছে তাদের।' আল্লাহর রাস্তায় যে যুদ্ধ করেছে তার ওপরও কি তাদের স্থান হবে, এ কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : 'সে যদি বিধর্মী ও মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে তার তরবারি পরিচালনা করে এবং সেই তরবারি যদি ভেঙ্গে যায় ও রক্তে রঞ্জিত হয়, তাহলেও তার চেয়ে আল্লাহর স্মরণকারীর ধাপ হবে অধিক পরমোৎকৃষ্ট।'৫

---

১. বুখারী, ৮১/৩৭।
২. কুরআন, ৭৩ : ৮।
৩. কুরআন, ২৯ : ৪৫।
৪. বায়হাকী, দাওয়াত।
৫. তিরমিজী, ৪৫।

www.bjilibrary.com

ভবিষ্যৎ

মহানবী বলেন : 'আমার লোকদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আমার সমকালীন লোক; এরপর তাদের পর যারা আসবে তারা; অতঃপর তাদের পর যারা আসবে তারা।'১ এরপর তিনি তাঁর সমকালীন লোকদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি যাঁদের সাহাবি হিসেবে গণ্য করেন তাঁদের ব্যাপারেই আনন্দ প্রকাশ করেন। একবার এদের মধ্যে দশ জন তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁদের বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেন। এরা হলেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুর রহমান ইবন্ আউফ, আবু উবাইদা, তালহা, জুবায়ের, জুহরা গোত্রের সা'দ এবং হানিফ গোত্রের জায়দের পুত্র সাইয়েদ। এর আগে তিনি তাদের অনুরূপ নিশ্চয়তা দেন। ঐ দশ জন এবং বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন এমন আরও অনেকের ব্যাপারে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এ কথা হাদিস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন : 'আলী, আম্মার২ ও সালমানের৩ জন্য বেহেশত অপেক্ষা করছে।' তিনি ফাতিমাকে বলেন : 'একমাত্র ইমরানের কন্যা কুমারী মরিয়ম ছাড়া বেহেশতের অন্য সব মহিলাদের মধ্যে তুমিই হবে সবচেয়ে উঁচু স্তরের।'৪ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মহানবীর জ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে আলীর প্রধান ভূমিকার ভবিষ্যদ্বাণী করে তিনি বলেন : 'আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার দরজা।'৫ সাধারণভাবে তিনি বলেন : 'আমার সাহাবিগণ তারকার মতো; তোমরা যাকেই অনুসরণ করো না কেন, তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে।'৬

---

১ . বুখারী, ৬২, ১।

২ . 'তিনটি প্রশ্ন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩ . তিরমিজী, ৪৬, ৩৩।

৪ . আহমদ ইবন্ হাম্বল, ৩, ৬৪। কুরআনে বলা হয়েছে কিভাবে ফেরেশতাগণ মরিয়মকে বলেন : 'তিনি (আল্লাহ) তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।' (কুরআন, ৩ : ৪২)

৫ . তিরমিজী, ৪৬, ২০।

৬ . হুসেন বিন মাহমুদ আল ফাররা, ২৬, মানাকিব আস সাহাবা।

www.bjilibrary.com

তাবুক থেকে ফিরে আসার পর সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, তাদের যুদ্ধের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। হিজরি দশম বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল আসার প্রেক্ষিতে তাদের এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। ফলে অনেক মুসলমান তাদের অস্ত্র ও বর্ম বিক্রি করতে শুরু করে। মহানবী এ কথা শুনে তাদেরকে অস্ত্র বিক্রি করতে নিষেধ করেন এবং বলেন : 'খ্রীষ্টবিরোধী ব্যক্তির আগমন না হওয়া পর্যন্ত আমার লোকদের মধ্যে একদল সত্যের জন্য অবিরাম লড়াই করে যাবে।' তিনি আরও বলেন : 'আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং রোদন করতে বেশি'১ এবং 'তোমাদের কাছে এমন দিন আসে না যার পর খারাপ দিন না আসে।'২ তিনি সতর্ক করে দেন যে, তাঁর জনগণ নিশ্চিতভাবে যীশুখ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টানদের পথ অনুসরণ করে অধঃপতিত হবে : 'বিষাক্ত সাপের গর্তে পতিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের অনুসরণ করবে ক্রমান্বয়ে – তোমাদের সামনের অর্ধহাত ও এক হাত পরিমাণ স্থানে এবং শেষে তাদের পতিত হওয়ার স্থানে।'৩ শেষ দিবসের আগে সাধারণ লোকের অবনতির নিম্নতম স্তরে পৌঁছার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন : 'ইসলাম শুরু হয়েছিলো নবাগত হিসেবে এবং তা আর একবার নবাগত হবে।'৪ তবু তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, আল্লাহ তাদের ত্যাগ করবেন না : 'এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ প্রতি একশ' বছরের মাথায় একজন করে লোক পাঠাবেন যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবেন।'৫ অন্য এক সময় কয়েকজন সাহাবি মহানবীর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তাঁকে বিস্ময় প্রকাশ করে একাধিকবার বলতে শোনেন : 'হে আমার ভ্রাতৃবর্গ!' তাঁরা তাঁকে বলেন : 'হে আল্লাহর নবী, আমরা কি আপনার ভাই নই?' তিনি উত্তর দেন : 'তোমরা আমার সাহাবি। তারাই আমার ভ্রাতৃবর্গ যারা এখনও আসে নাই।' অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন বলে বলা হয় 'যারা আসবে শেষের দিনগুলিতে।' তিনি যেভাবে কথা বলেন তাতে মনে হয় যে, তিনি আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত মহৎ লোকদের কথা বলছিলেন।

তিনি আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শেষের দিনগুলি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও একজন নেতা আবির্ভূত হবেন, লোকে যাকে বলবে মাহদী অর্থাৎ

---

১. বুখারী, ৮১, ২৭।
২. বুখারী, ১৪।
৩. মুসলিম, ৪৭, ৬।
৪. মুসলিম, ১, ২৩২।
৫. আবু দাউদ, ৩৬, ১।

www.bjilibrary.com

সঠিক ভাবে পরিচালিত। 'মাহদী হবেন আমার দলের। তাঁর কপোলদেশ হবে প্রশস্ত ও নাক দীর্ঘ। এ দুনিয়া অত্যাচার ও অবিচারে পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি শৃঙ্খলা ও সুবিচার দ্বারা তা পূর্ণ করবেন। তিনি সাত বছর রাজত্ব করবেন।'১

অবশেষে তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে অথবা রাজত্বের পরে আসবে খ্রীষ্টবিরোধী ব্যক্তি – 'তার ডান চোখ এমন অন্ধ যেন সব আলো নির্বাপিত হয়ে গেছে, যেন তা একটা আঙ্গুরের মতো।'২ সে পৃথিবীতে ভীষণ পাপ কাজ করবে। সে তার অলৌকিক কাজের মাধ্যমে বহু লোককে নিজের পক্ষে নিয়ে আসবে। কিন্তু একদল বিশ্বাসী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মহানবী বলেন : 'যুদ্ধরত অবস্থায়ও তারা প্রার্থনার জন্য লাইন করে দাঁড়াবে এবং এ সময় মরিয়মের পুত্র যীশু অবতীর্ণ হয়ে তাদের প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। আল্লাহর শত্রুরা যীশুকে দেখে এমনভাবে গলে যাবে, পানিতে যেমন লবণ গলে যায় ঠিক সেইভাবে। সে যদি সেখানে থাকতো তাহলে সে গলে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো; কিন্তু যীশুর হাতে আল্লাহ তাকে হত্যা করবেন এবং তিনি তাদেরকে তাঁর বল্লমে লেগে থাকা রক্ত দেখাবেন।'৩

মহানবী এমন অনেক নিদর্শনের কথা বলেন যা প্রত্যক্ষ করে মানুষ বুঝতে পারে যে, শেষ বিচারের দিন নিকটবর্তী হয়েছে। এর মধ্যে একটা নিদর্শনের কথা তিনি উল্লেখ করেন, আর তা হলো, মানুষ অপরিমিত উচ্চতায় দালান নির্মাণ করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী একটা বিরাট উপলক্ষের সময় করা হয়েছিলো। উমরের পুত্র আবদুল্লাহর বিবরণীতে তা আরও বিস্তারিতভাবে জানা যায়। পিতার বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ বলেন যে উমর বলেন : "একদিন আমরা মহানবীর সাথে বসেছিলাম। সেখানে তখন একজন লোক আসেন। তাঁর কাপড় ছিলো খুবই সাদা এবং তাঁর চুল ছিলো খুবই কালো। তিনি যে সফর করে এসেছেন এমন কোনো চিহ্ন তাঁর চেহারায় দেখা গেলো না। অথচ আমরা কেউ তাঁকে চিনতাম না। তিনি মহানবীর উল্টোদিকে হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে বসলেন। তিনি তাঁর হাতের তালু রাখলেন তাঁর দুই উরুর ওপর। তিনি বললেন : 'হে মুহাম্মদ, আত্মসমর্পণ (ইসলাম) কি আমাকে বলুন।' আল্লাহর নবী তার উত্তরে বললেন : 'আত্মসমর্পণ (ইসলাম) হলো এটা সমর্থন করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর নবী, নামাজ পড়া, ভিক্ষা দেওয়া,

---

১. আবু দাউদ, ৩৫, ৪।
২. মুসলিম, ৫২, ২০।
৩. মুসলিম, ৫২, ৯।

www.bjilibrary.com

রমজানে রোজা রাখা এবং যদি পারা যায় তাহলে হজ্জ করা।' তিনি বললেন : 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন'। আমরা অবাক হলাম যে, তিনি প্রশ্ন করে তাঁকে সমর্থন করছেন। অতঃপর তিনি বললেন : 'বিশ্বাস (ঈমান) কি আমাকে বলুন।' মহানবী বললেন : 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর নবী এবং শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই বিশ্বাস করা যে, ভালো বা খারাপ কিছু আল্লাহর আয়োজন ছাড়া আসে না।' তিনি বললেন : 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন।' তারপর তিনি বললেন : 'চরম উৎকর্ষতা (ইহসান) কি তা আমাকে বলুন।' মহানবী বললেন : 'আল্লাহকে এমনভাবে ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো, তুমি যদিও তাঁকে দেখতে পাও না, তবু তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।' তিনি বললেন : 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন।' অতঃপর তিনি বললেন : 'নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে আমাকে বলুন।' মহানবী বললেন : 'প্রশ্নকারীর চেয়ে যাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি বেশি জানেন না।' তিনি বললেন : 'তাহলে এর নিদর্শন সম্পর্কে আমাকে বলুন।' মহানবী উত্তর দিলেন : 'ক্রীতদাসী তার কর্ত্রীর পক্ষে সন্তান জন্ম দেবে;১ এবং নগ্নপদ, উলঙ্গ গরিব রাখালরা দালান বানাবে উঁচু থেকে উঁচুতে।' অতঃপর ঐ আগন্তুক চলে গেলেন। তিনি চলে গেলেও আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম; এবং মহানবী আমাকে বললেন : 'হে উমর, প্রশ্নকর্তা কে তা জানো?' আমি বললাম : 'আল্লাহ ও তাঁর নবীই জানেন।' তিনি বললেন : 'তিনি জিবরাইল। তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমাদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য'।"২

---

১. পরবর্তীকালে পিতামাতার প্রতি শিশুদের অসম্মানের কারণে কোনো মহিলা কন্যাসন্তান জন্ম দিলে ঐ সন্তান ক্রীতদাসী বলে গণ্য হবে। ঐ হাদিসের দ্বিতীয় অংশে শুধুমাত্র সামাজিক বিপর্যয়েরই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নাই, বেদুইন জীবন যাত্রার ওপর বিলাসী জীবন যাপনের চূড়ান্ত বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ আবেলের হত্যাকারীর ওপর চূড়ান্ত সীলমোহরের কথা বলা হয়েছে।

২. মুসলিম, ১, ১।

www.bjilibrary.com

বিদায় হজ্জ

রমজান মাসে মহানবী মদীনায় থাকলে এ মাসের মধ্য-দশ দিন মসজিদে গিয়ে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন থাকতেন। অনেক সাহাবিও এমন করতেন। কিন্তু এ বছর মসজিদে নির্ধারিত ঐ দশ দিন থাকার পরও তিনি তাঁর সাহাবিগণকে আরও দশ দিন তাঁর সাথে মসজিদে থাকার কথা বলেন। অর্থাৎ রমজান মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁদের থাকতে বলেন এবং তাঁরা তাই করেন। প্রত্যেক রমজান মাসে জিবরাইল তাঁর কাছে এসে নিশ্চিত হতেন যে, মহানবীর স্মৃতি থেকে কোনো ওহী হারিয়ে যায় নাই। এ বছর মসজিদ থেকে ফিরে আসার পর মহানবী কাউকে না বলার শর্তে ফাতিমার কাছে একটা গোপন কথা বলেন : 'প্রতি বছর জিবরাইল আমার কাছে একবার কুরআন আবৃত্তি করেন এবং আমিও তাঁর কাছে করি। কিন্তু এ বছর তিনি আমার কাছে দু'বার কুরআন পাঠ করেন। আমার মনে হয় যে, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে।'১

শাওয়াল মাস শেষ হয়ে গেলো। ঐ বছরের এগারতম মাসে সারা মদীনায় ঘোষণা করা হলো যে, মহানবী নিজেই এবার হজ্জযাত্রীদের নেতৃত্ব দেবেন। এ সংবাদ মরুভূমির বিভিন্ন গোত্রের কাছে পৌঁছালে তারা বিভিন্ন দিক থেকে দলে দলে মদীনায় এসে উপস্থিত হতে শুরু করলো। যাত্রাপথের প্রতিটি স্থানে মহানবীর সাথে থাকার সুযোগ পেয়ে তারা আনন্দিত হলো। গত একশ' বছরে হজ্জযাত্রা যেমন হয়, এবার তেমন হবে না। এবার হজ্জযাত্রীদের সবাই এক আল্লাহর ইবাদতকারী। কোনো মূর্তিপূজকই পৌত্তলিক আচার-আচরণের দ্বারা পবিত্র গৃহ অপবিত্র করতে পারবে না। মাস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন আগেই মহানবী ত্রিশ হাজারের বেশি পুরুষ ও মহিলাসহ মদীনা থেকে যাত্রা করেন। এ সময় তাঁর সব স্ত্রী সাথে ছিলেন, প্রত্যেকে ছিলেন নিজ নিজ হাওদায়। তাঁদের প্রহরী হিসেবে ছিলেন আবদুর রহমান ইবন্ আউফ এবং উসমান ইবন্ আফফান। আবু বকরের সাথে

---

১. বুখারী, ৫৯/২৫।

www.bjilibrary.com

ছিলেন তাঁর স্ত্রী আসমা। প্রথম বিশ্রাম স্থানেই তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়। তাঁরা এই পুত্রের নাম রাখেন মুহাম্মদ। আবু বকর তাঁকে মদীনায় ফেরত পাঠানোর কথা চিন্তা করেন। কিন্তু মহানবী আবু বকরকে বলেন যে, তাঁর স্ত্রী যেন হজ্জযাত্রার জন্য নিজেকে পবিত্র করে তাঁর পরিকল্পনা মোতাবেক তাঁদের সাথে হজ্জ করার জন্য যান।

মদীনা ত্যাগ করার দশম দিন রাতে মহানবী ঐ গিরিসংকটে পৌঁছান যেখান দিয়ে তিনি মক্কা বিজয়ের দিন অতিক্রম করেন। সেখানে তিনি রাত কাটান এবং পরদিন সকালে উটের পিঠে করে সমতল ভূমিতে নেমে আসনে। কা'বা দৃষ্টি সীমার মধ্যে আসার পর মহানবী শ্রদ্ধার সাথে দু'হাত তোলেন। তাঁর হাত থেকে উটের লাগাম পড়ে যায়। তখন তিনি বাম হাতে লাগাম তুলে নেন এবং ডান হাত তুলে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেন : 'হে আল্লাহ, মানুষের কাছ থেকে এই গৃহ যে সম্মান, মহত্ত্ব, উদারতা, শ্রদ্ধা ও খোদাভক্তি পেয়েছে তা আরও বৃদ্ধি করে দাও।'১ এরপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন, সাত বার কা'বা প্রদক্ষিণ করেন এবং অতঃপর ইবরাহীমের বিশ্রাম স্থানে গিয়ে তিনি দোওয়া করেন। তারপর সাফার কাছে গিয়ে তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাত বার যাতায়াত করেন। তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রতিটি স্থানে মহানবী যে প্রশংসা ও প্রার্থনার কথা উচ্চারণ করেন তা তাঁদের স্মৃতিতে ধরে রাখেন পরম যত্নে।

মসজিদে ফিরে আসার পর মহানবী কা'বা ঘরের চাবিরক্ষক আবদ আদ্-দর গোত্রের উসমানের সাথে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি আগের মতো বেলাল ও উসামাকেও সাথে করে নিয়ে যান। ঐ দিন সন্ধ্যায় মহানবী আয়েশার কাছে তাঁর তাঁবুতে যান। আয়েশা তাঁকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে পান এবং তিনি মহানবীর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মহানবী বলেন : 'আমি আজ একটা কাজ করেছি। এ কাজ করা ঠিক হয় নাই। আমি আজ কা'বা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেছি; এমন হতে পারে যে আমার লোকদের মধ্যে কেউ (তিনি বলতে চান পরবর্তী কোনো সময়ে) গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। এ জন্য সে মনে মনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারে। আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কা'বা প্রদক্ষিণ করার, কা'বা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই।'২

এবার তিনি মক্কার কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিতে অস্বীকার করেন। উম্মে হানী তাঁর বাড়িতে অবস্থান করার জন্য মহানবীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু

---

১. ওয়াকিদী, ১০৯৭।
২. ওয়াকিদী, ১১০০।

www.bjilibrary.com

সে অনুরোধও তিনি রক্ষা করেন নাই। নতুন চাঁদের অষ্টম দিনে তিনি মিনায় যান এবং হজ্জযাত্রীরা তাঁকে অনুসরণ করেন। সেখানে রাত্রি যাপন করে পরদিন তিনি যান আরাফাতে। এ স্থানটি হলো একটা প্রশস্ত উপত্যকা, মক্কা থেকে প্রায় তেরো মাইল পূর্বে – পবিত্র এলাকার ঠিক বাইরে। আরাফাতের অবস্থান হলো তায়েফ যাওয়ার পথে এবং এর উত্তর ও পূর্ব দিক তায়েফের পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। এর বাইরেও উপত্যকা পরিবেষ্টিত একটা পর্বত আছে। এ পর্বতটাকেও বলা হয় আরাফাত বা দয়ার পর্বত। হজ্জের জন্য এটাও একটা মূল স্থান এবং এ স্থানটি সমতল ভূমির সাথে মিশে গিয়েছে। পর্বতের এ স্থানেই মহানবী ঐ দিন অবস্থান করেন।

মক্কাবাসীদের অনেকে বলেন যে, মহানবী সেখানে অনেক সময় অবস্থান করেছেন। অন্য হজ্জযাত্রীরা সেখানে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেন। কুরাইশরা শুধু পবিত্র এলাকায় অবস্থান করতে অভ্যস্ত ছিলো। তারা বলতো : 'আমরা হলাম আল্লাহর লোক।' কিন্তু মহানবী বলেন যে, আরাফাতের দিন হজ্জ পর্বের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত বলে ইবরাহীম নির্দেশ দেন। কুরাইশরা তাঁর রীতি বাতিল করে দেয়। ঐ দিনের প্রাচীন নিদর্শনের ওপর মহানবী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁর মুখে প্রায় সব সময়ই উচ্চারিত হচ্ছিলো 'ইবরাহীমের কাছ থেকে লব্ধ বস্তু' কথাটা।

এখন থেকে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তের শত্রুতা শেষ হয়ে গেলো এবং প্রত্যেক মানুষের জীবন ও সম্পত্তি অলঙ্ঘনীয় – এ কথা সবার মধ্যে প্রচার করার জন্য মহানবী সাফওয়ানের ভাই রাবিয়াকে হজ্জযাত্রীদের মধ্যে প্রেরণ করেন। রাবিয়ার গলার স্বর ছিলো খুবই শক্তিশালী। তিনি তাঁকে ঘোষণা করতে বলেন : 'আল্লাহর নবী বলেছেন : এ মাসটা কোন মাস?' তারা নীরব থাকলে তিনি বলেন : 'পবিত্র মাস।' তারপর তিনি বলেন: 'এই ভূমি কি?' এবারও তারা নীরব রইলে তিনি উত্তর দেন : 'এটা পবিত্র ভূমি।' তারপর তিনি বলেন : 'এ দিনটা কি?' এবারও তিনি উত্তর দেন : 'আজ হলো বড় হজ্জের দিন।' মহানবীর নির্দেশ মোতাবেক তিনি তখন ঘোষণা করেন : 'তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের রক্ত ও সম্পত্তি অন্যের জন্য পবিত্র করে দিয়েছেন, যেমন তিনি পবিত্র করেছেন তোমাদের জন্য আজকের এই দিন, তোমাদের ভূমি ও তোমাদের এই মাস।'

সূর্য যখন মধ্য গগন অতিক্রম করলো তখন মহানবী একটি ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করে তিনি বললেন : 'হে জনগণ, তোমরা আমার কথা শোনো। কারণ আমি জানি না, এ বছরের পর আমি এই

www.bjilibrary.com

স্থানে তোমাদের সাথে আর মিলিত হতে পারবো কিনা।' তারপর তিনি তাদের অনুরোধ করেন একে অন্যের সাথে উত্তম ব্যবহার করার জন্য এবং তাদেরকে বার বার তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, কোন কোন কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে সে সম্পর্কে। পরিশেষে তিনি বলেন : 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটা জিনিস রেখে যাচ্ছি যা তোমরা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখলে তা তোমাদের সব রকমের ভ্রম থেকে রক্ষা করবে। এতে আছে স্পষ্ট ইঙ্গিত। এটা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর কথা। হে জনগণ, আমার কথা শোনো এবং তা উপলব্ধি করো।' তারপর তিনি সবেমাত্র নাজিল হওয়া একটি ওহী তাদের পড়ে শোনান। এ সূরা নাজিল হওয়ার মাধ্যমেই কুরআন সম্পূর্ণ হয়। কারণ এ সূরাটিই সর্বশেষে নাজিল হয়। 'আজ কাফেররা তোমাদের দীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো। আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'১

তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ সমাপ্ত করলেন একটা ঐকান্তিক প্রশ্ন উত্থাপন করে : 'হে জনগণ, আমি কি তোমাদের কাছে আমার বাণী বিশ্বস্ততার সাথে পৌঁছিয়ে দিয়েছি?' একটা ইতিবাচক প্রবল গুঞ্জনধ্বনি 'হে আল্লাহ, হ্যাঁ!' – হাজার হাজার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো। আন্দোলিত শব্দ "আল্লাহুম্মা না'ম" – সারা উপত্যকায় তরঙ্গায়িত হলো মেঘের গর্জনের মতো। মহানবী তাঁর তর্জনী উঁচু করে বললেন : 'হে আল্লাহ, সাক্ষী থেকো।'২

এরপর ওয়াক্তের নামাজ পড়া হলো এবং দিনের (বলা হয় আরাফাতের দিন) বাকী অংশ ধ্যান ও বিনীত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কেটে গেলো। কিন্তু সূর্য ডোবার সাথে সাথে মহানবী তাঁর উটে আরোহণ করলেন এবং উসামাকে তাঁর পেছনে আরোহণ করতে বললেন। তারপর তিনি পর্বত থেকে নেমে উপত্যকা অতিক্রম করে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর পেছনে পেছনে হজ্জযাত্রীরাও যাত্রা করলেন এ সময় দ্রুতগতিতে চলার রীতি আছে। কিন্তু প্রথমেই দ্রুতগতিতে চলার মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তিনি বললেন : 'ধীরে ধীরে! আত্মার প্রশান্তির মাঝে! তোমাদের মধ্যে

---

১. কুরআন, ৫ : ৩।

২. ইবন্ ইসহাক, ৯৬৯।

www.bjilibrary.com

যারা শক্তিশালী তারা দুর্বলদের প্রতি মনোযোগী হও!' তাঁরা রাত কাটালেন মুজদালিফায়। এ স্থানটি ছিলো পবিত্র এলাকার অভ্যন্তরে। শয়তানের প্রতি নিক্ষেপ করার জন্য তাঁরা এখানে ছোট ছোট নুড়ি পাথর সংগ্রহ করেন। মিনা উপত্যকার আকাবায় শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে আছে তিনটি স্তম্ভ বা থাম। সকালের দিকে সওদা মুজদালিফা ত্যাগ করার জন্য মহানবীর অনুমতি চাইলেন। অন্যান্য মহিলার চেয়ে তিনি ছিলেন মোটা ও দীর্ঘ। সূর্যের তাপ ও সফরের ক্লান্তিতে তিনি কষ্ট ভোগ করেন। সব লোক পৌঁছার পূর্বেই তিনি পাথর নিক্ষেপের রীতি পালন করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ কারণে মহানবী তাঁকে সবার আগেই উম্মে সুলায়মের সাথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের নিরাপত্তায় থাকেন আব্বাসের এক পুত্র আবদুল্লাহ।

মহানবী নিজে ফজর নামাজ মুজদালিফায় পড়েন। এরপর তিনি হজ্জযাত্রীদের আকাবায় পরিচালিত করেন। তাঁর উটের পেছনে আরোহণ করেন ফজল। এ স্থানেই বারো বছর আগে এ দিনে তিনি খাযরাজ গোত্রের ছ'জন লোকের সাথে মিলিত হন। এই ছ'জন লোক তাঁর প্রতি সেদিন আনুগত্য ঘোষণা করেন। এর পরেই প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবা চুক্তির পথ সুগম হয়। পাথর নিক্ষেপের পর পশু কোরবানি করা হয় এবং মহানবী তাঁর মাথা মুণ্ডনের জন্য একজন লোককে ডাকেন। হজ্জযাত্রীরা তাঁর পাশে এসে ভিড় করেন কিছু চুল প্রাপ্তির আশায়। আবু বকর পরবর্তীকালে উহুদ, খন্দক ও এখনকার খালিদের তুলনা করেন। খালিদ বলেন 'হে আল্লাহর নবী, আপনার কপালের উপরকার চুল আমার ছাড়া আর কাউকে দেবেন না। এর মুক্তিপণ হলো আমার পিতা ও মাতা!'১ মহানবী তাঁকে তা দিলে তিনি শ্রদ্ধার সাথে তা তাঁর চোখ ও ঠোঁটে চেপে ধরেন।

মহানবী এরপর হজ্জযাত্রীদের কা'বায় যেতে বলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসে মিনায় সেই রাত এবং এর পরের দুই রাত কাটাতে বলেন। তিনি বিকেল পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন। এরপর আয়েশা ছাড়া তাঁর সব স্ত্রী তাঁর সাথে মিনায় যান। আয়েশা তখন হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মতো পবিত্র অবস্থায় ছিলেন না। কয়েক দিন পর তিনি সক্ষম হলে মহানবী তাঁকে পবিত্র এলাকার বাইরে পাঠান। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। সেখানে তিনি নিজেকে পুনরায় পবিত্র করেন এবং অতঃপর মক্কায় গিয়ে কা'বাগৃহ প্রদক্ষিণ করেন।

ইয়েমেন অভিযানে মহানবী রমজান মাসে যে তিনশ' জন ঘোড়সওয়ারকে পাঠান তারা এখন অভিযান শেষে দক্ষিণ দিক থেকে মক্কার

---

১. ওয়াকিদী, ১১০৮।

www.bjilibrary.com

দিকে আসছিলো। সবার সামনে ছিলেন আলী। তিনি যত দ্রুত সম্ভব মহানবীর সাথে মিলিত হতে এবং তাঁর সাথে হজ্জ করতে চাচ্ছিলেন। এখন তিনি তা করতে সক্ষম হন। যুদ্ধলব্ধ মালের অংশে রাষ্ট্রের এক-পঞ্চমাংশে যে লিনেন কাপড় ছিলো তা দিয়ে সব সৈন্যের পোশাক তৈরি করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু আলী এর সবটাই মহানবীর কাছে প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি যাকে দায়িত্ব প্রদান করেন সেই ব্যক্তিকে সবাই অনুরোধ করে যে, তিনি যেন প্রত্যেককে ধার হিসেবে লিনেন কাপড় দেন। কাপড় পরিবর্তন করা অবশ্য খুবই প্রয়োজন ছিলো। কারণ তারা প্রায় তিন মাস ধরে বাড়ির বাইরে ছিলো। তারা শহরে প্রবেশের কাছাকাছি আসার আগেই আলী ঘোড়ায় চড়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। কিন্তু তাদের কাপড় পরিবর্তন দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। ডেপুটি কমান্ডার তখন বলেন : 'আমি তাদেরকে পোশাক দিয়েছি এ কারণে যে, তারা যখন তাদের লোকদের সাথে মিলিত হবে তখন যেন তাদেরকে সুন্দর দেখায়।' সবাই এ কথা জানতো যে, উৎসব উপলক্ষ্যে মক্কায় সবাই সুন্দর কাপড় পরবে এবং তারাও ভালো কাপড় পরার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলো। কিন্তু আলী মনে করেন যে, এ ধরনের স্বাধীনতায় তাঁর সমর্থন দেওয়া ঠিক নয়। সে কারণে তাদেরকে তিনি পুনরায় পুরাতন কাপড় পরার এবং যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে নতুন কাপড় ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। এ জন্য পুরো বাহিনীতে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। মহানবী এ কথা শোনার পর বলেন : 'হে জনগণ, আলীকে দোষারোপ করো না। আল্লাহর রাস্তায় সে এমনই সতর্ক যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।' কিন্তু এ কথাই যথেষ্ট ছিলো না। অথবা এমনও হতে পারে যে, তাঁর কথা খুব কম লোকই শুনতে পেয়েছিলো। ফলে এই অসন্তোষ অব্যাহত থাকে।

মদীনা ফেরার পথে একজন লোক মহানবীর কাছে আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। 'আমি কি তাদের নিজের লোকদের চেয়ে বিশ্বাসীদের নিকটবর্তী নই?' – মহানবীর এ কথায় লোকটি সম্মতি জানালে তিনি বলেন : 'আমি যাঁর নিকটবর্তী, আলী হলো তাঁর নিকটবর্তী।' ঐ সফরের শেষের দিকে তাঁরা যখন খাদির আল-খুম এ বিশ্রাম নেন তখন মহানবী সবাইকে একত্রিত করেন। আলীর হাত ধরে তিনি ঐ কথা বার বার বলেন এবং শেষে প্রার্থনা করেন : 'আল্লাহ তাঁর বন্ধু হন যিনি তাঁর বন্ধু এবং তাঁর শত্রু হন যে তাঁর শত্রু।' এরপর আলীর বিরুদ্ধে গুঞ্জন শেষ হয়ে যায়।১

১. ইবন্ কাছির, আল বিদায়া ওয়ান নাহিয়া, খণ্ড ৫, পৃ. ২০৯।

www.bjilibrary.com

পূর্বের বছরে ইয়ামামার খ্রীষ্টান গোত্র বনি হানিফার একটি প্রতিনিধি দল আসে। এ গোত্রের এলাকা ছিলো নযদ-এর সীমানার পূর্বাঞ্চল বরাবর। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হয়। কিন্তু এখন তাদের মুসাইলামা নামের এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করে। মক্কা থেকে হাজীদের ফিরে আসার কিছু দিন পর ইয়ামাম থেকে দু'জন প্রতিনিধি মদীনায় একটা পত্র নিয়ে আসে। ঐ পত্রটি ছিলো এ রকম : 'আল্লাহর নবী মুসাইলামার কাছ থেকে আল্লাহর নবী মুহাম্মদের কাছে। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার সাথে কর্তৃত্ব ভাগাভাগি করার অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। অর্ধেক দুনিয়া আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের, যদিও কুরাইশ জনগণ শাস্ত্রীয় নির্দেশ লঙ্ঘনকারী।' মহানবী তখন ঐ দু'জন প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চান। তারা বলেন : 'তার মতের মতোই আমাদের মত।' মহানবী বলেন : 'আল্লাহর কসম, প্রতিনিধিকে হত্যা করা যায় না। তা না হলে আমি তোমাদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতাম।' এরপর তিনি তাদের প্রভুকে দেওয়ার জন্য একটা পত্র লেখার নির্দেশ দেন। তিনি লেখেন : 'আল্লাহর নবী মুহাম্মদের কাছ থেকে মিথ্যাবাদী মুসাইলামার কাছে। আল্লাহর নির্দেশ যারা পালন করে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ দুনিয়া নিশ্চয়ই আল্লাহর; তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাঁকে তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতে দেন; আর চূড়ান্ত বিষয় থাকে ধার্মিকদের অনুকূলে।'১

এ সময় আরও দু'জন প্রতারক আবির্ভূত হয়। একজন হলো আসাদ গোত্রের তুলায়হা এবং অপরজন হলো ইয়েমেনের আসোয়াদ ইবন্ কা'ব। অল্প সময়ের জন্য ইয়েমেনবাসীদের সফলতা এসেছিলো এবং তারা বিরাট এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু গর্বের জন্য তার অনেক অনুসারী তার বিরুদ্ধে চলে যায়। কয়েক মাস পরে তাকে হত্যা করা হয়। তুলায়হাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন খালিদ। এরপর সে সবকিছু ত্যাগ করে ইসলামের এক শক্তিতে পরিণত হয়। আর মুসাইলামার চূড়ান্ত পরিণতি হয় এই যে, ওয়াহশির ছোড়া বল্লমে সে বিদ্ধ হয়, আর নূসাইবার ছেলে আবদুল্লাহর তরবারির আঘাতে সে ধরাশায়ী হয়। কিন্তু পরাজয় সমাপ্ত হয় কয়েক মাস পর। হজ্জের মাসের চাঁদ যখন ক্ষীণকায় হয়ে আসছিলো এবং হিজরি সালের একাদশ বছর শুরু হচ্ছিলো তখন সব প্রতারকই ইসলামের জন্য সম্ভাব্য শত্রু বলে গণ্য হয়। এ ছাড়া তামিম গোত্রের মাজাহ নাম্মী

১. ইবন্ ইসহাক, ৯৬৫।

www.bjilibrary.com

একজন মহিলাও নিজেকে মহিলা নবী হিসেবে দাবি করে। কিন্তু মহানবী এদের কারও বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি ছিলো উত্তরাঞ্চলের দিকে। ঐ বছরের দ্বিতীয় মাস সফরের শেষ দিকে অর্থাৎ ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষ দিকে তিনি মনে করেন যে, মূতার পরাজয়কে বিপরীতমুখী করার সময় এসেছে। সিরিয়ার আরব গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। আরবের এই গোত্রগুলোর পাশেই সেদিন দাঁড়িয়েছিলো রোমের রাজকীয় অশ্বারোহী দল, যেদিন জায়দ ও জাফর শহীদ হন। মহানবী জায়দের পুত্র উসামাকে তাঁর কাছে ডাকেন এবং তাঁর বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁকে তিন হাজার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেন।

www.bjilibrary.com

পছন্দ

মহানবী অব্যাহতভাবে বেহেশতের কথা বলতেন এবং যখন তিনি বেহেশতের কথা বলতেন তখন তিনি এমনভাবে বলতেন যেন তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন। বিভিন্ন নিদর্শন থেকে এই ধারণা নিশ্চিত হয়। যেমন, একদিন তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করার জন্য হাত প্রসারিত করেন এবং আবার হাত গুটিয়ে আনেন। তিনি এ ব্যাপারে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তাঁর সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। এ ব্যাপারে তাঁরা মহানবীকে প্রশ্ন করেন। মহানবী উত্তরে বলেন : "আমি বেহেশত দেখছিলাম এবং একগুচ্ছ আঙুরের কাছে হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি যদি তা নিয়ে আসতাম তাহলে যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকতো ততদিন তোমরা তা খেতে পারতে।"১

তাঁরা মহানবী সম্পর্কে এমন কথা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন যে, তিনি পরকালের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। সম্ভবত আংশিক এ কারণেই তিনি যখন মৃত্যুর কথা বলতেন তখন তাঁদের ওপর এর প্রভাব কম পড়তো। এখন অনেক সময় তিনি পরোক্ষভাবে বলতেন যে, তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে। তাঁর তেষট্টি বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দৈহিক কাঠামো ছিলো একজন যুবকের চেয়েও উত্তম এবং তাঁর কালো চুলের মধ্যে মাত্র দু'একটা সাদা চুল দেখা যেতো। এবার তিনি তাঁর স্ত্রীগণের কাছে একটা মন্তব্য করেন যা অমঙ্গলসূচক। ঐ সময় প্রশ্ন করা হয় যে, স্ত্রীগণের মধ্যে কে সবচেয়ে আগে মহানবীর সাথে পরজগতে পুনরায় মিলিত হবেন। মহানবী উত্তর দেন : "তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে 'দূরবর্তী স্থানে পৌঁছায়' সে-ই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে।"২ এরপর তাঁরা একে অপরের বাহু পরিমাপ করেন। এটা বর্ণিত না হলেও ধারণা করা হয় যে, এই প্রতিযোগিতায় সওদা বিজয়ী হন। কারণ তিনি ছিলেন সবার মধ্যে লম্বা

---

১. বুখারী, ১৬/৮।

২. ইবন্ সাদ, ৮, ৭৬-৭৭।

www.bjilibrary.com

এবং মোটা। অপরদিকে জয়নাব ছিলেন একজন ছোট-খাটো মহিলা এবং তাঁর হাতও ছিলো আনুপাতিক হারে খাটো। কিন্তু জয়নাবই তাঁদের মধ্যে সবার আগে ইন্তেকাল করেন, প্রায় দশ বছর পরে। সেই সময়ই কেবল তাঁরা বুঝতে পারেন, মহানবী 'তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছায়' বলতে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন। কারণ জয়নাব তাঁর পূর্বসূরীর মতো ছিলেন খুবই দানশীলা। তাঁর নামও ছিলো জয়নাব এবং তাঁকে বলা হতো 'গরিবের মাতা'।

সিরিয়া অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দানের পর এবং সৈন্যবাহিনীর যাত্রার পূর্বে মহানবী এক রাতের প্রথম দিকে তাঁর এক মুক্ত ব্যক্তি আবু মুয়াইহিবাকে ডাকেন। তিনি তাঁকে বলেন : "কবরস্থানের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি আমার সাথে এসো।" তাঁরা দু'জন একসাথে বেরিয়ে যান এবং 'বাকী'-তে পৌঁছার পর মহানবী বলেন : "হে কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের অবস্থার জন্য তোমরা আনন্দ করো। জীবিত লোকদের চেয়ে তোমরা কত ভালো অবস্থায় আছো। অন্ধকার রাতের ঢেউ-এর মতো আসে বিবাদ – একটার ওপর অন্য একটা আসে কঠোর হয়ে এবং শেষেরটার চেয়ে আগের সবকটাই অধিকতর মন্দ।" অতঃপর তিনি আবু মুয়াইহিবার দিকে ফিরে বলেন : "আমাকে এই দুনিয়ার সম্পদের চাবি, এখানে অমরত্ব এবং পরে বেহেশতের মধ্যে যে কোনো একটা আমাকে পছন্দ করতে বলা হয়েছে।" আবু মুয়াইহিবা বলেন : "আপনি আমার কাছে আমার মাতা-পিতার চেয়ে প্রিয়, আপনি এ দুনিয়ার সম্পদের চাবি ও এখানে অমরত্ব এবং বেহেশত গ্রহণ করুন।" কিন্তু তিনি তাঁর কথার উত্তরে বলেন : "আমি ইতিমধ্যে আমার প্রভুর সাথে মিলন ও বেহেশত পছন্দ করেছি।" এরপর তিনি বাকী'র কবরবাসীদের জন্য দোয়া করেন।১

ঐ দিন প্রত্যুষে বা তার পরদিন তাঁর মাথায় বিরামহীন বেদনা শুরু হয়। এর আগে এ রকম আর কোনোদিন হয়নি। তবু তিনি মসজিদে গেলেন এবং নামাজে ইমামতি করার পর খোতবা দেওয়ার স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জন্য আশীর্বাদ কামনা করলেন। পরবর্তীকালে বলা হয়, তিনি এমনভাবে তাঁদের জন্য আশীর্বাদ কামনা করেন যেন এটাই তাঁর শেষ বারের মতো কামনা। তারপর তিনি বলেন : "আল্লাহর দাসদের মধ্যে

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১০০০।

www.bjilibrary.com

একজন দাসকে আল্লাহ এই দুনিয়া এবং তাঁর (আল্লাহ) সাথের দুনিয়ার মধ্যে একটা পছন্দ করতে বলেন এবং তাঁর দাস আল্লাহর সাথের দুনিয়াকে পছন্দ করেছে।" তিনি যখন একথা বলেন তখন আবু বকর ক্রন্দন করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, মহানবী তাঁর নিজের কথাই বলছেন এবং পছন্দ মানে অনতিবিলম্বে মৃত্যু। মহানবী লক্ষ্য করলেন যে আবু বকর তাঁর কথা অনুধাবন করতে পেরেছেন। তিনি তাঁকে ক্রন্দন করতে বারণ করলেন। তিনি বললেন : "হে জনগণ, লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষী হিসেবে সবচেয়ে বেশি উপকারী হলো আবু বকর এবং তিনি তাঁর হস্ত সম্প্রসারণ করেছেন। সমগ্র মানব জাতি থেকে যদি আমি কাউকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আমি গ্রহণ করতাম আবু বকরকে। আল্লাহ তাঁর উপস্থিতিতে আমাদের একত্রিত না করা পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাসের সাহচর্য এবং ভ্রাতৃত্ব আমাদেরই।" মসজিদে প্রবেশের জন্য এর চতুর্দিক থেকে অনেক পথ ছিলো। ঐ সব প্রবেশ পথ ছিলো মানুষের গৃহ থেকে মসজিদে আসার জন্য। এসব প্রবেশ পথ লক্ষ্য করে তিনি এ সময় বলেন : "মসজিদে প্রবেশের এসব দরজা দেখো! একমাত্র আবু বকরের গৃহ থেকে মসজিদে আসার পথের দরজা ছাড়া আর সব কটি দরজায় দেওয়াল দিয়ে দাও।"১ খোতবা দেওয়ার স্থান থেকে নেমে আসার আগে তিনি বলেন : "আমি তোমাদের আগে চলে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের সাক্ষী। আমার সাথে মিলন স্থান হবে জলাশয়ের ধারে।২ এবং তা আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য খোদা সৃষ্টি করবে, এর জন্য আমি ভয় করি না। এ বিশ্বে তোমাদের জন্য আমার ভয় হয়, যদি তোমরা জাগতিক লাভের জন্য একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠো।"৩

মসজিদ থেকে মহানবী মায়মূনার কামরায় যান, এদিন তাঁর ঐ কামরায় থাকার কথা ছিলো। মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে কথা বলার প্রচেষ্টায় তাঁর জ্বর বৃদ্ধি পায়। এক বা দু'ঘণ্টা পর তিনি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আয়েশার সাথেও সাক্ষাৎ করে আসেন এজন্য যে, তিনি যেন তাঁর অসুস্থতার কথা জানতে পারেন। আয়েশাও মাথা ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। মহানবী তাঁর কামরায়

---

১. ইবন ইসহাক, ১০০৬।

২. জলাশয় হলো একটি হ্রদ যেখানে মুমিনরা বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে তাঁদের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন।

৩. বুখারী, ৬৪/১৭।

www.bjilibrary.com

ঢুকলে তিনি বিলাপ করে বলেন : "আহ্, আমার মাথা!" মহানবী বলেন : " না আয়েশা, এটা আমার মাথা!" কিন্তু তিনি আয়েশার দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁর মুখে অসুস্থতার কোনো নিদর্শন আছে কিনা। এ ধরনের কোনো নিদর্শন না দেখতে পেয়ে তিনি বলেন : "তোমার অসুখ হোক এটা আমার কামনা।" এর অর্থ, আয়েশার মৃত্যু হোক এটা তিনি চান। তিনি বলেন : "আমি বেঁচে থাকলে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবো, তোমার ওপর দয়া কামনা করতে পারবো, তোমার মৃতদেহে কাফন পরাতে পারবো, তোমার জন্য প্রার্থনা করতে পারবো এবং তোমার কবর দিতে পারবো।" আয়েশা দেখলেন যে, তিনি অসুস্থ এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি আতঙ্কিত হলেন। কিন্তু বিষয়টিকে তিনি হালকা করে দিতে চাইলেন এবং তাঁর মুখে হাসি ফোটাতে সফল হলেন। তারপর মহানবী আবার বললেন : "না, এটা আমার মাথা!"১ এবং অতঃপর তিনি মায়মূনার কামরায় ফিরে গেলেন।

সুস্থ থাকার সময় তিনি যা করতেন তা করার চেষ্টা করলেন এবং আগের মতো মসজিদে নামাজে ইমামতি করলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা বেড়ে গেলো এবং এমন সময় এলো যে, তিনি শুধু বসেই নামাজ পড়তে পারলেন। এ সময় তিনি মুসল্লিদেরকেও বসে নামাজ পড়ার কথা বলেন। মসজিদ থেকে ফিরে তিনি পালা অনুযায়ী এক স্ত্রীর কামরায় গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন: "আগামীকাল আমি কোথায় থাকবো?" তাঁর স্ত্রী তাঁকে আগামীকাল যাঁর পালা তাঁর নাম বললেন। মহানবী জিজ্ঞাসা করলেন : "পরশু দিন আমি কোথায় থাকবো?" পুনরায় তিনি জবাব দিলেন। কিন্তু বার বার মহানবীর এ কথায় তিনি অবাক হলেন এবং তিনি যে আয়েশার কামরায় যেতে আগ্রহী একথা অনুধাবন করে তিনি সব স্ত্রীকে ডাকলেন এবং সবাই উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন : "হে আল্লাহর নবী, আপনার সাথে আমাদের অবস্থানের দিনগুলো আমরা আমাদের বোন আয়েশাকে দিলাম।"২ তিনি তাঁদের এই দান গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি এমনই দুর্বল ছিলেন যে, কারও সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারছিলেন না। ফলে আলী ও আব্বাস তাঁকে আয়েশার কামরায় নিয়ে যেতে সাহায্য করলেন।

সিরিয়া অভিযানে উসামার মতো একজন যুবককে সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ায় বেশ সমালোচনা হয় এবং এই সমালোচনার কথা তাঁর

---

১. ইবন্ সাদ, ১১/২, ১০।
২. ইবন্ সাদ, ১১/২, ৩০।

www.bjilibrary.com

কানে আসে। তারা বলে যে, এজন্য যুদ্ধ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখা গেছে। তিনি সমালোচনাকারীদের সমালোচনার জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। কিন্তু তাঁর জ্বর ছিলো খুবই তীব্র। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে বলেন : "কুয়া থেকে পানি এনে আমার মাথায় সাত মশক পানি ঢালো। এর ফলে আমি বাইরে মানুষের কাছে গিয়ে তাদের পরামর্শ দিতে পারবো।" হাফসা একটা বালতি আয়েশার কামরায় নিয়ে এলেন এবং অন্য স্ত্রীগণ পানি আনলেন। মহানবী বালতির মধ্যে বসলে সবাই তাঁর মথায় পানি ঢাললেন। তারপর তাঁরা তাঁকে পোশাক পরাতে সাহায্য করলেন এবং কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে দিলেন। দু'জন লোক তাঁকে তাদের মাঝখানে নিয়ে মসজিদে গেলেন। মসজিদে গিয়ে মহানবী খোতবা দেওয়ার স্থানে বসলেন এবং সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন: "হে জনগণ, উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করো। তোমরা তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছো। এর আগেও তাঁর পিতার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলে। তবু আমি বলছি, সে নেতৃত্বের যোগ্য১, এমনকি তাঁর পিতাও নেতৃত্বের যোগ্য ছিলো।" তিনি খোতবার স্থান থেকে নেমে এলেন এবং তাঁকে সাহায্য করে আয়েশার কামরায় নিয়ে আসা হলো এবং উসামা তাঁর বাহিনী নিয়ে জারফ্-এ গিয়ে পৌঁছালেন। এখানে তাঁরা শিবির স্থাপন করলেন। স্থানটি ছিলো মদীনা থেকে প্রায় তিন মাইল উত্তরে।

পরবর্তী নামাজের জন্য আজান দেওয়ার পর মহানবী অনুভব করলেন যে, বসে বসেও তিনি নামাজে ইমামতি করতে পারবেন না। এ জন্য তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে বললেন : "আবু বকরকে ইমামতি করতে বলো।" কিন্তু আয়েশা আশঙ্কা করলেন যে, মহানবীর স্থানে দাঁড়াবার জন্য তাঁর পিতা খুবই ব্যথিত হবেন। তিনি মহানবীকে বললেন : "হে আল্লাহর নবী, আবু বকর খুবই সংবেদনশীল মানুষ, তাঁর গলার স্বরও উঁচু নয়। যখন কুরআন পাঠ করেন তখন বেশি রোদন করেন।" মহানবী বললেন : "তাঁকে নামাজে ইমামতি করতে বলো।" মহানবী তাঁকে এমনভাবে বললেন যেন আয়েশা পূর্বে তাঁকে কিছু বলেন নাই। আয়েশা আবার অনুরোধ করলেন এবং তাঁর স্থলে উমরের নাম প্রস্তাব করলেন। মহানবী আবার একই কথা বললেন : "আবু বকরকে বলো তিনি যেন নামাজে ইমামতি করেন।" আয়েশা অনুরোধের দৃষ্টিতে হাফসার দিকে তাকালেন। এবার হাফসা কথা বললেন।

---

১. কিছু সময় দেরি হওয়ার পর যখন অভিযান শুরু হয় তখন উসামা এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু মহানবী তাঁকে এ কথা বলে চুপ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : "তোমরা দেখছি সেই ধরনের মহিলার মতো যারা ইউসুফের সাথে ছিলো।১ আবু বকরকে বলো নামাজে ইমামতি করতে। দোষারোপকারীদের দোষ অনুসন্ধান করতে দাও এবং উচ্চাভিলাষীদের আকাঙ্ক্ষা করতে দাও। আল্লাহ ও মুমিনরা তা অন্যভাবে গ্রহণ করবেন না।"২ শেষের বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন। মহানবী অসুস্থ থাকার সময় আবু বকরই নামাজে ইমামতি করেন।

মহানবী অধিকাংশ সময় তাঁর মাথা আয়েশার বুকে বা কোলে রেখে কাটাতেন। কিন্তু ফাতিমা আসলে আয়েশা সরে যেতেন এবং পিতা ও কন্যাকে কিছুটা একান্তে কথা বলার সুযোগ দিতেন। একবার ফাতিমা আসলে আয়েশা দেখেন যে, মহানবী তাঁর মেয়ের কানে কানে যেন কি কথা বলছে। কথা শোনার পর ফাতিমা কেঁদে ফেলেন। মহানবী তাঁর কাছে আর একটা গোপন কথা প্রকাশ করলে তিনি চোখে পানি থাকা অবস্থাতেই হেসে ওঠেন। ফাতিমা চলে যাওয়ার সময় আয়েশা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন মহানবী কি কথা বলেছেন। ফাতিমা বলেন যে, এটা গোপন কথা এবং প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু পরে তিনি তাঁকে বলেন : "মহানবী তাঁকে বলেন যে তিনি এই অসুস্থতায় ইন্তেকাল করবেন (এবং তিনি ইন্তেকাল করেন) এবং এজন্য আমি রোদন করি। এরপর তিনি বলেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম তাঁকে অনুসরণ করবো। একথা শুনে আমি হেসে উঠি।"৩

অসুখের সময় তিনি খুবই কষ্ট পান। এই কষ্ট যখন চরম আকার ধারণ করে তখন তাঁর স্ত্রী সাফিয়া এসে বলেন : "হে আল্লাহর নবী, আপনার এই কষ্ট আমার হোক!" এতে অন্য স্ত্রীগণ নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করেন এবং চুপি চুপি একে অন্যকে কিছু কথা বলেন। মহানবী তাঁদেরকে দেখে বলেন : "যাও, পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে এসো।" তাঁরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে মহানবী বলেন : "কারণ তোমাদের সাথীকে তোমরা নিন্দা করেছো। আল্লাহর কসম, সে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সত্য কথাই বলেছে।"৪

উম্মে আইমান সব সময় মহানবীর সেবায় উপস্থিত থাকতেন এবং

---

১. এখানে পোতিফার (Potiphar) এর একগুঁয়ে স্ত্রী ও তার বন্ধুদের কথা বলা হয়েছে। (কুরআন, ১২ : ৩১-৩৩)।

২. ইবন্ সা'দ, ২/২, ২০।

৩. বুখারী, ৬২/১২।

৪. ইবন্ সা'দ, ৮/৯১।

www.bjilibrary.com

মহানবীর অবস্থা সম্পর্কে তিনি তাঁর পুত্রকে অবহিত করতেন। উসামা সিদ্ধান্ত নেন যে, আল্লাহ্ কোনো সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অগ্রসর হবেন না এবং জারফ্-এর শিবিরে থাকবেন। কিন্তু একদিন সকালে তিনি এমন দুঃসংবাদ পান যে, তিনি মদীনায় চলে আসেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মহানবীর কাছে যান। ঐ দিন মহানবী এমন অসুস্থ ছিলেন যে কথা বলতে পারছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন পূর্ণ মাত্রায় সজ্ঞান। উসামা মাথা নত করে মহানবীকে চুম্বন করেন। আর মহানবী তাঁর হাত তোলেন – হাতের তালু ছিলো উপরের দিকে – বেহেশত থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য। তারপর তিনি এমন ইঙ্গিত করলেন যেন তাঁর হাতের বস্তু উসামার ওপর রেখে দিলেন। উসামা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর শিবিরে ফিরে গেলেন।

পরদিন ছিলো সোমবার, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ, হিজরি সালের একাদশ বছর, ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন। ঐ দিন সকালে মহানবীর জ্বরের তীব্রতা হ্রাস পায়। অত্যন্ত দুর্বল থাকা সত্ত্বেও তিনি আজানের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে প্রবেশের আগেই নামাজ শুরু হয়ে যায়। তাঁকে দেখে মুসল্লিরা আনন্দের আতিশয্যে নামাজ ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করতেই তিনি ইশারায় তাদের নামাজ অব্যাহত রাখার কথা বলেন। ক্ষণিকের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে তাঁদের দেখেন এবং তাদের আচরণে একাগ্রতা লক্ষ্য করে তাঁর মুখে আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ অবস্থাতেই তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যান। তাঁকে সাহায্য করেন ফজল এবং তাঁর অপর একজন মুক্ত দাস ছওবান। আনাস বলেন : "এ সময়ের মতো আমি আর কখনও মহানবীর মুখমণ্ডল সুন্দর দেখি নাই।" পেছনের সারিতে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে আবু বকর সচেতন ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, এর কারণ মাত্র একটা হতে পারে। তিনি মনে করেন, যে লোকটি এখন এগিয়ে আসছেন, তিনি অবশ্যই মহানবী। ফলে তিনি মাথা না ফিরিয়েই এক পা পিছিয়ে গেলেন। কিন্তু মহানবী তাঁর কাঁধে হাত রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করে বললেন : "আপনি নামাজে ইমামতি করুন।" আর তিনি নিজে আবু বকরের ডান দিকে বসে নামাজ পড়লেন।

বাহ্যিক এই রোগমুক্তির জন্য সবাই ব্যাপকভাবে আনন্দ প্রকাশ করলো। নামাজ শেষ হওয়ার পর উসামা শিবির থেকে আবার আসেন। তাঁর ধারণা ছিলো মহানবীর অবস্থা হয়তো আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁকে সুস্থ দেখে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। মহানবী তাঁকে বলেন : "আল্লাহর রহমত নিয়ে যাত্রা করো।" ফলে উসামা মহানবীকে

www.bjilibrary.com

বিদায় জানিয়ে জারফ্ শিবিরে পৌঁছান এবং সেখানে তাঁর লোকদের উত্তর দিকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বলেন। ইতিমধ্যে আবু বকর উত্তর মদীনায় যান। আসমার সাথে বিয়ের আগেই হাবীবার সাথে তাঁর বাগদান হয়। হাবীবা হলেন খাযরাজ গোত্রের খারিজার কন্যা। দশ বছর আগে মদীনায় আসার পর আবু বকর খারিজার গৃহে অবস্থান করেন। সম্প্রতি তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরও হাবীবা তাঁর পরিবারের সাথে সুন-এ অবস্থান করেন এবং সেখানেই এখন আবু বকর তাঁকে দেখতে যান।

মহানবী আয়েশার কামরায় আসেন। তাঁকে সাহায্য করেন ফজল ও ছওবান। আলী এবং আব্বাস তাঁদের অনুসরণ করেন, কিন্তু সেখানে তাঁরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেন নাই। তাঁরা যখন বেরিয়ে আসেন তখন কিছু লোক যাওয়ার পথে আলীর কাছে মহানবীর অবস্থা জানতে চান। আলী বলেন : "আল্লাহর প্রশংসা, তিনি ভালো আছেন।" প্রশ্নকারীরা চলে গেলে আব্বাস আলীর হাত ধরে বলেন : "আমি শপথ করে বলছি, আমি আল্লাহর নবীর চেহারায় মৃত্যুর লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। আমার গোত্রের লোকদের চেহারায় মৃত্যুর লক্ষণ আমি আগেও দেখেছি। সুতরাং চলো, আমরা তাঁর সাথে গিয়ে কথা বলি। তাঁর কর্তৃত্ব যদি আমাদের ওপর অর্পিত হয়, তাহলে আমরা সে সম্পর্কে জানতে পারবো। কিন্তু আমাদের ছাড়া অন্য কারও ওপর অর্পিত হলে আমাদের অনুকূলে জনগণের কাছে বলার জন্য তাঁকে বলবো, যেন তারা আমাদের সাথে উত্তম আচরণ করে।" কিন্তু আলী বলেন : "খোদার কসম, আমি তা করবো না। কারণ মহানবী যদি আমাদের কাছ থেকে সেই কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করে নেন, তাহলে তাঁর পর আর কেউ তা আমাদের কখনো দিতে পারবে না।"১

মহানবী বিছানায় শুয়ে পড়েন। তাঁর মাথা ছিলো আয়েশার কোলে। মনে হচ্ছিলো তাঁর সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। যাহোক, আয়েশার ভাই আবদুর রহমান একটা মেসোয়াক হাতে কামরায় প্রবেশ করেন। তখন আয়েশা দেখেন যে, মহানবী ঐ মেসোয়াকটির প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যে, তিনি এটা চাচ্ছেন বলে তাঁর মনে হলো। ফলে তিনি ওটা তাঁর ভাই-এর হাত থেকে নিয়ে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে তা নরম করলেন। এরপর তিনি ওটা মহানবীর কাছে দিলে তিনি তাঁর দুর্বলতা সত্ত্বেও প্রবলভাবে তা দাঁতে ঘষলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মহানবী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আয়েশা মনে করেন এটা মৃত্যুর পূর্বাবস্থা। কিন্তু এক ঘণ্টা পর তিনি আবার চোখ খোলেন।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১০১১।

www.bjilibrary.com

আয়েশার তখন মহানবীর কথা মনে হয়। এক সময় তিনি তাঁকে বলেছিলেন : "কোনো নবীকে বেহেশতে তাঁর স্থান না দেখানো পর্যন্ত এবং অতঃপর তাঁকে বেঁচে থাকা বা মৃত্যুর যে কোনো একটি পছন্দ না করার পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটানো হয় না।" আয়েশা মনে করেন যে, এ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং তিনি পরকালের দৃশ্য অবলোকন করে ফিরে এসেছেন। আয়েশা মনে মনে বলেন : "তিনি এখন আর আমাদের পছন্দ করবেন না।" তারপর তিনি মহানবীকে বিড়বিড় শব্দ করতে শোনেন : "আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন, নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।"১ আয়েশা তাঁকে পুনরায় বিড়বিড় করতে শোনেন : "হে আল্লাহ, তোমার সাথে মিলন।"২ মহানবীর মুখ থেকে আয়েশা এটাই শেষ কথা শোনেন। তাঁর বুকে মহানবীর মাথা আস্তে আস্তে ভারী হয়ে উঠলো। অন্য স্ত্রীগণ বিলাপ করতে শুরু করলেন। আয়েশা মহানবীর মাথা একটা বালিশের ওপর রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

---

১. কুরআন, ৪ : ৬৯।

২. ইবন্ সা'দ, ২/২, ২৭।

www.bjilibrary.com

উত্তরাধিকার এবং দাফন

আব্বাস প্রথমেই যা আঁচ করেছিলেন অন্যদের কাছে তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মহানবীর মৃত্যুর আগেই উম্মে আইমান তাঁর পুত্রের কাছে সংবাদ পাঠান যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন। ইতিমধ্যে উত্তর অভিমুখে যাত্রার জন্য শিবির তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উসামা তৎক্ষণাৎ সবাইকে মদীনায় ফেরার নির্দেশ দেন। উমর সহ অনেক প্রবীণ সাহাবি ঐ সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। তাঁরা যখন শহরে এসে মহানবীর মৃত্যুর খবর জানতে পারেন তখন উমর তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন। তিনি কুরআনের একটি আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে মনে করেন যে, মহানবী তাদের সকলের এবং অন্যান্য বংশধরদের পরও বেঁচে থাকবেন এবং অতঃপর তিনি মসজিদে গিয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে কথা বলেন। তিনি তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, মহানবী শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকভাবে অনুপস্থিত আছেন এবং তিনি ফিরে আসবেন। তিনি যখন লোকদের সাথে এভাবে কথা বলছিলেন তখন আবু বকর ঘোড়ায় চড়ে সুন থেকে এসে উপস্থিত হন। সমগ্র মদীনায় এ সংবাদ প্রচারিত হয়ে যায় এবং আবু বকরও তা জানতে পারেন। কারও সাথে কথা বলার জন্য না থেমে তিনি সরাসরি তাঁর কন্যার কামরায় যান। এবং মহানবীর মুখের ওপর যে কাপড় দিয়ে তাঁরা তাঁর মুখ ঢেকে রেখেছিলেন তা তিনি খুলে ফেলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং পরে তাঁকে চুম্বন করেন। তিনি বলেন : "আমার পিতা-মাতার চেয়েও প্রিয়, আপনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন যা আল্লাহ আপনার জন্য নির্দেশ করেছেন। এরপর আপনার ওপর আর কোনো মৃত্যু আসবে না।" শ্রদ্ধার সাথে তিনি কাপড় তুলে আবার তাঁর মুখের ওপর রাখলেন। তারপর তিনি বাইরে গেলেন, উমর তখনও যাদের সাথে কথা বলছিলেন তাদের কাছে। উমরকে তিনি বললেন : "উমর, শান্তভাবে! আমাকে বলতে দাও।" কিন্তু উমর তাঁর কথায় কান না দিয়ে নিজের কথা বলে চললেন। কিন্তু আবু বকরের কথা বুঝতে পেরে লোকেরা উমরকে ছেড়ে তাঁর কাছে গেলো। প্রবীণ এই লোকটির কথা তারা শুনতে চাইলো। আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করে তিনি

www.bjilibrary.com

বললেন : "হে জনগণ, তোমরা যারা মুহাম্মদকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত, তারা শোনো, মুহাম্মদ ইন্তেকাল করেছেন; এবং তোমরা যারা আল্লাহর ইবাদত করো তারা জেনে রাখো, আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেন না।" এরপর তিনি উহুদ যুদ্ধের পর যে ওহী অবতীর্ণ হয় তা পাঠ করেন : "আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন।"১

ঐ দিন কুরআনের এই আয়াত আবু বকর পাঠ করার আগে এ আয়াত সম্পর্কে লোকে জানতো বলে মনে হলো না। তারা এ আয়াত শুনে সবাই পাঠ করলো। উমর পরবর্তীকালে বলেন : "আবু বকরকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি এমন অভিভূত হয়ে পড়ি যে আমি মাটিতে পড়ে যাই। আমার পা আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে না এবং আমি বুঝতে পারি যে, আল্লাহর নবী ইন্তেকাল করেছেন।"

আলী এ সময় গৃহে ফিরে যান। তাঁর সাথে ছিলেন জুবায়ের এবং তালহা। অন্য সব স্বদেশত্যাগী আবু বকরকে ঘিরে দাঁড়ান। তাঁদের সাথে উসায়েদ এবং তাঁর গোষ্ঠীর অনেকে যোগ দেন। কিন্তু আউস ও খাযরাজ গোত্রের অধিকাংশ সাহায্যকারী সাইদা গোত্রের হল ঘরে জমায়েত হন। এ গোত্রের প্রধান ছিলেন সা'দ ইবন উবাদা। আবু বকর ও উমরের কাছে সংবাদ দেওয়া হয় যে, মহানবী যেহেতু ইন্তেকাল করেছেন সেহেতু কর্তৃত্ব কোথায় থাকবে তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন। মহানবীকে তাঁরা আনন্দের সাথে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে নেন; কিন্তু তাঁর অবর্তমানে অনেকে চিন্তা করতে ইচ্ছুক যে, ইয়াছরিবের কোনো লোক ছাড়া কাইলার পুত্রদের কেউ এখানে শাসন করতে পারবে না। এটা দৃষ্টিগোচর হয় যে, তারা সা'দ-এর কাছে আনুগত্য প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

ঐ হল ঘরে যাওয়ার জন্য উমর আবু বকরকে অনুরোধ করেন এবং তাদের সাথে উবাইদাও যান। সা'দ অসুস্থ ছিলেন এবং হল ঘরের মাঝখানে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের ওপর একটা কাপড় ছিলো। তাঁর পক্ষে সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে একজন উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় ঐ তিন কুরাইশ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যেও বক্তৃতা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করে

---

১. কুরআন, ৩ : ১৪৪।

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন : "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী এবং ইসলামের জন্য যুদ্ধের শক্তি। আর হে স্বদেশত্যাগীরা, তোমরাও আমাদের লোক, তোমাদের একদল লোক আমাদের মাঝে বসতি স্থাপন করেছে।" বক্তা একই ধারাবাহিকতায় কথা বলছিলেন। তিনি সাহায্যকারীদের প্রশংসা করছিলেন এবং সেই প্রশংসার একটা অংশ স্বদেশত্যাগীদের দেওয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে একথা স্মরণ করতে ভুলে যান যে, মুসলমান সম্প্রদায় হিসেবে তারা এক অনুপম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর কথা শেষ হলে উমর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবু বকর তাঁকে চুপ থাকতে বলেন। অতঃপর তিনি নিজে কথা বলেন অত্যন্ত সতর্ক ও দৃঢ়তার সাথে। তিনি সাহায্যকারীদের প্রশংসা করেন। তবে একথাও উল্লেখ করেন যে, মুসলমান সম্প্রদায় এখন সারা আরবে ছড়িয়ে আছে। আর সামগ্রিকভাবে আরবরা কোনো কুরাইশ ছাড়া আর কারও নেতৃত্ব গ্রহণ করবে না। কারণ কুরাইশরা তাদের মাঝে এক অনুপম ও প্রধান মর্যাদায় সমাসীন। সব শেষে তিনি এক হাতে উমর এবং অন্য হাতে উবাইদাকে ধরে বলেন : "আমি তোমাদের কাছে এ দু'জনের মধ্যে একজনকে প্রস্তাব করছি। এ দু'জনের মধ্যে তোমরা যে কোনো একজনের কাছে তোমাদের ইচ্ছামতো আনুগত্য প্রকাশ করবে।" এ সময় অন্য একজন সাহায্যকারী ওঠে প্রস্তাব করেন যে, দুটো কর্তৃত্ব থাকবে। এতে উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং উমর হস্তক্ষেপ না করা পর্যন্ত তা চলতে থাকে। উমর বলেন : "হে সাহায্যকারীগণ, তোমরা কি জানো না যে আল্লাহর নবী আবু বকরকে নামাজে ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?" তারা উত্তর দিলো : "আমরা একথা জানি।" এরপর উমর বললেন : "তাহলে তাঁর চেয়ে আর কাকে তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাধিকার দেবে?" তারা বললো : "আল্লাহ না করুন, তাঁর ওপরে আর কাউকে যেন আমরা অগ্রাধিকার না দেই।" এরপর উমর আবু বকরের হাত ধরে তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এরপর আবু উবাইদা এবং অন্যান্য স্বদেশত্যাগী আবু বকরের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। ঐ সময় সেখানে যে সব সাহায্যকারী উপস্থিত ছিলেন তারাও আবু বকরের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। কিন্তু সা'দ তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা থেকে বিরত থাকেন এবং তিনি কখনই তাঁকে খলিফা১ হিসেবে স্বীকার করেন নাই। সা'দ অবশেষে সিরিয়ায় চলে যান।

---

১. আরবিতে খলিফার পুরো শিরোনাম হলো খিলাফত-এ রসূলুল্লাহ - আল্লাহর নবীর প্রতিনিধি।

www.bjilibrary.com

হল ঘরে বসে তাঁরা যা-ই সিদ্ধান্ত নেন না কেন, মদীনার মসজিদে একমাত্র আবু বকরের ইমামতি ছাড়া আর কারও কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতো না। পরদিন প্রত্যুষে নামাজে ইমামতি করার পূর্বে আবু বকর খোতবা দেওয়ার স্থানে বসেন এবং উমর ওঠে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তারা যেন আবু বকরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তিনি আবু বকরকে বর্ণনা করেন : "তোমাদের মধ্যে উত্তম, আল্লাহর নবীর সঙ্গী, 'তিনি ছিলেন দু'জনের একজন যখন তাঁরা গুহার মধ্যে ছিলেন'।"১ সাম্প্রতিক অবতীর্ণ এক ওহীতে চূড়ান্ত পরীক্ষার২ মুহূর্তে মহানবীর একমাত্র সঙ্গী হিসেবে আবু বকরের থাকার কথা স্মরণ করা হয়। এরপর সবাই এক বাক্যে তাঁর প্রতি রাজভক্তির আনুগত্য প্রদর্শন করে – একমাত্র আলী ছাড়া। তিনি আনুগত্য প্রদর্শন করেন পরে।৩

অতঃপর আবু বকর আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন : "আপনাদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমি আপনাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি ভালো কাজ করি, আমাকে সাহায্য করবেন; আমি যদি ভুল কাজ করি, আমাকে সঠিক পথ বলে দেবেন। সত্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা হলো বিশ্বস্ততা আর সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা হলো প্রতারণা। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অধিকার নিশ্চিত করবো। আবার আল্লাহ ইচ্ছা করলে, আপনাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্বল থাকবে

---

১. কুরআন, ৯ : ৪০।

২. 'হিজরত' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. কয়েক মাস পর ফাতিমার ইন্তেকালের পর আলী আবু বকরকে বলেন : "আমরা সবাই আপনার শ্রেষ্ঠত্বের কথা এবং আল্লাহ যা আপনাকে দান করেছেন তা জানি এবং আল্লাহ আপনার কাছে যা আসার সুযোগ করে দিয়েছেন তার জন্য আমরা ঈর্ষান্বিত নই। কিন্তু যে কাজ সম্পাদিত হয়েছে তার সাথে আপনি আমাদের মুখোমুখি করে দিয়েছেন এবং আমাদের পছন্দ করার কোনো সুযোগ দেন নাই। আমরা মনে করি যে, আল্লাহর নবীর সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্কের কারণে এতে আমাদের কিছুটা দাবি ছিলো।" আবু বকরের চোখ পানিতে ভরে গেলো এবং তিনি বললেন : "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমার ও আমার রক্ত-সম্পর্কীয় লোকদের মধ্যেকার সম্পর্কের চেয়ে আমার ও আল্লাহর নবীর রক্ত-সম্পর্কীয়দের সাথে আমার উত্তম সম্পর্ক থাকুক।" খলিফা হিসেবে তাঁকে তখনও স্বীকৃতি না দেওয়ায় তিনি ঐদিন দুপুরে আলীকে প্রকাশ্যে দোষমুক্ত করে দেন। আর আলী আবু বকরের অধিকার স্বীকার করেন এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। (বুখারী, ৬৪/৩৮।)।

www.bjilibrary.com

যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার অধিকার অন্যের অধিকারের জন্য ছিনিয়ে নেব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ মেনে চলবো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমার কথা মেনে চলবেন। আমি যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা না মেনে চলি, তাহলে আপনারা আমার আদেশ পালনে বাধ্য থাকবেন না। নামাজ থেকে উঠুন, আল্লাহ আপনাদের ওপর দয়া প্রদর্শন করুন।"১

নামাজের পর মহানবীর গৃহ ও পরিবারের সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নেন যে, তাঁরা তাঁর দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। কিন্তু এ কাজ কিভাবে সম্পন্ন হবে তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। আল্লাহ তখন সবার মধ্যে একটা তন্দ্রার ভাব এনে দেন এবং তন্দ্রার মধ্যে সবাই শুনতে পান, 'মহানবীকে গোসল করাও তাঁর কাপড় তাঁর শরীরের ওপর রেখে।' ফলে তাঁরা সবাই আয়েশার কামরায় গেলেন। ঐ সময় তিনি কামরা খালি করে দেন। খাযরাজ গোত্রের আউস ইবন খাওলি সাহায্যকারীদের প্রতিনিধিত্ব করার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন : "আল্লাহর ওয়াস্তে হে আলী, এবং আল্লাহর নবীর মধ্যে আমাদের অংশের ওয়াস্তে আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।" আলী তাঁকে ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেন। আল্লাহর নবীর শরীর ঘুরানোর জন্য আলীকে সাহায্য করেন আব্বাস ও তাঁর পুত্র ফজল ও কিছাম। আর উসামা দেহের ওপর পানি ঢালেন। উসামাকে সাহায্য করেন মহানবীর একজন মুক্ত দাস শুকরান। আলী মহানবীর লম্বা উলের কাপড়ের প্রতিটি অংশের ওপর হাত বুলান। আলী বলেন : "আমার পিতা-মাতার চেয়ে প্রিয়, জীবন ও মৃত্যুতে আপনি কত সুন্দর।" এমনকি একদিন পরেও শরীর দেখে মনে হয়, তিনি শুধু ঘুমে নিমজ্জিত – তাঁর মাঝে নেই কেবল শ্বাসক্রিয়া, নাড়ীর স্পন্দন, উষ্ণতা আর নমনীয়তা।

মহানবীকে কোথায় দাফন করা হবে তা নিয়ে সাহাবিগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলো। অনেকে বলেন যে, তাঁর কবর বাকী আল-ঘারকাদ-এ তাঁর তিন কন্যা, ইবরাহীম ও সাহাবিগণের কবরের পাশে, যাঁদের তিনি নিজ হাতে কবর দিয়েছেন এবং যাঁদের জন্য তিনি দোওয়া করেছেন সেখানে দেওয়া হবে। অনেকে বলেন যে, তাঁর কবর হবে মসজিদে। কিন্তু মহানবী আবু বকরকে বলেন বলে তিনি স্মরণ করেন : "এমন কোনো নবী নেই যিনি যে স্থানে ইন্তেকাল করেন সেই স্থানেই তাঁকে কবর দেওয়া হয় নাই।" ফলে আয়েশার কামরার মেঝেতে, যেখানে তিনি শুয়েছিলেন তার পাশেই কবর খনন করা হলো।

---

১. ইবন্ ইসহাক, ১০১৭।

www.bjilibrary.com

এরপর মদীনার সব লোক মহানবীর কাছে এসে তাঁর জন্য দোওয়া করলো। তারা আসে সারিবদ্ধ অবস্থায় এবং প্রতিটি ক্ষুদ্র দলই জানাজা নামাজ পড়ে। প্রথমে আসে পুরুষ লোক এবং পুরুষদের আসা শেষ হলে আসে মহিলারা এবং মহিলাদের পর আসে শিশুরা। ঐ রাতে আলী এবং যারা দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তাঁরা মহানবীকে কবরে রাখেন।

আলোর শহর মদীনা (এ সময় মদীনাকে বলা হতো আলোর শহর) গভীর শোকে শোকাভিভূত হলো। সাহাবিরা একে অপরকে ক্রন্দন করার জন্য তিরস্কার করলেন। কিন্তু নিজেরাই আবার ক্রন্দন করলেন। উম্মে আইমানের চোখে অশ্রু দেখে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : "আমি তাঁর জন্য ক্রন্দন করছি না। তিনি যেখানে গিয়েছেন তা এই পৃথিবী থেকে উত্তম কিনা আমি জানিনে। আমি রোদন করছি এ কারণে যে, বেহেশত থেকে যে নির্দেশ আসতো তা বন্ধ হয়ে গেলো।"১ এ কথা সত্য যে একটা বড় দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। তবু তাঁরা মহানবীর কথা স্মরণ করলেন : "এ দুনিয়া নিয়ে আমি কি করবো? আমি ও এই দুনিয়া হলো একজন ঘোড়সওয়ার ও একটা গাছের নিচের স্থান – যেখানে সে আশ্রয় নেয়। তারপর সে তা পেছনে রেখে নিজের পথে চলে যায়।"২ তিনি এ কথা বলেন এজন্য যে, তাদের প্রত্যেকেই যেন একথা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে। আর দরজা যদি এখন বন্ধই হয়ে যায় তাহলে তা মুমিনদের জন্য মৃত্যুর সময় উন্মুক্ত হবে। তাঁরা মহানবীর সেই কথার অনুরণন ধ্বনি তখনও কানে শুনতে পেলেন : "আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং আমি তোমাদের সাক্ষী। তোমাদের সাথে আমার মিলন হবে জলাশয়ের ধারে।" এ দুনিয়ায় তিনি তাঁর বাণী প্রচার করে তা পূর্ণ করার জন্য চলে গেলেন পরজগতে। সেখানে তিনি তাদের ও অন্যের জন্য পৃথিবীর জীবনের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অব্যাহতভাবে থাকবেন দয়ার৩ চাবি, বেহেশতের চাবি, সত্যের চেতনা ও আল্লাহর সুখ হিসেবে।

নিশ্চয় আল্লাহতা'য়ালা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরুদ পড়ে থাকেন; অতএব হে ঈমানদারগণ, তোমরাও তাঁর প্রতি অধিক পরিমাণ দরুদ ও সালাম পাঠ করো।

---

১. ইবন্ সা'দ, ২/২, ৮৩-৮৪।

২. ইবন্ মাজা, ৩৭/৩।

৩. এটা এবং অন্যান্য খেতাব মহানবীর নামের ঐতিহ্যগত প্রার্থনা পদ্ধতি থেকে নেওয়া হয়েছে।

www.bjilibrary.com

সূত্রের ব্যাখ্যা

জীবনী ও ঐতিহাসিক রচনাসমূহ

অষ্টম ও নবম শতাব্দীর নিম্নলিখিত তিন জন লেখকের পুস্তকের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত এ পুস্তক লেখা হয়েছে :

১. ইবন্ ইসহাক: মুহাম্মদ ইবন্ ইসহাক কর্তৃক লিখিত আল্লাহর নবীর জীবনী 'সিরাত রসূলুল্লাহ'। এই পুস্তকের সমালোচনামূলক সংশোধন ও ব্যাখ্যামূলক টীকা লেখেন আবদুল মালিক ইবন্ হিশাম। উসটনফিল্ড (Wustenfield) সংস্করণ।

২. ইবন্ সা'দ: মুহাম্মদ ইবন্ সা'দ রচিত কিতাব আত-তাবাত আল-কবির। লাইডেন সংস্করণ।

৩. ওয়াকিদী: মুহাম্মদ ইবন্ উমর আল-ওয়াকিদী রচিত কিতাব আল-মাঘাজী – মহানবীর অভিযানসমূহের বিবরণ। মারসডেন জোনস সংস্করণ।

এ ছাড়া এ পুস্তকে মাঝে মাঝে অন্য যেসব সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো :

১. আজরাকী: মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল্লাহ আল-আজরাকী কর্তৃক রচিত মক্কার ইতিহাস 'আখবার মক্কা'। উসটনফিল্ড সংস্করণ।

২. তাবারী : মুহাম্মদ ইবন্ জারির আত-তাবারী রচিত 'তারিখ আর-রসূল ওয়াল-মুলক্' (নবী ও বাদশাহদের ইতিহাস)। লাইডেন সংস্করণ। এ ছাড়া তাঁর কুরআনের তফসীর (ব্যাখ্যার)-ও উল্লেখ করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩. সুহায়লি : ইবন্ ইসহাক-এর ওপর আবদুর রহমান ইবন্ আবদুল্লাহ আস-সুহায়লির ব্যাখ্যা 'আর রাওয়াদ আল-উনুফ'। কায়রো সংস্করণ।

মহানবীর হাদিস সংগ্রহ

নবম শতাব্দীর নিম্নলিখিত আট জন হাদীসবেত্তার সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে উয়েনসিনক্ (Wensink)-এর 'হ্যান্ড বুক অব আর্লি মুহাম্মাদান ট্রেডিশন' পুস্তকে অবলম্বিত পদ্ধতি অনুযায়ী।

১. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাইল আল-বুখারী
২. মুসলিম ইবন্ আল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী
৩. মুহাম্মদ ইবন্ ঈসা আত-তিরমিজী
৪. আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ হাম্বল
৫. আহমদ ইবন্ সুয়ায়েব আন-নাসায়ী
৬. আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী
৭. আবদুল্লাহ ইবন্ আবদুর রহমান আদ-দারিমী
৮. মুহাম্মদ ইবন্ মাজাহ্

একাদশ শতকের দু'জন হাদীসবেত্তার সূত্রও মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে। উয়েনসিনক্-এর সংকলনে তাঁদের সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। এরা হলেন:

১. আহমদ ইবন্ আল হোসায়েন আল-বায়হাকী – কিতাব আস-সুনান আল-কুবরা

২. হোসায়েন বিন মাহমুদ আল-ফাররা আল-বাগাবী– মিশকাত আল-মাসাবীহ্

www.bjilibrary.com

নির্ঘণ্ট

অ

অসীম বিন ছাবিত ২৮৪, ৩১৪

আ

আবু কুবায়স ১২, ৫৩, ২১৮, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৬৩

আবু কুহাফা ৫৫, ১৫৩, ২০৭, ৪৬৩, ৪৬৬

আবু বকর ৫৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৯৭, ১১৪, ১২৬, ১৪১, ১৪২, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৪, ২০৮, ২২০, ২২২, ২২৯, ২৩৪, ২৬২, ২৮৪, ২৯০, ৩১৯, ৩২৪, ৩৩১, ৩৪৭, ৩৬১, ৩৭৫, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯৭, ৪১৬, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৫২, ৪৬১, ৪৭৩, ৪৭৬, ৪৯২, ৫০০, ৫১৬, ৫২৫, ৫২৭, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫

আবু সালামা ৬৬, ৮৩, ১০৩, ১১৫, ১৩১, ১৪৫, ১৭৮, ১৭৯, ২৫৮, ৩১৩, ৩২৩

আবু ওহাব ৬৯

আবু উবাইদা ৭৬, ২৯৪, ৪৪৯, ৪৬২, ৫৩৩, ৫৩৪

আবু ওয়াককাস ৮৩

আবু জর ৮৯

আবু কয়েস ৯৩, ৯৪

আবু জহল ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০২, ১০৪,১০৬, ১২৬, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ১৫১, ১৫২, ১৭৮, ১৮০, ১৮২, ২১৮, ২২৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৪৭, ২৮২

আবু সাবরাহ ১১৫, ১৩১, ১৭৯, ২২৭

আবু আমীর ২০২, ২১০, ২৮২, ২৯৮, ৪৯৭, ৪৯৮

আবু সুফিয়ান ৬৫, ১০৬, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১৪৭, ১৫১, ২১৩, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২, ২৪১, ২৪২, ২৪৪, ২৫০, ২৭২, ২৮২, ২৮৬, ২৯৮, ৩০৮, ৩০৯ ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩৫, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫৪,৩৫৭, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৭৩, ৪৭৮, ৪৯৭, ৪৯৯, ৫১৬,

আবু আজিজ ২৩৮

আবু রফি ২৪১, ২৪২, ২৬৫, ৪৩৮, ৪৬৪, ৪৮৭

আবু লুবাবা ২৬৬, ২৬৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৮

আবু দুজানা ২৮১, ২৮৫, ২৮৬, ২৯০, ৪১৫

আবু বারা ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮

আবু জান্দাল ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০১, ৪০২, ৪০৩

আবু বসির ৪০১, ৪০২, ৪০৩

আবু আবস্ ৪১১, ৪১২

আবু খাইছামা ৪৯৩, ৪৯৪

আবু হুরাইরা ৫০৮

আবু ধুয়ায়েব ৪১

আবু তালিব ৪৮, ৫১, ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৮৬, ৮৭, ১০৪, ১১২, ১৩০, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৬০

আবু লাহাব ৪৯, ৬৪, ৬৬, ৮৪, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১২১, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৬, ১৫৪, ১৮২, ২১৯, ২৪১

আবদুল্লাহ ইবন্ জুদান ৫৪, ৯৬

আবদুল্লাহ ইবন্ জাহাস ৮৩, ১১৭, ১৩১, ২১৩, ২৯৭, ৩০১, ৩০৪

আবদুল্লাহ ইবন্ উবাই ২০২, ২০৩

আবদুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা ২০৩, ২৩০, ২৩৮, ২৩৯, ৪৩৬, ৪৪৪, ৪৮৫

আবদুল্লাহ ইবন্ জায়েদ ২০৬

আবদুল্লাহ ইবন্ মাসুদ ২২০, ২৩৫, ২৬২, ২৬৪

আবদুল্লাহ ইবন্ সাল্লাম ২৫৩, ৩৬২

আবদুল্লাহ ইবন্ জুবায়ের ২৮০, ২৮৭

আবদুর রহমান ইবন্ আউফ ৫০৮, ৫১৫

আবদু মানাফ ১৬, ১৮, ১০৫

আবদুর রহমান ১০৪, ১২১, ২৩৬, ৪০৪, ৪৬১, ৪৯৩, ৫৩০

আবদ্ আল-কাবাহ্ ২৯০, ৪০৪

www.bjilibrary.com

আবদ্ আদ-দর ১৭, ১৮, ১৪১, ১৭৮, ২৮২, ২৮৬, ২৯৭, ৪৩৬, ৪৪০, ৫১৬
আবদ্ আল-মুত্তালিব ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৪১, ৪৭, ৪৯, ৬৫, ৭৭, ৭৮, ১০২
আবুল আ'স ৬৬, ১১৩, ১১৪, ২৩৭, ২৪৫, ২৪৬, ২৫০, ৩৬৯, ৪৪৬
আবুল বখতারী ১৪০, ১৪৩, ১৪৪
আমীর ইবন্ যুহায়রা ১২৬, ১৮৬, ৩১৬, ৩১৮
আমীর আল-হাদরামি ২২৭
আমর ইবন্ সূফা ৩৬১
আখনাস ইবন্ শারিখ ১৫৮, ২২৪, ৩১৬
আউস ইবন্ খাওলি ৫৩৬
আসাদ ইবন্ জুরায়া ১৭১, ১৯৫, ২০৪
আসোয়াদ ইবন্ কা'বা ৫২১
আল-আমীন ৫৭, ৬৬, ৭৮, ১৮৩
আল-আউয়ান ২৩২
আহল আস্-সুফফা ২৬১, ২৬২
আল-হাসান ২৭২, ৩২৩, ৩৩১, ৪২৫, ৪৫৩, ৫০২
আল হোসায়েন ৩২৩, ৩৩১, ৪২৫, ৫০২
আকাবা ১৬৬, ১৭০, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৯, ১৯৫, ২০৪, ২০৫, ২২১, ২৭৬, ২৮৪, ৪৯৪, ৫১৯
আকানকাল ২২৩, ২২৬, ৪৪৬
আকিল ২২৪, ২৩৭, ৪৪৩
আক্রা ৪৮১
আতিকা ৫৭, ১০২, ১১৫, ১৪৩, ২১৭, ৪৮১
আদম ১৩, ১৬২, ৫০২
আমিনা ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৬, ৪৭
আম্মার ৫১১
আবরাহা ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৪৬৩
আমর ৬০, ৭৬, ১২৮, ১৪০, ১৫৫, ১৭৫, ২২৬, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ৩১৭, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫৭, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৯, ৪৫০
আবওয়া ৪৭
আদ্দাস ১৫৬, ১৫৭
আব্বাস ৩৮, ৫২, ৬৪, ১১৫, ২৫২, ১৭৪, ১৭৫, ২১৭, ২১৮, ২৪১, ২৪৪, ২৭২, ৩৩৭, ৪৩৭, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৬৫, ৪৬৮, ৪৭৪, ৫৩০, ৫৩২
আউফ ১৯৫, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৪
আউস ১৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫, ১৯২, ১৯৮, ২০২, ২৫৩, ২৭৩, ২৭৭, ৫৩৩
আরউয়া ৮৫, ১১৫, ১১৯, ১৩১, ৪০৪
আউতাস ৪৭৫
আনসার ১৯৭, ২১৬
আনাস ২৬৪, ২৮৪, ২৯২, ৫২৯
আসোয়াদ ২৩০
আহাবিশ ৩৯০
আফ্রা ২৩৯
আরকাম ১০৩, ১০৪, ১১৩, ১৩৭
আসমা ৮৫, ১১৪, ১৩০, ১৮৩, ১৮৬, ২০৭, ২০৯, ৪২২, ৪৪৮
আবিসিনিয়া ৩৪, ১৩৫, ১৪৫, ১৬৮, ১৭১, ১৭৯, ২১২, ২৭২, ৪০৫, ৪২২, ৪৬৯, ৪৮৯
আলী ৬৫, ৭৭, ৮৩, ৮৪, ১১২, ১৫১, ১৬০, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৯২, ২০২, ২২২, ২৩০, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৫, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৮, ২৯০, ২৯৬, ৩০১, ৩২০, ৩২১, ৩৩১, ৩৪৯, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৯৫, ৪০৮, ৪১৫, ৪২৫, ৪৬৮, ৪৮৮, ৪৯২, ৫০০, ৫০৩, ৫২০, ৫৩০, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭,
আয়াস ৯৪, ১৭২, ১৮০, ১৮২, ২৪৭
আয়েশা ১১৪, ১৬৮, ১৮৩, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২৬০, ২৬১, ১৬২, ২৯০, ৩০৭, ৩৪৪, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৪০৪, ৪১৫, ৪২২, ৪২৪, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৫১, ৪৮৮, ৫১৬, ৫১৭, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫৩১

ই

ইবন্ আল হায়বান ৯৩, ৩৪৭, ৩৬১
ইবন্ আল-হাদরামী ২১৯
ইবন্ মাসূদ ৭৯
ইবন্ আদ-দঘুন্নাহ ১৫৩, ১৫৪, ১৬৯

www.bjilibrary.com

ইবন্ আদ-দাহদাহা ৩০২
ইবন্ উম্ম মাখতুম ২১৭, ২৭৭
ইবন্ উবাদা ২৭৩
ইবন্ উবাই ২৩০, ২৫৩, ২৭৫, ৩৭৯, ৩০০, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩২০, ৩৭৩, ৩৮০, ৩৮৯, ৩৯৩, ৪৯৮
ইবন্ কামিয়াহ ২৯২, ২৯৯
ইবনুল আকওয়া ৪১২, ৪২০
ইবরাহীম ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৯, ৬৯, ৭০, ১২০, ১৬১, ৩৯৮, ৫১৬
ইসমাইল ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ২১, ২২, ২৯, ৭০, ১৯৯
ইসহাক ১০, ১২, ১৪, ২২, ১৯৯
ইসাফ্ ২৩
ইউনুস ১২৭, ১৬১
ইউসুফ ৩২
ইথিওপিয়া ৩৪, ৪০৫, ৪০৬
ইয়াজুজ ১২৪
ইয়াসির ১২৭
ইয়ানবু ২১৩
ইয়ালায়াল ২২৬
ইয়াজাজ ২৫১
ইয়াজিদ ৪৭৮
ইয়ামাম ৫২১
ইস্পাহান ১৯২
ইকরামা ২৩৪, ২৪৭, ২৮২, ২৮৮, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৫৭, ৩৯১, ৪৪০, ৪৬৩, ৪৬৯, ৪৭০
ইয়েমেন ১৫, ১৮, ১৯, ৩১, ৩৪, ৩৬, ১৮৬, ২১২, ২১৩, ২৫৮, ৩৪২, ৪২৬, ৫৬৭
ইরাক ১৯, ৬১, ২৬৮, ২৭১
ঈ
ঈসা
উ
উম্মে হানী ৫৬, ১৬০, ১৬৪, ৪৬৪
উম্মে আল-ফযল ৬৪, ৮৫, ১৭৩, ২৪৫, ৪৫৫, ৫০২
উম্মে কুলসুম ৬৫, ৬৬, ১১২, ১১৫, ১৭৯, ২০৭, ২৬০, ২৬৪, ৪০৪, ৪৯৫
উম্মে আইমান ৮৫, ৮৭, ২০৭, ২৫৮, ২৬৪, ৩৮০, ৪১৪, ৪২৯, ৪৪৮, ৫২৯, ৫৩২, ৫৩৭
উম্মে জামিল ১১২, ১৪২
উম্মে হাকিম আল-বাইদা ৭৮
উম্মে রুমান ১১৪, ২০৭, ২০৮, ৪০৪
উম্মে সালামা ১১৫, ১৩১, ১৪৫, ১৭৮, ৩২৩, ৩৬৮, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৯৮, ৪১৪, ৪২২, ৪৩০, ৪৩৩, ৪৪৪, ৪৫৫
উম্মে হাবীবা ১১৬, ১৩১, ৪০৫, ৪২২, ৪৫২
উম্মে সুলায়ম ২৬৪, ৪১৫, ৫১৯
উম্মে মানি ৩৮৬
উম্মে হাকিম ৪৬৭
উমামা ৩১৯, ৪২৪
উমাইয়া ২৪, ৭৮, ১০২, ১২৫, ১২৬, ১৪৭, ১৫১, ১৬৯, ১৭৯, ২১৩, ২৩৬, ২৪৮
উমাইমা ৬৫, ৮৩, ২০৭, ২০৮
উমায়ের ৮৩, ২১৭, ২২৬, ২৩১, ২৩২, ২৪৮, ২৪৯, ৪৬৯
উমারা ৯৭, ৪৩৭
উমাইয়া ইবন্ খালাফ ১১৮, ১২১
উম্মা ৩৩১
উকাজ ৬১
উনায়স ৩৬, ৩৭, ৮৯, ৩১৩
উকবা ইবন্ আবি মুয়ায়েত ৭৯, ২১৯
উবাই ১১৮, ১৪৭, ১৭০, ১৪৮, ১৯৫, ১৯৮, ৩৮০
উতবা ৬৬, ১৩০, ১৫১, ১৫৬, ২১৮, ২২৩, ২২৬, ২৩০, ২৩৭, ২৪২, ৩১৬, ৪৬৭
উতাইবা ৬৬
উতবা ইবন্ রাবি'য়া ৯৮, ৯৯, ১০০
উসমান ৭৮, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১১৮, ১৩০, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৪, ১৭৮, ১৭৯, ২১৬, ২৩৯, ২৬০, ২৬১, ৩৩১, ৩৫১, ৩৫২, ৩৯২,, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪৯২
উসামা ৮৫, ১১৪, ২০৭, ২৩৯, ২৫০, ২৫১, ২৭৮, ৩৩১, ৩৪০, ৪২৪, ৪২৬, ৪৪৮, ৪৬৬, ৫০৪, ৫১৬, ৫১৮, ৫২২, ৫২৬,

www.bjilibrary.com

৫২৯, ৫৩২, ৫৩৬
উসমান ইবন্ মাজুন ১৪৭, ২৬২, ২৬৫, ২৮০
উসায়েদ ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ২৭৩, ২৭৭, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৮১, ৪৬১
উসাইরিম ৩০২
উস্ফান ৩৮৭
উসমান ইবন্ তালহা ৪৬৬
উশাইয়া ২১৩
উকবা ২৪৮, ৪০৪
উককাশা ২৩২
উকাইদির ৪৯৪
উয়াইনা ৪৮১
উমর ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৭, ১৪১ ১৫২, ১৮০, ১৮১, ২২০, ২৩১, ২৩৫, ২৪৯, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৪, ২৮৯, ২৯৯, ৩১০, ৩১৯, ৩২৪, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৬৩, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৮৬, ৩৯২, ৩৯৭, ৪১২, ৪২৬, ৪৩২, ৪৫৪, ৪৭৩, ৫২৭, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪
উরওয়া ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৯৭
এ
এলিজা ১৬১
ও
ওয়ারাকা ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ৪৯, ৫৭, ৭৩, ৭৪, ৯৩, ৯৪, ১১৭, ১২৫
ওহাব ৩২, ২৮৯
ওয়ালিদ ৬৯, ৮৮, ৯৬, ৯৯, ১০৪, ১০৭, ১৪৭, ১৫৫, ২১৮, ২৩১, ২৪২, ২৪৬, ২৮২, ৪০৩, ৪৪০
ওয়াদি-ই-কুরা ১৯২, ২৫৬, ৪২০, ৪২১
ওয়াহশি ২৭২, ২৮৫, ২৮৬, ৪৯৭
ক
কয়েস ৪৬১
কুশাই ১৬, ১৭, ৩২, ৪০, ৫৪, ৯৮, ১০৫, ১৭০
কুদায়দ ২৮, ৪৫৬, ৪৮৮
কুতাইলা ৩১, ৩২, ৩৩, ৫৭
কু'বা ১৭৮, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৭, ৪১৯
কুরাইবা ২০৭, ৪৬৩, ৪৬৬
কেনান ১১, ১৩
কিনানাহ ৩৪, ২৫০, ২৫১, ২৯৩, ৩৯০, ৪১৯
কাইলা ১৯, ১৭১, ১৯১, ১৯৩, ৩৭২, ৫৩৩
কা'ব ইবন্ মালিক ১৭৪, ২৯৪, ৪৫৭
কা'ব বিন আল-আশরাফ ২৬৯, ২৭০
কা'ব ইবন্ মালিক ৪৮৫, ৪৯১, ৪৯৫
কা'ব ইবন্ আসাদ ৩৪৬
কা'ব ৩৬০, ৩৬১, ৪৮৬
কাওসার ৪০১, ৪০২
কারকারাহ ৪২১
খ
খাযরাজ ১৯, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১৬৬, ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৯৮, ২০২, ২৩০, ২৫৩, ২৭৩, ২৭৭, ২৯১, ৫৩৩
খায়বর ২৬, ৫২, ১৬১, ৩২২, ৩৩৬, ৩৬৬, ৪১০, ৪২৩, ৪২৪
খাদীজা ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮০, ৮৫, ৯৩, ১১৩, ১১৪, ১৪০, ৪৫১, ৪৬৭, ২৪৫, ২৫৭, ৪২৩, ৪২৪, ৪৭৮, ৪৮৭
খালিদ ৭৭, ১১৪, ১১৬, ২৪৬, ২৮২, ২৮৬, ২৮৮, ৩০০, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৭, ৪০৪, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৬০, ৪৬০, ৪৬৮, ৪৯৪, ৫০৮
খাব্বাব ১৩৬, ১৩৭
খাওলা ১৬৭, ২৬০, ২৬৫
খাইছামা ২৭৪, ২৭৫, ৩০২
খারাশাহ ২৯০
খাল্লাদ ৩০৫
খালিদ ইবন্ সাঈদ ৪০৪
খাদির আল্-খুম ৫২০
খারিজা ৫৩০
খুজা'য়া ১৫, ১৬, ২৯
খুয়ালিদ ৫৭, ৬০
খুনায়েস ১৭৯, ২৬০
খুবায়র ৩১৪, ৩১৫
খুজাইমা ৩১৬
খিরাশ ৩৯২, ৩৯৮, ৪৩৬

www.bjilibrary.com

গ
গালিব ইবন্ আবদুল্লাহ ৪২৭
ঘ
ঘাজিয়াহ ২৮৪
ছ
ছওবান ৫২৯, ৫৩০
ছাকিফ ২৮, ৩৪, ১০৫, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ২৭৩, ৪০১, ৪৫৭, ৪৭৪, ৪৭৬, ৪৮৪, ৪৯৬
ছাবিত ইবন্ আদ্-দাহজাহা ২৬৭
ছাবিত ইবন্ কয়েস ৩৬৫
ছাবিত ইবন্ আরকাম ৪৪৭
জ
জমজম ১২, ১৫, ২১, ২৩, ২৪, ২৪১, ৪৬৫
জয়নাব ৬৫, ৬৬, ১১৩, ১১৮, ১৭৯, ২০৭, ২৩৭, ২৪৫, ২৪৬, ২৫০, ২৫১, ৩১৬, ৩২৩, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৬৯, ৩৮০, ৪২২, ৪৪৪, ৫২৪
জরোয়াস্টার ১৯২
জমিলা ২৫২, ২৭৫, ২৭৯, ২৮৭
জায়দ ৬১, ৬২, ৬৩, ৭৬, ৮৪, ৮৫, ১১৭, ১৫১, ১৭৯, ১৯১, ২০৭, ২৩৯, ২৫১, ২৪৩, ২৭১, ২৭৮, ৩১৪, ৩১৫, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৬৬, ৩৬৯. ৪০৪, ৪২৪, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৮, ৫২২
জাহাস ৬৫, ১৭৯
জাফর ৮৩, ৮৪, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৪৫, ১৬০, ৪০৫, ৪০০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৫২২
জাম'য়া ইবন্ আল-আসাওয়াদ ১৪৪
জাবির ২৭৬, ৩০৮, ৩২৬, ৩২৭, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৫৮, ৪৬৪
জাবির ইবন্ বাটা ৩৬৫
জাদ ইবন্ কয়েস ৩৯৪
জাবায়ের ৪৬০
জারফ্ ৫২৭, ৫২৯, ৫৩০
জুরহুমাইট ১৫, ২০
জুহরা ১৬, ১৭, ৭৭, ৮৮
জুবায়ের ৬৪, ৬৫, ৯৩, ১৭৯, ২০৭, ২১৭, ২২২, ২৪৯, ২৭২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৪৮, ৪০৪, ৪১৫, ৪৪১, ৪৫৪, ৪৬২, ৫৩৩
জুহায়ের ১১৫, ১৩১, ১৪৩, ১৪৪, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯০, ৩৬৪, ৪৮৫, ৪৮৬
জুলকারনায়েন ১২৪
জুহায়ম ২২৩
জুয়ায়েল ৩৩৯, ৩৪৫, ৪৫৩, ৪৮১
জুয়াইরিয়াহ ৩৭৭, ৩৭৮
জেরুসালেম ৯০. ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৪, ১৭৫, ১৯৯, ২১৫, ৪৯৩
জিরানা ৫২৭, ৫২৯, ৫৩০
ত
তায়ম ১৬, ১৭
তায়েফ ২৮, ৩৪, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ২১৩, ৪৫৭, ৪৭৬, ১৮১, ৪৯৬, ৫১৭
তা'য়ে ৬১, ২৫৩, ৪৮৮, ৪৮৯
তালহা ১৫৩, ১৮৯, ১৯০, ২০৭, ২৮২, ২৮৩, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ৩০৮, ৩৮৫, ৪৪০, ৪৬৬
তাফিল ২১১
তানিম ৩১৪
তাবুক ৪৯৩, ৫১২
তোফায়েল ৯০, ৯১, ৫০০
তুলায়েব ১১৩, ১৩১, ১৭৯
তু'আইমা ২২৩, ২৪৭
তুলায়হা ৫২১
তৌরাত ৩৫৫, ৩৬১, ৩৬৪
তিহামা ৪৬৯
দ
দামদাম ২১৬, ২১৭, ২১৮
দু'ছুর ২৬৯
দুমাত আল-জানদাল ৩২৯, ৪৯৪
দিয়া আল-কালবী ৪৪৪
ধ
ধূতুয়া ৪৬২
ন
নওফল ১৯, ২০, ৩০, ৮৭, ১১৩, ১৪৩, ১৫৯, ২১৪, ২২৩, ২৩৭, ২৪১, ৩৪৯
নযদ্ ৩১, ৩৪
নায়লা ২৩

www.bjilibrary.com

নাখলা ২৮, ১৫৭, ২১৩, ২১৯, ২২৭, ৪৬৮, ৪৭৫
নাযরান ৩০
নাসবিন ১৫৭
নাজিয়া ৩৮৮, ৩৮৯
নেস্টর ৫৭, ৫৮
নূফায়েল ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ১১৭
নূফায়সা ৫৯, ৬০
নূহ ১২০, ১২১, ৪৩১
নূয়ায়েম ইবন্ আবদুল্লাহ ১৩৫, ১৩৫, ৩২৪, ৩২৫, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৫
নূসাইবা ২৮৪, ২৯২, ৩৮৬, ৩৯৯, ৪১৪,
নিনেভ ১৫৬, ১৫৭
প
প্যালেস্টাইন ১৮, ১৯, ৩৮
পার্সিয়া ৪০৬, ৪০৭, ৪৯০
ফ
ফজল ৫৩০
ফদক ৪১৮, ৪২৬
ফাতিমা ২৫, ৬৫, ১৩৬, ১৬০, ২০৭, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৭১, ৩০৪, ৩২৩, ৩৩১, ৪২৫, ৪৫৩, ৫০২, ৫০৯, ৫১১, ৫১৫, ৫২৮
ফেরাউন ৪৩১
ব
বহিরা ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৮
বেককা ১১, ১২, ১৩, ৬৯
বেলাল ১২৫, ১২৬, ১৫৩, ২০৬, ২১০, ২১১, ২৩৬, ২৭৮, ২৮০, ৩০৭, ৩২৭, ৩৫৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৪৩৬, ৪৬৬, ৫১৬
বাইজেন্টাইন ১৮, ৪৪৬, ৪৯০
বারাকা ৪৭, ৬১
বারাহ ৫৭, ১০২, ১৭৪, ১৭৫, ৪৩৯
বারা ৩৪০
বারাহা
বাররাহ ১১৫, ১৩১, ১৭৫
বাধান ৪০৬
বাকী আল-ঘারকাদ ৫৩৬
বাল্‌কা ৪৯০
বুয়াস ১৭০, ২০০
বুরাইরা ৩৮১
বুদায়েল ৩৯০, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৭৫
বুজায়ের ৪৮৫
বিসর ৪১৮, ৪১৯
বংশ তালিকা ৫৪৯
ম
মরিয়ম ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৬১, ৪৩১, ৫১১
মসুল ১৯২
মারওয়া ১৩, ৪৩৬, ৫১৬
মাখজুম ১৬, ২৪, ২৫, ২৬
মায়সারা ৫৭, ৫৮
মায়মূনা ৮৫, ১৫৫, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৫৫, ৫০২, ৫২৫, ৫২৬
মাজুজ ১২৪
মাত্তাই ১৫৭
মাজান্না ২১১
মাজাহ ৫২১
মালিক ইবন্ সিনান ২৭৫, ২৯৪, ৩০৭, ৩০৯
মাদায়েন ৩৪২, ৪০৭
মাহদী ৫১২
মারিয়া ৪৩১, ৪৮৭
মার আজ-জাহরান ৪৫৭
মালিক ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৮২, ৪৮১, ৪৯৬
মুত্তালিব ১৯, ২০
মুগিরা ২৪, ২৬, ৮৮, ৯৬, ৩৯১, ৪৯৫, ৪৯৭
মুঘাম্মিস ৩৫
মুতয়ীম ইবন্ আদী ১৪৩, ১৪৪, ১৫৯, ১৬৭, ১৮২, ২৪৭, ২৭২
মুহাজের ১৯৭, ২১৬
মুয়ায়ীদ ২৩০, ২৩৪
মুয়াজ ২৩৪
মুহাম্মদ ইবন্ মাসলামাহ ২৭০, ৩৯৯, ৩২০, ৪৬৫
মুবাশ্বির ২৭৬
মুখাইরিক ৩০৩
মুনজির ইবন্ আমর ৩১৬
মুসতালিক ৩৭১, ৩৭৮

www.bjilibrary.com

মুকাউকিস ৪০৬, ৪৩০
মুয়াবিয়া ৪৭৮
মুয়াত্তিব ৪৬৭
মুয়াইবা ৪৬৯
মুয়াজ ইবন্ জাবাল ৪৭১
মুজদালিফা ৫১৯
মুসাইলামা ৫২১
মুয়াইহিবা ৫২৪
মূসা ৩০, ৭৩, ১২০, ১৬১, ১৬৩, ৩৩১, ৩৩২, ৩৫৫, ৩৬১, ৪৪২, ৪৯২
মূসাব ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ২০৮, ২৩৮, ২৮২, ২৯৭, ৩০৪
মূতা ৪৪৬, ৫২২
মিকদাদ ২২০
মিকরাজ ৩৯৬
মিস্তাহ ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৮৫
মিনা ৫০১, ৫১৯
মিশর ৪০৬, ৪৯০
মোয়াবাইট ১৫, ২৩
মানচিত্র ৫৫০
য
যীশু ১১০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ৪৮৫, ৪৯০, ৫১২, ৫১৩
র
রানুনা ১৯৪
রাওহা ৩০৮
রায়হানা ৩৬৬
রাবিয়া ৫১৭
রুকাইয়া ৬০, ৬৬, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১৩০, ১৪৫, ০৫৪, ১৭৯, ২১৬, ২৩৯, ২৫৯, ৩২৩
রুফাইদা ৩৬৩
রিফা'য়া ইবন্ সামাওয়াল ৩৬২
ল
লাবিদ ১৪৭, ১৪৮, ৪০৭, ৪০৯, ৪১০, ৪৮৫, ৫০০
লূত ৪৩১
শ
শায়বা ১৯, ২০, ১৫১, ১৫৬, ২২৩, ২৩০, ২৩১, ২৪২
শাহ্লা ১১৫
শাইখিয়ান ২৭৮, ২৭৯
শায়মা ৪৭৫
শাম্মান ১৩০, ১৩১, ২৯৭, ৩০৭, ৩০৯
শিরিন ৫০৩
শুকরান ৫৩৬
স
সওদা ১৬৮, ২০৮, ২৩৭, ২৩৯, ২৪৪, ২৬০, ৪২২, ৫১৯, ৫২৩
সওর ১৮৬, ১৮৭, ১৯০
সওয়াদ ২২৯
সহল ১৯৬
সারাহ ৯, ১০
সাফা ১৩, ৪৩৬, ৪৬৭, ৫১৬
সালমা ১৯, ২০, ৬৪, ৮৫, ২৪৫, ২৪৭, ৩৩৪, ৩৬৬, ৪৮৭
সা'না ৩৪, ৩৬, ৩৭ ৪০৭
সাফিয়া ৬০, ৬৩, ৬৪, ৮৪, ১৩১, ২০৭, ৩০৩, ৩০৪, ৩৩৪, ৪১৪, ৪২০, ৫২৮
সা'দ ৮৩, ৮৬, ১৭১, ১৭৩, ১৭৬, ২০৩, ২৮৪, ২৮৯, ২৯১, ২৯৯, ৩৫২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৭, ৫৩৩, ৫৩৪
সাইদ ১১৬, ১৩৬, ২১৬
সালমান ১৯২, ২০৪, ৩২৮, ৩৩২, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪২, ৫১১
সামাহ্ ২১১
সাদ ইবন্ উবাদা ২১২, ২৭৪, ৩০৯, ৩৭৩, ৩৮৬, ৪৩৭, ৪৪৮, ৪৬১, ৪৮২
সাদ ইবন্ মুয়াজ ২১৭, ২২১, ২২৫, ২৭০, ২৭৭, ২৯৩, ৩৫০, ৩৬২
সাফওয়ান ২৪৮, ২৭১, ২৭২, ২৯৫, ৩১৪, ৩৩৬, ৩৬৯, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮২, ৪৪০, ৪৬৩, ৪৭৮
সালমা বিনতে কায়েস ৩৬২
সাল্লাম ইবন্ মিশকাম ৪১৮
সালাবা ৩৬৬
সাইরোস ৪০৭
সিরিয়া ১৫, ১৮, ১৯, ৩৮, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৭,

www.bjilibrary.com

৯৩, ১১৭, ১৬৪, ১৭৪, ১৮৯, ১৯২, ২১২, ২১৬, ২১৮, ২৬৮, ৩২২, ৩৪২, ৩৪৭, ৩৬৮, ৪০৬, ৪৪৪, ৪৯০
সিনাই ৩৫৫
সিনান ৩৯৪
সুহায়েল ১১৫, ১১৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৮, ১৭৯, ১৯৬, ২২৩, ২৩৭, ২৪৪, ৩২৪, ৩৯৫, ৪৩৭, ৪৬৩, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৮
সুমাইয়া ১২৭
সুলাফা ২৮৪
সাদা ৫৪৮
হ
হাজেরা ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ২১
হাশিম ১৭, ১৮, ১৯, ২৩, ৯৮
হারিছ ২২, ৩৮, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৬৫, ১১৪, ১৮০, ২২৩, ২৩১, ২৮৯, ৩৭৮
হালাহ ৩২, ৩৮, ৪২৪
হালিমা ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৬৪, ৬৫
হামজা ৪৭, ৫২, ৬০, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১১৩, ১১৫, ১৩৮, ১৪০, ১৫২, ১৭৯, ১৯১, ২৩০, ২৩১, ২৪৩, ২৪৭, ২৭২, ২৭৪, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ৮৯৭, ৩০০, ৩০৩, ৩০৫
হাওয়াজিন ২৯, ৪০, ৫২, ৩১৬, ৪২৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৭১, ৪৭৭, ৪৯৬
হাতিম ৬২, ৪৮৯
হাকিম ১৪০, ২১৯, ২২৬, ৪৫৯, ৪৭৮
হামনাহ্ ১৭৯, ২০৮, ৩০৪, ৩৮০, ৩৮৪, ৩৮৫
হাফসা ১৭৯, ২৫৯, ২৭১, ৪২২, ৪৩০, ৪৩২, ৫২৭
হানজালা ২০২, ২৭৫, ২৭৯, ২৮২, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৮, ৩০২, ৩৩২, ৩৩৩
হাকাম ২১৪, ২১৫
হারিছা ইবন্ সুরাকা ২৩৯, ২৪০
হারিছ ইবন্ সিম্মাহ ২৯১, ২৯৫, ৩০১, ৩১৭
হাব্বাব ২৫০, ২৫১
হাদল ৩৬১
হাসান ইবন্ সাবিত ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪, ৩৮৫
হাতিব ৪৫৪
হাবিব ৪৮৫
হাবীবা ৫৩০
হারুন ৪৯২
হেরাক্লিয়াস ৪০৬, ৪৯০
হিশাম ১৪৩, ১৪৪, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ২৪৬
হিযায ৩১, ৩৪
হিলফুল ফুজুল ৯৭
হিন্দ ১০৬, ২৭২, ২৮৩, ২৯৭, ২৯৮, ৪৬২, ৪৬৭
হুবল ১৫, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮
হুলায়ল ১৬, ৩১৩, ৩১৪
হুলায়স ২৯৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২
হুদায়ল ৩৪৮, ৪৬৩
হুজাইফা ১৪৪, ১৭৯, ৩৫৬, ৩৫৮
হুবাইরা ৫৬, ১৪৭, ১৬০, ৪৬৪
হুসায়েন ইবন্ সাল্লাম ২০৫
হুবাব ইবন্ আল-মুনজির ২২৫, ২৭৭, ২৮৬
হুয়াই ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩৩৬, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬৪, ৪১৯
হুদাইবিয়া ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯২, ৪০১, ৪০৪, ৪৩৫, ৪৩৯, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৮৪, ৫০৬
হুয়াইতিব ৪৩৭, ৪৭২, ৪৮৪, ৪৯০

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

বংশতালিকা

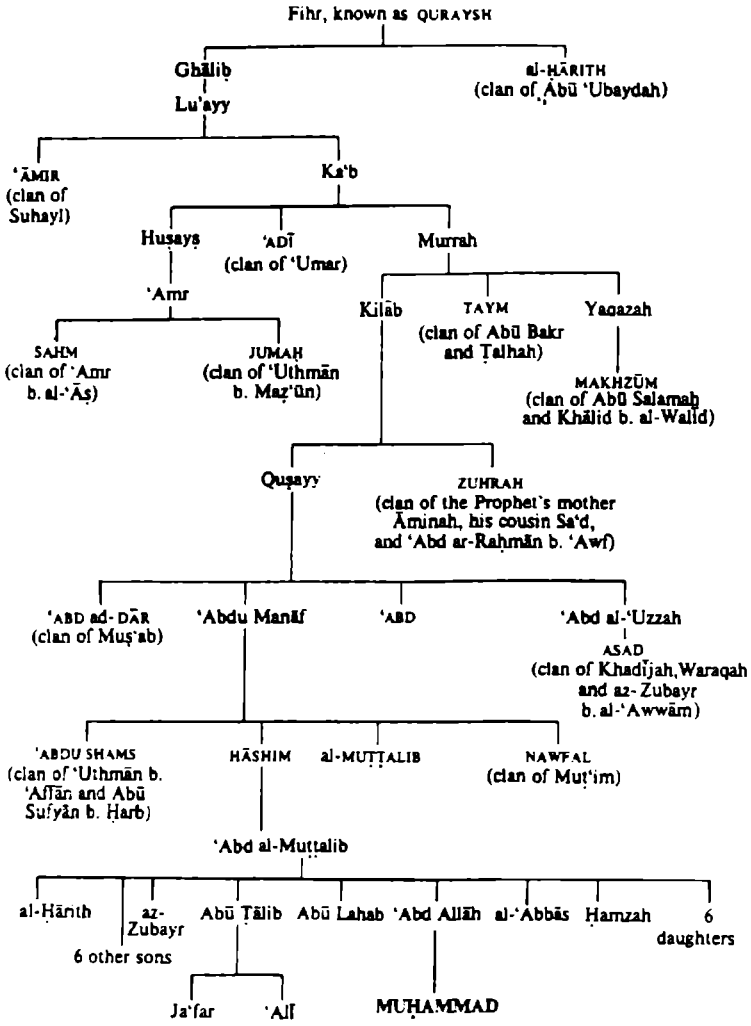

www.bjilibrary.com

মানচিত্র

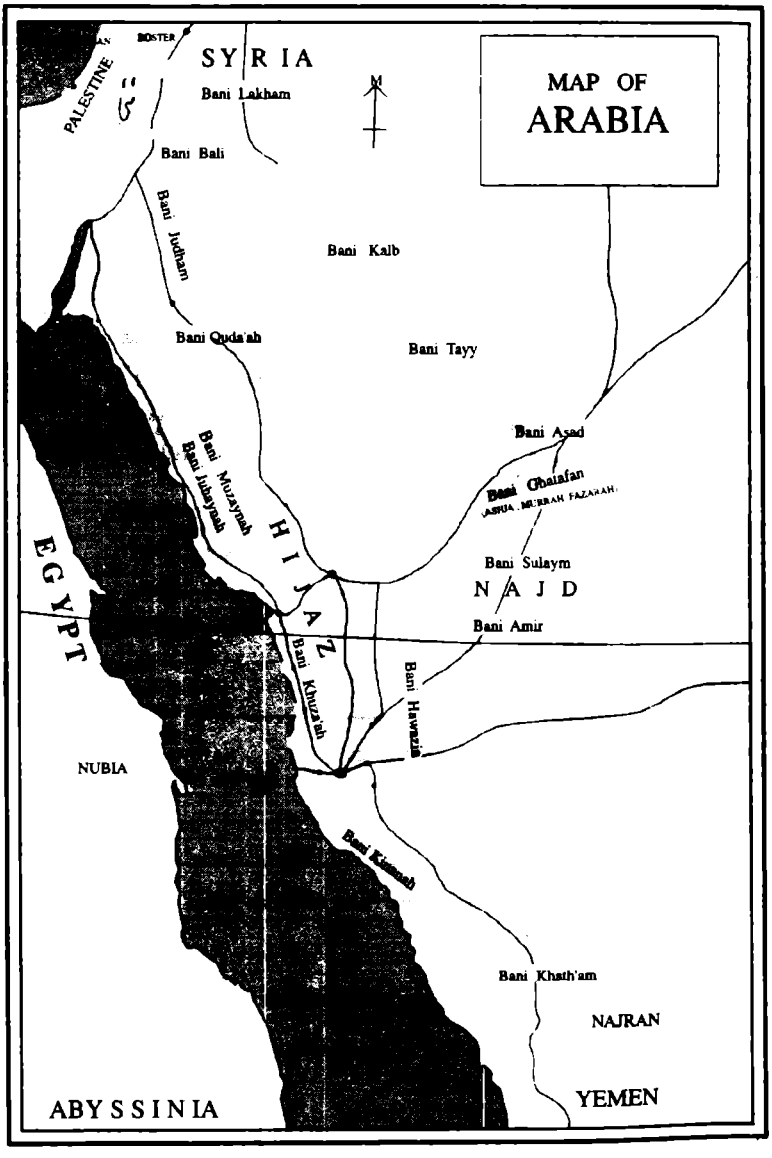

www.bjilibrary.com